শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতং।

প্রথম শতকং।

শ্রীশ্রীগৌরভগবৎ-প্রিয়পার্ষদ পরমাভিবন্দনীয়

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীতং।

মাননীয়

শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম্. এ, কর্ত্তৃক অনুদিত।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীনগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি-এ, বি এল্, সাহিত্যরঞ্জন ভাগবতভূষণ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও

শ্রীযামিনীমোহন সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য /০ এক আনা] [ডাক ব্যয় /০ এক আনা।

নিবেদন।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ এক শত খণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ জন-প্রবাদ আছে। বহু অনুসন্ধান করিয়া মাত্র ষোড়শ খণ্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" ও "রাধারস-সুধানিধি" গ্রন্থদ্বয়ে সরস্বতীপাদ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত গ্রন্থেও সেই শক্তির যথেষ্ট অভিব্যক্তি আছে। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগী ও ভক্তগণের নিকট পরমাদরের বস্তু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপনিবাসী শ্রীমান্ হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম্. এ,—বর্ত্তমানে কৃতবৈরাগ্য হরিদাস বাবাজী মহাশয়—এই গ্রন্থের প্রথম শতকের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। পারমার্থিকানুরক্ত আগ্রা সহরের মিলিটারী একাউণ্টস্ বিভাগের শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় এই শতকের যাবতীয় মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, তজ্জন্য ইঁহারা উভয়ে বৈষ্ণব ও সুধীমণ্ডলীর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আর্থিক আনুকুল্য ব্যতীত সমুদয় খণ্ডগুলি প্রকাশ করা অসম্ভব, তবে সুখের বিষয় আরও চারি পাঁচ খণ্ডের মুদ্রণ ব্যয় সাহায্য পাইবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগী তথা ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশের এক বা ততোধিক খণ্ডের মুদ্রণ ব্যয়ভার কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে এই প্রচেষ্টা সফলতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে।

বৃন্দাবন।
মাঘ,
৪৪৮ চৈতন্যাব্দ।

নিবেদক —
শ্রীনগেন্দ্রলাল লাহিড়ী, বি-এ, বি-এল্,
সাহিত্যরঞ্জন, ভাগবতভূষণ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতং।

প্রথমং শতকম্।

শ্রীরাধা-মুরলী মনোহর পদাম্ভোজং সদা ভাবয়ন্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ পদরজঃ স্বাত্মানমেবার্পয়ন্।
শ্রীমদ্ভাগবতোত্তমান্ গুণনিধীনত্যাদরাদানমন্
শ্রীবৃন্দাবন দিব্যবৈভবমহং স্তোতুং মুদা প্রারভে ॥ ১ ॥
ঈশোঽপি যস্য মহিমামৃত বারিরাশেঃ
পারং প্রযাতুমনলম্বত তত্র কেঽন্যে।
কিন্ত্বল্পমপ্যহমতি প্রণয়াদ্ বিগাহ্য
স্যাং ধন্য ধন্য ইতি মে সমুপক্রমোঽয়ম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরাধা ও শ্রীমুরলী-মনোহরের পাদপদ্ম নিরন্তর চিন্তা করিয়া,—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পদরজঃ কণাসমূহে আত্ম সমর্পণ করিয়া,—কল্যাণ-গুণসাগর ভাগবতোত্তমদিগের চরণকমলে অতিশয় আদর পূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিয়া—আনন্দের সহিত আমি শ্রীবৃন্দাবনের দিব্য বৈভবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ ১ ॥

যে বৃন্দাবনের মহিমামৃত সমুদ্রের পারগমনে স্বয়ং ঈশ্বরও অপারক, সেই কার্য্যে অপর কেই বা সাহস করিবে ? কিন্তু অতি প্রণয়ভরে আমি

শ্রীমদ্‌বৃন্দাটবি ! মম হৃদি স্ফোরয়াত্ম-স্বরূপ-
মত্যাশ্চর্য্যং প্রকৃতিপরমানন্দ বিদ্যারহস্যম্।
পূর্ণব্রহ্মামৃতমপি হ্রিয়া বাহভিধাতুং ন নেতি
ব্রূতে যত্রোপনিষদইহাত্রত্য বার্ত্তা কুতস্ত্যা ॥ ৩ ॥

রাধাকৃষ্ণ বিলাসপূর্ণ সুচমৎকারং মহামাধুরী
সারস্ফার চমৎকৃতিং হরিরসোৎকর্ষস্য কাষ্ঠা পরাম্।
দিব্যং স্বাদ্যরসৈক রম্য সুভগাশেষং ন শেষাদিভিঃ
সেশৈর্গম্যগুণৌঘপারমনিশং সংস্তৌমি বৃন্দাবনম্ ॥ ৪ ॥

ঐ সমুদ্রে সামান্য পরিমাণে অবগাহন করিয়াও ধন্য ধন্য হইব—এইজন্যই আমার এই প্রচেষ্টা ॥ ২ ॥

হে শ্রীমদ্‌বৃন্দাটবি ! অত্যাশ্চর্য্যজনক স্বাভাবিক পরমানন্দ-বিদ্যা-রহস্য-যুক্ত যে তোমার স্বকীয় স্বরূপ, তাহা আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি করাও। উপনিষৎ যখন পূর্ণব্রহ্মামৃতই বর্ণন করিতে লজ্জিত হইয়া "নেতি নেতি" বলিয়া থাকেন, তখন অত্রত্য (এই বৃন্দাবনের) বার্ত্তা বিষয়ে আর কি বলা যাইবে ? ৩ ॥

যে স্থান শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-সৌভাগ্যে পূর্ণ চমৎকারিত্ব-জনক, যে স্থান মহা-মাধুর্য্যের সার হেতু অতীব বিস্ময়কর,—যে স্থান শ্রীহরির রসোৎকর্ষের (শৃঙ্গার রসের) পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদক, অপ্রাকৃত ও আস্বাদনীয় মুখ্য উজ্জ্বল-রসের অশেষ সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত (অথবা—উন্নত উজ্জ্বল রসের দ্বারাই অশেষভাবে একমাত্র রমণীয় ও সৌভাগ্য-মণ্ডিত) ঈশ্বর সহিত শেষাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার গুণরাশির বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না,—এমন শ্রীবৃন্দাবনকে আমি দিবানিশি সম্যক্ প্রকারে স্তব করিতেছি ॥ ৪ ॥

প্রেমোৎক্যেন বিচিন্ত্যতাং বিলুঠনৈঃ সর্ব্বাঙ্গমাযোজ্যতাং
দেহস্যাস্য সমর্পণেন সুদৃঢ়প্রেমা সমাস্থীয়তাম্।
রাধাজানিরুপাস্যতাম্ স্থিরচরপ্রাণীহ সন্তোষ্যতাং
শ্রীবৃন্দাবনমেব সর্ব্বপরমং সর্ব্বাত্মনা শ্রীয়তাম ॥ ৫ ?
বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তি মুখতো নোচেত্ততঃ কিং মম
মন্যন্তে বত শাস্ত্রগর্ত্তপতিতা দুস্তর্কিণঃ কিং ততঃ।
নো চেদ্ ভাগবতানুভূতিপদবীং যাত স্ততঃ কিং মম
স্বাত্মা বজ্রসহস্রবিদ্ধ ইব ন স্পন্দেত বৃন্দাবনাৎ ॥ ৬ ॥
প্রোদঞ্চৎপিকপঞ্চমং প্রবিলসদ্‌বংশীসুসঙ্গীতকং
শাখাখণ্ড-শিখণ্ডি-তাণ্ডব কলং প্রোল্লাসিবল্লীদ্রুমম্।
ভ্রাজন্মঞ্জু নিকুঞ্জকং খগকুলৈ শ্চিত্রং বিচিত্রং মৃগৈ
র্নানাদিব্যসরঃসরিদ্ গিরিবরং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥ ৭ ॥

প্রেমোৎকণ্ঠাভরে (শ্রীধামের) চিন্তা কর,—বিলুণ্ঠনের জন্য সর্ব্বাঙ্গের নিয়োগ কর,—এই (ভৌতিক) দেহের সমর্পণ করিয়া সুদৃঢ় প্রেমার সমাশ্রয় লাভ কর,—শ্রীরাধা নাগরকে উপাসনা কর,—শ্রীধামের স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিমাত্রকেই সন্তুষ্ট কর,—এইরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবনই কায়-মনোবাক্যে আশ্রয় কর ॥ ৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমা—বেদান্তসকল মুখে (মুখ্যবৃত্তিতে) প্রতিপাদন না করিলেই বা আমার কি ? শাস্ত্র-গর্ত্ত নিপতিত কু-তার্কিকগণ যদি শ্রীবৃন্দাবনের সম্মান না করে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? এবং ঐ ধাম-মাহাত্ম্য ভগবদ্ভক্তদিগের অনুভব গোচর না হইলেই বা আমার কি ? আমার দেহ সহস্র বজ্র কর্ত্তৃক বিদ্ধের মত হইয়া যেন বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র ঈষন্মাত্রও চালিত না হয় ॥ ৬ ॥

যে ধামে কোকিল-কুল উদাত্ত পঞ্চম স্বরে আলাপ করে,—বংশীর সুমোহন তানের সহিত যে স্থলে সুমধুর সঙ্গীত শ্রুতিগোচর হয়,—যে

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণং ব্রহ্মতূর্য্যং
শ্রীবৈকুণ্ঠ দ্বারকা জন্মভূমিঃ।
কৃষ্ণস্যাথো গোষ্ঠবৃন্দাবনন্তৎ
গোপ্যাক্রীড়ং ধাম বৃন্দাবনান্তঃ ॥ ৮ ॥
অত্যাশ্চর্য্যা সর্ব্বতোঽস্মাদ্ বিচিত্রা
শ্রীমদ্‌রাধা কুঞ্জবাটী চকাস্তি।
আদ্যোভাবো যো বিশুদ্ধোঽতি পূর্ণ-
স্তদ্রূপা সা তাদৃশোন্মাদি সর্ব্বাঃ ॥ ৯ ॥
তত্রৈবাবির্ভব দ্রূপশোভা
বৈদগ্ধ্যাদ্যোঽন্যানুরাগাদ্ভুতৌঘৌ।

ধামের প্রতি বৃক্ষশাখায় ময়ূরগণের তাণ্ডব-নৃত্য-সহকারে অস্ফুট মধুর ধ্বনি হয়,—যে স্থানে লতা ও বৃক্ষসমূহ (ফল ফুলে) উল্লসিত,—যে ধামে মঞ্জুল নিকুঞ্জ সমূহ শোভমান,—নানা জাতীয় বিহঙ্গ-কুল ব্যাপ্ত,—নানাবিধ পশু সমাকীর্ণ এবং নানাবিধ দিব্য সরোবর নদীও পর্ব্বতাকীর্ণ—সেই বৃন্দাবনকে ধ্যান করি ॥ ৭ ॥

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয় ব্রহ্ম, শ্রীবৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, জন্মভূমি (মথুরা বা গোকুল), কৃষ্ণের গোচারণ স্থলী বৃন্দাবন, এবং বৃন্দাবন মধ্যবর্ত্তী গোপীদিগের ক্রীড়াভূমি (ইঁহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ) ॥ ৮ ॥

অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ও পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতে অতীব সুন্দর শ্রীরাধার কুঞ্জবাটী শোভা পাইতেছে। বিশুদ্ধ ও অতিপূর্ণ যে আদ্য (শৃঙ্গারাখ্য) ভাব, শ্রীরাধারাণীর কুঞ্জবাটী তৎস্বরূপা এবং তদীয় যাহা কিছু সকলই তাদৃশ উন্মাদনাই জন্মাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সেই স্থানে রূপশোভা-বৈদগ্ধী ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগের অদ্ভুত সাগরের এবং নিত্য ও ভঙ্গরহিত উন্মাদনকারী অনঙ্গ রঙ্গের আবির্ভাব

নিত্যাভঙ্গ প্রোন্মদানঙ্গরঙ্গৌ
রাধাকৃষ্ণৌ খেলতঃ স্বালিজুষ্টৌ॥ ১০ ॥

অত্যুৎকৃষ্টে সকলবিধয়া শ্রীলবৃন্দাবনেঽস্মিন্
দোষান্ দৃষ্টান্নিজহতদৃশা বাস্তবান্ যে বদন্তি।
তাদৃক্ মূঢ়া হরি হরি! মম প্রাণবাধেঽপ্যদৃশ্যাঃ
সংভাব্যা যা কথমপি নহি প্রায় সর্ব্বস্বহাস্যাঃ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মানন্দমবাপ্য তীব্রতপসা সম্যক্প্রসাদ্যেশ্বরং
গোরূপাঃ সকলা ইহোপনিষদঃ কৃষ্ণে রমন্তে ব্রজে।
বৃন্দারণ্যতৃণং তু দিব্য রসদং নিত্যং চরন্ত্যোঽহনিশং
রাধাকৃষ্ণপাদাম্বুজোত্তম রসাস্বাদেন পূর্ণাঃ স্থিতাঃ॥ ১২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনি স্থিরচরে দোষান্ মম শ্রাবয়েদ্
যোঽসৌ কিং শতধা ছিনত্তি নহি মাং শস্ত্রৈ রথাস্ত্রৈঃ শিতৈঃ।

করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিজ সখীগণের সহিত যুক্ত হইয়া খেলা করিতেছেন॥ ১০ ॥

সর্ব্বপ্রকারে অতি উৎকৃষ্ট এই শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ দৃষ্ট দোষ সমূহকে যাহারা সত্য বলিয়া বর্ণনা করে—অহো! সেই মূঢ় ব্যক্তিগণকে আমি প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলেও দর্শন করিব না। তাহারা কি যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, সকলের নিকট অহাস্য (উপহাস্যাস্পদ) না হইয়া থাকিতে পারে? ১১ ॥

উপনিষৎসমূহ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াও, তীব্র তপস্যা দ্বারা সম্যক্‌রূপে ঈশ্বরারাধনা করিয়া এই কৃষ্ণব্রজে গোরূপী হইয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা দিব্য রসদানকারী বৃন্দারণ্য-তৃণ ভক্ষণ করিয়া দিবানিশি নিত্য রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মের উত্তম রসাস্বাদনে পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন॥ ১২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসী স্থাবর জঙ্গমে দোষ সমূহ আছে বলিয়া যে ব্যক্তি

সর্ব্বাধীশিতুরেব জীবনবনে দ্বেষঞ্চমাত্রং চরেদ্
একস্যাপি তৃণস্য ঘোরনরকাত্তং কঃ কদা বোদ্ধরেৎ ॥১৩॥
শ্রীবৃন্দারণ্য শোভামৃতলহরীঃ সমালোকতো বিহ্বলা মে
দৃষ্টি র্বা ভাতু বৃন্দাবনমহিম-সুধা-বারিধৌ মজ্জতাদ্ধীঃ।
শ্রীবৃন্দারণ্যভূমৌ লুঠতু মম তনু র্বিহ্বলানন্দপূরৈঃ
শ্রীবৃন্দারণ্যসত্ত্বেষ্বহহ তত ইতো দণ্ডবন্মে নতিঃ স্যাৎ ॥১৪॥
যত্র ক্রীড়ন্তি কৃষ্ণ-প্রিয়-সখি-সুবলাদ্যদ্ভুতাভীরবালা
মোদন্তে যত্র রাধা-রতিময় ললিতাদ্যুজ্জ্বল শ্রীকিশোর্য্যঃ।
আশ্চর্য্যানঙ্গরঙ্গে রহহ! নিশিদিবা খেলনাসক্ত রাধা-
কৃষ্ণৌ রত্যেকতৃষ্ণৌ মম সমুদয়তাং শ্রীলবৃন্দাবনং তৎ ॥১৫॥

আমাকে শ্রবণ করায়, সে কি আমাকে শাণিত অস্ত্র দ্বারা শতধা ছেদন করে না? সর্ব্বাধীশের প্রাণোপম বনে যে একটী তৃণের প্রতিও স্বল্প দ্বেষাচরণ করে, তবে তাহাকে ঘোর নরক হইতে কবে কেহ-ই বা উদ্ধার করিবে? ১৩॥

শ্রীবৃন্দারণ্যের শোভামৃত তরঙ্গসমূহ অবলোকন করিতে করিতে আমার লোচন বিহ্বল হউক, শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা-সুধা-সমুদ্রে আমার বুদ্ধি মজ্জন করুক, সান্দ্রানন্দ প্রবাহে বিভোর হইয়া আমার দেহ শ্রীবৃন্দারণ্য-ভূমিতে লুণ্ঠন করুক। অহো শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী সর্ব্বজীবের চরণে যেন ইতস্ততঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারি॥ ১৪॥

যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা সুবলাদি অদ্ভুত অদ্ভুত গোপবালকগণ ক্রীড়া করেন,—যে স্থানে শ্রীরাধার প্রতি রতিশালিনী ললিতাদি উজ্জ্বল-রস-বিশিষ্টা শ্রীকিশোরীনিচয় আনন্দ পাইয়া থাকেন,—দিবানিশি আশ্চর্য্য অনঙ্গ-রঙ্গে খেলনপরায়ণ রতিতেই একমাত্র তৃষ্ণাবিশিষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণ,—সেই শ্রীবৃন্দাবনকে আমার হৃদয়ে সমুদিত করুন॥ ১৫॥

স্বচ্ছং স্বচ্ছন্দমেবাস্ত্যতিমধুর-রস নির্ঝরাদম্বু পাতুং
ভোক্তুং স্বাদূনি কামং সকলতরুতলে শীর্ণপর্ণানি সন্তি।
কামং নিঃশীতবাতং বিমলগিরিগুহাত্বস্তি নির্ভাতি বস্তুং
শ্রীবৃন্দারণ্যমেতত্তদপি যদি জিহাসামি হা হা হতোঽস্মি ॥১৬

মহাপ্রেমাম্ভোধে র্যদনুপমসারং যদমলং
হরিপ্রেমাম্ভোধে মধুর মধুরং দ্বীপবলয়ম্।
মুনীন্দ্রানাং বৃন্দৈঃ কলিতরস বৃন্দাবনমহো!
তদেতদ্দেহান্তাবধি সমধিবাসং দিশতু মে ॥ ১৭ ॥

বাপীকূপতড়াগ কোটিভিরহো দিব্যামৃতাভির্যুতং
দিব্যোদ্যৎফল-পুষ্পবাটিক মনন্তাশ্চর্য্যবল্লীদ্রুমম্।
দিব্যানন্তপতন্মৃগং বনভুবাং শোভাভিরত্যদ্ভুতং
দিব্যানেক নিকুঞ্জমঞ্জুলতরং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥ ১৮ ॥

স্বচ্ছন্দে পান করিবার জন্য নির্ঝরের স্বচ্ছ অতি মধুর-রস-বিশিষ্ট জল আছে,—যথেচ্ছ ভোজনের জন্য সকল তরুতলেই সুস্বাদু শীর্ণ পত্র রহিয়াছে--যথেষ্ট উষ্ণ নির্ব্বাত বিমল গিরিগহ্বর প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে—এই শ্রীবৃন্দাবন (সর্ব্বথাই) বাসের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে—তথাপি হায়! যদি ইহাকে ত্যাগ করি, তবে আমি অত্যন্ত মন্দভাগ্য ॥ ১৬ ॥

যাহা মহাপ্রেম-সমুদ্রের উপমারহিত বিমল সার বস্তু, যাহা শ্রীহরির প্রেম-সাগরের অতি মধুর দ্বীপ বলয় সদৃশ ও যাহা মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক আস্বাদিত রসবৃন্দের আধার স্বরূপ—সেই বৃন্দাবন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় দান করুন্ ॥ ১৭ ॥

দিব্য জলে পূর্ণ কোটি কোটি সরোবর, কূপ ও তড়াগযুক্ত, দিব্য দিব্য ফল ও পুষ্পবাটিকা মণ্ডিত, অনন্ত চমৎকারকারী বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ, দিব্য দিব্য অসংখ্য ইতস্ততঃ ধাবমান পশু সঙ্কুল, বনভূমির বিচিত্র শোভা

শ্রীরাধিকা মদনমোহন কেলিকুঞ্জ-
পুঞ্জৈর্বৃতদ্রুমলতা ঘন রত্নভূমি।
আনন্দমত্ত মৃগ-পক্ষীকুলাকুলং শ্রী-
বৃন্দাবনং হরতি কস্য হঠান্ন চেতঃ॥ ১৯॥
কস্যাপি দিব্য রতি মন্মথকোটিরূপ
ধামদ্বয়স্য কনকাসিত রত্নভাসম্।
অত্যদ্ভুতৈ র্মদনকেলিবিলাসবৃন্দৈ
র্বৃন্দাবনং মধুরিমাম্বুধি মগ্নমীক্ষে॥ ২০॥
গাঢাসক্তিমতামপীহ বিষয়েষ্বত্যন্ত নির্বেদতো
দৃক্‌পাতেঽপ্যসহিষ্ণুতাতিশয়িনাং যোগে সমুদ্যোগিনাম্।
ব্রহ্মানন্দরসৈকলীন মনসাং গোবিন্দ পাদাম্বুজ-
দ্বন্দ্বাবিষ্ট ধিয়াং চ মোহনমিদং বৃন্দাবনং স্বৈর্গুণৈঃ॥ ২১॥

সমুদ্ভাসিত এবং দিব্য অগণিত মঞ্জুল (মনোহর) নিকুঞ্জপুঞ্জ পরিশোভিত শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করি॥ ১৮॥

শ্রীরাধামদনমোহনের কেলিকুঞ্জসমূহে আকীর্ণ, ঘন ঘন বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত রত্নভূমিযুক্ত এবং আনন্দমত্ত পশু-পক্ষি-সমূহের দ্বারা আকুলিত, সেই শ্রীবৃন্দাবন বলাৎকার পূর্ব্বক কাহার চিত্ত না হরণ করিয়া থাকেন?

কোনও দিব্য কোটি কোটি রতি-কামদেব রূপবিশিষ্ট (অনির্ব্বচনীয়) বিগ্রহযুগলের স্বর্ণ-নীল-জ্যোতিরুদ্ভাসিত অতীব অদ্ভুত কাম-কেলি-বিলাসাদির মাধুর্য্য সাগরে মগ্ন শ্রীবৃন্দাবনকে আমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি॥ ২০॥

এই সংসারের বিষয় সমূহে গাঢ় আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদিগের, অতি নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) বশতঃ ঐ বিষয়েই দৃক্‌পাত করিতে ও অত্যন্ত অসহিষ্ণুদিগের—যোগমার্গে সম্যক্ প্রকারে উদ্যোক্তাগণের—কেবলমাত্র

চিরাদুপনিষদ্‌গিরামতি বিচার্য্য তাৎপর্য্যকং
ন লব্ধুমিহ শক্যতে যদনুমাধুরীমপ্যহো।
তমপ্যনুভবেন্মহারসনিধিং যদাবাসত
স্তদেব পরমং মম স্ফুরতু-ধাম-বৃন্দাবনম্॥ ২২ ॥

সোঢ্বা পাদপ্রহারানপি চ শতশতং ধিক্কৃতীনাঞ্চ কোটীঃ
ক্ষুত্তৃট্‌শীতাদি বাধা শতমপি সততং ধৈর্য্যমালম্ব্য সোঢ্বা।
মুঞ্চন্ শোকাশ্রুধারা মতিকরুণগিরা রাধিকাকৃষ্ণনামা-
ন্যুদ্‌গায়ন্ কর্হি বৃন্দাবনমতিবিকলোঽকিঞ্চনঃ সঞ্চরামি ॥২৩॥

অদ্য শ্বো বা যাস্যতীদং কুদেহং
সর্ব্বে ভোগা যান্তি তত্র স্থিতেঽপি।

ব্রহ্মানন্দরসেই মগ্নচিত্ত ব্যক্তিবর্গের, এমন কি গোবিন্দপাদপদ্মে আবিষ্ট-চিত্ত ভক্তবৃন্দেরও মন এই শ্রীবৃন্দাবন স্বকীয় গুণরাশিতে মোহিত করিয়া থাকেন॥ ২১ ॥

বহুদিন পর্য্যন্ত উপনিষৎ বাক্য সমূহের তাৎপর্য্য বিচার করিয়াও হায়! অণুমাত্রও যে মাধুরী লাভ করিতে সাধ্য হয় না, পরন্তু শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াই সেই মধুরিমা সমুদ্রের আস্বাদন হইতে থাকে; সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীধাম বৃন্দাবন আমার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন॥ ২২ ॥

শত শত পাদ প্রহারও সহ্য করিয়া, কোটি কোটি ধিক্কারও সহ্য করিয়া, ধৈর্য্য সহকারে সতত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত গ্রীষ্মাদির শত শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও কবে শোকাশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে করিতে শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণের নামাবলি অতি করুণ ধ্বনিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে অতি বিকলচিত্তে অকিঞ্চন হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিব॥ ২৩॥

অদ্য কিম্বা কল্যই এই কুৎসিৎ দেহপাত হইবে, আর দেহ থাকিলেও অচিরে সকল ভোগ ফুরাইয়া যাইবে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হই-

তস্মাৎ সৌখ্যাভাস উচ্চৈর্বিভাতি
নিত্যানন্দে নন্দ বৃন্দাবনান্তঃ ॥ ২৪ ॥
কিং নো ভূপৈঃ কিং নু দেবাদিভির্বা
স্বাপ্নৈশ্বর্য্যোৎফুল্লিতৈঃ কিঞ্চ মুক্তৈঃ।
শূন্যালম্বৈ র্বৈষ্ণবৈর্বাপি কিং নঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাকাননৈকান্ত ভাজাম্ ॥ ২৫ ॥
শং সর্ব্বেষাম প্রয়াসেন দাত্রী
দ্বি ত্রৈকান্তি প্রেমমাত্রৈকপাত্রী।
আনন্দাত্মা শেষসত্ত্বা নিধাত্রী
শ্রীবৃন্দাটব্যস্তু মেহন্ধস্যধাত্রী ॥ ২৬ ॥
বেণুং যত্র ক্বণয়তি মুদা নীপমূলাবলম্বী
সম্বীত শ্রীকনকবসনঃ শীতকালিন্দীতীরে।

তেছে, এই পার্থিব বস্তুসমূহে সুখের আভাসমাত্র 'রহিয়াছে। তবে নিত্যানন্দদায়ী শ্রীবৃন্দাবনেই আনন্দলাভ কর ॥ ২৪ ॥

একান্তভাবে শ্রীবৃন্দাবনাশ্রয়ী আমাদের নৃপতিগণেরই বা কি প্রয়োজন? দেবগণেরই বা কি আবশ্যক? আর স্বাপ্ন-ঐশ্বর্য্যতুল্য ঐশ্বর্য্য দ্বারা উৎফুল্লিত মুক্তগণের দ্বারাই বা আমাদের কি প্রয়োজন? অপর শূন্যাবলম্বী (পরব্যোম বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্তিই যাঁহাদিগের লক্ষ্য) বৈষ্ণবগণেরই বা আমাদের কি আবশ্যক? ২৫ ॥

অনায়াসে সকলের সুখ-বিধানকারী, দুই তিন (মুষ্টিমেয়) একান্তী জনেরই কেবল প্রেমের পাত্র—নিখিল জীবের আনন্দস্বরূপ প্রদানকারী, সেই শ্রীবৃন্দাটবী মাদৃশ অন্ধজনের ধাত্রী (পালয়িত্রী) হউন ॥ ২৬ ॥

শীতল যমুনাতীরে কদম্বমূলাবলম্বী সুন্দর পীতবস্ত্র পরিহিত, শ্যামবর্ণ কাম-প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোনও এক দিব্য কিশোর শ্রীরাধার বদন-কমল

পশ্যন্ রাধাবদনকমলং কোঽপি দিব্যঃ কিশোরঃ
শ্যামঃ কামপ্রকৃতিরিহ মে প্রেম বৃন্দাবনেঽস্তু ॥ ২৭ ॥
স্তৈঃ কিং নঃ পরমপরমানন্দ-সাম্রাজ্যভোগৈঃ
কিংবা যোগৈঃ পরপদকৃতৈঃ কিং পরৈর্বাভিযোগৈঃ।
বাসেনৈব প্রসভমখিলানন্দ সারাতিসারং
বৃন্দারণ্যে মধুর-মুরলী-নাদ মাকর্ণয়িষ্যে ॥ ২৮ ॥
শ্রীবস্ত্রাভরণাদিভিঃ করপদাদ্যুৎকর্ত্তদাহাদিভিঃ
নিন্দা সংস্তব কোটিভির্বহুবিভূত্যত্যন্ত দৈন্যাদিভিঃ
জীবন্নেব মৃতো যথা ন বিকৃতিং প্রাপ্তঃ কথঞ্চিৎ কচিৎ
শ্রীবৃন্দাবনমাশ্রয়ে প্রিয়মহানন্দৈককন্দং পরম্ ॥ ২৯ ॥
দুঃখান্যেব সুখানিবিদ্ধ্যপযশো জানীহি কীর্ত্তিং পরাং
মন্যেথা অধমৈশ্চ দুষ্পরিভবান্ সম্মানবৎ সত্তমৈঃ।

দর্শন করিতে করিতে যেস্থানে আনন্দে বেণুবাদন করিতেছেন—সেই শ্রীবৃন্দাবনে আমার প্রেম হউক ॥ ২৭ ॥

অতীব পরমানন্দ-বিধায়ক সেই সমস্ত সাম্রাজ্য ভোগেই বা আমাদের কি ? উৎকৃষ্ট (স্বর্গাদি) স্থান প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে যোগসমূহ দ্বারাই বা কি লাভ ? অন্যান্য বিষয়ে অভিনিবেশ করিয়াই বা কি ফল ? যেহেতু বৃন্দাবনে বাস করিলেই ত নিখিল আনন্দের সারাৎসার মধুর মুরলী-নিনাদ হঠাৎ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবে ॥ ২৮ ॥

উত্তম উত্তম বস্ত্র ও আভরণাদি লাভে, কর চরণাদির ছেদন বা দাহাদিতে অথবা কোটি কোটি নিন্দা ও প্রশংসা দ্বারা, কিম্বা বহু ধন-সম্পত্তি বা দৈন্যাদিতেও জীবন্মৃতবৎ কখনও কোনও প্রকারে বিকার প্রাপ্ত না হইয়া পরম প্রিয় মহানন্দ বীজস্বরূপ এই শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিলাম ॥ ২৯ ॥

যদি বৃন্দাবনই তোমার জীবন হয়, তবে দুঃখসমূহকেই

দৈন্যান্যেব মহাবিভূতিমতিসল্লাভানলাভান্ সদা
পাপান্যেব চ পুণ্যমন্তি যদি তে বৃন্দাবনং জীবনম্ ॥ ৩০ ॥

ত্যক্ত্বা সঙ্গং দূরতঃ স্ত্রীপিশাচ্যা
সর্ব্বাশানাং মূলমুদ্ধৃত্য সম্যক্।
দৈবাল্লব্ধেনৈব নির্ব্বাহ্য দেহং
শ্রীমদ্বৃন্দাকাননে জোষমাস্স্ব ॥ ৩১ ॥

ন কুরু ন বদ কিঞ্চিদ্ বিস্মরাশেষদৃশ্যং
স্মর মিথুনমহস্তদ্গৌরনীলং স্মরার্ত্তম্।
বহুজন সমবায়াদ্দূরমুদ্বিজ্য যাহি
প্রিয় নিবসতু দিব্যশ্রীলবৃন্দাবনান্তঃ ॥ ৩২ ॥

করনিহিতকপোলো নিত্যমশ্রূণি মুঞ্চন্
পরিহৃতজনসঙ্গোঽরোচমানানুযানঃ।

সুখরাশি বলিয়াই গ্রহণ কর, অপযশকেই পরমা-কীর্ত্তি বলিয়া জান, অধম পুরুষগণ কর্ত্তৃক অতিশয় অপমানিত হইলে তাহাকেই সাধু-পুরুষের সম্মানবৎ মনে কর। দরিদ্রতারাশিকেই মহা বিভূতি স্বরূপে, অত্যুত্তম পার্থিব লাভ সমুদয়কে মহা ক্ষতিস্বরূপে এবং পাপসমূহকে পুণ্যরূপে প্রতীত কর ॥ ৩০ ॥

স্ত্রী-পিশাচীর সঙ্গ দূর হইতে ত্যাগ,—সকল বাসনার মূল সম্যক্ প্রকারে উচ্ছেদ এবং দৈবলব্ধ বস্তু দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ ও শ্রীবৃন্দাকাননে প্রীতিপূর্ব্বক বাস কর ॥ ৩১ ॥

তোমার কর্ত্তব্য বা বক্তব্য কিছুই নাই; অশেষ দৃশ্য বস্তু বিস্মৃত হও; কামাতুর সেই গৌর-নীল মিথুনকেই স্মরণ কর। বহুলোকের সমবায় স্থল হইতে উদ্বিগ্নচিত্তে দূরে যাও; হে প্রিয়! অপ্রাকৃত শ্রীমদ্বৃন্দাবনেই বাস কর ॥ ৩২ ॥

নিত্যই কপোলদেশে ন্যস্ত হস্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে

প্রতিপদবহুলার্ত্ত্যা রাধিকাকৃষ্ণদাস্যে
বসতি পরমধন্যঃ কোঽপি বৃন্দাবনেঽস্মিন্ ॥৩৩॥
অসুলভমিহলোকে লব্ধুমিচ্ছস্যযত্নাৎ
যদি বিপুলধন স্ত্রী-পুত্র-গেহোত্তমাদি।
করনিপতিতমুক্তিং কৃষ্ণভক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষ-
স্যধিবস পরধামৈবাদ্য বৃন্দাবনাখ্যম্ ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাটবী নহি কবীশ্বর কাব্যকোটি-
সম্ভাব্যমান গুণরত্নগণচ্ছটৈকা।
এতামপার রসখানিমশেষখানি
সংরুধ্যমিত্রমতিমধ্যবসীয় যাহি ॥ ৩৫ ॥
বৃন্দাটবী জয়তি কামগবী-সুরদ্রু-
চিন্তামনীনগণিতানপি তুচ্ছয়ন্তী।

নিঃসঙ্গে সেবকানুচর রহিত হইয়া প্রতি ক্ষণে বহু আর্ত্তিসহকারে যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্য-রসে মগ্ন হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন, তিনিই পরম ধন্য ॥ ৩৩ ॥

যদি দুর্লভ বিপুল ধন, স্ত্রী, পুত্র, উত্তমোত্তম গৃহাদি এই সংসারে অনায়াসে লাভ করিতে চাও, করনিপতিত মুক্তি, কৃষ্ণভক্তি (এবং প্রেম) প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা কর, তবে অদ্য হইতেই বৃন্দাবন নামক পরম ধামে বাস কর ॥ ৩৪ ॥

কবিশ্রেষ্ঠগণ কোটি কোটি কাব্য-রচনা দ্বারা ও শ্রীবৃন্দাবনের গুণ-রত্ন সমূহের একটি মাত্র চ্ছটাকেও বর্ণনা করিতে পারেন না। হে মিত্র! নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংরোধ করিয়া এই অপার রস-খনি-রূপ বৃন্দাটবীতে স্থিরমতি হইয়া প্রস্থান কর ॥ ৩৫ ॥

লক্ষ্মী, শঙ্কর, ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার অপ্রাকৃত মহিমা

শ্রীশঙ্কররুদ্রদ্রুহিণমুখ্য সুরেন্দ্রবৃন্দ-
দুর্জ্ঞেয়দিব্যমহিমৈকরজঃকণেন ॥ ৩৬ ॥
বৃন্দাটবী যদি রবীন্দু-হুতাশ-বিদ্যুৎ
কোটিপ্রভা-বিভবকারী মহাপ্রভাঢ্যা।
আত্মপ্রভা সকৃদপি প্রতিভাতি চিত্তে
বিত্তৈষণাদি নহি তস্য মনস্যুদেতি ॥ ৩৭ ॥
শ্রীরাধিকা-মুরলিমোহন কেলিকুঞ্জ-
পুঞ্জেন মঞ্জুলতরা রসসিন্ধুদোগ্ধ্রী।
স্বানন্দচিন্ময়-মহাদ্ভুত স্বত্ববৃন্দ-
বৃন্দাটবী মম সবীজমঘং নিহন্তু ॥ ৩৮ ॥
বৃন্দাটবী সহজবীত সমস্তদোষা
দোষাকরানপি গুণাকরতাং নয়ন্তী।
পোষায় মে সকলধর্ম্মবহিষ্কৃতস্য
শোষায় দুস্তর মহাঘচয়স্য ভূয়াৎ ॥ ৩৯ ॥

কদাপি অবগত নহেন, এমন একটি রজঃকণা দ্বারাও যিনি অগণিত কামধেণু, কল্পবৃক্ষ এবং চিন্তামণিরাশিকেও তুচ্ছ করিতেছেন—সেই শ্রীবৃন্দাটবী জয়যুক্ত হউন ॥ ৩৬ ॥

কোটি কোটি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বিদ্যুৎ সমূহের প্রভা পরাজয়কারী, মহা দীপ্তিমতী স্বপ্রকাশা বৃন্দাটবী কাহারও চিত্তে একবারও উদিত হইলে তাহার মনে বিষয় বাসনা ইত্যাদি আর স্থান পায় না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধা-মুরলীমোহনের কেলি-কুঞ্জ-পুঞ্জে মনোহরতরা, রস-সমুদ্রের প্রভবস্থলী স্বানন্দ চিন্ময়-রসপূর্ণ মহাদ্ভুত প্রাণিবৃন্দ নিষেবিতা বৃন্দাটবী আমার পাপ সমূলে (পাপবীজ—অবিদ্যাসহ) বিনাশ করুন্ ॥ ৩৮ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে জীবের সমস্ত দোষই সহজে নাশ পায়, ইনি সর্ব্ব দোষে দুষ্টগণকেও গুণমণ্ডিত করেন ; ইনি সকল ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত যে

বৃন্দাটবীবহুভবীয় সুপুণ্যপুঞ্জা-
নেত্রাতিথির্ভবতি যস্য মহামহিম্নঃ।
তস্যেশ্বরঃ সকলকর্ম্মমৃষাকরোতি
ব্রহ্মাদয় স্তমতিভক্তিযুতাঃ স্তবন্তি ॥ ৪০ ॥
বৃন্দাবনে সকলপাবন পাবনেঽস্মিন্
সর্ব্বোত্তমোত্তম চর স্থির সত্ত্বজাতৌ।
শ্রীরাধিকারমণ ভক্তিরসৈককোশে
তোষেণ নিত্যং পরমেণ কদা বসামি ॥ ৪১ ॥
বৃন্দাবনে সকলপাবন-পাবনেঽস্মিন্
সর্ব্বোজ্জ্বলোজ্জ্বলদুদারমতিঃ সদাঽস্তে।
সর্ব্বোত্তমোত্তম মহামহিমন্যনন্তে
সর্ব্বাদ্ভুতাদ্ভুত মহারসরাজধাম্নি ॥ ৪২ ॥

আমি, সেই আমার পালন করুন এবং দুস্তর মহাপাপরাশির শোষণ করুন, ইহাই প্রার্থনা ॥ ৩৯ ॥

বহু বহু জন্মের সু-পুণ্য-পুঞ্জ বশতঃই শ্রীবৃন্দাবন যে মহামহিম পুরুষের নেত্রগোচর হইয়াছেন, তাঁহার সকল (পূর্ব্বসঞ্চিত ও আগামী) কর্ম্মই ভগবান্ মিথ্যা (বিনাশ) করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মাদি তাঁহাকে অতি ভক্তি সহকারে স্তব করেন ॥ ৪০ ॥

সকল পবিত্রতার পবিত্রতা বিধানকারী, সর্ব্বোত্তমোত্তম স্থাবর জঙ্গম কর্তৃক নিষেবিত এবং শ্রীরাধারমণের ভক্তিরসের একমাত্র কোশ (আধার) স্বরূপা এই শ্রীবৃন্দাবনে কবে নিত্য পরমানন্দে বাস করিব ? ৪১ ॥ স

সর্ব্বপাবন-পাবন সর্ব্বোত্তমোত্তম মহামহিমান্বিত সর্ব্ব-চমৎকার-চমৎকারী মহারস (শৃঙ্গার) রাজধানী এই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল রসের (অধিনায়ক) উদারমতি (শ্যামসুন্দর) নিত্যই বিরাজমান

বৃন্দাবনে স্থিরচরাখিল সত্ত্ববৃন্দা-
নন্দাম্বুধিস্নপন দিব্যমহাপ্রভাবে।
ভাবেন কেনচিদিহামৃতয়ে বসন্তি
তে সন্তি সর্ব্বপরবৈষ্ণবলোকমূর্দ্ধ্নি ॥ ৪৩ ॥
বৃন্দাটবী বিমল চিদ্ঘন সত্ত্ববৃন্দা
বৃন্দারক প্রবরবৃন্দ-মুনীন্দ্র-বন্দ্যা।
নিন্দ্যানপি স্বকৃপয়াহদ্ভুত বৈভবেন
মাদৃক্পশূন্ স্বচরণানুচরীঃ করোতু ॥ ৪৪ ॥
শাখীন্দ্রৈঃ কোটিকল্পদ্রুম পরমমহাবৈভবৈঃ সাত্বতশ্রু-
ত্যুদ্গানোন্মত্ত-কীর প্রমুখ খগকুলৈ কৃষ্ণরঙ্গৈঃ কুরঙ্গৈঃ।
দিব্যৈ-র্বাপী-তড়াগৈরমৃতময়-সরঃসৎসরিদ্রত্নশৈলৈঃ
কুঞ্জৈরানন্দপুঞ্জৈরিব কলয় মহামঞ্জু বৃন্দাবনং ভোঃ ॥৪৫॥

আছেন (অথবা সর্ব্বোজ্জলোজ্জল উদারমতি বৈষ্ণব নিত্য বাস করেন) ॥ ৪২ ॥

স্থাবর জঙ্গমাদি নিখিলজীবের আনন্দ-সমুদ্রে মজ্জনকারী, দিব্য মহাপ্রভাবশালী এই বৃন্দাবনে যে কোনও ভাবাশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমরণ বাস করেন—তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের শীর্ষস্থানীয় ॥৪৩।

শ্রীবৃন্দাটবীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বিমল ও চিন্ময় দেহপ্রাপ্ত হইয়াছেন; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় মুনীন্দ্রগণ এই ধামের বর্ণনা করিতেছেন। আমার তুল্য নিন্দনীয় পশুদিগকেও শ্রীবৃন্দাবন স্বীয় কৃপা ও অদ্ভুত বিভূতি প্রকাশ করিয়া স্বচরণের অনুচরী (কিঙ্করী) করুন—এই প্রার্থনা ॥ ৪৪ ॥

কোটি কল্পবৃক্ষের পরম মহাবিভূতি-সম্পন্ন বৃক্ষরাজগণ শোভিত, বৈষ্ণব-শ্রুতিসমূহের উচ্চগানে উন্মত্ত কীর (শারী) প্রমুখ পক্ষিকুল সংব্যাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রদ হরিণকুল সঙ্কুল, দিব্য দিব্য কূপ তড়াগাদি

বিশ্বৈশ্বর্য্য মহাচমৎকৃতিরিয়ং কিং ভাতি সর্ব্বেশিতু
র্ব্রহ্মানন্দ সুধাম্বুধেরনবধেঃ কিম্বাঽদ্ভুতোঽয়ং রসঃ।
কিংবা দিব্যসুকল্প-পাদপ-বনশ্রেণী সুবীজং পরং
কৃষ্ণপ্রেমনুতাদ্ভুতা পরিণতির্বৃন্দাটবী কিন্বিয়ম্॥ ৪৬॥
শ্রীকৃষ্ণৈকান্তভাবং ক্বনু সকলজনোঽবশ্যমাপ্নোত্যযত্নাৎ
কৃষ্ণস্যাশ্চর্য্যসীমা পরমভগবতঃ কুত্র লীলার্থমূর্ত্তিঃ।
কুত্রত্যা কৃষ্ণপাদাম্বুজভজন মহানন্দ সাম্রাজ্যকাষ্ঠা
ভ্রাতর্ব্বক্ষ্যেরহস্যং শৃণু সকলমিদং শ্রীলবৃন্দাবনেঽত্র॥ ৪৭॥
ভ্রাতস্তিষ্ঠ তলেতলে বিটপিনাং গ্রামেষু ভিক্ষামট
স্বচ্ছন্দংপিব যামুনং জলমলং চীরৈঃ সুকন্থাং কুরু।

মণ্ডিত, অমৃতময় সরোবর, নদী ও রত্নশৈলগণ কর্ত্তৃক সমলঙ্কৃত হইয়া হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের মহামনোহর শোভা হইয়াছে। ওগো—! দর্শন কর॥ ৪৫॥

এই বৃন্দাটবী কি সেই সর্ব্বেশ্বরের বিশ্বের ঐশ্বর্য্য সমূহের মহা চমৎকারকারী কারুকার্য্য বিশেষ? না, অসীম ব্রহ্মানন্দ সুধা-সমুদ্রের আশ্চর্য্য কোন অনির্ব্বচনীয় রস-বিশেষ? অথবা, দিব্য দিব্য উত্তমোত্তম কল্পবৃক্ষ-যুক্ত বনরাজির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীজ বিশেষই কি? না, এই শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণ-প্রেমের প্রশংসনীয় এক অদ্ভুত পরিণতিই কি? ৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাব অনায়াসে সকল জীব কোথায় প্রাপ্ত হয়? পরম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহাশ্চর্য্যজনক কেবল লীলা-বিগ্রহই কোথায় দৃষ্ট হয়? আর কোথায়ই বা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের ভজন জনিত মহানন্দের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়? ভ্রাতঃ! বলিতেছি, রহস্য কথা শ্রবণ কর, এই শ্রীবৃন্দাবনেই ঐ সকল বস্তু প্রাপ্তব্য॥ ৪৭॥

ভ্রাতঃ! বৃক্ষ-তলে-তলে অবস্থান কর, গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা কর, স্বচ্ছন্দচিত্তে যমুনার জল যথেষ্ট পান কর,—চীর (ছিন্ন বস্ত্র) দ্বারা

সম্মানং কলয়তি ঘোরগরলং নীচাপমানং সুধাং
শ্রীরাধামুরলীধরৌ ভজ রসাদ্বৃন্দাবনং মা ত্যজ ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণানন্দরসাম্বুধেঃ পরতরং সারং বিচিত্রোজ্জ্বলা-
কারং পারগতৈরপি শ্রুতিশিরোবৃন্দস্য নেক্ষ্যং মনাক্।
শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুদুর্লভতরং প্রত্যাশমাসাদ্য ভোঃ
ক্ষুদ্রাশা কু-পিশাচিকা বশগতো বম্ভ্রম্যসে কিং বহিঃ ॥৪৯॥
ভ্রাত স্তে কিমু নিশ্চয়েন বিদিতঃ স্বস্যান্তকালঃ কিমু
ত্বং জানাসি মহামনুং বলবতো মৃত্যো র্গতিস্তম্ভনে।
মৃত্যুস্তৎকরণং প্রতীক্ষত ইতি ত্বং বেৎসি কিংবা যতো
বারংবারমশঙ্ক এব চলসে বৃন্দাবনাদন্যতঃ ॥ ৫০ ॥
শ্রীবৃন্দারণ্য-মনন্য-ভক্তিরসদং গোবিন্দপাদাম্বুজ-
দ্বন্দ্বে মন্দধিয়ো বিদন্তি নহি তদ্বাসঞ্চ নাশাসতে।

উত্তমোত্তম কন্থা তৈয়ার কর,—সম্মান অতি ঘোর বিষ বলিয়া মনে কর, নীচাপমানই সুধা বলিয়া জান। ভাই, অনুরাগে শ্রীরাধা মুরলীধরের ভজন কর, বৃন্দাবন ত্যাগ করিও না॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণানন্দ-রস-সমুদ্রের বিচিত্র উজ্জ্বলাকার শ্রেষ্ঠতম সারের কিঞ্চিৎ মাত্রও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বেদবিৎ শিরোমণিগণও কখনও দর্শন করিতে পারেন নাই। ভ্রাতঃ! সেই সুদুর্লভতর শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াও ক্ষুদ্র বাসনারূপ কুৎসিত পিশাচের বশবর্ত্তী হইয়া বাহিরে বৃথা ঘুরিতেছ কেন? ৪৯ ॥

ওহে ভাই! তুমি কি তোমার অন্তকাল (মৃত্যু) কখন হইবে নিশ্চয় জান? বলবান মৃত্যুর গতি স্তম্ভন বিষয়ে কি তুমি কোনও মহা-মন্ত্র জান? মৃত্যু কি তোমার কার্য্যের জন্য অপেক্ষা করিবে বলিয়া ধারণা আছে যে তুমি বারংবার নিঃশঙ্কচিত্তে বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছ? ৫০ ॥

শ্রীবৃন্দাবন,—শ্রীগোবিন্দপাদপদ্ম যুগলে অনন্য ভক্তিরস দান করিয়া

সান্দ্রানন্দরসাম্বুধির্নিরবধি র্যত্রাবিরস্তি ধ্রুবং
নো মজ্জন্তি কুবুদ্ধয়ো বত সমুদ্বিগ্নাঃ স্বদুঃখৈরপি ॥ ৫১ ॥
ন বেদাজ্ঞাভঙ্গে কুরু ভয়ময়েনাপি বচনং
গুরূণাং মন্যেথাঃ প্রবিশ নহি লোকব্যবহৃতৌ।
কুটুম্বাদ্যেদীনে দ্রব ন কৃপয়া নো ভব সিতোঽ-
সকৃৎ স্নেহৈ বৃ ন্দাবনমনু হঠান্নিঃসর সখে ! ॥ ৫২ ॥
যত্রাভঙ্গস্মরবিলসিতৈঃ ক্রীড়তো দম্পতী তৌ
গৌরশ্যামৌ প্রতিপদ মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যরাশী।
সান্দ্রানন্দোন্মাদ-রস-মহাসিন্ধু সংমজ্জিতালী-
বৃন্দৌ বৃন্দাবনমিহ মহাদুর্ভগা নাশ্রয়ন্তে ॥ ৫৩

থাকেন। ইহা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অবগত নহে, তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে আশাও করে না। অসীম গাঢ় আনন্দ-সমুদ্র যে স্থলে নিশ্চিতই আবির্ভূত হইয়াছেন, হায়! কুবুদ্ধিলোক বহু বহু দুঃখে সমুদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়াও (সেই রস-সমুদ্রে) মজ্জন করিতে চাহে না ॥ ৫১ ॥

বন্ধু হে ! বেদাজ্ঞা ভঙ্গে ভয় করিও না,—গুরুজনের (পিতা মাতা প্রভৃতির) বচন মান্য করিও না,—লোক ব্যবহারে প্রবেশ (লোকাপেক্ষা) করিও না,—দীনচিত্ত কুটুম্বাদির প্রতি আর করুণার্দ্র-হৃদয় হইও না; স্নেহে আর বারম্বার ভব (সংসারে) বদ্ধ হইও না; শ্রীবৃন্দাবন উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ধাবিত হও ॥ ৫২ ॥

যে স্থলে নিরন্তর কামবিলাসে ক্রীড়া-পরায়ণ হইয়া, প্রতি ক্ষণে মহাশ্চর্য্য লাবণ্য-সৌন্দর্য্যরাশি বিস্তার করিয়া, সেই গৌর-শ্যামাঙ্গ যুগল-কিশোর গাঢ়ানন্দে উন্মত্ততাকারী রস-মহাসমুদ্রে সখীবৃন্দকে নিমজ্জিত করিয়া বিহার করিতেছেন—সেই এই বৃন্দাবন মহা দুর্ভাগ্য-ব্যক্তিগণই আশ্রয় করে না ॥ ৫৩ ॥

রাধানাগর কেলিসাগর নিমগ্নালীদৃশাং যৎসুখং
নোতল্লেশলবায়তে ভগবতঃ সর্ব্বোঽপি সৌখ্যোৎসবঃ।
তত্রাশ্য কস্যচিন্নিরুপমাং প্রাপ্তস্য ভাগ্যশ্রিয়ং
তদ্বৃন্দাবননাম্নি ধাম্নিপরমে স্বীয়ং বপুর্ন্যস্যতু ॥ ৫৪ ॥
রাধাকেলিমৃগস্য কস্যচিদহো শ্যামস্য যুনো নব-
স্যাভীরীগণকাঙ্ক্ষমান করুণাদৃষ্টেঃ স্মরোন্মাদিনী।
সর্ব্বাম্নায়-দুরূহ-কৃষ্ণরস সর্ব্বস্বৈক সঞ্চারিণী
শ্রীবৃন্দাবিপিনাভিধা বিজয়তে কন্দর্পকেলিস্থলী ॥ ৫৫ ॥
মহারঙ্কত্বে বা পরমবিভবে বহুতরে
সুখে বা দুঃখে বা যশসি বহুলেঽবাপযশসি।
মণৌ বা লোষ্ট্রে বা সুহৃদি পরমে বিদ্বিষতি বা
সমাদৃষ্টির্নিত্যং মম ভবতু বৃন্দাবনজুষঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীরাধা-নাগরের কেলি-সমুদ্রে নিমগ্ন সখীর নয়নের যে সুখ হয়, শ্রীভগবানের সকল সুখোৎসবও তাহার লবলেশতুল্য নহে। অনুপম সৌভাগ্য-লক্ষ্মীবান্ কোনও জনের যদি সেই (সুখ) প্রাপ্তির আশা থাকে, তবে শ্রীবৃন্দাবন নামক পরমধামে নিজের দেহপাত করুক্ ॥ ৫৪ ॥

আভীরীগণ যাঁহার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি প্রার্থনা করেন, সেই শ্রীরাধা-কেলি-মৃগ কোনও শ্যামাঙ্গ নবীন যুবকের কামোন্মত্ততাবিধায়ী, সকল বেদের সুগুপ্ত কৃষ্ণরসের সর্ব্বস্বই সম্যক্ প্রকারে বিধারিণী শ্রীবৃন্দাটবী-নাম্নী কামবিলাসস্থলী সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান আছেন ॥৫৫॥

সুদারিদ্র্যেই হউক অথবা পরম বিভূতিতেই হউক, বিপুল সুখে অথবা বিষম দুঃখে, বহুল যশে অথবা অপযশে, মণিতে অথবা লোষ্ট্রে, পরম বন্ধুতে অথবা পরম শত্রুতে—বৃন্দাবনবাসী আমার নিত্য সমদৃষ্টি হউক ॥ ৫৬ ॥

আশ্চর্য্যং ধাম-বৃন্দাবনমিদমহহাশ্চর্য্যমত্রাপি রাধা-
কৃষ্ণাখ্যং গৌরনীলদ্বয় মধুরমহস্তৎপদাম্ভোরুহে চ।
আশ্চর্য্যঃ শুদ্ধভাবঃ পরমপদমথারুহ্য তন্নিষ্ঠ এবা-
শ্চর্য্যঃ কশ্চিন্মহাত্মা পরমসুবিরলস্তদ্বিদাশ্চর্য্য এব ॥ ৫৭ ॥

সখে ন জনরঞ্জনং কুরু কদিন্দ্রিয়ানাং সদা
বিধেহি বহুগঞ্জনং প্রণয়ভঞ্জনং সর্ব্বতঃ।
হঠং ন কুরু বন্ধনে সুত-কলত্র-মিত্রাদিকে
বপুর্ব্যয়সমীহয়া নিবস বৎস বৃন্দাবনে ॥ ৫৮ ॥

রাধামাধবয়ো র্যশাংসি সততং গায়ং স্তথা কর্ণয়ন্
তজ্জীবেষু চ বর্ণয়ন্ সমরসৈঃ সম্ভূয় সন্তর্কয়ন্।
কুঞ্জং কুঞ্জমনারতং বহুপরিস্ফুর্ব্বন্মহাভাবতো
দেহাদৌ কৃতহেলনো দয়িতহে বৃন্দাটবীমাবস ॥ ৫৯ ॥

এই শ্রীধামবৃন্দাবন আশ্চর্য্য! অহো! ইহাতেও আর এক আশ্চর্য্য এই শ্রীরাধাকৃষ্ণাখ্য গৌর-নীলবর্ণদ্বয়ের মধুর বিগ্রহ; আর ইহাদের পাদপদ্মে শুদ্ধভাবও এক আশ্চর্য্য! আবার আর এক আশ্চর্য্য পরমপদ (শ্রীবৃন্দাবনে) আগমন করিয়া যিনি তন্নিষ্ঠ হইয়া আছেন, আর এই সকল তত্ত্বজ্ঞাতা পরম সুবিরল কোনও মহাত্মাও আর এক আশ্চর্য্যই বটেন ॥ ৫৭ ॥

সখা হে! লোকরঞ্জন বিষয়ে যত্ন করিও না, সর্ব্বদা সকল দিক্ হইতে যাহাতে প্রণয়ভঙ্গ হইয়া যায় তদ্রূপ এই বিশ্রী ইন্দ্রিয়গণের প্রতি বহু গঞ্জনার বিধান কর। স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু ইত্যাদির প্রতি (আসক্তি) বিষয়ে আর হঠ (আগ্রহ) করিও না; বৎস! দেহ পণ করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর ॥ ৫৮ ॥

হে দয়িত! শ্রীরাধা-মাধবের যশোগীতিকা নিরন্তর গান এবং শ্রবণ করিয়া করিয়া,—শ্রীরাধাগোবিন্দের জীব সমুদয়ের নিকট তাহারই বর্ণনা

মুক্তিশ্রীভিঃ স কলিতপদো নারকং যাতি ধাবন্
লব্ধা চিন্তামণিমথ মহাবারিধৌ নিঃক্ষেপেৎ সঃ।
কৃত্বা বশ্যং সকলভগবচ্ছেখরং শ্বাহধমঃ স্যাদ্-
যো দুর্বুদ্ধিস্ত্যজতি সহসা প্রাপ্য বৃন্দাবনন্তৎ ॥ ৬০ ॥
সেবা বৃন্দাবনস্থ-স্থির-চর-নিকরেষ্বস্তু মে হন্ত কেবা
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ স্যু স্তুত উরুমহিতা বল্লভা যে ব্রজেন্দোঃ।
এতে হ্যদ্বৈত সচ্চিদ্রসঘনবপুষো দূরদূরাতিদূর-
স্ফূর্জন্মাহাত্ম্যবৃন্দা বৃহদুপনিষানন্দজানন্দ কন্দাঃ ॥ ৬১ ॥
নাহং বেদ্মি কিমেতদদ্ভুততমং বস্তুত্রয়ী মস্তকৈঃ
স্তব্যং প্রীতিভরেণ গোকুলপতির্যন্নিত্যমাসেবতে।

করিয়া করিয়া,—সমর স রসিক ভক্তবর্গের সহিত মিলিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া করিয়া,—অনবরত কুঞ্জসমূহ বারংবার পরিষ্কার করিয়া করিয়া—মহানুরাগহেতু দেহাদির বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া বৃন্দাটবীতেই আবাস কর ॥ ৫৯ ॥

যে দুর্বুদ্ধি মানব বৃন্দাবন আসিয়াও সহসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়, সে যেন মুক্তিসম্পদ কর্তৃক গৃহীত পদ হইয়াও নরকের দিকে ধাবিত হয়—হাতে চিন্তামণি পাইয়াও তাহা মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করে; আর পরম ভগবান্‌কে বাধ্য করিয়াও সে কুকুরের অধম হয় ॥ ৬০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্থাবর জঙ্গমের সেবা আমার লাভ হউক। অহো! যাঁহারা গোকুলচন্দ্রের বল্লভ (প্রিয়তম), তাঁহারা ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে অধিকতর পূজার্হ হয়েন। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জনগণ অদ্বয় সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি—ইঁহাদের মহিমাসমূহ দূরাতিদূরে (মানববুদ্ধির অগোচরে) স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। ইঁহারা অতি প্রাচীন উপনিষৎ সমূহেরও আনন্দজনক যে মহানন্দরাশি, তাহারও কন্দ (মূল বীজ) স্বরূপ ॥ ৬১ ॥

না জানি তাহা কেমন অদ্ভুততম বস্তু—বেদ সমূহ শির (বহু প্রণতি)

কন্দং প্রেমরসস্য কিং মধুরিমোৎকর্ষান্ত্যসীমোদ্ভুত
সান্দ্রানন্দরসস্য বা পরিণতি বৃন্দাবনং পাবনম্॥ ৬২॥
লোকাঃ স্বচ্ছন্দনিন্দাং বিদধতি যদি মে কিং ততো দীনদীনং
সর্ব্বং চেৎ স্যাৎ কুটুম্বং কিমিব মম ততো দুর্দ্দশাঃস্যু স্ততঃ কিম্?
সেবাধীশস্য ন স্যাদ্ যদি কিমিব ততঃ শ্রীলবৃন্দাবনেঽহং
স্থাস্যাম্যাস্থায় ধৈর্য্যং মম নিজপরমাভীষ্টসিদ্ধির্ভবিত্রী॥৬৩॥
কন্থা কৌপীনবাসা স্তরুতলপতিতৈঃ কৢপ্তবৃত্তির্ফলাদ্যৈঃ
কুর্ব্বন্নব্যর্থবার্ত্তাং কথমপি ন বৃথা চেষ্টয়া কালযাপী।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বাভিমানং প্রতিগৃহমটনং তুচ্ছভৈক্ষ্যায়কুর্ব্বন্
বৃন্দারণ্যে নিবৎস্যাম্যনিশমনুসরন্ রাধিকৈকাত্মলোকান্॥৬৪

দ্বারা যাঁহারা বন্দনা করিতেছেন, শ্রীগোকুলপতি প্রেমভরে নিত্য যাঁহার সেবা করিতেছেন, এই সুপবিত্র বৃন্দাবন কি প্রেমরসেরই মূলীভূত বীজ? অথবা মাধুর্য্যোৎকর্ষের চরমসীমা প্রাপ্ত অদ্ভুত গাঢ় আনন্দ রসেরই পরিণাম? ৬২॥

যদি সকল লোক আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যদি আমার সকল কুটুম্ব দীনাতিদীনই হইয়া যায়, তাহাতেই বা আমার অপচয় কি? আমার অশেষ দুর্দ্দশা হইলেই বা কি? আর অধীশের (হরির) সেবা করিতে না পারিলেও বা আমার হানি কি? আমি কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনেই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিব—অবশ্যই আমার পরমাভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে॥ ৬৩॥

কন্থা কৌপীন ধারণ করিয়া, বৃক্ষতল নিপতিত ফলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, অব্যর্থ বার্ত্তারই আলোচনা করিয়া, কোনও প্রকারে বৃথা কালযাপন না করিয়া সকল অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক তুচ্ছ ভিক্ষার জন্য প্রতি গৃহে গমন করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকারই নিজ জনগণের অনুসরণ করিতে করিতে আমি নিরন্তর শ্রীবৃন্দারণ্যেই বাস করিব॥৬৪॥

স্ত্রীমাত্রে মাতৃবুদ্ধিঃ স্থির-চর-নিখিলপ্রাণিষূপাস্যবুদ্ধি
র্বাহ্যাশেষার্থলাভেষ্বপি হৃদয়মুখগ্লানিকৃদ্ধানিবুদ্ধিঃ।
দেহস্ত্রীবিত্তপুত্রাদিষু নহি মমধীর্মিত্রবুদ্ধিঃ স্বশত্রু
স্বা পীড়ায়াং সমন্তাৎ সুখমতিরমিতানন্দ বৃন্দাবনেঽস্তু ॥৬৫॥
তিক্তীভূতা বিমুক্তির্বিষমনিরয়বদ্ভাতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থঃ
সর্ব্বে ভোগা ভবন্তি প্রবল গরল বহ্ন্যুদ্ভটজ্বালকল্পাঃ।
কীটপ্রায়াঃ সমস্ত-প্রবর-সুরগণাঃ সিদ্ধয়শ্চেন্দ্রজাল-
প্রায়াঃ সংস্বাদ্য বৃন্দাবন-রসিকরসং মাদ্যতে মেঽদ্যহৃদ্যম্॥
ত্যক্ত্বা বৃন্দাবনমিদমহো চেদ্বহির্যাসি নূনং
ক্ষিপ্ত্বা কল্পদ্রুমবরবনং হন্ত শাখোটমেষি।
হিত্বা বৃন্দাবন-রসকথামন্যবার্ত্তা রুচিশ্চেৎ
জ্ঞাতং ক্ষিপ্ত্বা পরমমৃতং ভোক্তুমিচ্ছুঃ শ্ববিষ্ঠাম্॥ ৬৭॥

স্ত্রী মাত্রেই আমার মাতৃবুদ্ধি হউক, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল প্রাণিতেই আমার উপাস্য বুদ্ধি, বাহ্য সকল অর্থলাভেও হৃদয় এবং মুখের গ্লানিজনক হানিবুদ্ধি আসুক। দেহ, স্ত্রী, বিত্ত ও পুত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি তিরোহিত হউক। নিজ শত্রুগণ বিশেষভাবে পীড়াদান করিলেও তাহাদিগের প্রতি আমার মিত্রবুদ্ধি হউক। এই প্রকারে সর্ব্বদা সুখ-মগ্নচিত্তে অপরিসীম আনন্দময়ী বৃন্দাবনে যেন আমি বাস করিতে পারি॥

বিমুক্তি তিক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ বিষম নরকবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; নিখিল উপভোগের বস্তু প্রবল গরল ও অগ্নির উদ্ভট জ্বালার মত মনে হইতেছে। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবগণ কীটপ্রায় এবং অষ্টসিদ্ধি ইন্দ্রজাল বলিয়াই প্রতীত হইতেছে—যেহেতু অদ্য আমার হৃদয় বৃন্দাবন-রসিক শ্রীশ্যামসুন্দরের রস আস্বাদন করিয়া মত্ত হইয়াছে॥ ৬৬॥

যদি এই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাও, তবে সত্যই তুমি কল্প-

পাপাত্মা পুণ্যবান্ বা প্রসরদপযশা কীর্ত্তিমান্ বা মহাতু-
স্প্রাপ গ্রাসোঽথ সম্রাড়সমজড়মতিঃ সর্ব্ববিদ্যানিধি র্বা।
যঃ কোঽপি ত্বং সখেনোগণয় কথমপীক্ষস্ব বৃন্দাবনন্তৎ
ছিন্ধি ছিন্ধি স্বপাশান্ গুরুনিগমগিরা স্বীয়মোহৈকসিদ্ধান্ ॥৬৮
নাহন্তা মমতে বৃথা কুরু সখে ! দেহালয় স্ত্র্যাদিকে
ছিত্বা দুর্জ্জরশৃঙ্খলং গুরুগিরা তে মোহমাত্রোদিতম্।
বৃন্দারণ্যমুপেত্য শীঘ্রমখিলানন্দৈক সাম্রাজ্যসৎ-
কন্দং কন্দফলাদিবৃত্তিরনিশং তন্নাথলীলাং স্মর ॥ ৬৯ ॥
ন কুরু ন কুরু মিথ্যা দেহগেহাদ্যপেক্ষাং
মৃতিমখিলপুমর্থভ্রংশিকাং বিদ্ধি মূর্দ্ধ্নি।

বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ বন পরিত্যাগ করিয়া শেওড়া বনেই যাইতেছ। যদি বৃন্দাবন রস কথা ব্যতীত অন্য বার্ত্তায় রুচি হয়, তবে জানিতে হইবে উত্তমোত্তম অমৃত ত্যাগ করিয়া কুকুর-বিষ্ঠা ভোজনেই তোমার ইচ্ছা হইয়াছে॥ ৬৭ ॥

পাপী বা পুণ্যাত্মা, বিশ্রুতাপকীর্ত্তি বা কীর্ত্তিমান্, মহা দরিদ্র কি মহা সম্রাট্, বিষম জড় বুদ্ধি বা সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদ,—তুমি যাহাই হও না কেন, হে সখা! তুমি তদ্বিষয়ে কোনও গণনা (চিন্তা) করিও না; কিন্তু যে কোনও প্রকারে সেই বৃন্দাবন দর্শন কর, আর গুরু ও শাস্ত্র নির্দ্দেশক্রমে নিজ মোহৈকমূলক নিজ পাশসমূহ ছেদন কর॥ ৬৮ ॥

হে সখে ! দেহ, আলয়, স্ত্রী প্রভৃতিতে আর বৃথা 'অহং' 'মম' বুদ্ধি করিও না, মোহ-মাত্র মূলক এই দুর্জ্জর শৃঙ্খলকে গুরুবাক্য দ্বারা ছেদন করিয়া, নিখিল সাম্রাজ্যসুখ-বীজস্বরূপ বৃন্দারণ্যে শীঘ্র উপনীত হইয়া কন্দ ফলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের লীলা নিরন্তর স্মরণ কর॥ ৬৯ ॥

মিথ্যা দেহ গেহাদিতে আর কদাচ অপেক্ষা করিও না, অখিল

চল চল সুহৃদদ্যৈবাভিমুখ্যেন বজ্রা-
দপি চ হৃদিকঠোরঃ শ্রীলবৃন্দাবনস্থ ॥ ৭০ ॥
অদ্যৈব মূর্খচল সর্ব্বমিদং বিহায়
বৃন্দাবনায় সকলার্থ সুরদ্রুমায়।
শ্রীরাধিকাসুরতনাথ বিশুদ্ধভাব-
সত্রায়মৈব কুরু কৃত্য সমাপ্ত্যপেক্ষাম্॥ ৭১ ॥
সাধো শক্লোষি নো চেৎ সকলমপি হঠাৎ স্বপ্নকল্পং বিহাতুং
তর্হি ত্বং ধ্যায় বৃন্দাবনমনিশমথোপাস্য বৃন্দাবনেশৌ।
তন্নামান্যেব নিত্যং জপ সততমথো তৎকথাং সংশৃণুষ্ব
শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থানথ পরিচর ভো ভোজনাচ্ছাদনাদ্যৈঃ ॥ ৭২ ॥
বস্ত্রঃ কোটিগুণং শ্রুতং হি সুকৃতং বাসোহন্নবাসাদিভিঃ
তীর্থে বাসয়িতুঃ স্বয়ং হি তরতি দ্বৌ তৌ স যত্তারয়েৎ।

পুরুষার্থনাশক মৃত্যু মস্তকোপরি দণ্ডায়মান আছে জান; হে বন্ধো! অদ্যই শ্রীবৃন্দাবনোদ্দেশে বজ্র হইতেও কঠোরমূর্ত্তি হইয়া চলিতে থাক॥

অরে মূর্খ! অদ্যই এই সকল (বিষয় সম্পদ্ ইত্যাদি) পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীরাধা-সুরতনাথের বিশুদ্ধভাবসত্র (বিশুদ্ধ ভাবের সুলভ প্রাপ্তি স্থল) এই বৃন্দাবনে যাত্রা কর। আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তি পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করিও না॥ ৭১ ॥

হে সাধো! তুমি এই সকল স্বপ্ন-কল্প-বস্তু সহসা ত্যাগ করিতে না পারিলে শ্রীবৃন্দাবন কিশোর-যুগলের উপাসনা করিয়া নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনেরই ধ্যান কর। (অথবা—শ্রীবৃন্দাবনের ও উপাসনীয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর বৃন্দাবনেশ্বরীর ধ্যান কর)। অনুক্ষণ তাঁহার নামাবলি জপ কর, সতত তাঁহার কথাই শ্রবণ কর, আর বৃন্দাবনবাসী সকলের ভোজন ও বসনাদি প্রদান দ্বারা সেবা কর॥ ৭২ ॥

যিনি বস্ত্র অন্ন বা বাসস্থানাদি দ্বারা তীর্থে কাহাকেও বাস করান,

প্রেমানন্দরসাত্মধামনি পরে বৃন্দাবন বাসক-
স্বাশ্চর্য্যাং বৃষভাণুজাপ্রিয়রতিং প্রাপ্নোত্যনায়াসতঃ ॥৭৩॥

নিষ্কিঞ্চনান্ কৃষ্ণরসে নিমগ্নান্
মহানিরীহান্ জনসঙ্গভীতান্।
বৃন্দাবনস্থান্ বসনাশনাদ্যৈ
র্যঃ সেবতেঽসৌ বশয়েত্তদীশৌ ॥ ৭৪ ॥

বৃন্দারণ্যমনন্যভাব মধুরাকারেহিতো রাধিকা-
কৃষ্ণ-ক্রীড়িত রঞ্জিত-প্রবিলসৎ-কুঞ্জাবলীমঞ্জুলম্।
যোঽন্যত্রাপি কৃতস্থিতির্বিধিবশাচ্ছোচন্ সদা চিন্তয়ে-
ন্নিত্যং তন্মিলনং বিচিন্তয়দহং তদ্ধামযুগ্মং ভজে ॥ ৭৫ ॥

তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাসকারী হইতেও কোটি গুণ অধিক সুকৃতির ভাজন হইয়া থাকেন; কারণ, যিনি বাস করেন তিনি নিজেই উত্তীর্ণ হয়েন, আর যিনি অপরকে বাস করান তিনি নিজকে এবং যাঁহাকে বাস করান তাঁহাকে উদ্ধার করেন। শ্রেষ্ঠ প্রেমানন্দ-রস-স্বরূপ শ্রীধাম বৃন্দাবনে যিনি অন্যকে বাস করান, তিনি শ্রীবৃষভানু-দুলারীর প্রিয় শ্রীকৃষ্ণে আশ্চর্য্য রতি অনায়াসে পাইয়া থাকেন ॥ ৭৩ ॥

নিষ্কিঞ্চন, কৃষ্ণরসে নিমগ্নচিত্ত, মহা নিরীহ ও জন-সঙ্গ-ভীত বৃন্দাবনস্থ ব্যক্তিদিগকে যিনি বস্ত্র ও ভোজনাদি দ্বারা সেবা করেন, তিনি যুগল কিশোরকেই বশীভূত করেন ॥ ৭৪ ॥

যিনি অন্য স্থানে বাস রূপ দুর্ভাগ্য জন্য দুঃখ করিতে করিতে অনন্য-ভাবে মধুরাকৃতি বৃন্দাবন বিষয়ে লালসান্বিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়িত, রঞ্জিত ও বিলাসময় কুঞ্জসমূহ পরিশোভিত বৃন্দাবনকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহার সহিত (শ্রীবৃন্দাবনে) মিলন যাঁহাদের নিত্য ভাবনার বিষয় সেই জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহদ্বয়কেই আমি ভজনা করি ॥৭৫॥

রাজ্যং নিষ্কণ্টকমপি পরিত্যজ্য দিব্যাশ্চরামাঃ
কামান্ সর্ব্বানপি চ বিহিতাং স্তিক্ততিক্তান্ বিদন্তঃ।
হিত্বা বিদ্যা-কুল-ধন-জনাদ্যাভিমানং প্রবিষ্টা
যে শ্রীবৃন্দাবিপিনমপুনর্নির্গমা স্তান্ নমামঃ ॥ ৭৬ ॥
রাধাকৃষ্ণৌ পরমমৃনিনৌ কুর্ব্বতঃ সর্ব্বতঃ শ্রী-
বিষ্ণোর্ধাম্নঃ স্ফুরদতিমহানন্দ বৃন্দাবনস্থান্।
জন্তূন্ হন্তুং বিরচিতকৃতী ন পুরুপ্রেমভাজো
দানে র্মানৈ রহহ ভজতো ধন্য ধন্যান্ নমামঃ ॥ ৭৭ ॥
মরিষ্যসে কদা সখে ! ত্বমিতি কিং বিজানাসি কিং
শিশোঃ সুতরুণস্য বা ন খলু মৃত্যুরাকস্মিকঃ।
তদদ্য নিরবদ্যধীরবপুরিন্দ্রিয়াসক্তিকো
ন কিঞ্চন্ বিচারয় দ্রুতমুপৈতু বৃন্দাবনম্ ॥ ৭৮ ॥

নিষ্কণ্টক রাজ্যকে এবং দিব্য দিব্য রমণীগণকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার বিহিত বাসনা রাশিকেও অতীব তিক্ত জ্ঞান করতঃ এবং বিদ্যা-কুল-ধন-জনাদির অভিমানও ত্যাগ করিয়া, যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় বাহিরে না আসেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি ॥৭৬॥

সর্ব্ব বিষ্ণু ধাম (পরব্যোম) হইতেও অতিশয় স্ফূর্ত্তিশীল মহানন্দময় যে শ্রীবৃন্দাবন, সেই ধামবাসী জীব সকল নিজকে হত্যা করিতেও আসিলে যাঁহারা দান ও মান দ্বারা তাঁহাদিগকে ভজনা করেন এবং যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণকেই পরম ঋণী করিয়াছেন, সেই বহু প্রেমভাজন ধন্য ধন্য পুরুষগণকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

হে সখে ! কোন্ দিন মরিবে তাহা জান কি ? শিশু বা নবীন যুবকেরও কি আকস্মিক মৃত্যু হয় না ? তাহা হইলে অনিন্দনীয় বুদ্ধি ও দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আসক্তিরহিত হইয়া কোন বিচার না করিয়া অদ্য শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা কর ॥ ৭৮ ॥

শুদ্ধামাদ্যরতিং সমস্তভগবদ্রত্যুচ্ছ্রিত শ্রীমতীং
ত্বং চেৎকাঙ্ক্ষসি মাধুরীভর-ধুরীনানন্দ সন্দোহিনীম্।
ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিরক্তি ভক্তিপদবীং তৎসাধ্যমপ্যস্পৃশন্
দুর্ভেদং সহসা বিভিদ্য নিগড়ং সংন্যস্য বৃন্দাবনে ॥ ৭৯ ॥
মহাভাগ্যৈরবাপ্তং বপুরিদমিহাকর্ণি মহিমাঽ-
দ্ভুতো বৃন্দাটব্যাঃ কলিতমখিলং স্বপ্নসদৃশম্।
শুভায়ামাশ্বাসো নহি নহি মতৌ নাপি বপুষি
ক্ষণেঽস্মিন্নেব ত্বং তদভিচল বৃন্দাবনবনম্ ॥ ৮০ ॥
ভ্রাত র্যর্হি নিমীলিতোঽসি নয়নে তত্র ক্ব কান্তাত্মজ-
ভ্রাতৃ-স্বাপ্ত-সুহৃদ্গণঃ ক্বচ গুণাঃ কুত্র প্রতিষ্ঠাদয়ঃ।
কুত্রাহংকৃতয়ঃ প্রভুত্বধনবিদ্যাদ্যৈস্ততঃ সর্ব্বত
স্ত্বং নির্ব্বিদ্য সবিদ্য ! কিংনু ন চলস্যদ্যৈব বৃন্দাবনম্ ॥৮১॥

সমস্ত ভগবৎ রতি হইতেও উন্নত শ্রীযুক্ত এবং মাধুর্য্য-রস-শ্রেষ্ঠ আনন্দযুক্ত বিশুদ্ধ আদ্য (মধুরা) রতি যদি তুমি আকাঙ্ক্ষা কর, তবে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ সাধন ও তৎ (সমুদয়ের) সাধ্যকে স্পর্শ না করিয়া (ত্যাগ করিয়া) দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলকে সহসা (বলপূর্ব্বক) ছেদন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসরূপ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ কর ॥ ৭৯॥

মহাভাগ্যে এই দেহ পাইয়াছ, (মহাভাগ্যে) শ্রীবৃন্দাবনের অদ্ভুত মহিমাও শুনিয়াছ, (মহাভাগ্যে) নিখিল সংসারই স্বপ্নসদৃশ ইহাও বুঝিয়াছ ; শুভ মতিতে আশ্বাস করা যায় না, (অদ্য সদ্বুদ্ধি হইয়াছে, কল্য নাও থাকিতে পারে), আর দেহেতেও বিশ্বাস নাই (ক্ষণভঙ্গুর) ; অতএব এই ক্ষণেই তুমি বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান কর ॥ ৮০ ॥

হে ভ্রাতঃ ! তুমি যখন নয়ন যুগল নিমীলন করিবে, তখন তোমার স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা বা আপ্ত সুহৃদ্গণ কোথায় থাকিবে বল ত ? তোমার গুণ, তোমার প্রতিষ্ঠাদি কি কাজে আসিবে ভাব ত ? প্রভুত্ব, ধন বা

রুদদপি পিতৃমাতৃ বন্ধুপুত্রা-
দিকমপহায় নিশম্যনার্হদুক্তীঃ।
হৃদি পরমকঠোরতাং দধানো
দ্রুতমবলোকয় কৃষ্ণকেলিকুঞ্জম্॥ ৮২॥

রতি-রতিপতি কোটি সুন্দরং তৎ-
প্রমুষিত-কোটিরমা-রমাপতিশ্রি।
কণক-মরকতাভমূর্ত্তি বৃন্দা-
বিপিনবিহারি মহোদ্বয়ং ভজামি॥ ৮৩॥

তদখিল ভগবৎস্বরূপ-রূপা-
মৃত রসতোঽপ্যাতি মাধুরীধূরীণম্।
কুবলয় কমনীয় ধাম রাধা-
পদরসপূর্ণবনে ভ্রমদ্ ভজামঃ॥ ৮৪॥

বিদ্যা জনিত যে অহঙ্কাররাশি তাহারাই বা কোথায় থাকিবে হে? অতএব, হে সুবিজ্ঞ! সর্ব্ব স্থান হইতে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া অদ্যই কি বৃন্দাবনে যাইবে না? ৮১॥

রোরুদ্যমান পিতা, মাতা, বন্ধু ও পুত্রাদিকেও ত্যাগ করিয়া, পূজনীয় ব্যক্তিগণের বাক্য না শুনিয়াই হৃদয়ে পরম কঠোরতা পোষণ করিয়া শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ-কেলি-কুঞ্জ (শ্রীবৃন্দাবন) অবলোকন কর॥৮২॥

কোটি কোটি রতি কামদেব হইতেও অধিক সৌন্দর্য্যশালী, কোটি কোটি রমা ও নারায়ণের শোভা তিরস্কারকারী, স্বর্ণ ও ইন্দ্রনীলাভ মূর্ত্তিধারী এবং শ্রীবৃন্দাবনবিহারী সেই জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহযুগলকে ভজনা কর॥ ৮৩॥

অখিল ভগবৎ স্বরূপের রূপামৃত রস হইতেও অতিশয় মাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীরাধাপদ-কমল-রসে পূর্ণ বনে ভ্রমণকারী সেই সুপ্রসিদ্ধ কুবলয়বৎ কমনীয় বিগ্রহ (শ্যামসুন্দরকে) ভজন করি॥ ৮৪॥

অলক্ষ্যাঃ শ্রীলক্ষ্ম্যা অপি চ ভগবত্যা ভগবতঃ
সদা বক্ষস্থায়া মধুরমধুরাঃ কেচন রসাঃ।
অহো! যদ্দাসীভিঃ সততমনুভূয়ন্ত উরুভিঃ
প্রকারৈঃ স্তাং রাধাং ভজ দয়িত! বৃন্দাবনেবনে ॥ ৮৫ ॥

বিষয়-বিষ-কৃমীণাং বোধমাত্রাত্মভাজাং
সময় সভয় সর্ব্বেশৈকভক্ত্যাশ্রিতানাম্।
ন নিজরুচিকরং বর্ত্মোৎসৃজন্তঃ স্থিতাঃ স্মো
বয়মমলসুখৌঘ স্যন্দি বৃন্দাবনাশাঃ ॥ ৮৬ ॥

উন্মত্তপ্রায়বাচঃ পরিমুষিতধিয়ো মায়য়াহনর্থবীজং
স্বার্থং মত্বা কৃতার্থা অথ ন সুখ-বিবেকাদয়োগ্রাহ্যবাচঃ।
স্বীয়াঃ সর্ব্বেজিঘাংসন্ত্যহহ বহুমৃষা স্নেহপাশৈর্নিবধ্য
শ্রীবৃন্দারণ্য! যায়ামহমহিতসমাজাৎ কদা নিঃসৃত স্বাম্ ॥

ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীদেবী সদা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের বক্ষবিলাসিনী হইয়াও যে কোনও কোনও মধুরতম রস আস্বাদন করিতে পারেন না—অহো! যাঁহার দাসীগণও বহুপ্রকারে সেই রস সর্ব্বদা আস্বাদন করিতেছেন, প্রিয় হে! বৃন্দাবনে বাস করিয়া সেই শ্রীরাধাকেই ভজন কর ॥৮৫॥

বিষয়-বিষের কৃমিদের (লোলুপ), বোধমাত্রাত্মবাদীদের এবং বৃদ্ধ-বয়সে ভয়বশতঃ সর্ব্বাধীশের একান্ত ভজনকারীদের পন্থা নিজ রুচিকর নহে বলিয়া তৎপরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা বিমল সুখরাশিদায়ী বৃন্দাবনেই আশা করিয়া বসিয়াছি ॥ ৮৬ ॥

আত্মীয়গণের বাক্য উন্মত্তের মত, মায়া মোহিত হইয়া তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি লুপ্ত হইয়াছে; অনর্থ-বীজকেই স্বার্থ মনে করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতেছে এবং যথার্থ সুখ ও বিবেকাদির উপদেশ গ্রহণ করিতেছে না। অহো! আমার স্বজনগণ বহু মিথ্যা স্নেহপাশে বন্ধন করিয়া আমাকে

গৃহান্ধকূপে পতিতঃ কদা মা-
মুদ্ধৃত্য মূঢ়ং কৃপয়া স্বয়ৈব।
কামাদি কালাহিগণৈ র্নিগীর্ণং
মাতেব বৃন্দাটবি! নেষ্যসেঽঙ্কম্ ॥ ৮৮ ॥
নিষ্কিঞ্চনো নিত্যবিবিক্তসেবী
বৃন্দাবনে দৈবতবৃন্দবন্দ্যে।
শ্রীরাধিকামাধব নাম ধাম-
দ্বয়ং কদা ভাবভরেণ সেবে ॥ ৮৯ ॥
নিজ সর্ব্বনাশকরমাত্মসুহৃৎ
সুত দার-মিত্র-পরিবারগণম্।
পরিবঞ্চ্য কর্হি দৃঢ়বুদ্ধিরহং
প্রপলায্য যামি হরিকেলিবনম্ ॥ ৯০ ॥
জন্মান্যসংখ্যানি গতানি মে বৃথা
ব্যগ্রাত্মনো দেহ-গৃহাদিকেঽহয়া।

মারিবার চেষ্টা করিতেছে। হে শ্রীবৃন্দাবন! কবে আমি এই অনিষ্টকর সমাজ হইতে নিঃসৃত হইয়া তোমার আশ্রয়ে যাইব? ৮৭ ॥

হে বৃন্দাটবি! তুমি কবে কৃপাবলোকনে এই গৃহান্ধকূপে পতিত, কামাদি বিষম কালসর্পগ্রস্ত ও মূঢ় আমাকে উদ্ধার করিয়া মাতৃবৎ নিজ কোলে স্থান দিবে? ৮৮ ॥

নিষ্কিঞ্চন ও নিত্য নির্জ্জনবাসী হইয়া কবে দেবগণকর্ত্তৃক বন্দনীয় এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধামাধব নামক বিগ্রহযুগলকে ভাবভরে সেবা করিব?

নিজ সর্ব্বনাশকর নিজ সুহৃৎ, স্ত্রী, মিত্রাদি পরিবারগণকে বঞ্চনা করিয়া কবে আমি দৃঢ়-বুদ্ধি হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক শ্রীহরির কেলিবন আশ্রয় করিব? ৯০ ॥

দেহ গৃহাদির চেষ্টায় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া আমার বহু বহু জন্ম বৃথা নষ্ট

অদ্যাপি মুহ্যাম্যপি বুদ্ধিমানহ-
ন্তবৈব বৃন্দাটবি! নাম মে গতিঃ ॥ ৯১ ॥
ঋণগ্রস্তোযায়াং কথমহহ বৃন্দাবনমহং
ত্যজেয়ং বা বৃদ্ধাবগতিপিতরৌ দারশিশুকান্।
কথং বা মজ্জীবান্ বত পরিহরেয়ং নিজজনান্
সতাং শ্লাঘ্যোভূত্বাত্যফলকলনো মুহ্যতি কুধীঃ ॥৯২॥
জানন্নপ্যমৃতং বিহায় গরলং ভুঙ্ক্তে স্বয়ং বন্ধনম-
প্যার্ত্তিব্রাত নিবন্ধনং দৃঢতরং কুর্ব্বে সুদৃক্ স্বন্ধবৎ।
শ্রীবৃন্দাটবি! মাতরেকমিহ মজ্জীবাতুরস্তি স্বয়ং
যত্ত্বং স্নেহময়ী বিকৃষ্যজনতাং স্বাঙ্কং সমানেষ্যসি ॥ ৯৩ ॥
রাধাকৃষ্ণরহস্য দাস্যরস এবেষ্টঃ পুমর্থো মম
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমহং কদাপি নিয়তং বৎস্যামি বৃন্দাবনে।

হইয়াছে। হায়! বুদ্ধিমান্ হইয়াও অদ্য পর্য্যন্তই মোহগ্রস্তই হইয়াছি। হে বৃন্দাটবি! তোমার নামই আমার একমাত্র গতি ॥ ৯১ ॥

অহো! ঋণী হইয়া কি প্রকারে শ্রীবৃন্দাবনে যাইব? অগতি বৃদ্ধ পিতা মাতা বা স্ত্রীপুত্রাদিকেই বা কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারি? আর কি প্রকারেই বা মদ্গত-প্রাণ নিজ পরিবারগণকে ত্যাগ করিব? এই প্রকারেই বিফল চিন্তা করিয়া সজ্জনগণের প্রশংসনীয় হইয়া কুবুদ্ধি লোক মোহমাত্র পাইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

অমৃত জানিয়াও তত্ত্যাগে স্বয়ং গরল পান করি, সুন্দর চক্ষু থাকিতেও মহান্ধবৎ দুঃখরাশির কারণ বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করি; হে মাতঃ বৃন্দাটবি! আমার এইমাত্র এক জীবনাশা দেখিতেছি যে তুমি স্নেহময়ী এবং জনতা হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাকে নিজের অঙ্কে আনয়ন করিবে ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রহস্য দাস্য-রসই আমার অভিলষিত পুরুষার্থ, আমি

ইত্থং স্যাদপি বাচি যস্য পরমাসক্তস্য গেহাদিকে
নাসক্ত্যাপিসক্ততা পরিহৃতৌ তং পাতি বৃন্দাটবী ॥ ৯৪ ॥
সংক্রান্তং নিজকান্তিমণ্ডলমুদীক্ষ্যোরঃস্থলে তর্কয়-
ন্নীলাং কঞ্চুলিকাং পরামপনয়াসক্ত্যা প্রিয়ে বিস্মিতে।
যাতায়া নবকেলিকুঞ্জশয়নং শ্রীরাধিকায়াঃ পরী-
হাসাঃ সন্তু মুদে মমাতিহসিতালীভির্বহিস্তদ্রসাঃ ॥ ৯৫ ॥
কদাচিৎ শ্রীরাধাচরণকমল-দ্বন্দ্ব-পতিতং
কদাচিৎ শ্রীরাধামুখকমল মাধ্বীরস পিবম্।
কদাচিৎ শ্রীরাধা-কুচকমল কোষদ্বয় রতং
বিলোকে তং কৃষ্ণভ্রমরমধিবৃন্দাবনমহম্ ॥ ৯৬ ॥

কোনদিন এই সব ত্যাগ করিয়া নিয়ত কালের জন্য বৃন্দাবনে বাস করিব, এই প্রকারে যিনি গৃহাদিতে পরমাসক্তি হেতু ও ত্যাগে অসমর্থ হইয়াও বাক্য দ্বারাই কেবল ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাহাকে বৃন্দাটবী রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৯৪ ॥

নব কেলিকুঞ্জ-শয্যাস্থিতা শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত নিজ কান্তিমণ্ডল দর্শন করতঃ অন্য একটী নীল কুঞ্চুলিকা অনুমান করিয়া তাহা অপনয়ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিস্মিত প্রিয়ের (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি কুঞ্জবহিঃস্থিতা হাস্যযুক্তা সখীগণের যে রসপূর্ণ পরিহাস-বাণী তাহা আমার অতিশয় আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ৯৫ ॥

কথনও বা শ্রীরাধা-চরণ-কমলে পতিত,—কখনও বা শ্রীরাধা-মুখ-পদ্ম-মধুরস পানোন্মত্ত, আবার কখনও বা শ্রীরাধার কুচ-কমল কোষদ্বয়ে নিমগ্ন—কৃষ্ণ-ভ্রমরকে (বিট, মধুকর) আমি বৃন্দাবনেই দর্শন করিব ॥৯৬॥

নির্বিবিদ্য কৃত্বাদ্যখিলাৎ কদাহং
ছিত্ত্বা সমস্তাশ্চ জগত্যপেক্ষাঃ।
প্রবিশ্য বৃন্দাবনমত্যসঙ্গ-
স্তদীশবার্ত্তাভি রহানি নেষ্যে ॥ ৯৭ ॥
কদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনমিহ মৃষা স্নেহনিগড়ং
সমুচ্ছিন্ত স্বানাং শরণমুপযাস্যামি বিকলঃ।
ক্বচিৎ স্বান্তঃ শল্যোদ্ধরণমভিপশ্যন্ নহি মনা-
গপি শ্রৌতে বর্ত্ম্ন্যখিল বিদুষামনুমতে ॥ ৯৮ ॥
বৃন্দাবনেশৈক পদস্পৃহোঽপি
মহত্তমানাং শ্রুতভাষিতোঽপি।
বিদন্নপি স্বার্থবিঘাতি সর্ব্বং
হা ধিক্! ন বৃন্দাবনাশ্রয়ামি ॥ ৯৯ ॥

অখিল কর্ত্তব্য হইতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, জগতের সকল অপেক্ষা রহিত হইয়া কবে আমি নিঃসঙ্গভাবে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া (শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া) শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার বার্ত্তা দ্বারা দিন যাপন করিব ॥ ৯৭ ॥

কবে আমি নিজ পরিকরগণের মিথ্যা স্নেহপাশ সমুচ্ছিন্ন করিয়া এবং নিখিল বিদ্বজ্জনানুমোদিত শ্রৌত (বৈদিক) মার্গে কখনও নিজ অন্তঃকরণের শল্য উদ্ধারের কোনই আশা না দেখিয়া বিকলচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনেরই শরণ গ্রহণ করিব ? ৯৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-পাদপদ্মে স্পৃহাবান্ হইয়াও,—মহাজনদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াও এবং সর্ব্ব পদার্থ স্বার্থ-বিধ্বংসী জানিয়াও শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিতে পারিতেছি না। হায়! আমাকে ধিক্! ॥ ৯৯ ॥

সকৃদপি যদি দৃষ্টা হন্ত বৃন্দাটবি ! ত্বং
সকৃদপি যদি রাধাকৃষ্ণ নামাভ্যধায়ি ।
সকৃদপি যদি ভক্ত্যা সন্নতা ত্বৎপ্রপন্না
ধ্রুবমহহ তদা মামম্ব নোপোক্ষিতাঽসি ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী বিরচিতে
প্রথমং শতকম্ ।

হে মাতঃ বৃন্দাটবি ! (জীবনে) একবারও যদি তোমার দর্শন করিয়া থাকি, (জীবনে) একবারও যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া থাকি, আর (জীবনে) একবারও যদি ভক্তিভরে তোমার শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে উপেক্ষা করিবে না ॥ ১০০ ॥

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের
প্রথম শতক সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্ ।

(দ্বিতীয়ং তৃতীয়ঞ্চ)

শতকম্ ।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীতম্ ।

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজি কর্ত্তৃক অনূদিত ।

প্রথম সংস্করণ ।

শ্রীবৃন্দাবন ।

শ্রীনগেন্দ্রলাল লাহিড়ী, বি-এ, বি এল্, সাহিত্যরঞ্জন

ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

পুরী শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠের অধিকারী

শ্রীযুক্ত ভগবানদাস বাবাজি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

(৪৫০ চৈতন্যাব্দা ।

এই দুই শতকের মূল্য /০ এক আনা মাত্র ।

প্রকাশকের নিবেদন—

উড়িষ্যান্তর্গত ঢেঙ্কানালের রাজমাতা পরম ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়াদেবী দ্বিতীয় শতকের ও তত্রত্য জেজে মণিমা শ্রীযুক্তা শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী তৃতীয় শতকের মুদ্রণ ব্যয় ভার বহন করিয়া বৈষ্ণব জগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতং।

দ্বিতীয় শতকম্।

বৃন্দারণ্যে বরং স্যাং কৃমিরপি পরতো নোচিদানন্দ দেহো,
রঙ্কোঽপি স্যামতুল্যঃ পরমিহ ন পরত্রাদ্ভুতানন্ত ভূতিঃ।
শূন্যোঽপি স্যামিহ শ্রীহরিভজনলবেনাতিতুচ্ছার্থমাত্রে,
লুব্ধো নান্যত্র গোপীজন রমণ পদাম্ভোজ দীক্ষা সুখেঽপি ॥১
দিব্যানেক বিচিত্র পুষ্পফল বদ্বল্লীতরূণাং ততি,
র্দিব্যানেক ময়ূর কোকিল শুকাদ্যানন্দ মাদ্যৎকলাঃ।
দিব্যানেক সরঃ সরিদ্গিরিবর প্রত্যগ্রকুঞ্জাবলী,
র্দিব্যা কাঞ্চনরত্নভূমিরপি মাং বৃন্দাবনেঽমোহয়ৎ ॥২

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে বরং আমি কৃমি হইয়াও থাকিব, কিন্তু অন্যত্র চিদানন্দদেহও প্রার্থনা করি না। এখানে অতুলনীয় দরিদ্রও বরং হইতে ইচ্ছা করি, তথাপি অন্যত্র অনন্ত বিভূতি ইচ্ছা করি না; বরং শ্রীহরিভজন লবশূন্য হইয়াও অতি তুচ্ছ বিষয়ে লুব্ধ হইয়াই ব্রজে বাস করিব; তথাপি শ্রীগোপীজন রমণ পাদপদ্ম দীক্ষা সুখে লুব্ধ হইয়া অন্যত্র যাইব না॥ ১

অনুবাদ—বৃন্দাবনে-দিব্য দিব্য বহু বিচিত্র পুষ্প-ফলশালী বৃক্ষ-লতা সমূহ—দিব্য দিব্য অনেক ময়ূর কোকিল শুকাদি পক্ষিনিচয়ের আনন্দ উন্মত্ত ধ্বনি, দিব্য দিব্য বহু সরোবর-নদী-পর্ব্বত প্রভৃতি শোভিত নূতন নূতন কুঞ্জ সমূহ এবং দিব্য কাঞ্চন রত্নভূমি—আমাকে মোহিত করিয়াছে॥

ভুবঃ স্বচ্ছা শ্চিন্তামণিভি রতিচিত্রৈ র্বিরচিতা,
শ্চিদানন্দাভাসঃ ফল কুসুম পূর্ণ দ্রুম লতাঃ।
খগশ্রেণীঃ সামস্বর কলকলা শ্চিদ্ রস সরিৎ--
সরাংসি শ্রীবৃন্দাবনগমমু মনো মে বিমৃশতু ॥ ৩ ॥

মরকতময় পত্রৈ হীর পুষ্পৈঃ সুমুক্তা
নিকর কলিকয়াঢ্যৈঃ কৌরবিন্দ প্রবালৈঃ।
বহুবিধরসপূর্ণৈঃ পদ্মরাগৈঃ ফলাঢ্যৈ--
রবিরলমধুবর্ষৈ নীলরত্নালি মালৈঃ ॥ 8

অগণিত-রবি কোটি-প্রস্ফুরদ্দিব্য ভাতিঃ
সকৃদপি হৃদি ভাতৈঃ শীতলানন্দবৃষ্ট্যা।
প্রশমিতভবতাপৈ দুর্ল্লভার্থান্ দুহদ্ভিঃ
পরমরুচির হৈমাসংখ্যবৃক্ষৈঃ পরিতম্ ॥৫ [বিশেষকম্]

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্বচ্ছ ও অতি বিচিত্র চিন্তামণিগণ দ্বারা বিরচিত ভূভাগ, চিন্ময় আনন্দ বিকীরণশীল ফল-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষলতা, সামবেদ গানের অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে কলকলায়মান বিহঙ্গম সমূহ, চিন্ময় রস বিশিষ্ট নদী ও জলাশয় প্রভৃতিকে আমার মন চিন্তা করুক ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পত্র সমূহ মরকতময়, পুষ্প সমূহ হীরা সদৃশ, কলিকা সমূহ সুন্দর সুন্দর মুক্তাবৎ, প্রবাল (অঙ্কুর) সমূহ কুরুবিন্দের ন্যায়, বহুবিধ রস পূর্ণ ফল সমূহ পদ্মরাগমণির মত, অবিরল মধুবর্ষী ও নীল রত্ন সদৃশ অলি (ভ্রমর) মালা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে ॥

অনুবাদ—অগণ্য কোটি কোটি সূর্য্যপ্রভা সমুদ্ভাসিত পরম রমণীয় হেম বৃক্ষ সমূহে পরিপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবন। সেই সমস্ত বৃক্ষনিচয় সকৃন্মাত্র হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে শীতলানন্দ বৃষ্টি দ্বারা ভবতাপ প্রশমন করেন এবং দুর্ল্লভ পুরুষার্থ দান করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বৃন্দাটব্যামগণিত চিদানন্দ চন্দ্রোজ্জ্বলায়াং
সান্দ্রংপ্রেমামৃতরস পরিস্পন্দনৈঃ শীতলায়াম্ ।
কূজন্মত্ত দ্বিজকুলবৃতানল্পকল্পদ্রুমায়াং
রাধাকৃষ্ণাবচলবিহৃতৌ কস্য নো যাতি চেতঃ ॥৬॥

স্ব-পর সকল বস্তুন্যত্র সূর্য্যেন্দু কোটি--
চ্ছবি বিমল লসচ্চিদ্ বিগ্রহে সদ্গুণৌঘে ।
বহিরগতদৃগন্ত ধৈর্য্যমালম্ব্য নিত্য--
স্মৃতি রধিবস বৃন্দারণ্যমন্যানপেক্ষঃ ॥৭॥

দেহেঽস্মিন্নতিকুৎসিতে ত্যজ বৃথাঽধ্যাসং যতঃ সংসৃতি
র্ঘোরা চিন্তয় চিদ্ঘনং নিজবপুঃ সর্ব্বং চ বৃন্দাবনে ।
ঘোরাঃ সন্তু বিপত্তিকোটয় ইহ ত্বং যাহি নো বিক্রিয়া--
মারব্ধক্ষয়মাবসৈতদথ তন্নাথৌ সদা খেলয় ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অসংখ্য চিদানন্দ চন্দ্র চন্দ্রিকা দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, নিবিড় প্রেমামৃত রসের পরিস্পন্দন দ্বারা শীতলীকৃত, কলকলায়মান পক্ষিকুল সঙ্কুল এবং বহু কল্পবৃক্ষ শোভিত শ্রীবৃন্দাবনে নিরন্তর বিহারশীল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতি কাহার চিত্ত না ধাবিত হয় ? ৬ ॥

অনুবাদ—এস্থানের নিজ বা পরকীয় বস্তু মাত্রই কোটি কোটি সূর্য্য-চন্দ্র কান্তিযুক্ত, নির্ম্মল চিন্ময় মূর্ত্তি ও উত্তম গুণসমূহপূর্ণ—ইহা নিত্য স্মরণ করিয়া বাহ্য বিষয়ে দৃক্‌পাত না করিয়া ধৈর্য্যসহকারে নিরপেক্ষ হইয়া শ্রীবৃন্দারণ্যে বাস কর ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ঘোর সংসারের কারণ এই কুৎসিৎ দেহে বৃথা অধ্যাস (আমি, আমার জ্ঞান) ত্যাগ কর, নিজ দেহ এবং বৃন্দাবনের সকলেই চিদ্ঘন বলিয়া ধারণা কর ; এইস্থানে কোটি কোটি ঘোরতর বিপত্তিপাত হউক, তথাপি তুমি বিকারগ্রস্ত হইও না, প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত

দিব্য স্বর্ণস্থনীলরত্নসুভগং লীলা সনালারুণা-
ম্ভোজ শ্রীমুরলীধরং পৃথুলসদ্বেণী সুবর্হোজ্জ্বলম্।
সম্বীতোজ্জ্বলশোণপীতবসনং কন্দর্পলীলাময়ং
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জ এব কিমপি জ্যোতির্দ্বয়ং সেব্যতাম্ ॥৯
রাধাকৃষ্ণৌ পরম কুতুকাদ্বল্লতাপাদপানাং
চিত্বা পুষ্পাদিকমুরুবিধং শ্লাঘমানৌ জুষাতে।
স্নানাদ্যং যৎ সরসি কুরুতঃ খেলতো যৎখগাদ্যৈঃ
বৃন্দারণ্যং পরমপরমং তন্ন সেবেত কো বা ? ১০ ॥
অবাল্যং জলসেচনেন বরণেনাবাল নির্ম্মাণতঃ
স্বেন শ্রীকরপল্লবেন মৃদুনা শ্রীরাধিকামাধবৌ।

এই বৃন্দাবনেই বাস কর এবং নিত্য যুগলকিশোরের খেলা চিন্তা কর ॥৮

অনুবাদ—কন্দর্পলীলাময় কোনও অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্দ্বয়কে শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জেই সেবা কর—তাঁহাদের একজন দিব্য স্বর্ণবর্ণ, অপর জন সুন্দর ইন্দ্রনীল রত্নের বর্ণ বিশিষ্ট; একজনের হস্তে সনাল রক্তবর্ণ লীলাপদ্ম, এবং অপরের হস্তে মোহনমুরলী; একজনের শিরে পৃথু (বিশাল) বেণী, এবং অন্যের শিরে ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে; এক জনের পরিধানে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বসন এবং অপরজন সুন্দর পীতবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছেন ॥৯

অনুবাদ—পরম কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে স্থানের বৃক্ষলতার বহুবিধ পুষ্পাদি চয়ন করিয়া প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহাদের নিজ সেবায় নিয়োজিত করেন, যে স্থলের সরোবরে তাঁহারা স্নানাদি নির্ব্বাহ করেন এবং যে স্থানের বিহঙ্গাদির সহিত খেলা করেন—সেই সর্ব্বসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনকে কাহার না সেবা করা উচিৎ ? ১০ ॥

অনুবাদ—শিশুকাল হইতে নিজ মৃদু করপল্লব দ্বারা আবরণ ও আলবাল নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে জল সেচন করিয়া শ্রীরাধামাধব যে সমস্ত

যান্ সম্বর্দ্ধ্য বিবাহ্য নব্য কুসুমাদ্যলোক্য সন্নর্ম্মভি
র্যে দেতে সুলতা তরূণিহ তান্ বৃন্দাবনীয়ান্নুমঃ ॥ ১১

দ্রবন্তি হরি ভাবতস্তরণ তারণেহতি ক্ষমা
স্ততো দ্রুমতরু প্রথা ব্রততয়শ্চ কৃষ্ণব্রতাঃ।
স্ফুরন্তি হরিণা ইহ প্রকট কৃষ্ণ সার প্রথা
মৃগাশ্চ পদমার্গিণঃ প্রবিলসন্তি বৃন্দাবনে ॥ ১২

অনন্তরুচিমৎ স্থলং স্ফুরদনন্তবল্লীদ্রুমং
মৃগদ্বিজমনন্তকং দধদনন্তকুঞ্জোজ্জ্বলম্।
অনন্ত সুসরিৎ সরোবরমনন্ত রত্নাচলম্
স্মরাম্যহমনন্ত তদ্দ্বয় রসেন বৃন্দাবনম্ ॥ ১৩ ॥

সুমনোহর বৃক্ষলতাদিকে অতি যত্ন সহকারে বর্দ্ধিত করিয়া বিবাহ দিয়াছেন এবং যাহাদের নূতন নূতন কুসুমাদি অবলোকন করিয়া উভয়ে পরিহাস বাক্য বলিতে বলিতে আনন্দ করেন,—আমরা বৃন্দাবনীয় সেই লতাবৃক্ষ-রাজিতে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীহরির ভাববশতঃ দ্রুত (দ্রবীভূত) হইয়া যাওয়ায় অন্বর্থনামধারী 'দ্রুমচ'য় বিরাজমান আছে; স্ব ও পরকে ত্রাণ করে বলিয়া তাহাদের 'তরু' আখ্যাও যথার্থই হইয়াছে। লতা সমূহ কৃষ্ণ ব্রত ধারণ করিয়া 'ব্রততী' নাম সার্থক করিয়াছে; এস্থলের হরিণগণ শ্রীকৃষ্ণকেই সারাৎসার জানিয়াছে বলিয়া 'কৃষ্ণসার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন মার্গণ (অনুসরণ) করিয়া তাহারা 'মৃগ' নামেরও সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্ত মনোমদ স্থলযুক্ত, বহু বৃক্ষ বল্লরী শোভিত, অনন্ত পশুপক্ষি সমাকুল, উজ্জ্বলোজ্জ্বল অনন্ত কুঞ্জবাটিকা মণ্ডিত, অনন্ত সুমনোহর নদী তড়াগাদিযুক্ত, অনন্ত রত্ন পর্ব্বত সন্নিবিষ্ট, যুগলকিশোরের অনন্ত

ভ্রাত র্ভোগাঃ সুভুক্তাঃ ক ইহ ন ভবতা নাপি সংসার মধ্যে
বিদ্যা দানাধ্বরাদ্যৈঃ কতি কতি জগতি খ্যাতি পূজাদ্যলব্ধাঃ
অদ্যাহারেঽপি যাদৃচ্ছিক উরুগুণবানপ্যহো সম্বৃতাত্মা-
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেঽস্মিন্ সততমট সখে সর্ব্বতো মুক্তসঙ্গঃ ॥১৪
বৃন্দারণ্যং ত্যজেতি প্রবদতি যদি কোঽপ্যস্য জিহ্বাং ছিনদ্মি
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনান্মাং যদি নয়তি বলাৎ কোঽপি তং হন্ম্যবশ্যম্
কামং বেশ্যামুপেয়াং নখলু পরিণয়ায়ান্যতো যামি কামং
চৌর্য্যং কুর্য্যাং ধনার্থং ন তু চলতি পদং হন্ত বৃন্দাবনান্মে ॥
পরীহাসেঽপ্যন্যাপ্রিয় কথন মূকোঽতি বধিরঃ
পরেষাং দোষানুশ্রুতিমনু বিলোকেঽন্ধনয়নঃ।

রসলীলার স্থান শ্রীবৃন্দাবনকে আমি স্মরণ করি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ —ভ্রাতঃ! এই সংসারে তুমি কি কি সুভোগ উপভোগ কর নাই বলত! এই জগতীতলে বিদ্যা, দান ও যজ্ঞাদি দ্বারা বহু বহু খ্যাতি পূজাদিও কি প্রাপ্ত হও নাই? অদ্যকার আহারেও যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ করিয়া এবং বহুগুণান্বিত হইলেও নিজ গুণ গোপণ করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্ব সঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভ্রমণ কর ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যদি কেহ আমাকে “বৃন্দাবন ত্যাগ কর” এই কথা বলে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন করিব। যদি কেহ আমাকে বলপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন হইতে অন্যত্র নিয়া যায়, তবে তাহাকে অবশ্যই হত্যা করিব। ইচ্ছা হইলে বরং বেশ্যাতেও উপগত হইব, তথাপি বিবাহ করিবার প্রয়াসে অন্যত্র যাইব না; ধনের জন্য বরং যথেষ্ট চুরিও করিব, তথাপি হায়! বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র পদ চলিবে না ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পরিহাস ছলেও অন্যের অপ্রিয় ভাষণে মূকবৎ, অন্যের দোষ শ্রবণ বিষয়ে অতি বধিরবৎ, পরের দোষ দর্শন বিষয়ে অন্ধবৎ এবং

শিলাবন্নিশ্চেষ্টঃ পরবপুষি বাধালব বিধৌ--
কদা বৎস্যাম্যাস্মিন্ হরি দয়িত বৃন্দাবন বনে ॥ ১৬

সোঢ্বাহপি দুঃখানি সুদুঃসহানি
ত্যক্ত্বাহপ্যহো জাতিকুলাদিকানি ।
ভুক্ত্বা শ্বপাকৈরপি থূৎকৃতানি
বৃন্দাটবীবাসমহং করিষ্যে ॥ ১৭ ॥

নাহং গমিষ্যামি সতাং সমীপতো
নাহং বদিষ্যামি নিজং কুলাদিকম্ ।
নাহং মুখং দর্শয়িতাস্মি কস্যচিৎ
বৃন্দাটবী বাস কৃতেহতি সাহসী ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বাভাস জ্যোতিষোহনন্তপার--
স্যান্তর্জ্যোতি র্বৈষ্ণবানন্দ সান্দ্রম্ ।
তস্যাপ্যন্তর্জ্যোতি রস্ত্যপ্রমেয়া--
নন্দাস্বাদং তত্র বৃন্দাটবীয়ম্ ॥ ১৯ ॥

অন্যের দেহে যাহাতে লেশমাত্র কষ্ট প্রদান না হয়, তদ্বিষয়ে শিলাবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া কবে আমি এই হরিদয়িত বৃন্দাবনে বাস করিব ? ১৬ ॥

অনুবাদ—সুদুঃসহ দুঃখরাশি সহ্য করিয়াও, জাতি কুলাদি ত্যাগ করিয়াও, এবং চাণ্ডালের থুৎকৃত আহার করিয়াও আমি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সজ্জনের সমীপেও যাইব না, (অথবা সৎসমাজ হইতে দূরে যাইব না,) আমি নিজের কুলাদির পরিচয় দিব না । শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে অতি সাহসী হইয়া অন্য কাহারও নিকট মুখ দর্শন করাইবনা,

অনুবাদ—অনন্তপার সর্ব্ব উদ্ভাসী ব্রহ্মজ্যোতির (ধামের) আন্তর জ্যোতি (সার)—আনন্দসান্দ্র বিষ্ণুধাম (পরব্যোম) ; তাহারও আন্তর-

কিং ক্রীড়ৈব শরীরিণী স্মরকলা কিং দেহিনী কিং রতিঃ
স্বাভা মূর্ত্তিমতী কিমদ্ভুতমনো জন্মাস্ত্র বিদ্যৈব বা।
কিম্বা জীবনশক্তিরেব সতনুঃ শ্যামস্য ন জ্ঞায়তে
সা রাধা বিজয়ীহরাতি হরিণা বৃন্দাবনেঽহর্নিশম্ ॥ ২০

সর্ব্বপ্রেমরসৈক বীজ বিলসদ্ বিপ্রুড্ মহামাধুরী-
পূর্ণ স্বর্ণ সুগৌরমোহন মহা জ্যোতিঃ সুধৈকাম্বুধীন্।
একৈকাঙ্গত উন্মদ স্মরকলা রঙ্গান্ দুহন্ত্যদ্ভুতান্
বৃন্দাকানন সংপ্লবান্ হৃদি মম শ্যামাপ্রিয়া খেলতু ॥২১

লোলদ্বেণ্যঃ পৃথুসুজঘনাঃ ক্ষামমধ্যাঃ কিশোরীঃ
সংবীত শ্রীস্তন মুকুলয়ো রুল্লসদ্ধার যষ্টীঃ।

তর জ্যোতিঃ অপরিমিত আনন্দের আস্বাদনময় (ব্রজমণ্ডল)। তন্মধ্যেও এই বৃন্দাটবী আন্তরতম (সারাৎসার)।

অনুবাদ—ইনি কি দেহবিশিষ্টা ক্রীড়াই, না শরীর পরিগ্রহ করিয়া কামকলাই আবির্ভূত হইয়াছেন ? সুদীপ্তিযুক্ত মূর্ত্তিমতী রতিই কি ? নাকি অদ্ভুত কামাস্ত্র বিদ্যাই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ? অথবা তনুধারণ করিয়া শ্যামের জীবনশক্তিই উপস্থিত হইয়াছেন—ইহার কিছুই ত জানা যাইতেছে না। হঁা, শ্রীরাধাই শ্রীহরির সহিত অহর্নিশি বৃন্দাবনে অশেষ বিশেষে বিহার করিতেছেন ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বৃন্দাবন প্লাবনশীল, সর্ব্বপ্রেমরসের মুখ্য বীজের বিন্দু-শালী, মহা মাধুর্য্যপূর্ণ স্বর্ণ গৌরমোহন মহাজ্যোতিঃ পূর্ণ অমৃত রসের এক মাত্র সমুদ্ররূপ অদ্ভুত উন্মত্ত কামকলা রঙ্গ রাশী প্রতি অঙ্গ হইতে দোহন (প্রকাশ) করিতে করিতে শ্যামপ্রিয়া আমার হৃদয়ে খেলা করুন ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদের বেণীসকল লোলমান, জঘনদেশ পৃথুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ এবং আবৃত সুন্দর স্তনমুকুল দ্বয়ের মধ্যে হার শোভা পাইতেছে,

নানাদিব্যাভরণবসনাঃ স্নিগ্ধকাশ্মীর গৌরীঃ
বৃন্দাটব্যাং স্মর রসময়া রাধিকা-কিঙ্করী স্তাঃ ॥২২
আঃ কীদৃক্‌পুণ্যরাশেঃ সুপরিণতিরিয়ং কেয়মাশ্চর্য্যরূপা
কারুণ্যৌদার্য্যলীলা স্ফুরতি ভগবতঃ কো নু লাভোহদ্ভুতোহয়ম্‌
যদ্বা নাশ্চর্য্যমেতন্নিজ সহজ গুণং মোহিত শ্রীবিধীশা--
ত্যুচ্চৈ বস্তু বৃন্দাবনমিদম বনৌ সং স্বয়ং প্রাদুরাস্তে ॥২৩
রটন্ বৃন্দারণ্যেহত্যবিরত মটং স্তত্র পরিতো--
নটন্ গায়ন্ প্রেম্না পুলকিতবপু স্তত্র বিলুঠন্।
ত্রুটৎ সর্ব্বগ্রন্থিঃ স্ফুরদতি রসো পাস্তি পটিমা
কদাহং ধন্যানাং মুকুটমণিরেষোহস্মি ভবিতা ॥ ২৪
সৌন্দর্য্যাদি মহাচমৎকৃতিনিধী দিব্যৌ কিশোরৌ মহা--
গৌরশ্যামতনুচ্ছবী নিশি দিবা যত্রৈব চাক্রীড়তঃ।

তাঁহারা বয়সে কিশোরী, বহু দিব্য বসন ভূষণে সুসজ্জিতা, মসৃণ কুঙ্কুমবৎ গৌরাঙ্গিণী এবং রসময়ী—সেই শ্রীরাধা কিঙ্করীগণের স্মরণ কর ॥ ২২॥

অনুবাদ—আহা! ইহা কি জাতিয় পুণ্যরাশির শেষ পরিণতি? আহা! ভগবানের ইহা কি আশ্চর্য্য কারুণ্য এবং উদারতার লীলা স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে!! আহা! কি অদ্ভুত লাভই বটে! অথবা ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে; যেহেতু যাহা অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু এবং যাহাতে শ্রী (লক্ষ্মী), বিধি (ব্রহ্মা), ঈশ (শিব) প্রভৃতি দেবগণও মোহিত হন, এমন ভগবানের স্বকীয় সহজ গুণই শ্রীবৃন্দাবন রূপে অবনীতলে প্রদুর্ভূত হইয়াছেন!!

অনুবাদ—গুণ বর্ণনা পূর্ব্বক অবিরত শ্রীবৃন্দাবনের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নাচিয়া গাহিয়া প্রেমে পুলকাঞ্চিত কলেবরে ঐ রজে লুণ্ঠনাদি পূর্ব্বক সর্ব্ব গ্রন্থি ছিন্ন করতঃ স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত অত্যুত্তম রসোপাসনার নিপুণতা লাভে কবে আমি ধন্য-শিরোমণি হইব? ২৪ ॥

যত্রৈবাখিল দিব্য কানন গুণোৎকর্ষোঽহতি কাষ্ঠাং গত
স্তদ্বৃন্দাবিপিনং কদা নু মধুর প্রেমানুবৃত্ত্যা ভজে ॥ ২৫

অনাদৌ সংসারে কতি নরকভোগা ন বিহিতাঃ
কিয়ন্তো ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যতুল সুখভোগাশ্চ ন্যকৃকৃতাঃ।
তদাস্মিন্নেকস্মিন্ বপুষি সুখদুঃখে ন গণয়ন্
সদৈব শ্রীবৃন্দাবনমখিলসারং ভজ সখে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসি পাদরজসা সর্ব্বাঙ্গমা গুণ্ঠয়ন্
শ্রীবৃন্দাবনমেকমুজ্জ্বলতমং পশ্যন্ সমস্তোপরি।
শ্রীবৃন্দাবনমাধুরীভিরনিশং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়ো
রপ্যাবেশ মনুস্মরন্নধিবস শ্রীধাম বৃন্দাবনম্ ॥ ২৭

বৃন্দাকানন কাননস্য পরমা শোভা পরাতঃ পরা
নন্দ ত্বদ্‌গুণ বৃন্দমেব মধুরং যেনানিশং গীয়তে।

অনুবাদ—যে স্থানে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মহাচমৎকারের নিধি, গৌর, শ্যাম তনু মহাকান্তিশালী দিব্য কিশোর যুগল দিবানিশি ক্রীড়া করিতেছেন, যে স্থানে নিখিল অপ্রাকৃত কাননের গুণ সমূহ চরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই শ্রীবৃন্দাবনকে কবে মধুর প্রেমের অনুবৃত্তি দ্বারা ভজনা করিব ? ২৫ ॥

অনুবাদ—হে সখে ! এই সংসারে কতই না নরক ভোগ করিয়াছ ? কত কত ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রভৃতির অতুল সুখভোগাদিকেও না ন্যক্কার করিয়াছ ? সুতরাং এই বর্ত্তমান্ একটি দেহের সুখ দুঃখ গণনা না করিয়া সর্ব্বদাই অখিল সার বৃন্দাবনে বাস কর। ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবন বাসির পাদরজের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া, একমাত্র উজ্জ্বলতম শ্রীবৃন্দাবনকেই সর্ব্বোপরি বিদ্যমান জানিয়া, শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্য্যে সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবেশ অনুস্মরণ করিয়া করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনেই বাস কর ॥ ২৭ ॥

হা বৃন্দাবন কোটি জীবনমপি ত্বত্তোঽতিতুচ্ছং যদি--
জ্ঞাতং তর্হি কিমস্তি যত্তৃণকবচ্ছক্যেত নোপেক্ষিতুম্ ॥
স্বাত্মেশ্বর্য্যা মমাদ্য প্রণয়রস মহা মাধুরী সার মূর্ত্ত্যা
কোঽপিশ্যামঃ কিশোরঃ কণকবররুচা শ্রীকিশোর্য্যা কয়াপি
ক্রীড়ত্যানন্দ সারান্তিম পরম চমৎকার সর্ব্বস্বমূর্ত্তি
র্নিত্যনঙ্গোত্তরঙ্গৈ র্যদধি ভজ তদেবাদ্য বৃন্দাবনং ভোঃ ॥২৯
নব কণক চম্পকাবলি দলিতেন্দীবর সুবৃন্দ নিন্দিত শ্রি ।
বৃন্দাবন নব কুঞ্জে কিশোরমিথুনং তদেব ভজ রসিকম্ ॥ ৩০
পরিচর চরণসরোজং তদ্ গৌরশ্যাম রসিক দম্পত্যোঃ ।
বৃন্দাবন নবকুঞ্জাবলিষু মহানঙ্গ বিহ্বলয়োঃ ॥ ৩১ ॥

হে বৃন্দাবন ! তোমার বন শোভা পরাৎপরা, হে পরানন্দ ! তোমার মধুর গুণবৃন্দ যিনি দিবানিশি গান করেন এবং হে বৃন্দাবন যিনি কোটি জীবনও তোমা হইতে অতি তুচ্ছ বলিয়া জানেন, তবে সংসারে এমন কি বস্তু আছে যাহা তিনি তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে না পারেন ? ২৮

আনন্দসারের পরম কাষ্ঠাভূত পরম চমৎকার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তি কোনও শ্যামকিশোর নিত্য অনঙ্গ তরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া মদীয় প্রাণেশ্বরী আদ্য-প্রণয়-রস-মহামাধুর্য্য-সার-মূর্ত্তি কোনও স্বর্ণকান্তি কিশোরীর সহিত যে স্থলে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন, অদ্য হইতে সেই বৃন্দাবনেরই ভজন কর ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনের নব কুঞ্জে সেই রসিক কিশোর যুগলকেই ভজন কর—তাঁহাদের একজনের দেহ কান্তিতে নূতন স্বর্ণ ও চম্পকাবলি নিন্দিত হয় এবং অপরের দেহজ্যোতিতে দলিত ইন্দীবর শোভা তিরস্কৃত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনের নূতন কুঞ্জ সমূহে মহানঙ্গ বিহ্বল সেই গৌরশ্যাম রসিক যুগলের চরণ সরোজের পরিচর্য্যা কর ॥ ৩১ ॥

অতি কন্দর্প রসোন্মদমনিশং বিবর্দ্ধিষ্ণু তান্মথঃ প্রেম।
ঘন পুলক গৌরনীলাকৃতি নব মিথুনং নিকুঞ্জমণ্ডলে স্মর॥

পূর্ণ প্রেমানন্দ-চিচ্চন্দ্রিকাব্ধে-
র্মধ্যে দ্বীপং কিঞ্চিদাশ্চর্য্যরূপম্।
তত্রাশ্চর্য্যাভাতি বৃন্দাটবীয়ং
তত্রাশ্চর্য্যৌ গৌরনীলকিশোরৌ॥ ৩৩॥

ধন্যো লোকে মুমুক্ষু র্হরিভজনপরো ধন্য ধন্য স্ততোঽসৌ
ধন্যো যঃ কৃষ্ণ পাদাম্বুজরতি পরমো রুক্মিণীশ প্রিয়োঽতঃ।
যাশোদেয়প্রিয়োঽতঃ সুবলসুহৃদতো গোপকান্তাপ্রিয়োঽতঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বর্য্যতি রস বিবশারাধকঃ সর্ব্বমূর্দ্ধ্নি॥ ৩৪॥

অনুবাদ—কন্দর্প রসে অত্যুন্মত্ত সেই কিশোর যুগলের পরস্পরের প্রেম নিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে। ঘন পুলকাবলি শোভিত সেই গৌর-নীল কান্তি বিশিষ্ট নবীন যুগলকে নিকুঞ্জ মণ্ডলে স্মরণ কর॥ ৩২॥

অনুবাদ—পূর্ণ প্রেমানন্দ চিজ্জ্যোৎস্না সমুদ্রের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য দ্বীপ আছে, তাহাতে আবার এই বৃন্দাটবী আরও আশ্চর্য্য—তাহার মধ্যেও পরমাশ্চর্য্য এই গৌর-নীল কিশোর যুগল॥ ৩৩॥

অনুবাদ—এই পৃথিবীতে যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা হরি ভজন পরায়ণ, তাঁহারা ধন্য ধন্য। তাঁহাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট—যাঁহারা কৃষ্ণ পাদপদ্মে পরমাসক্তিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের হইতেও আবার রুক্মিণীবল্লবের প্রিয়গণ ধন্য, তাঁহাদিগের হইতে যশোদানন্দন প্রিয়গণ আরও প্রশংস্য; তাহা হইতে সুবল সখার প্রিয়গণ আরও ধন্য, আবার তাহা হইতে গোপকান্তাপ্রিয়ের (গোপীবল্লভের) ভজন পরায়ণ গণ আরও ধন্য—কিন্তু শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বরীর পরম রস বিবশারাধকই সকলের শিরোমণি॥ ৩৪॥

একং সখ্যাপি নো লক্ষিতমুরসি লসন্নিত্যতাদাত্ম্যকান্তং
তদ্ দৃশ্যং দূরতোঽন্যদ্ব্রততি নবগৃহেঽন্যত্তু তন্মর্ম্মশর্ম্ম ।
অন্যদ্ বৃন্দাবনান্ত র্বিহরদথপরং গোকুলে প্রাপ্তযোগং
বিচ্ছেদ্বন্যত্তদেবং লসতি বহুবিধং রাধিকা কৃষ্ণরূপম্ ॥ ৩৫

নিত্যোত্তুঙ্গদনঙ্গ রঙ্গ বিলস ল্লীলাতরঙ্গং সদা
রাধামানসদিব্যমীননিলয়ং তদ্বক্ত্রচন্দ্রোচ্ছ্রিতম্ ।
তং কন্দর্পসুমন্দরেণ মথিতং সখ্যক্ষি পীযূষদং
কঞ্চিচ্ছ্যাম রসাম্বুধিং ভজ সখে ! বৃন্দাটবী-সীমনি ॥ ৩৬

অনুবাদ—শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ বহুভাবে বিমল পরায়ণ হইয়া বিরাজমান আছেন। এক অবস্থা—সখীগণেরও অলক্ষিতভাবে কান্তা ও কান্ত পরস্পরকে বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিত্য তাদাত্ম্য ভাব প্রাপ্ত; অপরাবস্থা সখীগণ কর্তৃক দূর হইতে দৃশ্যমান লতা নির্ম্মিত নূতন মণ্ডপে মিলন। অন্যটি—(নিকুঞ্জ মধ্যে) উভয়ের পরিহাস মঙ্গল বাক্যে বাক্যযুক্ত, অপরাবস্থা—বৃন্দাবন মধ্যে নিত্য বিহারশীল, অন্যাবস্থা—(কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে এবং গোষ্ঠ হইতে কুঞ্জে গমনাগমনযুক্ত) গোকুলে মিলন; এবং অন্যবিধ প্রকাশে তাঁহারা (মাথুর) বিরহ দশা প্রাপ্ত। *

অনুবাদ—হে সখে ! বৃন্দারণ্যবাসী সেই অনির্ব্বচনীয় শ্যামরস সমুদ্রেরই ভজন কর—সেই শ্যামরস সমুদ্রে নিত্যই কাম-রঙ্গ-বিলাস লীলাময় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে শ্রীরাধার মানসরূপ দিব্য মৎস্য নিরন্তর বাস করিতেছে—তাহা শ্রীরাধার মুখচন্দ্র দ্বারা উচ্ছলিত ও শ্রীরাধার কামরূপ সুমন্দর পর্ব্বত দ্বারা মথিত হইতেছে এবং তাহা সখীগণের লোচনের অমৃত দান করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

* [এবং তদনন্তর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগযুক্ত মিলন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য।]

শ্যামপ্রাণমৃগৈকখেলন বনশ্রেণী সদা শ্যামলোৎ--
খেলন্মানসমীন দিব্যসরসী শ্যামালি সৎ পদ্মিনী।
শ্যামানঙ্গ সুতপ্ত হৃচ্ছিশিরতাকারি স্ফুরচ্চন্দ্রিকা--
শ্যামানন্যসুনাগরেণ বিহরত্যেকা মম স্বামিনী ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমদ্‌বৃন্দাকাননে রত্নবল্লী--
বৃক্ষৈশ্চিত্র জ্যোতিরানন্দ পুষ্পৈঃ।
কীর্ণে স্বর্ণ স্থল্যুদঞ্চৎ কদম্ব--
চ্ছায়ায়াং নশ্চক্ষুষী গৌরনীলে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবৃন্দাকাননেঽত্যদ্ভুত কুসুম লসদ্ রত্নবল্লী নিকুঞ্জ--
প্রাসাদে পুষ্পচন্দ্রাতপচয়রুচিরে পুষ্পপল্যঙ্ক তল্পে।
রাধাকৃষ্ণৌ বিচিত্র স্মর সমর কলা খেলনৌ বীক্ষ্য বীক্ষ্যা-
নন্দাদ্বিহ্বলং সুংলুঠদবনিতলে বন্দ্য তামালিবৃন্দম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্যাম প্রাণরূপ মৃগের একমাত্র ক্রীড়াস্থলী, উজ্জ্বল রসে ক্রীড়া পরায়ণ মানসমীনের দিব্য সরোবর সদৃশী, শ্যামরূপ অলির পক্ষে পদ্মিনীরূপা, শ্যামের কামতপ্ত হৃদয়ের সুস্নিগ্ধতা বিধায়ী উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-রূপিণী, আমার স্বামিনী একা শ্যামাই (শ্রীরাধাই) অতুলনীয় শ্যাম সুনাগরের সহিত বিহার করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—রত্নলতা বৃক্ষ মণ্ডিত বিচিত্র জ্যোতি র্বিকিরণশীল আনন্দ-ময় পুষ্পাস্তীর্ণ শ্রীবৃন্দাবনে স্বর্ণস্থলী শোভিত কদম্ব ছায়াতে গৌর-নীল বপুধারী কিশোরযুগলেই আমাদের লোচনযুগল সদা বিরাজমান থাকুক ॥

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে অতি অদ্ভুত কুসুম শোভিত রত্ন লতা নিকুঞ্জ প্রাসাদে পুষ্পময় চন্দ্রাতপ সমূহ দ্বারা মনোজ্ঞ কুসুম পালঙ্কের শয্যায় বিচিত্র কামযুদ্ধে-খেলন পরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পৃথিবীতে অবলুণ্ঠনকারী সখীবৃন্দকে বন্দনা করা হউক ॥ ৩৯ ॥

প্রেষ্ঠদ্বন্দ প্রসাদাভরণবর পট স্রগ্ নবাভীর বালা-
মালালঙ্কার কস্তূর্য্যগুরু ঘুসৃণ সদ্গন্ধতাম্বূল বস্ত্রৈঃ।
বাদ্যৈঃ সঙ্গীতনৃত্যৈরনুপম কলয়া লালয়ন্তীঃ সতৃষ্ণা
রাধাকৃষ্ণাবখণ্ড স্বরস বিলসিতৌ কুঞ্জবীথ্যামুপৈমি ॥ ৪০
কাশ্চিচ্চন্দনঘর্ষিণীঃ সঘুসৃণং কাশ্চিৎ স্রজো গ্রন্থতীঃ
কাশ্চিৎকেলিনিকুঞ্জমণ্ডণপরাঃ কাশ্চিদ্বহন্তী র্জলম্।
কাশ্চিদ্দিব্যদুকূলকুঞ্চনপরাঃ সং গৃহ্নতীঃ কাশ্চনাঽ
লঙ্কারং নবমন্নপানবিধিষু ব্যগ্রাশ্চিরং কাশ্চন ॥ ৪১ ॥
তাম্বূলোত্তমবীটিকাদিকরণে কাশ্চিন্নিবিষ্টা নবাঃ
কাশ্চিন্নর্ত্তন গীত-বাদ্যসুকলা সামগ্রি-সম্পাদিকাঃ।

প্রিয়তমযুগলের প্রসাদীকৃত অলঙ্কার, শ্রেষ্ঠ বসন মাল্যাদি ভূষিত নবীনা গোপবালাগণ মালা, অলঙ্কার, কস্তূরী, অগুরু, কুঙ্কুম, মনোমদগন্ধ, তাম্বূল, বস্ত্র, প্রভৃতির সমাহরণ দ্বারা এবং নিরুপম তাল লয় সমন্বিত বাদ্য ও নৃত্য-গীতাদি দ্বারা নিকুঞ্জবিলাসী অখণ্ড-স্ব-রস বিনোদী শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগলকে যাঁহারা সতৃষ্ণভাবে সেবা করিতেছেন—আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৪০ ॥

কোনও কোনও গোপবালা উত্তম কুঙ্কুম সহিত চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন—কেহ কেহ বা মাল্যরচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন—অপর কেহ কেহ কেলিনিকুঞ্জ সুসজ্জিত করিতেছেন—কেহ কেহ বা নূতন নূতন অলঙ্কারাদির সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়াছেন—অপর কেহ কেহ বা ব্যগ্রচিত্তে খাদ্য পানীয় প্রভৃতির চেষ্টায় বহুক্ষণযাবৎ নিযুক্ত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

কোনও কোনও নবীনা গোপবালা উত্তম তাম্বূলবীটিকা প্রভৃতির নির্ম্মাণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন—কয়েকজন বা নৃত্য গীত বাদ্যাদির উত্তম উত্তম কলা বিদ্যা প্রকাশনের বস্তু সমূহের আয়োজন তৎপর—কেহ কেহ

স্নানাভ্যঙ্গবিধৌ চ কাশ্চন রতাঃ সন্বীজনাদ্যৈ সদা--
কাশ্চিৎসন্নিধিসেবনাতিমুদিতাঃ কাশ্চিৎ সমস্তেক্ষিকাঃ ॥৪২
কাশ্চিৎ স্বপ্রিয়যুগ্মচেষ্টিতদৃশঃ স্তব্ধাঃ স্বকৃত্যে স্থিতাঃ
ক্ষিপ্তা হন্যালিপ্রবর্ত্তিতা দয়িতয়োঃ কাশ্চিৎ সুখেলা পরাঃ।
ইত্থং বিহ্বল-বিহ্বলাঃ প্রণয়তঃ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণয়োঃ
দাসীরদ্ভুতরূপকান্তিবয়সো বৃন্দাবনেঽন্বীয়তাম্ ৪৩ বিশেষকম্

একং চিত্রশিখণ্ডচূড়মপরং শ্রীবেণীশোভাদ্ভুতং
বক্ষশ্চন্দনচিত্রমেকমপরং চিত্র স্ফুরৎ কঞ্চুকম্।
একং রত্নবিচিত্রপীতবসনং জঙ্ঘান্তবস্ত্রোপরি--
ভ্রাজদ্রত্ন সুচিত্র শোণ বসনেনান্যচ্চ সংশোভিতম্ ॥৪৪

বা স্নান উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি সামগ্রী আহরণ করিতেছেন—অপর কেহ কেহ বা বীজন হস্তে নিকটে থাকিয়াই শ্রীঅঙ্গ সেবনে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন আবার কয়েকজন সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

কেহ কেহ বা নিজ প্রিয়তম যুগলের চেষ্টাতে নয়ন দিয়া নিজকার্য্য বিস্মৃত হইয়াছেন—অপরাপর গোপী অন্য সখী কর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত (অনুযোগ প্রাপ্ত) হইয়া স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং দয়িতযুগলের সহিত সুন্দর খেলায় যোগদান করিয়াছেন—এইভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়ভরে বিভোর, অদ্ভুত রূপ কান্তি বয়স বিশিষ্ট দাসী (সখী) দিগকে বৃন্দাবনেই অন্বেষণ কর ॥ ৪৩ ॥

একজন বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের চূড়া পরিয়াছেন—অপরের শিরোদেশে সুন্দর বেণীর শোভায় চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়াছে; একজনের বক্ষোদেশ চন্দন চিত্রিত এবং অপরের বক্ষে বিচিত্র কঞ্চুক (কাঁচুলি) স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; একজন রত্ন বিচিত্রিত পীতবসনধারী এবং অপরজন জঙ্ঘা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বস্ত্রের উপরে নানা রত্নময় বিচিত্র রক্তবস্ত্র দ্বারা সংশোভিত।

ইত্থং দিব্য বিচিত্রবেশ মধুরং তদ্ গৌরনীলং মিথঃ
প্রেমাবেশ হসৎ কিশোর মিথুনং দিগ্ব্যাপি চিত্রচ্ছটম্ ।
কাঞ্চী নূপুরনাদ রত্নমুরলী গীতেন সং মোহয়ৎ
শ্রীবৃন্দাবন চিদ্ঘন স্থিরচরং রঙ্গে মহাশ্রীমতি ॥ ৪৫ ॥

অন্বালীমুখশব্দকে মণিময়ে মীলন্মৃদঙ্গধ্বনৌ
প্রোৎসার্য্যেব প্রবিষ্টবজ্ জবনিকামুৎকীর্য্য পুষ্পাঞ্জলীম্ ।
অত্যাশ্চর্য্য সনৃত্য হস্তক মহাশ্চর্য্যাঙ্গ দৃগ্ভঙ্গিমো-
ত্তুঙ্গানঙ্গরসোৎসবং ভজতি যে প্রাণদ্বয়ং কঃ কৃতী (যুগ্মকম্)

অনন্তরতি মৎ প্রিয়চ্ছবি বিলাস সম্মোহনং
মহারসিকনাগরাদ্ভুত কিশরয়ো স্তদ্দ্বয়ম্ !

এইরূপে দিব্য বিচিত্র বেশ মাধুর্য্য মণ্ডিত, দিগন্তব্যাপী চিত্রচ্ছটাশীল সেই গৌর নীল বপুধারী, পরস্পর প্রেমাবেশ বশতঃ হাস্যকারী যুগল-কিশোর—মহাসৌন্দর্য্যশালী রঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চিদ্ঘন বস্তু মাত্রকেই কাঞ্চী নূপুর নাদে ও মুরলীর মোহন গীতে সংমুগ্ধ করিয়া বিরাজমান আছেন ॥ ৪৫ ॥

এবং সেই মণিময় রঙ্গে (রঙ্গমঞ্চে) সখীগণ মুখোচ্চারিত শব্দ ও মৃদঙ্গ ধ্বনি উত্থিত হওয়া মাত্রই জবনিকা দূরে নিক্ষেপ করতঃ পুষ্পাঞ্জলি বিকীরণ করিতে করিতে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি আশ্চর্য্যজনক নানাবিধ হস্তভঙ্গী সহকারী নর্ত্তন পরায়ণ ও মহাশ্চর্য্য অঙ্গ ও নয়ন ভঙ্গিমা দ্বারা সুমহান্ কাম রসোৎসব বিধায়ক আমার প্রাণপ্রিয়তম যুগলকে কোনও সুকৃতি ভজনা করে ॥ ৪৬ ॥

অনন্ত রতিশালী মনোমদ কান্তিবিশিষ্ট ও বিলাস সম্মোহিত সেই মহারসিক নাগর দ্বয়ের—সেই অদ্ভুত যুগল কিশোরের বিচিত্র রতিলীলা হেতু নিত্য নূতন নিকুঞ্জ সমূহ মধ্যে বিরহা পরায়ণ মহাপ্রণয় রসে ঘূর্ণিত

বিচিত্র রতিলীলয়া নবনিকুঞ্জ পুঞ্জোদরে
স্মরামি বিহরন্মহাপ্রণয় ঘূর্ণিতাঙ্গং মিথঃ ॥ ৪৭ ॥
কদা কণক চম্পকদ্যুতি বিনিন্দিতেন্দীবর-
বরং নব কিশোরয়োর্দ্বয় মগাধভাবং মিথঃ।
পুরঃ স্ফুরতু মন্মথ ক্ষুভিতমূর্ত্তি বৃন্দাটবীং
মমাধিবসতো মহাসরস দিব্য চক্ষুর্যুজঃ ॥ ৪৮ ॥
প্রেমানন্দোজ্জ্বল রসময় জ্যোতিরেকার্ণবান্ত-
স্তাদাত্ম্যেন স্ফুরতু বহুধাশ্চর্য্য বৃন্দাবনং মে
কুঞ্জে কুঞ্জে মধুরং মধুরং তত্র খেলৎ-কিশোর-
দ্বন্দ্বং গৌরাসিত রুচি মন স্তদ্ রসার্হং ক্রিয়াম্মে ॥ ৪৯
দবিষ্ঠে ব স্তিষ্ঠে দতি কুকৃতিনিষ্ঠঃ কুবিষয়ে
সকৃদ্ বৃন্দাটব্যা স্তৃণকমপি বন্দেত সুকৃতী।

বিগ্রহ যুগলকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৪৭ ॥

মহা সরস দিব্য চক্ষুষ্মান ও বৃন্দাবন বাসকারী আমার সম্মুখে কবে স্বর্ণচম্পক কান্তি ও নীলপদ্ম বর নিন্দিত রূপ বিশিষ্ট নব কিশোর দম্পতীর পরস্পরের প্রতি অগাধ ভাব বিশিষ্ট কামদেব বিমোহিত মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হইবে ? ৪৮ ॥

প্রেমানন্দের উজ্জ্বল রস বিশিষ্ট জ্যোতিঃপূর্ণ কোনও এক অনির্ব্বচনীয় সমুদ্রগর্ভস্থিত আশ্চর্য্য বৃন্দাবন তাহার (তথাবিধ জ্যোতির্ম্ময় সমুদ্রের সহিত) তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া বহুধা আমার নিকটে প্রতিভাত হউন—এবং তাহার প্রতি কুঞ্জে মধুর হইতেও সুমধুর ক্রীড়া বিনোদী গৌর-শ্যাম বর্ণ যুগলকিশোর আমার মনকে তদ্ রসাবিষ্ট করিয়া দিন—এই প্রার্থনা।

দূরতম প্রদেশে থাকিয়াও, কুবিষয়ে কুকার্য্য পরায়ণ হইয়াও, যদি কোনও সুকৃতী একবার মাত্রও শ্রীবৃন্দাবনস্থ ক্ষুদ্র তৃণটীকেও বন্দনা করিতে

স তৎপ্রাণস্তোচ্ছৃঙ্খল নিখিলশক্তেঃ করুণয়া
ধ্রুবং দেহস্যান্তে হরিপদমলভ্যঞ্চ লভতে ॥ ৫০
কুবেরাণাং কোটী র্হসতি ধনসম্পত্তিভি রহো
তিরস্কুর্য্যাদ্বর্য্যানপি সুরগুরূন্ বুদ্ধি বিভবৈঃ।
অশোচ্যঃ স্ত্রীপুত্রাদিভি রসম ঈড্যো হরিরসা–
চ্ছুক-প্রহ্লাদাদ্যৈ রতিকৃদিহ বৃন্দাবন বনে ॥ ৫১ ॥
ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ গৃহদ্বার সকল গুণালঙ্কৃত স্ত্রীসুতাদীন্
সর্বত্রাত্যন্তসম্মাননমথ মহতঃ সৎকুলাচারধর্ম্মান্।
মাতাপিত্রো গুর্রূণামপি চ নহি মনাগাগ্রহৈঃ কোমলাত্মা
যো যায়াদেব বৃন্দাবনময়মখিলৈঃ স্তূয়তে ধন্যধন্যঃ ? ৫২

পারেন, তবে তিনি দেহান্তে অমর্য্যাদ নিখিল শক্তিপূর্ণ তাঁহার জীবাতু (জীবনীভূত শ্রীরাধাশ্যামের) করুণায় অলভ্য শ্রীহরি পাদপদ্মও পাইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে রতিশালী পুরুষ—ধন সম্পত্তি দ্বারা কোটি কোটি কুবেরকেও উপহাস করেন, বুদ্ধি বিভব দ্বারা সুর গুরু বৃহস্পতিকেও তিরস্কার করিয়া থাকেন; স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন তাঁহার জন্য আর শোক করে না, তিনি শ্রীহরি রস বিষয়ে শুক প্রহ্লাদাদি কর্তৃক ও অতুল প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

যিনি গৃহ দ্বার, সর্ব্বগুণযুক্ত স্ত্রীপুত্রাদি সকল ত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বত্র অতিশয় সম্মান ও মহা মহা সৎকুলাচার ধর্ম্ম ইত্যাদিও বিসর্জন দিয়া, মাতা পিতা এবং গুরুজনদিগের আগ্রহে বিন্দুমাত্রও কোমলচিত্ত না হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে পারেন, অখিললোক কর্তৃক তিনিই ধন্য–বাদার্হ হয়েন ॥ ৫২ ॥

সকল জীবের দোষ বা গুণ কোথাও শ্রবণ বা গ্রহণ না করিয়া,

নো শৃণ্বন্ নৈব গৃহ্লন্ সকল তনুভৃতাং ক্বাপি দোষং গুণং বা
বৃন্দাবনস্থ সত্ত্বান্যখিল গুরুধিয়া সং নমন্ দণ্ডপাতৈঃ।
ত্যক্তাশেষাভিমানো নিরবধি পরমাকিঞ্চনঃ কৃষ্ণরাধা
প্রেমানন্দাশ্রু মুঞ্চন্ নিবসতি সুকৃতী কোঽপি বৃন্দাবনান্তঃ ॥ ৫৩

ক্রন্দনার্ত্তস্বরেণ ক্ষিতিষু পরিলুঠন্ সং নমন্ প্রাণবন্ধুং
কুর্ব্বন্ দন্তে তৃণান্যাদধদনুকরুণা দৃষ্টয়ে কাকু কোটীঃ।
তিষ্ঠন্নেকান্ত বৃন্দাবিপিন তরুতলেম্বব পানৌ কপোলং
ন্যস্যাশ্রুণ্যেব মুঞ্চন্নয়তি দিন নিশাং কোঽপি ধন্যোঽত্যনন্যঃ ॥ ৫

মুঞ্চন্ শোকাশ্রুধারাং সতত মরুচিমান্ গ্রাসমাত্রাগ্রহেঽপি
ক্ষিপ্তো বদ্ধো হতো বা গিরিবদবিচলঃ সর্ব্বসঙ্গৈ বিমুক্তঃ।
নৈষ্কিঞ্চন্যৈক কাষ্ঠাং গত উরুতরয়োৎকণ্ঠয়া চিন্তয়ন্ শ্রী-
রাধাকৃষ্ণাঙ্‌ঘ্রি পঙ্কেরুহদল সুষমাং কোঽপি বৃন্দাবনেঽস্তি ॥ ৫

অখিল লোকের গুরুবুদ্ধিতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রাণিদিগকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া, অশেষ অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং নিরন্তর পরম অকিঞ্চনভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমানন্দে অশ্রু মোচন করিয়া করিয়া কোনও সুকৃতী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন ॥ ৫৩ ॥

ক্রন্দনার্ত্তস্বরে ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে করিতে, প্রাণবন্ধুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে করিতে, দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কৃপাকটাক্ষপাতের জন্য কোটি কোটি কাকুবাদ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনের তরু তলে তলে নির্জনে বাস করতঃ করদেশে কপোল বিন্যাস করিয়া শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে দিবারাত্রি যাপন করেন—এবম্বিধ অতি অনন্য ধন্য (মহাজনও) তথায় আছেন ॥ ৫৪ ॥

নিরন্তর শোকাশ্রুপাত করেন, গ্রাসমাত্র আহারেও অরুচি হইয়াছে; উন্মত্ত, বদ্ধ, হত, অথবা পর্ব্বতবৎ অবিচল হইয়া সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া

মালাং কণ্ঠেঽর্পয় সুললিতং চন্দনং সর্ব্বগাত্রে
তাম্বূলং প্রাশয় কুরু সুখং সাধু সম্বীজনেন।
ব্যত্যাশ্লেষাৎ সুখশায়িতয়োর্লালয়ন্নঙ্ঘ্রি মিত্থং
রাধাকৃষ্ণৌ পরিচর রহঃ কুঞ্জশয্যামুপেতৌ ॥ ৫৬ ॥
রাধাকৃষ্ণৌ রহসি লতিকামন্দিরে সূপবিষ্টৌ
রত্যাবিষ্টৌ রসবশ লসদ্দৃষ্টি বাগঙ্গ চেষ্টৌ।
দৃষ্ট্বাঽন্যাদৃগ্ বর বিলসিতৌ সাধুযান্তী র্বহি স্তাঃ
তাভ্যাগাভ্ভাঃ সহসগবনম্যাঃ সহ্রীসৌখ্যমগ্নাঃ ॥ ৫৭
কিশোর বয়সঃ স্ফুরৎ প্রুরট রোচিষো মোহিনীঃ
সুচারুকৃশমধ্যমাঃ পৃথুনিতম্ব বক্ষোরুহাঃ।

পরম নিষ্কিঞ্চন ব্রতাবলম্বনে অধিকতর উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদ-পদ্মদল সুষমা চিন্তা করেন—এবম্বিধ কোনও (ভাগ্যবান্) পুরুষও বিরাজমান আছেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ নির্জ্জন কুঞ্জশয্যায় গমন করিয়াছেন—তাঁহাদের কণ্ঠে সুগন্ধি মাল্য অর্পণ কর, সর্ব্ব গাত্রে সুললিত চন্দন লেপন কর, (অধরে) তাম্বূল প্রদান কর, মৃদু মধুর ব্যজনান্দোলন দ্বারা তাঁহাদিগকে সুখ দান কর, তাঁহারা সুখে শয়ন করিয়া পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ আছেন—তাঁহাদের পাদপদ্ম সেবা কর—এইভাবে যুগলকিশোরের পরিচর্য্যা কর ॥

লতামন্দিরে রহঃ স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন রত্যাবিষ্ট হইয়া রস বিবশ হেতু তাঁহাদের দৃষ্টি, বাক্য ও অঙ্গ চেষ্টা সাতিশয় শোভমান হইয়াছে; তাঁহাদের অতি মনোহর বিলাস দর্শন করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সেই (সখীগণ) বহির্দেশে যাইতে থাকিলে যুগলকিশোর হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে ধরিলেন—তখন তাঁহারা লজ্জা ও সৌখ্য রসে মগ্ন হইয়া অবনত শিরে অবস্থান করিলেন ॥ ৫৭ ॥

সুরত্ন কণকাঞ্চিত স্ফুরিত নাসিক মৌক্তিকাঃ
সুবেণীঃ পটভূষণাঃ স্মরত রাধিকা-কিঙ্করী ॥ ৫৮ ॥

সুরম্যা দোর্বল্লী বলয়গণ কেয়ূর রুচিরাঃ
ক্বণৎকাঞ্চী মঞ্জীরকমণি সুতাটঙ্ক ললিতাঃ।
লসদ্বেণী বক্ষোরুহ মুকুলহারা বীলিরুচঃ
স্মরাহনন্যপ্রেমাঃ কণকরুচিরাধাঙ্ঘ্র্যনুচরীঃ ॥ ৫৯

অহো বৃন্দারণ্যে সকল পশুপক্ষি দ্রুমলতা—
ছনন্তৈ র্লাবণ্যৈ র্মধুর মধুরৈঃ কাঞ্চননিভৈঃ।
মহাপ্রেমানন্দোন্মদ সুরস নিষ্পন্দ সুভগৈঃ
কিশোরং মে সং মোহয়দহহ সর্ব্বস্ব মুদিতম্ ॥ ৬০

অহো শ্যামং প্রেম প্রসর বিকলং গদ্গদগিরা
সরোমাঞ্চং সাস্রং সমনুনয়দালীঃ প্রিয়তমাঃ।

তাঁহারা বয়সে কিশোরী, সুন্দর স্বর্ণবর্ণা, মোহিনী মূর্ত্তি, তাঁহাদের মধ্যদেশ অতি সুন্দর ও কৃশ, নিতম্ব ও স্তনযুগল পৃথুল, নাসাদেশ রত্ন ও সুবর্ণ জটিত মুক্তা সমূহ দোদ্যুল্যমান, মস্তকে সুন্দর বেণী, পরিধানে পট্টবস্ত্র—এবম্বিধ শ্রীরাধা সখীগণকে স্মরণ কর ॥ ৫৮ ॥

পরম রমণীয়া, বাহুলতায় বলয় সমূহ ও কেয়ূর ভূষণে অতি সুন্দরী, শব্দায়মান কাঞ্চী, নূপুর ও মণিময় তাটঙ্ক (তাড়) প্রভৃতি দ্বারা অতি কমনীয়া, বেণী শোভিতা, স্তনমুকুলোপরি হার সমূহের কান্তি প্রতিবিম্বিতা এবং অনন্য প্রেমশীলা স্বর্ণবর্ণা শ্রীরাধা দাসীগণের স্মরণ কর ॥ ৫৯ ॥

অহো! বৃন্দারণ্যে সকল পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদিকে নিজ অনন্ত কাঞ্চন তুল্য মধুর হইতেও মধুর লাবণ্যরাশি দ্বারা এবং মহাপ্রেমানন্দে উন্মত্তকারী সুরস অক্ষুন্ন সৌন্দর্য্য দ্বারা সম্মোহন করিয়া আমার সর্ব্বস্ব কিশোর (শ্রীরাধা) উদিত হইতেছেন ॥ ৬০ ॥

পদং বেণ্যা বধ্বা ক্ষণমহহ সংপ্রেষ্য দয়িতং
ক্বচিদ্ বৃন্দারণ্যে জয়তি মম তজ্জীবনমহঃ॥ ৬১॥
নবোদ্ভৎ কৈশোরং নব নব মহাপ্রেম বিকলং
নবানঙ্গক্ষোভাত্তরলতরলং নব্য ললিতম্।
নবীনাদৃষ্ট্যঙ্গোক্তিষু মধুরভঙ্গী দধদহো
মহো গৌরশ্যামং স্মরত নবকুঞ্জে তদুভয়ম্॥ ৬২
মিথোন্যস্তপ্রাণং কথমপি নহি স্নান শয়ণাহ-
শনাদৌ বিচ্ছিন্নং গুরুভিরনুরাগৈ র্নবনবৈঃ।
সদা খেলদ্বৃন্দাবন নব নিকুঞ্জাবলিষু তদ্
ভজে গৌরশ্যামং মধুরমধুরং ধাম যুগলম্॥ ৬৩॥
উত্তুঙ্গানঙ্গরঙ্গ ব্যতিকর রুচিরাভঙ্গ সঙ্গীত রঙ্গৈঃ
রঙ্গৈ স্তারুণ্যভঙ্গীভর মধুর চমৎকারি রোচিস্তরঙ্গৈঃ।

অহো! কোনও সময়ে (প্রবল বিরহাবস্থায়) শ্রীমতী প্রেমাতিশয্য হেতু বিকল হইয়া গদগদ বাক্যে সরোমাঞ্চে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিজ প্রিয়তম সখীগণকে অনুনয় বিনয় করিয়া দয়িত শ্যামসুন্দরের নিকট পাঠাইয়া ক্ষণকালযাবৎ (তীব্র অসহিষ্ণুতা বশতঃ) বেণী দ্বারা নিজ চরণ বন্ধন করিতেছেন—আমার সেই জীবাতু (শ্রীরাধা) বৃন্দাবনে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাকুন॥ ৬১॥

নব কৈশোর প্রাপ্ত, নব নব মহাপ্রেমবিবশ, নব অনঙ্গক্ষোভবশতঃ অতীব চঞ্চল, নব ললিত, দৃষ্টিতে অঙ্গে ও বাক্যে নবীন মধুর ভঙ্গী ধারণকারী, নবীন কুঞ্জে সেই গৌরশ্যাম—জ্যোতিঃ যুগলকিশোরকে স্মরণ কর॥

পরস্পর ন্যস্ত-প্রাণ, স্নান ভোজন বা শয়নাদিতেও সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন নব নব প্রচুর অনুরাগ বশতঃ শ্রীবৃন্দাবনের নব নব নিকুঞ্জ সমূহে সদা খেলনশীল সেই মধুর মধুর গৌরশ্যামাকৃতি যুগলকিশোরকে ভজনা করি॥

অত্যন্তাহন্যোন্যাসক্তা নিমিষমমিলনাদার্ত্তিমূর্ত্তীভবন্তৌ
তৌ বৃন্দারণ্যবীথ্যাং ভজ ভরিত রসৌ দম্পতী গৌরনীলৌ
নশ্বর সুত ধন জায়াদিষু হরিমায়া ময়েষু মা প্রয়াসম্।
কুরু পুরুষার্থশিরোমণি মাচিনু বৃন্দাবনে স্বয়ং পতিতম্॥
বৃন্দাবনে তরুমূলে কূলে শ্রীমৎ কলিন্দ-নন্দিন্যাঃ।
ভজ রতি কেলি সতৃষ্ণৌ রাধাকৃষ্ণৌ তদেকভাবেন॥ ৬৬
বরমিহ বৃন্দারণ্যে সুবরাকী মদনমোহন দ্বারি।
অপি সরমাপি রমাপ্রিয়সখ্যপি নান্যত্র নো রমাপি স্যাম্॥
প্রত্যঙ্গোচ্ছলদদ্ভুত নব কাঞ্চন চন্দ্রচন্দ্রিকা জলধিঃ।
নব কৈশোর চমৎকাররূপা বৃন্দাবনেশ্বরী স্ফুরতু॥ ৬৮ ॥

উদ্দাম অনঙ্গ রঙ্গ হেতু পরস্পর মিলনে মনোরম, অবিচ্ছিন্ন বিবিধ নৃত্য গীতাদি দ্বারা এবং যৌবনরসে নানাবিধ মধুর ও চমৎকারকারী দীপ্তি লাবণ্যদ্বারা পরস্পরের প্রতি অতিশয় আশক্তি হেতু নিমিষকালের বিরহেও আর্ত্তি মূর্ত্তি ধারণকারী পূর্ণরস গৌর-শ্যাম দম্পতীকে বৃন্দারণ্য পথে ভজন কর॥ ৬৪ ॥

নশ্বর পুত্র, ধন, বা জায়াদি শ্রীহরির মায়াময় বস্তুতে প্রয়াস ত্যাগ কর। শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ং পতিত পুরুষার্থ শিরোমণি চয়ন (সংগ্রহ) কর॥ ৬৫

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমৎ কলিন্দনন্দিনীর (যমুনার) কূলে তরুমূলে রতি কেলি-তৃষ্ণাশীল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অনন্যভাবে ভজন কর॥ ৬৬ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনের দ্বারে বরং অতি তুচ্ছা কুক্কুরী হইয়াও থাকিব, তথাপি অন্যত্র লক্ষ্মীর প্রিয় সখী বা স্বয়ং লক্ষ্মীও হইতে ইচ্ছা করি না॥ ৬৭ ॥

যাঁহার প্রতি অঙ্গে উজ্জ্বল অদ্ভুত নবীন স্বর্ণ চন্দ্রচন্দ্রিকার সাগর উচ্ছলিত হইতেছে,সেই নবীন কৈশোর হেতু চমৎকারকারিণী বৃন্দাবনেশ্বরী

কুর্ব্বন্তি সর্ব্বনাশং ধ্রুবমতি মায়াময় প্রমদাঃ।
তচ্ছব্দশূন্য বৃন্দারণ্য প্রদেশে বসেত্তত শ্চতুরঃ ॥ ৬৯ ॥
উত্তীর্য্য বিষ্ণুমায়ামপি বনিতায়াম বিশ্বসন্ প্রাজ্ঞঃ।
তদ্ভয়চকিতং সততং নিবসতি বৃন্দাবনেহতি নির্ব্বিণ্ণঃ ॥
পরদার-বিত্তহারিষু সত্যপদেশে মহাপ্রহারিষু চ।
নহি বৃন্দাবনবাসিষু দোষং পশ্যন্তি চিদ্ঘনেষু ধীরাঃ ॥৭১
বৃন্দাকানন! কাহহননে সুভগতা ন স্তৌতি য ত্বাং সদা
কিং তদ্দেহ মপাস্য গেহমমতাং যন্ন ত্বয়ি ন্যস্যতে।
কিং তৎ পৌরুষমৌরসং চ তনয়ং বিক্রীয় ন স্থীয়তে
যেন ত্বয্যথ তত্ত্ববিৎ স খলু কো যস্তে তৃণং নাশ্রয়েৎ ॥৭২

আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৬৮ ॥

অতি মায়াশীলা নারী নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে; অতএব চতুর ব্যক্তি এই (মায়াবিস্তারী নারী) শব্দশূন্য বৃন্দাবন প্রদেশে বাস করুন ॥ ৬৯ ॥

বিষ্ণুমায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বনিতাকে অবিশ্বাস করিয়া অতি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া নারীভয়ে চকিত চিত্তে সতত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসীগণ পরদার গমন করিলে, কি পরবিত্ত হরণ করিলেও এবং ছলক্রমে (নিজকে) মহাপ্রহার করিলেও, ধীরব্যক্তিবর্গ সেই (বৃন্দা-বনবাসী) চিদ্ঘন ব্যক্তিগণের দোষ দর্শন করেন না ॥ ৭১ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! যে আনন (বদন) সদাসর্ব্বদা তোমার স্তব করে না, তাহার সৌন্দর্য্য কোথায়? গৃহমমতা পরিত্যাগ করিয়া যে দেহ তোমাতে ন্যাস (পাত) না করা যায়, তাহাই বা কেমন দেহ? নিজ ঔরস সন্তানকেও বিক্রয় করিয়া যে বৃন্দাবনে বাস করে না, তাহার পুরুষত্ব

বৃন্দারণ্যমনন্যভাব রসিকঃ শ্রীরাধিকা-নাগরে
বৈদগ্ধীরসসাগরে নবনবানঙ্গৈকখেলা করে।
রাধায়াঃ ক্ষণকোপ-কাতরভরে তদ্ভ্রূবিলাসাঙ্কুশাহৃত
কৃষ্টাত্মেন্দ্রিয়-সর্ব্বগাত্রে উরুভি বিঘ্নে রচাল্যঃ শ্রয়ে ॥৭৩

মদনমোহন বক্ত্র সুধাকরে মুদিত গোপবধূকুমুদাকরে।
সরস রাধিকয়া পরিচুম্বিতে মম মনো নবকুঞ্জ বিলম্বিতে ॥

নিলয়নায় নিকুঞ্জকুটীগতাং বর সখী নয়নেঙ্গিত সূচিতাম্।
সুমিলিতাং হরিণা স্মররাধিকামনু চ তাং পরিরম্ভিত-চুম্বিতাম্

মদনকোটি মনোহর মূর্ত্তিনা—
নবলতাভবনোদর বর্ত্তিনা।

বা কি প্রকার? সে কি (প্রকৃতপক্ষে) তত্ত্ববিৎ, যে শ্রীবৃন্দাবনের একটী তৃণকেও আশ্রয় করিতে পারে নাই? ৭২॥

যিনি বৈদগ্ধীরস সাগর, নবনব কামরসেই ক্রীড়াপরায়ণ, শ্রীরাধার ঈষৎ কোপেই অতি কাতর এবং তাঁহার ভ্রূবিলাস রূপ অঙ্কুশ দ্বারা যাঁহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও সর্ব্ব দেহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই শ্রীরাধা নাগরে অনন্ত ভাব রসিক হইয়া এবং বহু বহু বিঘ্নেও অবিচল থাকিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৭৩ ॥

নবনিকুঞ্জবিলাসী, গোপবধূরূপ কুমুদিনী সমূহের আনন্দ বিধায়ক, রসবতী শ্রীরাধা কর্ত্তৃক পরিচুম্বিত শ্রীলমদনমোহনের মুখচন্দ্রে আমার মন অবস্থান করুক ॥ ৭৪ ॥

পলায়ন জন্য নিকুঞ্জ গৃহ মধ্যে গমন করিলে শ্রেষ্ঠ সখী (ললিতা) কর্ত্তৃক নয়নভঙ্গী ক্রমে সূচিত হইয়া শ্রীহরির সহিত সুমিলিতা এবং তদনন্তর (নাগর কর্ত্তৃক) আলিঙ্গিতা ও চুম্বিতা শ্রীরাধাকে স্মরণ কর ॥ ৭৫

মদন কোটি মনোহর মূর্ত্তি, নবলতাগৃহ-মধ্যবর্ত্তী শ্রীহরি অতি

প্রিয়সখীমিষ-নন্দিত রাধিকাং
　　স্মর বলাদ্ রমিতাং প্রণয়াধিকাম্ ॥৭৬
প্রিয়তমেন নিজ প্রিয় কিঙ্করী–
　　জন সুবেশ-ধরেণ পদাম্বুজম্।
কিমপি লালয়তা রমিতাং স্মরা–
　　ম্যনুচরীং ক্ষিপতীমথ রাধিকাম্ ॥ ৭৭
একৈকাঙ্গচ্ছটাভি র্ভরিতদশদিগা ভোগ মত্যুন্মদাঢ্যং
প্রেমানন্দাত্মকান্তি বিদ্রুত কণক সুদ্ভাস্বরাভিঃ কিশোরম্।
তদ্ধাম শ্যামচন্দ্রোরসি রসবিবশং কেলিশিঞ্জানভূষং
ভ্রশ্যদ্বাস স্ত্রুটৎস্রক্ স্ফুরতি রতি মদান্নিস্ত্রপং কুঞ্জ সীম্নি ॥
কলিন্দ গিরিনন্দিনী তট কদম্বকুঞ্জোদরে
দরেণ নলিনীভ্রমা ন্মধুকরাদিবা ধাবতঃ।

প্রণয়বতী আনন্দপূর্ণ শ্রীরাধাকে প্রিয়সখী ছলে বলপূর্ব্বক রমণ করিতেছেন –ইহা স্মরণ কর ॥ ৭৬ ॥

প্রিয়তম নিজ প্রিয় কিঙ্করীর সুবেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধার পাদ–পদ্ম কোনও (অনির্ব্বচনীয় মধুর) ভাবে লালন করিতে করিতে শ্রীরাধাকে রমণ করায় যিনি নিজ অনুচরীর প্রতি তর্জ্জন করিতেছেন–আমি তাঁহাকে স্মরণ করি ॥ ৭৭ ॥

যাঁহার প্রেমানন্দাত্মক, উত্তপ্ত সুবর্ণসদৃশ, সুন্দর ও উদ্ভাস্বর প্রত্যেক অঙ্গচ্ছটায় দশ দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতেছে—সেই অতি উন্মাদী, কিশোর মূর্ত্তি, রস-বিবশ ও কেলিভূষণ-শোভিত জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ (শ্রীরাধা) শ্যামচন্দ্রের বক্ষোদেশে রতিমদভরে নির্লজ্জচিত্তে ভ্রষ্ট-বসন ও ছিন্নমাল হইয়া কুঞ্জমধ্যে শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকালিন্দীর তটবর্ত্তী কদম্বকুঞ্জ মধ্যে নলিনী ভ্রমে ধাবমান মধু-

স কৃষ্ণ ইতি কৃষ্ণ তে শরণমাগতা স্মীতি বাক্-
প্রিয়াসু পরিরম্ভণাদতি মুমোদ দামোদরঃ ॥ ৭৯
শ্রীবৃন্দাবিপিনে মহা পরিমল প্রোৎফুল্ল মল্লীবনে
শ্রীরাধা মুরলীধরা বতি রসোল্লাসা মিথঃ স্পর্শতঃ।
আসীনৌ কুসুমৈঃ পরস্পর বপু ভূর্ষাং বিচিত্রাং মুহুঃ
কুর্ব্বন্তৌ রতিকৌতুকেন বিগমা লব্ধাহনবস্থৌ ভজে ॥৮০
শ্যামানন্দরসৈক সিন্ধু বুড়িতাং বৃন্দাবনাধীশ্বরীং
তৎ স্বানন্দরসাম্বুধৌ নিরবধৌ মগ্নঞ্চ তং শ্যামলং।
তাদৃক্ প্রাণপরার্দ্ধ বল্লভ যুগক্রীড়াবলোকোন্মদা-
নন্দৈকাব্ধি রস ভ্রমত্তনু ধিয়ো ধ্যায়ামি তা স্তৎপরাঃ ॥ ৮১

করের ভয়ে যেন "সে (ভ্রমর) কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া আমার প্রতি ধাবিত হইতেছে; অতএব হে কৃষ্ণ! তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম"—এই বাক্য উচ্চারণকারিণী প্রিয়তমার সুন্দর আলিঙ্গন লাভে দামোদর অতিশয় আমোদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে মহা সুগন্ধ-বিস্তারী প্রস্ফুটিত মল্লিকা বনে শ্রীরাধা মুরলীধর অতি রসোল্লাস বশতঃ পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারা কুসুম দ্বারা মুহুর্মুহু পরস্পরের জন্য বিচিত্র বিচিত্র ভূষা নির্ম্মাণ করিতেছেন। রতি কৌতুক বশতঃ তাঁহাদের ভূষণ সমূহ স্থানচ্যুত হওয়াতে তাঁহারা অনবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন—এবম্বিধ যুগলকে ভজনা করি ॥ ৮০ ॥

শ্যামানন্দ-রসসিন্ধুমধ্যেই নিমজ্জিতা শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীকে, (শ্রীরাধার) অসীম স্বানন্দ রস সমুদ্রে মগ্ন সেই শ্যামসুন্দরকে এবং প্রাণ পরার্দ্ধ হইতেও অতি প্রিয়তম তাদৃশ যুগলের ক্রীড়া দর্শনে উন্মত্তকারী আনন্দ সাগরেরই রসে যাঁহাদের দেহ ও বুদ্ধি ঘূর্ণিত হইতেছে—সেই তৎপরা সখী সমূহকে ধ্যান করি ॥ ৮১ ॥

নিমিষে নিমিষে মহাদ্ভুতাং মদনোন্মাদকতাং বহন্মহঃ।
দ্বয়মেব নিকুঞ্জ মণ্ডলে নব গৌরাসিত নাগরং ভজে ॥৮২
সিঞ্চন্তৌ বাল বল্লীদ্রুম মতিরুচিরং কুত্রচিৎ পাঠয়ন্তৌ
শারীকীরৌ ক্বচিৎ ক্বাপি চ শিখিমিথুনং তাণ্ডবং শিক্ষয়ন্তৌ
পশ্যন্তৌ ক্বাপ্য পূর্ব্বাগত সদনুচরী দর্শিতং সৎ কলৌঘং
তৌ শ্রীবৃন্দাবনেশৌ মম মনসি সদা খেলতাং দিব্যলীলৌ ॥৮৩
নবীন কলিকোদ্গতিং কুসুমহাস-সংশোভিনীং
নব স্তবক মণ্ডিতাং নব মরন্দধারাং লতাম্।
তমালতরু সঙ্গতাং সমবলোক্য বৃন্দাবনে
পতিষ্ণু মতি বিহ্বলাম ধৃত কাহপি মে স্বামিনীম্ ॥ ৮৪

যাঁহারা নিমিষে নিমিষে মহা অদ্ভুত মদনোন্মাদ প্রকাশ করিতেছেন সেই নিকুঞ্জ মণ্ডল স্থিত গৌরনীলবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় নাগর যুগলকেই ভজন করি ॥ ৮২ ॥

কোথাও অতি সুন্দর ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতাতে জল সিঞ্চন করিতেছেন, কোথায়ও বা শারী কোকিলাকে পাঠাভ্যাস করাইতেছেন; কোথায়ও ময়ূর ময়ূরীকে তাণ্ডব নৃত্য শিক্ষা করাইতেছেন, আবার কোথায়ও বা কোনও নবাগত দাসী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সুন্দর সুন্দর কলা বিদ্যা দর্শন করিতেছেন—এইভাবে দিব্যলীলাবিনোদী সেই শ্রীবৃন্দাবনাধীশ যুগল আমার মনে সর্ব্বদা খেলা করুন ॥ ৮৩

নবীন লতাতে নবীন কলিকা উদ্গত হইয়াছে, কুসুমের বিকাশ স্থলে তাহা হাস্য শোভায় সংশোভিত হইয়াছে, তাহা নব স্তবকের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে এবং নব মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে—এবম্বিধ লতাটী তমাল তরুর সহিত সঙ্গত (সম্যক্ মিলিত) হইয়াছে দেখিয়া অতি বিহ্বল চিত্তে আমার স্বামিনী বৃন্দাবনে (মূর্চ্ছিতা হইয়া) পড়িতেছিলেন—তখন কোনও

শুদ্ধানন্দরসৈক বারিধি মহাবর্ত্তেষু নিত্যং ভ্রমন্
নিত্যাশ্চর্য্যবয়ো বিলাস সুষমা মাধুর্য্য মুন্মীলয়ৎ।
অত্যানন্দমদা মুহুঃ পুলকিতং নৃত্যৎ সখীমণ্ডলে
শ্রীবৃন্দাবন সীম্নি ধাম যুগলং তদ্ গৌরনীলং ভজে ॥ ৮৫

শ্রীরাধা পাদপদ্ম চ্ছবি মধুরতর প্রেম চিজ্জ্যোতি রেকা–
ম্ভোধে রুদ্ভূত ফেনস্তবকময়তনূঃ সর্ব্ব বৈদগ্ধ্য পূর্ণাঃ।
কৈশোর–ব্যঞ্জিতা স্তদ্‌ঘনরুগপঘন শ্রীচমৎকারভাজো
দিব্যালঙ্কার বস্ত্রা অনুসরত সখে রাধিকা-কিঙ্করী স্তাঃ ॥৮৬

ভৃঙ্গীগুঞ্জরিতং পিকীকুলকুহূরাবং নটৎ-কেকীনাং
কেকা স্তাণ্ডবিতানি চাতিললিতাং কাদম্বযূনো গতিম্।
আশ্লেষং নববল্লরী ক্ষিতিরুহাং ত্রস্যৎ কুরঙ্গেক্ষিতং
শ্রীবৃন্দাবিপিনেঽনুকুর্ব্বদ নুযাহ্যা স্তোকবন্ধুদ্বয়ম্ ॥ ৮৭

সখী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন ॥ ৮৪ ॥

নিত্য শুদ্ধানন্দরসৈক সমুদ্রের মহাবর্ত্তে (জলঘূর্ণায়) ভ্রমণকারী, নিত্য আশ্চর্য্য বয়স, বিলাস, সুষমা ও মাধুর্য্যাদি প্রকাশশীল, এবং অতিশয় আনন্দ প্রাচুর্য্য বশতঃ মুহুর্মুহুঃ পুলকিত দেহে সখীসমাজে নৃত্যপরায়ণ শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে বিরাজমান সেই গৌরনীল বিগ্রহ যুগলকে ভজন করি ॥

হে সখে ! শ্রীরাধা পাদপদ্মের কান্তি দ্বারা মধুরতর প্রেম চিদ্‌ঘন জ্যোতির একমাত্র সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন সমূহই হইয়াছে যাঁহাদের দেহ– যাঁহারা সর্ব্ব বৈদগ্ধ্য পূর্ণা, ব্যক্তকৈশোরা এবং ঘনীভূত (তারুণ্যছটা দ্বারা) যাঁহাদের অবয়ব সমূহ পরম সুন্দর ও চমৎকারভাজন হইয়াছে, সেই দিব্যালঙ্কার বস্ত্র শোভিতা শ্রীরাধা কিঙ্করীগণের অনুসরণ কর ॥ ৮৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে ভৃঙ্গীর গুঞ্জন, কোকিলা সমূহের কুহু কুহু রব, নৃত্যপরায়ণ ময়ূর সমূহের কেকাধ্বনি ও তাণ্ডব নৃত্য, কলহংস যুগলের অতি সুললিত

অহো পতিতমুত্তরোত্তর বিবর্দ্ধমান ভ্রমৌ
মহারয় মহোজ্জ্বল প্রণয়বাহিনী স্রোতসি ।
কিশোর মিথুনং মিথোঽবশ বিচিত্র কামেহিতং
করোত্যহহ বিস্ময়স্থগিতমেব বৃন্দাবনম্ ॥৮৮

ক যানং ক স্থানং কিমশনমহো কিং নু বসনং
কিমুক্তং কিং ভুক্তং কিমিব চ গৃহীতং ন কিমপি ।
মিথঃ কামক্রীড়া রস বিবশতা মেত্য কলয়ৎ
কিশোরদ্বন্দ্বং তৎ পরিচরত বৃন্দাবন বনে ॥ ৮৯

কেশান্ বধ্নন্তি ভূষাং বিদধতি বসনং বাসয়ন্ত্যাশয়ন্তি
বীণা-বংশ্যাদি হস্তে নিদধতি নটনায়াহহ দরাদ্বাদয়ন্তে ।

গতি, নব নব বৃক্ষলতার আলিঙ্গন, এবং ভীত হরিণ সমূহের নয়ন ভঙ্গিমা প্রভৃতির অনুকরণশীল প্রাণ প্রিয়তমযুগলের অনুগমন কর ॥ ৮৭ ॥

অহো ! মহা বেগবতী মহা উজ্জ্বল প্রণয় নদীর স্রোতে উত্তরোত্তর (ক্রমশই) বৃদ্ধি প্রাপ্ত আবর্ত্তে নিপতিত যুগলকিশোর পরস্পর অবশ হইয়া বিচিত্র কামচেষ্টা প্রকাশ করিতেছেন—অহহ ! শ্রীবৃন্দাবন তাঁহাদিগকে বিস্ময় বিমুগ্ধই করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥

কোথায় বা যানবাহনাদি, আর কোথায়ই বা অবস্থান, কিবা খাদ্য, কিবা বসন, কিবা বাক্য, কিবা ভোজন, কিবা গ্রহণ—এই সব কিছুরই প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পরস্পর কামক্রীড়া রস বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে যুগলকিশোর—বৃন্দাবনে তাঁহাদেরই পরিচর্য্যা কর ॥ ৮৯ ॥

সখীবৃন্দ কুঞ্জবীথীতে উন্মদ মদন কলোৎকণ্ঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেশ বন্ধন করেন, ভূষা বিন্যাস করেন, বসন পরিধান করান, ভোজন করান, বীণা বংশী প্রভৃতি শ্রীহস্তে তুলিয়া দেন, নৃত্য করাইবার অভিপ্রায়ে বাদ্যযন্ত্রে আদর পূর্ব্বক তান ধরেন, এবং কোনও প্রকারে বেশভূষাদির শোভা

বেশাদ্যর্দ্ধিং চ কর্ত্তুং কথমপি নিতরামালয়ঃ শক্নুবন্তি
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রুন্মদ মদন কলোৎকণ্ঠয়োঃ কুঞ্জবীথ্যাম্॥
বিদ্যোতদ্বীজরাজাত্মক বিমল মহাজ্যোতিরানন্দ সান্দ্রে
শ্রীবৃন্দাকাননেঽত্যদ্ভুত মধুর মহাভাব সর্ব্বস্ব মূর্ত্ত্যা।
প্রত্যঙ্গোৎসর্পি হৈমচ্ছবি রস জলধি শ্রীকিশোর্য্যা কয়াচিৎ
কোঽপি শ্যামঃ কিশোরোঽদ্ভুত মধুর রসৈকাত্মমূর্ত্তি শ্চকাস্তি

বিমল কলিত বীজ জ্যোতিরেকার্ণবান্তঃ
স্ফুরতি মধুরমেতদ্ধাম বৃন্দাবনাখ্যম্।
তদপি নিরবধীনাং মাধুরীণাং ধুরীণা-
বনুসর রতিলোলৌ দম্পতী গৌরনীলৌ ॥৯২

অঙ্গাদঙ্গাদনঙ্গা কুলিত পুলকিতাদ্ গৌররোচি স্তরঙ্গাঃ
প্রোত্তুঙ্গাঃ প্রোচ্ছলন্তঃ সকলমপি জগন্মণ্ডলং প্লাবয়ন্তি।

সমৃদ্ধির জন্য সাতিশয় যত্নবতী হইয়া থাকেন॥ ৯০॥

বিদ্যোতমান বীজরাজ (কামবীজ) স্বরূপ বিমল মহাজ্যোতিঃ পূর্ণ আনন্দঘন শ্রীবৃন্দাবনে যিনি অতি অদ্ভুত মধুর মহাভাবের সর্ব্বস্বমূর্ত্তি এবং যাঁহার প্রতি অবয়বে হেমকান্তি-রস সমুদ্র বিচ্ছুরিত হইতেছে- এবম্বিধ কোনও (অনির্ব্বচনীয়) শ্রীকিশোরীর সহিত কোনও অদ্ভুত মধুর রসৈকাত্ম মূর্ত্তি শ্যাম কিশোর শোভা পাইতেছেন॥ ৯১॥

বিমল সবীজ জ্যোতিঃ পূর্ণ সমুদ্রগর্ভে শ্রীবৃন্দাবন নামক এই ধাম স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। তন্মধ্যে অসীম মাধুর্য্য বহনকারী রতি লোল (রতি লম্পট) গৌরনীলকান্তি দম্পতিকে অনুসরণ কর॥ ৯২॥

শ্রীরাধার অতি মধুর অপাঙ্গ বিক্ষেপ দ্বারাই শ্যামচন্দ্রকে নিজের অতি অধীন করিয়া তাঁহার (শ্রীমতীর) অনঙ্গাকুলিত পুলকিত প্রতি অঙ্গ হইতে যে গৌরকান্তি তরঙ্গ রাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে

শ্রীরাধায়া বিধায়াহহত্তান্ উরু মধুরাভীক্ষয়ৈ বাত্যধীনং
শ্যামেন্দুং নিত্য বৃন্দাবন রতি-বিহৃতৌ যেহদ্ভুতাং স্তান্ স্মরামঃ

বৃন্দাবন নব কুঞ্জে রস পুঞ্জে খেলদাশ্চর্য্যম্ ।
তদ্ গৌর নীল মোহন কিশোর মিথুনং স্মরাকুলং স্মরত ॥
শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্বং শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো স্তত্ত্বম্ ।
নিজতত্ত্বং চ সদা স্মর যৎ প্রকটিতমস্তি গৌরচন্দ্রেণ ॥৯৫
কৃষ্ণানুরাগ সাগর সারেষ্বত্যন্ত চমৎকারম্ ।
বিন্দত বৃন্দাকানন কুঞ্জ কুটীবৃন্দ বন্দনাদেব ॥ ৯৬ ॥
*ভেদত্রয় রহিতমস্তি ব্রহ্ম মহানন্দ সান্দ্রং যৎ ।
তৎ সবিশেষ চমৎকৃতি ততি রিহ বৃন্দাবনে গতা কাষ্ঠাম্ ।

বিস্তীর্ণ হইয়া সকল জগন্মণ্ডলকেই প্লাবিত করিতেছে, সেই নিত্য বৃন্দাবন রতি বিহারের অদ্ভুত (তরঙ্গাদি) বস্তু নিচয়কে স্মরণ করিতেছি ॥ ৯৩ ॥

রস পুঞ্জ বৃন্দাবন নব কুঞ্জে আশ্চর্য্যভাবে খেলনশীল স্মরাকুল সেই গৌর নীল কান্তি মোহন কিশোর মিথুনকে স্মরণ কর ॥ ৯৪ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকটিত শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব, শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব সদাসর্ব্বদা স্মরণ কর ॥ ৯৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ কুঞ্জ কুটী সমূহের বন্দনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগ সাগরের সারভূত অতি চমৎকার প্রাপ্ত হইবে । ৯৬ ॥

যাহা ভেদত্রয় রহিত (সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ হীন) মহানন্দঘন ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা এই শ্রীবৃন্দাবনে সবিশেষ চমৎকার রাশির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৯৭ ॥

* 'ভেদত্রয় রহিতম্' এই পাঠে 'সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদহীন' বুঝিতে হইবে। অবশ্য ইহা শ্রীলশঙ্করাচার্য্য সম্মত।

চিচ্ছক্তি সিন্ধু বন্ধুরম দ্বয়মানন্দ মদ্ভুতাকারম্ ।
তদ্বিন্দুযুক্ চিদাত্মক স্মর তত্ত্বং কুঞ্জরোক্ষিতং সরসম্ ॥৯৮
অপারাবার কন্দর্প নব কেলি-রসাম্বুধৌ ।
মগ্নং বৃন্দাবনে গৌর শ্যাম ধাম দ্বয়ং ভজ ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীবিরচিতেশ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে
দ্বিতীয়ং শতকম্ ।

হে চিচ্ছক্তি সমুদ্রের বিন্দুযুক্ত চিৎকণ (জীব!) তুমি চিচ্ছক্তি সাগরের মনোহর, অদ্বিতীয়, অদ্ভুতাকার, সরস এবং (শ্যাম) কুঞ্জর কর্ত্তৃক (প্রেমজলে) সিঞ্চিত বৃন্দাবন তত্ত্বকে স্মরণ কর ॥ ৯৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে পারাবার বিহীন কাম-নব-কেলি-রস সমুদ্রে মগ্ন গৌরশ্যাম বিগ্রহ যুগলকে ভজনা কর ॥ ৯৯ ॥

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের—
দ্বিতীয়শতক সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্

তৃতীয় শতকম্ ।

—————*†*—————

স্বান্তর্ভাব বিরোধিনী ব্যবহৃতিঃ সর্ব্বা শনৈ স্ত্যজ্যতাং
স্বান্ত শ্চিন্তিত তত্ত্বমেব সততং সর্ব্বত্র সন্ধীয়তাম্ ।
তদ্ভাবেক্ষণতঃ সদা স্থিরচরে হৃন্যাদৃক্ তিরোভাব্যতাং
বৃন্দারণ্য বিলাসিনো র্নিশি দিবা দাস্যোৎসবে স্থীয়তাম্ ॥১

প্রকৃত্যন্তং তীর্ত্বা প্রবিশ বিততে ব্রহ্মমহসি
স্ফুরৎ পশ্যানৈকান্তিক কলিত বৈকুণ্ঠ ভবনম্ ।
তদধ্যুচ্চানুচ্চা ন্যনুসর সুধামান্যথ মহো-
জ্জ্বলে বৃন্দারণ্যে ভ্রম যদি কিমপ্যত্র মিলতি ॥২॥

অঙ্গেহঙ্গেহনঙ্গলীলা জলনিধি রমিতো মাধুরী বারিধীনা-
মেকৈকং তত্র কোটিঃ প্রতিপদ মুদয়ত্যেতদাস্বাদমত্তঃ ।

নিজের অন্তরের ভাব বিরোধী ব্যবহার সকল ধীরে ধীরে ত্যাগ কর, অন্তশ্চিন্তিত তত্ত্বই সর্ব্বত্র সতত অনুসন্ধান কর; স্থাবর জঙ্গমাদিতে তদ্ভাব ভাবিত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অন্যবিধ ভাবনার তিরোধান কর, শ্রীবৃন্দারণ্য বিলাসী যুগলকিশোরের দাস্যোৎসবে অহর্নিশি অবস্থান কর ॥১॥

প্রকৃতির পার গমন করিয়া বিস্তীর্ণ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ কর, তৎপরে অনৈকান্তিক অর্থাৎ একেই (অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই) অন্ত নহেন যাঁহারা —অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদিগণ ব্যতীত—ভক্তবর্গ কর্তৃক দৃষ্ট বৈকুণ্ঠভবন দর্শন কর। তদুপরি উচ্চ উচ্চতর মনোহর ধাম সমূহ অনুসরণ কর এবং

শ্যামঃ স শ্রীকিশোরঃ প্রতিনিমিষমহো কোটিকোটিং বিকারান্
ধত্তে কন্দর্পদর্পাৎ পরম রসনিধৌ কাননে রাধিকায়াঃ ॥৩॥

বন্দে বৃন্দাবন গত মহং ভক্তিভারাবনম্রো-
ধন্যাগ্রণ্যং ক্রিমিমপি ন চান্যত্র সংস্থান্ তৃণায়।
মন্যে ব্রহ্মাদিক সুরগণান্ কিং বহূক্ত্যা মমেয়ং
প্রৌঢ়ি র্গাঢ়া ন খলু পরতো ভাতি কৃষ্ণোঽপি পূর্ণঃ ॥৪॥

বৃন্দারণ্যে চিদচিদখিল জ্জ্যোতি রাচ্ছাদকান্তি
স্বচ্ছানন্তচ্ছবি রস সুধা সীধু নিস্যন্দিনি স্নম্।
সর্ব্বানন্দাস্মৃতিকর মহাপ্রেমসৌখ্যৈ রগাধে-
রাধাকৃষ্ণা নবধি বিহৃতৌ সংবস ত্যক্তসর্ব্বঃ ॥৫॥

যদি কোনও অনির্ব্বচনীয় বস্তু লাভ হয় তদুদ্দেশ্যে (সর্ব্বোচ্চতম) মহা উজ্জ্বল বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর ॥২॥

অহো! সেই শ্রীশ্যামকিশোর প্রতি অঙ্গে অনন্ত অনঙ্গলীলা সমুদ্র কর্ত্তৃক রমিত (আনন্দিত) হইতেছেন; মাধুর্য্য সমুদ্র রাশির প্রত্যেককেই আবার প্রতি পদে কোটিগুণিত করিয়া উদয় করাইতেছেন এবং ইহারই আস্বাদনে মত্ত হইয়া শ্রীরাধার পরম রসনিধি রূপ এই বৃন্দাকাননে কন্দর্প দর্পহেতু প্রতিনিমিষেই কোটি কোটি বিকার প্রাপ্ত হইতেছেন ॥৩॥

ভক্তিভরে অবনত হইয়া বৃন্দাবনস্থ ধন্যাগ্রণী ক্রিমিকেও আমি বন্দনা করি, কিন্তু অন্যত্রস্থ ব্রহ্মাদি দেবগণকেও আমি তৃণবৎ মনে করি না। অধিক আর কি বলিব? আমার এই প্রৌঢ়োক্তি গাঢ় (গম্ভীর); যেহেতু অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণও পূর্ণ রূপে প্রতিভাত হয়েন না। ॥৪॥

চিজ্জ্যোতি বা অচিজ্জ্যোতি সকলেরই আচ্ছাদনকারী কান্তিবিশিষ্ট, স্বচ্ছ অনন্ত জ্যোতি রসামৃত ক্ষরণশীল, (অন্য) সর্ব্ববিধ আনন্দের বিস্মরণ কারক—এই শ্রীবৃন্দাবন। অহো! সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহা

সর্ব্বাশ্চর্য্য মুদেতি যত্র সততং কন্দর্পলীলাময়ং
গৌরশ্যাম মহামনোহর মহোদ্দন্দ্বং কিশোরাকৃতি।
যৎস্বান্তঃ প্রতিবীথি কল্পিতমৃজা গন্ধাম্বুসেকং কদা
ভ্রাজন্মঞ্জু নিকুঞ্জ পুঞ্জ মচলো বৃন্দাবনং সংশ্রয়ে ॥৬॥

নিত্য ক্রীড়াময়তনু তনুক্ষৌম মানীল পীতং
বিভ্রজ্জাম্বূনদ মরকত জ্জ্যোতি রাশ্চর্য্যলীলম্।
নানা নর্ম্ম প্রহসন মহা কৌতুকৈ যত্র নন্দ-
ত্যানন্দাব্ধি-দ্বয় মিহ রতিং বিন্দ বৃন্দাবনান্তঃ ॥৭॥

নিত্য ব্যঞ্জন্মধুর মধুরাশ্চর্য্য কৈশোর বেশং
নিত্যাহন্যোন্য প্রকট সুষমা মাধুরী সংনিবেশম্।
নিত্যোদ্বর্দ্ধি প্রতিনব মিথঃ প্রেম নিত্যাঙ্গসঙ্গং
নিত্যং বৃন্দাবন ভুবি ভজে গৌরনীলং দ্বিধাম ॥৮॥

প্রেম সুখে অগাধ অনন্ত বিহার ভূমি এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর ॥৫॥

যে শ্রীবৃন্দাবনে সততই কন্দর্পলীলাময় সর্ব্বাশ্চর্য্যকর কিশোরাকৃতি গৌরশ্যাম মহামনোহর বিগ্রহযুগল বিরাজমান আছেন—যাহার অভ্যন্তরস্থ প্রতি পথে মার্জন ও সুগন্ধি জলসেক করা হইয়াছে, যাহাতে মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ দীপ্তি পাইতেছে, সেই শ্রীবৃন্দাবনে কবে অচল হইয়া বাস করিব ?৬॥

নিত্য ক্রীড়াপরায়ণ তনু, সূক্ষ্ম ঈষৎ নীল ও পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিহিত, সুবর্ণ-মরকত জ্যোতি ও আশ্চর্য্য লীলাযুক্ত—আনন্দ-সমুদ্র যুগল যে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে নানাবিধ নর্ম্ম হাস্য প্রহসনাদির মহাকৌতুক বিনোদ দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিতেছেন—সেই বৃন্দাবনের প্রতি রতিযুক্ত হও॥

যুগলকিশোর—নিত্যই মধুর হইতে সুমধুর আশ্চর্য্য কৈশোর বেশ ধারণ করিতেছেন, নিত্যই পরস্পরের সুষমা ও মাধুরী সন্নিবেশ প্রকটন করিতেছেন ; নব নবায়মান নিত্য অঙ্গ সঙ্গ জাত পরস্পরের প্রেম নিত্যই

শ্রী গান্ধর্ব্বা রসিক চরণ দ্বন্দ্ব মাধ্বীক গন্ধা--
দন্ধা নিত্যং মতি-মধুকরী শ্রীল বৃন্দাবনান্তঃ।
যেষাং ভ্রাম্যত্যতি রস ভরাদ্ বিহ্বলা তাদৃশানাং
পাদান্তে মে বিলুঠতু মুহু র্ভক্তি ভাবেন মূর্দ্ধা ॥৯॥
স্বচ্ছ প্রোজ্জ্বল দিব্যবাস কুসুমাদ্যা পূর্ণ সংশীতল-
চ্ছায়াভাজি তলে নবক্ষিতিরুহাং সংক্রীড়-সুপ্তা সিকম্†।
কুঞ্জে কুঞ্জ উদার কেলি কুসুমোল্লোচান্তরে পানকা--
দ্যাঢ্যে যস্য তদদ্ভুতং দ্বয়মহ স্তৎ পশ্য বৃন্দাবনে ॥১০॥
ত্রৈগুণ্যাতীত পূর্ণোজ্জ্বল বিমল মহা কামবীজাত্মদিব্য--
জ্জ্যোতিঃ স্বানন্দসিন্ধৌ কিমপি সুমধুরং দ্বীপমাশ্চর্য্যমস্তি।

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; আমি নিত্যই বৃন্দাবন ভূমিতে সেই গৌরনীলাত্মক বিগ্রহ যুগলকে ভজন করি ॥৮॥

শ্রীগান্ধর্ব্বিকা রসিকের চরণযুগলের মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া যাঁহাদের মতিরূপ মধুকরী নিত্য অতি রস ভরে বিহ্বলা হইয়া শ্রীবৃন্দাবন মধ্যেই ভ্রমণ করে, তাঁহাদের পাদতলে ভক্তিভাবে আমার মস্তক মুহুর্মুহু বিলুণ্ঠন করুক ॥৯॥

যাহার স্বচ্ছ প্রোজ্জ্বল দিব্য বস্ত্র কুসুমাদি পরিপূর্ণ সুশীতল ছায়াযুক্ত নূতন বৃক্ষরাজির তলে উভয়ে সংক্রীড়ন করিয়া সুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং যাহার কুসুমচন্দ্রাতপযুক্ত বিবিধ পানক (সরবৎ) সুলভ কুঞ্জে কুঞ্জে উদারকেলি-পরায়ণ অদ্ভুত বিগ্রহযুগল বিরাজমান আছেন—সেই জ্যোতির্ম্ময় যুগলকে বৃন্দাবনে দর্শন কর ॥১০॥

ত্রৈগুণ্যাতীত পূর্ণোজ্জ্বল বিমল মহাকামবীজ স্বরূপ দিব্য জ্যোতির

†"সুপ্তালিকম্" এই পাঠে অর্থ হইবে—সংক্রীড়ান্তে সখীগণকে নিদ্রিত করাইয়া বিরাজমান যুগলকিশোর।

তস্মিন্ বৃন্দাবনং তদ্রহসি রসভরে মঞ্জুলা কুঞ্জবাটী
কাচিত্তত্রাতি ভাবাদ্ ভজ স্বরতিনিধী রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ

দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা রাধিকা কৃষ্ণয়োস্ত--
দ্দিব্যং রূপং দিব্য কন্দর্পকেলিম্ ।
শ্রুত্বা শ্রুত্বা শীত পীযুষ বাণীং
বৃন্দারণ্যে কিং রসাব্ধিং বিগাহে ॥১২॥

ব্রহ্মজ্জ্যোতিঃ পূর্ণমানন্দ সান্দ্রং
রাধা কৃষ্ণাকার মাশ্চর্য্য সীম ।
শুদ্ধ স্বাদ্য প্রীতিশক্তে র্নিধানং
বৃন্দারণ্যে যো ভজেৎ সোঽতি ধন্যঃ ॥১৩

নবং নবমহো দধদ্ বপু রপূর্ব্ব কৈশোরকং
নবং নবমহো বহদ্ বহল মন্মথাড়ম্বরম্ ।

স্বানন্দ সাগরে কোনও (অনির্ব্বচনীয়) সুমধুর আশ্চর্য্যজনক দ্বীপ আছে ; তাহাতে শ্রীবৃন্দাবন অবস্থিত, তাহারই সুগুপ্ত দেশে রসপূর্ণ কোনও মনোরম কুঞ্জবাটী বিদ্যমান আছে—তত্রত্য স্বরতি-নিধি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রকে অতি ভাবভরে ভজন কর ॥১১॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই দিব্য রূপ ও দিব্য কন্দর্পকেলি দর্শন করিয়া করিয়া এবং তাঁহাদের সুশীতল অমৃত বাণী শ্রবণ করিয়া করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে কি আমি রসসমুদ্রে অবগাহন করিতে পারিব ? ১২ ॥

ব্রহ্মজ্যোতিঃ পূর্ণ, আনন্দঘন, আশ্চর্য্যাবধি শ্রীরাধাকৃষ্ণাখ্য বিশুদ্ধ আস্বাদ্য প্রীতি শক্তির বীজকে যিনি বৃন্দাবনে ভজন করিতে পারেন, তিনিই অতি ধন্য ॥১৩॥

অহো ! নব নবায়মান অপূর্ব্ব কৈশোর দেহ ধারী, নব নব বহুবিধ কামাড়ম্বর প্রকটনকারী এবং সখীদিগের নয়নের নব নব সুখমহাসাগর

নবং নবমহো দ্রুহৎ সুখমহাব্ধি মালীদৃশাং
দৃশাহহমপি কিং পিবাম্যভয় ধাম বৃন্দাবনে

প্রভো মদনমোহন ভ্রমতি চারু বৃন্দাটবী--
নিকুঞ্জ-ভবনে ময়া দয়িতা কর্হি সেবিষ্যসে ?
প্রসূন-শয়নং গতঃ সরভসং মমাত্মেশ্বরী–
সহায় উরু মন্মথ ক্ষুভিত মূর্ত্তি রুদ্যৎস্মিতঃ ॥১৫॥

ক্ষণাচ্ছরদুপাগমং ক্ষণাৎ ক্ষণত এব বর্ষাগমং
ক্ষণাৎ সুরভি-বৈভবং ক্ষণত এব চান্যর্ত্তুমৎ।
সদা জনিত-কৌতুকং কিমপি রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
স্মর প্রতিপদোল্লসদ্ রসময় শ্রীবৃন্দাবনম্ ॥১৬॥

বিলসৎ কদম্বমূলালম্বী সম্বীত পীতচারুপটঃ।
রাধাং বিলোক্য মুরলীং কণয়ন্ বৃন্দাবনে হরি র্জয়তি ॥১৭॥

মোহন (দান) কারী, সেই অভয়দানকারী যুগল বিগ্রহকে আমিও কি (এই) নয়ন দ্বারা বৃন্দাবনে পান (দর্শন) করিতে পারিব ? ১৪ ॥

হে প্রভো মদনমোহন ! হে দয়িত ! মোহন বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জভবনে কুসুম শয্যার উপরে আমার প্রাণেশ্বরীর সহিত সহর্ষ-চিত্তে সমাসীন, প্রবল কাম দ্বারা বিক্ষুব্ধাকৃতি ও মৃদু মধুর হাস্যযুক্ত তোমাকে কবে আমি সেবা করিব ? ১৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে ক্ষণেক্ষণে শরৎকাল উপস্থিত হইতেছে, ক্ষণকাল মধ্যেই আবার বর্ষা আসিতেছে ; ক্ষণমধ্যে বসন্ত শোভা প্রকাশ পাইতেছে, ক্ষণকাল পরেই বা অন্য ঋতুর আগমন হইতেছে। এই ভাবে সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোনও (অনির্ব্বচনীয়) কৌতুক সম্পাদনকারীও প্রতি পদেই আনন্দ বিধানকারী শ্রীবৃন্দাবনকেই স্মরণ কর ॥১৬॥

কদম্বমূল অবলম্বন করিয়া বিরাজমান—মোহন পীত বস্ত্র পরিহিত

কালিন্দী পুলিন বনে মোহন নব কুঞ্জ মন্দির দ্বারি।
সহ রাধয়োপাবিষ্টং সরস সখী জুষ্টমাশ্রয়ে কৃষ্ণম্ ॥১৮॥
তদনঙ্গ কেলিরঙ্গা নর্ম্ম বিনির্ম্মিত্য মণ্ডিত প্রতিভম্‡।
গৌরশ্যাম-সুনাগর কিশোর-মিথুনং ভজামঃ কুঞ্জেষু ॥১৯
মিথোঽনঙ্গক্রীড়া রস জলনিধে রূর্ম্মি-নিবহৈঃ
প্রিয়দ্বন্দ্বেত্যান্দোলিত বপুষি তীব্র স্মরমদে।
ন শক্তাঃ শ্রীবৃন্দাবন ভুবি সুবেশাদ করণে
বলাদপ্যানন্দং কিমপি রসয়ন্ত্যঃ প্রজহসুঃ ॥২০॥
শ্রীবৃন্দাবনবৈভবং ভববিরিঞ্চাদ্যৈ র নাগপ্যহো
দুর্জ্ঞেয়ং পরমোজ্জ্বলন্মদ রসোদার শ্রিয়ামাকরম্।

শ্রীরাধাকে দর্শন করিতে করিতে মুরলী বাদনকারী শ্রীহরি শ্রীবৃন্দাবনেই জয়যুক্ত হইতেছেন ॥১৭॥

কালিন্দীপুলিন বনে মোহন নব কুঞ্জ মন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীরাধার সহিত উপবিষ্ট ও রসবতী সখীগণ কর্ত্তৃক সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে কামকেলি রঙ্গ বশতঃ পরিহাস বাক্য রচনায় প্রত্যুৎপন্নমতি গৌরশ্যামবর্ণ সুনাগর কিশোরযুগলকে ভজনা করি ॥১৯॥

শ্রীবৃন্দাবনে পরস্পর কামক্রীড়া রস সমুদ্রের তরঙ্গ সমূহ দ্বারা আন্দোলিত বপু ও তীব্র কামমদযুক্ত প্রিয়তম যুগলকে সখীগণ বলপূর্ব্বকও বেশবিন্যাসাদি করাইতে না পারিয়া কোনও (অনির্ব্বচনীয়) আনন্দ আস্বাদন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন ॥২০॥

অহো! শ্রীবৃন্দাবন বৈভব—ভব বিরিঞ্চি প্রভৃতি কর্ত্তৃক ও দুর্জ্ঞেয়; ইহা পরম উজ্জ্বল উন্মাদনাকারী শ্রেষ্ঠ রসের যে মহা সৌন্দর্য্য (সম্পত্তি),

‡ 'খণ্ডিত প্রতিভম' এই পাঠে ব্যাখ্যা হইবে—পরিহাস বাক্য রচনা করিতে করিতে যাঁহাদের প্রতিভা খর্ব্ব হইতেছে।

শ্রীরাধা মুরলী মনোহর মহাশ্চর্য্যাতি সংমোহনং
শ্রীমূর্ত্তিচ্ছবি কেলি কৌতুকভরৈ শ্চাশ্চর্য্য মন্তঃ স্মর ॥
বৃন্দাকানন কাননস্য পরমা শোভা পরাতঃপরা-
নন্দ ত্বদ্গুণবৃন্দমেব মধুরং যেনানিশং গীয়তে।
হা বৃন্দাবন ! কোটি জীবনমপি ত্বত্তোঽতিতুচ্ছং যদি
জ্ঞাতং তর্হি কিমস্তি যত্তৃণকবচ্ছক্যেত নোপেক্ষিতুমৃঃ ‡ ॥২২
শ্রীবৃন্দাবন মণ্ডলে যদি শিরঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
সংপ্রেমৈক রসাত্মনোঃ পদতলে ন্যস্যাভয়ে স্থীয়তে।
তর্হ্যাস্তে মম লোকতো নহি ভয়ং নো ধর্ম্মতো নো দুর-
ন্তাধিব্যাধিশতাৎ কিমন্যদ খিলাধীশাচ্চ মে নো ভয়ম্ ॥
শ্রীরাধা মুরলীধরাতি মধুর শ্রীপাণি পাদাম্বুজ-
স্পর্শোজ্জৃম্ভিত পূর্ণহর্ষ জলধাবত্যন্ত মগ্নান্তরাঃ।

তাহার খনি। শ্রীরাধা মুরলীমনোহরেরও মহাশ্চর্যাভাবে সম্মোহনকারী এবং শ্রীমূর্ত্তির কান্তি কেলি কৌতুকাদির বাহুল্যেও আশ্চর্য্যজনক—ইহাই অন্তরে স্মরণ কর ॥২১॥

হে বৃন্দাবন ! তোমার বনশোভা পরাৎপরা, আনন্দসহকারে তোমার মধুর গুণরাজি যিনি দিবারাত্রি গান করেন, এবং হে বৃন্দাবন ! কোটি জীবনও তোমা হইতে যিনি অতি তুচ্ছ বলিয়াই জানেন, তবে এমন কি বস্তু আছে যাহা তিনি ক্ষুদ্র তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে না পারেন ? ২২॥

শ্রীবৃন্দাবন মণ্ডলে সৎপ্রেমৈকরসস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভয় পদতলে মস্তক ন্যাস (অর্পণ) করিয়া অবস্থান করিতে পারিলে—লোকভয়, ধর্ম্মভয়, কিম্বা দুরন্ত শত শত আধি ব্যাধি হইতে, এমন কি অখিলের অধিপতি হইতেও আমার কোনও ভয় নাই ॥২৩॥

‡ এই শ্লোকটি পুনরুক্ত হইয়াছে। [দ্বিতীয় শতকের ২৮ শ্লোক দেখুন।]

সৌভাগ্যং রময়াঽপি মৃগ্যমতুলং সংপ্রাপ্তবত্যো মহা-
ভাগানাং শিরসি স্থিতা ব্রততয়ো নন্দন্তি বৃন্দাবনে ॥২৪॥
পুষ্পং পুষ্পফলাদি সম্পদ খিলাশ্চর্য্যং মহামাধুরী-
পূরং দূর নিরস্ত দুঃখ দুরিতাত্যুদ্বর্দ্ধমানচ্ছবি।
সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবোদিত মহাদ্বীপেন্দু বৃন্দাবনে
বৃন্দং সুন্দর শাখিনাম নুদিনং বন্দে মুনীন্দ্রৈ র্নুতম্ ॥২৫॥
পুষ্পশ্রেণি বিকাশ হাস যুতয়া গুচ্ছোরু বক্ষোজয়া
সংশ্লিষ্টাঃ পুলকালি মণ্ডিতলতা বধ্বাপ্যহো সত্তমাঃ।
কৃষ্ণধ্যান রসা মুহুঃ পুলকিনো মাধ্বীকধারাশ্রবো
নাত্মানঞ্চ পরঞ্চ জানত ইমে বৃন্দাটবী--শাখিনঃ ॥২৬॥

শ্রীরাধামুরলীধরের অতি মধুর শ্রীহস্ত ও পাদপদ্মের স্পর্শে বিকসিত, পূর্ণ হর্ষ সমুদ্রে নিমগ্নচিত্ত, এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যে অতুলনীয় সৌভাগ্য অনুসন্ধান (বাঞ্ছা) করেন, তাহা যাঁহাদের সম্যক্ প্রকারে হস্তগত হইয়াছে —এতাদৃশ মহাভাগ্যবান্‌গণের শিরোমণি সদৃশ এই লতা সমুহ শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দ করিতেছেন ॥২৪॥

নিবিড় আনন্দ সমুদ্র হইতে উদিত মহাদ্বীপের চন্দ্র সদৃশ বৃন্দাবনে—বিকসিত, পুষ্পফলাদি সম্পত্তিশালী, অখিল আশ্চর্য্যজনক, মহামাধুর্য্যের প্রবাহ সদৃশ, দুঃখপাপাদিকে দূরে নিঃসরণকারী, নিরন্তর বৃদ্ধিশীল কান্তি-বিশিষ্ট এবং মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক স্তুত সুন্দর বৃক্ষসমূহকে প্রত্যহ বন্দনা করি ॥

অহো ! পুষ্পরাজির বিকাশ রূপ হাস্যযুক্তা, স্তবক রূপ পৃথু স্তন শোভিতা এবং পুলকরূপ সখী বেষ্টিতা লতা বধূ দ্বারা সমাশ্লিষ্টদেহ এই বৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজ সমূহ শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান রসে মুহুর্মুহু পুলকিত হইতেছেন, মধুধারা ক্ষরণচ্ছলে অশ্রুপাত করিতেছেন এবং ইহারা আত্মপর কিছুই জানেন না ॥২৬॥

যেষামাদায় দিব্যং কুসুম কিশলয়ং তৌ মিথঃ প্রেমমূর্ত্তী
গৌরশ্যামৌ কিশোরাবতি চতুরতমৌ বেণিচূড়াদি কৃত্বা।
পৌষ্পং নির্ম্মায় গেহং শয়নমথ ফলং প্রাশ্য সীধুনি পীত্বা
কুর্ব্বাতে দিব্যকেলিন্তু উরুতরুবরা ভান্তি বৃন্দাবনীয়াঃ ॥২৭॥
যৎ পুষ্পং ঘ্রাতবন্তঃ সকৃদপি পবনং বা স্পৃশন্তঃ স্বরূপং
লোকংবাহহলোকয়ন্তঃ কম্ ।প নতিকৃতঃ কর্হিচিদ্ যদ্দিশেহপি
যন্নামাপ্যেকবারং শুভমভিদধতঃ কীকটাদৌ চ মৃত্বা
প্রাপ্স্যন্ত্যে বাঞ্জসা তন্মুনিবর মহিতং ধাম যে কেচিদেব ॥২৮
যত্রৈব প্রকটং কিশোর মিথুনং তদ্ গৌরনীলচ্ছবি
শ্রীশম্ভ্বাপি বিমোহনং স্মরকলা রঙ্গৈক রম্যাকৃতি।

যাঁহাদের দিব্য কুসুম ও পল্লব গ্রহণ করিয়া সেই প্রেমমূর্ত্তি অতি চতুরতম গৌরশ্যাম কিশোরযুগল পরস্পর বেণী চূড়া প্রভৃতি, পুষ্পগৃহ ও পুষ্পশয্যাদি রচনা করেন; যাঁহাদের ফল ভোজন করিয়াও বিবিধ মধু পান করিয়া দিব্য কেলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই বৃন্দাবনীয় মহা বৃক্ষরাজ সমূহ শোভা পাইতেছেন ॥২৭॥

যাঁহারা (জীবনে) একবারও শ্রীবৃন্দাবনের পুষ্প ঘ্রাণ করিয়াছেন, তাঁহার বায়ু স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ বা তত্রত্য যে কোনও লোককে দর্শন করিয়াছেন, অথবা তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া যে কোনও স্থানে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়াছেন, তাঁহার মঙ্গল মধুর নাম একবারও উচ্চারণ করিয়াছেন—তাঁহারা কীকট (বিহার) প্রভৃতি দেশে তনুত্যাগ করিলেও শীঘ্রই মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক বন্দনীয় এই শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥২৮॥

যে স্থানে লক্ষ্মী ব্রহ্মাদিরও বিমোহনকারী, একমাত্র কামকলা রঙ্গেরই মোহনাকৃতি বিশিষ্ট গৌরনীল কান্তি যুগলকিশোর প্রকট আছেন,

সর্ব্বানন্দ কদম্ব কোপরি চমৎকারং মহাদুর্লভং ।
কঞ্চিৎ প্রেমরসং স্রবত্তদখিলং ক্ষিপ্তে হি বৃন্দাবনম্ ॥২৯॥
ব্রহ্মানন্দময়স্য নির্ম্মল তমস্যান্ত র্মহা জ্যোতিষো
জ্যোতি র্ভাগবতং চকাস্তি কিমপি স্বানন্দ সারোজ্জ্বলম্ ।
তস্যাপ্যদ্ভুতমন্তরন্তর সমোর্দ্ধাশ্চর্য্য মাধুর্য্যভূ--
র্বৃন্দারণ্যমিহ দ্বয়ং ভজ সখে । তদ্গৌরনীলং মহঃ ॥৩০॥

যদঙ্গ রুচিভি র্মহা প্রণয় মাধুরী বীচিভি--
র্বিচিত্র মবলোকয়ন্ কণক চম্পক স্ফূর্ত্তিভিঃ ।
বিমুহ্যতি পদে পদে হরি রপূর্ব্ব বৃন্দাবনে
কিশোর মিদমেব মে স্ফুরতু ধাম রাধাভিধম্ ॥৩১॥

আশ্চর্য্যাশ্চর্য্য নিত্য প্রবহদতি মহামাধুরী সার রূপ--
শ্রীকেলি প্রেম বৈদগ্ধ্যতুল তরুণিমারম্ভ-সৌভাগ্য পূরৌ ।

যে স্থানে সর্ব্বানন্দরাশি হইতেও অধিক চমৎকারশীল মহাদুর্লভ কোনও (অনির্ব্বচনীয়) প্রেমরস ক্ষরিত হইতেছে, (অথবা প্রেমরস ক্ষরণকারী যুগলকিশোর বিরাজমান আছেন)—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেই শ্রীবৃন্দাবনেই আগমন কর ॥২৯॥

নির্ম্মলতম ব্রহ্মানন্দময় মহাজ্যোতির অভ্যন্তরে স্বানন্দ সারোজ্জ্বল কোনও ভগবজ্জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, তাহারও অভ্যন্তরের অভ্যন্তরে অদ্ভুত অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ভূমি—এই বৃন্দাবন। হে সখে! এইস্থলে সেই গৌরনীলাত্মক বিগ্রহ যুগলকে ভজনা কর ॥৩০॥

যাঁহার মহা প্রণয় মাধুরী তরঙ্গ বিশিষ্ট স্বর্ণচম্পকবৎ স্ফূর্ত্তিশীল অঙ্গ কান্তির বিচিত্রতা অবলোকন করিয়া শ্রীহরি অপূর্ব্ব বৃন্দাবনে পদে পদে বিমোহিত হন, সেই শ্রীরাধা নামক কিশোর বিগ্রহই আমার স্ফুর্ত্তি হউন।

যাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য অতি মহা মাধুরী সার বিশিষ্ট রূপ, শ্রী (শোভা

তৌ গৌরশ্যামবর্ণৌ সহজ রতিকলা লোললোলৌ কিশোরৌ
শ্রীবৃন্দারণ্য কুঞ্জাবলিষু সুললিতৈকান্ত রত্যা স্মরামি ॥৩২॥
অসমোর্দ্ধ মহাশ্চর্য্য রূপ লাবণ্য শেবধী।
সদোত্তরঙ্গ প্রোত্তুঙ্গ মহানঙ্গ রসাম্বুধী ॥৩৩॥
মিথঃ প্রেমাতি বৈক্লব্যা ত্রুট্যর্দ্ধেঽপ্য বিয়োজিনৌ।
সদোৎপুলক সর্ব্বাঙ্গৌ সদা গদ্গদ ভাষিণৌ ॥৩৪॥
অনুক্ষণং মদাবিষ্টৌ ন বিদন্তৌ চ কিঞ্চন।
কার্য্যমানৌ সখীবৃন্দৈ র্ভোজনাচ্ছাদনাদিকম্ ॥৩৫॥
নির্ম্মর্য্যাদ বিবর্দ্ধিষ্ণু মহানন্দ মহোন্মদৌ।
গৌরশ্যাম কিশোরৌ তৌ নিত্যাঽন্যোন্যাঙ্গ সঙ্গিনৌ ॥

সৌন্দর্য্যাদি), কেলি, প্রেম বৈদগ্ধ্য, অতুলনীয় তরুণিমার (যৌবনের) আরম্ভ ও সৌভাগ্যরাশি নিত্য ধারণ করিয়া বিরাজমান আছেন এবং যাঁহারা সহজ রতি কলাবেশে অতি চঞ্চল হইয়াছেন—সেই গৌর শ্যামবর্ণ কিশোরযুগলকে শ্রীবৃন্দারণ্যের কুঞ্জ সমূহে সুললিত একান্ত রতির সহিত স্মরণ করিতেছি ॥৩২॥

অসমোর্দ্ধ মহাশ্চর্য্য রূপ ও লাবণ্যের নিধি সদৃশ, নিত্য উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল মহাকামসমুদ্রবৎ যুগলকিশোর—॥৩৩॥

পরস্পর প্রেমাতিশয্যের বিকলতা হেতু ত্রুট্যর্দ্ধ (অতি অল্প) কালের জন্যও পরস্পরের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না-সর্ব্বাঙ্গে সদা উচ্চ পুলকাবলি ধারণ করেন এবং সর্ব্বদা গদ্গদ বাক্য বিন্যাস করেন ॥৩৪॥

তাঁহারা অনুক্ষণই মদাবিষ্ট চিত্তে থাকেন বলিয়া কিছুই জানেন না (কিছুরই অনুসন্ধান করেন না) ; ভোজন বা বস্ত্র পরিধানাদি কার্য্যও সখীগণই সম্পাদন করাইয়া থাকেন ॥৩৫॥

নিরবধি বিবর্দ্ধমান মহানন্দ রশতঃ মহোন্মত্ত ও নিত্য পরস্পরের

অনঙ্গৈক রসোদ্গারে শ্রীবৃন্দাবন ধামনি।
যাপয়ন্তৌ দিননিশাঃ কেবলানঙ্গ-কেলিভিঃ ॥৩৭॥
থূৎকারয়ন্তৌ ভজতাং সর্ব্বানন্দ রসোন্নতীঃ।
যো ভজেন্নিত্য মেকেন ভাবেন তমহং ভজে ॥৩৮॥
[ষড়্ভিঃ কুলকম্]

ত্রৈগুণ্যাতীত পূর্ণোজ্জ্বল বিমল মহা কামরাজাত্মদিব্য-
জ্যোতঃ স্বানন্দ সিন্ধুত্থিত মধুরতরদ্বীপ বৃন্দাবনান্তঃ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ তীব্র প্রণয় রস ভরোদঞ্চ-রোমাঞ্চ পুঞ্জাঃ
কুঞ্জালিষ্বাত্ম নাথদ্বয় পরিচরণ ব্যগ্র গোপাল বালাঃ ॥৩৯॥
কাঞ্চী-মঞ্জীর-কেয়ূরক-বলয় ঘটা-রত্নতাটঙ্ক রম্যাঃ
শ্রীমন্নাসাগ্র লোলন্মণি-কণক লসন্মৌক্তিকাশ্চিত্রশাটীঃ।

অঙ্গ সঙ্গী সেই গৌরশ্যাম কিশোর যুগল—॥৩৬॥

একমাত্র কামরসে উদার (উৎসব পূর্ণ) শ্রীবৃন্দাবন ধামে কেবল কামকেলি সমূহ দ্বারাই দিবানিশি যাপন করিতেছেন ; ॥৩৭॥

তাঁহারা ভজনানন্দীগণের সর্ব্ববিধ আনন্দ রসের পরাকাষ্ঠাকেও থূৎকার করিয়া বিরাজমান আছেন ; যিনি একান্তভাবে নিত্য এই কিশোর যুগলের ভজন করিতে পারেন, আমি তাঁহাকেই ভজন করি ॥৩৮॥

ত্রৈগুণ্যাতীত পূর্ণোজ্জ্বল বিমল মহাকামরাজ স্বরূপ দিব্য জ্যোতির স্বানন্দ সাগর হইতে উত্থিত মধুরতর দ্বীপ সদৃশ শ্রীবৃন্দাবন মধ্যস্থ কুঞ্জ সমূহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তীব্র প্রণয় রসভরে উৎপুলকিত দেহা প্রিয়তমযুগলের পরিচর্য্যা নিরতা গোপবালাগণ বিরাজ করিতেছেন ॥৩৯॥

তাঁহাদের অঙ্গ—কাঞ্চী, নূপুর, কেয়ূর, বলয়, রত্নতাটঙ্ক (তাড়) প্রভৃতি দ্বারা রমণীয়—তাঁহাদের সুন্দর নাসাগ্রে মণি কণকযুক্ত মুক্তা দুলিতেছে—পরিধানে বিচিত্র শাটী—কটিদেশ অতি সুন্দর—মধ্যদেশও

স্বশ্রোণী শ্চারুমধ্যা রুচির কুচতটীঃ কঞ্চুকোদ্ভাসি হারা
লোলদ্বেণ্যগ্রগুচ্ছাঃ স্মর কণকরুচী দাসিকা রাধিকায়াঃ ॥৪০

ত্রিভঙ্গামুত্তুঙ্গীকৃত রস তরঙ্গৈ র্নব নবো-
ন্মদানঙ্গে লোলোজ্জ্বলঘন-নিভাঙ্গে দধদহো।
লসদ্বর্হোত্তংসা মণিময় বতংসী ব্রজকুলাহ-
বলা-নীবি-স্রংসী স্ফুরতু মম বংশীমুখ হরিঃ ॥৪১॥

রাধাকৃষ্ণানঙ্গ তৃষ্ণা মহাব্ধিং
নির্ম্মর্য্যাদং বর্দ্ধয় ন্নিত্যমেব।
সান্দ্রানন্দাপার সর্ব্বোর্দ্ধপার-
শ্রীমদ্বৃন্দাকাননং প্রীণনং নঃ ॥৪২॥

কেকাভি র্ম্মুখরীকৃতা হখিল দিশো নৃত্যন্ত্যহো কেকিন
শ্চ তানাং বিটপে কুহূরিতি মুহুঃ কূজন্ত্যহো কোকিলাঃ ॥

মনোরম— কুচযুগল অতি সুন্দর এবং তাঁহাদের কঞ্চুক (কাঁচুলি) হইতে মনোমদ হারের ছটা বিকীর্ণ হইতেছে, বেণীগুচ্ছের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে—সেই স্বর্ণবর্ণা শ্রীরাধাদাসীগণকে স্মরণ কর ॥৪০॥

অহো! উচ্চ উচ্চ রস-তরঙ্গময় নব নবায়মান উন্মাদনাকারী কাম-ক্রীড়ায় চঞ্চল উজ্জ্বল মেঘসন্নিভ কলেবরে ত্রিভঙ্গভাব ধারণ করিয়া, ময়ূর-পুচ্ছ নির্ম্মিত চূড়া পরিধান করিয়া, মণিময় কুণ্ডল ধারণ করিয়া ব্রজ (গোষ্ঠ) সমূহের অবলাদিগের নীবিবন্ধন শিথিল করিয়া বংশীবদন শ্রীহরি আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥৪১॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কামতৃষ্ণা মহাসাগর নিরন্তরই অসীম (প্রকারে) বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, এবং সান্দ্রানন্দরাশির অপার-সর্ব্বোচ্চতম শ্রী (সৌন্দর্য্য বা সৌভাগ্য) যুক্ত—সেই শ্রীবৃন্দাবনই আমাদের প্রীতিস্থল ॥৪২॥

অহো! শ্রীবৃন্দাবনে ময়ূরগণ স্বীয় কেকাধ্বনি দ্বারা দশদিক্ মুখরিত

গায়ন্তি প্রতি পুষ্পবল্লি মধুরং ভৃঙ্গাঙ্গনাঃ সর্ব্বতঃ
প্রোন্মালন্তি বিচিত্র দিব্য কুসুমামোদাশ্চ বৃন্দাবনে ॥৪৩॥
মুক্তি র্যাতি যতো বহি র্বহি রহো সম্মার্জনী ঘাতত
স্ত্রস্তাস্তা বর সিদ্ধয়ো বিদধতে কাকাদি যৎ সেবিতুম্ ।
যন্নাম্নৈব বিদূরগাঽপি বিলয়ং মায়াঽপি যায়াদহো !
তদ্বৃন্দাবনমত্যচিন্ত্যমহিমা দেহান্তমাশ্রীয়তাম্ ॥৪৪॥
অহো বৃন্দারণ্যং প্রতিপদ বিনিস্যন্দি পরমো--
ন্মদ প্রেমানন্দাঽমৃত জলধি লোভাকুলয়তি ।
রমেশ ব্রহ্মাদীনথ ভগবতঃ পার্ষদবরা--
নতো ধীরা নীরাঞ্জলিমপি নিপীয়াত্র বসত ॥৪৫॥
ত্বয়াঽঽকণ্ঠং পীতং যদি পরম পীযূষমপি কিং
ততো যদ্যুর্ব্বশ্যাঃ স্তনযুগলমাশ্লেষি কিমতঃ ।

করিয়া নৃত্য করেন, কোকিলগণ আম্রশাখায় উপবেশন করিয়া মুহুর্মুহু কুহু কুহু রবে কূজন করেন, ভৃঙ্গীগণ ইতস্ততঃ প্রতি পুষ্পলতায় মধুর গান করেন, বিচিত্র দিব্য কুসুম গন্ধরাশি চারিদিক সুবাসিত করেন ॥৪৩॥

যে স্থান হইতে সম্মার্জনীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি দূর হইতে দূরতর দেশে পলায়ন করে, যাহার সেবা করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ অষ্টসিদ্ধি কাকুতি মিনতি করিয়া সংত্রস্ত হইয়া থাকে ; যাহার নাম শ্রবণেই মায়া বিদূর দেশে গিয়াও বিনাশ প্রাপ্তই হইয়া থাকে—সেই অতি অচিন্ত্য মহিমাযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনকে দেহপাত পর্য্যন্ত আশ্রয় কর ॥৪৪॥

অহো ! বৃন্দাবন—প্রতিপদেই পরম উন্মাদনা বিধায়ী প্রেমানন্দ সমুদ্র ক্ষরণ করিতেছেন,—লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মাদিকে এবং শ্রীভগবানের পার্ষদ প্রবর গণকেও লোভে আকুল করিয়া থাকেন,—অতএব হে ধীর ব্যক্তিগণ ! জলগণ্ডূষও পান করিয়া এই স্থানে বাস কর ॥৪৫॥

যদি ব্রহ্মানন্দামৃতমপি সমাস্বাদি কিমতো
যত স্থূৎকৃত্যেদং ব্যসৃজদপি বৃন্দাবন তৃণম্ ॥৪৬॥
ন তাপঃ সাধূনামকৃতিষু তথা সাধুকৃতিষু
প্রকম্পঃ কালাহেরপি নহি ন বা দেহদলনে।
প্রহর্ষো ন ব্রহ্মাদ্যধিক বিভবে নাপি পরমা-
মৃত ব্রহ্মানন্দে সমধিগত-বৃন্দাবনভুবঃ ॥৪৭॥
অলমলমতি ঘোরানর্থ কারীন্দ্রিয়াণা-
মতিশয় পরিতোষৈ র্দুষ্করৈ র্দুস্তরৈশ্চ।
বিদধদিব সশোকো যেন কেনাপি দেহ-
স্থিতিম বিবস বৃন্দারণ্য মেকান্তরত্যা ॥৪৮॥
লুঠন্ রাসস্থল্যাং নিরবধি পঠন্ কৃষ্ণচরিতং
রটন্ হা কৃষ্ণেতি প্রতিপদমটন্নাপি পরিতঃ।

যদি তুমি আকণ্ঠ পরম সুধাই পান কর, তাহাতেই বা কি? আর যদি উর্ব্বশীর স্তনযুগল আলিঙ্গন করিয়া থাক, তাহাতেই বা কি? যদিই বা ব্রহ্মানন্দ সুধারও সমাস্বাদন হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি ফল? যেহেতু বৃন্দাবনীয় তৃণও থূৎকার পূর্ব্বক এই সকল বস্তু ত্যাগ করিয়াছে ॥৪৬

যিনি শ্রীবৃন্দাবন ভূমি সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্তি করিয়াছেন, তাঁহার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বা অননুষ্ঠানে কোনও তাপ নাই, কালসর্প হইতেও তাঁহার প্রকম্প (ভয়) নাই, দেহ দলিত হইলেও কোনও ভীতি নাই, ব্রহ্মাদি হইতে অধিকতর সম্পত্তি লাভ হইলে বা পরমামৃত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিতেও তাঁহার অত্যধিক আনন্দ হয় না। ॥৪৭॥

অতি ঘোর অনর্থকারী ইন্দ্রিয়সমূহের দুষ্কর ও দুস্তর পরিতোষ বিধান করিয়া আর কোনই প্রয়োজন নাই। দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করিয়া শোকাকুল হইয়াই যেন একান্তভাবে এই শ্রীবৃন্দা-

ত্রুটন্নানাগ্রন্থিঃ স্ফুটদমলভাবোহশ্রু নিবহৈ
নটন্ গায়ন্ বৃন্দাবন মতি মহান্ পঙ্কিলয়তি ॥৪৯॥
উদ্দামঃ কাম এবেতর রস লবক স্পর্শ মাত্রাহসহিষ্ণু
নিত্যং বর্দ্ধিষ্ণু রত্যুচ্ছলিত রস মহাম্ভোধি নিত্যং চ যত্র ।
যৎ কিঞ্চিজ্জঙ্গমং স্থাস্নু চ পরম মহাশ্চর্য্য নানা সমৃদ্ধ্যা
শশ্বদ্বৃদ্ধ্যা স্বয়ং চানিশমুদিত মিদং ভাতু বৃন্দাবনং মে ॥৫০
তথা পরম পাবনং ভুবি চকাস্তি বৃন্দাবনং
যথা হরিরসে মনঃ স্বয়মনঙ্কুশে ধাবতি ।
পরন্তু যদি তদ্গত স্থিরচরেষু নো কায়বাঙ্--
মনোভি রপরাধিতা ভবতি বাধিতা তত্ত্বধীঃ ॥৫১॥

বনে বাস কর ॥৪৮॥

যিনি নিরন্তর রাসস্থলীতে লুণ্ঠন, কৃষ্ণচরিত পাঠ, প্রতিপদে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া আক্রোশন ও এ স্থানে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন—তাঁহার হৃদয়ের নানা গ্রন্থি (অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম) ভেদ হইয়া বিমল ভাব স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে, এবং সেই অতি মহাভাগ্যবান্ মহাত্মা নৃত্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে অশ্রু ধারার সহিত শ্রীবৃন্দাবনকে পঙ্কিল করিয়া থাকেন ॥৪৯॥

যে স্থান উদ্দাম কাম স্বরূপ, অন্য রসের সামান্য স্পর্শ-মাত্রও অসহিষ্ণু, যে স্থানে নিত্য বর্দ্ধমান রতি কর্ত্তৃক উদ্বেলিত রস মহাসমুদ্র নিত্য বিরাজমান, যে স্থলের স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তু নিচয় পরম মহাশ্চর্য্যজনক নানা সমৃদ্ধি ও নিরন্তর বৃদ্ধির সহিত অহর্নিশি প্রকাশিত হইতেছেন—সেই এই শ্রীবৃন্দাবন আমার (হৃদয়ে) প্রতিভাত হউন—এই প্রার্থনা ॥৫০॥

যেমন নিরঙ্কুশ (অবাধ) হরিরসে মন স্বয়ংই ধাবিত হয়, তেমনই পরম পাবন বৃন্দাবন ভূমণ্ডলে প্রকাশিত হয়েন,—যদি কিন্তু বৃন্দাবনীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু সমূহে কায়মনোবাক্যে অপরাধী হইয়া তত্ত্ব (বিচার)

মগ্নং শ্রীরাধিকা শ্রীমুরলীধর মহা প্রেমাসন্ধৌ নিমগ্নং
তদ্ গৌর শ্যামগাত্রচ্ছবি ময় জলধৌ প্রোজ্ঝিতাবার পারে
শোভা-মাধুর্য্য পূর্ণার্ণব বুড়িত মহোমত্ত মেতন্মমান্তঃ
শ্রীবৃন্দারণ্যমেব স্ফুরতু ন কলিতং মায়য়াঽবিদ্যয়া চ ॥৫২
বৃন্দাবনমনু বিন্দাম্যহমপি দেহং শ্বশূকরাদীনাম্।
ন পুনঃ পরত্র সচ্চিৎ সুখময়মপি দুর্লভং দেবৈঃ ॥৫৩॥
শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে বহু দুঃখেনাপি যাতু জন্মৈতৎ।
লোকোত্তর সুখসম্পত্ত্যাপি ন চান্যত্র মে নিমিষকম্।৫৪॥
করতল কলিত কপোলো গলদশ্রু কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি।
বিলপন্ রহসি কদা স্যাং বৃন্দারণ্যেঽত্যকিঞ্চনো ধন্যঃ ॥৫৫

বুদ্ধি বাধিত না হয় (অর্থাৎ অপরাধী হইলে ঐ প্রকাশ অনুভূত হয় না)।

অহো! শ্রীরাধা ও শ্রীমুরলীধরের মহাপ্রেমসিন্ধুতে মগ্ন, সেই গৌর শ্যামের গাত্র কান্তিময় পারাবার বিহীন সমুদ্রে নিমগ্ন,এবং তাঁহাদের শোভা মাধুর্য্য পূর্ণ সাগরে বুড়িত (সংনিমগ্ন) ও মত্ত এই শ্রীবৃন্দাবন—যাহা মায়া বা অবিদ্যা কর্ত্তৃক কখনও দৃষ্ট হয়েন না—আমার অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন—এই প্রার্থনা ॥৫২॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ কুকুর শূকরাদির দেহও আমি লাভ করিব, কিন্তু অন্যত্র দেবদুর্লভ সচ্চিদানন্দময় দেহও আমার বাঞ্ছনীয় নহে।৫৩॥

শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে বহু দুঃখেও আমার এই জন্মপাত হউক, তথাপি অন্যত্র অলৌকিক সুখসম্পত্তি নিমিষ কালের জন্যও প্রার্থনা করি না ॥৫৪

করতলে কপোলদেশ বিন্যস্ত করিয়া গলদশ্রুলোচনে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে কবে শ্রীবৃন্দাবনের নির্জ্জন স্থানে অতি অকিঞ্চনভাবে অবস্থান করিয়া ধন্য হইব ?৫৫॥

মানাপমান কোটিভি রক্ষুভিতাত্মা সমস্ত-নিরপেক্ষঃ ।
বৃন্দাবনভুবি রাধা নাগরমারাধয়ে কদা মুদিতঃ ॥৫৬॥
বৃন্দাবনৈক শরণ স্ত্যক্ত শ্রুতি লোকবর্ত্ম সঞ্চরণঃ ।
ভাবান্ধরি চরণান্তর পরিচরণাদ্ব্যাকুলঃ কদা নু স্যাম্ ॥৫৭॥
ইহ ন সুখং ন সুখমরে ক্বাপি বৃথা ন পত মোহজালেঽস্মিন্ ।
অনুদিনং পরমানন্দ বৃন্দাবনং হি সমাশ্রয়াদ্যৈব ॥৫৮॥
স্ত্রীপুত্র দেহগেহ দ্রবিণাদৌ মৈব বিশ্বসী মূঢ় ।
ক্ষণমপি নৈব বিচারয় চারয় বৃন্দারণ্য মুখং চরণৌ ॥৫৯॥
রাধাকৃষ্ণ বিলাস রঞ্জিত লতা সদ্মালি পদ্মাকর-
শ্রীকালিন্দীতটী পটীর বিপিনাদ্যদ্রীন্দ্র সৎকন্দরম্ ।
জীবাতু র্মম নিত্য সৌভগ চমৎকারৈক ধারাকরং
নিত্যানন্দুশ বর্দ্ধমান পরমাশ্চর্য্যর্দ্ধি বৃন্দাবনম্ ॥৬০॥

কোটি কোটি মানাপমান দ্বারাও ক্ষুব্ধ না হইয়া সর্ব্ব নিরপেক্ষভাবে কবে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধানাগরকে আনন্দ মনে আরাধনা করিব ? ৫৬ ॥

অহো ! একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনেরই শরণ গ্রহণ করিয়া ও বেদমার্গ বা লৌকিক আচরণ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কবে ভাবভরে শ্রীহরি চরণ যুগলের মানস সেবা করিয়া ব্যাকুল হইব ? ৫৭ ॥

এই পৃথিবীতে সুখ নাই, ওরে কোথায়ও সুখ নাই। বৃথা এই মোহজালে আর পড়িও না ; অদ্যই নিত্য পরমানন্দদায়ী শ্রীবৃন্দাবনকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় কর ॥৫৮॥

হে মূঢ় ! স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গৃহ, সম্পত্তি প্রভৃতিতে বিশ্বাসই করিও না, ক্ষণকালও বিচার না করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের দিকেই চরণ চালাও ॥৫৯॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসে রঞ্জিত লতাগৃহ শ্রেণীযুক্ত, তড়াগ শোভিত, শ্রীকালিন্দীর তটস্থিত পটীর (খদির, চন্দন) বনাদি সংশোভিত ও গিরি-

শরীরং শ্রীবৃন্দাবনভুবি সদা স্থাপয় মনঃ
সদা পার্শ্বে বৃন্দাবন রসিকয়ো ন্যস্য ভজনে।
বচ স্তৎকেলীনাম নবরত গানে রময় তৎ
কথা পীযূষাদৌ শ্রবণযুগলং প্রীতি বিকলম্ ॥৬১॥
প্রসীদ শ্রীবৃন্দাবন বিতনু মাং স্বৈকতৃণকং
যদঙ্ঘ্রি স্পর্শা ত্তুৎসব মনুভবে ত্ত্বয়্যু দিতয়োঃ।
তয়ো র্গৌর শ্যামাদ্ভুত রসিক যূনো র্নবনব--
স্মরোৎকণ্ঠাভাজো র্নিভৃত বন বীথ্যাং বিহরতোঃ ॥৬২॥
ন কালিন্দী মিন্দীবর কমল কহ্লার কুমুদা--
দিভি র্নিত্যোৎফুল্লৈ র্মধুপকুল ঝঙ্কার-মধুরৈঃ।

রাজের সুন্দর সুন্দর গহ্বর সমাযুক্ত, নিত্য সৌভাগ্য ও চমৎকার ধারা বর্ষণশীল এবং নিত্য অবাধভাবে বিবর্দ্ধিষ্ণু পরমাশ্চর্য্য সমৃদ্ধিশালী শ্রীবৃন্দাবনই আমার জীবাতু (জীবনৌষধ) ॥৬০॥

শরীরকে সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে স্থাপন কর, মনকে সদা শ্রীবৃন্দাবন রসিক যুগলের পার্শ্বদেশে ভজনে নিয়োগ কর ; তাঁহাদের কেলি গানে নিরন্তর বাক্য বিন্যাস কর, এবং প্রীতি বিকল কর্ণযুগলকে তাঁহাদের কথামৃত প্রভৃতিতে তৃপ্তি দান কর ॥৬১॥

হে শ্রীবৃন্দাবন ! তোমার একটীমাত্র ক্ষুদ্র তৃণকেও আমাকে দান কর, (প্রকাশিত কর) যাহা তোমাতে উদিত (বিরাজমান) নব নব কামোৎকণ্ঠাশীল, নির্জন বনপথে বিহার পরায়ণ সেই গৌর শ্যামবর্ণ অদ্ভুত রসিকযুগলের পাদপদ্মস্পর্শ জনিত মহোৎসব (সুখ) লাভ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি নীলোৎপল, কমল, কহ্লার ও কুমুদ প্রভৃতি কুসুমচয়ের নিত্য প্রস্ফুটনশীল, ভ্রমরকুলের নিনাদে মধুরা এবং সখীগণ সহ শ্রীরাধা মুরলীধরের কেলি প্রনয়িনী শ্রীকালিন্দীকে শ্রীবৃন্দাবন সমীপ ভূভাগে দর্শন

সহালি শ্রীরাধা মুরলীধর কেলি প্রণয়িণী
মপশ্যন্ যো বৃন্দাবন পরিসরে জীবতি স কিম্? ৬৩ ॥
বৃন্দারণ্যা মলং কলিন্দতনয়াং বন্দেঽরবিন্দেন তাং
নানা রত্নময়েন নিত্য রুচিরাম্নানন্দ সিন্ধু-সুতাম্।
রম্যাং চান্য বিচিত্র দিব্য কুসুমৈ র্গম্যাং ন সম্যক্ ত্রয়ী-
মৌলীনামপি মত্তষট্ পদ খগশ্রেণী সুকোলাহলাম্ ॥৬৪॥
শ্রীবৃন্দাবন বাহিনী তরণিজা স্বানন্দ সন্দোহ বাঃ—
পূরা রত্নঘটাময়দ্বয়তটা সামোত্তরঙ্গ ধ্বনিঃ।
আবর্ত্তায়িত মৃগগণং বিদধতী হংসৈশ্চ কারণ্ডবৈ
র্দাত্যূহৈ রথ সারসাদিভি রপি ধ্যেয়া হরেঃ প্রেয়সী ॥৬৫
জলক্রীড়া কালে কণক কমলিন্যেক বিপিনে
নিলীনা শ্রীরাধা যদধিকমলং চুম্বতি হরৌ।

না করিয়া জীবিত থাকে, সে কি নয়? (অর্থাৎ তাহার জন্মই বৃথা।) ॥৬৩

সেই বৃন্দাবন সংযুক্ত কলিন্দ নন্দিনীকে বন্দনা করি—ঐ যমুনা বিবিধ রত্নময় অরবিন্দ দ্বারা নিত্য মনোহরা, আনন্দসিন্ধুর দুহিতা, অন্যান্য বিচিত্র দিব্য কুসুমরাজি দ্বারা রমণীয়া, ত্রয়ী (ঋক্, সাম, যজুঃ—এই বেদত্রয়) শিরোমণিগণ কর্ত্তৃক ও সম্যক্ অবোধ্য মহিমা এবং মত্ত ভ্রমর ও বিবিধ বিহঙ্গমগণের নিরন্তর কোলাহলে সম্মুখরিতা ॥৬৪॥

শ্রীবৃন্দাবন প্রান্তবাহিনী যমুনা—স্বানন্দ সমূহ রূপ জল প্রবাহবতী, রত্নরাজিময় তটদ্বয় বিশিষ্টা, সাম গানরূপ উত্তালতরঙ্গধ্বনিযুক্তা, জল ঘূর্ণায় নিপতিত পশুগণের রক্ষয়িত্রী এবং হংস, কারণ্ডব, দাত্যূহ, সারস প্রভৃতি পক্ষিসঙ্কুলা—এবম্বিধ শ্রীহরি প্রেয়সী কালিন্দীকে ধ্যান করা কর্ত্তব্য

জলক্রীড়া কালে শ্রীরাধা এক স্বর্ণপদ্মবনে লুকাইয়া রহিলেন। যখন শ্রীহরি নিজ (শ্রীরাধার) সুন্দর বদন কমল ভ্রমে কমলে২ চুম্বন দান করিতে

স্ব বক্ত্রাব্জভ্রান্ত্যা হসিতমথ নালং স্থগয়িতুং
হসিত্বা কান্তেনাধ্রিয়ত হসিতালী পারকরা ॥৬৬॥
বিদূরং সিন্দূরং গতমপি বিলেপাঞ্জনমভূৎ
স্রজো ক্রুট্যন্মুক্তাবলি রপি দৃশো দ্বন্দ্ব মরুণম্ ।
বিহারৈঃ কালিন্দ্যাম্ভসি যদাপ বৃন্দাবন বনে
তথাপ্যাসাদ্রাধা হরি বপুষি কাহপ্যেক সুষমা ॥৬৭॥
সিঞ্চন্নুচ্চৈঃ স্বয়ং শ্রীব্রজনৃপতিসুতো বল্লভা স্বপ্রিয়ালী-
বৃন্দৈঃ সম্ভূয় তৎসেচনভরমসহং মন্যমানঃ স মগ্নঃ ।
স্ফীত শ্রোণ্যুরু জঙ্ঘা চরণযুগপরামর্শ লব্ধাতি হর্ষঃ
কালিন্দ্যামিন্দুকোটিচ্ছবি বহু হাসতো দূর উন্মজ্য রেজে ॥

থাকিলেন, তখন শ্রীরাধা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সখী ও পরিকর সকল হাস্য করিতে থাকিলে কান্ত শ্যামসুন্দর তখন সহাস্যে প্রিয়তমাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥৬৬॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকালিন্দীজলে বিহার করিতে করিতে শ্রীরাধার সিন্দূর বিদূরগত (লুপ্ত) হইলেও তিনি অঞ্জন বিলিপ্ত হইয়াছেন ; মালার মুক্তা সমূহ ছিন্ন হইলেও তাঁহার নয়নযুগল অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তথাপি (ভূষণাদি ছিন্নভিন্ন হইলেও) শ্রীহরির বক্ষোদেশে শ্রীরাধা কোনও এক অনির্ব্বচনীয় সুষমা স্বরূপেই বিরাজ করিতেছেন ॥৬৭॥

শ্রীব্রজরাজ নন্দন স্বয়ং উচ্চ করিয়া জল সেচন করিতেছেন—বল্লভা ও তাঁহার প্রিয় সখীগণ তখন একত্র মিলিয়া জল সেচন করিতে থাকিলে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্যামসুন্দর জলমগ্ন হইলেন। তখন তিনি পৃথু শ্রোণী, বিশাল জঙ্ঘা ও চরণযুগলের পরামর্শ (সংস্পর্শ) লাভে অতি হৃষ্ট হইয়া কালিন্দীজলে চন্দ্রকোটি কান্তি বিনিন্দন হাস্যরাশি বিস্তার করতঃ দূরে উন্মজ্জন করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥৬৮॥

রাধাকৃষ্ণৌ বতি রতি রসোৎকণ্ঠ্যেন মগ্নৌ সহৈব
কালিন্দ্যাঃহপ্রাকৃত নিজ জলে দেশ আস্তীর্ণ পদ্মে ।
দীর্ঘঞ্চ কালং সুরতসমরাবেশত স্তৌ যদাহহস্তাং
চক্রুঃ প্রাণদ্বয় বিচয়নং কাতরা স্তর্হি সখ্যঃ ॥৬৯॥
মিথঃ কমল কৈরবাদ্যুদিত হাস মঙ্গে ক্ষিপন্
মুখেন দৃশি মুদ্রণাযুজি কৃতাম্বুগণ্ডূষকম্ ।
সমুক্ষ্য জিতকাশি তৎ ক্বচন মগ্নমুত্থাপয়দ্
দ্বয়ং তরণিজাম্ভসি স্ফুরতি গৌরনীলং মহঃ ॥৭০॥
হৈমাদ্যম্বুজ কোরকাদি সলিলং পীযূষ সারৈশ্চব—
দ্রাক্ষা ক্ষীর রসাদি মণ্ডটযুগং নানা মণী নির্ম্মিতম্ ॥
খেলদ্দিব্য সুরত্ন মীন নিকরা স্ফালেন চিত্রায়িতং
নানা রত্ন বিচিত্রতীর্থ বিলসৎ সোপানমত্যদ্ভুতম্ ॥৭১॥

অতিশয় রতি রসোৎকণ্ঠা বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ কালিন্দীর অপ্রাকৃত নিজজলে যুগপৎই নিমগ্ন হইয়া একটী পদ্ম সমাকীর্ণ দেশে সুরত সমরাবেশে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে থাকিলে সখীগণ কাতর হইয়া প্রাণ-প্রিয়তমযুগলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৬৯॥

হাস্যসহকারে কমল কৈরবাদি পরস্পর পরস্পারের অঙ্গে ক্ষেপণ করিতেছেন; পরস্পরের নিমিলিত নয়নে পরস্পর মুখ দ্বারা জলগণ্ডূষ দান করিতেছেন, কেহ বা জল বর্ষণ করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন ; আবার কেহ বা অসমর্থ হইলে অপরজন তাঁহাকে উঠাইতেছেন—এইরূপে গৌরনীলাত্মক জ্যোতির্দ্বয় যমুনা জলে লীলা বিস্তার করিতেছেন ॥৭০॥

জলে স্বর্ণবর্ণ প্রভৃতি পদ্ম কোরকাদি শোভিত, নানাবিধ মণিরত্ন নির্ম্মিত তটযুগল অমৃতসার উন্মাদনাজনক দ্রাক্ষা প্রভৃতির ক্ষীর রসযুক্ত, খেলাপরায়ণ দিব্য সুশোভন অত্যুৎকৃষ্ট মৎস্য সমূহের আস্ফালন দ্বারা

নানাশ্চর্য্য সুপুষ্পিত দ্রুমলতা কুঞ্জে মহামঞ্জুলং
কর্পূরোজ্জ্বল বালুকং চ পুলিনং বিস্তার সৎ সৌরভম্।
তীরে তীর ইতস্ততঃ সচকিতোন্মীলন্মৃগী যূথকং
দিব্যানেক কদম্ব চম্পক বনামোদঃ প্রস্থপ্রোহভিতঃ ॥ ৭২
অত্যুচ্চৈঃ প্রসরৎ পরাগপটলং প্রোড্ডীয়মানদ্বিজং
বাতোন্মাদ মিতস্ততোহতি মধুরোদারান্তরীয়োজ্জ্বলম্।
যস্যা গাধমগাধমন্তরুদয়ৎ কুঞ্জাম্বু সা রাধিকা-
কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী বহুসুখং কৃষ্ণা প্রপুষ্ণাতু বঃ ॥৭৩॥
কূজদ্ভিঃ কলহংস সারসকুলৈঃ কারণ্ডবৈ র্মণ্ডিতং
সংপ্রীণন্নব পুণ্ডরীক নিকরামোদেন দিঙ্মণ্ডলম্।

চিত্রবৎ প্রতীয়মান, বহু বহু রত্নময় বিচিত্র তীর্থ (ঘাট) যুক্ত, এবং তাহাতে আবার অত্যদ্ভুত সোপান (সিড়ী) সমূহ বিরাজমান আছে ॥৭১॥

নানাবিধ আশ্চর্য্যকর সুশোভন পুষ্পমণ্ডিত বৃক্ষলতাদির কুঞ্জ সন্নিবেশ বশতঃ অতি মনোহর, পুলিনদেশে কর্পূরবৎ উজ্জ্বল বালুকারাশি এবং তাহার সুন্দর সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তীরে তীরে সচকিত মৃগীযূথ ইতস্ততঃ প্রকাশ পাইতেছে; চারিদিকে দিব্য দিব্য কদম্ব চম্পক বনরাজির সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে ॥৭২॥

যাহার পুষ্পরেণু সমূহ অত্যুচ্চ দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছে, যাহাতে পক্ষিনিচয় উড্ডীয়মান হইতেছে, যাহা বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চাল্যমান হইয়া অতি মধুর উদার উজ্জ্বল অন্তরীয় (বসন) রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং যাহার (কোথায়ও) পরিমিত ও (কোথায়ও বা) অপরিমিত জল মধ্যে (তীরস্থিত) কুঞ্জ সমূহ প্রতিভাত হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দ বিবর্দ্ধনকারিণী যমুনা বহু সুখদানে তোমাদিগকে পালন করুন ॥৭৩॥

কহ্লারোৎপল পঙ্কজাদিকবনে ভৃঙ্গীভি রঙ্গীকৃতং
গীতং মত্ত মধুব্রতৈঃ সহ মনাক্ কর্ণে জগন্মোহনম্ ॥৭৪
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেঽস্মিন্ কতি কতি নু সরঃ সিন্ধু বাপীতড়াগা
রাধাকৃষ্ণাঙ্গ রাগাঞ্চিত মধুরজলা দিব্য দিব্যা ন সন্তি।
আশ্চর্য্যাঃ কেলি সারাঃ কতি কতি ন মণিস্বর্ণভূভৃৎ কিশোরাঃ
প্রোজ্জৃম্ভন্তে ন ভাসঃ ক্ষিতিষু কতি মহামোদ মেদস্বিনীষু ॥
প্রেমান্ধং পশুপক্ষি ভূরুহ লতা কুঞ্জাদি সৎকন্দরা
বাপী কূপ তড়াগ সিন্ধু সরসী--রত্নস্থলী বেদিভিঃ।
কালিন্দ্যাঃ পুলিনেন তৎস্থ সকলেনা শেষ বৃন্দাবনং
রাধামাধব-রূপ মোহিতমহং ধ্যায়ামি সচ্চিদ্ঘনম্ ॥৭৬

কূজনপরায়ণ কলহংস, সারসকুল এবং কারণ্ডবগণ কর্তৃক শোভিত, দশদিক্ নব পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম) সমূহের সৌরভে সম্যক্ আমোদিত; কহ্লার, উৎপল, পঙ্কজাদির বনে ভ্রমরীগণ মত্ত মধুকর সমূহের সহিত মিশ্রিত হইয়া কর্ণানন্দ (অস্পষ্ট অথচ মধুর) জগন্মোহন সঙ্গীত অঙ্গীকার (আলোচনা) করিতেছে ॥৭৪॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গরাগে রঞ্জিত মধুর জল পূর্ণ কত কত না দিব্য দিব্য সরোবর, সিন্ধু, বাপী (কূপ) ও তড়াগ (পুষ্করিণী) রহিয়াছে? কত কত না আশ্চর্য্যজনক কেলিসার (বিলাসোপযোগী) মণিময় ও স্বর্ণময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতরাজি প্রকাশ পাইতেছে? এই মহামোদ রূপ মেদস্বিনী (যাহাতে আমোদই হইয়াছে একমাত্র মেদ রূপ) ভূভাগ-সমূহে কত কত না জ্যোতিরাশি ইতস্ততঃ বিকীরণ হইতেছে? ৭৫॥

পশু পক্ষী বৃক্ষলতা কুঞ্জাদি কন্দরা বাপী কূপ তড়াগ সিন্ধু সরোবর এবং রত্নস্থলী বেদীর সহিত কালিন্দী পুলিন ও তত্রত্য সকলের সহিত বিরাজমান—শ্রীরাধামাধবের রূপে মোহিত, প্রেমে অন্ধ, সচ্চিদ্ঘন সমগ্র

অভ্যঙ্গং বসনান্তরা প্যভিষবং কিঞ্চিচ্চ তীর্থক্রিয়া
সংভুক্তিং বরগন্ধমাল্য বিলসত্তাম্বূল পর্ণ গ্রহম্।
সঙ্গীতানুভবং সহৈব শয়নং শ্যামেন সম্বাহনং
শ্রীসখ্যা প্রদয়োঃ স্মর ব্রজবধূত্তংসস্য বৃন্দাবনে ॥৭৭॥
মোহিন্যামপি নাস্তি মেহদ্ভুত মতিঃ কা পার্ব্বতী কোর্ব্বশী
কাবাহন্যা বরবর্ণিনী রতিযুতা যচ্চেটিকাঙ্গ চ্ছটাম্।
একামপ্যনুপশ্যতো হৃদি মহাসম্মোহন শ্যামল—
স্বান্তাত্যন্ত বিমোহিনী স্ফুরতু মে বৃন্দাবনাধীশ্বরী ॥৭৮॥
শ্রীরাধা চরণচ্ছটাম্বুধিঘনং তদ্ভক্তিভাবোদয়
দ্রোমাঞ্চং তত এব শিক্ষিত মভিব্যঞ্জৎ সুসঙ্গীতকম্।

বৃন্দাবনকেই ধ্যান করিতেছি ॥৭৬॥

তৈলাদি মর্দ্দন, বস্ত্র ব্যতিরেকে স্নান, তীর্থক্রিয়াদি, ভোজন, উত্তম গন্ধমাল্যাদি ও মধুর তাম্বূল বীটিকাদির গ্রহণ, সঙ্গীতানুভব ও শ্যামচন্দ্রের সহিত একত্র শয়ন, এবং ব্রজবধূ শিরোমণি শ্রীরাধার চরণ যুগলের শ্রীসখী কর্ত্তৃক সেবা প্রভৃতি বৃন্দাবনীয় লীলার স্মরণ কর ॥৭৭॥

যাঁহার চেটিকার (দাসীর) একটী মাত্র অঙ্গচ্ছটা নিরীক্ষণ করিয়া পার্ব্বতী, উর্ব্বশী বা অন্য কোনও রতিমতী বরাঙ্গনা দূরে থাকুন,—স্বয়ং মোহিনীতেও আমার অদ্ভুত মতি হয় না, মহা সম্মোহন শ্যামসুন্দরেরও মনোমোহকারিণী সেই বৃন্দাবনাধীশ্বরী আমার হৃদয়ে স্ফূরিত হউন ॥৭৮॥

শ্রীরাধা চরণ কান্তি সমুদ্র ঘন, তদ্ভক্তি ভাবোদয় হেতু রোমাঞ্চিত দেহ, তাঁহার নিকট হইতেই সুসঙ্গীত শিক্ষা করিয়া তাহার (সঙ্গীত বিদ্যার) প্রকটনকারী, তাঁহার প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের ও তাঁহার (শ্রীরাধার) প্রসাদ, বসন, অলঙ্কার, হার ও মাল্যধারণকারী (অথবা—তাঁহার বিচিত্র প্রসাদীকৃত বসন, অলঙ্কার, হার ও মাল্যাদি-প্রিয়) আমার ইষ্ট শ্রেষ্ঠ

চিত্রং তৎ প্রিয়তৎ প্রসাদ বসনালঙ্কার হার স্রজং
শ্রীবৃন্দাবিপিনে কদা ন্বনু ভবাম্যাত্মেষ্টতত্ত্বং বরম্ ॥৭৯॥
স্নিগ্ধ স্বর্ণ সুগৌর সুন্দর বপু র্লাবণ্য বণ্যাকৃতা-
দ্বৈতং নূতন যৌবন প্রতি পদাশ্চর্য্যাঙ্গ ভঙ্গী শতম্ ।
শ্যামেন্দু প্রথমানুরাগ বহুলোর্ম্মীভি র্মহান্দোলিতং
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জবাথিষু কদা দিব্যং তদীক্ষে মহঃ ॥৮০॥
একং বীক্ষ্য জিহ্রেতি যস্ত কবরী মন্যন্মুখং মোহনং
কিঞ্চিদ্ বক্ষসিজৌ দৃশৌ কিমপি যদ্দন্তাঽধরং কিঞ্চন ।
কিঞ্চিদ্ যদ্দ্যুতি মঞ্জরী রিতি মহাশ্চর্য্যং নিকুঞ্জোদরে
শ্যামোরঃ স্থল ভূষণং স্ফুরতি মে তদ্ধেম গৌরং মহঃ ॥৮১
ব্যঞ্জৎ কৈশোরমঙ্গং কণকরুচি নবানঙ্গ ভঙ্গী তরঙ্গং
নিত্যাশ্চর্যৈক শোভা প্রসরমতি মহা প্রেম বৈবশ্য মুগ্ধম্ ।

তত্ত্ব বস্তু কবে এই শ্রীবৃন্দাবনে অনুভব করিব ? ৭৯ ॥

স্নিগ্ধ স্বর্ণ গৌরকান্তিযুক্ত সুন্দর দেহ বিশিষ্ট, লাবণ্যবণ্যার সহিত অদ্বয়ী ভাব প্রাপ্ত (মূর্ত্তিমতী লাবণ্যবণ্যা,) নূতন যৌবনের প্রতি পদেই আশ্চর্য্যকর শত শত অঙ্গভঙ্গী প্রকাশনশীল, শ্যামচন্দ্রের নবানুরাগাতিশয্য রূপ তরঙ্গ সমূহ দ্বারা মহান্দোলিতচিত্ত—সেই (প্রসিদ্ধ) দিব্য জ্যোতির্ম্ময় বস্তু (শ্রীরাধাকে) কবে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জ পথে পথে নিরীক্ষণ করিব ? ৮০

যাঁহার (শ্যামের) কেশ বিন্যাস দেখিয়া একজন (শ্রীরাধা) লজ্জা পাইতেছেন—আবার অন্যজন (শ্রীহরি) অপর জনের (শ্রীরাধার) মোহন বদন দেখিয়া লজ্জিত হইতেছেন—এইভাবে একজনের স্তন যুগল, অপরের নয়ন যুগল, একজনের দন্তরাজি ও ওষ্ঠ এবং অপরের কান্তি মঞ্জরী সমূহ (দর্শনে পরস্পরের লজ্জা হইতেছে)—এবম্বিধ নিকুঞ্জ মধ্যে শ্রীশ্যামসুন্দরের বক্ষোদেশস্থ ভূষণ স্বরূপা হেম গৌরী (শ্রীরাধা) আমার চিত্তে স্ফূর্ত্তি

দিব্য স্রগ্বস্ত্রভূষাদ্যহহ সুভগয়ৎ স্বীয় লক্ষ্ম্যা দধত্তৎ
চিত্রীভূতালিবৃন্দং মিলতু নিজধনং ধাম বৃন্দাবনান্তঃ ॥৮২॥
নব রসিক কিশোরে নূতন প্রেম পূরে
নব রসময় বৃন্দারণ্য বীথী বিহারে।
নব নব প্রুরু শোভা মাধুরীণাং ধুরীণে
কণক মরকতাভে জ্যোতিষী মে হৃদি স্তাম্ ॥৮৩
বহু বিরচিত বেশসোরুদেশে নিবেশ্য
স্ফুট পুলক মজস্রং চুম্বতঃ শ্লিষ্যতশ্চ।
ননু কথমপি তল্পে ন্যস্যতোঽঙ্গং প্রিয়ায়াঃ
পরিচর চরণাব্জং রাধিকা নাগরস্য ॥৮৪॥

প্রাপ্ত হউন ॥৮১॥

যাঁহার অঙ্গ—ব্যক্তকৈশোর, স্বর্ণপ্রভ, নব কাম তরঙ্গের চাঞ্চল্য বিশিষ্ট, নিত্যই আশ্চর্য্য শোভা বৃদ্ধিকারক, এবং অতি মহাপ্রেমবৈবশ্য বশতঃ মনোহর—অহো! যিনি স্বীয় শোভা দ্বারাই দিব্য মাল্য বস্ত্র ভূষণাদিকে অশেষ সৌভাগ্যমণ্ডিত করিয়াছেন, এবং সখীগণকেও চিত্রার্পিতবৎ করিয়াছেন, সেই আমার নিজের ধন (সর্ব্বস্ব) শ্রীরাধা আমার দর্শন পথে আসুন—এই প্রার্থনা।৮২॥

নব প্রেম প্রবাহ বিস্তারকারী, নব রসময় বৃন্দাবন পথ বিহারী, নব নবায়মান বহুল আশ্চর্য্য শোভা মাধুর্য্য রাশিধারী, স্বর্ণমরকত প্রভা বিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় নব রসিক যুগলকিশোর আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন।

বহুবিধ বেশ ধারণকারী শ্রীরাধা-নাগর প্রিয়াকে কোনও প্রকারে শয্যায় শয়ন করাইয়া উরুদেশে স্থাপন করিয়া পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে অজস্র চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন—তাঁহার পাদপদ্ম পরিচর্য্যা কর।৮৪॥

রতত্রি ভবন মধ্যে গন্ধ তাম্বূল মাল্যে-
রতি মৃদুল বিলেপৈঃ সাধু সম্বাজনেন।
তদতি মদন মুগ্ধং ধামযুগ্মং কিশোরং
পরিচর হৃদি গৌরশ্যামলং দাস্য লাস্যঃ ॥৮৫॥
কৈশোরাদ্ভুত রূপ ভঙ্গি মধুরৈ রঙ্গৈ রনঙ্গাত্মকং
কুর্ব্বদ্ বিশ্বমতি প্রমুগ্ধ মুরলী বক্ত্রেন নিত্যাদ্ভুতম্।
সিঞ্চৎ কোমল কাঞ্চন দ্রবরুচাং বীচীভি রাশা দশ
প্রেমোৎকণ্ঠ্যভরেণ তদ্ভজ মনঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনম্ ॥৮৬॥
অয়ং বৃহদধীশ্বরো নগণিতাহবতারোহপ্যসৌ
শ্রিতো যদুপুরীময়ং মধুপুরীঞ্চ দিব্যাকৃতিঃ।
ব্রজে চ মথুরাপুরী-বন বরে ন গো গোপিকা-
সুহৃদ্ভি রহরন্মনো মম তু রাধিকা-কুঞ্জগঃ ॥৮৭॥

লতাগৃহ মধ্যে (বিরাজিত) অতিশয় কামমুগ্ধ গৌর শ্যামবর্ণ যুগল-কিশোরকে গন্ধ, তাম্বূল মাল্য প্রভৃতির অর্পণে, অতি মৃদুল বিলেপনাদি দ্বারা ও উত্তম ব্যজনান্দোলন দ্বারা দাস্য রসাবিষ্ট হৃদয়ে পরিচর্য্যা কর ॥৮৫

হে মন ! যে ধাম কৈশোরের অদ্ভুত রূপ ভঙ্গী মাধুর্য্য মণ্ডিত অতিশয় মনোহর মুরলী বদন (শ্যামসুন্দর) দ্বারা বিশ্বকে নিত্যই অদ্ভুত কামাত্মক করিতেছেন, যে ধাম (শ্রীরাধার) কোমল তপ্ত স্বর্ণকান্তি তরঙ্গ দ্বারা দশদিক অভিষিক্ত করিতেছেন—প্রেমোৎকণ্ঠাভরে সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনেরই ভজন কর ॥৮৬॥

ইনি (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র) অগণিত-অবতারের অবতারী মহাধীশ্বরই হউন, অথবা দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যদুপুরী (দ্বারকা) বা মধুপুরী (মথুরা) আশ্রয় করুন, আমার তাহাতে মন হরণ হয় না ; আর মথুরা পুরীর শ্রেষ্ঠ বন ব্রজেও যখন গো, গোপিকা ও বয়স্যগণ বেষ্টিত থাকেন

কামাত্ম জ্যোতিরেকং সুবিমল বিমলং প্রোজ্জ্বলপ্রোজ্জ্বলং যন্
মাধুর্য্যা পার সিন্ধোরপি মধুরতরং মাদকং মাদকানাম্।
পারাবারাতিশূন্যং সকল সুখ চমৎকার বিস্মারকং তন্
মধ্যে বৃন্দাবনং তদ্‌ব্রততি গৃহগতৌ পশ্য মুগ্ধৌ কিশোরৌ ॥

মধুর মধুর পূর্ণ প্রেমপীযূষ সিন্ধো
ঘনমিদ মতিরম্যং ভাতি বৃন্দাবনাখ্যম্।
তদধি ললিত গৌরশ্যাম ধাম স্মরামঃ
স্মর-বিবশ কিশোর দ্বন্দ্বমানন্দ কন্দম্ ॥৮৯

আত্মেশ্বরী পরম গূঢ় তরেঙ্গিতজ্ঞং
তত্তৎ প্রিয় প্রণয় লৌল্যভর স্বভাবম্।
স্বাত্মৈক পক্ষ বচনা চরণ প্রবীণং
বৃন্দাবনে স্মর নিজং স্মর খেলতত্ত্বম্ ॥৯০

তখনও আমার তত আনন্দ হয় না ;) কিন্তু ইনি যখন শ্রীরাধাকুঞ্জগ-(শ্রীরাধাকুঞ্জ গমনশীল)' হন, তখনই আমার মনোহরণ হইয়া থাকে ॥৮৭॥

শ্রীবৃন্দাবন—একমাত্র কামাত্মক জ্যোতিরই প্রকাশশীল, সুবিমল হইতেও অতি সুবিমল, প্রোজ্জ্বল হইতেও প্রোজ্জ্বলতর, মাধুর্য্যের অপার সমুদ্র হইতেও মধুরতর, মাদকতারও মত্ততাবিধায়ক, পারাবার বিহীন, সকল সুখ চমৎকারিত্ব বিস্মরণকারী। ঐ স্থলের লতাগৃহে উপনীত পরম মনোহর যুগলকিশোরকে দর্শন কর ॥৮৮॥

মধুর হইতেও সুমধুর, পূর্ণ প্রেমামৃত সমুদ্রের ঘনীভূত অতি রমণীয় (বস্তু স্বরূপে) এই শ্রীবৃন্দাবনাখ্য ধাম প্রতিভাত হইতেছেন। তন্মধ্যে কাম-বিবশ, আনন্দকন্দ (বীজ) সুললিত গৌরশ্যামাঙ্গ যুগলকিশোরকে আমরা স্মরণ করিতেছি ॥৮৯॥

শ্রীবৃন্দাবনে প্রাণেশ্বরীর পরম নিগূঢ়তর ইঙ্গিতজ্ঞ, প্রিয়তমযুগলের

উৎফুল্ল দ্রুমবল্লি মঞ্জুলতরং শিঞ্জৎ ষড়ঙ্ঘ্রি-জ্জ্বলন্
নানা রত্নময় স্থলী ততি লসচ্ছ্রী পুঞ্জ কুঞ্জাবলি।
নৃত্যন্মত্ত ময়ূর বৃন্দমণ্ডিতঃ পক্ষীন্দ্র-কোলাহলং
রাধাকৃষ্ণ বিহার কৌতুকময়ং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥৯১॥

তৎ কালিন্দী বিপুল পুলিনং সা চ বৃন্দাবন শ্রীঃ
সা সুচ্ছায়া নিবিড় নিবিড়া শ্রীকদম্ব দ্রুমাণাম্।
সা বৈদগ্ধীময় নববয়ঃ শ্রীসখীমণ্ডলী তে
গৌরশ্যামে রসিকমহসী কস্য নো মোহনায় ॥৯২॥

প্রত্যঙ্গং দিব্য বাসঃ প্রসরতি মধুরাশ্চাতি নির্ভান্তি ভাসঃ
প্রেম্নো নানা বিকারাঃ প্রতিপদমধিকো মাধুরীণাং প্রবাহঃ

সেই সেই প্রণয় চাঞ্চল্যময় স্বভাব বিশিষ্ট নিজ পক্ষের (যূথের) বচনের অনুকূল আচরণ কুশল, নিজ কাম খেলাপর তত্ত্ব (স্বরূপকে) স্মরণ কর ॥৯০

প্রস্ফুটিত বৃক্ষলতার শোভায় মঞ্জুলতর, গুঞ্জনকারী ভ্রমরগণ সংব্যাপ্ত, জাজ্জ্বল্যমান নানা রত্নময় স্থলী সমূহ ভূষিত, নানা সৌন্দর্য্যযুক্ত কুঞ্জ সমূহ দ্বারা মণ্ডিত—নৃত্যপরায়ণ মত্ত ময়ূরগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ সঞ্চাল্যমান, বিহগরাজগণ কর্ত্তৃক কোলাহল মুখরিত এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অশেষ বিহার কৌতুক দ্বারা পরিপূর্ণ—শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিতেছি ॥৯১॥

সেই কালিন্দীর বিপুল পুলিন—সেই বৃন্দাবন শোভা, সেই সুন্দর কদম্ব বৃক্ষ সমূহের ঘন ঘন সুশীতল ছায়া—সেই বৈদগ্ধীময় নববয়ঃ শোভা-যুক্ত সখীমণ্ডলী, এবং সেই গৌর শ্যাম রসিক বিগ্রহযুগল কাহার না মোহ জন্মাইয়া থাকেন ? ৯২ ॥

প্রতি অঙ্গে দিব্য সুগন্ধি বিস্তার হইতেছে—অতি মধুর প্রভা রাশি প্রকাশ পাইতেছে—প্রতি পদেই প্রেমের নানা বিকার ও মাধুরী প্রবাহ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে—সৌন্দর্য্য সমুদ্রের পরাকাষ্ঠা ও নিরন্তর রতি

সৌন্দর্য্যাম্ভোধি ভূমা নিরবধি রতি বর্দ্ধিষ্ণু কন্দর্প লৌল্যং
বৃন্দারণ্যেশয়োর্যে হৃদি দধতি পদং তান্নমো ভূরিভাগান্ ॥
গৌরশ্যাম সুনাগর দিব্য কিশোরদ্বয়ং সদা যত্র।
নব নব কেলি বিলাসৈ র্বিহরতি বৃন্দাবনং তদেব ভজ ॥৯৪
বৃন্দাবনমিব বৃন্দাবন মতি মধুরং তদেব বন্দেঽহম্।
রাধাকৃষ্ণাবিব তৌ রাধাকৃষ্ণৌ সদা রতৌ যত্র ॥৯৫॥
জ্যোতিঃ কিঞ্চন জাজ্বলীতি পরমং মায়াগুণেভ্যঃ পরং
সান্দ্রানন্দ মনন্ত পার মমলং বিদ্যা রহস্যং মহৎ।
আদ্য প্রেম রসাত্ম তত্র সুচমৎকারাং মহামাধুরী-
ধারাং বিভ্রদুদেতি ধাম পরম ভ্রাজিষ্ণু বৃন্দাবনম্ ॥৯৬॥

বর্দ্ধনশীল কন্দর্পচাঞ্চল্য প্রকট হইতেছে। যাঁহারা এই বৃন্দাবনাধীশ যুগলের পদকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন—সেই মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণকে নমস্কার করি ॥৯৩॥

যে স্থানে গৌরশ্যাম সুনাগর দিব্য যুগলকিশোর সর্ব্বদা নব নব কেলি বিলাসাদি সম্পাদন করিয়া বিহার করিতেছেন—সেই বৃন্দাবনেরই ভজন কর ॥৯৪॥

যে স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই মত (অতুলনীয়) শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা রমণ করিতেছেন (অথবা আসক্তচিত্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন,) সেই অতি মধুর শ্রীবৃন্দাবনেরই মত শ্রীবৃন্দাবনকে আমি বন্দনা করি ॥৯৫॥

মায়াগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) ত্রয়ের ওপারে কোনও (অনির্ব্বচনীয়) পরম (ব্রহ্ম) জ্যোতিঃ জাজ্বল্যমান হইতেছে, তাহা সান্দ্রানন্দাত্মক, অনন্তপার, অমল, বিদ্যা রহস্য পূর্ণ এবং মহৎ। তদুপরি আদ্যপ্রেম রসাত্মক (শৃঙ্গাররস বহুল) সুচমৎকারজনক মহামাধুরী রাশির সহিত পরম দীপ্তিযুক্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনই উদিত হইতেছেন ॥৯৬॥

তত্রাশ্চর্য্যফল প্রসূনভরিতে রাশ্চর্য্য খেলং খগ-
ব্রাতানাং পরিতো মহাকলকলৈঃ কর্ণামৃতৌঘোপমৈঃ।
মাধ্বীমত্ত মধুব্রতাহ্বলি কলধ্বানৈ র্মনোহারিভি-
র্দিব্যানেকলতা মহীরুহগণৈঃ কৃষ্ণপ্রিয়ৈ র্মণ্ডিতে* ॥৯৭॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় দিব্য গন্ধ তুলসী ভেদৈ রনন্তৈ স্তথা
সন্তানৈ র্হরিচন্দনৈ রগণিতৈঃ কল্পদ্রুমাণাং বনৈঃ।
দিব্যানেক সুপারিজাত বিপিনৈ র্মন্দার বৃন্দৈ রপি
ভ্রাজিষ্ণৌ হরিবল্লভৈশ্চ বহুশো নীপৈঃ কদম্বৈ র্বৃতে ॥৯৮
তত্তৎ কাঞ্চন হৈর মারকতলসদ্ বৈদূর্য্য বর্য্যস্থলী-
রঙ্গে মত্ত শিখণ্ডি মণ্ডল মহানন্দ স্ফুরত্তাণ্ডবে।
নানা চিত্র মৃগীগণৈঃ সচকিতা লোকেন চেতোহরৈঃ
শোভাং বিভ্রতি সর্ব্বতঃ প্রসৃমরানন্তচ্ছটা সৌরভে ॥৯৯

সেই স্থল আশ্চর্য্য ফল পুষ্প পূর্ণ, চতুর্দ্দিকে আশ্চর্য্য খেলনমত্ত পক্ষিগণের কর্ণামৃতরাশিদায়ক মহা কলকল ধ্বনি মুখরিত, মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরগণের মনোহারী অব্যক্ত মধুর ধ্বনিযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় দিব্য দিব্য অনেক বৃক্ষ লতা প্রভৃতি দ্বারা সংশোভিত ॥৯৭॥

অনন্ত অনন্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় দিব্য গন্ধ নানাবিধ তুলসীবৃক্ষ—অগণিত সন্তান, হরিচন্দন ও কল্পবৃক্ষ বন সমূহ—দিব্য দিব্য অনেক সুন্দর পারিজাত কানন ও মন্দার বৃক্ষসমূহ দ্বারা শোভিত—শ্রীহরিবল্লভ নীপ কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষগণ মণ্ডিত—॥৯৮॥

সেই সেই স্বর্ণ, হীরক, ইন্দ্রকান্ত প্রভৃতি খচিত বৈদূর্য্য মণি নির্ম্মিত সুন্দর স্থলীর রঙ্গমঞ্চ—মত্ত ময়ূর সমূহের মহানন্দজনক তাণ্ডবনৃত্য—চিত্তহারী নানা বিচিত্র মৃগীগণের সচকিত দৃষ্টিপাত—সর্ব্বদিকে বিস্তৃত

* এই তৃতীয় শতকের ৯৭ শ্লোক হইতে ৪র্থ শতকের ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত কুলক।

কহ্লারোৎপল পুণ্ডরীক কুমুদাদ্যাশ্চর্য্য পুষ্পশ্রিয়া
মাদ্যচ্চিত্র বিহঙ্গ যূথ রচিতা ত্যানন্দ কোলাহলৈঃ।
দিব্যানেক সরিৎ সরোভি রসকৃচ্ছ্রীরাধিকা কৃষ্ণয়ো
রাশ্চর্য্যৈঃ কলকেলিভিঃ সুমধুরে তৎ প্রেমসারাত্মভিঃ ॥১০০
জাতীকানন যূথিকা বন নব প্রোৎফুল্ল মল্লীবনৈ
র্বাসন্তী নব কেতকী বন নব শ্রীমালতী কাননৈঃ।
যাবন্ত্যা বন ঝিণ্টিকা নব লসচ্ছেফালিকা কাননৈ
রুন্মীলন্নব মালিকা নব বনৈঃ সুস্বর্ণ যূথী বনৈঃ ॥১০১॥
পুন্নাগৈঃ করবীরকৈ র্মরুবকৈঃ সৎকর্ণিকারৈ র্লসৎ
কুব্জৈঃ কুন্দবনৈ রশোক বকুলৈ র্ভূচম্পকৈ শ্চম্পকৈঃ।
অম্লানৈঃ স্থল পঙ্কজৈ র্দমনকৈ র্দিব্যৈঃ শিরীষদ্রুমৈঃ
সর্ব্বর্ত্তু প্রবিকাশভি র্নব নবামোদৈ র্মনোহারিণি ॥১০২॥

অনন্ত সুগন্ধি দ্রব্যের শোভাযুক্ত—॥৯৯॥

কহ্লার, উৎপল, পুণ্ডরীক, কুমুদ প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পুষ্প শোভায় মত্ত বিচিত্র বিহঙ্গম সমূহের আনন্দ কোলাহল ধ্বনি মুখরিত—দিব্য দিব্য নদী সরোবরাদি বহুল, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসারাত্মক বহু আশ্চর্য্য অব্যক্ত রসময় কেলি বিলাসাদি দ্বারা সুমধুর—॥১০০॥

জাতীকানন, যূথিকাবন, নব প্রস্ফুটিত মল্লিকাবনাদি—বাসন্তীবন, নব কেতকীবন, নব সৌন্দর্য্য পূর্ণ মালতীকানন সমূহ, যাবন্ত্যাবন, ঝিণ্টী-বন, নূতন শোভমান শেফালিকা কানন—বিকাশোন্মুখ নব মালিকার নব বন, সুন্দর স্বর্ণযূথিকার বনাদি দ্বারা সংশোভিত—॥১০১॥

পুন্নাগ, করবীর, মরুবক, সুন্দর কর্ণিকার, মনোহর কুব্জ—(পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ,) কুন্দবন, অশোক, বকুল, ভূমিচম্পক, চম্পক, অম্লান স্থলপদ্ম, দমনক, দিব্য দিব্য শিরীষ বৃক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ব ঋতুতে বিকাশশীল নব নব

কহ্লারোৎপল পদ্ম কৈরবমুখাহ্ সংখ্য প্রসূনৈঃ স্ফুটৈঃ
হংসৈঃ সারস চক্রবাক মিথুনৈঃ কারণ্ডবাদ্যৈঃ খগৈঃ।
অত্যানন্দ মদোরু খেলন কলধ্বানৈ র্মহারম্যয়া
ভৃঙ্গাযূথশতৈ র্ভ্রমদ্ভি রভিতো গুঞ্জদ্ভি রামঞ্জুলে ॥১০৩॥
আশ্চর্য্যৈ র্হরিরাধিকা বিহরণৈঃ কন্দর্প দর্পোদ্ধুরৈঃ
শুদ্ধ শ্যাম রস প্রবাহ লহরী বিস্ফূর্জ্জদাবর্ত্তয়া।
পীযূষাধিক মাধুরী ভর ধুরীণা স্বাদ্য শীতাম্ভসা
কালিন্দ্যা বর রত্ন বদ্ধ তটয়া ক্রোড়ীকৃতে দিব্যয়া ॥১০৪॥
আশ্চর্য্যৈ র্মণি পর্ব্বতৈ রতি মহাশোভাঢ্য সৎ কন্দরৈ
শ্চিজ্জ্যোৎস্নামৃত নির্ঝরৈঃ কণক রত্নাম্ভঃ সরিচ্ছোভিতৈঃ।
প্রত্যগ্রাদ্ভুত বল্লি-মণ্ডপবরৈ রাশ্চর্য্য রত্ন দ্রুমৈ
র্নানা রত্নময় স্ফুরৎ খগমৃগৈ রত্যাদ্ভুতৈঃ শোভিতে ॥১০৫॥

গন্ধযুক্ত পুষ্প বৃক্ষ রাজি দ্বারা মনোহারী—॥১০২॥

কহ্লার, উৎপল, পদ্ম, কৈরব প্রমুখ অসংখ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধে এবং হংস, যুগলিত সারস চক্রবাক প্রভৃতি ও কারণ্ডবাদি পক্ষি নিচয়ের অতি আনন্দ মদ হেতু বহু বহু খেলাজনিত কলকল ধ্বনিতে মহারমণীয়। ইতস্ততঃ সঞ্চরমান ভ্রমরীগণের শত শত যূথের গুঞ্জন দ্বারা সম্যক মঞ্জুল—

শ্রীরাধাকৃষ্ণের আশ্চর্য্যজনক কাম দর্পময় বিবিধ বিহার দ্বারা সংব্যাপ্ত; বিশুদ্ধ শ্যামরস (শৃঙ্গার) প্রবাহ তরঙ্গযুক্ত আবর্ত্ত (ঘূর্ণা) বহুলা, অমৃত হইতেও অধিকতর মাধুর্য্যময় অতি উৎকৃষ্ট আস্বাদ্য শীতল জল পূর্ণা, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্ন সমূহ দ্বারা খচিত তট বিশিষ্টা ও দিব্যা শ্রীকালিন্দী কর্ত্তৃক ক্রোড়ীকৃত—(এই বৃন্দাবনে……) … ॥১০৪॥

আশ্চর্য্য মণিময় পর্ব্বতরাজি, তাহাতে আবার অতি মহা শোভাপূর্ণ গহ্বর, চিজ্জ্যোৎস্নার অমৃত নির্ঝর এবং স্বর্ণরত্নময় জলযুক্ত নদী সমূহ দ্বারা

উন্মীল ত্তদুপত্যকোদিত রহো বল্লীগৃহৈ র্ভূষিতে
ভ্রাজন্মোহন পুষ্পবাটিক উরু শ্রীমৎ স্থলী চিত্রিতে।
প্রোন্মীল দ্রসপুঞ্জ রঞ্জিত মহা কুঞ্জাবলী মঞ্জুলে
শ্রীশ্যামেন সহালি তদ্দয়িতয়া ক্লিপ্তে চ দিব্যে বনে ॥১০৬॥
নানা দিব্য বিচিত্র বর্ণ তনুভি র্দিব্যাঙ্গরাগস্রগা-
কল্পৈ র্দিব্য কিশোর মোহন বয়ঃ শোভা চমৎকারিভিঃ।
দিব্যানেক কলাতি কৌশল কৃতা নন্দৈ র্নিজ প্রেয়সোঃ
প্রেমান্ধৈঃ পরিমণ্ডিতেঽতিললিতে রাধাসখী মণ্ডলৈঃ ॥১০৭
চারু শ্রোণিভরৈ র্বলিত্রয় বলৎ ক্ষামোদরৈ র্মোহনা-
কার শ্রীস্তনযুগ্ম কঞ্চুকলসন্মুক্তাবলী মণ্ডিতৈঃ।

সংশোভিত—নূতন অদ্ভুত লতাগৃহাবলি, আশ্চর্য্য রত্ন বৃক্ষ সমূহ, নানা রত্নময় খগমৃগ সংব্যাপ্ত এবং এবম্বিধ অন্যান্য অদ্ভুত বস্তু নিচয় দ্বারা শোভিত······ ॥১০৫॥

তাহাতে প্রকাশমান উপত্যকা স্থিত নির্জন লতাগৃহ সমূহ দ্বারা ভূষিত; দীপ্তিশীল মোহন পুষ্পবাটিকারাজি দ্বারা ও বহু শোভা পূর্ণ স্থান সমূহ দ্বারা বিচিত্রিত; উদীয়মান রস সমূহ দ্বারা রঞ্জিত মহাকুঞ্জাবলি কর্ত্তৃক মঞ্জুল (মনোহর ;) সখীগণ সহ শ্রীশ্যামসুন্দর ও তাঁহার দয়িতা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক উপকল্পিত (অঙ্গীকৃত) এই দিব্য বনে·········॥১০৬॥

নানা দিব্য বিচিত্র বর্ণ দেহ, দিব্য অঙ্গরাগ, মাল্য বেশাদি দ্বারা,—দিব্য কিশোর মোহন বয়সের শোভা চমৎকারাদি দ্বারা,—দিব্য নানা কলার (বিদ্যার) অতি কৌশলজনিত আনন্দ দ্বারা,—নিজ প্রিয়তমযুগলের প্রেমে অন্ধ শ্রীরাধা সখীমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিশোভিত, অতি ললিত······ ১০৭

সেই সখীগণেরও আবার শ্রোণী (কটিদেশ) অতি সুচারু, বলিত্রয়-যুক্ত ক্ষীণ উদর, মোহনাকার সুন্দর স্তনযুগলের উপরের কঞ্চুকে (কাঁচুলিতে)

তাটঙ্ক দ্যুতিদীপ্তগণ্ড মুকুরৈঃ শ্রীনাসিকাগ্র স্ফুর-
দ্রত্ন স্বর্ণ নিবদ্ধ মৌক্তিক বরৈঃ কান্ত্যা জগন্মোহনৈঃ ॥১০৮
প্রেষ্ঠ দ্বন্দ্ব মহাপ্রসাদ বসনাহহ্ কল্পস্রগাদ্যুজ্জ্বলৈ
স্তপ্ত স্বর্ণ সুগৌরমোহন তনু জ্জ্যোতি র্জগৎ পূরকৈঃ।
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ পরম প্রেমৈক জাবাতুভি
স্তত্ত দ্দিব্য নিজাধিকার কলয়া প্রাণদ্বয় প্রীণনৈঃ ॥১০৯॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতী বিরচিতে
তৃতীয়ং শতকম্।

মুক্তাবলির শোভা প্রতিফলিত; তাটঙ্কের দীপ্তিতে তাঁহাদের গণ্ডদেশ উদ্দীপ্ত—সুন্দর নাসাগ্রভাগে রত্ন স্বর্ণ নিবদ্ধ মুক্তাবর স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তাঁহাদের কান্তি জগন্মোহন করিতেছে ॥১০৮॥

তাঁহারা প্রিয়তমযুগলের মহাপ্রসাদ, বস্ত্র, বেশ, মাল্যাদি ধারণ করিয়া উজ্জ্বল হইয়াছেন—তপ্ত সুবর্ণবৎ সুগৌর মোহন দেহ কান্তিতে জগৎ পূর্ণ করিতেছেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দে পরম প্রেমই তাঁহাদের একমাত্র জীবাতু (জীবনৌষধি) এবং সেই সেই নিজ অধিকৃত কলাবিদ্যা দ্বারা প্রাণপ্রিয়তম দ্বয়কে প্রীত করিতেছেন ॥১০৯॥

শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতের তৃতীয় শতক সমাপ্ত।

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্।

চতুর্থং পঞ্চমং ষষ্ঠঞ্চ শতকম্।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীতম্।

শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক অনূদিত।

শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ দাস শাস্ত্রবিনোদ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

ও

৺পুরী শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী

শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস বাবাজি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীবৃন্দাবন।

৪৫০ শ্রীচৈতন্যাব্দা।]

[মূল্য /১০ মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

বিশাখপাট্টনা মাড়ুগুলু রাজ্যের অধীশ্বরী সম্প্রতি
৺পুরীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির নিবাসিনী

শ্রীমতী চন্দ্রমণি পট্ট মহাদেবী

চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের

এবং

তত্রত্য হরিভক্ত

শ্রীমান্ বিদ্যাধর রায় মহোদয়

ষষ্ঠ শতকের

মুদ্রণ ব্যয় ভার বহন করিয়া বৈষ্ণব সমাজের
কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

Printed by M. L. GUPTA,
at the H. D. Electric Printing Works, Muttra.

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্।

চতুর্থ শতকম্।

কুজন্নূপুরকাঞ্চিদামললিতৈঃ পাদাঙ্গুলীয়ৈঃ স্ফুরৎ
শ্রীপাদাঙ্গদশোভিতৈর্বরমণী কেয়ূরচূড়াগণৈঃ।
শ্রীমৎপীননিতম্ব দোলিত শিখা সদ্‌গুচ্ছবেণী লতা-
মূলাবেষ্টিত ফুল্লমল্লিবিপুল স্রগ্‌বিভ্রমৎষট্‌পদৈঃ ॥ ১ ॥
বিভ্রাজদ্বর কম্বুকণ্ঠপদকৈঃ শ্রীহস্তরক্তাম্বুজ-
স্ফুর্জ্জদ্রত্ন ময়াঙ্গুলীয়রুচিভিঃ কৈশোর নিত্যোদয়ৈঃ।
বৈদগ্ধীপরপারগৈ রতিমহাসঙ্গীত বিদ্যাময়ৈঃ
শ্রীরাধানুচরীগণৈঃ শ্রুতিশিরো দূরাতিদূরেহিতৈঃ ॥ ২ ॥

শব্দায়মান নূপুর ও মেখলা রজ্জু দ্বারা তাঁহাদের পাদাঙ্গুলি ভূষণ সমূহ অতি মনোহর হইতেছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মণিময় কেয়ূর ও চূড়া সমূহের সহিত অতি সুন্দর পাদাঙ্গদের (নূপুরের) শোভায় বিভূষিত হইতেছেন ; সুন্দর স্থূল নিতম্বদেশে কেশরাশি গুচ্ছবদ্ধ বেণীলতারূপে দোলিত হইয়াছে, তন্মূলে প্রস্ফুটিত মল্লিকার বিশাল মালা—তাহাতেও পুনঃ ভ্রমর সকল বিচরণ করিতেছে—॥ ১ ॥

সেই শ্রীরাধাদাসীগণ সুন্দর শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবাদেশে ও কণ্ঠে পদক ধারণ করিয়াছেন, শ্রীহস্ত রক্তপদ্মবৎ, তাহাতে আবার রত্নময়

সর্ব্বাভীরকিশোর সুন্দরবধূ দুষ্প্রাপ পাদাম্বুজ-
চ্ছায়ৈঃ সর্ব্ববিদগ্ধতা নিখিলসদ্দাসীগণৈঃ সেব্যয়া।
তদ্দ্বন্দ্ব প্রণয়োত্থ সান্দ্রপুলক শ্রীমৎসখী মণ্ডলৈঃ
কামাবেশ সদা মুদা কুলতয়া রাত্রিন্দিবং লাল্যয়া ॥৩॥
স্বালী স্বপ্রিয় কিঙ্করীগণ লসত্তারাবলী মধ্যতঃ
স্ফূর্জ্জৎসৌভগ সান্দ্রচন্দ্রকলয়েবাত্যদ্ভুত জ্জ্যোতিষা।
একৈকাঙ্গ তরঙ্গিতাদ্ভুত মহাগৌর চ্ছটৈকাম্বুধে-
র্বীচীভিঃ স্বরসোৎসবাত্মভি রহো সংপ্লাবিতাহশেষয়া ॥৪॥
কৈশোরাঙ্কুর কোমলাঙ্গ বলনা মাধুর্য্য বিস্মাপক
স্নিগ্ধস্বর্ণ সুগৌরসুন্দররুচিঃ প্রেমোর্ম্মিপূর্ণাশয়া।

অঙ্গুরীয়ের কান্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে ; তাঁহারা নিত্যই কৈশোরবয়স্কা, বৈদগ্ধীর (নিপুণতার) চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত ও রতিবিলাসাদির মহা সঙ্গীত-বিদ্যাশালিনী, (অথবা—মহা সঙ্গীত বিদ্যায় অতি সুনিপুণা) ; শ্রুতি শিরোমণিগণও তাঁহাদের চেষ্টা অণুমাত্রও বুঝিতে পারে না ॥ ২ ॥

গোপকিশোর সকলের সুন্দরী বধূগণ পর্য্যন্ত যাঁহাদের পাদপদ্ম-ছায়াও দেখিতে পায় না, এবম্বিধ সর্ব্বনৈপুণ্যনিধি দাসীগণ কর্ত্তৃক সেব্য—(শ্রীমতী)। সেই যুগল কিশোরের প্রণয়জাত গাঢ় পুলকাবলিরূপ শোভাশালিনী সেই সখীসমূহ কর্ত্তৃক তিনি কামাবেশ বশতঃ মহানন্দে আকুল হওয়ার দরুণ দিবারাত্র লাল্যমানা হইতেছেন ॥ ৩ ॥

(শ্রীমতী) নিজ সখী ও প্রিয় দাসীগণ স্বরূপ তারাসমূহ মধ্যে যেন অতি অদ্ভুত জ্যোতিঃপূর্ণ সৌভাগ্যঘন পূর্ণচন্দ্র-কলারূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। অহো ! প্রতি অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত অদ্ভুত মহা গৌরকান্তিরই একমাত্র সমুদ্রের নিজ রসোৎসবাত্মক তরঙ্গমালা দ্বারা নিখিল জগৎকে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

তিনি কৈশোরারম্ভেই কোমল অঙ্গ গঠনাদির মাধুর্য্যে বিস্ময়োৎপাদক

সম্পূর্ণাতিবিশুদ্ধ মাদক মহাস্বাদ্যৈক রত্যাত্মনা
কুর্ব্বন্ত্যা পশুপক্ষিভূরুহলতাদীনাং মুহু র্মোহনম্ ॥ ৫ ॥
শ্রীগৌর্য্যাদি সমস্তদিব্য বনিতারূপৈকবিপ্রুড়্মহা-
রূপৈকাম্বুধি কোটি কোটি সুচমৎকারা করাঙ্গশ্রিয়া ।
দিব্যানেক বিচিত্র মন্মথকলা চাতুর্য্য সীমান্তয়া
শ্যামপ্রেমরসা মুহু র্মুহু রতিপ্রোদঞ্চি রোমাঞ্চয়া ॥ ৬ ॥
কাঞ্চী নূপুরহার কঙ্কণ মণীতাটঙ্কচূড়াবলী
কেয়ূরাবলি মুদ্রিকা প্রবিলসন্নাসাগ্র সম্মুক্তয়া ।
শ্রীমৎপীন নিতম্বদোলিত মহাবেণ্যগ্র সদ্গুচ্ছয়া
সীমন্তোজ্জ্বলরত্নয়া সুকুসুম শ্রীবেণী মূলস্রজা ॥ ৭ ॥

স্নিগ্ধ-স্বর্ণ সুগৌর-সুন্দরকান্তি-বিশিষ্ট প্রেম-তরঙ্গ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিতেছেন ; সম্পূর্ণ অতি-বিশুদ্ধ মত্ততাকারী মহা সুস্বাদু মুখ্য (শৃঙ্গার) স্বরূপ দ্বারা পশু, পক্ষী, বৃক্ষ-লতাদির পর্য্যন্ত মুহুর্মুহু মোহ সমুৎপাদন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

শ্রী (লক্ষ্মী), গৌরী প্রভৃতি দিব্য নারীগণের রূপ যাঁহার মহারূপ-সাগরের একবিন্দুমাত্র (এক্ষণে) তিনি সেই রূপ-সাগরের কোটি কোটি গুনিত সুচমৎকারিত্বজনক অঙ্গ-সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছেন। অনেক দিব্য দিব্য বিচিত্র কাম-কলা চাতুর্য্যের সীমাও ইহাঁর আয়ত্তীকৃত এবং ইনি শ্যামসুন্দরের প্রেমরসে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত কলেবর হইতেছেন ॥৬॥

যিনি কাঞ্চী, নূপুর, হার, কঙ্কন, মণিময় কর্ণভূষণ, চূড়াসমূহ, কেয়ূর সকল, ছাপের আঙ্গুটি প্রভৃতি ভূষণে মণ্ডিত—যাঁহার নাসাগ্রে দোদুল্য-মান মুক্তা ও স্থূল নিতম্বদেশে গুচ্ছবদ্ধ মহাবেণীর অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে, সীমন্তদেশে উজ্জ্বল-রত্ন শোভা পাইতেছে, বেণীর মূলদেশে সুগন্ধি কুসুমের মালা বিরাজ করিতেছে ॥ ৭ ॥

সিন্দূরোজ্জ্বল বিন্দুসুন্দরদল স্বর্ণেন্দুভালশ্রিয়া
ভ্রূভঙ্গীভি রনঙ্গকোটিমতিমর্য্যাদাং সৃজন্ত্যা মুহুঃ।
খেলল্লোচন খঞ্জরীট কলয়া স্তব্ধীকৃত প্রেয়সো
লীলালোলকটাক্ষ কামবিশিখৈ র্মূর্চ্ছাং দদত্যা মুহুঃ ॥ ৮ ॥
সব্রীড়স্মিত চন্দ্রিকাঙ্কুর চমৎকারৈ র্মন শ্চোরয়-
ন্ত্যালাপৈশ্চ সুশীতলামৃতরস স্যন্দাধিক স্বাদুভিঃ।
দ্যোতদ্দাড়িম পুষ্পারোচি রধরামর্য্যাদ মাধুর্য্যয়া
লাবণ্যামৃতপূর্ণ চারুচিবুক শ্যামৈকবিন্দুশ্রিয়া ॥ ৯ ॥
স্নিগ্ধস্নিগ্ধ সুকোমলায়ত মহালাবণ্য বণ্যাময়-
স্ফূর্জ্জৎ স্বর্ণবিনির্ম্মিতৈক মুকুরোন্মীলৎ কপোলত্বিষা।
বিভ্রত্যাহতি সুপক্ক দাড়িমলসদ্ বীজাবলী সুন্দর-
শ্রীমন্মৌক্তিক দন্তপংক্তি মতুলাং তাম্বূলকল্কাঙ্কিতাম্ ॥১০॥

কপালের একদেশে উজ্জ্বল সুন্দর সিন্দূরবিন্দু ধারণ করাতে স্বর্ণচন্দ্রের শোভা প্রকাশ হইতেছে, যিনি মুহুর্মুহু ভ্রূভঙ্গী সমূহ দ্বারা অনন্ত কোটি কামদেব সৃষ্টি করিতেছেন,—যিনি নর্ত্তনপরায়ণ লোচন-খঞ্জনের কলা-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন এবং লীলাবশতঃ চঞ্চল কটাক্ষ-কামবাণ সমূহ দ্বারা স্তব্ধীকৃত প্রিয়তমের মুহুর্মুহু মোহ সমুৎপাদন করিতেছেন—॥৮॥

যিনি লজ্জাযুক্ত মৃদু মধুর হাস্যরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশের চমৎকারিত্ব দ্বারা ও সুশীতল অমৃত-রস-বিন্দু হইতেও অধিক সুস্বাদু আলাপাদি দ্বারা মনোহরণ করিতেছেন—বিদ্যোতমান দাড়িম পুষ্পের মত কান্তিবিশিষ্ট অধরের অসীম মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছেন এবং লাবণ্যামৃতপূর্ণ সুন্দর চিবুকে একটিমাত্র শ্যামবিন্দু ধারণে পরম শোভমানা হইয়াছেন—॥৯॥

অতি স্নিগ্ধ সুকোমল বিস্তৃত মহালাবণ্য-বণ্যাময় গণ্ডস্থলের সুষমা স্বর্ণবিমণ্ডিত দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যাঁহার মুক্তাবৎ

শ্রীনাসা তিলপুষ্প শোভিত মণিস্বর্ণাক্ত সন্মৌক্তয়া
কন্দর্পাদ্ভুত হেমতূণযুগল শ্রীনাসিকা শোভয়া।
তাম্বূলৈকরসাক্ত রেখরসদ প্রাণেশ দন্তক্ষতা-
লক্ষ্য শ্যামিক মোহনাধর জবাপুষ্পাতি শোণত্বিষা ॥১১॥
নানারত্ন বিরাজমান পদকৈ গ্রৈবেয়কেনাদ্ভুতে-
নাত্যন্তোজ্জ্বল কম্বুকণ্ঠতটয়া সংকণ্ঠিকাগ্রৈরপি।
সৌন্দর্য্যাকর কুট্মলাকৃতি রসশ্রীকূট বক্ষোজয়োঃ
সম্বীতোজ্জ্বল কঞ্চুকোপরি লসদ্ধারাবলী রোচিষা ॥১২॥
লাবণ্যোর্ম্মি বলীবিভঙ্গ ললিত ক্ষামোদর শ্রীভৃতা
শোভারাশি নিতম্ববিম্ব বিলসদ্দিব্যারুণ ক্ষৌময়া।

অনুপম সুন্দর দন্তপংক্তি তাম্বূলরাগযুক্ত হওয়ায় অতি সুপক্ক দাড়িম্ব ফলের বীজসমূহবৎ অতি সু-শ্রী ধারণ করিয়াছে—॥১০॥

যাঁহার তিলপুষ্পবৎ সুন্দর নাসায় মণি ও সুবর্ণখচিত সুন্দর মুক্তা শোভা পাইতেছে এবং কামদেবের অদ্ভুত স্বর্ণ-তূণীরযুগল স্বরূপ নাসিকার সুন্দর শোভা উদ্ভাসিত হইতেছে; তাঁহার মোহন অধর—একমাত্র তাম্বুলের রসেই রঞ্জিত রেখাবিশিষ্ট এবং এইজন্য রসময় প্রাণেশ্বরের দন্তক্ষত হইতে জাত যে শ্যামিক (শ্যামবর্ণ কাল চিহ্ন) তাহাও অলক্ষ্য হইয়াছে—ঐ মোহন অধরে তিনি জবাপুষ্প হইতেও অধিকতর রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন—॥ ১১ ॥

নানা রত্ন বিজটিত পদক, অদ্ভুত কণ্ঠহার এবং সুশোভন (একনরী) কণ্ঠিকা ধারণ করাতে কম্বু (শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত) কণ্ঠদেশ অতীব উজ্জ্বল হইয়াছে; সকল সৌন্দর্য্যের আকর, মুকুলাকৃতি, রসপ্রচুর ও উচ্চ সুশোভন স্তনযুগলের সহিত মিলিত কঞ্চুকের উপরি জাজ্বল্যমান হারসমূহের শোভায় অতি মনোরম হইয়াছেন—॥ ১২ ॥

লাবণ্যময় তরঙ্গযুক্ত বলী-বিভঙ্গের সহিত সুললিত ক্ষীণ উদরের

সুস্নিগ্ধোজ্জ্বল দিব্যহেমকদলী কাণ্ডোরু যুগ্মোজ্জ্বলন্
মাধুর্য্যৈক রসোচ্ছটোর্ম্মি রচিত প্রেয়শ্চমৎকারয়া ॥১৩॥
জ্যোতিঃপুঞ্জ সুজানুবিম্ববিলস জ্জঙ্ঘামৃণালশ্রিয়া
নির্ম্মর্য্যাদ পদাম্বুজোদিত মহামাধুর্য্য সৌন্দর্য্যয়া।
অঙ্গেঽঙ্গেঽদ্ভুতরূপ সৌভগ মহামাধুর্য্য সুস্নিগ্ধতা-
শ্যামপ্রেম বিকারকান্তি সুচমৎকারাতিধারাপুষা ॥১৪॥
সর্ব্বাঙ্গীন মুহুর্মুহুঃ পুলকয়া নিত্যোন্মাদ শ্যামলো-
ত্তুঙ্গাভঙ্গ রতিপ্রসঙ্গ মুদিতানঙ্গা লসাঙ্গশ্রিয়া।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদুদঞ্চদাকুলগিরা মাধুর্য্যধারা কিরা
কুর্বন্ত্যাঽ নবকাশি বেশকরণেঽ প্যালীকুলং ব্যাকুলম্ ॥১৫॥

মহাসৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, শোভারাশিপূর্ণ নিতম্ব মণ্ডলে দিব্য অরুণ বসন শোভা পাইতেছে ; সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য সুবর্ণ কদলীকাণ্ডবৎ ঊরু যুগলের দীপ্তিময় একমাত্র মাধুর্য্য-রসময় কান্তিতরঙ্গ দ্বারা প্রিয়তমের চমৎকারিত্ব জন্মাইয়া দিতেছেন—॥ ১৩ ॥

জ্যোতিরাশিময় সুন্দর জানুবিম্বযুগলেরও অতি সুন্দর জঙ্ঘারূপ মৃণালের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন—পাদপদ্ম যুগলে উদিত অসীম মহা-মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যে অতীব শোভা বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার প্রতি অঙ্গে অদ্ভুত রূপ, সৌভাগ্য, মহামাধুর্য্য ও সুস্নিগ্ধতা এবং শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রেমাতিশয্য বশতঃ বিবিধ বিকারহেতু অতিশয় কান্তি-চমৎকারিত্ব ধারা বর্ষণ করিয়া বিরাজমানা আছেন—॥ ১৪ ॥

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মুহুর্মুহু পুলকাবলি উদিত হইতেছে, নিত্য উন্মাদনা-কর শ্যামসুন্দরের অত্যুন্নত অভঙ্গ (কুটিল বা নিত্যস্থায়ী) রতি প্রসঙ্গেই আনন্দিত প্রতি অঙ্গে কামালস সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছেন—মাধুর্য্যধারা বর্ষণকারী অনির্ব্বচনীয় কোনও কোনও মহা ব্যাকুলতাসূচক বাক্য দ্বারা বেশরচনা কার্য্যেও সখীসমূহকে অনবসর দিয়া ব্যাকুল করিতেছেন ॥১৫॥

তাম্বূল ব্যজনাদিভি র্মৃদুমৃদু প্রেম্নাঙ্ঘ্রি-সম্বাহনৈঃ
শ্যামাঙ্গে নিহিতালসাঙ্গ লতয়া দাসীভি রাসেব্যয়া।
প্রাণেশানন চন্দ্রগং মধু তথা তাম্বূল-সংচর্ব্বিতং
গৃহ্নত্যা স্বমুখেন্দুগং চ বিহসন্ত্যা হস্মৈ দদত্যা মুহুঃ ॥১৬॥
কোঽপি শ্যামকিশোর চন্দ্র উরুভিঃ কন্দর্পলীলাকলা
চাতুর্য্যৈ রতিসৌভগোঽপি চ চমৎকারানপারান্ দধৎ।
শ্রীরাধৈক মহানুরাগবিভবৈ র্লাবণ্য-মাধুর্য্যয়োঃ
পূরৈঃ সন্তত দুর্ম্মদস্মরবশঃ শ্রীরাধয়া খেলতি ॥১৭॥
[ত্রিংশত্যা কুলকম্।]
তাবেবাদ্ভুতদম্পতী নবনবানঙ্গৈক রঙ্গাকুলৌ
গৌরশ্যামল দিব্যমোহনতনূ কৈশোর এব স্থিতৌ।

শ্রীশ্যামসুন্দরের অঙ্গে ঐ অলসাঙ্গ স্থাপন করিলে তাম্বুল প্রদান, ব্যজনাদি চর্য্যা ও প্রেমের সহিত মৃদু মৃদু পাদসম্বাহনাদি দ্বারা দাসীগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে সেবিত হইতেছেন—প্রাণেশ্বরের মুখচন্দ্রগত মধু ও তাম্বুলচর্ব্বিত পুনঃ পুনঃ নিজে গ্রহণ করিতেছেন এবং মৃদু মধুর হাস্য-সহকারে নিজের মুখচন্দ্রগত মধু ও তাম্বুল সংচর্ব্বিত তাঁহাকে মুহুর্মুহু দান করিতেছেন—॥ ১৬ ॥

কোনও (অনির্ব্বচনীয়) শ্যাম-কিশোর-চন্দ্রমা বিবিধ কন্দর্প-লীলা-কলা চাতুরী দ্বারা অতিশয় সৌভাগ্যশালী হইয়াও অপার চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া শ্রীরাধার মহানুরাগ বিভব দ্বারা লাবণ্য ও মাধুর্য্য প্রবাহ দ্বারা সতত দুর্দ্দমনীয় কামবশ হইয়া সেই শ্রীরাধারই সহিত খেলা করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ [৩০ শ্লোকে কুলক]

নব নব অনঙ্গ রঙ্গাতুর গৌরশ্যামল দিব্য মোহন দেহ-বিশিষ্ট নিত্য কৈশোর বয়স্ক সেই অদ্ভুত বিগ্রহযুগল—শ্রীবৃন্দাবন মণ্ডলে অতি নিভৃত

শ্রীবৃন্দাবনমণ্ডলে হতিনিভৃত শ্রীকুঞ্জপুঞ্জে মুহুঃ
প্রেমোৎকণ্ঠ্যভরাৎ স্মরামি পুলকোদ্‌ভেদৈঃ কদম্বায়িতৌ ॥১৮
তৎ কৈশোরক মদ্ভুতং পুরুচমৎকারা চ সা শ্যামিকা
তৎসৌন্দর্য্য মশেষমোহন মহো কন্দর্পলীলাশ্চ তাঃ।
ভাবা স্তে চ মহাদ্ভুতাশ্রুপুলক স্তম্ভাদয়ঃ সাত্ত্বিকাঃ
সা রাধাবশতা চ চেতসি চমৎকুর্ব্বন্তু মে শ্রীহরেঃ ॥১৯॥
সা বৃন্দাবনমাধুরী মধুরিমা স শ্রীনিকুঞ্জাবলে
গৌরশ্যাম কিশোরয়ো রহহ সা কামান্ধয়ো র্মাধুরী।
মাধুর্য্যঞ্চ মহাদ্ভুতং খলু তয়ো রন্যোন্য গোষ্ঠীক্ষণ-
ব্যাজস্পর্শ সুনর্ম্ম কেলিলহরীবৃন্দস্য ভায়ান্মম ॥২০॥
সর্ব্বানন্দকদম্বসার পরমাপারাম্বুধৌ রাধিকা-
দাসীনামনুনেতরি স্মরকলাপারং পরং গন্তরি।

কুঞ্জ সমূহে মুহুর্মুহু প্রেমোৎকণ্ঠাভরে পুলকোদ্গম বশতঃ কদম্বাকৃতি ধারণ করিতেছেন—তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি॥ ১৮ ॥

অহো! সেই অদ্ভুত কৈশোর বয়স, আর সেই সুচমৎকারময়ী শ্যামা (শ্রীরাধা)—সেই অশেষ মোহন সৌন্দর্য্য, আর সেই কামলীলা-সমূহ এবং সেই মহা অদ্ভুত অশ্রু, পুলক, স্তম্ভাদি ভাবাবলি আর শ্রীহরির সেই শ্রীরাধা বশ্যতা প্রভৃতি (লীলা) আমার চিত্তের চমৎকার বিধান করুন্—ইহাই প্রার্থনা॥ ১৯ ॥

অহো! সেই বৃন্দাবন মাধুর্য্য, সেই নিকুঞ্জ সমূহের মধুরিমা—অহহ!! সেই কামান্ধ গৌরশ্যাম কিশোরদ্বয়ের মাধুরী এবং যুগলের পরস্পর সংলাপোৎসব, ছলক্রমে স্পর্শ, পরিহাস ও কেলিসমূহের মহা অদ্ভুত মাধুর্য্যই আমার চিত্তে প্রতিভাত হউন—এই প্রার্থনা করিতেছি ॥২০॥

সর্ব্বানন্দরাশির সারের পরম অপার সমুদ্র, রাধিকাদাসীগণের

নিত্যং প্রাপ্তরি কামবিপ্লবদশাং শ্যামে কিশোরে মহা-
শ্চর্য্যা কাঽপি রতি মমাস্তু সততং বৃন্দাবনে বস্তরি ॥২১॥
শ্রীমদ্ বৃন্দাবনমিব বনং ভাতি বৃন্দাবনাখ্যং
রাধাকৃষ্ণৌ মধুররসমাত্রাকৃতী যত্র ভাতঃ।
রাধাকৃষ্ণাবিব বরসখীমণ্ডলং তদ্দ্বয়ৈক-
ন্যস্তপ্রাণং তদুভয়রসে নাত্মবন্মোমুদীতি ॥২২॥
বৃন্দারণ্যং নিরধিকসম ধাম সারং রসানাং
রাধাকৃষ্ণৌ নিরধিকসমৌ শেখরৌ সদ্গতী নঃ।
ক্রীড়ারঙ্গং তদুভয় নিজপ্রাণয়োঃ পুষ্ণতী সা
বৈদগ্ধীভি নিরধিকসমা মণ্ডলী মোহিনীনাম্ ॥২৩॥
অহো মৌঢ্য মহো মৌঢ্য মহো দুর্ভাগ্য মীদৃশম্।
মহানপি মহানন্দে যন্ন বৃন্দাবনে রতঃ ॥ ২৪ ॥

অনুনয়কারী, কামকলাবিদ্যায় পারগামী, নিত্য কামবিপ্লব-দশাপ্রাপ্ত বৃন্দাবনে সতত বসতিপরায়ণ শ্যামকিশোরে আমার কোনও (অনির্ব্বাচ্য) আশ্চর্য্য রতি হউক—এই প্রার্থনা করি ॥ ২১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনাখ্য বন শ্রীবৃন্দাবনেরই মত শোভা পাইতেছেন,—যে স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সদৃশই একমাত্র মধুর-রসাকৃতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং যুগলকিশোরেই ন্যস্তপ্রাণ ও তাঁহাদের আত্মা-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ সখীমণ্ডলী উভয়ের রসে আপ্লুত হইয়া নিরন্তর আনন্দলাভ করিতেছেন ॥ ২২ ॥

শ্রীবৃন্দাবন—অনূর্দ্ধসম ধাম, সকল রসের সার এবং অনূর্দ্ধসমান শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্ব চূড়ামণি ও আমাদের একমাত্র গতি। নিজ প্রাণেশ্বর যুগলের ক্রীড়ারঙ্গকে সেই নিরধিকসমা মোহিনী সখীমণ্ডলী বৈদগ্ধী দ্বারা নিরবধি পরিপুষ্ট করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

অহো মূঢ়তা! অহো অজ্ঞতা!! অহো এতাদৃশ দুর্ভাগ্য!!! যেহেতু

অহো তাদৃঙ্ মহানন্দকন্দং বৃন্দাবনং ন চেৎ।
মহত্তমোঽপি শ্রয়তে বাচ্যো নীচতমো হি সঃ ॥২৫॥
সান্দ্রানন্দরসে বৃন্দাবনেঽপি নানুরজ্যতঃ।
কিং বা মম করিষ্যন্তি জ্ঞানভক্তিবিরক্তয়ঃ ॥২৬॥
ধিগ্ ধিঙ্ মামপি সদ্বিদ্যাকুলশীল গুণোজ্জ্বলম্।
বৃন্দাবনরতি প্রাণহীনো হি স্যাদ্ যতঃ শবঃ ॥২৭॥
শোচ্যশোচ্যাতি শোচ্যোঽহং মহামূঢ়াতি মূঢ়ধীঃ।
হঠাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য যন্ন বৃন্দাবনং শ্রয়ে ॥ ২৮ ॥
দূরে চৈতন্য-চরণাঃ কলি রাবির ভূন্মহান্।
কৃষ্ণপ্রেমা কথং প্রাপ্যো বিনা বৃন্দাবনে রতিম্ ॥ ২৯ ॥

(ঐহিক) মহদ্ব্যক্তি হইয়াও মহানন্দ এই বৃন্দাবনে আসক্তচিত্ত হইল না ॥ ২৪ ॥

অহো ! সেই প্রকার মহানন্দকন্দ শ্রীবৃন্দাবনকে মহত্তম হইয়াও যিনি আশ্রয় না করেন, তাঁহাকে নীচতমই বলিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

সান্দ্রানন্দরসমূলক বৃন্দাবনেও যদি আমি অনুরক্ত না হই, তবে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রভৃতি আমার কি করিবে ? ২৬ ॥

বিদ্বান্, কুলীন, সুশীল, গুণী এবং উজ্জ্বল (রূপবান্) হইলেও আমাকে শত ধিক্ !! যেহেতু শ্রীবৃন্দাবন-রতিরূপ-প্রাণহীন জনই মৃত ॥ ২৭ ॥

মহাশোচ্য হইতেও অতি মহাশোচ্য আমি ! মহা মূঢ় হইতেও অতি মহা মূঢ়চিত্ত আমি !! যেহেতু শীঘ্রই সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিতেছি না ॥ ২৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচরণ দূরে আছেন—মহা কলি উপস্থিত হইয়াছে !! অতএব শ্রীবৃন্দাবনে রতি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম কি প্রকারে পাওয়া যাইবে ?২৯॥

অহো বিট্শূকর প্রায়োৎফুল্লদশঃ পশু স্ততঃ।
ন মূঢ়ঃ শ্রয়তে বৃন্দাবনমা নন্দ-সাগরম্॥ ৩০ ॥
হা হা বৃন্দাবনং ত্যক্তা যদন্যৎ কর্ত্তুমুৎসহে।
জানন্নপি বিষং ভুঙ্ক্তে থুৎকৃত্য পরমামৃতম্॥ ৩১ ॥
যশোভিঃ পূরিতা আশাঃ কৃতং বিশ্বানুরঞ্জনম্।
হা হন্ত দিঙ্ মাত্রমপি নেক্ষে বৃন্দাবনেশয়োঃ॥ ৩২ ॥
কিং করোম্যহমুন্মত্তো যৎ কিঞ্চিৎ প্রলপাম্যলম্।
জ্ঞানভক্তি বিরক্ত্যাদি ব্যর্থং বৃন্দাবনং বিনা॥ ৩৩ ॥
চৌরোঽয়ং পতিতোঽয়মিত্য তিবদন্ সন্তর্জয় ন্তাড়য়ন্
বধ্নন্ সর্ব্বজনো হপ্যনাগস মিমং সর্ব্বত্র চোদ্‌বেজয়েৎ।

অহো! বিষ্ঠাভোজী (গ্রাম্য) শূকরবৎ উৎফুল্ল দশাপ্রাপ্ত সেই হইতে পারে যে মূর্খ আনন্দসাগর শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করে না॥ ৩০॥

হায়! শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যে অন্য কার্য্যে আমার উৎসাহ হয়, জ্ঞাতসারেই পরমামৃত থুৎকার করিয়া বিষই ভোজন করিতেছি বলিতে হইবে॥ ৩১॥

যশোরাশিতে দশ দিক্ পূর্ণ হইয়াছে, বিশ্বের অনুরঞ্জনও করা হইয়াছে; কিন্তু হায়! শ্রীবৃন্দাবনাধীশ যুগলের দিক্‌মাত্রেও দেখিতে পারিলাম না!!॥ ৩২॥

কি করি? আমি যে উন্মত্ত হইয়াছি। যাহা কিছু প্রলাপ বকিতেছি তাহাতে কি-ই বা হইবে? শ্রীবৃন্দাবন (আশ্রয়) ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি, বিরক্তি প্রভৃতি সকলই ব্যর্থ॥ ৩৩॥

কেহ যদি আমাকে "এই ব্যক্তি চোর" "পতিত" ইত্যাদি বাক্যে কঠোর ভর্ৎসনা করে, তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক যথেষ্ট তাড়না করে, বন্ধন করে, সকল লোক নিরপরাধ এই জনকে সর্ব্বত্র উদ্বিগ্ন করে, অথবা যদি আমি অতীব দুঃসহতর অন্তঃক্লেশ প্রাপ্ত হই, কিম্বা নানাবিধ দুঃখ দ্বারা

অন্তঃক্লেশমতীব দুঃসহতরং প্রাপ্নোতি নানাবিধৈ
দুঃখৈ র্দ্দ্যত এব চেত্তদপি মে দেহোঽস্ত বৃন্দাবনে ॥ ৩৪ ॥
প্রেমানন্দ মহারসাব্ধি সুঘনো বৃন্দাটবী-চন্দ্রমা-
মুখ্যাং রাত্যমলাং রতিং নিরবধিং বৃন্দাবনাধীশ্বরী।
শ্রীবৃন্দাবিপিনঞ্চ তদ্রসময়ং তাদাত্ম্য ভাবাদ্ভুত-
স্নেহাবেশ সদোদ্যদশ্রু পুলকং শ্রীমৎসখীমণ্ডলম্ ॥ ৩৫ ॥
কালিন্দী-পুলিনে সুরদ্রুমতলে শ্রীমল্লতামণ্ডপে
সংসেব্য ললিতোপহার নিকরৈ র্দিব্যৈঃ কিশোরীগণৈঃ।
গৌরশ্যাম কিশোর ধামযুগলং তৎ কর্হি বৃন্দাবনে
তদ্ভাব-স্ফুরদাকৃতিঃ পরিচরাম্যা শ্চর্য্যলীলাময়ম্ ॥ ৩৬ ॥
শিঞ্জন্মঞ্জীরপাদা বিপুলকটিতট প্রস্ফুরৎ-কাঞ্চিদামা
মধ্যে ক্ষামা কিশোরী কুচমুকুলযুগ প্রোল্লসত্তারহারা।

উৎপীড়িতও হই, তথাপি আমার এই দেহ যেন শ্রীবৃন্দাবনেই পাত হয়—এই প্রার্থনা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী প্রেমানন্দ মহারস-সাগরের সুঘনীভূত বৃন্দাবন-চন্দ্রমার মুখ্য অমলা রতি নিরবধি দান করিতেছেন—শ্রীবৃন্দাবনও তদ্রসাত্মক হইয়াছেন, আর সৌন্দর্য্যময়ী সখীমণ্ডলীও তাদাত্ম্যভাবে অদ্ভুত স্নেহাবেশ বশতঃ সদা সর্ব্বদা অশ্রু পুলকাদি মণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

কবে শ্রীবৃন্দাবনে কালিন্দীপুলিনে কল্পবৃক্ষ (দেবদারু) তলে সুন্দর লতামণ্ডপে দিব্য কিশোরীগণ কর্ত্তৃক সুললিত উপহার সমূহ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সেব্য সেই আশ্চর্য্য লীলাময় গৌরশ্যাম যুগলকে তদ্ভাবভাবিত আকৃতি-স্ফুর্ত্তির সহিত নিত্য পরিচর্য্যা করিব ॥ ৩৬ ॥

পাদযুগলে নূপুর বাজিতেছে, বিশাল কটিদেশে কাঞ্চীদাম শোভা বিস্তার করিতেছে, মধ্যদেশ ক্ষীণ, (বয়সে) কিশোরী, কুচমুকুল যুগলে

লোলদ্ বেণ্যগ্রগুচ্ছা কণকমণিলস চ্চারুনাসাগ্রমুক্তা
চিত্রক্ষৌমং বসানা মম কণকরুচি র্ভাতু রাধৈকদাসী ॥৩৭॥
যাং যাং রূপবতীঃ নবীনতরুণীং লাবণ্যলীলাকলা-
মাধুর্য্যৈ র্মুনিমোহনীম নুরতাং ভাবোৎসব ব্যঞ্জিনীম্ ।
তাং তাং বীক্ষ্য স থুৎকরোতি পরমাং দিব্যামপি স্ফূর্ত্তিমান্
শ্রীরাধা পদকিঙ্করী পদনখ প্রান্তোহপি যস্যাত্মনি ॥৩৮॥
বৃন্দারণ্যাধীশ্বরী পাদপদ্ম-
জ্যোতিঃ সিন্ধো রাদ্যরত্যেক বৃত্তেঃ ।
ব্যক্তং লীলারূপ কৈশোরকাদ্যৈ
স্তদ্দাসীনাং বৃন্দমীক্ষেহতিদিব্যম্ ॥ ৩৯ ॥
দ্রুতকণক সুগৌরীমঙ্গবল্লীং দধানাং
নবতরুণিম লীলাকান্তিপূরৈ রপারাম্ ।

উজ্জ্বল তারা-হার দুলিতেছে, বেণীর অগ্রগুচ্ছ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, সুন্দর নাসাগ্রে সুবর্ণমণিমণ্ডিত মুক্তা বিরাজ করিতে ছ—বিচিত্র বসন পরিধান করিয়াছেন, দেহের কান্তি স্বর্ণবর্ণ,—এবম্বিধ শ্রীরাধাদাসী আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন—ইহাই প্রার্থনা ॥ ৩৭ ॥

যাঁহার হৃদয়ে শ্রীরাধা-পদ-কিঙ্করীর পদ-নখ-প্রান্তও স্ফূর্ত্তিমান্ হয়, তিনি—যে যে রূপবতী নবীন তরুণী লাবণ্য-লীলা-মাধুর্য্য দ্বারা মুনিরও মোহ ঘটাইতে পারেন. অথচ নিজ প্রতি অনুরক্তচিত্তা ভাবোৎসব প্রকাশিকা পরম দিব্যা—সেই সেই নারীকেও থুৎকার করিয়া থাকেন ॥৩৮॥

শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর পাদপদ্ম-জ্যোতিঃ-সমুদ্রের আদ্য (শৃঙ্গার) রসমূলক লীলারূপ কৈশোরাদি দ্বারা পরিব্যক্ত অতি দিব্য শ্রীদাসীবৃন্দকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৯ ॥

(৪০—৪৫) যিনি দ্রুত সুবর্ণবৎ সুন্দর গৌরবর্ণ অঙ্গলতা ধারণ

বিপুল জঘন-খেলদ্ বেণি মাশ্চর্য্যরোচি
নর্বকণক মহীধ্রপ্রেক্ষ্য বক্ষোজ লক্ষ্মীম্॥ ৪০ ॥
নব নব রসসারা স্বাদ সুস্মেরবক্ত্রাং
নব নব রসখেলৎ খঞ্জরীটায়তাক্ষীম্।
রুচিরবলয়রাজী দিব্যকেয়ূররাজৎ
সুবলিত রুচিপূর্ণ স্নিগ্ধদো র্বল্লিযুগ্মাম্॥ ৪১ ॥
শ্রবণতট বিরাজদ্দিব্য তাটঙ্করত্নাং
রুচির কণক রত্নোদ্ভাসি নাসাগ্রমুক্তাম্।
বিবিধকণকহার প্রোল্লসৎ কম্বুকণ্ঠী
মুরুমণিগণ বিভ্রাজিষ্ণু কেয়ূরচূড়াম্॥ ৪২ ॥

করিয়াছেন, যিনি নব তারুণ্যমণ্ডিত লীলা ও কান্তিপ্রবাহ দ্বারা অসীমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার বেণী বিশাল জঘনোপরি খেলা করিতেছে, যিনি আশ্চর্য্য কান্তিযুক্তা ও নব স্বর্ণ-পর্ব্বত (সুমেরু) কর্তৃকও প্রেক্ষণীয় (দর্শনীয়) স্তনযুগলের শোভা ধারণ করিয়াছেন—॥ ৪০ ॥

নব নব রস-সার আস্বাদন করিয়া যাঁহার বদনে সুহাস্য উদিত হইয়াছে, নব নব রসে খেলন পরায়ণ যাঁহার বিশাল অক্ষিযুগল খঞ্জনবৎ পরিশোভিত হইয়াছে, যাঁহার সুবলিত শোভাপূর্ণ বাহু-লতাতে রুচির বলয়শ্রেণীর সহিত দিব্য কেয়ূর বিরাজমান আছে—॥ ৪১ ॥

যাঁহার কর্ণপ্রান্তে দিব্য তাটঙ্ক (কান তড়কা) রত্ন শোভা পাইতেছে, যাঁহার নাসাগ্রভাগে সুন্দর স্বুবর্ণ-রত্ন-খচিত মুক্তা দুলিতেছে, যাঁহার ত্রিবলীযুক্ত (কম্বু) কণ্ঠে নানাবিধ স্বর্ণ হার বিরাজমান রহিয়াছে, যাঁহার কেয়ূর ও চূড়াতে বহু বহু মণি-মাণিক্যাদি শোভা বিস্তার করিতেছে—॥ ৪২ ॥

রুচিরমণি বিরাজন্মুদ্রিকাঢ্যাঙ্গুলীকা
মুরসিজ রুচিপূরাং চোলিকামা বহন্তীম্।
পরমরুচির মুষ্টিগ্রাহ্যমধ্যাং নিতম্বো-
জ্জ্বলমণিময় কাঞ্চীং মঞ্জু মঞ্জীরপাদাম্ ॥ ৪৩ ॥
মুহুরুরসি দধানাং বীক্ষ্য সব্রীড়হাসং
প্রিয়মতি রসলোলং লীলয়াত্তাম্বরান্তম্।
প্রতিপদ নবরঙ্গা নন্দ মন্দ স্মিতোর্ম্মি-
স্তবকিত মুখচন্দ্রা মুল্লসদ্রোমহর্ষাম্ ॥ ৪৪ ॥
কিমপি কিমপি সখ্যা ভাষমাণাং সহাসং
কিমপি কিমপি দৃষ্টে শ্চাপলং প্রোদ্বহন্তীম্।
কিমপি কিমপি লোলদ্গাত্রবল্লীং কদান্তঃ
কিমপি কিমপি রাধাং সম্যগারাধয়ামি ॥৪৫॥
[৪০—৪৫ কুলকম্]

যাঁহার অঙ্গুলীতে সুন্দর মণিখচিত মুদ্রিকা (অঙ্গুরী) শোভা পাই-তেছে, যিনি স্তন কান্তিতে উদ্ভাসিত চোলিকা পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার মধ্যদেশ পরম রমণীয় ও মুষ্টি গ্রাহ্য হইয়াছে, যাঁহার নিতম্বদেশে উজ্জ্বল মণিময় কাঞ্চী (মেখলা) বিরাজিত এবং যাঁহার পাদপদ্মে মনোজ্ঞ নূপুর শোভা বিস্তার করিতেছে—॥ ৪৩ ॥

যিনি লীলাক্রমে বস্ত্র প্রান্ত গ্রহণকারী অতিশয় রস-চঞ্চল প্রিয়তমকে দেখিয়া লজ্জা মিশ্রিত হাস্য সহকারে (তাঁহাকে) মুহুর্মুহু বক্ষে ধারণ করিতেছেন—পদে পদে নব রঙ্গের আনন্দ-মন্দ হাস্য-তরঙ্গে যাঁহার মুখচন্দ্র প্রফুল্লিত হইতেছে—এবং উল্লাস ভরে রোমহর্ষ হইতেছে—॥ ৪৪ ॥

হাস্য সহকারে সখী যাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ (অনির্ব্বাচ্য) বলিতেছেন এবং যিনি নয়নের কোনও (অনির্ব্বচনীয়) চাঞ্চল্য প্রকাশ

বাগ্‌বাণাঃ প্রপতন্তু মর্ম্মসু শতং পাদপ্রহারাঃ শিরো-
দেশে সন্তু শতং শতং ধ্রুবমনাহারাঃ শতং সন্তু বা।
স্মারং স্মারমথাপি জীবনধনং তদ্‌গৌরনীলং মহো-
দ্বন্দ্বং সান্দ্ররসাব্ধিমূর্ত্তি মুদিতো বৎস্যামি বৃন্দাবনে ॥৪৬॥
ভুক্তং জন্মনি জন্মনি প্রিয়বধূ স্রক্‌চন্দনাদ্যং ত্বয়া
হ্যহঙ্কার স্ত্ব ন শান্ত এব সুযশো বহ্বর্জ্জিতং নাহদ্য তৎ।
অভ্যস্তা চ সমস্ত শাস্ত্র বিততি র্মোহস্তু নাস্তং গত
স্তন্নির্বিদ্য সমস্ততো ভজ মহানন্দায় বৃন্দাবনম্ ॥ ৪৭ ॥
সুক্ষীণা ধমনী ততোহমৃজবপুঃ কেশো জরৎ কন্থয়া
কৌপীনেন চ চীরখণ্ডক কৃতেনাঢ্যো হ্যতিসৌম্যাকৃতিঃ।
তূষ্ণীকঃ সকলাধমাধম ইবাত্যন্তং বিদূরে চরন্
শ্রীরাধাপদ দাস্যলীন হৃদয়ো বৃন্দাবনে স্যাং কৃতী ॥৪৮॥

করিতেছেন—যাঁহার দেহলতা (রসে, ভাবে) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আন্দোলিত হইতেছে—সেই শ্রীরাধাকে কবে সম্যক্‌প্রকারে অন্তরে অন্তরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎও আরাধনা করিতে পারিব? ॥ ৪৫ ॥ (কুলক)

মর্ম্মদেশে শত শত বাক্যবাণই পতিত হউক, শিরোদেশে শত শত পাদ প্রহারই বা হউক, শত শত অনাহার নিশ্চয়ই হউক,—তথাপি সেই জীবন-ধন গৌর-নীল-বর্ণ সান্দ্ররস-সমুদ্র মূর্ত্তিযুগলকে স্মরণ করিয়াই এই শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দিত হইয়া বাস করিব ॥ ৪৬ ॥

তুমি জন্ম জন্ম প্রিয়বধূ মাল্য-চন্দনাদি উপভোগ করিয়াছ, কিন্তু অহঙ্কার ত শান্ত হয় নাই; বিপুল সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছ, কিন্তু মোহ ত নাশ হইল না;—অতএব সমস্ত বিষয় হইতে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া মহানন্দ প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনকেই ভজন কর ॥ ৪৭ ॥

নাড়ী অতি ক্ষীণা, দেহ অমার্জ্জিত, কেশ জীর্ণ, কন্থা ও চীর

কৌবেরীধন সম্পদস্তি কিমতো বাচস্পতে র্বাগ্মিতা
লব্ধা কিং নু ততো মহেন্দ্রভবনৈশ্বর্য্যাং স্থিতং কিং ততঃ।
কিং কন্দর্পবপুঃ শ্রিয়াদ্ভুত তপোযোগাদিসিদ্ধ্যা চ কিং
শ্রীবৃন্দাবন নাম ধাম বিমুখে সর্ব্বো বিড়ম্বো যতঃ ॥৪৯॥
সদা খেলন্নিত্য স্মরতরল রাধা-মধুপতি-
স্ফুরদ্বিদ্যা হবিদ্যাময় সকল ধামোপরি সদা।
স্বমাধুর্য্যোজ্জ্বলাদিভি রিতর সর্ব্বাভিভবকৃদ্
ভুবি প্রাপ্তং বৃন্দাবনমিদমহো কো ন ভজতে ॥৫০॥
যৎ স্বাত্মপ্রভশুদ্ধচিদ্রসঘনং যত্রাখিলং তাদৃশং
কৃষ্ণপ্রেম রসাব্ধিমগ্নমখিলং এয্যন্ত-দৃগ্ দূরগম্।

(ন্যাকড়া) খণ্ডকৃত কৌপীনধারী, অতি সৌম্যাকৃতি, নীরব ও সকলাধম হইতে মহা অধমবৎ বহু দূরে থাকিয়া শ্রীরাধাপদের দাস্যরসে বিলীন-হৃদয় হইয়া সুকৃতী আমি বৃন্দাবনে বাস করিতে ইচ্ছা করি ॥৪৮॥

যদি কুবেরের ধন-সম্পত্তি লাভ হয়, তাহাতে কি ফলই হইল? যদি বৃহস্পতির বাগ্মিতা লাভই বা হয়, তাহাতে কি হয়? মহেন্দ্র ভবনের ঐশ্বর্য্য থাকিলেই বা কি হয়? কন্দর্পবৎ দেহ সৌন্দর্যেই বা কি? তপ যোগাদির সিদ্ধিতেই বা কি হয়? যেহেতু শ্রীবৃন্দাবন নামক ধামে যে ব্যক্তি বিমুখ—তাহার পক্ষে সকলই বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ৪৯ ॥

যে স্থলে সদা সর্ব্বদা কাম-চঞ্চল রাধামধুপতি নিত্য ক্রীড়া করেন, যে ধাম বিদ্যাময় ও অবিদ্যাময় সকল ধামের উপরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, নিজ মাধুর্য্য ও উজ্জ্বলতা প্রভৃতি দ্বারা যিনি অন্য সকল (ধামের) পরাজয় করিয়াছেন, অহো! এবম্বিধ ভূ (ভূলোকে আগত) বৃন্দাবনকে কে না ভজন করে? ৫০ ॥

যে স্থান স্বয়ং প্রভাশীল ও শুদ্ধ চিদ্-রসাত্মক, যাঁহার সমস্তই (স্থাবর জঙ্গমাদি) তাদৃশ (স্বপ্রভ ও শুদ্ধ চিদ্রসঘন) এবং কৃষ্ণ-প্রেম-রস সমুদ্রে

তস্মিন্ ভূপ্রকটেঽবিচিন্ত্যমহিমানন্ত্যে হত্র বৃন্দাবনে
পশ্যেয়ুঃ যদি দূষণানি কুধিয়ঃ কিং স্যাত্ততো হন্তর্দৃশাম্ ? ৫১॥
সুরসেনানন্তং মধুরিম ভরেণা ন্তরহিতং
রুচানন্তং কৃষ্ণপ্রণয় রসতোঽ প্যন্তরহিতম্।
কৃপৌদার্য্যানন্তং নিজপর মহিম্না ন্তরহিতং
তদানন্তং ভাগ্যং ভজতি যদি বৃন্দাবনমিদম্ ॥৫২॥
বীক্ষে দিব্যাক্ষিলক্ষৈঃ স্থিরচর সুষমাং সৌরভং ঘ্রাণলক্ষৈ
র্জিঘ্রাম্যা কর্ণয়ে চ শ্রবণবিততিভি স্ত্বদ্‌গুণান ত্যুদারান্।
পৎকোট্যা ত্বব্যটেয়ং যদি চ করশিরঃ কোটিভি স্ত্বাং নমেয়ং
নো তৃপ্তি র্মে তথাপি প্রিয়তম পরমানন্দ বৃন্দাবনাত্ত ॥৫৩॥

মগ্ন—যিনি বেদান্তগণেরও দৃষ্টির অবিষয়ীভূত, সেই অবিচিন্ত্য মহিমা-মণ্ডিত ভূলোকে প্রকট এই শ্রীবৃন্দাবনে যদি কুবুদ্ধি মানবগণ দোষরাশিই দর্শন করে—তবে তাহাতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কি ক্ষতি ? ৫১ ॥

সৌন্দর্য্যে অনন্ত, মাধুর্য্যভরে অনন্ত, কান্তিবিস্তারে অনন্ত, কৃষ্ণ-প্রণয়-রসেও অনন্ত, কৃপা ও উদারতা বিষয়েও অনন্ত, নিজ মহিমাতেও অনন্ত—এই শ্রীবৃন্দাবনের ভজন করিতে পারিলে অনন্ত ভাগ্যেরই উদয় হয় ॥ ৫২ ॥

হে প্রিয়তম পরমানন্দময় বৃন্দাবন ! যদি অদ্য আমার লক্ষ লক্ষ দিব্য চক্ষু দ্বারাও তোমার স্থাবর জঙ্গমের সুষমা দর্শন করি, লক্ষ লক্ষ নাসিকা দ্বারা তোমার সুগন্ধ আঘ্রাণ করি, বহু বহু কর্ণ দ্বারা যদি তোমার অত্যুদার গুণরাজির কথা শ্রবণ করি, কোটি কোটি পাদ দ্বারা যদি তোমাতে পর্য্যটন করিতে পারি এবং কোটি কোটি কর শির-সংযোগেও তোমায় নমস্কার করিতে পারি—তথাপি আমার তৃপ্তি হইবে না ॥ ৫৩ ॥

কর্ণে শঙ্কুঃ প্রবেশ্যঃ কিমপি যদি শৃণোত্যেতদীয়স্য দোষান্
জিহ্বা চ্ছেদ্যা প্রমাদাদ্ যদি বদতি সমুৎপাট্যম ক্ষীক্ষতে চেৎ
প্রাণাঃ সংত্যাগযোগ্যা যদি মনসি তথা নিশ্চয় স্তচ্ছ্রবাদ্যা
শ্চাণ্ডালীকৃত্য বর্জ্যাঃ পরমতমমিদং ধাম বৃন্দাবনং যৎ ॥৫৪॥
নহি বৃন্দাবন বিন্দাম্যহমিন্দা বপ্যমীদৃশীং সুখতাম্।
তুচ্ছীকৃত সুরগণিকা সুখজনিকা তে যতো রজঃকণিকা ॥৫৫
বৃন্দারক নুত বৃন্দাবিপিন লতাশাখিগুল্মানাম্।
বৃন্দারক ইহ নন্দত মন্দা মন্দারকোটিভিঃ কিং বঃ ॥৫৬॥
শ্রীরাধামুরলীধর বরধন বৃন্দাবনে বরং ক্রিমিকঃ।
ভগবৎ-পার্ষদমুখ্যো হপ্যন্যত্রা হহং ন চোৎসহে ভবিতুম্ ॥৫৭

যদি কর্ণ ইহাঁর কোনও দোষের বাণী শ্রবণ করে, তবে তাহাতে শঙ্কু (গোঁজা) প্রবেশ করাইয়া দেওয়াই উচিত ; যদি জিহ্বা প্রমাদ বশতঃ (ঐ দোষ) উচ্চারণ করে, তবে তাহার ছেদনই কর্ত্তব্য ; যদি চক্ষু (তাঁহার দোষ) দর্শন করে, তবে তাঁহার উৎপাটনই বিধেয় ; যদি মনে ঐ দোষ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, তবে প্রাণত্যাগই কর্ত্তব্য ; সেই সমস্ত কর্ণ প্রভৃতি (ইন্দ্রিয়গণ) চাণ্ডালবৎ অস্পৃশ্য ও বর্জ্জনীয়—যেহেতু এই শ্রীবৃন্দাবন ধাম যে পরমতম ॥ ৫৪ ॥

হে বৃন্দাবন ! আমি চন্দ্রেও এতাদৃশ সুখ পাই না—যেহেতু তোমার একটী রজঃকণাও স্বর্গীয় বেশ্যাগণের (সঙ্গ) সুখকেও অতি তুচ্ছ করাইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

হে কুবুদ্ধি মানবগণ ! দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয় এই বৃন্দাবনীয় লতা, বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির মনোজ্ঞ (শ্রেষ্ঠ) রূপে আনন্দ লাভ কর—কোটি কোটি মন্দার বৃক্ষে তোমাদের কি লাভ হইবে ? ৫৬ ॥

বরং শ্রীরাধা মুরলীধরের শ্রেষ্ঠধন এই শ্রীবৃন্দাবনে ক্ষুদ্র ক্রমিও হইতে

বৃন্দাবন গুণবৃন্দান্য নিশম্ মন্দানুরাগেণ।
যো বর্ণয়তি সমাকর্ণয়তি হরিং সোঽ ধমর্ণয়তি ॥৫৮॥
রাধাপতি রতিরঞ্জিত নিকুঞ্জভবনে বনে পরমে।
শ্রীবৃন্দাবননাম্নি প্রণয় প্রণয়ং সমস্তগুণসীম্নি ॥৫৯॥
যদি বৃন্দাবন বিন্দাম্যপি তৃণতা ন্তে বতান্তেষু।
ন তদা বিকুণ্ঠলক্ষ্মী মপি করমিলিতাং নিভালয়ে
ললিতাম্ ॥৬০॥

সর্ব্বদুঃখদশা ঘোরা বরং বৃন্দাবনে ঽস্তু মে।
প্রাকৃতা ঽপ্রাকৃতাঽ শেষবিভূতি রপি নান্যতঃ ॥৬১॥
কুর্বন্ত্যপি মহারৌদ্রমুপদ্রব মনুক্ষণম্।
ভক্তি র্বৃন্দাটবীসত্ত্বে তত্ত্বেক্ষাতঃ সদাঽস্তু মে ॥৬২॥

ইচ্ছা করি, তথাপি অন্যত্র ভগবৎ-পার্ষদ শ্রেষ্ঠ হইতেও আমি উৎসাহ করি না ॥ ৫৭ ॥

যিনি প্রবল অনুরাগভরে শ্রীবৃন্দাবনের গুণরাশি বর্ণনা করেন ও শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীহরিকেই ঋণী করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

সমস্ত গুণনিধি স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন নামক এই পরম (শ্রেষ্ঠ) বনে শ্রীরাধাপতির রতিরঞ্জিত নিকুঞ্জ ভবনে প্রণয় স্থাপন কর ॥ ৫৯ ॥

হে বৃন্দাবন ! যদি তোমার বন মধ্যে তৃণত্বও লাভ করিতে পারি, তবে করমিলিত সুললিত বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীকেও নয়নকোণে দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৬০ ॥

বরং শ্রীবৃন্দাবনে আমার ঘোরতর দুঃখ-দুর্দ্দশা রাশি আসুক, তথাপি অন্যত্র প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নিখিল ঐশ্বর্য্যও আমি প্রার্থনা করি না ॥৬১॥

শ্রীবৃন্দাবনের প্রাণিসমূহ যদি অনুক্ষণ আমার প্রতি মহাভীষণ উপদ্রবও করেন, তথাপি আমার যেন তত্ত্বে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি সদা সর্ব্বদা (অটলা) ভক্তি থাকে ॥ ৬২ ॥

সমস্ত পুরুষার্থানাং চিন্তামণয় এব তে।
শ্রীশাদিমৃগ্য সংস্পর্শা যে বৃন্দাবন খর্পরাঃ ॥৬৩॥
পশুরেকঃ খগ এক তৃণমেকং রেণু রেকো বা।
শ্যামরসা দ্ভুতবন্যে বৃন্দারণ্যে ভবাম্যহং ধন্যঃ ॥৬৪॥
রাধা মুরলিমনোহর চরণ বিলাসেন ধন্যায়াম্।
বৃন্দাবনভুবি মন্যে পরমপুমর্থো মনাগপি প্রণয়ঃ ॥৬৫॥
শ্রীবৃন্দাবিপিনেহ তিকৌতুক ভরান্তৌ পর্যাটন্তৌ মহা-
শ্চর্য্য শ্রোত্ররসায়ণা তিমধুরান্যো ন্যপ্রণাদোদয়ে।
অন্যোন্যাধিক রম্যবস্তু সুচমৎকারং সদা রাধিকা-
কৃষ্ণৌ ধ্যায়ত পশ্য পশ্য শৃণু শৃণ্বিত্যাদৃতোক্তী মিথঃ ॥৬৬॥

শ্রীবৃন্দাবনের খর্পর (খাপরা, মাথার খুলি অথবা চোর) সমূহও সমস্ত পুরুষার্থ চিন্তামণি স্বরূপ এবং লক্ষ্মী, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও তাঁহাদের স্পর্শ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

শ্যামরসময় অদ্ভুত বনরাজিযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে একটী পশু, একটী পক্ষী, এক খণ্ড তৃণ, অথবা একটী রেণুকা হইয়াও আমি ধন্য হইব ॥ ৬৪ ॥

শ্রীরাধা মুরলী-মনোহরের চরণ বিলাস দ্বারা ধন্য এই শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও প্রণয় হয়, তবে তাহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করি ॥ ৬৫ ॥

সেই যুগলকিশোর অতি কৌতুকভরে শ্রীবৃন্দাবনে পর্য্যটন করিতেছেন—মহাশ্চর্য্যজনক কর্ণরসায়ণ অতি মধুর পরস্পর সুন্দর ধ্বনি করিতেছেন—পরস্পর পরস্পরকে অধিক রমণীয় বস্তুর সুচমৎকারিত্ব দেখাইতেছেন এবং "দেখ ! দেখ !!" "শুন ! শুন !!" এইরূপ সপ্রণয় বাক্য বিন্যাস করিতেছেন—আমি এবম্বিধ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করি ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণানুরাগস্য পরং প্রকর্ষং
তদ্রূপ শোভাদ্যতি ভূমসীম।
শ্রীরাধিকায়াঃ পরমাধিক-শ্রি
শ্রয়াম বৃন্দাবন মেকধাম ॥ ৬৭ ॥

বৃন্দাটবী মোহন কুঞ্জ পুঞ্জে
কলিন্দকন্যা পুলিনৈক সীম্নি।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপদারবিন্দ-
দাস্যৈকদাস্যে বলতাং মমাশা ॥ ৬৮ ॥

সহৈব রাধা মুরলী-মনোহরৌ
কন্দর্পলীলাময় দিব্যমূর্ত্তী।
বৃন্দাটবী মঞ্জুল কুঞ্জ মণ্ডলে
কস্যাস্তি নাশাহ্ তিরসা নু সেবিতুম ॥৬৯॥

আশাহপি নাসাদ্যত এব রাধা-
পাদারবিন্দার্চ্চন ইন্দিরাদ্যৈঃ।

শ্রীকৃষ্ণানুরাগের পরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণরূপ-শোভাদি দ্বারা পরম দীপ্তিযুক্ত, শ্রীরাধিকার পরম অধিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মুখ্যধাম শ্রীবৃন্দাবনেরই আশ্রয় করিলাম ॥ ৬৭ ॥

যমুনা পুলিনের একদেশে স্থিত শ্রীবৃন্দাবনীয় মোহন কুঞ্জ পুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মের একান্ত দাস্য ভাব বিষয়ে আমার আশা বৃদ্ধি হউক ॥ ৬৮ ॥

শ্রীবৃন্দাটবীর মঞ্জুল কুঞ্জ মণ্ডলে কন্দর্পলীলাময় দিব্য-মূর্ত্তি শ্রীরাধা মুরলী মনোহরকে এক সঙ্গেই (যুগপৎ) সেবা করিতে কাহার না পরম রসময়ী আশা হয় ? ৬৯ ॥

লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণও শ্রীরাধাপাদারবিন্দ অর্চনা করিতে আশাও

অহন্তু বৃন্দাবন ! তে প্রভাবাদ্
ভাবানুবন্ধে স্পৃহয়ালু রস্মি ॥ ৭০ ॥

বিহায় বৃন্দাবন মিন্দিরাদিভিঃ
সুদুর্লভং কুত্র বিমূঢ় যাসি রে !
সর্ব্বেশ্বরৈশ্বর্য্যমথা ঽমৃতং পরং
সুদুর্লভা শ্চাত্র মিলান্ত ভক্তয়ঃ ॥ ৭১ ॥
হরি হরি হরিরাধা ভঙ্গুরানঙ্গ রঙ্গং
মধুর মধুর সান্দ্রানন্দসিন্ধুত্তরঙ্গম্ ।
ক ইহ বিশতু বৃন্দাকাননে কুঞ্জপুঞ্জং
স্ফুরদুরু নিজরূপাদ্যন্তরেণা ন্তরেঽপি ॥৭২॥
রাধাকৃষ্ণ বিচিত্রমন্মথ কলানন্দা শ্চমৎকুর্ব্বতে
যস্মিন্ সৌখ্যচমৎকৃতিঃ পরতরা যত্রত্য দীক্ষাদিতঃ ।
তদ্দ্বন্দ্বে মমকারতো ঽদ্ভুততমাদ্ যস্মাদ্ভুতানুক্ষণো-
ল্লাসাঃ শ্রীবনরাজসীম সুমহাভাব ন্তমেব স্তমঃ ॥৭৩॥

করিতে পারেন না, আমি কিন্তু হে বৃন্দাবন ! তোমার প্রভাববশতঃ কোনও ভাবানুবন্ধে প্রবল স্পৃহা পোষণ করিতেছি ॥ ৭০ ॥

হে বিমূঢ় ! লক্ষ্মী প্রভৃতিরও সুদুর্ল্লভ এই শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ ? এই স্থানেই ত সর্ব্বাধীশ্বরের ঐশ্বর্য্য, পরম অমৃত ও সুদুর্ল্লভ ভক্তি সমূহ মিলিত হইতেছেন ॥ ৭১ ॥

হরি ! হরি !! (বিস্ময়ে) শ্রীহরি ও শ্রীরাধার কুটিল (বা নিত্য স্থায়ী) কামরঙ্গময়, মধুর হইতেও সুমধুর সান্দ্রানন্দ সমুদ্রের উচ্চ তরঙ্গ সম্বলিত, এই শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জ সমূহে অন্তরেও নিজ (বৃন্দাবনীয়) বহুবিধ রূপাদির স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে কেই বা প্রবেশ করিতে পারেন ? ৭২ ॥

যে স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিচিত্র মন্মথ কলা-সমূহের আনন্দ রাশি

কলিন্দতনয়া তটীস্ফুরদুদার বল্লীকুটী-
বিহারি রতিলম্পটীভবদ নুক্ষণং ধাম তৎ।
দ্বয়ং কণকচম্পকং কুবলয়ঞ্চ নিন্দদ্রুচা
সুচারু পরিচর্যায়া মনসি তোষয়েৎ স্বাত্মভূঃ ॥৭৪॥
স্মর স্মরবশং গতৌ কণকচম্পকেন্দীবর-
দ্যুতী ন কিশোরকৌ মধুর-ধাম বৃন্দাবনে।
যয়ো র্নয়নবাগ্‌বপু র্বিলসিতৈ শ্চমৎকারিভি
র্মহা মধুরিমাকরৈ র্মুমুহু রেব ধন্যালয়ঃ ॥৭৫॥
তীর্ত্বা ত্রৈগুণ্যসিন্ধুং জড়-মলিন মহাদুঃখসারং সমস্তং
সংতীর্য্য জ্যোতিরেকার্ণবমথ ভগবল্লোকবৃন্দানি পশ্য।

(যাঁহার) চমৎকার বিধান করে, যে স্থানে (বাস নিষ্ঠারূপ) দীক্ষাদি গ্রহণ করিলে পরম সৌখ্য চমৎকৃতি লাভ হইয়া থাকে এবং (তত্রত্য) যুগলকিশোরে যাঁহার অদ্ভুততম মমকার (মদীয়) বুদ্ধিবশতঃ প্রতি ক্ষণেই উল্লাস হইয়া থাকে, সেই শ্রীবনরাজ (বৃন্দাবন) সীমা (প্রান্ত-দেশ) স্থিত অতি সুমহোদার ব্যক্তিকেই স্তব করিতেছি ॥ ৭৩ ॥

কলিন্দ নন্দিনীর (যমুনার) তটবর্ত্তী সুমনোহর লতাকুটীরে বিহার পরায়ণা অনুক্ষণই রতিলম্পট কিশোরদ্বয়—যাঁহারা কান্তিতে স্বর্ণচম্পক ও নীলপদ্মকে নিন্দা করিয়া থাকে,—তাঁহাদের মনে সুচারু পরিচর্য্যা দ্বারা স্বাত্মভূ (কামদেবই) তুষ্ট করিতে পারেন ॥ ৭৪ ॥

কামবশবর্ত্তী স্বর্ণচম্পক ও নীলপদ্মবৎ দ্যুতিবিশিষ্ট মধুর বৃন্দাবনধামস্থ নবীন যুগলকিশোরের স্মরণ কর—যাঁহাদের নয়ন, বাক্য ও দেহ-বিলাসাদির চমৎকারকারী মহামাধুর্য্যসমূহ দ্বারা ধন্য সখীগণও মূর্চ্ছাগতই হইয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

জড়, মলিন, মহাদুঃখসার, সমস্ত সত্ত্ব-রজ-তমোগুণময় সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এবং জ্যোতির্ম্ময় মহাসমুদ্রও অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবদ্ধামসমূহ

আস্বাদ্যাস্বাদ্য তত্তৎ সুখমহহ জহদ্ যাহি বৃন্দাবনাখ্যং
সর্ব্বোর্দ্ধং ধাম তস্মিন্মৃগয় রসময়ীং রাধিকাকুঞ্জবাটীম্ ॥৭৬॥

নিরবধি হৃদি রাধাকৃষ্ণকন্দর্পলীলা-
বলিত ললিত কুঞ্জং মঞ্জু বৃন্দাবনান্তঃ।
অধিবস নিজনাথ দ্বন্দ্ব সেবাস্বজস্রং
চতুরচতুরবুদ্ধিঃ প্রেমসৌখ্যাদ্ভুতর্দ্ধিঃ ॥ ৭৭ ॥

রাধাকৃষ্ণৌ নিত্যকন্দর্পতৃষ্ণৌ
সংসেবন্তে নির্ভরপ্রেমপূর্ণাঃ।
প্রেষ্যাত্মানঃ কেঽপি তন্মুখ্যসখ্যা
শ্রীমদ্বৃন্দারণ্য কুঞ্জোত্তমেষু ॥ ৭৮ ॥

কিং বিদ্যাকুলশীল রূপবিভবৈঃ কিং দানযজ্ঞাদিভিঃ
কিং বিখ্যাতিশতৈঃ কিমুগ্রতপসা কিং ন্যাসযোগাদিভিঃ।

দর্শন কর ; অহো ! তত্তৎস্থানস্থ অস্থায়ী সুখ আস্বাদন করিয়া করিয়া শ্রীবৃন্দাবন নামক সর্ব্বোচ্চ ধামে যাও এবং তথায় শ্রীরাধিকার রসবহুলা কুঞ্জবাটীর অন্বেষণ কর ॥ ৭৬ ॥

যদি তুমি অতি সুচতুর হইয়া থাক, যদি প্রেম-সৌখ্যের অদ্ভুত সম্পত্তিশালী হইতে ইচ্ছা কর, তবে নিরবধি হৃদয়ে মনোহর বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কন্দর্পলীলামণ্ডিত মঞ্জুল কুঞ্জে বাস করিয়া নিজ নাথ-যুগলের অজস্র সেবা সুখ আস্বাদন কর ॥ ৭৭ ॥

কোনও কোনও (মহা ভাগ্যবান্) গাঢ় প্রেমভক্তিপূর্ণ প্রেষ্যাত্মা (দাসবর্গ)—তাঁহাদের মুখ্য সখীর (যূথেশ্বরীর) সহিত শ্রীবৃন্দাবনের উত্তম উত্তম কুঞ্জসমূহে নিত্য কামতৃষ্ণাময় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সম্যক্ প্রকারে সেবা করেন ॥ ৭৮ ॥

যিনি এই অত্যদ্ভুত এবং ঈশ্বরেরও মোহন রসময় শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বস্ব

কিং তত্ত্বানুভবেন বিষ্ণুভজনৈঃ কিং তস্য বাত্যদ্ভুতে
যো বৃন্দাবন ঈশমোহনরসে হপ্যাসী ন সর্ব্বস্ব-ধীঃ ॥৭৯॥
শ্রীবৃন্দারণ্য ধন্যোহ স্মাতিপরম মহাত্বৎকৃপা-পাত্রিতোহস্মি
যাতো হহং যেন দত্তো বিধিশুক সনকাদ্যর্থনীয়ঃ স্ববাসঃ।
গৌরশ্যামে মহামোহন বরমহসী নিত্য-কৈশোরবেশে
নিত্যৈকানঙ্গরঙ্গে অপি পরিচরিতুং যন্মমাশাহপি দত্তা ॥৮০॥
শ্রীবৃন্দাটবি! কোটিমাতৃ পরম স্নিগ্ধস্বভাবে! রমে-
শাদ্যৈ নিত্য বিচার্য্যমান পরমাশ্চর্য্যপ্রভাবে পদম্।
স্বং চেল্লোচনগোচরীকৃতবতী বাসং চ সর্ব্বোত্তমৈ
মৃর্গাং দত্তবতী তদা নিজজনে কিংবা বিলম্বাদিহ ॥৮১"

বুদ্ধি করিতে পারেন নাই. তাঁহার বিদ্যা, কুল, শীল, রূপ বা বিভবের কি প্রয়োজন? তাঁহার দান যজ্ঞাদিরই বা কি আবশ্যক? শত শত সুযশঃ লাভেই বা কি ফল? উগ্র তপস্যা কিম্বা সন্ন্যাস যোগাদিরই বা কি লাভ? তাঁহার তত্ত্বানুভবেই বা কি প্রয়োজন? বিষ্ণু ভজনেই বা তাঁহার কি ফল লাভ হইবে? ৭৯ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! আমি ধন্য হইয়াছি! তোমার অতি মহা প্রেমপাত্র হইয়াছি!! যেহেতু বিধি-শুক-সনকাদিরও প্রার্থনীয় নিজ স্থানে আমাকে (বাস করিতে) দিয়াছ এবং নিত্য-কৈশোর বেশ-ভূষিত, নিত্য একমাত্র কাম-রঙ্গ-পরায়ণ গৌরশ্যাম মহামোহন যুগল-বিগ্রহের পরিচর্য্যার জন্য আমাকে আশাও দিয়াছ॥ ৮০ ॥

হে শ্রীবৃন্দাটবি! তুমি কোটি মাতৃবৎ পরম স্নিগ্ধস্বভাবা। তোমার পরমাশ্চর্য্য প্রভাব রমেশাদি দেবগণ নিত্যই বিচার করিতেছেন। তোমার স্বীয় পদ (স্থান) যদি দর্শন করাইয়াই থাক, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবগণ কর্তৃক অন্বেষণীয় বাসস্থানও যদি দিয়া থাক, তবে নিজ জনের প্রতি (সেবা দান বিষয়ে) আর বিলম্ব করিতেছ কেন? ৮১ ॥

রাধাকৃষ্ণৌ বনধিকসমৌ রূপলাবণ্যলীলা-
বৈদগ্ধ্যাদৌ নিরবধি মিথো বর্দ্ধিগাঢ়ানুরাগৌ ।
সান্দ্রানন্দাম্বুধি রসচমৎকার ধারাং বহন্তৌ
বৃন্দারণ্যে পরিচর মুদা নিত্য-সত্তাপ্রকাশৌ ॥৮২॥
অনন্তে শ্চিজ্জ্যোৎস্না রসজলধিপূরৈ স্ততইতো
বহদ্ভি র্গোলোকাবধি সকলসংপ্লাবনকরম্ ।
অহো সর্ব্বস্যোপর্য্যতি বিমল বিস্তীর্ণমধুর-
স্ফুরচ্চন্দ্রপ্রায়ং স্ফুরতি মম বৃন্দাবনমিদম্ ॥৮৩॥
প্রলীনৈবাত্যন্তং ত্রিগুণময় মায়োদয় কথা-
ন রেজুঃ খদ্যোতা ইব চ হরিলোকাঃ সুখময়াঃ ।
কিমন্যৎ স্বান্যৎ স্ফুর্ত্তাখিল সুখভাবাভিভবকৃৎ
স্বভাসা সর্বোচ্চৈ র্জ্বলতি ননু বৃন্দাবনমিদম্ ॥৮৪॥

অসমোর্দ্ধ, রূপ-লাবণ্য লীলা বৈদগ্ধী প্রভৃতি দ্বারা নিরবধি পরস্পর গাঢ়ানুরাগ বৃদ্ধিশীল, সান্দ্রানন্দ সমুদ্রের রস-চমৎকার-ধারা বর্ষণকারী—নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতিশীল, শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সানন্দে পরিচর্য্যা কর ॥ ৮২ ॥

অনন্ত চিজ্জ্যোৎস্নাময় রস-সমুদ্র-প্রবাহ ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া গোলোক হইতে নিখিল (বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের) সংপ্লাবন করিতেছে। অহো! এই শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বোপরি বিরাজমান অতি বিমল বিস্তীর্ণ মধুর চন্দ্রবৎ আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছেন।' ৮৩ ॥

ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ তমঃ) ময় মায়া-জগতের কথা অতিশয় প্রলীন হইয়াছে, সুখময় হরিলোক সমূহ ও খদ্যোতবৎ আর শোভা পায় না; অধিক আর কি বলিব? নিজকে (বৃন্দাবন) ব্যতীত অন্যান্য নিখিল ধামের সুখময় ভাবের পরাজয়কারী এই শ্রীবৃন্দাবনই নিজ দীপ্তি দ্বারা অতিশয় দেদীপ্যমান হইতেছে ॥ ৮৪ ॥

যদি হরিচরণ প্রেমানন্দকদম্বং বিড়ম্বয়তি।
রাধাপদ রসবন্যং বৃন্দারণ্যং তদান্যবার্ত্তা কা ॥৮৫॥
অপি মম কোটিভবান্তে ভবতু পরং তাদৃশো দেহঃ।
বৃন্দাবন মধিবশতা মুচ্ছিষ্টৈক স্পৃহা ভবেদ্ যত্র।৮৬॥
হরি হরি ধিগস্তু মামিহ যদতি সুতুচ্ছেষু লোকধর্ম্মেষু।
অস্বার্থেষ্বতিসক্তো বিহন্মি বৃন্দাবনেহ প্যহো বাসম্ ॥৮৭॥
প্রায়শ্চিত্ত মঘানাং মহদপরাধে পরং শরণম্।
সকল স্বধর্ম্মমৌলিঃ পুমর্থমৌলিশ্চ রাধিকা বিপিনম্।৮৮॥
অপি তুচ্ছলোকরঞ্জন মাসঞ্জন মত্র বিড্‌ভাণ্ডে।
প্রিয়! বৃন্দাবনজীবন! জনসঙ্গং স্বার্থভঞ্জনং মুঞ্চ ॥৮৯॥
বৃন্দাবন তৃণগুল্মাদা নিশং সচ্ছিদ্রসাত্মকং কলয়ন্।

যদি শ্রীহরি চরণে প্রেমানন্দরাশিময় শ্রীরাধাপদ-রসাভিষিক্ত বনরাজি শোভিত শ্রীবৃন্দাবনই বিড়ম্বনা করেন, তবে অন্য কথা আর কি হইতে পারে? ৮৫ ॥

অহো! কোটি জন্ম পরেও আমার এমন একটী পরম দেহ লাভ হউক, যাহাতে আমি বৃন্দাবনবাসীগণের একমাত্র উচ্ছিষ্টেই স্পৃহাশীল হইতে পারি ॥ ৮৬ ॥

হরি! হরি!! আমাকে ধিক্!!! যেহেতু অতি তুচ্ছ নিজ স্বার্থ-বিনাশী লোক-ধর্ম্ম সমূহে অত্যাশক্ত হইয়া আমি বৃন্দাবনে বাস করাও নষ্ট করিতেছি ॥ ৮৭ ॥

পাপ সকলের প্রায়শ্চিত্ত—মহতের নিকট অপরাধ হইলে পরম আশ্রয়ণীয়,—সকল স্বধর্ম্ম শিরোমণি ও পুরুষার্থ চূড়ামণি কেবল শ্রীরাধিকা-বিপিনই (শ্রীবৃন্দাবনই) ॥ ৮৮ ॥

হে প্রিয়! হে বৃন্দাবন জীবন!! অতি তুচ্ছ লোকরঞ্জন, এই বিষ্ঠা-ভাণ্ড দেহে আসক্তি ও স্বার্থবিধ্বংশী জনসঙ্গ ত্যাগ কর ॥ ৮৯ ॥

প্রণমন্ন তিভক্তি ভরাদ্ য ইহ বসেত্তং নমন্ত্যহো ধন্যাঃ ॥৯০॥
শ্রীরাধায়াঃ শিঞ্জন্মণিনূপুর পাদবিন্যাসান্।
সপ্রেম তত্র তত্র স্মৃত্যোদশ্রা বসন্তি তদ্বনে ধন্যাঃ ॥৯১॥
কৃষ্ণপ্রেম সুধারসাত্মসকলং বৃন্দাবনং তদ্গতং
সর্ব্বং স্থাস্নু চরিষ্ণু চিদ্ঘনমথো রূপং তবাপীদৃশম্।
তত্ত্বং ত্যক্তসমস্ত বাহ্যকলনো নো লোকধর্ম্মাদিকে-
ষ্বাসক্তো বস রাধিকাপদতলে নিত্যং স্বতত্ত্বে স্থিতঃ ॥৯২॥
রাধা তৎপ্রিয়চরণাম্বুজ পরিচরণাতি সদ্রসাম্ভোধৌ।
মঙ্‌ক্ত্বা বিস্মৃতদেহঃ কদা নু বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি ॥৯৩॥
বৃন্দাবনবসতি হেতো রধর্ম্মকোটিঃ কুকর্ম্মকোটি র্বা।
ভবতু সমস্তং সোঢ়্বা সংসাধয়িতাস্মি কঞ্চন স্বার্থম্ ॥৯৪॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবনীয় তৃণ গুল্মাদিকে দিবানিশি সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তিরূপে দর্শন করেন ও তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে (নিরন্তর) প্রণাম করিয়া করিয়া এই স্থানে বাস করেন, তাঁহাকে ধন্য ব্যক্তিরাই প্রণাম করেন ॥ ৯০ ॥

সেই সেই স্থলে শ্রীরাধার মণিময় নূপুরের ধ্বনি সংযুক্ত পাদবিন্যাস সমূহ প্রেম সহকারে স্মরণ করিয়া করিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া ধন্য মহাজনেরাই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন ॥ ৯১ ॥

শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সুধা-রস-স্বভাব বিশিষ্ট, তত্রত্য স্থাবর জঙ্গম সকলই চিদ্ঘন, তোমারও এই প্রকার রূপই। অতএব তুমি সমস্ত বাহ্য-দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া এবং লোক ধর্ম্মাদি বিষয় সমূহে অনাসক্ত হইয়া নিত্য স্ব-স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীরাধিকা পাদতলে বাস কর ॥ ৯২ ॥

শ্রীরাধা ও তৎপ্রিয় (শ্যামসুন্দরের) পাদপদ্ম সেবারূপ অতি উৎকৃষ্ট রস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া দেহ-স্বভাব বিস্মৃত হইয়া কবে আমি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব ? ৯৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য অধর্ম্ম কোটিই হউক বা কুকর্ম্ম

অনন্ত স্বয়ং জ্যোতি রানন্দদোহা-
ননন্তোল্লসৎ কৃষ্ণরাধা নুরাগান্ ।
অনন্তেশভূত্যা কৃতাঞ্জল্যুপেতান্-
সদা নৌমি বৃন্দাটবাসর্ব্বভাবান্ ॥৯৫॥
অনন্তেন্দু চিচ্চন্দ্রিকা সিন্ধুমগ্না-
ননন্ত স্বশোভা চমৎকারধারান্ ।
অনন্তানুরাগৈ র্হরে র্বিহ্বলাঙ্গান্
বিহঙ্গাদিকা ন্নৌমি বৃন্দাবনস্থান্ ॥৯৬॥
দিব্যপুষ্প পল্লবাদি রম্যবল্লি শোভিতে
দ্বারদেশ দিব্যপুষ্প তোরণাদি চিত্রিতে ।
অন্তরালি কল্পিতাতি দিব্যপুষ্প তল্পকে
দিব্যরত্ন দীপরাজি সর্ব্বতো বিরাজিতে ॥৯৭॥

কোটিই হউক, সমস্ত সহ্য করিয়া আমি কোনও (অনির্ব্বচনীয়) স্বার্থ সম্পাদন করিব ॥ ৯৪ ॥

অনন্ত স্বাত্মজ্যোতিঃপূর্ণ আনন্দ দোহনকারী—অনন্তভাবে উল্লসিত শ্রীকৃষ্ণরাধাতে অনুরাগশীল—অনন্ত ঈশ্বর বিভূতি কর্তৃক কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক উপাগীত—শ্রীবৃন্দাবনীয় সকল প্রাণীকেই নিত্য প্রণাম করিতেছি ॥৯৫॥

অনন্ত চন্দ্রের চিন্ময়-জ্যোৎস্না-সমুদ্রে মগ্ন—অনন্ত স্বশোভা চমৎকার-রাশি-বিশিষ্ট—শ্রীহরির অনন্ত অনুরাগে বিহ্বল দেহযুক্ত—বৃন্দাবনস্থ বিহঙ্গাদিকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৯৬ ॥

(৯৭—৯৯) দিব্য পুষ্প-পল্লবাদি ও রমণীয় লতা দ্বারা শোভিত—দ্বারদেশে দিব্য পুষ্প তোরণাদি দ্বারা চিত্রিত—(গৃহ মধ্যে) সখীগণ কর্ত্তৃক দিব্য পুষ্প-শয্যা রচিত—সর্ব্বত্র দিব্য রত্ন-দীপ সমূহ বিরাজিত—॥ ৯৭ ॥

দিব্যকাব্য নাটকাদি পাঠশীল শারিকা-
কীরবৃন্দ সুন্দরেঽতি মঞ্জু কুঞ্জ মন্দিরে।
দিব্যভৃঙ্গ গুঞ্জিতেন রঞ্জিতেঽতিমোহনে
কোকিলাদি কূজিতেন পূজিতেন গীতিভিঃ ॥৯৮॥
মন্দমন্দ শীতশীত দিব্যগন্ধবায়ুনা
জালরন্ধ্র রিঙ্গিনা ন্তরঙ্গভাব সেবিতে।
তত্তদিষ্টবস্তু বৃন্দসন্নিবেশ লোভনে
গৌরনীল-দম্পতী মনোজ বিহ্বলৌ স্মর ॥৯৯॥

[বিশেষকম্]

অদূরে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিবরান্ মোহন মহা-
মহঃসিন্ধু র্বিন্দূকৃত সকল সচ্চিদ্রসরুচিঃ।
সুধাসিন্ধোঃ কোটীমধুরিম মুধাকারি কণিক
স্তদন্তঃ শ্রীবৃন্দাবন বনমহামণ্ডনবনম্ ॥১০০॥

দিব্য কাব্য-নাটকাদি পাঠ-পরায়ণ শারী-শুকবৃন্দ দ্বারা অতি সুন্দর—দিব্য ভৃঙ্গের গুঞ্জন ধ্বনিতে আমোদিত, অতি মোহন ও কোকিলাদির কূজন ধ্বনিতে এবং বহু বহু সঙ্গীত সমূহে মুখরিত—মৃদু মধুর শীতল দিব্য গন্ধযুক্ত গবাক্ষজালে প্রবিষ্ট বায়ু দ্বারা অন্তরঙ্গভাবে সেবিত—এবং উভয়ের ইষ্ট বস্তু সন্নিবেশ দ্বারা অতি লোভনীয়—অতি মনোরম কুঞ্জ মন্দিরে সেই গৌর-নীল-দম্পতী কাম-বিহ্বল হইতেছেন—তাঁহাদিগকেই স্মরণ কর ॥ ৯৮—৯৯ ॥

অদূরে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ হইতে মোহন মহাজ্যোতিঃ-সিন্ধু উত্থিত হইতেছে—তাহাতে সকল সচ্চিদানন্দময় জ্যোতিঃ সমূহ বিন্দুবৎ প্রতিভাত হইতেছে—তাহার এক কণাতেই সুধা-সমুদ্রের কোটি মাধুর্য্যকেও ব্যর্থ করিতেছে—তাহার ভিতরে আবার শ্রীবৃন্দাবনীয় মহামণ্ডন (শোভাময়) বনরাজি (শোভা পাইতেছে) ॥ ১০০ ॥

সর্ব্বানন্দ রসৈকবিন্দু পরমানন্দাম্বুধি স্যন্দনং
সর্ব্বাশ্চর্য্যবনং শ্রিয়োঽপি হৃদয়াক্ষ্যাকর্ষণ শ্রীভরম্।
শুদ্ধানন্দরসৈকসার সুচমৎকারৈক ধারাকরং
সৌরভ্যোজ্জ্বলতা হচ্ছতামসৃণতা মাধুর্য্যবত্তা হদ্ভুতম্ ॥১০১॥
প্রফুল্ল-দিব্য-মল্লিকা লবঙ্গজাতি যূথিকা
কদম্ব চম্পকাবলী স্থলারবিন্দ-বীথিভিঃ।
শিরীষ কুন্দ-কেতকী-কুসুম কিংশুকাদিভি
র্মনোজ্ঞ মাধবীলতাদ্য নন্তপুষ্পবল্লিভিঃ ॥১০২॥
প্রিয়ঙ্গু নাগকেশরৈ রশোক কর্ণিকারকৈঃ
স্ফুটাতিমুক্ত সপ্তলা সুবর্ণ যূথিকাদিভিঃ।
বিচিত্র ভেদঝিণ্টিকা সুগন্ধ বন্ধুজীবকৈ
র্হয়ারি কুব্জকাদিভিঃ প্রফুল্লিতৈ র্বিচিত্রিতম্ ॥১০৩॥

যাহার এক বিন্দুতেই সর্ব্বানন্দরস নিহিত আছে, এমন এক মহা আনন্দ সমুদ্রের ক্ষরণশীল—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীরও হৃদয় এবং নয়নের আকর্ষণকারী সৌন্দর্য্যমণ্ডিত—বিশুদ্ধানন্দরসের একমাত্র সারেরই সুচমৎকারকারী ধারাবিশিষ্ট—সৌরভ্য, উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, মসৃণতা ও মাধুর্য্য প্রাচুর্য্যে এই বৃন্দাবন সর্ব্ব অদ্ভুতপূর্ণ ॥ ১০১ ॥

প্রস্ফুটিত দিব্য মল্লিকা, লবঙ্গ, জাতি, যূথিকা, কদম্ব, চম্পকশ্রেণী ও স্থলপদ্ম সমূহ, শিরীষ, কুন্দ, কেতকী ও কিংশুক প্রভৃতি মনোরম মাধবীলতাদি অনন্ত পুষ্পলতা সমূহ— ॥ ১০২ ॥

প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর, অশোক, কর্ণিকার এবং প্রস্ফুটিত মাধবীলতা, নব-মল্লিকা, সুবর্ণ-যূথিকা প্রভৃতি, নানাবিধ ঝিণ্টিকা, সুগন্ধ বন্ধুক পুষ্প এবং প্রস্ফুটিত হয়ারি, কুব্জক প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ সমূহ দ্বারা বিচিত্রিত ॥ ১০৩ ॥

বিচিত্র পল্লবোদ্গমৈ র্বিচিত্রপুষ্পসম্ভৃতৈ
র্বিচিত্র পত্রমঞ্জরী র্বিচিত্রগুচ্ছজালকৈঃ ।
বিচিত্র সৌরভোদয়ৈ র্বিচিত্রসীধুবর্ষিভি
র্বিচিত্র রোচিরুজ্জ্বলৈঃ পরৈশ্চ শাখিভি র্বৃতম্ ॥১০৪॥
রাধাকৃষ্ণ রহঃকথানুবদনাদা শ্চর্যমাধুর্য্যবদ্
ধ্বানৈঃ শ্রীশুকশারিকা ব্যতিকরৈ রানন্দসর্ব্বস্বদম্ ।
কর্ণাকর্ষি কুহূঃ কুহূরিতি কলালাপৈ র্বৃতং কোকিলৈ
র্নৃত্যন্মত্তময়ূরম ন্যবিহগৈ শ্চানন্দ কোলাহলম্ ॥১০৫॥
তন্মধ্যে নবমঞ্জুকুঞ্জবলয়ং শোভাবিভূত্যা হসমা
নোর্দ্ধং দিব্যবিচিত্র রত্নলতিকাদ্যানন্দ পুষ্পশ্রিয়া ।
অন্ত স্তল্পবরং বরোপকরণৈ রাঢ্যঃ সমন্তাদ্দধদ্
রাধামাধব ভুক্তভোগ্য মখিলানন্দৈক সাম্রাজ্যভূঃ ॥১০৬॥

বিচিত্র পল্লবোদ্গমে, বিচিত্র পুষ্প-সম্ভারে, বিচিত্র পত্র-মঞ্জরী ও বিচিত্র পত্র-স্তবক-সমূহে এবং বিচিত্র সৌরভপূর্ণ, বিচিত্র মধুবর্ষণকারী, বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট উজ্জ্বল উজ্জ্বল বৃক্ষরাজি দ্বারা মণ্ডিত— ॥১০৪॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহঃ কথার অনুবাদ (পাঠ) হেতু আশ্চর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীশুকশারিকা সমূহের উচ্চ নিনাদে আনন্দাতিশয্য দানকারী—কর্ণানন্দ-দায়ী "কুহূ" "কুহূ" এই অব্যক্ত মধুর আলাপময় কোকিল-কুল-মণ্ডিত—নৃত্যপরায়ণ মত্ত ময়ূরের শোভায় ভূষিত ও নানাবিধ পক্ষিগণের আনন্দ কোলাহলে মুখরিত—॥১০৫॥

তন্মধ্যে নবীন মনোহর কুঞ্জসমূহ—শোভা সম্পদে ও দিব্য বিচিত্র রত্নলতিকাদির আনন্দময় পুষ্পশ্রীতে অসমোর্দ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যেও আবার উত্তম উত্তম উপকরণ মণ্ডিত অত্যুৎকৃষ্ট শয্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে—এবং চতুর্দ্দিকেই শ্রীরাধামাধবের ভুক্ত ও ভোগ্য বস্তুরাজি

মধ্যেতাদৃশ কুঞ্জমণ্ডলমহো কুণ্ডং মহামোহনং
সান্দ্রানন্দ মহারসামৃতভরৈঃ স্বচ্ছৈঃ সদা সম্ভৃতম্।
রত্নাবদ্ধ চতুস্তটী বিলসিতং সদ্রত্নসোপানব-
ত্তীর্থং শ্রীতটসৎ কদম্বকতলচ্ছায়া মণীকুট্টীমম্॥১০৭॥
গাধাহগাধতয়া তয়ো রতিমুদং কুর্ব্বৎ পরপ্রেষ্ঠয়ো
র্নানাদিব্য রসোত্তমানবসরে ব্যঞ্জত্তয়োঃ প্রীতয়ে।
আশ্চর্য্যং কমলোৎপলাদি কুতুকায়ো ম্মালয়ন্মীলয়ন্
নানারত্নময়চ্ছটাম্বুধিজলং ব্যঞ্জন্নিকুঞ্জাদিকম্॥১০৮॥
নির্ম্মর্য্যাদ মহাসুসৌরভ চমৎকারৈ র্বিবর্দ্ধিষ্ণুভি
র্মাধুর্য্যৈশ্চ পদেপদেহ দ্ভুততমৈ রোম্নাং মুহু র্হর্ষণৈঃ।

শোভা করিতেছে—এইভাবে সর্ব্বত্রই কেবল আনন্দেরই সাম্রাজ্য প্রতিভাত হইতেছে—॥১০৬॥

(১০৭—১১২) অহো! এতাদৃশ কুঞ্জ সমূহের মধ্যে মহামোহন কুণ্ড—সান্দ্রানন্দ মহারসরূপ স্বচ্ছ অমৃত (জল) রাশিতে সদাকাল পূর্ণ—তাহার চারি তীর রত্নাদি দ্বারা বাঁধান হইয়াছে—ঘাট সমূহও উত্তমোত্তম রত্ন-সোপান (সিড়ি) দ্বারা মণ্ডিত—তটদেশেও কদম্ব-তরুর ছায়ায় ছায়ায় মণিময় ভিত্তি বিরাজ করিতেছে॥ ১০৭॥

পরম প্রিয়তম যুগলকিশোরের আনন্দাতিশয্য বিধান জন্য কোথায়ও বা গভীর জল কোথায়ও বা অল্প জল—তাঁহাদের প্রীতির জন্য স্থলে স্থলে নানাবিধ দিব্য রস (পানকাদি) প্রকাশ পাইতেছে—তাঁহাদের কৌতূহল জন্য আশ্চর্য্যকর কমল উৎপলাদিরও বারংবার উন্মীলন ও নিমীলন হইতেছে—নানা রত্নময়-কান্তি-বিশিষ্ট জল রাশিতে নিকুঞ্জাদির ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে॥ ১০৮॥

নির্ম্মর্য্যাদ (অসীম) মহা সুগন্ধের চমৎকারে, নিরন্তর বৃদ্ধিশীল মাধুর্য্যরাশিতে, প্রতি পদে মুহুর্মুহু লোমহর্ষের উদয়কারী নানাবিধ

নানারত্ন সরোজিনী কুমুদিনীমুখ্যৈ র্মহাসুন্দরং
কীর্ণং পুষ্পচয়ৈ স্তটক্ষিতিরুহাং স্যন্দৈ র্মধূনামপি ॥১০৯॥
মধ্যেবারি রতোৎকয়োঃ রসিকয়ো র্ব্যঞ্জন্নিকুঞ্জোত্তমং
যদ্বা রত্নময়াতিসুন্দর গৃহং সর্ব্বালি বিস্মাপকম্।
অন্তঃ সম্ভবদেব বাহথ পরিত শ্চোর্দ্ধং তলে স্বচ্ছসদ্
রত্নক্ষৌণি সমীহিতোপকরণে দিব্যপ্রসূনান্তরে ॥১১০॥
মহামণি ময়োজ্জ্বলত্তটচতুষ্টয়ে হৃত্যুল্লসদ্
বিচিত্র বহুমণ্ডনাদ্ভুত মহো লতা মণ্ডপে।
বিচিত্র বহুপংক্তিক স্ফুটকদম্ব মুখ্যাদ্ভুত-
চ্ছটামৃতময় দ্রুমাবলি সমৃদ্ধিশোভাদ্ভুতম্ ॥১১১॥
রাধাকৃষ্ণা হ্যপারকন্দর্পতৃষ্ণা-
সিন্ধো র্বৃদ্ধিং তন্দত্যন্তমেব।

রত্নপদ্ম কহ্লার প্রমুখ পুষ্পচয় দ্বারা ব্যাপ্ত ও মহাসুন্দর এবং তটস্থিত বৃক্ষরাজির মধুধারাতে অবসিক্ত-- ॥ ১০৯ ॥

জল মধ্যে ক্রীড়াপরায়ণ রসিকযুগলের উত্তম নিকুঞ্জ শোভা পাইতেছে ; অথবা সখীমণ্ডলীর ও বিস্ময়জনক রত্নময় অতি সুন্দর গৃহ দৃষ্ট হইতেছে ; যেন তাহা জল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধদেশে ও তলদেশে স্বচ্ছ সুন্দর রত্নভূমি সমূহ, অভীষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে এবং অভ্যন্তরেও দিব্য কুসুমপূর্ণ ॥ ১১০ ?

অহো ! মহামণিময় উজ্জ্বল তটচতুষ্টয়স্থিত লতামণ্ডপে বিচিত্র অলঙ্কার সমূহ দ্বারা অতি অদ্ভুত—বিচিত্র বহু পংক্তিতে বিভক্ত প্রস্ফুটিত কদম্ব প্রমুখ অদ্ভুতচ্ছটারূপ অমৃতময় বৃক্ষরাজির সমৃদ্ধি শোভা দ্বারা অদ্ভুত—(ঐ কুণ্ড) ॥ ১১১ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের কাম-তৃষ্ণার অপার সিন্ধুর অতিশয় বৃদ্ধিকারক—(সেই কুণ্ড) শ্রীবৃন্দারণ্য-বিনোদী যুগলকিশোরের অত্যাশ্চর্য্য কেলি-

অত্যাশ্চর্য্যং কেলিবৈদগ্ধ্য বৃন্দং
বৃন্দারণ্যানন্দিনোঃ সন্দিশৈতৎ ॥১১২॥
(১০৭—১১২ পর্য্যন্ত কুলকম্)

মধুর মধুর গুঞ্জন্মঞ্জু রোলম্বপুঞ্জে
কনক কমলিনীনাং কাননে যত্র রাধা।
প্রিয় মধিগতবক্ত্র ভ্রান্তিকং পদ্মচুম্বে-
ষ্বপি নিজমুখচুম্বেনা শ্বসন্তং জহাস ॥১১৩॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতে
চতুর্থং শতকম্ ॥ ৪ ॥

বৈদগ্ধ্য সমূহ (আমাকে) বলিয়া দাও (দেখাও) ॥ ১১২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে—মধুর মধুর গুঞ্জনকারী মনোরম ভৃঙ্গসমূহ সংব্যাপ্ত স্বর্ণপদ্মিনী সমূহের বনে শ্রীরাধার বদন-ভ্রান্তিতে পদ্মসমূহের চুম্বনকারী প্রিয়তমকে শ্রীরাধা নিজমুখ চুম্বনদানে আশ্বস্ত করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের
চতুর্থ শতক সমাপ্ত ॥৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্।

পঞ্চম শতকম্।

কিঞ্চিচ্চন্দনকোটিজিত্বর মহো কস্তূরিকা কোটিজিৎ
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদুদার সৌরভময়ং কর্পূরপূরাদপি।
কিঞ্চিৎ কুঙ্কুমপঙ্করঙ্কন মহামোদং কিমপ্যুল্লসৎ
সৌরভ্যেন বিনির্জ্জিতাগুরু মহাহ্নপূর্ব্বং কিমপ্যদ্ভুতৎ ॥১॥
নানাপুষ্প সুবাসবৃন্দ মনিশং দিব্যং সমুন্মীলয়ন্
নানাপানক রূপতাং প্রকটয়ন্নানা সুভক্ষ্যোদয়ম্।
নানা সান্দ্র রসোল্লসৎ ফলভরং শ্রীরাধিকামাধব-
ক্রীড়াবেশ বশাৎত্রুটন্মণিসর স্রঙ্মেখলাদ্যৈ র্যুতম্ ॥২॥
অন্তরীয়গ সুরত্নমণ্ডপে
স্বীয়কুণ্ড মনু বার্ষভাণবী।

অহো! কোনও স্থল কোটি কোটি চন্দনের জয়শীল, কোথাও বা কোটি কোটি কস্তূরিকাকেও জয় করিয়াছে কোথাও বা কর্পূর প্রবাহ হইতেও উত্তম সৌরভময়, কোথাও বা কুঙ্কুম-পঙ্ক-বিলেপন হেতু মহানন্দ-বিধায়ী, কোথাও বা উল্লাসময় সৌরভযুক্ত, আবার কোথাও বা অগুরু বিনিন্দিত মহা অপূর্ব্ব সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে ॥ ১ ॥

দিবানিশি নানাবিধ পুষ্পের সুগন্ধরাশি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে, নানাবিধ পানক (সরবৎ) প্রস্তুত রহিয়াছে, নানা প্রকার সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য উপস্থিত হইতেছে, গাঢ় রসপূর্ণ নানা ফলভারযুক্ত এবং শ্রীরাধামাধবের ক্রীড়াবেশবশতঃ (কোনও স্থান বা) ছিন্ন মুক্তাগারাদি ও মাল্য-মেখলাদি দ্বারা পরিশোভিত হইতেছে ॥ ২ ॥

স্বীয় কুণ্ড (শ্রীরাধাকুণ্ড) পার্শ্বস্থিত অন্তর্ব্বর্ত্তী সুন্দর রত্নমণ্ডপে সখী-

শ্যামলেন সহগানকৌতুকং
কুর্ব্বতী স্ফুরতু মে সখীবৃতা ॥৩॥
সখীভিঃ সম্ভূয় স্বকরকমল দ্বন্দ্ব কলিতৈ
র্জলৈঃ সেকং রাধা বহু বিদধতী নাগরমণেঃ।
সুধাপূর্ণান্ বর্ণাননমিত বদনেন্দো রলমলং
জিতো হস্মীত্যাকর্ণ্য হহসদুপরতা যত্র কিমিতি ॥৪॥
স্বল্পাতিমঞ্জুল নিকুঞ্জপরীত হ্রস্ব-
বিস্তীর্ণশাখিবর পুষ্প-সুকল্পবৃক্ষৈঃ।
বীতে কদাহপি কুসুমাভরণঃ বিচিত্রা
যত্রাততান বিহৃতী রসমূর্ত্তিযুগ্মম্ ॥৫॥
পরস্পর বিলোকনাঞ্চল চমৎকৃতৈঃ সস্মিতং
পরস্পর মুরুচ্ছলাৎ সপুলকাঙ্গক স্পর্শনৈঃ।

গণ কর্ত্তৃক বেষ্টিতা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্যামল সুন্দরের সহিত গান-কৌতুক করিতে করিতে আমার চিত্তে স্ফুরিত হউন ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধা সকল সখীর সহিত একত্র মিলিয়া নাগরমণির গাত্রে নিজ কর-কমল-যুগলে গৃহীত জলরাশি দ্বারা (বহুশঃ) সিঞ্চন করিতে থাকিলে বদনচন্দ্র অবনত করিয়া—"আর না, আর না, আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম"—শ্যামসুন্দরের এই সুধাপূর্ণ বর্ণসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা (জলসেকে) বিরত হইয়া কি (মোহন আশ্চর্য্য) হাস্যই করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

স্বল্প, অতি মনোহর, নিকুঞ্জ পরিবেষ্টিত হ্রস্ব অথচ বিস্তীর্ণ বৃক্ষশ্রেষ্ঠ-গণের পুষ্পসমূহে ও সুন্দর কল্পবৃক্ষরাজি দ্বারা মণ্ডিত সেই স্থানে (বৃন্দাবনে) কখনও বা কুসুমাভরণভূষিত সেই রসমূর্ত্তি যুগলকিশোর বিচিত্র বিচিত্র বিহার সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকেন— ॥ ৫ ॥

পরস্পর নয়নের অপাঙ্গ বিক্ষেপের চমৎকারিত্বে, মৃদু মধুর হাস্য

পরস্পর কথাসুধারস সরিৎপ্রবাহৈঃ সদা
পরস্পর মহারতি র্জয়তি রাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ ॥৬॥
ব্যঞ্জৎকৈশোর দিব্যদ্রুত কনকনিভ শ্রীমদঙ্গ চ্ছটৌঘৈঃ
শশ্বন্নানা চমৎকারিভি রতিমধুরানঙ্গ ভঙ্গীতরঙ্গৈঃ।
শ্যাম-প্রেম্নো বিকারৈ র্ঘনপুলকততী গদ্গদোক্ত্য শ্রুকম্পৈ-
রালী র্বিস্মাপয়ন্তী স্বরতিবনচরীঃ সৈব রাধেশ্বরী মে ॥৭॥
ব্রজাদ্ যাতা বৃন্দাবনমতি মহাশ্চর্য্যমধুর-
স্ফুরল্লীলা রূপচ্ছবি সুরতবৈদগ্ধ্যলহরী।
স্বকুণ্ডস্থল্যান্তঃ শতশতগুণ ব্যঞ্জিসুষমা-
চমৎকারাদি র্মে স্ফুরতু হৃদি রাধা সদয়িতা ॥৮॥
শ্রীবৃন্দাবিপিনপ্রসারি পরমাশ্চর্য্যোল্লসৎসৌরভং
মাধুর্য্যামৃতসিন্ধু বন্ধুরমহাজ্যোতি স্তরঙ্গাদ্ভুতম্।

সহকারে বহু ছলক্রমে পরস্পরের পুলকাঞ্চিত বিগ্রহ স্পর্শে এবং পরস্পরের কথামৃত রসপূর্ণ নদী-প্রবাহ-রাশি দ্বারা (বর্দ্ধিত) শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর মহারতি জয়যুক্ত হউন ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধা—ব্যক্তকৈশোর দিব্য দ্রুত স্বর্ণ সদৃশ সুন্দর অঙ্গকান্তি সমূহ দ্বারা,—পুনঃ পুনঃ নানাবিধ চমৎকারকারী অতি মধুর কামভঙ্গী তরঙ্গ সমূহ দ্বারা ও শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রেমবিকারে ঘন পুলকরাজি, গদ্গদ বাণী এবং অশ্রু-কম্পাদি দ্বারা, স্বানন্দময়—বনচারিণী সখীগণকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া বর্ত্তমানা আছেন—তিনিই আমার ঈশ্বরী (সর্ব্বাভীষ্ট দানকারী) ॥ ৭ ॥

অতি মহাশ্চর্য্য মধুর স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত লীলারূপ-সৌন্দর্য্য-সুরত-বৈদগ্ধ-লহরী-বিশিষ্টা (শ্রীমতী) ব্রজ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন—নিজ কুণ্ডস্থলীর শত শত গুন সুষমা চমৎকারাদি ব্যক্ত করিয়া বিরাজমানা শ্রীরাধাদয়িত (শ্যামসুন্দরের) সহিত আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন—এই প্রার্থনা ॥ ৮ ॥

নানাভূমিভি রুত্তরোত্তর চমৎকারাতিরেকং মম
শ্রীরাধাদ্ভুত কেলিকুণ্ড মুদয়ে স্তুণ্ডং কদা মণ্ডয়েৎ ॥৯॥
বৃহদ্বিকচ কাঞ্চনাম্বুরুহ কর্ণিকায়াং স্থিতৌ
তদীয় দলকেশরৈ রহহ যত্র তৌ যুজ্যতঃ।
পরস্পর মতিস্ফুরৎ কনকনীল রত্নচ্ছবী
মহারসিকদম্পতী কিমপি দোলিতাঙ্গৌ মুহুঃ ॥১০॥
অনন্তহরিরাধিকা মধুরকেলিবৃন্দৈঃ সদা
মহাদ্ভুত মহো মহারসচমৎকৃতীনাং নিধিম্।
মহোজ্জ্বলং মহাসুসৌরভতমং চ বৃন্দাবনে
স্মরোন্মদ তদীশ্বরীদয়িত দিব্যকুণ্ডং নুমঃ ॥১১॥
যদ্বারি স্পৃশতাং সতো রসময়ী কাপ্যদ্ভুতা চেতসো-
বৃত্তিঃ সদ্য উদেতি তত্র বিহরত্যানন্দমূর্ত্তিদ্বয়ম্।

শ্রীবৃন্দাবন বিস্তারি পরমাশ্চর্য্যজনক উল্লাসময় সৌরভযুক্ত, মাধুর্য্যামৃত সিন্ধুর মনোহর অদ্ভুত মহাজ্যোতিস্তরঙ্গময়, নানাবিধ ভূমির উত্তরোত্তর চমৎকারাতিশয্যশীল শ্রীরাধার অদ্ভুত কেলিকুণ্ড (কথা) আমার মুখে উদিত (উচ্চারিত) হইয়া কবে আমার মুখশোভা বর্দ্ধন করিবে? ৯ ॥

যে স্থানে প্রকাণ্ড প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মাভ্যন্তরে স্থিত—অহো! তদীয় দলকেশর সমূহ দ্বারা সংযোজিত, পরস্পরের অতি সুন্দর কনক নীলকান্তি বিশিষ্ট মহা রসিক দম্পতী সেই যুগলকিশোর মুহুর্মুহু অঙ্গ দোলায়মান করিয়া কি আশ্চর্য্য শোভাই ধারণ করিয়াছেন !! ১০ ॥

অহো! শ্রীরাধাশ্যামের অনন্ত মধুর কেলিবৃন্দ দ্বারা সর্ব্বদা মহা অদ্ভুত—মহারস-চমৎকার-সমুদ্র-মহোজ্জ্বল-মহা সুগন্ধিতম—শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্মরোন্মদ বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রিয় দিব্য কুণ্ডকে স্তব করিতেছি ॥ ১১ ॥

শুদ্ধানঙ্গরসৈক লাস্যপরমোৎকর্ষং সুগৌরোজ্জ্বল-
শ্যামং কুণ্ডমিদং শ্রয়েম পরমং বৃন্দাটবী-মণ্ডনম্ ॥১২॥
শ্রীগোবর্দ্ধন মৌলিমণ্ডন মহারত্নোত্তমং রাধিকা-
কুণ্ডং মোহনপুণ্ডরীকনয়ন প্রাণেশ্বরীবল্লভম্।
ঘূর্ণন্মৌলিবিলোলকুণ্ডলবরং তুণ্ডেন্দুবিম্বোল্লসদ্
বংশং শংসতি যত্র মাদকগুণান্ রোমাঞ্চিতো মাধবঃ ॥১৩॥
শ্রীবৃন্দাবন শোভয়াঽপি পরয়া শ্লাঘ্যাং হরে র্বল্লভ-
শ্রীগোবর্দ্ধন শৈলরাজশিরসা হপ্যত্যাদরেণানতাম্।
রাধাকৃষ্ণ মহাদ্ভুত স্মরকলা মাধুর্য্যশোভাভরাং
বল্লীমণ্ডপ মণ্ডলীং স্মর সখে! শ্রীরাধিকা-কুণ্ডগাম্ ॥১৪॥

যাঁহার জল স্পর্শ করিলেই শুদ্ধ চিত্তে কোনও অদ্ভুত রসময়ী বৃত্তির সদ্য উদয় হয়, যাঁহা কেবল বিশুদ্ধ অনঙ্গরসেরই লাস্য শোভাতিশয্য ধারণ করিয়া বিরাজমান আছেন এবং সুগৌরোজ্জ্বল কান্তি-বিশিষ্ট হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছেন,—তাঁহাতে আনন্দময় যুগলকিশোর নিত্য বিহার করিতেছেন—অতএব পরম রমণীয় বৃন্দাটবী-ভূষণ এই শ্যাম-কুণ্ডেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥ ১২ ॥

যে স্থানে মাধব রোমাঞ্চিত বিগ্রহে স্বীয় মস্তকান্দোলন করতঃ দোলায়মান-কুণ্ডল হইয়া ও বদন-চন্দ্র-জ্যোৎস্নায় (চতুর্দ্দিক) উল্লসিত করিয়া স্বীয় বংশীতে উন্মাদনাবিধায়ক গুণ সমূহের আলাপ করেন—এবং যাহা মোহন পদ্মনয়ন (শ্রীকৃষ্ণ বা পদ্মনয়না) প্রাণেশ্বরীর একান্ত প্রিয় ও শ্রীগোবর্দ্ধনের শিরোভূষণ মহারত্নশ্রেষ্ঠ—তাহাই এই শ্রীরাধাকুণ্ড ॥১৩॥

হে সখে! পরম উৎকৃষ্ট শ্রীবৃন্দাবন শোভা দ্বারাও প্রশংসনীয়, শ্রীহরির প্রিয় শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ কর্ত্তৃকও অতি আদরে অভিবন্দিত, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কামকলারাশির মাধুর্য্য শোভায় পরিপূর্ণ শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত লতামণ্ডপ সমূহকে স্মরণ কর ॥ ১৪ ॥

অসমোর্দ্ধ স্মরবর্দ্ধিনি রাধাকুণ্ডে মহারসাবিষ্টৌ।
গৌরশ্যাম কিশোরৌ স্মর তৌ রসবিহ্বলৌ সখীবলয়ে ॥১৫॥
দিব্যানন্তবিচিত্র বৈভবরসা মুহ্যদ্বৈকুণ্ঠেশ্বরং
গান্ধর্ব্বাহৃদয়ৈক বন্ধু মধুর প্রেমোন্মদান্ধাহখিলম্ ;
বিদ্যানন্দ সুধৈকসিন্ধু পরতো জাজ্জ্বল্যমানং ক্ষিতৌ
তদ্ বৃন্দাবন মপ্রমেয়রসদং প্রাপ্যা হ্যদীক্ষেত কঃ ? ১৬॥
রূপাণি ব্রজভীরুসীমভগবৎ প্রেষ্ঠৈ র্নিসেব্যানি তে
মুক্তৈ শ্চারুবিধানি সন্তু পরমানন্দাত্ম বৃন্দাবন !
শ্রীরাধা মুরলীমনোহর রসোদারে তু রূপে মহা-
মাধুর্য্যান্তিমসীমনি স্মৃতিপথং যাতেহপি ধন্য স্ত্বহম্ ॥১৭॥
রাধা কৃষ্ণ সুগানশিক্ষণপরা গায়ন্তি যত্রো ন্মদা
নানাশ্চর্য্যবিহং রসালশিখরাণ্যা রুহ্য পুংস্কোকিলাঃ।

অসমোর্দ্ধ কামবর্দ্ধনশীল শ্রীরাধাকুণ্ডে সখীসমাজে মহারসাবিষ্ট রসবিহ্বল সেই গৌরশ্যাম যুগলকে স্মরণ কর ॥ ১৫ ॥

দিব্য অনন্ত বিচিত্র বৈভবরসে বৈকুণ্ঠাধীশ্বরকেও মোহিত করেন, শ্রীরাধা-হৃদয়ৈক-বন্ধু শ্যামসুন্দরের মধুর প্রেম দ্বারা অখিল বস্তুকেই উন্মত্ত ও অন্ধীকৃত করেন এবং এই পৃথিবীতে বিদ্যানন্দ-সুধারই একমাত্র সমুদ্রের পরপারে জাজ্বল্যমান যে অসীম রসদায়ক বৃন্দাবন—তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াও কে আবার অন্য বস্তুর দর্শনাকাঙ্ক্ষা করে ? ॥ ১৬ ॥

হে পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন ! তোমার বিবিধ মনোরম রূপরাশি মুক্ত ও ব্রজগোপীগণ পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রিয় জনগণের সেব্য হউক। শ্রীরাধা মুরলীমনোহরের মহামাধুর্য্যের চরমসীমা-প্রাপ্ত রসবহুল অত্যুৎকৃষ্টরূপ আমার স্মৃতিপটে আসিলেও আমি কিন্তু ধন্য হই ॥ ১৭ ॥

যে স্থানের রসাল (আম্র) বৃক্ষের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ কর্তৃক (বা বিষয়ক) সু-গান-শিক্ষা-পরায়ণ উন্মত্ত

যন্নৃত্যানি চ বীক্ষ্য শিখিনো নৃত্যন্তি চিত্রং ব্যধু-
স্তদ্‌গোষ্ঠীং শুকশারিকা যদবি তদ্‌ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥১৮॥
সঙ্গীতোৎসব রঙ্গিকোকিলগণং নাট্যোল্লসদ্‌বর্হি সদ্
ভৃঙ্গীঝঙ্কৃত দিব্যবাদ্যমধুরং স্ফুর্জল্লতা মণ্ডপম্।
রাধাকৃষ্ণ নিষেবনা তিরসবদ্ দাসীজনাপেক্ষিতা-
র্থাপূরি দ্রুমবল্লিবৃন্দ মুদয়াদ্ বৃন্দাবনং সুন্দরম্ ॥১৯॥
অপারাবারাত্মপ্রভ বিমল চিজ্জ্যোতি রমৃতা-
ম্বুধিদ্বীপে বৃন্দাবনম তুলরোচিঃ স্মর সখে !
কদম্বানাং বাটীপরিবৃত মনন্তদ্রুমলতা-
নিকুঞ্জে মঞ্জু শ্রীরসিকযুগ সর্ব্বস্বনিলয়ম্ ॥২০॥
নমো নিত্যং বৃন্দাবনতরুলতাভ্যঃ করুণয়া
কিরন্তীভ্যঃ সর্ব্বানপি চ পুরুষার্থান্ সকৃদপি।

পুংস্কোকিলসমূহ নানা আশ্চর্য্য প্রকারে গান করে—যাঁহাদের নৃত্যকলা-রাজি দর্শন করিয়া ময়ূর সমূহ বিচিত্র নৃত্য করে—এবং শুক শারিকা যাঁহাদের সংলাপের অনুবাচন করে—সেই বৃন্দাবনকে ধ্যান করিতেছি।

সঙ্গীতোৎসবরঙ্গী কোকিলগণ মুখরিত, নৃত্যপরায়ণ ময়ূরগণ উল্লসিত, সুন্দর ভ্রমর ঝঙ্কাররূপ দিব্য মধুর বাদ্য দ্বারা নিনাদিত, (ইতস্ততঃ) লতামণ্ডপ শোভিত এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরা অতি রসময়ী দাসীগণ কর্ত্তৃক অপেক্ষিত অর্থের (প্রয়োজনের) সম্যক্ পূর্ত্তিকারী বৃক্ষ-লতাবৃন্দ-শোভিত সুন্দর বৃন্দাবন (আমার হৃদয়ে) উদিত হউন ॥ ১৯ ॥

হে সখে! পারাবার-রহিত স্বয়ং-প্রকাশ বিমল চিজ্জ্যোতির্ম্ময় অমৃত-সমুদ্রের দ্বীপে অতুলনীয় কান্তিবিশিষ্ট বৃন্দাবনকে স্মরণ কর। তাহা—অনন্ত কদম্ববাটী দ্বারা পরিবেষ্টিত, অনন্ত বৃক্ষ-লতা-নিকুঞ্জসমূহ দ্বারা রমণীয় এবং শ্রীরসিকযুগলের সর্ব্বস্ব আলয় স্বরূপ ॥ ২০ ॥

যাঁহাদিগকে একবার মাত্র স্পর্শ করিলে এবং যাঁহাদিগের কথা

বিলোকাৎ সংস্পর্শা চ্ছ্রবণকথনাচ্চ স্মরণতো
বিভান্তীভ্যঃ পারে প্রকৃতিরস সারাত্মমহসঃ ॥২১॥
অতিস্বচ্ছে হত্যন্তোজ্জ্বল উরুবিধোদ্যৎ পরিমলে
পরাগাণাং পুঞ্জৈঃ শ্রুত নবমরন্দৈশ্চ সুভগে।
সুশাখাঢ্যৈ নীরন্ধ্রিত উপরি বৃন্দাবনভুব
স্তলে রাধাকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিনি রসময় স্নিগ্ধমধুরে ॥২২॥
যত্র শ্রীরাধিকা তদ্রসবিবশ সদানন্দয়োঃ সর্ব্বকাল-
স্থেমা প্রেমামৃতাব্ধিঃ পরমরস চমৎকার সীমাঽস্তি যত্র।
যত্রৈবাশ্চর্য্যসীমা যদধি পরতরো দিব্যসৌভাগ্যসীমা
শ্রীবৃন্দারণ্যনামা জয়তি ভগবতঃ সর্ব্বধামাতিধামা ॥২৩॥
পঞ্চার্থান্ প্রেমভক্ত্যন্তান্ বিচিন্বন্তি বুধা মুধা।
কৃতার্থাঃ কিল তিষ্ঠন্তি বৃন্দারণ্য-তৃণাশ্রিতাঃ ॥২৪॥

একবার মাত্র শ্রবণ, কথন বা স্মরণ করিলেও যাঁহারা করুণা পরবশ হইয়া সকল পুরুষার্থই দান করেন—এবং যাঁহারা প্রকৃতি রস-সারাত্মক জ্যোতির পরপারে বিরাজমান—সেই বৃন্দাবনীয় তরুলতারাজিকে নিত্য নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

অতি স্বচ্ছ, অত্যন্ত উজ্জ্বল, বহুবিধ পরিমলবাসিত, পরাগপুঞ্জে ও ক্ষরিত নব মকরন্দ দ্বারা অতি সুভগ (সুন্দর) বৃন্দাবন ভূমির উপরি-ভাগে সুন্দর বৃক্ষশাখাসমূহ দ্বারা নিশ্ছিদ্রীকৃত এবং তলদেশে রসময় স্নিগ্ধ মধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণযুগল বিরাজমান— ॥ ২২ ॥

যে স্থলে তদ্রস-বিবশ সদানন্দ যুগলকিশোরের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বদা স্থির-প্রেমামৃত-সমুদ্র—যে স্থলে পরম রসের চমৎকারকারী সীমা বর্ত্তমান—যে স্থলেই আশ্চর্য্যের সীমাও সর্ব্বাতিশায়ী দিব্য সৌভাগ্যসীমা সেই শ্রীবৃন্দাবনাখ্য শ্রীভগবদ্ধাম সমূহের শিরোমণি ধাম জয়যুক্ত হউন ॥

পণ্ডিতগণ প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত পঞ্চ পুরুষার্থকে বৃথাই অন্বেষণ করিতে-

জীবন্নেব মৃতপ্রায়ো দেহাদৌ নিরহং মমঃ।
কদা প্রেমরসস্যন্দে বিন্দে বৃন্দাবনে স্থিতিম্ ॥২৫॥
পুণন্তি ব্রহ্মরুদ্রাদীন্ যেষাং চরণরেণবঃ।
সর্ব্বভাবেন মে সেব্যা স্তে বৃন্দাবনবাসিনঃ ॥২৬॥
শ্রীরাধা কাননস্পর্শা চ্ছুদ্ধচিদ্রসমূর্ত্তয়ঃ।
অপ্যমী স্বপরাদৃশ্যা নমস্যাঃ শ্রীশুকাদিভিঃ ॥২৭॥
সাপরাধাশ্চ যে রাধাপদ মাধায় চেতসি।
বসন্তি বৃন্দাবিপিনেহ নন্যান্ ধন্যান্ নমামি তান্ ॥২৮॥
তদ্ভ্রূভঙ্গ মহানঙ্গতৃষ্ণ কৃষ্ণ মুহুঃ স্তুতম্।
বৃন্দাবনেশ্বরী দাস্যলাস্যমেবাহ ভিলষ্যতে ॥২৯॥
মধুরমধুরকেলিং কুর্ব্বদুদ্বেলকামা-
স্বুধিরসবরসিন্ধুস্যন্দি বৃন্দাবনান্তঃ।

ছেন—তাঁহার কিন্তু বৃন্দাবনের তৃণমাত্রকেও আশ্রয় করিলে কৃতার্থ হইতে পারেন ॥ ২৪ ॥

জীবিতাবস্থাতেই মৃতপ্রায় হইয়া কবে দেহাদিতে 'অহং মম' ভাব ত্যাগপূর্ব্বক প্রেমরসবর্ষী বৃন্দাবনে (নিত্য) স্থিতি লাভ করিব ? ২৫ ॥

যাঁহাদের চরণরেণুসমূহ ব্রহ্মরুদ্রাদিকেও পবিত্র করেন—সেই বৃন্দাবনবাসিগণ সর্ব্বতোভাবেই আমার সেব্য ॥ ২৬ ॥

যাঁহারা শ্রীরাধাকমল স্পর্শ করিয়াছেন—তাঁহারা শুদ্ধচিদ্রসমূর্ত্তি হইয়াছেন এবং তাঁহারা নিজ বা পরের অদৃশ্যভাবে শ্রীশুকাদি মহাজনগণ কর্ত্তৃক নমস্য হইতেছেন ॥ ২৭ ॥

যাঁহারা অপরাধী হইয়াও চিত্তে শ্রীরাধাপাদপদ্ম ধারণ করিয়া বৃন্দাবিপিনে বাস করেন, সেই ধন্য অনন্য ভক্তদিগকে আমি নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥

শ্রীরাধার ভ্রূ-ভঙ্গীমাত্রই মহাকামতৃষ্ণা-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক

প্রতিপদ সুষমৈকাম্ভোধি মজ্জত্তনুশ্রি
স্ফুরতু কিমপি গৌরশ্যাম ধামদ্বয়ং নঃ ॥৩০॥

অন্যোন্যং রূপশোভা ললিতরতিকলা চাতুরী মাধুরীণাং
বিভ্রাণা বালিবৃন্দ প্রতিপদ সুচমৎকারকারিপ্রবাহান্।
গৌরশ্যামৌ কিশোরৌ মিথ উদিতমহানঙ্গরঙ্গৈকরম্যা-
বুদ্যদ্রোমাঞ্চ পুঞ্জৌ স্মরতি সরসধীঃ কোঽপি বৃন্দাবনান্তঃ ॥৩১

অনন্তসুষমানিধি স্ফুরদপার মাধুর্য্যভূ
রনন্ত চিচ্চন্দ্রিকানিধি রনন্তসৌভাগ্যভূঃ।
অনন্ত ভগবদ্রসোত্তম রহস্যমূলস্থলী
মদীহিত মনন্তয়ত্বিদমনন্ত বৃন্দাবনম্ ॥৩২॥

যেষাং মন্মথকৌতুকোত্তরলয়োঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
স্বচ্ছোদার তলস্থলী মিলিতয়ো রানন্দমগ্নাত্মনাম্।

মুহুর্মুহু স্তুত শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর দাস্য লাস্যই আমার অভিলষণীয় বস্তু ॥২৯

মধুর হইতেও সুমধুর কেলিপরায়ণ, উদ্বেলিত কাম-সমুদ্রের রসশ্রেষ্ঠ সন্ধুক্ষণকারী, প্রতি পদেই সুষমা-সমুদ্রে মজ্জনশীল দেহ শোভাধারা কোনও গৌরশ্যাম বিগ্রহ যুগলই আমাদের (হৃদয়ে) স্ফুরিত হউন ॥৩০॥

প্রতি পদে সখীগণেরও সুচৎকারকারী পরস্পরের রূপ-শোভা ললিত রতিকলা চাতুর্য্য মাধুর্য্যাদির প্রবাহধারণকারী, পরস্পরের প্রতি উদিত মহা কামরঙ্গ বশতঃ অতি রমণীয় ও পুলকাঞ্চিত-বপুঃ গৌরশ্যাম কিশোরযুগল, বৃন্দাবন মধ্যে বিরাজমান আছেন। সরসবুদ্ধি (রসিক) মানবই তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

অনন্ত সুষমা-সমুদ্রও অনন্ত মাধুর্য্যভূমি ; অনন্ত চিচ্চন্দ্রিকা-সমুদ্রও অনন্ত সৌভাগ্যভূমি এবং অনন্ত ভগবদ্রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রহস্যের মূলস্থলী এই অনন্ত বৃন্দাবন মদীয় চেষ্টা সকলকেও অনন্তত্ব দান করুন, (অর্থাৎ আমি যেন অনন্তভাবে অনন্ত বৃন্দাবনকে আস্বাদন করিতে পারি) ॥৩২॥

আসারা নিপতন্তি দিব্যমধুনো দিব্যৈঃ প্রসূনৈঃ ফলৈ
রাকীর্য্যেত মহী খগৈঃ কলকলং ত্যক্ত্বাহ চলৈঃ স্থীয়তে ॥৩৩

মহামধুর গুল্মকদ্রুমলতা মহামাধুরী-
ধুরীণ ধরণীতলং সুমধুরালি পিৎসন্মৃগম্।
মহামধুরতা ধুরোঙ্কুরসরঃ সরিদ্ ভূধরং
মহামধুরভাবদং মধুরিমৈব বৃন্দাবনম্ ॥৩৪॥

দিব্যানন্ত রসাত্মকফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ দিব্যামিতা-
মোদৈ র্দিব্যপরাগ দিব্যমধুভি র্দিব্যৈঃ খগানাং কুলৈঃ।
দিব্যৈঃ পল্লবকোরকাদিভি রপি শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
সন্তোষং সমুপার্জয়ামি তরবো ভূত্বাহপি বৃন্দাবনে ॥৩৫॥

আমূল দ্রুমজাতি বিস্তৃত মহাসুস্নিগ্ধ শাখাবতাং
বৃক্ষাণামতি দিব্যপুষ্পফলসম্ভারৈ র্মনোহারিণাম্।

আনন্দরসে মগ্নচিত্ত যে সকল (কল্পবৃক্ষের) স্বচ্ছ উদারতলে মন্মথ-কৌতুক-চঞ্চল শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন—তাহাদের দিব্য মধুধারা বর্ষা হয়, দিব্য কুসুম ও ফলসমূহ দ্বারা পৃথিবীতল আকীর্ণ হয় এবং বিহগসমূহ কলরব ত্যাগ করিয়া অচল হইয়া অবস্থান করে ।৩৩।

মহা মধুর গুল্ম, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির মহা মাধুর্য্যমণ্ডিত ধরণীতল—সুমধুর ভ্রমর, পক্ষী ও মৃগসমাকুল—মহামাধুর্য্যসার শ্রেষ্ঠ সরোবর, নদী ও পর্ব্বতযুক্ত এবং মহা মধুর ভাবদানকারী এই বৃন্দাবন—সাক্ষাৎ মাধুর্য্যরূপেই প্রকট হইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

দিব্য দিব্য অনন্ত রসময় ফলে পুষ্পে শোভিত হইয়া দিব্য, অপরিসীম আমোদে (গন্ধে), দিব্য পরাগ, দিব্য মধু ও দিব্য বিহঙ্গমসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া, দিব্য পল্লব কোরকাদি মণ্ডিত হইয়া—এই বৃন্দাবনে বহু তরু দেহ ধারণ করিয়াও আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্তোষ সমুপার্জ্জন করিব ॥৩৫॥

যেই শ্রীবৃন্দাবনে অতি দিব্য পুষ্প-ফল-সামগ্রী দ্বারা মনোহারী, মূল

আরুহ্য দ্বয়মেব কৌতুকভরা তদ্গৌরনীলং মহঃ
শাখা যত্র চিনোতি খেলতি তদেবাহং ধ্যেমি বৃন্দাবনম্ ॥৩৬॥
যা রাধায়া বরতনু নটেত্যুক্তিমাত্রেণ নৃত্যেদ্
গায়েত্যুক্তা মধুকররুতৈর্বিজ্ঞগানং তনোতি।
ক্রন্দেত্যুক্ত্যা বিসৃজতি মধূৎফুল্লিতা হ্যাদ্ধসেতি
প্রোক্তা শ্লিষ্য দ্রুমমিতি গিরা সস্বজে হৃষ্টগুচ্ছা ॥৩৭॥
মৎপ্রাণেশং নম নিগদিতে ত্যাহহপতত্যেব ভূমা-
বিত্থং তত্তদ্বচনবশগা স্যামহং কাহপি বল্লী।
শ্রীরাধায়াঃ স্বকরবিহিত স্বম্বুসেকাদি পুষ্টা
বৃন্দারণ্যে মুদিতহরিণা দত্তকান্তাবরাশীঃ ॥৩৮॥

পর্য্যন্ত বিস্তৃত পারিজাত, জাতি প্রভৃতির মহা সুস্নিগ্ধ শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ সমূহে আরোহণ করিয়া সেই গৌরনীল বিগ্রহ-যুগলই কৌতুকভরে (পল্লব কুসুমাদি) চয়ন করেন, খেলা করেন—সেই বৃন্দাবনেরই সম্যক্ ধ্যান করি ॥ ৩৬ ॥

যে লতা "হে বরাঙ্গিনী, নৃত্য কর"—শ্রীরাধার এই উক্তি মাত্রেই নৃত্য করে; "গান কর"—এই উক্তিতেই ভ্রমর ঝঙ্কারে মনোমদ গান করে; "ক্রন্দন কর"—এই বাক্যে মধু বর্ষণ করে এবং "হাস্য কর"—এই কথার উৎফুল্লিত হয় ও "বৃক্ষকে আলিঙ্গন কর"—এই উক্তিতেই সংহৃষ্ট-গুচ্ছ হইয়া বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে—॥ ৩৭ ॥

"মদীয় প্রাণেশ্বরকে প্রণাম কর"—এই বাক্যেই ভূমি নিপতিত হয়, এই ভাবে শ্রীরাধার বাক্য সমূহের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমি বৃন্দাবনের কোনও একটী লতা হইব - যাহাতে শ্রীরাধার নিজ কর-কমল-সিঞ্চিত সুন্দর জলে পুষ্টিলাভ করিব এবং শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে "আমার কান্তা হও" বলিয়া শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ দান করিবেন ॥ ৩৮ ॥

যা শ্রী র্নন্দন পুষ্পভদ্র প্রমুখে যা বাহথ নৈঃশ্রেয়সে
তৎকোটি প্রগুণশ্রিয়াহ তিমধুরং দেদীপ্তি বৃন্দাবনম্।
কেলি শ্রীমদনন্ত চিত্রসুরসং শ্রীরাধিকামাধবৌ
নিত্যং বেদশিরোহ তিদূরপদবীং যদ্বৈভবং গায়তঃ ॥৩৯॥
যে নৈঃ শ্রেয়স মাশ্রিতা স্তুলসিকাদ্যামোদ সংমোদিনো
যে সৎসৌরভ পারিজাত কুসুমৈ র্যে নন্দিনো নন্দনে ।
যে চান্যেষু বনেষু সন্তি মুদিতাঃ পুষ্পন্ধয়ানাঙ্গনা
স্তে যত্রাভিপতন্তি নিত্যমমিতা স্তাং নৌমি বৃন্দাটবীম্ ॥৪০
ধন্যে হস্মিন্ ধরণীতলে তনুভৃতাং দাতুং মহোচ্চং পদং
প্রাদুর্ভূত মতিপ্রভূতমধুরানন্দাব্ধি বৃন্দাবনম্।
যে সংসার মহাহবটে নিপতিতা যে সর্ব্বসংত্যাগিনো
যে মুক্তাশ্চ য ঈশ্বরাঃ সকৃদপি প্রেক্ষ্যৈব মুহ্যন্ত্যহো ॥৪১॥

নন্দন, পুষ্পভদ্র প্রমুখ কাননে যে শ্রী (সৌন্দর্য্যাদি) অথবা মুক্তি-পদে যে শ্রী (বিভূতি) রহিয়াছে—তাহার কোটি গুণিত শ্রী (শোভা সম্পত্তি) দ্বারা অতি মধুর বৃন্দাবন দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন! কেলি-সৌন্দর্য্যযুক্ত, অনন্তচিত্রে রসাল এবং বেদ শিরোমণিগণেরও অতি দূরে বিরাজমান—ইহার বৈভব বিষয়ে শ্রীরাধামাধব নিত্য গান করেন ॥ ৩৯ ॥

যে সকল ভ্রমর নিত্য মুক্তিপদে অবস্থান করে, যাহারা তুলসী প্রভৃতির গন্ধে অতিশয় আনন্দাস্বাদন করে, যাহারা নন্দন-কাননে মহা সুগন্ধি পারিজাতাদি কুসুম সমূহে আনন্দিত হইয়া থাকে এবং যাহারা অন্যত্র বন সমূহে আমোদ প্রাপ্ত হয়,—সেই সকল ভ্রমর দলই অনন্ত অনন্ত যূথে নিত্য যে বৃন্দাবনে পতিত হইয়া থাকে, সেই বৃন্দা-বনকে নমস্কার করি ॥ ৪০ ॥

অহো! এই ধন্য পৃথিবীতে জীবনিচয়কে মহোচ্চ পদ দান করিবার জন্য অতিশয় মধুর মহানন্দ সমুদ্র বৃন্দাবন প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন—যাঁহারা

যেঽত্যন্ত বিষয়াবিষ্টা ব্রহ্মনিষ্ঠাশ্চ যে মতাঃ।
প্রেক্ষ্যানন্দেন মূর্চ্ছন্তি সকৃদ্ বৃন্দাবনশ্রিয়ম্ ॥৪২॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনস্যৈব প্রভাবোঽয়ং মহাদ্ভুতঃ।
যৎ স্বসম্বন্ধগন্ধেঽপি বন্ধকৃদ্ রসসিন্ধুদঃ ॥৪৩॥
বৃন্দাবনস্য মহিমা ন হি মাদৃশগোচরঃ।
ববন্ধ স্বগুণৈর্দিব্যৈর্যঃ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৪৪॥
অত্যুন্মদ মহাপ্রেম রসসারৈঃ সুসম্ভৃতম্।
আত্মবৎ স্বীয়সকলং ভজ বৃন্দাবনং বনম্ ॥৪৫॥
ধনপুত্রকলত্রাদি মমতা মম তাপদা।
ইতি ত্যক্ত্বা হখিলং বৃন্দাবনমেব চ মে বরং ॥৪৬॥

সংসার মহাগর্ত্তে নিপতিত,—যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী, যাঁহারা মুক্ত এবং যাঁহারা ঈশ্বর (ঐশ্বর্য্যশালী বা ব্রহ্মাদি পদারূঢ়) তাঁহারাও ইহাঁকে একবার দর্শন করিলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

যাঁহারা অত্যন্ত বিষয়াবিষ্ট ও যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ—তাঁহারাও একবার মাত্র এই বৃন্দাবনের শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনের ইহাই মহাদ্ভুত প্রভাব যে, যেখানে তাঁহার সম্বন্ধ গন্ধ-লেশও আছে, তাহাতেই তিনি রস-সমুদ্র-দানে চির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা মাদৃশ ব্যক্তির গোচরীভূত নহে, যেহেতু ইনি দিব্য স্বীয় গুণরাজি দ্বারা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমকেও বন্ধন করিয়াছেন ॥৪৪॥

অত্যুন্মদ মহা প্রেম-রস-সারে সুসজ্জিত ও তদীয় সকলের প্রতিই আত্মবৎ ব্যবহারশীল শ্রীবৃন্দাবন নামক বনেরই ভজনা কর ॥ ৪৫ ॥

ধন, পুত্র, কলত্রাদির প্রতি মমতাই আমার তাপদানকারী, অতএব এই সব পরিত্যাগ করিয়া এই বৃন্দাবনই আমার পক্ষে বরং ভাল

মহাঽসহানি দুঃখানি সুখান্যুন্মদকানি বা।
বৃন্দাবনদৃঢ়প্রীতিং নালং চালয়িতুং হি মাম্ ॥৪৭॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাটবী কুঞ্জপুঞ্জে নিত্যবিহারিণৌ।
গৌরশ্যাম মহাশ্চর্য্য কিশোরৌ মম জীবনৌ ॥৪৮॥
মন্দপ্রজ্ঞাস্ত এবাত্র নন্দভাগ্যা স্ত এব হি।
যে বৃন্দাবন মাশ্রিত্য রাধাকৃষ্ণৌ ন ভেজিরে ॥৪৯॥
ইদং মহচ্ছোচনং মে মহাংশ্চ বত বিস্ময়ঃ।
ন যদ্বৃন্দাবনস্থোঽপি রাধাকৃষ্ণৌ ভজেদ্রসাৎ ॥৫০॥
ন লোকচিন্তা নো ধর্ম্মচিন্তা চিন্তা ন দেহগা।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ ভাবভৃতো মম ॥৫১॥
যে নিত্যা নির্ব্বিকারা নিরতিশয়গুণা নিষ্প্রপঞ্চস্বভাবা
নির্দ্দোষা নিত্যমুক্তা নিগমগণ-সমুদ্গীত-দিব্যানুভাবাঃ।

(বাসস্থান) ॥ ৪৬ ॥

মহা অসহনীয় দুঃখরাশি কিম্বা উন্মাদনাকারী সুখসমূহও শ্রীবৃন্দাবনে দৃঢ় প্রীতিমান্ আমাকে অন্যত্র চালাইতে পারিবে না ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনের কুঞ্জসমূহ মধ্যে নিত্য বিহার-পরায়ণ গৌরশ্যামাত্মক মহাশ্চর্য্য যুগলকিশোরই আমার জীবন ॥ ৪৮ ॥

তাহারাই মন্দবুদ্ধি ও তাহারাই মন্দভাগ্য—যাহারা বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করে না ॥ ৪৯ ॥

ইহাই আমার মহা শোকের বিষয় ও ইহাই আমার মহা বিস্ময়ের কারণ,—যে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াও লোকে প্রেম সহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করে না ॥ ৫০ ॥

এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভাবনাশীল আমার ত লোকচিন্তা, ধর্ম্মচিন্তা বা দেহাদির চিন্তাও নাই ॥ ৫১ ॥

যাঁহারা নিত্য, নির্ব্বিকার, অসমোর্দ্ধগুণবিশিষ্ট, অপ্রাকৃত স্বভাববান্,

আনন্দাপার-সম্বিদ্-রসঘন-বপুষঃ কৃষ্ণভাবৈকমগ্না
স্তান্ বন্দে শ্রীলবৃন্দাবন তরুনিকরান্ সর্ব্বসর্ব্বার্থদাতৄন্ ॥৫২॥
দিব্যানেক বিচিত্রপুষ্পফল ভারানম্রশাখান্ মহা-
বিস্তীর্ণান্ পরমোচ্ছ্রিতান্ খগকুলৈঃ সংরাবকোলাহলান্।
নীরন্ধ্রান্ দলপল্লবৈ স্ততইতো মত্তালিমালাকুলান্
বন্দে স্যন্দিমরন্দ সান্দ্রসুসুধান্ বৃন্দাটবীশাখিনঃ ॥৫৩॥
ঊর্দ্ধপ্রেক্ষণ মোহনাক্ষি বদনং শ্রীরাধিকাতর্জ্জনী-
মুত্তোল্যা মৃতভাষিতেন তলগা সন্দর্শয়ে মোহিনী।
যেষাং দিব্যফলানি নাগরবরঃ সংপাতয়েৎ সাদরং
স্বামিন্যেব মবাচিনোতি ভজ তান্ বৃন্দাবনশাখিনঃ ॥৫৪॥
মহাজ্যোতিরূপাঃ প্রতিপদ মহানন্দমধুরা-
মহাতুঙ্গা শাখাবিততিষু মহাবিস্তৃতিযুতাঃ।

নির্দ্দোষ, নিত্যমুক্ত এবং যাঁহাদের দিব্য অনুভাবসমূহ বেদগণ কর্ত্তৃক নিত্য সমুচ্চ স্বরে গীত হইতেছে,—যাঁহারা আনন্দ ও অসীম জ্ঞান-রস-ঘন-বিগ্রহধারী ও কৃষ্ণ-ভাবৈক মগ্ন—নিখিল জগতের সর্ব্বপুরুষার্থ-দানকারী শ্রীবৃন্দাবনীয় তরুসমূহকে বন্দনা করি ॥ ৫২ ॥

দিব্য দিব্য বহু বিচিত্র পুষ্পফল ভারাবনত, বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তারী, অতীব সমুন্নত, বিহঙ্গম সমূহের কোলাহলে মুখরিত, পত্র পল্লবাদি দ্বারা নিশ্ছিদ্রীকৃত, ইতস্ততঃ মত্ত অলিসমূহ দ্বারা সমাকুল, ক্ষরণশীল রসঘন উৎকৃষ্ট সুধারাশি বহনকারী বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ সমূহকে বন্দনা করি ॥ ৫৩ ॥

মোহিনী শ্রীরাধা যে বৃক্ষ সমূহের তলদেশে অবস্থান করিয়া তর্জ্জনী উত্তোলন পূর্ব্বক অমৃতময় বাক্যবিন্যাসে শ্যামসুন্দরকে তদীয় ঊর্দ্ধ প্রেক্ষণ জনিত মোহন অক্ষিযুগল ও বদনচন্দ্রমা দেখাইতেছেন—আর নাগরবর দিব্য ফলসমূহ সাদরে নীচে ফেলিতেছেন এবং শ্রীরাধা সেই সমস্ত সংগ্রহ করিতেছেন—সেই বৃন্দাববস্থ শাখিসমূহকে ভজন কর ॥ ৫৪॥

মহার্থান্ বর্ষন্তো নিরবধি মহাপুষ্পফলিনো
মহীয়াংসো বৃন্দাবিপিন তরবো ভান্তি মহতাম্ ॥৫৫॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন বিটপিনঃ সচ্চিদানন্দসান্দ্রা
শ্চন্দ্রাদিত্য প্রমুখনিখিল জ্যোতিরেকাণুভাসঃ।
শাখাপত্রাদিভি রবিমিতাঃ সর্ব্বদিব্যর্ত্তু সেব্যাঃ
সর্ব্বোত্তাপচ্ছিদুর শিশির চ্ছায়য়াঢ্যা র্জয়ন্তি ॥৫৬॥
এতা বল্লীবিততয় উরুস্নেহ বিক্লিন্নচিত্তাঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনভুবি মহাভূতয়ো মাতৃভূতাঃ।
আশ্রীয়ন্তে হরি হরি বহি র্বস্তুবুদ্ধিং বিধূয়
যৈ র্ধীমদ্ভিঃ সততমিহ বাঽমুত্র বা তে কৃতার্থাঃ ॥৫৭॥
কৈবল্যাদ্য খিলার্থথূৎকৃতিকৃতঃ কেচিন্মহাবুদ্ধয়ো
যোগীন্দ্রাঃ খগরূপতা মুপগতা নন্দন্তি যচ্ছাখিষু।

মহাজ্যোতি স্বরূপ, প্রতিপদে মহানন্দ মধুর, মহোচ্চ, শাখাবিস্তার পূর্ব্বক মহার্থ (চতুর্ব্বর্গ ও প্রেমাদি বর্ষণকারী), নিরন্তর মহা মহা পুষ্প-ফল-দানকারী, মহা মহীয়ান্ বৃন্দাবন তরুসমূহ বিরাজ করিতেছেন ॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজি—সচ্চিদানন্দঘন, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি নিখিল জ্যোতিঃ তাঁহাদের জ্যোতির এক কণা—(অথবা, তাঁহারা ঐ সকল জ্যোতিষ্ক দ্বারা নিরন্তর উদ্ভাস্বর), শাখা পত্রাদি দ্বারাও অপরিসীম—সকল দিব্য ঋতু দ্বারা সেবিত—সর্ব্বতাপ ছেদনকারী শীতল ছায়া সমন্বিত হইয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাকুন ॥ ৫৬ ॥

হরি! হরি!! এই বৃন্দাবন ভূমিতে মহা বিভূতিশালী, মাতৃস্বরূপ সাতিশয় স্নেহার্দ্রচিত্ত এই বল্লী (লতা) শ্রেণীতে বাহ্য বস্তু বুদ্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক যে সকল বুদ্ধিমান জন তাঁহাদের নিরন্তর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা এই জগতে বা পর-জগতে কৃতার্থই হইয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

কৈবল্য (মুক্তি) প্রভৃতি নিখিল অর্থে (চতুর্ব্বর্গে) থূৎকার করিয়া

সম্যক্ প্রস্ফুরিতৈশ্চ যুক্তিনিবহৈঃ সর্ব্বার্থতৎসাধনা-
ত্যন্তোচ্ছেদ কৃদুচ্চকৈঃ কলকলা স্তাং নৌমি বৃন্দাটবীম্ ॥৫৮॥
শ্রীবৃন্দাবনম বনীপ্রকটং প্রকৃতেঃ পরাৎ পরং সুরসম্ ।
রাধামাধব নিত্যাক্রীড়ং সন্তজ্য সর্ব্ব মাশ্রয়ত ॥৫৯॥
বৃন্দারণ্যম গণ্যপ্রভাব মনুভাবয় মহাভাবম্ ।
গৌরশ্যামল দম্পত্যবিচল কন্দর্পকেলি ভজেৎ ॥৬০॥
অত্যবশ্যেন্দ্রিয়মপি মাং সকলবিধাতোঽপি সংশোচ্যম্ ।
অঙ্গীকরোতি রাধাকেলিবনং চেন্মহাকৃতার্থোঽস্মি ॥৬১॥
আস্তাং দুর্ম্মতিকোটি দুশ্চেষ্টা কোটি রপ্যাস্তাম্ ।
পরিভূতিকোটি রস্তু শ্রীবৃন্দারণ্য মাঽস্তু তে বিরহঃ ॥৬২॥

কোনও কোনও মহা বুদ্ধিমান যোগীন্দ্রগণ পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া যে বৃন্দাবনীয় বৃক্ষে বৃক্ষে আনন্দ প্রাপ্ত হন, সম্যক্ প্রকারে প্রস্ফুরিত যুক্তি সমূহ দ্বারা সকলার্থ (চতুর্ব্বর্গ) ও তৎ সাধনার অত্যন্ত বিধ্বংশী উচ্চ কল কল ধ্বনি করেন—সেই শ্রীবৃন্দাবনকে নমস্কার করি ॥ ৫৮ ॥

ভূমণ্ডলে প্রকটিত, প্রকৃতির ও পরাৎপর, সু-রসশালী, শ্রীরাধা-মাধবের নিত্য-ক্রীড়া-বন এই শ্রীবৃন্দাবনকে সর্ব্বত্যাগী হইয়াই আশ্রয় কর ॥ ৫৯ ॥

অগণিত প্রভাবশীল, মহাভাবের অনুভব দানকারী এবং গৌর-শ্যামাত্মক দম্পতীর অবিচল কন্দর্প-কেলি-ভূমি শ্রীবৃন্দাবনকেই ভজন করিতে হয় ॥ ৬০ ॥

অতি অবাধ্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও সর্ব্ব প্রকারেই সংশোচ্য আমাকে শ্রীরাধাকেলিবন যদি অঙ্গীকার করেন, তবে আমি মহা কৃতার্থ হইতে পারিব ॥ ৬১ ॥

কোটি কোটি দুর্ম্মতিই আসুক বা কোটি কোটি দুশ্চেষ্টাই হউক, অথবা কোটি কোটি পরিভূতি (অপযশঃই) আসুক, তথাপি হে

স্ত্রীনাম্নি দুষ্টনরকে বিণ্মূত্রশ্লেষ্মপূয়াঢ্যৈঃ।
পূর্ণে গতেঽপি কর্ণে স্বরাস্তবল্লিবস রাধিকারামে ॥৬৩॥
হরি রতি বৃন্দাবনরতি-বিবেক-বিরক্তীশ্চ দূরমুৎকিরতি।
স্ত্রীরূপা হরি মায়া ভদুপরসায়া ভিদূরতো হপায়ঃ ॥৬৪॥
উন্মত্তমেব কুরুতে যোষিদ্দৃষ্ট্যৈব দুষ্টমদিরেব।
অতি বনবসতি রশক্যা হা বৃন্দারণ্য কিন্নু মে ভবিতা ॥৬৫॥
অতিদুর্ব্বারা ইন্দ্রিয়বৈরিণ আমর্দ্দয়ন্তি সততং মাম্।
বধ্বা বধ্বা হত্যার্ত্তিদকারায়াং হা হরে পরিত্রাহি ॥৬৬॥
কন্দর্প সবিষ বিশিখৈ নিরবধি মম দহ্যমানস্য।
বৃন্দাবনেঽপি নিবসন্ হরি হরি ন হি নির্ব্বিণোমি কিং কুর্ব্বে ॥

বৃন্দাবন! তোমার বিরহ যেন না হয়—ইহাই প্রার্থনা ॥ ৬২ ॥

বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা ও পূযাদিপূর্ণ স্ত্রী নামক দুষ্ট নরক বিষয়ে শ্রবণ করিয়াও তাহাকে নিজ বমিত বস্তুবৎ (ত্যাজ্য) মনে করতঃ শ্রীরাধিকার উপবনে বাস কর ॥ ৬৩ ॥

স্ত্রীরূপা হরিমায়া কর্ত্তৃক হরি-রতি, বৃন্দাবন-রতি ও বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি দূরে অপসারিত হয়—তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে দূর হইতে প্রস্থান করাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৪ ॥

দুষ্ট মদিরার তুল্য স্ত্রীজাতির দর্শনে উন্মত্তই হইতে হয় এই বৃন্দাবনে বাস করাও অতি অসাধ্য, হা বৃন্দাবন! আমার উপায় কি? ৬৫ ॥

আমাকে অতীব আর্ত্তিদ কারাগারে পুনঃ পুনঃ বন্ধন করিয়া অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়-বৈরীগণ সতত পীড়া দিতেছে—হে হরে! আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৬৬ ॥

কন্দর্পের বিষময় বাণ দ্বারা সততই আমি দগ্ধ হইতেছি। হায়! হায়!! শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াও আমার নির্ব্বেদ লাভ হইল না!!! এখন কি করিব? ৬৭ ॥

তরুণীতনু বিড়্ভাণ্ডং হৃদয়ং বিদুষামপীহ মাদয়তি।
তচ্ছ্রবণদর্শনাদ্যৈ রহিতো বৃন্দাবনং তদ্ধ্যায়স্ব ॥৬৮॥
প্রজ্জ্বালয়তি সমস্তং দেহং কামাগ্নিনা প্রমোহয়তি।
দৃষ্ট্যৈব নবতরুণী তর্হি কুতঃ স্বার্থসিদ্ধিং প্রত্যাশা? ৬৯ ॥
কামক্রোধাত্যন্ধো লোভবশোঽহং বসামি রাধায়াঃ।
কেলিবনে পরমিচ্ছু র্ভাব মহো নাস্তি মে লজ্জা!! ৭০ ॥
কামাদিগাঢ়মূঢ়ো লিপ্সুরহং নিগমগূঢ় সদ্ভাবম্।
বৃন্দারণ্য উষিত্বা তৎকরুণৈকেব তত্র মে শরণম্ ॥৭১॥
কৃত্বা পাণিতলে কপোল মসকৃন্নেত্রাম্ভসাং ধারয়া
ধৌতং হা মুরলীধরেতি করুণং কুর্ব্বন্ মুহুঃ ক্রন্দনম্।
আসীনো বিজনে কচিত্তরুতলে বৃন্দাবনান্তঃ কদা
বৎস্যাম্যেক রসাশ্রয়ঃ শিথিলিত প্রাণস্থিতি-ব্যাপৃতিঃ ॥৭২॥

তরুণী তনুরূপ বিষ্ঠাভাণ্ড বিদ্বান্গণের হৃদয়ও উন্মত্ত করে; অতএব তাহার শ্রবণ দর্শনাদি রহিত হইয়া সেই বৃন্দাবনকেই ধ্যান কর॥ ৬৮ ॥

নব তরুণী কামাগ্নি সংযোগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাইয়া দেয়, দৃষ্টি সম্পাতে প্রমোহ উৎপাদন করে; তবে আর স্বার্থসিদ্ধি বিষয়ে আশা কোথায় রহিল? ৬৯ ॥

অহো! কাম-ক্রোধে অতি অন্ধ আমি—লোভ বশবর্ত্তী আমি—শ্রীরাধার কেলিবনে বাস করি, আর পরম শ্রেষ্ঠভাব ইচ্ছাও করি! আমার লজ্জাও নাই!! ৭০ ॥

আমি কামাদি দ্বারা গাঢ় ভাবে মোহিত-চিত্ত—কিন্তু বেদগুহ্য সদ্ভাব পাইতে ইচ্ছুক, অতএব বৃন্দাবনে বাস করিয়া একমাত্র তাহার করুণারই শরণ গ্রহণ করিলাম॥ ৭১ ॥

নেত্র জল ধারায় হস্ত তলে বিন্যস্ত গণ্ডদেশ নিরন্তর ধৌত করিয়া "হা মুরলীধর!" বলিয়া মুহুর্মুহু ক্রন্দন করিতে করিতে বৃন্দাবনের

যো ব্যাঘ্রীরিব যোষিতো বিষমিব স্বাদ্বন্ন মর্থং মহা
নর্থপ্রায় মসাধুলোকমিলনং সর্ব্বার্থবিভ্রংশবৎ ।
কিঞ্চিন্মাত্র পরিগ্রহং গ্রহমিব স্বাত্মেন্দ্রিয়ং শত্রুবন্
মন্যেত প্রণয়ী হরৌ স হি বসেৎ সাধ্বত্র বৃন্দাবনে ॥৭৩॥
কামিন্যালোক মাত্রাৎ ক ইহ ন বিসৃজে ল্লোকলজ্জাদি সর্ব্বং
তৎ সক্তং শাস্ত্রগুর্ব্বাদিক মহহ কিমপ্যত্র রোদ্ধুং ন শক্তম্।
তস্মাৎ কামপ্রদাহে যদি মরণভয়ং দুঃসহা বা স্বগর্হা-
বর্হাপীড়াদ্যভাবং তদনুভব হঠাৎ প্রোহ্য বৃন্দাবনে হঙ্গম্ ॥৭৪॥
যোষিৎসূচক শব্দতোঽপি মদনো মামন্ধবুদ্ধিং করো-
ত্যেষ ক্রোধ উপৈতি চান্ধতমসী কুর্ব্বন্ সমস্তা দিশঃ ।

কোনও নির্জ্জন তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া—কবে আমি একরসাশ্রয় (মুখ্য, শৃঙ্গার রসাশ্রয়) হইয়া প্রাণ রক্ষার ব্যাপার বিষয়েও নিশ্চেষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে বাস করিব ? ৭২ ॥

যিনি শ্রীহরির প্রণয়বশতঃ স্ত্রীজাতিকে ব্যাঘ্রীবৎ, সুস্বাদু অন্ন বিষবৎ অর্থ মহানর্থ তুল্য এবং অসাধু লোকসঙ্গ সর্ব্বার্থ-বিনাশ-তুল্য, যৎকিঞ্চিৎ পরিগ্রহণ ও (মহানিষ্টকর) গ্রহবৎ এবং নিজ ইন্দ্রিয়বর্গকে শত্রুবৎ মনে করিতে পারেন—তিনি এই বৃন্দাবনে উত্তমরূপে বাস করিতে পারেন ॥ ৭৩ ॥

এই পৃথিবীতে কামিনীর দর্শনমাত্রেই লোক-লজ্জাদি সকল কে না ত্যাগ করিয়া থাকে ? অহো ! শাস্ত্র গুরু প্রভৃতিও তদাসক্ত ব্যক্তির (কোনও প্রকারেই) গতিরোধ করিতে পারেন না ! অতএব কাম-প্রদাহে যদি মরণ ভয় থাকে এবং নিজ নিন্দা দুঃসহ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে এই দেহকে বলাৎকারে বৃন্দাবনে আনিয়া বর্হাপীড় 'শ্রীকৃষ্ণের' আদ্য মধুর ভাব অনুভব কর ॥ ৭৪ ॥

'যোষিৎ' সূচক শব্দেও কাম আমাকে অন্ধ-বুদ্ধি করে, সমস্ত দিক

লোভঃ ক্ষোভয়তে মনো নিরবধি শ্রীধাম্নি বৃন্দাবনে
নাশ স্তন্ন ঘটিষ্যতে ধ্রুবমতো জহ্যামি হাঙ্গং হঠাৎ ॥৭৫॥
সর্ব্বোপেক্ষাময়বলদয়ঃ শৃঙ্খলাভঙ্গদক্ষো
রক্ষো বীক্ষ্যোন্মৃতবদবলা মাত্রম ক্ষোভচিত্তঃ।
সর্ব্বাধ্বং স্বাশনম মুপনয়ন্ দেহরক্ষোপযোগি
ক্ষৌণীবৎ স্থামহহ সহনঃ কর্হি বৃন্দাবনে হহম্ ॥৭৬॥
গায়ন্ রাধামুরলিধরয়োঃ সুন্দরং কেলিবৃন্দং
বিন্দন্নন্ত স্তদনুভবনানন্দ নিষ্পন্দভাবম্।
নিন্দন্ ভোগানহহ সকলান্ হা প্রিয় শ্যামলেতি
ক্রন্দন্নুচ্চৈঃ পরমবিকলঃ কর্হি বৃন্দাবনে স্থাম্। ৭৭॥
মহাপতিতপাবনং ভব মহাহি ভীতাহবনং
সমস্তনিজসঙ্গত স্বমুখচিদ্যনীভাবনম্।

অন্ধকার করিয়া এই ক্রোধ উপস্থিত হয়, এবং লোভ নিরন্তরই মনঃক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে। হায়! শ্রীধাম বৃন্দাবনেও ইহাদের নাশ হইবে না— অতএব বলক্রমে দেহপাতই করিব ॥ ৭৫ ॥

হায়! বল, দয়া প্রভৃতিতে সকল উপেক্ষাময় বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, (মায়া) শৃঙ্গলাভঙ্গ বিষয়ে নিপুণ হইয়া, রাক্ষস দর্শনে যেরূপ অতি মৃতবৎ হইতে হয়, সেইরূপ নারীমাত্রকেই দর্শন করিলে মৃতবৎ হইয়া, অক্ষুব্ধচিত্তে সকল পথে দেহরক্ষোপযোগী খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া এবং পৃথিবীর মত সর্ব্বংসহ হইয়া কবে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারিব? ৭৬ ॥

শ্রীরাধা মুরলীধরের সুন্দর কেলিবৃন্দ গান করিতে করিতে, অন্তরে তাহার অনুভবানন্দ জনিত নিষ্পন্দভাব লাভে সকল ভোগবিলাসাদির নিন্দা করতঃ "হা প্রিয়! শ্যামল!!" বলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিতে করিতে কবে এই বৃন্দাবনে পরম বিকল হইয়া বাস করিতে পারিব? ৭৭ ॥

মহামুনিবরৈঃ সদা বিহিতভাবনং জীবনং
মমৈকমিহ রাধিকারমণধাম বৃন্দাবনম্॥ ৭৮॥
নিত্যং রত্যুৎসুকান্তঃকরণ মতিরসাসক্তিতঃ সন্নভাবং
কান্তাং হস্তে গৃহীত্বা মুহু রুরুপুলকং গূঢ়কুঞ্জেষু যান্তম্।
শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তঃ সততমধিবসন্ কঞ্চন শ্যামলাঙ্গং
রাধৈকপ্রাণ মাত্মন্যনুসর ললিতাদ্যাত্মভাবং কিশোরম্॥৭৯॥
বীথ্যাং বীথ্যাং ভ্রমদতি রসাদুন্মদানন্দ লোলং
রোলম্বানাং পথি পথি ঘটাঃ ক্ষিপ্যদঙ্গে পতন্তীঃ।
সঙ্ঘট্যাঙ্গং মুহু রতিহসদ্ খেলয়াহন্যোন্যমঙ্গে
বৃন্দারণ্যে নিবস ভজ তদ্ গৌরনীলং দ্বিধাম॥৮০॥

মহা পতিতপাবন, ভব-মহা-সর্পভীত-জনের রক্ষক, নিজের সমস্ত সৌহার্দ্দ্য প্রয়োগে (যুক্তিযুক্ত বাক্য বিন্যাসে) স্বমুখে উন্মুখী করিয়া চিদ্ঘনভাবে ভাবিতকারী, মহা মুনিবরগণ কর্ত্তৃক নিত্য ধ্যানের বিষয়ীভূত, আমার একমাত্র জীবনীভূত শ্রীরাধিকারমণ ধাম— শ্রীবৃন্দাবনই॥ ৭৮॥

নিত্য রতিরসে উৎসুক চিত্ত, রসাতিশয্য বশতঃ বৈক্লব্যদশাগ্রস্ত, কান্তাকে হস্তে ধরিয়া মুহুর্মুহু বহু পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে গূঢ়-কুঞ্জে গমনকারী,—শ্রীরাধার মহাপ্রাণ স্বরূপ, ললিতাদি (নায়ক) ভাববিশিষ্ট অথবা ললিতা প্রভৃতি সখীসমূহের আত্মাস্বরূপ, কোনও শ্যামল কিশোরকে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনে সতত বাস করিয়া নিজ আত্মায় (স্বরূপ দেহে) অনুসরণ কর॥ ৭৯॥

প্রতি পথে রসাতিশয্যে ভ্রমণশীল, উন্মাদময় আনন্দের আস্বাদনে চঞ্চল, পথে পথে পুনঃ পুনঃ অঙ্গে পতনোন্মুখী ভ্রমরনিচয় দূরে ক্ষেপণকারী, মুহুর্মুহু হাস্য সহকারে হেলা (শৃঙ্গারজ হাব বিশেষ) ক্রমে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ সংযোজনশীল, গৌরনীলাত্মক বিগ্রহযুগলের ভজন কর ও বৃন্দাবনে বাস কর॥ ৮০॥

তং নৈবাত্র কৃতাকৃতে বিতপত স্তং নৈব মায়া স্পৃশে-
ত্তং সর্ব্বেহপি গুণা ভজন্তি মহতাং কাঙ্ক্ষন্তি তং সম্পদঃ।
তং সর্ব্বে স্তুবতে বিরিঞ্চিপ্রমুখা স্তং রাধিকামাধবৌ
স্বাসন্নৈকতমং মুদা গণয়তো বৃন্দাবনং যঃ শ্রিতঃ ॥৮১॥
সান্দ্রানন্দ সুধাময়ৈ র্দশদিশঃ শীতচ্ছটামণ্ডলৈঃ
সিঞ্চদ্ভিঃ ফলপুষ্প পল্লবদলান্ত্যাভার বল্লীদ্রুমৈঃ।
কৃষ্ণপ্রেম রসাকুলৈঃ খগকুলৈ রানন্দকোলাহলৈ
রম্যং রত্নময়স্থলী বিলসিতং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্॥৮২॥
যত্রৈগুণ্যময়ে সমুজ্জ্বল মথ প্রদ্যোতি বিদ্যাময়ে
সর্ব্বস্যোপরি জাজ্বলীতি মধুরাশ্চর্য্যেন যজ্জ্যোতিষা।
শ্রীবৃন্দাবন মপ্রমেয় মধুরশ্রীমৎ সমস্তং সদা
রাধাকৃষ্ণবিচিত্র কেলি বলিতং তন্মে মনো গাহতে ॥৮৩॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাকে কৃত বা অকৃত কর্ম্ম তাপ দেয় না, মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, সকল মহাগুণরাশি তাঁহাকে ভজন করে, সম্পদ্‌রাশি তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করে, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার স্তব করে এবং শ্রীরাধামাধব আনন্দের সহিত তাঁহাকে নিজ নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের অন্যতম বলিয়া গণনা করেন ॥ ৮১ ॥

দশদিকে সান্দ্রানন্দামৃতময় শীতলকান্তি মণ্ডলের বিস্তারে, ফল পুষ্প-পল্লব পত্রাদি দ্বারা অবনত লতা বৃক্ষরাজির শোভায় এবং কৃষ্ণপ্রেম রসাকুল আনন্দ-কোলাহল-মত্ত পক্ষিসমূহ দ্বারা রমণীয় রত্নময়স্থলীভূষিত শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করি। ৮২ ॥

যাহা ত্রিগুণ ধর্ম্মময় (জগতে) সমুজ্জ্বল, যাহা বিদ্যা (ব্রহ্ম বিদ্যা, জ্ঞান) ময় জগতেও দেদীপ্যমান এবং যাহা মধুর আশ্চর্য্য জ্যোতি দ্বারা সকলের উপরে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, সেই শ্রীবৃন্দাবন অসীম মধুর শোভাযুক্ত সকল দ্রব্যে নিরন্তর পূর্ণ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিচিত্র কেলি

দিব্যৈঃ সকলর্ত্তুভিঃ সুমধুরৈ র্যাসেবিতং যল্লতা-
বীরুদ্ ভূরুহগুল্মকাদিভি রনাদ্যন্তৈ র্ঘনং চিদ্ঘনৈঃ।
যদ্দিব্যাম্বুসরঃ সরিন্মণিগিরিশ্রীরত্নবল্লী গৃহৈ
র্দিব্যৈ র্যচ্চ বিচিত্রবৎ খগমৃগৈ স্তৎ পশ্য বৃন্দাবনম্ ॥৮৪॥
শ্রীবৃন্দাবনমেব পাবনতমং বিজ্ঞানমুখ্যাখিলাৎ
শ্রীবৃন্দাবনমেব সাধনতমং সর্ব্বার্থলব্ধৌ হঠাৎ।
শ্রীবৃন্দাবনমেব সাধ্যপরমোৎকর্ষৈক-বিশ্রামভূঃ
শ্রীবৃন্দাবন মাত্মকোটি পরমপ্রেষ্ঠং ন সেবেত কঃ ॥৮৫॥
যা প্রাচীনভবোঘ সঞ্চিতদুর্ব্বাসনা চ্ছেদিনী
যা শ্রীশব্রুহিণাদি দুর্গম মহামাধুর্য্য সম্বেদিনী।
যাত্মানন্যজনাপরাধবিততে র্মাতেব নাবেদিনী
সা রাধাপদ মোদিনী বিজয়তে বৃন্দাটবী মোহনী ॥৮৬॥

বিলাসাদিতে বিজড়িত—তাহাতেই আমার মন অবগাহন করিতেছে ॥৮৩

যে শ্রীবৃন্দাবন—সুমধুর দিব্য দিব্য ঋতুগণ কর্ত্তৃকই সম্যক্ সেবিত হইতেছেন,—যাহা অনাদি অনন্ত চিদ্ঘন লতা বীরুধ (বিস্তৃত লতা) গুল্মাদি দ্বারা ঘন (পূর্ণ),—যাহা দিব্য জলপূর্ণ সরোবর ও নদী এবং মণিময় গিরি ও শ্রীরত্নলতা গৃহ সমূহে সংশোভিত, এবং যাহা দিব্য পক্ষি-মৃগগণ দ্বারা বিচিত্রতা ধারণ করিয়াছে—সেই বৃন্দারণ্যকেই দর্শন কর ॥ ৮৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনই নিখিল বিজ্ঞান মুখ্য হইতেও পাবনতম,—শ্রীবৃন্দাবনই অনায়াসে সর্ব্বার্থ লাভের সাধনতম (মহা সাধন) এবং শ্রীবৃন্দাবনই সাধ্য পরমোৎকর্ষের একমাত্র বিশ্রামভূমি (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য); এবম্বিধ আত্মকোটি পরম প্রিয়তম শ্রীবৃন্দাবনকে কাহার না সেবা করা উচিৎ ॥৮৫

যিনি প্রাচীন জন্ম সমূহের সঞ্চিত দুর্ব্বাসনা রাশির উচ্ছেদ করেন; যিনি লক্ষ্মী, নারায়ণ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের দুর্গম মহা মাধুর্য্য সম্যক্

ঔজ্জ্বল্যস্য পরাবধি র্মধুরিমৈকান্ত প্রকর্ষো মহা
নন্দৌঘান্ত্য চমৎকৃতি র্হরিকৃপা-স্নেহাদি পূর্ণোদয়ঃ।
সর্ব্বাশ্চর্য্য কদম্বমৌলি রচলশ্রীরাধিকামাধবো-
ত্তুঙ্গানঙ্গ রসোৎসবং বিজয়তে বৃন্দাবনং মোহনম্ ॥৮৭॥
তীর্ত্ত্বা মায়ামায়াব্ধিং তর কিমপি পরব্রহ্ম চিজ্জ্যোতিরব্ধিং
স্বাদং স্বাদং ততঃ সন্তর নর ! ভগবজ্জ্যোতি রানন্দসিন্ধুম্।
সংপ্রাপ্য প্রেমসারোজ্জ্বল বিমলরসাম্ভোধি মস্যৈব দিব্য-
দ্বীপে হধ্যাশ্চর্য্যবৃন্দাটবি কুরু ললিতে প্রাণমেবোপহারম্ ॥৮৮

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণং তত্তুরীয়ং
শ্রীবৈকুণ্ঠং কৃষ্ণপূর্য্যো ব্রজঞ্চ।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বানর্থজাতার্থজাতং
বৃন্দারণ্যং পশ্য ভাবাগ্রদৃষ্ট্যা ॥৮৯॥

জ্ঞাপন করাইয়া থাকেন, যিনি মাতৃবৎ স্বীয় অনন্য জনসমূহের অপরাধ রাশিকে উপেক্ষা করেন, সেই মোহন বৃন্দাবন শ্রীরাধাপদ (হৃদয়ে) ধারণ করিয়া আনন্দ পাইতেছেন, তিনিই জয়যুক্ত হউন ॥ ৮৬ ॥

উজ্জ্বল রসের পরম সীমা, মাধুর্য্যের একান্ত প্রকর্ষ, মহানন্দ রাশির অন্ত্য (পরাকাষ্ঠা) চমৎকৃতি, হরিকৃপা স্নেহাদির পূর্ণোদয়শীল, সর্ব্বাশ্চর্য্য বস্তুনিচয়ের শিরোমণি, অবিচল সৌন্দর্য্যময় শ্রীরাধিকা মাধবের উত্তুঙ্গ অনঙ্গ রসোৎসবদায়ী, এই মোহন বৃন্দাবন বিজয় লাভ করিতেছেন ॥৮৭॥

হে মানব ! মায়াময়-সমুদ্র পার হইয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মের চিজ্জ্যোতি আস্বাদন করিয়া করিয়া অতঃপর ভগবজ্জ্যোতির আনন্দ-সমুদ্রে সন্তরণ কর। ইহারই (ভগবদানন্দ সমুদ্রেরই) সুরম্য আশ্চর্য্য বৃন্দাবনাখ্য দিব্য দ্বীপে প্রেমসারের উজ্জ্বল বিমল রস-সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া সেখানে স্বীয় প্রাণকেই উপহার দান কর ॥ ৮৮ ॥

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তুরীয় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম, শ্রীকৃষ্ণের পুরী সমুহ, (মথুরা

শ্রীবৃন্দাবনবাস বিঘ্নজনকা ন্যারুধ্য খান্যন্তরে
পশ্যন্না বস শুদ্ধচিদ্রসঘনং তদ্ধাম সংমোহনম্।
কাঙ্ক্ষন্ নিত্যমিহৈব মংক্ষু বপুষঃ পাতং মহামঙ্গলং
দূরে ভোগকথা প্রযত্নমপি চ প্রাণস্থিতৌ সন্ত্যজন্ ॥৯০॥
দিব্যানন্ত স্ফুটিতকুসুমামোদ মত্তালিমালা-
ঝঙ্কারেণ প্রতিপদ মহানন্দ মাধ্বীকবৃষ্ট্যা।
উড্ডীয়ানৈ র্দিশি দিশি মহারম্যরাগৈঃ পরাগৈ
র্বন্দে বৃন্দাবিপিন উদিতং দিব্যশাখীন্দ্রবৃন্দম্॥৯১॥
দিব্যানন্তাদ্ভুততম মহারম্য জাতিদ্রুবল্লী-
র্দিব্যা শেষর্ত্তুগম মহাসৎফলোরুপ্রসূনাঃ।
রাধাকৃষ্ণ প্রণয়পরমা শ্চিদ্‌ঘনাঃ কামরূপা
বৃন্দারণ্যে সকলপুরুষার্থাভ্যুদারাং স্মরামি ॥৯২॥

ও দ্বারকা) ব্রজলোক এবং সকল অনর্থ ও বিষয় সমূহ ত্যাগ করিয়া ভাব-প্রবণ চক্ষুতে বৃন্দাবনেরই দর্শন কর ॥ ৮৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবন বাসে বিঘ্নজনক ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তরে নিরুদ্ধ করিয়া, সেই সম্মোহন ধামকে শুদ্ধ চিদ্‌রসঘন বিবেচনা করতঃ, এই স্থানেই এই দেহের মহামঙ্গলকর পতন আকুল প্রাণে নিত্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া, প্রাণ রক্ষার জন্যও ভোগ-কথা প্রযত্নাদি দূরে পরিহার পূর্ব্বক এই ধামে সম্যকরূপে বাস কর ॥ ৯০ ॥

দিব্য অনন্ত প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির সৌরভে, মত্ত ভ্রমর সমূহের ঝঙ্কারে, প্রতি পদে মহানন্দ সুধার বর্ষণে, দশদিকে উড্ডীয়মান মহা রমণীয় রাগ (বর্ণ) বিশিষ্ট পুষ্পরেণু সমূহে, পরম প্রকাশিত বৃন্দাবনীয় দিব্য বৃক্ষশ্রেষ্ঠ-গণকে বন্দনা করিতেছি ॥ ৯১ ।

দিব্য অনন্ত অদ্ভুততম মহা রমণীয় বহুবিধ বৃক্ষবল্লীসমূহ, দিব্য সকল ঋতুতেই অত্যুত্তম মহা ফল ও বহু বহু কুসুম দান করে। ইহাঁরা

নানারত্নময়ৈ র্বিলক্ষণফলৈ র্নানাপ্রসূনোদ্‌গমৈ
র্নানাপল্লব পত্রগুচ্ছকলিকা বৃন্দাদিভিঃ সুন্দরৈঃ।
নানাশ্চর্য্যবিসারি সৌরভভরৈ রানন্দখেলারুতৈ
র্নানাশ্চর্য্যখগৈ র্মনো মম হৃতং বৃন্দাটবীশাখিভিঃ ॥৯৩॥
নানারত্নময়োরু শাখিরুচিরৈ র্নানামণীপক্ষিভি
র্নানা রত্নময় প্রসূননিচয়ৈঃ রত্নামৃতাঙ্গৈঃ ফলৈঃ।
নানারত্নসুধা মরন্দলহরী নিঃস্যন্দিভিঃ শাখিভি
র্নানারত্নময়স্থলীষু লসিতৈ র্দেদীপ্তি বৃন্দাবনম্‌ ॥৯৪॥
সখি তরুণতমালঃ কশ্চিদস্মিন্‌ নিকুঞ্জে
বরকনকলতাবৎ কৌতুকাৎ পর্য্যরম্ভি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়-প্রধান, (ঐ প্রণয়কেই পরমতম বলিয়া জানেন); চিদ্‌ঘন ও কামরূপ (মনোজ্ঞরূপধারী বা স্বেচ্ছারূপধারী); বৃন্দাবনে সকল পুরুষার্থ দান করিয়া ইহাঁরা উদার হইয়াছেন; আমি এই বৃক্ষ বল্লীদিগকেই স্মরণ করি ॥ ৯২ ॥

বৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজি—নানা রত্নময় বিলক্ষণ (বিভিন্ন বা সুলক্ষণযুক্ত) ফলে, নানাবিধ পুষ্পের উদ্‌গমে, সুন্দর সুন্দর নানাবিধ পল্লবগুচ্ছ কলিকা প্রভৃতিতে, নানা প্রকার আশ্চর্য্যজনক ইতস্ততঃ সঞ্চারী সৌরভভরে এবং আনন্দ-ক্রীড়া-মত্ত কোলাহল-মুখরিত নানাবিধ আশ্চর্য্য বিহঙ্গম সমূহে—আমার মনোহরণ করিয়াছে ॥ ৯৩ ॥

নানা রত্নময় বহু বৃক্ষ শোভিত, নানাবিধ মণিময় পক্ষি ভূষিত, নানাবিধ রত্নময় পুষ্পসমূহে রমণীয়, নানাবিধ রত্নময় অমৃতফলে সমুল্লসিত, নানা রত্নময় সুধা-মধুলহরী-বর্ষণকারী নানাবিধ বৃক্ষরাজি—নানা রত্নময় স্থলীসমূহে শোভা বৃদ্ধি করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দেদীপ্যমান হইতেছেন। ৯৪॥

হে সখি! এই নিকুঞ্জে কোনও তরুণ তমাল আমাকে শ্রেষ্ঠ কণক-লতাবৎ পরিরম্ভন করিয়াছিল। অহহ! দেখ দেখি—তিনি বলাৎকারে

অহহ স তু বলান্মে পশ্য নাহকরি কিং বা
কথমিব কুটিলা মে প্রত্যয়ং যান্তু সখ্যঃ ॥৯৫॥
অন্যানন্যান্ কেশবন্ধপ্রকারান্
অন্যানন্যান্ পত্রভঙ্গীবিভেদান্।
অন্যা অন্যা মাল্যবস্ত্রাদিভূষাঃ
কুর্ব্বন্নাস্তে রাত্র্যহ স্বৎসখা মে ॥৯৬॥
নিত্যং মন্মুখসম্মুখং মুখবিধুং ধত্তেহ নিমিষেক্ষণো
নিত্যং মন্মুখমেব পশ্যতি ময়ৈবাজস্রগোষ্ঠীপরঃ।
আধায়ৈব শয়ীত মাং হৃদি ময়ৈবা বর্ত্তয়েৎ পার্শ্বকং
সখ্যু স্তে সখি সর্ব্বনাগরমণেঃ প্রীতিঃ কথং বর্ণ্যতাম্ ? ৯৭ ॥
প্রিয়সখি মম বৃত্তং পৃচ্ছ মা ভাগ্যমীদৃক্
ক নু মম কথয়েয়ং ত্বয্যহন্তান্ বিলাসান্।

আমার কিই না করিয়াছেন? কিন্তু আমার কুটিলা সখীগণ ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে? ৯৫ ॥

তোমার সখা দিবারাত্র পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে আমার কেশ বন্ধনাদি করিয়া থাকেন; বহুবিধ পত্র ভঙ্গী রচনা ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মাল্য বস্ত্রাদি ভূষা সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৯৬ ॥

তিনি নিত্য আমার মুখ সম্মুখে স্বীয় মুখচন্দ্র স্থাপন করেন, নিত্য নির্নিমেষ লোচনে আমার মুখই দর্শন করিতে থাকেন, নিত্য আমারই সহিত কেবল অনন্ত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া থাকেন, আমাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়াই শয়ন করেন, হায় সখি! সর্ব্ব-নাগরমণি তোমার সখার প্রীতি কি প্রকারে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারা যায়? ৯৭ ॥

হে প্রিয় সখি! আমার বৃত্তান্ত আর জিজ্ঞাসা করিও না; হায়! আমার ভাগ্যই এতাদৃশ! হায়! আমি কোথায় বা তোমাকে আমার অনন্ত বিলাসাদির কথা বলিতে পারিব? শ্যামসুন্দর আমার কেবলমাত্র

ধৃতবতি করমেব শ্যামলে ক্কাস কাহং
কিমিব চ করকোঽসৌ কিং ব্যধান্ন স্মরামি ॥৯৮॥
বেণীং গুম্ফতি দিব্যপুষ্পনিচয়ৈঃ সীমন্তসীমন্ত্যহো !
সিন্দূরং নিদধাতি কজ্জলময়ীং নির্ম্মাতি রেখাং দৃশোঃ।
দিব্যং বাসয়তে দুকূল মসকৃত্তাম্বূলম প্যাশয়ে
দিত্থম্ভূতরতিঃ সখা তব ন মাং তল্পে নিধত্তেঽঙ্কতঃ ॥৯৯॥
দূরে চৈতন্যচরণাঃ কলিরাবিরভূন্মহান্।
কৃষ্ণপ্রেমা কথং প্রাপ্যো বিনা বৃন্দাবনে রতিম্ ॥১০০॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ-
বিরচিতে পঞ্চমং শতকম্ ॥ ৫ ॥

কর ধারণ করিলেই, আমি কোথায় ছিলাম, আমি কে ? বা ঐ কর কিসের তুল্য বা কি করিল—আমার কিছুই স্মরণ নাই ॥ ৯৮ ॥

অহো ! তোমার সখা দিব্য পুষ্পনিচয়ে আমার বেণী-গুম্ফন করেন, সীমন্তদেশে সিন্দুর অর্পণ করেন, নয়নযুগলে কজ্জলময় রেখাঙ্কন করেন. দিব্য দিব্য বসন পরিধান করাইয়া থাকেন এবং পুনঃ পুনঃ তাম্বূলও ভোজন করাইয়া দেন, এবম্ভূত রতি-পরায়ণ হইয়া তিনি আমাকে ক্রোড় হইতে আর শয্যায় স্থাপন করেন না ॥ ৯৯ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দূরে বর্ত্তমান আছেন—মহাকলিও আবির্ভূত হইয়াছে—শ্রীবৃন্দাবনে রতি ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেমা কি প্রকারে লাভ হইবে ? ১০০ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের
পঞ্চম শতক সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ।

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্।

ষষ্ঠ শতকম্।

সর্ব্বানেব সদা স্তুবন্তইতঃ সর্ব্বান্ সদা প্রীণয়ন্
সর্ব্বেষাং সুখসম্পদঃ স্বভিলষন্ সর্ব্বাত্মভাবং ভজন্।
সর্ব্বাগ্রে বিনয়াতিভাবনমিতগ্রীবো নিরস্তাখিলা-
পেক্ষস্তু স্বয়মাবসাম্যহমিদং বৃন্দাবনং পাবনম্॥১॥
মায়াং কাঞ্চনকামিনীময় মহামোহান্ধতাকারিণীং
সর্ব্বস্বার্থনিবারিণীং নিজগুণশ্রেয়ঃ সমুৎসারিণীম্।
প্রাজ্ঞস্যাপি প্রতারিণী মতিমৃষেবোদস্য সচ্চারুতাং
দূরাদেব মহাভয়াৎ পরিহরন্ সেবেত বৃন্দাবনম্॥২॥
শ্রীশাদ্যৈরপি দুর্ল্লভাদ্ভুত পদাকাঙ্ক্ষা নিহীনোঽপ্যহো
নিত্যং ত্বয্যপরাধকৃত্তব রসং নৈবাণুম প্যাপ্লবন্।

সকলকেই সর্ব্বদা স্তব করিয়া, ইতস্ততঃ সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া, সকলের সুখ-সম্পদ্ সম্যক্ অভিলাষ করিয়া, সর্ব্বত্র সমভাব রাখিয়া, সকলের সম্মুখে বিনয়াতিশয়ে মস্তক নত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা-রহিত হইয়া আমি নিজেই এই পবিত্র বৃন্দাবনে বাস করিব॥১॥

কামিনী-কাঞ্চনময় মহামোহান্ধতাকারিণী মায়া সর্ব্ব স্বার্থ নিরাকরণ করে, নিজের গুণ বা মঙ্গল দূর করিয়া দেয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেও বঞ্চনা করে, এই মায়ার সুন্দর রমণীয়তাও অতি মিথ্যা বলিয়া দূর হইতেই ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনেরই সেবা করা কর্ত্তব্য॥২॥

হে বৃন্দাবন! আমি অতীব হীন হইলেও কিন্তু লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতির দুর্ল্লভ অদ্ভুত পদাকাঙ্ক্ষাকারী, নিত্যই তোমাতে অপরাধ করি-

নৈব ত্যক্তুমিহোৎসহে কুবিষয়ান্ ধর্ম্মাদি বিস্মারকান্
তল্লজ্জা ভয়শোক মোহবলিতং মাং ত্রাহি বৃন্দাবন ॥৩॥
নিত্যং কামঃ কিমপি কুরুতে দুঃসহা মর্ম্মপীড়া
মান্ধ্যং ক্রোধঃ কিমপি কুরুতে ক্ষোভয়েল্লোভঃ উচ্চৈঃ।
দম্ভাসূয়া মদপিশুনতা মৎসরাদ্যৈঃ সুপূর্ণঃ
স্বার্থাদ্ ভ্রষ্ট স্তদিহ শরণং যামি বৃন্দাবন ত্বাম্ ॥৪॥
ভো ভো ধন্য শিরোমণে! ভগবতঃ পাদাম্বুজৈকান্তিক-
প্রেম্ন শ্চেৎ পরমং রহস্যমতি দুষ্প্রাপ্যং চ সংপ্রেপ্স্যসি।
তত্ত্বং নিত্যবিহারমন্দির মিদং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়ো
রাদ্য স্বাদ্যরসাত্মকাখিল সমৃদ্ধ্যাঽধ্যাস্ব বৃন্দাবনম্ ॥৫॥
ভোগেচ্ছা যদি সর্ব্বভোগমিহ কিং ভুঙ্ক্ষে ন সর্ব্বোত্তমং
মোক্ষেচ্ছা যদি সর্ব্বসাধনগণক্লেশং বিনৈবাত্র হি।

তেছি; এবং অণুমাত্রও তোমার রসে আপ্লুত হইতে পারিতেছি না! আবার ধর্ম্মাদি বিস্মরণকারী কুবিষয় সমূহও ত্যাগ করিতে পারিতেছি না—অতএব লজ্জা-ভয়-শোক-মোহযুক্ত আমাকে ত্রাণ কর ॥ ৩ ॥

হে বৃন্দাবন! কাম—নিত্য দুঃসহ কত কত মর্ম্মপীড়া দিতেছে—ক্রোধ কেমন অন্ধ করিতেছে! লোভও বেশ ক্ষোভ জন্মাইতেছে! আবার দম্ভ, অসূয়া, মদ, পিশুনতা, মাৎসর্য্য প্রভৃতিতে সুপূর্ণ আমি স্বার্থ-ভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে তোমারই শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪ ॥

হে ধন্য শিরোমণি! যদি ভগবৎ পাদপদ্মে ঐকান্তিক প্রেমের অতি দুষ্প্রাপ্য পরম রহস্য সম্যক্ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি আদ্য (শৃঙ্গার) আস্বাদ্য রসাত্মক অখিল ভাব-সমৃদ্ধিপূর্ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহার মন্দির এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর ॥ ৫ ॥

যদি ভোগেচ্ছা থাকে, তবে এই স্থানেই কি সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব ভোগ-রাশি ভোগ করিতে পাইবে না? যদি মোক্ষেচ্ছা থাকে, তবে সর্ব্ব

ভক্তিং চেদ্ ভগবত্যভীপ্স্যসি পরাং তস্যা রহস্যং পরং
ত্বত্রৈবেত্যবধার্য্য সর্ব্বজনতো বৃন্দাবনং সেব্যতাম্ ॥৬॥
ত্রৈগুণ্যাৎ পরমুজ্জ্বলং ভগবতো ধামাস্তি বিদ্যাময়ং
তত্রাত্যুজ্জ্বল মুল্লসত্যতি মহাশ্চর্য্যশ্রি বৃন্দাবনম্।
তত্রানঙ্গরসোন্মাদং নিশিদিবা দিব্যং কিশোরদ্বয়ং
গৌরশ্যাম মতীব কান্তমধুরং ক্রীড়ৎ কদা লালয়ে ॥৭॥
অঙ্গেঽঙ্গে হনন্তপারাঃ কিরদতি মধুরাশ্চর্য্য লাবণ্যবণ্যা
গৌরশ্যামাভিরামাঃ স্মরবিকৃতি চমৎকারকোটীশ্চ বিভ্রৎ।
নিত্যাশ্চর্য্যং কিশোরদ্বয় মুরুপুলকং যদ্রসাবিষ্ট মুচ্চৈঃ
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহারি স্মর হৃদয় সদা শ্রীলবৃন্দাবনন্তৎ ॥৮॥

সাধনাদির ক্লেশ বিনাই তাহাও এই স্থানেই পাইবে। যদি শ্রীভগবানের পরমা ভক্তিতে ঈপ্সা থাকে, তবে তাহারও পরম রহস্য এই স্থানেই পাইবে। এই সকল তত্ত্ব, সর্ব্বলোক হইতে অবধারণ করিয়া বৃন্দাবনেরই সেবা কর ॥ ৬ ॥

ত্রিগুণের পরপারে বিদ্যাময় ভগবদ্ধাম আছে—তাহাতে অতি মহাশ্চর্য্য শোভা-সমৃদ্ধিযুক্ত অত্যুজ্জ্বল বৃন্দাবন প্রকাশিত হইয়াছেন—সেই স্থানে দিবানিশি কামরসোন্মত্ত দিব্য গৌর-শ্যাম-বর্ণ অতিশয় কান্ত-মধুর যুগলকিশোর ক্রীড়া করিতেছেন—তাঁহাদিগকে কবে লালন করিতে পারিব? ৭ ॥

প্রতি অঙ্গে গৌর-শ্যাম-বর্ণময় অতি রমণীয়—অতি মধুর লাবণ্য-প্রবাহের অনন্ত অসীম ছটা বিকীরণ করিয়া ও কামবিকার বশতঃ কোটি কোটি চমৎকার রাশি ধারণ করিয়া পুলকাঞ্চিত দেহে ও রসাবিষ্ট চিত্তে নিত্যাশ্চর্য্য যুগলকিশোর যাঁহার কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করিয়া থাকেন, হে হৃদয়! সদা সেই বৃন্দাবনেরই স্মরণ কর ॥ ৮ ॥

ঐশ্বর্য্যং পরমঞ্চ বেত্তি ন মনাঙ্ নান্যঞ্চ কশ্চিদ্রসং
ন স্থানে পরতঃ কদাত্বনুগতং নো বা কুতোহপ্যাগতম্।
কৈশোরাদপরং বয়ো নহি কদা প্যাসাদয়ন্ন ক্ষণং
ক্রীড়াতো বিরতং তদেকমিথুনং বৃন্দাবনে নন্দতি ॥৯॥
প্রেমানন্দ রসাতিবিহ্বলতমে নানাচমৎকারভৃদ্
দিব্যানেকমণিস্থলে বহুলসদ্বল্লীদ্রুগুল্মাদিকে !
দিব্যৈঃ পক্ষিমৃগৈঃ সরোবর সরিচ্ছৈলাদিভি শ্চাদ্ভূতে
শ্রীবৃন্দাবিপিনে কদা নু ললিতৈকাত্ম্যং কিশোর ভজে ॥১০॥
রাধাকৃষ্ণৌ পরমকুতুকাৎ খেলতো যত্তলেষু
ভুঞ্জাতে যৎফলমতিরসং যৎপ্রসূনাদিভূষৌ।
যচ্ছাখাস্থৈঃ সুরুচিরখগৈ র্মৌনিভি র্নির্নিমেষৈঃ
পীতাহহলাপমৃতরুচিসুধৌ তাং স্তরূং শ্চিন্তয়ামি ॥১১॥

পরম ঐশ্বর্য্য বিন্দুমাত্রও জানেন না, অন্য কোন রসও পরিচিত নহে, অন্যত্র গমন করেন না, অন্য স্থান হইতেও আসেন নাই, কখনও কৈশোর ব্যতীত বয়সও নাই, আর এক ক্ষণও ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়া অবস্থান করেন না,—এবম্বিধ এক (অনির্ব্বাচ্য) মিথুন বৃন্দাবনে আনন্দ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

হায় ! প্রেমানন্দরসে অতি বিহ্বলতম, নানা চমৎকারশীল দিব্য দিব্য মণিময় স্থল শোভিত, উত্তমোত্তম বহু দ্রুম-গুল্মাদি ভূষিত, দিব্য পক্ষি-মৃগ-সংব্যাপ্ত, সরোবর নদী পর্ব্বতাদিপূর্ণ, অদ্ভুত শ্রীবৃন্দাবিপিনে কবে অতি ললিত একাত্ম (এক-প্রাণ) কিশোরযুগলকে ভজন করিব ? ১০ ॥

যে সমস্ত বৃক্ষের তলদেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম কৌতুকবশতঃ খেলা করেন,—যাহাদের অতি রসাল ফল ভোজন করেন—যাহাদের পুষ্প প্রভৃতিতে ভূষণাদি করেন—যাহাদের শাখাস্থিত মৌনী মনোজ্ঞ বিহঙ্গম সমূহ কর্ত্তৃক (উপহৃত) আলাপামৃত ও লাবণ্যামৃত পান করেন—সেই

নানাকারান্ দিব্যনানাফলাদীন্
রাধাকৃষ্ণপ্রীতয়ে যে বহন্তি ।
নানসংস্থানোদ্ভবান্তর্দ্ধিভাজো
বন্দে বৃন্দারণ্য ধন্যদ্রুমাং স্তান্ ॥১২॥

রাধাকৃষ্ণানুরাগা মুকুলপুলকিনো মাকরন্দৌঘবাষ্পান্
তত্তাদৃগ্ বাতচঞ্চৎ কিশলয়করতো দিব্যনৃত্যং দধানাঃ ।
সৎপুষ্পশ্রেণিহাসাঃ খগকুলবিরুতৈঃ সংস্তুবন্তঃ ফলাদে
র্ভারৈ র্নম্রা দ্রুমা স্তে মম পরমমুদে সন্তু বৃন্দাবনীয়াঃ ॥১৩॥

যে দ্রাঘিষ্টা হ্রতিহ্রস্বা অতিঘনবিরলা শ্ছায়য়া শীতলোষ্মা
নিঃশ্বভ্রাঃ কোটরাঢ্যা অতিশিশুতরুণা স্তানবাঢ্যাঃ স্থবিষ্টাঃ ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ কামপি রসলহরীং সন্ততং বর্দ্ধয়ন্তঃ
শাখীন্দ্রা স্তে তদিচ্ছাময়তনুবিভবা ভান্তি বৃন্দাবনীয়াঃ ॥১৪॥

তরুদিগকে চিন্তা করি ॥ ১১ ॥

নানাকৃতি বিশিষ্ট নানাবিধ দিব্য দিব্য ফলরাশি যাঁহারা শ্রীরাধা-প্রীতির জন্য ধারণ করেন—এবং নানাভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া আবির্ভাব ও তিরোভাব করিয়া থাকেন,—বৃন্দাবনস্থ সেই ধন্য তরুদিগকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বশতঃ তাহারা মুকুলরূপে পুলক ধারণ করিয়াছে,—মধু প্রবাহচ্ছলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে—মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহে দোলায়মান পল্লবরূপ হস্ত ভঙ্গীতে দিব্য নৃত্য করিতেছে - উত্তম পুষ্পবিকাশ ছলে হাস্য করিতেছে—পক্ষিগণের কাকলিধ্বনি রূপে সম্যক্ প্রকারে স্তব গান করিতেছে—ফলাদির ভারে অবনত সেই বৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজি আমার পরমানন্দ বিস্তার করুক ॥ ১৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবনীয় বৃক্ষশ্রেষ্ঠগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইচ্ছানুযায়ী বিগ্রহ-বৈভব ধারণ করিয়া যুগলকিশোরের কোনও (অনির্ব্বাচ্য) রসলহরী নিরন্তর

একান্তেষু বিচিন্তয়ন্নিরবধি শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়ো
স্তদ্রূপং সকলাদ্ভুতং রসময়ী লীলাশ্চ সর্ব্বাদ্ভুতাঃ।
প্রাপ্তৈকান্ত নিরন্তরোজ্জ্বলমহাভাবো মহাভাগ্যতঃ
সর্ব্বেহা বিনিবৃত্তি নিত্যসুখভাক্ কোঽপ্যস্তি বৃন্দাবনে ॥১৫॥
অন্নং মিষ্টমিব ক্ষুধাঽতিবিকলস্যাম্ভো যথা শীতলং
সংক্লিষ্টস্য পিপাসয়া হিমহ্রদ স্তপ্তস্য ঘর্ম্মে রপি।
রঙ্কস্যেব মহানিধিঃ পরমিব ব্রহ্মামৃতং যোগিনাং
ভূতানামিব জীবনং ভবতু মে বৃন্দাবনং পাবনম্ ॥১৬॥
বাঞ্ছাতীত মহাফলানি দিশতঃ স্বোদারতাবেশতো
দিব্যানন্তমহীরুহান গণিতানত্যল্পকান্ কুর্ব্বতঃ।

বৃদ্ধি করিয়া প্রকাশ পাইতেছে—কখনও বা তাহারা অতি দীর্ঘ, আবার কখনও বা অতি হ্রস্বাকৃতি, অতি ঘন সন্নিবিষ্ট এবং ছায়ায় শীতলতা ও উষ্ণতা মিশ্র থাকে; ছিদ্রহীন হইয়াও কোটর বহুল, অতি শিশু (ক্ষুদ্র বৃক্ষ) হইলেও তরুণ হয় এবং সূক্ষ্ম হইলেও সময় বিশেষে অতি স্থূলতা ধারণ করে ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সকলাদ্ভুত সেই রূপ-মাধুর্য্য ও সর্ব্বাদ্ভুত সেই সকল রসময়ী লীলা নির্জ্জনে নিরবধি চিন্তা করিয়া করিয়া, মহাভাগ্য বশতঃ নিরন্তর উজ্জ্বল রসের মহাভাবাখ্য (সাজাত্য) দশাশ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বচেষ্টা বিরত ও সুখী হইয়া কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন ॥ ১৫ ॥

আমার পক্ষে এই পবিত্র বৃন্দাবন—ক্ষুধার্ত্তজনের সুমিষ্ট অন্নবৎ, পিপাসা-সংক্লিষ্ট ব্যক্তির সুশীতল জলবৎ, আতপ-তাপিত জনের শীতল হ্রদবৎ, অতি দরিদ্রের মহানিধি তুল্য, যোগিদিগের পরম ব্রহ্মামৃত সমান এবং নিখিল প্রাণিরই জীবনতুল্য—(অতিশয় প্রিয়তম) হউক ॥ ১৬ ॥

স্বীয় উদারতা বশতঃ বাঞ্ছাতীত মহা-ফলরাশি-দানকারী এবং

স্বানন্দামৃত-শুদ্ধচিদ্রস ঘনান্ কৃষ্ণানুরাগাপ্লুতান্
বন্দে হদ্বন্দ্বমুনীন্দ্র বৃন্দবিনুতান্ বৃন্দাটবীশাখিনঃ ॥১৭॥
স্বয়ং নিত্যোত্তীর্ণাং স্ত্রিগুণবিভবা পারজলধেঃ
পরান প্যুত্তার্য্যো ন্মাদহরিরস ক্ষ্মাপ্লুতিকৃতঃ।
মহার্থান্ যোগীন্দ্রৈরপি দুরুপলম্ভান্ বিতরতো
ভজা নন্যপ্রেম্না দয়িততম বৃন্দাবনতরূন্ ॥১৮॥
জ্যোতিঃপূরৈ র্বিচিত্রৈঃ পরমসুবিমলৈঃ পূরয়ন্তো হখিলাশাঃ
মাধ্বীকাসারবর্ষৈঃ সুসুরভিমধুরৈ র্মাদয়ন্তো জগন্তি।
চিত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রবালৈ রসময়সুফলৈ গুচ্ছকৈ র্জালকৈশ্চ
শ্রীবৃন্দাকাননে হস্মিন্ বিদধতি পরমানন্দবৃন্দং দ্রুমেন্দ্রাঃ ॥১৯
আয়ান্ত্যৌ বীক্ষ্য যে স্বং তলমতি রসিকৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ
চন্দ্রৌঘৈ র্দিব্যদিব্যৈ রপি কিমপি ন সংস্পৃষ্ট বক্ত্রেন্দুকান্তী

অগণিত দিব্য দিব্য মহা বৃক্ষেরও অতি তুচ্ছকারী—স্বানন্দামৃত শুদ্ধ চিদ্রসঘন, কৃষ্ণানুরাগাপ্লুত, দ্বন্দ্বাতীত মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক অভিবন্দিত বৃন্দাটবীস্থ বৃক্ষরাজিকে বন্দনা করি ॥ ১৭ ॥

স্বয়ং নিত্য ত্রিগুণ (মায়া) বিভূতির অপার সমুদ্র ত উত্তীর্ণ হইয়াই আছেন—অন্য সকলকেও তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া উন্মাদনা বিধায়ক হরি-রস-সমুদ্রে স্নান করাইয়া দেন—যোগীন্দ্রগণেরও সুদুর্লভ মহা পুরুষার্থ সমূহ বিতরণ করিতেছেন—এবম্বিধ দয়িততম বৃন্দাবনস্থ তরুদিগকে অনন্য প্রেমের সহিত ভজন কর ॥ ১৮ ॥

তাঁহারা পরম সুবিমল বিচিত্র জ্যোতিঃ প্রবাহে দশদিক আলোকিত করিয়াছেন—অতি সুগন্ধি মধুর উৎকৃষ্ট মধু ধারা বর্ষণে চতুর্দ্দশ ভুবনকে মত্ত করিয়াছেন। এই ভাবে শ্রীবৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজি—বিচিত্র পুষ্প, পল্লবে, রসময় সুন্দর ফল সমূহে, স্তবকরাজিতে ও অস্ফুট কলিকা প্রভৃতি দ্বারা পরমানন্দরাশি দান করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

সদা সংত্যজ্য সৎপল্লবকুসুমচয়ং তল্পকং কল্পয়ন্তি
শ্রীবৃন্দারণ্য ধন্যদ্রুমতনু ভগবৎপার্ষদাং স্তান্ ভজন্তু ॥২০॥
যেষাং ছায়াসু শীতাস্বতি মধুরসুধা শীকরাসারবর্ষৈ
র্মূলে সংসিক্তগাত্রৌ যদুদিতকুসুমাস্থা স্তরেষু পবিষ্টৌ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রৌ যদুপহৃত মহাস্বাদিমশ্রীফলানি
স্বাদেতে সংস্তবন্তৌ মিথ উরুরসদৌ নৌমি বৃন্দাবনদ্রূন্ ॥২১॥
অনন্তামোদাঢ্যৈ র্বিবিধ রুচিরানন্তকুসুমৈ
রনন্তৈ রানন্দদ্রবময় মরন্দৌঘনিবহৈঃ।
অনন্তৈঃ শ্রীশাখাভরিত ফলগুচ্ছৈঃ কিশলয়ৈ
রনন্তান্ শ্রীবৃন্দাবনবরতরূং শ্চিন্তয় মনঃ ॥২২॥

দিব্যাতিদিব্য চন্দ্রসমূহও যাঁহাদের মুখচন্দ্রকান্তির কোনও প্রকারেই সম্যক্ স্পর্শও পাইতে পারে না—এবম্বিধ শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্র নামক অতি রসিক যুগলকিশোরকে স্বীয় তলদেশে আসিতে দেখিয়া যে সমস্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসী ধন্য বৃক্ষ-শরীরধারী ভগবৎ পার্ষদগণ সর্ব্বদা উত্তমোত্তম পল্লব ও কুসুমরাশি ত্যাগ (বর্ষণ) করিয়া শয্যা রচনা করেন—তাঁহাদিগকেই ভজন করুন্ ॥ ২০ ॥

যাঁহাদের মূলে শীতল ছায়া সমূহে কুসুমাদি রচিত আস্তরণে উপবিষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণের গাত্র অতি মধুর সুধাবিন্দু-ধারা বর্ষণে সংসিক্ত হইতেছে—বহু রসদানকারী যুগলকিশোর যাঁহাদের উপহৃত মহা স্বাদু ফল সমূহ পরস্পর প্রশংসা করিতে করিতে ভোজন করেন—সেই বৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজিকে নমস্কার করিতেছি ॥ ২১ ॥

হে মন! অনন্ত আমোদ (গন্ধ) পূর্ণ, বিবিধ রুচির অনন্ত কুসুমশোভিত, অনন্ত আনন্দ-দ্রবময় মধু-প্রবাহ-সংযুক্ত, অনন্ত সুন্দর ফলগুচ্ছ সম্বলিত, শাখাবহুল, অনন্ত পল্লববিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবনীয় অনন্ত তরু সমূহকে চিন্তা কর ॥ ২২ ॥

অস্তি স্বস্তিকরূপিণী ক্বচিদহো কুত্রাপি চক্রাকৃতি
র্বৃত্তা ক্বাপি তথাহহুয়তা ক্বচিদথো হ্রস্বাথ চন্দ্রার্দ্ধবৎ।
ক্বাপ্যাভাতি চতুষ্ককঙ্কণকণা রাসায় রত্নোজ্জ্বলা
ক্বাপ্যল্পোচ্চ বিচিত্রমণ্ডণকলা বৃন্দাবনীয়াবনী ॥২৩॥
সোপানৈর্মণিনির্ম্মিতৈঃ সুরুচিরা বৈচিত্র্যকোট্যোজ্জ্বলৈ
র্বদ্ধা রত্নচয়ৈঃ সুতুঙ্গসুভগা সংশোভিতা ভূপরি ।
রত্নস্বর্ণময় দ্রুবল্লিনিবহৈঃ শাখাদিগুচ্ছাদিভিঃ
শ্রীমন্মণ্ডপ রূপিতান্তরযুতা ভূর্ভাতি বৃন্দাবনে ॥২৪॥
ন্যস্যোৎসঙ্গে পুলকিতবপুঃ প্রেয়সীং বেশয়িত্বা
বারংবারং স্বয়মতিকৃতশ্লাঘনো হাসয়ং স্তাম্।
মধ্যে মধ্যে তরলতরলো হ্যনঙ্গচেষ্টা বিতন্বন্
বৃন্দারণ্যে সুখয়তু সদা রাধিকা-কামুকো নঃ ॥২৫॥

বৃন্দাবনীয় ভূমি কোথায়ও স্বস্তিকরূপিণী কোথাও বা চক্রাকৃতি, কোথায় বর্ত্তুলাকার, আবার কোথায়ও বা হ্রস্ব, অন্যত্র বা চন্দ্রার্দ্ধবৎ কোথায়ও বা রাসলীলা সাধনের উপযোগী রত্নময় উজ্জ্বল ভূমি চতুষ্ক (চতুর্ভুজাকৃতি) ও কঙ্কণ (গোলাকার) ও অতি সূক্ষ্ম; অন্যত্র বা অল্পোচ্চ বিস্তৃত মণ্ডনকলা বিস্তা প্রকাশে শোভা পাইতেছে। ২৩ ॥

মণিময় সোপান সমূহে অতি রুচির, বহুবিধ বৈচিত্র্যময় কোটি কোটি উজ্জ্বল রত্নরাজি দ্বারা বদ্ধ, অত্যুচ্চ, অতি সুন্দর এবং উপরি ভাগেও সংশোভিত—রত্ন স্বর্ণময় বৃক্ষলতা সমূহের শাখাগুচ্ছ প্রভৃতি দ্বারা স্থানে স্থানে পরম রমণীয় মণ্ডপস্বরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনীয় ভূমি শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

প্রেয়সীর বেশ-বিন্যাস করিয়া স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপন করিয়া পুলকিত বপু হইয়াছেন, বারংবার স্বয়ং অতি শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে

চিজ্জ্যোতির্ম্ময়ভূমি চিন্ময়লতা বল্লিদ্রুমং চিদ্‌ঘন-
স্ফুর্জ্জৎপক্ষিমৃগং চিদেকরস বার্য্যাঽঽপূর্ণ ফুল্লৎসরঃ ।
চিদ্রূপাদ্রি নদীতড়াগ মণিধাত্বম্ভোধরন্তু স্ফুরন্
নানামঞ্জু নিকুঞ্জপুঞ্জ মিহ চিদ্ধামৈব বৃন্দাবনম্ ॥২৬॥
নানাশক্তীঃ প্রকটয়তি যোঽচিন্ত্য নানাতনূভি
র্ধত্তে তাশ্চ স্বয়মপি কদাঽপ্যাত্ত্য মর্য্যাদরূপাঃ ।
নানাবস্থা দধদুরুবিধান্ যোঽভিবর্ষেদ্রসৌঘান্
তং শ্রীরাধারসবশ মহং নৌমি বৃন্দাবনেন্দুম্ ॥২৭॥
অঙ্কে পঙ্কেরুহবরমুখীং নিত্যমেব স্ফুরন্তীং
প্রেমার্দ্রাত্মা পুলকিততনু র্লালয়ন্ হৃষ্টরোমা ।
কুর্ব্বন্ কাঞ্চিন্নবনবরতিং ভিক্ষিতুং চিত্রগোষ্ঠীং
বৃন্দারণ্য ব্রততিনিলয়ে ভাতি রাধাবিলাসী ॥২৮॥

হাস্য করাইতেছেন, আবার মধ্যে মধ্যে অতিশয় চঞ্চল হইয়া বিবিধ কামচেষ্টা বিস্তার করিতেছেন—এবম্বিধ শ্রীরাধা-লম্পট আমাদিগকে সদা সর্ব্বদা সুখদান করুন্ ॥ ২৫ ॥

এই বৃন্দাবনের ভূমি চিজ্জ্যোতির্ম্ময় ; লতা, বল্লরী, দ্রুমাদি ও চিন্ময় ; পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি ও সকলেই চিদ্‌ঘন ; প্রস্ফুটিত কুসুমময় সরোবরও চিদেকরস বারিপূর্ণ ; পর্ব্বত, নদী, তড়াগ, মণি, ধাতু ও মেঘ প্রভৃতিও সকলেই চিন্ময় - এইরূপে নানা মনোজ্ঞ নিকুঞ্জরাজি সমন্বিত এই ধাম চিন্ময়ই ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধারস বশবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রমাকে আমি নমস্কার করিতেছি—যিনি অচিন্ত্য নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ শক্তি প্রকট করেন—কখনও বা স্বয়ংও অপরিসীম রূপ-মাধুরী বিস্তার করিয়া থাকেন—নানাভাবে অবস্থিত হইয়াও বহুবিধ রস-ধারা অভিবর্ষণ করেন ॥ ২৭ ॥

নিত্যই সুন্দরী পদ্মবরমুখী শ্রীরাধাকে ক্রোড়ে রাখিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে

যে বৃন্দাবন মাবসন্তি যদি বা স্পৃষ্ট্বাহথ দৃষ্ট্বা গতা
ধ্যায়ন্তি প্রণমন্তি তদ্‌গুণগণান্ গায়ন্তি শৃণ্বন্তি বা।
মূর্দ্ধ্না বিভ্রতি তদ্রজঃ ক্বচন তৎসম্বন্ধসম্বন্ধিন
স্তানপ্যুন্নয়তে পদং পদমহো বৃন্দাবনং পাবনম্ ॥২৯॥
মহাশ্চর্য্যাং রীতিং দৃশি বচসি গত্যাদিষু দধন্
মহাপ্রেমাবেশোন্মাদ মদনবৈবশ্য মধুরম্।
অহো যত্রৈবানন্দতি সহজকৈশোরক মহো-
দ্বয়ং গৌরশ্যামং তদুদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥৩০॥
বিচিন্বন্তং নীলালকনিকরাং শ্চারুকরজৈ
র্বিজিঘ্রন্তং ফুল্লদ্বদন কনকাম্ভোজ মসকৃৎ।

পুলকাঞ্চিত দেহে হৃষ্টরোমা শ্রীহরি পালন করেন এবং কোনও (অনির্ব্বচনীয়) নব নবায়মান রতি ভিক্ষা করিতে যিনি বিচিত্র সংলাপ রচনা করেন, সেই শ্রীরাধাবিলাসী বৃন্দাবনীয় লতা-গৃহে শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

অহো! যাঁহারা বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন, যাঁহারা উহা দর্শন করিয়া বা স্পর্শ করিয়াও অন্যত্র গিয়া ধ্যান বা প্রণাম করেন, যাঁহারা তাঁহার গুণরাজি কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, যাঁহারা তদীয় রজঃকণা মস্তকে ধারণ করেন - এবম্বিধ যে কোনও বিষয়ে বৃন্দাবনের সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়াছেন যাঁহারা,—তাঁহাদিগকেও পাবন বৃন্দাবন প্রতিপদে উন্নতি দান করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

নয়ন, বাক্য ও গতি প্রভৃতিতে মহাশ্চর্য্য রীতি ধারণ করিয়া এবং মহা প্রেমাবেশে উন্মদ মদন বৈবশ্য হেতু মধুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া—হায়! সহজ কৈশোর বয়স্ক গৌরশ্যামযুগল যেই স্থানে আনন্দলাভ করিতেছেন—সেই এই বৃন্দাবন প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ৩০ ॥

সুচারু অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা নীল অলকাবলি (চূর্ণকুন্তল) সুবিন্যস্ত

বিচুম্বন্তং বিম্বাধর মসকৃদুন্নম্য চিবুকং
নিধায়াঙ্কে রাধাং স্মর মদনমূর্ত্তিং মধুপতিম্ ॥৩১॥
অহো গৌরশ্যামে মধুর মধুরে দিব্যমহসী
কিশোরে সর্ব্বাঙ্গোত্থিত মদনবাধাঽতিবিবশে।
রতিক্রীড়াম্ভোধাবতি বিহরতী পাররহিতে
সুভাবৈঃ শ্রীবৃন্দাবন নবনিকুঞ্জেষু ভজত ॥৩২॥
সখ্যগ্রেঽতিরুষা নিরস্য রমণং সঙ্কেতকুঞ্জং প্রতি
প্রোচ্য প্রোষিত মালিবৃন্দমপি বাক্চাতুর্য্যতোঽপাস্য তৎ।
যান্তীং মন্মথপীড়িতাং রসযুতাং রাধামনু প্রস্থিতাং
ভৃঙ্গারব্যজনাদিনা কুরু মনস্যেকাং রহঃ-কিঙ্করীম্ ॥৩৩॥

করিতেছেন—প্রফুল্ল বদন-স্বর্ণপদ্ম বারংবার আঘ্রাণ করিতেছেন—শ্রীরাধাকে ক্রোড়ে রাখিয়া চিবুক উন্নত করিয়া মুহুর্মুহু তাঁহার বিম্বাধর চুম্বন করিতেছেন—এবম্বিধ মদন (মনোহর) মূর্ত্তি মধুপতিকে স্মরণ কর ॥ ৩১ ॥

অহো! মধুর হইতেও সুমধুর দিব্য গৌরশ্যাম যুগলকিশোর সর্ব্বাঙ্গে উত্থিত মদন-পীড়াগ্রস্ত হইয়া অতি অবশ হইলে অসীম অপার রতিক্রীড়া-সাগরে অতিশয় বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবন নব নিকুঞ্জ সমূহে স্থিত ঐ যুগলকেই সুন্দর ভাবে (সু-উজ্জ্বল ভাবাশ্রিত হইয়া) তোমরা ভজন কর ॥ ৩২ ॥

সখীদিগের অগ্রে নাগরমণিকে অতি ক্রোধে নিরসন করিয়া, সঙ্কেত-কুঞ্জ প্রতি গমনের ইঙ্গিত করিয়া এবং ঐ দিকেই প্রস্থিত সখীবৃন্দকেও বাক্চাতুরী দ্বারা বুঝাইয়া তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া—মন্মথ পীড়িতা রসময়ী শ্রীরাধা তদভিমুখে যাইতেছেন,—তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্জ্জনে একজন দাসী ভৃঙ্গার ব্যজনাদির সহিত চলিয়াছেন—এই লীলা মনে মনে চিন্তা কর ॥ ৩৩ ॥

গলদ্বরপটং ত্রুটৎস্রগুরুহার কাঞ্চীগুণং
শ্লথচ্চিকুরবন্ধনং তিলক-কজ্জলাদিক্ষয়ম্।
সদাহবহিত কিঙ্করীনিকর সর্ব্বসম্পাদকং
স্মর স্মর-বিচেতনং দ্বিপর ধাম বৃন্দাবনে ॥৩৪॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবনভুবি মহানন্দ সাম্রাজ্যকন্দে
বন্দেহয়ং কঞ্চন বিরচিতাহহমৃত্যু বাসপ্রতিজ্ঞম্।
শ্রীগান্ধর্ব্বারসিক তিলকৌ স্বেষু যোগ্যং যমেকং
জ্ঞাত্বা হন্যোন্যং বিমৃশত ইদং কীদৃশো স্বেব ভাব্যঃ ॥৩৫
চন্দ্রানাং কোটি কোটে রুদয়মিব নয়ন্নর্ম্ম হাসচ্ছটাভি
ভ্রূক্ষেপাদ্যৈ বিচিত্রাঃ সৃজদিব পরমাশ্চর্য্য কন্দর্পকোটীঃ।
মন্ত্রাক্ষেপাদিবাগ্ম্যা স্রবদিব শিশিরানন্দ মাধুর্য্যকোটী
রাধাকৃষ্ণাভিধানং ভজত তদুভয়ং ধাম বৃন্দাবনান্তঃ ॥৩৬॥

সুন্দর বসন খসিয়া পড়িল ; মালা, বহু বহু হার, কাঞ্চীদাম প্রভৃতিও ছিন্ন হইল ; কেশবন্ধন শিথিল হইল ; তিলক কজ্জলাদিরও চিহ্নমাত্র রহিল না ; কিন্তু নিত্য অবহিত চিত্তে সখীগণ সকল ব্যবস্থা করিয়া-দিলেন ; বৃন্দাবনে এবম্ভূত কামবিবশ পরম বিগ্রহ যুগলের স্মরণ করি ॥৩৪

মহানন্দ-সাম্রাজ্যের মূলীভূত শ্রীমদ্ বৃন্দাবন ভূমিতে যিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন- সেই কোনও (অনির্ব্বাচ্য) মহাজনকে আমি বন্দনা করি। যে হেতু শ্রীগান্ধর্ব্বা ও রসিক চূড়ামণি তাঁহাদের সেবকমণ্ডলী মধ্যে তাঁহাকে অন্যতম জ্ঞানে এই বিষয়ে পরামর্শ করেন যে 'আহা! না জানি এই ব্যক্তি কি প্রকারই হইবে!" ৩৫ ॥

যাঁহাদের নর্ম্ম-হাস্যচ্ছটায় কোটি কোটি চন্দ্রেরই যেন উদয় হইতেছে ; ভ্রূক্ষেপাদিতে বিচিত্র পরমাশ্চর্য্যজনক কোটি কোটি কন্দর্পই যেন সৃষ্ট হইতেছে ; মন্ত্রণা ও আক্ষেপ (আত্মশ্লাঘাপর) বাক্য দ্বারা শীতলানন্দ

বৃন্দাবনং পরমপাবনমপ্রমেয়-
মাধুর্য্য মুজ্জ্বলচিদেক রসাত্মভাবম্ ।
শ্রীরাধিকামদনমোহন কেলিকুঞ্জ-
পুঞ্জৈঃ সুরঞ্জিতসুমঞ্জু চিরং জপামি ॥৩৭॥
রাধাং নিত্যং পরিচর হরিপ্রেমসারৈ রগাধাং
বাধাং সর্ব্বাং স্মর নহি তনুং চাপরাধা ন্ন রক্ষ ।
মা যাহ্যার্ত্তিঃ কৃচিদপি বিনা ধাম রাধা-রসান্ধং
মা ধাবাজ্ঞ ! ক্বচিদসুলভং ধাম বৃন্দাবনং হি ॥৩৮॥
অক্ষৈঃ কুত্রাপি খেলৎ ক্বচন নিলয়নৈঃ কুত্রচিচ্চোরিকাভি
র্বল্লীবৃক্ষানুকৃত্যা ক্বচন ননু মিথঃ ক্বাপি হিন্দোলনেন ।
ক্বাপ্যাহশ্চর্য্যপ্রহেল্যা কৃচন খগমৃগাদীহিতৈঃ ক্বেন্দ্রজালৈ
র্বৃন্দারণ্যে হতিদিব্যং কিমপি বিজয়তে গৌরনীলং দ্বিধাম ॥

মাধুর্য্য কোটি ক্ষরিত হইতেছে ; বৃন্দাবনস্থ এবম্বিধ শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামক যুগল বিগ্রহেরই ভজন কর !! ৩৬ ॥

পরম পাবন, অসীম মাধুর্য্য-মণ্ডিত, উজ্জ্বল চিন্ময় রসঘনমূর্ত্তি, শ্রীরাধিকা-মদনমোহনের কেলি-কুঞ্জ-সমূহে সুরঞ্জিত ও সুমনোহর "শ্রীবৃন্দাবন" নাম—আমি চিরকাল জপ করি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীহরির প্রেমসারে অতি গভীর শ্রীরাধাকে নিত্য পরিচর্য্যা কর. বাধা সমূহের বিষয়ে স্মরণ করিও না ; অপরাধ হইতে দেহকেও রক্ষা না ; আর্ত্ত হইয়াও শ্রীরাধা-রসে অন্ধ বৃন্দাবন ধাম ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইও না। হে অজ্ঞ ! কোথায়ও দৌড়িও না ; কারণ, শ্রীবৃন্দাবন ধাম অতি দুর্লভ ॥ ৩৮ ॥

কোথাও অক্ষ (পাশা) ক্রীড়া করিতেছেন, কোথাও পলায়ন খেলা খেলিতেছেন ; কোথাও বা চুরি চুরি খেলিতেছেন ; কোথাও লতা বৃক্ষাদির অনুকরণ করিতেছেন, এবং অন্যত্র বা পরস্পর হিন্দোলন ক্রীড়া

স্থখবপু রবতারাঃ সন্তি গৌরে কিয়ন্তঃ
কতি কতি বিজয়ন্তে মূর্ত্তয়ো নাতিদিব্যাঃ।
ন চ রুচিরতমাঃ কাঃ সন্তি সাক্ষাদবস্থা
স্তদপি মধুর একো রাধিকা-নাগরো মে ॥৪০॥
রাধা বৃন্দাবনাখ্যে বন অতি পরমো ভাতি ঘোষঃ পুরাণে
তেনাহস্যা ন ব্রজেহপি প্রকটমতিমহাশ্চর্য্য পূর্ণস্বরূপম্।
অস্যাঃ প্রেমা হসমোর্দ্ধঃ স হি পরপুরুষঃ সর্ব্বভাবেন সিদ্ধ-
স্তস্মাদ্রাধেহত্যভিখ্যা তদতিবশহরিং পশ্য বৃন্দাবনেন্দুম্ ॥৪১॥
সর্ব্বঃ প্রেমশিরোমণেঃ পরচমৎকারঃ সমুজ্জৃম্ভতে
রাধায়াং পরমুন্নতি র্মধুপতে স্তামন্বশেষশ্রিয়াম্।

রত হইয়াছেন ; এক স্থলে আশ্চর্য্য প্রহেলিকা দ্বারা অন্যত্র বা পশু পক্ষীর চেষ্টা দ্বারা এবং অপর কোথাও বা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি খেলা-পরায়ণ হইয়া বৃন্দাবনে অতি দিব্য গৌরনীল যুগলকিশোর বিজয় করিতেছেন ॥৩৯

শ্রীহরিতে অনেক আনন্দমূর্ত্তি অবতার আছেন—আবার কত কত দিব্যমূর্ত্তি ইহাঁতে বিজয়ও করিতেছেন—রুচিরতম সাক্ষাদবস্থ (তুল্য স্বরূপধারী) বহু বিগ্রহও বিরাজমান আছেন—কিন্তু একমাত্র শ্রীরাধা-নাগরই আমার নিকট অতি মধুর বলিয়া মনে হয় ॥ ৪০ ॥

পুরাণে অতি সুন্দর এই উদ্ঘোষণা আছে যে শ্রীরাধা বৃন্দাবনাখ্য বনে অতিশয় শোভা বিস্তার করিয়া থাকেন। (এই পুরাণ প্রসিদ্ধ বচন) শ্রীরাধার অতি মহাশ্চর্য্য পূর্ণ স্বরূপকে ব্রজেও প্রকট করান নাই ; শ্রীরাধার প্রেম অসমোর্দ্ধ আর তিনিও (শ্যাম ও) পরম পুরুষ এবং সর্ব্বভাবেই সিদ্ধ ; কাজেই ইঁহার 'রাধা' নাম সার্থক হইয়াছে এবং তাঁহার অতি বশবর্ত্তী বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীহরিকে দর্শন কর ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বপ্রেম-শিরোমণির (প্রেম-সারাৎসারের) পরম চমৎকার সম্যক্ প্রকাশিত হইতেছে ; মধুপতি (শ্যাম) শ্রীরাধার নিকট থাকিলে

সা বৃন্দাবন এব সম্যগুদিতা পূর্ণৈকমাধুর্য্যভূ
স্তদ্ভাবেন পরেণ চিন্তয় মন স্বান্তং তদত্যুজ্জ্বলম্ ॥৪২॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনশ্রী র্মম হৃদি সকৃদপ্যস্তু সর্ব্বেশ্বরাণাং
সর্ব্বানন্দাতিসারং কিমপি রসয়তাম প্যহো মোহদাত্রী।
সাহত্যাশ্চর্য্য হরেঃ শ্রীপ্রকৃতিরথ কৃতি র্ভাতু মে বার্ষভাণ-
ব্যেকাঙ্ঘ্রি শ্রীনখেন্দু চ্ছবিমধুরিমণি স্বান্ত-বিশ্রান্তি রস্তু ॥৪৩॥
একৈকাঙ্গচ্ছটাভি র্ভরিতদশদিশো গৌরনীলোজ্জ্বলাভি
র্নিত্যে কৈশোর এবাদ্ভুতবয়সি সতো নিত্যকামার্দ্দিতস্থ।
অত্যাশ্চর্য্যে রনন্তৈ র্নবমদনকলাকৌতুকৈ রাত্র্যহানি
শ্রীবৃন্দারণ্যকুঞ্জে নয়ত উরুরতিং বিন্দ তদযুগ্মধাম্নঃ ॥৪৪॥
নিত্যং পীড়য়তোঽপি নৈব মনসা ঽপ্যাপীড়য়ন্ যদ্ গতান্
জন্তূন্ ভক্তিভরা ন্নমংশ্চ সততং শক্ত্যা প্রিয়ৈঃ পূরয়ন্।

অশেষ সৌন্দর্য্যশালিনী শ্রীরাধাতেই এই প্রকাশ অত্যধিক লক্ষিত হয়; সেই পরিপূর্ণ মাধুর্য্যখনি শ্রীরাধাও বৃন্দাবনেই সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছেন; হে মন! পরকাষ্ঠা প্রাপ্ত সেই অত্যুজ্জ্বল রসকে তদ্ভাবভাবিত পরম (প্রবণ) চিত্তে চিন্তা কর॥ ৪২ ॥

অহো! কোনও (অনির্ব্বচনীয়) সর্ব্বানন্দাতিসারের রস আস্বাদনকারী সর্ব্বেশ্বরদিগেরও মোহোৎপাদিকা শ্রীমদ্ বৃন্দাবন-শোভা একটীবারও আমার হৃদয়ে উদিত হউন। তাহা অত্যাশ্চর্য্য হরির শোভা সম্পত্তিশালী প্রকৃতি ও কারুকার্য্যবিশেষই—তাহা আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হউক। অহো! শ্রীবৃষভাণুনন্দিনীর পাদপদ্মের শ্রীনখচন্দ্রের কান্তিমাধুর্য্যে আমার শেষ বিশ্রাম লাভ হউক॥ ৪৩ ॥

গৌরনীলাত্মক এক এক অঙ্গচ্ছটায় দশদিক্ পূর্ণ করিতেছেন—নিত্য অদ্ভুত কৈশোর বয়সে স্থিত—নিত্য কামপরায়ণ, অত্যাশ্চর্য্য অনন্ত নব-কাম-কলা কৌতুকেই শ্রীবৃন্দাবনে দিবারাত্রি যাপন করিতেছেন—

লাভালাভ জয়াজয়োন্নতি বিপন্মানাপমানাদিকে
তুল্যঃ কৃষ্ণনিবিষ্টধী রধিবসন্ বৃন্দাবনং বন্দ্যতাম্ ॥৪৫॥
দুর্বাচ্যানি সহস্রশঃ পরিভবা নীচৈঃ কৃতান্ কোটিশো
ভক্ষ্যাচ্ছাদন বাসকুট্যমিলনাদ্ দুঃখান্যলং কোটিশঃ।
কামাদ্যৈ রতিপীড়য়া চ মনসো বৈকল্য মাত্যন্তিকং
যে সোঢ়াঽপি বসন্তি কেলিবিপিনে কৃষ্ণস্য তেভ্যো নমঃ ॥৪৬
দোষান্ন স্থিরজঙ্গমেষু কলয়ন্ কস্যাপি নোদ্বেজয়ন্
কিঞ্চিদ্যত্তদযত্নলব্ধমিতভুক্ চিত্তেঽপি ন স্ত্রীক্ষণঃ।
শ্রীরাধা-মুরলীধরোজ্জ্বলযশঃ শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরন্
যো বৃন্দাবন মাবসে ন্মধুরধী র্ধন্যায় তস্মৈ নমঃ ॥৪৭॥

এবম্বিধ যুগলকিশোরের বহু রতি (প্রচুর প্রেম) লাভ কর ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধামস্থিত জীবসমূহ নিত্য পীড়া দান করিলেও মনে মনেও তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্র পীড়া না দিয়া, ভক্তিভরে সতত তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া করিয়া, শক্তি অনুসারে প্রিয়বস্তু দান করিয়া তাঁহাদের অভাব পূরণ করিয়া, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-নিবিষ্ট-চিত্তে লাভালাভ, জয়াজয়, উন্নতি-অবনতি ও মান-অপমানাদিতে সমবুদ্ধি স্থাপন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন, তাঁহাকে বন্দনা কর ॥ ৪৫ ॥

সহস্র সহস্র দুর্ব্বাচ্য, নীচকৃত কোটি কোটি নিন্দা, ভোজনাচ্ছাদন ও বাসস্থানাদির অপ্রাপ্তিতে কোটি প্রকারে দুঃখরাশি এবং কামাদির গুরুতর পীড়াবশতঃ অত্যধিক মানসিক বিকলতা সহ্য করিয়াও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বনে বাস করেন—তাঁহাদিগকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

স্থাবর জঙ্গমে দোষদৃষ্টি-রহিত হইয়া, কাহারও উদ্বেগ না জন্মাইয়া, অনায়াসলব্ধ যৎকিঞ্চিৎ বস্তুতে পরিমিত আহার সমাপন করিয়া, চিত্তেও স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং শ্রীরাধামুরলিধরের উজ্জ্বল যশ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে যে মধুরবুদ্ধি বৃন্দাবনে বাস

শ্রীবৃন্দাটবি ! হন্ত সংবৃণু নিজাং মায়াং মহাধীশিতুঃ
মায়াত স্ত্বয়ি নো বিভেমি জনয়েৎ কম্পং ত্বদীয়া পুনঃ।
স্বং স্বীয়ং সুখচিদ্ঘনং বত যয়া সন্দর্শ্যতেঽন্যাদৃশং
দূরাদেব পতন্তি নষ্টমতয়ো জাতাপরাধা যতঃ ॥৪৮॥
হা বৃন্দাটবি কিং করোমি ন মনাগ্ দুষ্টেন্দ্রিয়াণাং গণ
উল্লঙ্ঘ্যা খিললোকধর্ম্মপদবী মাধাবতাং কুৎসিতে।
নাকর্ষে মম শক্তি রস্তি ঘটতে হক্ষম্যো হপরাধ স্ত্বয়ি
ক্বাপ্যন্যত্র ন মে সুখং ত্বদ্গতিং মা মুঞ্চ মা মুঞ্চ মাম্ ॥৪৯॥
নৈবাণ্যত্র ক্ষণমপি ময়া শক্যতে স্থাতুমত্রাহ
মৃষ্যাত্যুচ্চৈ রসমকুধিয়ো জায়তে মেঽপরাধঃ।
হা হা বৃন্দাবন কুবিষয়ৈকাশয়া লোকধর্ম্মৌ
ত্যক্ত্বা স্বৈরং বিচরতি ময়ি ত্বৎকৃপা ভাবিনী কিম্ ? ৫০ ॥

করেন, সেই ধন্য ব্যক্তিকে নমস্কার করি ॥ ৪৭ ॥

হে বৃন্দাবন ! তোমার নিজ মায়া সম্বরণ কর. মহাধীশ্বরের কৃপায় তোমাতে আমার কোনই ভয় নাই, কিন্তু ত্বদীয় মায়া আমার কম্প জন্মাইয়া থাকে ; যেহেতু যাহা তোমাকে এবং তোমাতে অবস্থিত যাবতীয় সুখ-চিদ্ঘন বস্তু নিচয়কে অন্য প্রকারে প্রতীয়মান করায়, তাহারই দর্শনে নষ্টবুদ্ধি মানবগণ অপরাধ করিয়া দূর হইতে অধঃপতিত হয় ॥ ৪৮ ॥

হে বৃন্দাবন ! কি করি ? অখিল লোক-ধর্ম্ম-মার্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কুৎসিৎ বিষয়ে ধাবিত দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যাও অল্প নহে ; তাহাদিগকে রোধ করিতেও আমার শক্তি নাই ; ইহাতে তোমার অমার্জ্জনীয় অপরাধই হইতেছে ; অন্যত্র কোথাও আমার সুখ নাই ; তোমার শরণাগত আমাকে পরিত্যাগ করিও না ॥ ৪৯ ॥

"অন্যত্র ক্ষণকালও থাকিতে পারি-না"—এই প্রকার অতি (গম্ভীর)

মহাশ্চর্য্যোদার্য্যাঃ পরমকরুণার্দ্রার্দ্রহৃদয়া
মহাদিব্যা নন্তস্বরসবিলসদ্ বৈভবভরাঃ।
হরিপ্রেমাবেশ প্রকটপুলকাশ্রুব্যতিকরাঃ
পরাং বৃন্দারণ্যে বিদধতি ময়ি স্বীকৃতিমগাঃ ॥৫১॥
অমী রাধাকৃষ্ণপ্রণয় রসপূর্ণ বিটপিন
স্তয়োঃ প্রীত্যৈ নানাদ্ভুতফল প্রসূনানি দধতি।
তদিচ্ছাতো হস্তে স্বয়মুরু পতিষ্ণুণি বিহগা
রবৈ র্ভৃঙ্গীগীতৈ রপি চ মধুরৈ র্বিভ্রতি মুদম্ ॥৫২॥
যে শ্রীরাধামুরলিধরয়োঃ শ্রীলপাদারবিন্দ-
স্পর্শানন্দাৎ পুলকিততনু স্যন্দমানাশ্রুধারাঃ।
যৎপুষ্পাদ্যৈঃ স্বয়মতিরসাত্তৌ মিথো বেশয়েতাং
বৃন্দারণ্য দ্রুমতনু মহাধন্যধন্যা নুম স্তান্ ॥ ৫৩ ॥

বিবেচনা করিয়া অতি মন্দ-বুদ্ধি আমার অপরাধ হয়। হাহা! বৃন্দাবন! কুবিষয়েরই আশায় লোকধর্ম্ম ত্যাগকারী ও যথেচ্ছাচারী আমাতে তোমার কৃপা হইবে কি? ৫০ ॥

মহাশ্চর্য্য উদারতাশীল পরম করুণাময়, আর্দ্র হৃদয়, মহা দিব্য অনন্ত স্বরসে বিলাসময় সম্পত্তিশালী, হরিপ্রেমাবেশে পুলকাশ্রু প্রভৃতি প্রকটনকারী এই বৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজি আমাকে পরম (উত্তমরূপে) স্বীকার করুন্ ॥ ৫১ ॥

এই সমস্ত বৃক্ষগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়রসে পরিপূর্ণ—ইহাঁরা যুগলের প্রীতির জন্য নানাবিধ অদ্ভুত ফল-পুষ্প ধারণ করেন আবার ঐ (ফল কুসুমাদিও) তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে তাঁহাদের হস্তে স্বয়ং পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া থাকেন—পুনশ্চ ঐ বৃক্ষগণ বিহগ সমূহের কাকলিতে ও মধুর ভ্রমর সঙ্গীতেও তদুভয়ের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

যাঁহারা শ্রীরাধামুরলীধরের শ্রীলপাদপদ্মের স্পর্শানন্দ বশতঃ

কিঞ্চিৎ খর্পরঘর্ষণেন বিদধদ্দিব্যাঙ্গরাগং মিথোঃ
স্যূতৈর্দিব্যদলৈঃ স্তুতৈঃ কৃতপটং পুষ্পাদিভির্ভূষিতম্।
পীত্বা স্যন্দিমধূৎপুটৈঃ স্থলশয়ং শ্লিষ্টা প্রশস্য প্রিয়ং
গৌরশ্যাম মহোদ্বয়ং মম তদানন্দাব্ধিদ্বয়ং বৃন্দাবনে ॥৫৪॥
বিস্রস্তং বরকেশবন্ধ মুদয়দ্রোমাঞ্চপুঞ্জং স্খলদ্
বাক্‌পীযূষভরং ত্রুটন্মণিসরস্রজ্ঞাগ্রিতালেপনম্।
যত্তৎকৢপ্তপরিচ্ছদং রসময়ীং যত্তদ্বিচেষ্টাং দধদ্
ধামদ্বন্দ্ব মনঙ্গবিহ্বল মুপৈম্যেকাত্ম বৃন্দাবনে ॥৫৫॥
বৃন্দারণ্যে ভ্রমদতি রসাবেশতো ঘূর্ণমানং
গৌরশ্যামং কিমপি মধুরং ধামযুগ্মং কিশোরম্।

পুলকিত দেহে অশ্রুধারা বর্ষণ করেন—যাঁহাদের পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহারা অতি রসভরে স্বয়ং পরস্পরের বেশ বিন্যাস করেন—সেই বৃন্দারণ্যবাসী বৃক্ষস্বরূপী মহা ধন্য ধন্য (মহা পুরুষ) দিগকে নমস্কার করি ॥ ৫৩ ॥

খর্পর (খাপরা) ঘর্ষণে পরস্পর কোনও দিব্য অঙ্গ-রাগ করিয়াছেন—রমণীয় দিব্য পত্রাদি সেলাই করিয়া বস্ত্ররূপে পরিধান করিয়াছেন—পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছেন—পত্রাদি রচিত পাত্রে ক্ষরিত মধুপান করিয়া স্থলে শয়ন করিয়াছেন—পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা করিতেছেন—এবম্বিধ গৌরশ্যাম-কলেবর যুগল-বিগ্রহই আমার প্রিয় আনন্দ সমুদ্রদ্বয় ॥ ৫৪ ॥

যুগলকিশোরের কেশ-বন্ধন বিস্রস্ত হইয়াছে, উভয়েই রোমাঞ্চিত-কলেবর, স্খলিত গতি ও বচনামৃত-প্রবাহ বর্ষণকারী,—মণিমালা ছিন্ন হইয়াছে, কস্তূরিকাদির বিলেপনে সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত হইয়াছে—যৎসামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন এবং কোনও কোনও (অনির্ব্বাচ্য) রসময়ী বিচেষ্টা প্রকাশ করিতেছেন—এবম্বিধ এক-স্বভাববিশিষ্ট কামবিহ্বল যুগল-বিগ্রহকে বৃন্দাবনেই দেখিতেছি ॥ ৫৫ ॥

মালা বস্ত্রাদিকমপি ততঃ পূর্য্যমানং মুহু স্তৈ
র্দাসীবৃন্দৈ রতিপুরু মুদা সেব্যমান্তাং কদাপি ॥৫৬॥
শ্রীবৃন্দাবন নিত্যকেলিকলয়া চাহর্নিশং মন্মথা-
ক্রান্তং নিত্যকিশোরমোহন মহোদ্বন্দ্বং কিমপ্যদ্ভুতম্।
প্রত্যঙ্গোচ্ছলদ প্রমেয়মধুর শ্রী গৌরনীলোজ্জ্বল-
জ্জ্যোতিঃ পূর্ণসুধাব্ধিলীনচিদচিদ্ ভেদপ্রপঞ্চং ভজে ॥৫৭॥
বিটপে বিটপে দলে দলে প্রতিপুষ্পং ফলপল্লবাদিষু।
বহুসৌরভ সীধুরোচিষঃ স্মর বৃন্দাবন-দিব্যশাখিনঃ ॥৫৮॥
পুলিনে পুলিনে যমস্বসু র্দ্রুমবৃন্দৈ র্হরিচন্দনাদিভিঃ।
বিহরন্নবকুঞ্জ মঞ্জুলে ভজ গৌরাসিত ধাম তদ্দ্বয়ম্ ॥৫৯॥
কনকমরকত শ্রীহারি দিব্যাঙ্গয়ো স্তন্
মধুরমধুরধাম্নোঃ কেলিবৃন্দং কয়োশ্চিৎ।

শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে রসাতিশয্যবশতঃ ইতস্ততঃ পরিচরণশীল কোনও মধুর গৌরশ্যাম যুগলকিশোর বিরাজ করিতেছেন—কখনও বা সেই দাসীবৃন্দ মাল্য বস্ত্রাদি দ্বারা ভূয়িষ্ঠ আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের শোভা সম্বর্দ্ধন করাইয়া সেবা করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনীয় নিত্য কেলি-কলা দ্বারা দিবা রাত্র কাম-পীড়িত নিত্য-কিশোর কোনও অদ্ভুত মোহন যে যুগলকিশোরের প্রত্যঙ্গে উচ্ছলিত অসীম মধুর শোভাযুক্ত গৌরনীলাত্মক উজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ অমৃত সমুদ্রে চিৎ বা জড় ভেদমূলক সংসার বিলীন হইতেছে সেই বিগ্রহযুগলেরই ভজন করি ॥ ৫৭ ॥

প্রতি শাখায়, প্রতি দলে. প্রতি পুষ্পে, প্রতি ফল পল্লবাদিতেই বহু সৌরভামৃত কান্তিবিশিষ্ট বৃন্দাবনীয় দিব্য বৃক্ষরাজিকে স্মরণ কর ।৫৮

যমুনার পুলিনে হরিচন্দন প্রভৃতি বৃক্ষরাজি বিরচিত নব নব মনোহর নিকুঞ্জে বিহার-পরায়ণ সেই গৌরনীলাত্মক যুগল-বিগ্রহের ভজন কর ॥

অতিমধুরিম সান্দ্রানন্দনিস্যন্দি বৃন্দা-
বনমনু রসসিন্ধোঃ সারমীক্ষে কদা নু ॥৬০॥
শ্রীগান্ধর্ব্বাপ্রাণবন্ধোঃ পদাব্জ-
দ্বন্দ্বোন্মীলৎ প্রেমপীযূষসিন্ধোঃ।
স্বাদন্তে হত্যাশ্চর্য্যমাধুর্য্যধারা
শ্রীমদ্‌বৃন্দাকাননে কেহপি ধন্যাঃ ॥৬১॥
সর্ব্বানন্দাচ্ছাদকানন্দ সারা
সারান্ বর্ষন্ প্রেমবর্ষা প্রকর্ষান্।
বৃন্দারণ্যে সক্রমৈ দুর্দ্দিনে শ্রী-
কৃষ্ণাম্ভোদো ভাতি রাধা-তড়িত্বান্ ॥৬২॥
বিকচনব সুহেম চম্পকেন্দী-
বর দলবৃন্দসুগৌরনীলভাসোঃ।

হায়! কবে স্বর্ণ ও মরকত-মণির শোভাহারী দিব্যাঙ্গ যুগলের—সেই অনির্ব্বাচ্য মধুরাদপি মধুরতর বিগ্রহ যুগলের—বৃন্দাবনে প্রকটিত অতি মধুরিমার ঘনানন্দবর্ষি রস সমুদ্রের সার-স্বরূপ সেই কেলিবৃন্দ দর্শন করিব? ৬০ ॥

শ্রীমদ্ বৃন্দা-কানন-বাসী কোনও কোনও ধন্য-পুরুষগণই শ্রীগান্ধর্ব্বা-প্রাণ বন্ধুর পাদপদ্ম-যুগল হইতে বিগলিত প্রেমামৃত সাগরের অত্যাশ্চর্য্য মাধুর্য্য-ধারা আস্বাদন করিতে পারেন ॥ ৬১ ॥

সর্ব্বানন্দরাশিরই আচ্ছাদনকারী যে আনন্দসার, তাহার প্রবাহরূপে প্রেমবর্ষাতিশয় বর্ষণ করিয়া বৃক্ষজালে (অন্ধকার, অতএব) দুর্দ্দিন (বর্ষাকাল) বৎ প্রতীয়মান কোনও দিবসে এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধারূপ তড়িৎবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণরূপ জলধরের উদয় হইতেছে ॥ ৬২ ॥

প্রস্ফুটিত নব হেম-চম্পক ও নীলোৎপল-দল-বৃন্দবৎ উজ্জ্বল গৌর-

স্ফুরতু চরিতবৃন্দমেব বৃন্দা-
বনভুবি নূতনদিব্যগোপযূনোঃ ॥৬৩॥
দ্রুতকনক মহেন্দ্রনীলরোচি
র্দ্বিতয়মহঃ স্ফুরদাদ্যযৌবনশ্রি ।
নিরবধি মদনোন্মদাবঘূর্ণং
পরিচর চারুকদম্ব কুঞ্জবীথ্যাম্ ॥৬৪॥
পররসবর বৃন্দকন্দ বৃন্দা-
বিপিন মহাদ্ভুত পুষ্পবাটিকায়াম্ ।
বিহরতি মম গৌরনীল মাত্ম-
দ্বয় মতিকামবিমোহিতং কিশোরম্ ॥৬৫॥
কুসুমিত বনরাজি মঞ্জুগুঞ্জ-
ন্মধুপ করম্বিত কোকিলাকুহূভিঃ ।

নীলাভাশীল যে নব দিব্য গোপ যুবক যুবতী বৃন্দাবন ভূমিতে প্রকাশিত হইতেছেন,—তদুভয়ের চরিতবৃন্দ আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হউক । ৬৩ ॥

গলিত কাঞ্চন ও ইন্দ্রনীলমণিবৎ কান্তিবিশিষ্ট যুগল-বিগ্রহ সেই শ্রেষ্ঠ যৌবন শোভায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন—সুচারু কদম্ব কুঞ্জ বীথীতে নিরতিশয় মদন মত্ততায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন—তদুভয়ের সেবা কর ।। ৬৪ ॥

পরম রসময় শ্রেষ্ঠ বস্তু সমূহের মূলীভূত বৃন্দাবনের মহাদ্ভুত পুষ্প-বাটিকায় মদীয় প্রাণ স্বরূপ গৌরনীলাত্মক কিশোরদ্বয় অতিশয় কাম-বিমোহিত হইয়া বিহার করিতেছেন ।। ৬৫ ॥

কুসুমিত বনরাজি, মধুকরগণের মনোহর গুঞ্জন, কোকিলা সমূহের কুহূ ধ্বনিতে মিশ্রিত তান সমূহ দ্বারা মুহুর্মুহু অতি বিধুর শ্রীরাধামুরলীধর হঠাৎ নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিরাজমান হইতেছেন—তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি ।। ৬৬ ॥

মুহুরতি বিধুরৌ স্মরামি রাধা-
মুরলিধরৌ সহসা স্থিতৌ নিকুঞ্জম্ ॥৬৬॥

মাদ্যদ্‌ভৃঙ্গবরাঙ্গনাভি রভিতঃ সঙ্গীতমঙ্গীকৃতং
কুর্ব্বন্তি স্বকুহূ কুহূরিতি মুহুঃ কোলাহলং কোকিলাঃ।
লীলাতাণ্ডবিতং শিখণ্ডিভি রতিপ্রাবর্ত্তি বল্লিদ্রুমাঃ
সর্ব্বেহত্যন্ত সুপুষ্পিতা স্তব মুদে রাধে হ্যদ্য বৃন্দাবনে ॥৬৭॥

পশ্চাদেত্য প্রিয়মতি রসাদ্ যত্র নেত্রে পিধায়
জ্ঞাতং মুঞ্চ ত্বমসি ললিতেত্যাহ রাধা হসন্তম্।
সত্যং জ্ঞাতং যদসি পুলকিন্যেব মালীং হসন্তীং
সন্দর্শ্যান্যা শিশিরমরুতং পল্লবেনা জঘান ॥৬৮॥

যত্রানন্তরতীরতেঃপতি মহাবিস্মাপি-রূপশ্রিয়ৌ
শ্রীরাধাতদনন্য নাগরমণী রাত্রিন্দিবং ক্রীড়তঃ।

হে রাধে! মত্ত ভ্রমরীগণ ইতস্ততঃ সঙ্গীত করিতেছে—কোকিলাগণ নিজ নিজ কুহূ কুহূ রবে মুহুর্মুহু কোলাহল করিতেছে—ময়ূরগণ লীলা-তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে—লতা-বৃক্ষরাজিও সকলেই কুসুমিত হইয়া বৃন্দাবনে তোমারই আনন্দরাশি বৃদ্ধি করিতেছে॥ ৬৭॥

যেখানে প্রিয়তম পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া রসাতিশয্যে শ্রীরাধার চক্ষু আবৃত করিলে হাস্যকারী শ্যামসুন্দরকে রাধা বলিলেন – "জানিয়াছি, এখন ছাড়, তুমি ললিতা"; "সত্যই জানিয়াছ, যেহেতু তুমি পুলকাঞ্চিতা হইয়াছ"– এই বলিয়া সখী হাসিতে থাকিলে তাঁহাকে দেখাইয়া অপর একজন সখী পল্লব দ্বারা শীতল বায়ু সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন, (অর্থাৎ ভঙ্গীতে জানাইলেন যে, 'না, শ্যামসুন্দরের কথা জানাইও না) ॥ ৬৮ ॥

অনন্ত রতি-কামদেবের ও মহাবিস্ময়োৎপাদক রূপ-শোভাশীল শ্রীরাধা ও তদীয় অনন্য নাগরমণি যে স্থানে রাত্রিদিন অনন্ত রতিক্রীড়া সম্পাদন করেন, এবং একাত্ম উজ্জ্বল ভাবনাযুক্ত অশ্রু-পুলকাঞ্চিত দেহ বিশিষ্ট

নিত্যাশ্চর্য্য কিশোরবেশললিতৌ লোলৈঃ সখীমণ্ডলৈ
রেকান্ত্যোজ্জ্বল ভাবনাশ্রুপুলকৈ র্নিত্যোৎসবৈঃ সেবিতৌ ॥
রাধাকৃষ্ণ সুগৌরনীলবপু রুদ্বেলচ্ছটাম্ভোনিধিঃ
পূরৈঃ প্রেমরসাত্মকস্য চিদচিদ্ দ্বৈতপ্রথা-প্রোঞ্ছনঃ ॥
শ্রীবৃন্দাবন মুজ্জ্বলোজ্জ্বল মনাদ্যনন্তোল্লস ত্তন্মহা-
নঙ্গোত্তুঙ্গ বিহাররঙ্গ মখিলব্যাসঙ্গভঙ্গং ভজে ॥৭০॥
স্বামিন্যাস্স ক্ষণমিহ মনাঙ্ মোহনা হত্রৈব তিষ্ঠ
সম্যক্ কুর্ব্বে বিতত্মুরতা হস্যাদৃগঙ্গাম্বরাদি ।
প্রাপ্তপ্রায়া ইহ হি ললিতাদ্যালয়ো হন্বেষমাণা
হাসং হাসং সপদি ললিতং লজ্জয়িষ্যন্তি সর্ব্বাঃ ॥৭১॥
তৎসৌন্দর্য্যং কিমপি কলয়ৎ সন্নবাণীমরন্দ-
স্যন্দৈ সান্দ্রপ্রস্মর মহাচন্দ্রিকা হহস্যারবিন্দে ।

চঞ্চল সখীগণ কর্ত্তৃক নিত্যোৎসবের অনুষ্ঠানে নিত্যাশ্চর্য্য কিশোরবেশী ললিত-যুগলের সেবা হইতেছে ॥ ৬৯ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুগৌর-নীল-বপু যেন অসীম কান্তি-সমুদ্র ; তাহার প্রেম-রসাত্মক প্রবাহ সমূহ দ্বারা চিদচিদ্ নিখিল বস্তুমাত্রেরই দ্বৈত-প্রথা (ভেদমূলক ব্যবহার) লুপ্ত হইতেছে। অত্যুজ্জ্বল, অনাদি অনন্ত প্রকারে উল্লাসশীল, মহা কামদেবের অতি মহা বিহারস্থলী এবং (নিজ ভিন্ন) অখিল বস্তুর বিশেষ আসক্তি নাশকারী বৃন্দাবনকে ভজনা করি ॥ ৭০ ॥

হে স্বামিনি! এ স্থানে ক্ষণকাল উপবেশন কর ; হে মোহন ! এস্থানেই অবস্থান কর, যেন অন্য প্রকার (বিস্রস্ত) গাত্র বসনাদি উত্তমরূপে গাত্রে বেষ্টন করিয়া দিতে পারি। অন্বেষণরতা ললিতাদি সখীগণ এক্ষণেই তোমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে ; শীঘ্রই তাহারা হাসিয়া হাসিয়া তোমাদিগকে উত্তমরূপে লজ্জা দিবে। (অথবা ললিতভাবে

সর্ব্বাঙ্গেষু প্রকটপুলকানঙ্গ বৈবশ্য-লোলদ্
গৌরশ্যামাঙ্গকমবিরহং যত্র ভাতি দ্বিধাম ॥৭২॥
যত্রা হন্যোন্যপ্রণয় সরসাবেশ পূর্ণায়িতাঙ্গং
হাসং হাসং রুচিরকলয়া হন্যোন্য সঙ্ঘট্টিতাঙ্গম্।
বারংবারং সুরসসমরোৎসাহ সন্নদ্ধমূর্ত্তি-
জ্যোতির্দ্বন্দ্বং বিশতি সহসা মঞ্জু কুঞ্জাজিরেষু ॥৭৩॥
বেণীচূড়া তিলকরচনৈ র্গন্ধতাম্বূলমাল্যৈ
র্দিব্যৈ সূক্ষ্মোজ্জ্বল বরপটৈ র্দিব্যদিব্যান্নপানৈঃ।
সম্যক্ সম্বীজন মৃদুপদাম্ভোজ সম্বাহনাদ্যৈঃ
সখ্যো রাধামুরলিধরণৌ যন্নিকুঞ্জে ভজন্তি ॥৭৪॥
কাশ্চিৎ কুঞ্জান্নিরবধি পরিস্ফুর্ব্বতে শ্রীবিভেদৈ
র্গ্রন্থত্যন্যা বিবিধকুসুমৈ র্দিব্যমাল্যাদিকানি।

ভ্রূলোচনাদি বিকৃত করিয়া লজ্জা দিবে) ॥ ৭১ ॥

গদ্গদ-বাণীরূপ মধু ধারা ক্ষরণশীলও সান্দ্র বিস্তৃত মহা চন্দ্রিকাময় মুখপদ্মে কোনও অনির্ব্বাচ্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলি প্রকটিত হয় ও অনঙ্গ বিবশতা বশতঃ যাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন—সেই নিত্য মিলিত গৌরশ্যামাত্মক যুগল-বিগ্রহ, এস্থানে নিত্য বিরাজ করেন ॥ ৭২ ॥

যে স্থানে যুগলকিশোর পরস্পরের অঙ্গ পরস্পর প্রণয়ের রসময় আবেশ দ্বারা পূর্ণ করিতেছেন—উভয়ে হাস্য করিতে করিতে মনোজ্ঞ কলা বিলাসে পরস্পর আলিঙ্গিত-দেহ হইতেছেন—বারংবার রসাল রতি-রণোৎসাহে সজ্জিত হইয়া সহসা মঞ্জুল কুঞ্জ চত্বরে প্রবিষ্ট হইতেছেন ॥ ৭৩ ॥

এই বৃন্দাবনের নিকুঞ্জে সখীগণ বেণীচূড়া ও তিলকাদি রচনা করিয়া, গন্ধ, তাম্বূল, মাল্যাদি অর্পণ করিয়া, দিব্য দিব্য সূক্ষ্ম উজ্জ্বল বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া, দিব্য দিব্য অন্ন-পানাদি ভোজন করাইয়া, সম্যক্ সম্বীজন

কাশ্চিদ্ যুক্ত্যা বিদধতি মুদা দিব্যগন্ধপ্রকারান্
কাশ্চিৎ কুঞ্চত্যতিবরপটং যত্র রাধা-সুদাস্যঃ ॥৭৫॥
তৃণীকুর্ব্বৎ সর্ব্বা স্ত্রিদশতরুণী র্নব্যবয়সো-
মহামাধুর্য্যৌঘৈ রপি সুষমৈয়কাঙ্গগতয়া।
বধূবৃন্দং বৃন্দাবনভুবি ভজ তদ্রসময়ং
মহোদ্বন্দ্বং নিস্পন্দয়দপি মুনীন্দ্রং স্মর মনঃ ॥৭৬॥
সা বৃন্দাকাননশ্রী স্তদসমসুষমাবৈভবং গৌরনীল-
শ্রীদম্পত্যো রুদারে নববয়সি সতো: কেবলানঙ্গরঙ্গে।
তাদৃক্ প্রাণদ্বয়ারাধনরসবিবশা দিব্যলাবণ্যরূপ-
শ্রীভিঃ পূর্ণাঃ কিশোর্য্যো জ্জ্বলিত দশদিশো যথশো মে
স্ফুরন্তু ॥৭৭॥

ও মৃদু পাদ সম্বাহনাদি দ্বারা শ্রীরাধামুরলিধরের সেবা করেন ॥ ৭৪ ॥

এই স্থলে শ্রীরাধার উত্তমোত্তম দাসীগণ কেহ কেহ বা নিরন্তর কুঞ্জসমূহ পরিষ্কার করিতেছেন—শোভাভেদে বিবিধ পুষ্প দ্বারা কেহ কেহ বা দিব্য মালাদি রচনা করিতেছেন—কেহ কেহ বা আনন্দে যুক্তি পরামর্শ করিয়া করিয়া গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন—আবার কেহ কেহ বা অতি সুন্দর পট্টবস্ত্র কুঞ্চনে নিযুক্ত হইয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

হে মন! মহা মাধুর্য্যরাশি ও একাঙ্গস্থিত সুষমা দ্বারাই সমস্ত দিব্য নব্য যুবতী দেবীগণকেও তৃণবৎ উপেক্ষিত করিতেছেন যে যুগলরসাবিষ্ট-চিত্ত বধূবৃন্দ—তাঁহাদিগকে ভজন কর এবং মুনীন্দ্রকেও নিস্পন্দনকারী যুগল কিশোরকেই এই বৃন্দাবনে স্মরণ কর ॥ ৭৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের সেই শোভা, গৌর-নীল-কান্তি-বিশিষ্ট দম্পতীর কেবল অনঙ্গরঙ্গময় উদার নব্য বয়সের সেই অসম (অনুপম) সুষমারাশি এবং সেইরূপ প্রাণ-প্রিয়তম যুগলের আরাধন রসে বিবশ দিব্য লাবণ্য রূপ-শোভা সম্পন্না সেই কিশোরীগণ যূথে যূথে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাবলি বলিতমূলপ্রকৃতিতঃ
সুদূরে স্বাদীয়ো জয়তি ভগবজ্জ্যোতি রমৃতম্।
তদন্ত বৈকুণ্ঠং তদতিরহসি স্বাদিম মহো
মনোভূ বীজাত্মদ্যুতিমদিহ বৃন্দাবনমিদম্॥৭৮॥
স্থলং বৃন্দারণ্যে মৃদুলবিপুল স্বচ্ছমধুরং
মহাচিন্তারত্ন প্রচয়ময় মানন্দসদনম্।
মহাদিব্যামোদং প্রণয়রস সারাকরমহং
পরাগাণাং পুঞ্জোজ্জ্বল মতিবিচিত্রচ্ছবি ভজে ॥৭৯॥
ইহৈব শ্রীরাধামুরলিধরণৌ স্বারসিক-সন্
মিথো ভাবাবিষ্টৌ নবনব বয়োরূপমধুরৌ।
মহাপ্রেমানন্দোন্মদ রসচমৎকারনিকরৌ
কিশোর্য্যো হতাশ্চর্য্যা নিরবধি ভজন্তে প্রণয়তঃ ॥৮০॥

আমার (হৃদয়ে) স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৭৭ ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরাশি সম্বলিত মূল প্রকৃতির অতি দূরে অমৃতময় আস্বাদনীয় ভগবজ্জ্যোতি বিজয় করিতেছেন—তাহারও অন্তঃস্থলে বৈকুণ্ঠ—তাহারও অতি রহঃস্থলে কামবীজাত্মক দ্যুতিশীল আস্বাদনীয় বৃন্দাবন অবস্থিত আছেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীবৃন্দারণ্যস্থল—মৃদুল, অতি স্বচ্ছ, মধুর, মহা চিন্তামণিসমূহযুক্ত, আনন্দ-নিকেতন, মহা দিব্য আমোদ (গন্ধ) পূর্ণ ও প্রণয়-রস-সারের আকর, পুষ্পরেণুসমূহ দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত ও অতি বিচিত্র-কান্তিযুক্ত – আমি ইহাঁকেই ভজন করিতেছি ॥ ৭৯ ॥

এই স্থানেই অত্যাশ্চর্য্য কিশোরীগণ – পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক সুন্দর ভাবাবিষ্ট চিত্ত, নব নবায়মান বয়স ও রূপমাধুর্য্য মণ্ডিত এবং মহাপ্রেমানন্দের উন্মত্ততাজনক রস-চমৎকার-রাশি-ধারী শ্রীরাধামুরলিধরণকে নিরন্তর প্রণয়ভরে ভজন করে ॥ ৮০ ॥

রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ মকরন্দাস্বাদ মাদ্যন্মনো-
ভৃঙ্গাঃ সন্তত মুদ্গতাশ্রুপুলকা স্তৎপ্রেম-তীব্রৌঘতঃ ।
অত্যানন্দভরাৎ কদাপ্যতিলয়ে শোচন্ত্য আত্মেশয়োঃ
সেবায়া বিহতেঃ স্ফুরন্তু মম তা শ্রীরাধিকা হৃহরাধিকাঃ ॥৮১
স্বপ্রাণদ্বয়কার্য্যত স্ততইতো লোলাঃ কপোলস্থলী
বলাৎ কাঞ্চনকুণ্ডলাঃ কটিরণৎকাঞ্চীক্বণন্নূপুরাঃ ।
চূড়ামঞ্জুরণৎকৃতৈঃ সুমধুরা দিগ্‌ব্যাপকাঙ্গচ্ছটা
রাধাকর্ম্মকরীঃ সুহেমলতিকা স্তন্বীঃ কিশোরীঃ স্মর ॥৮২॥
পৃথুকটি তট শাটী বিস্ফুরৎকিঙ্কিণীকা
শ্চরণকমল শিঞ্জন্মঞ্জু মঞ্জীর-শোভাঃ ।
কুচমুকুলবিরাজৎ কঞ্চুলী লোলহারাঃ
স্মরত কনকগৌরী রাধিকাকিঙ্করী স্তাঃ ॥৮৩॥

যাঁহাদের মনোভৃঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মের মধু আস্বাদে মত্ত হইয়াছে, যুগলপ্রেমের তীব্র প্রবাহে যাঁহাদের নিরন্তরই অশ্রু-পুলকাদি হইতেছে এবং প্রাণেশ্বরযুগল অত্যানন্দভরে কখনও বা লুক্কায়িত হইলে তাঁহাদের সেবা বিঘ্ন হেতু যাঁহারা অনুতাপ করিতে থাকেন—সেই শ্রীরাধাকিঙ্করীগণই আমার (হৃদয়ে) স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৮১ ॥

নিজ প্রাণেশ্বর যুগলের কার্য্যবশতঃ ইতস্ততঃ যাতায়াত হেতু যাঁহাদের কপোলদেশে সুবর্ণকুণ্ডল অতি বেগে দুলিতেছে—কটিদেশে কাঞ্চী ও নূপুর ধ্বনি হইতেছে—চূড়ায় অতি মনোমদ মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—অঙ্গকান্তিতে দশদিক আলোকিত হইতেছে—এবম্বিধ সুন্দর হেমলতাবৎ কৃশাঙ্গী কিশোরী রাধাসেবিকাগণকেই স্মরণ কর ॥ ৮২ ॥

স্থূল কটিদেশে শাটীর উপরে কিঙ্কিণী শোভা পাইতেছে চরণকমলে শব্দায়মান মনোজ্ঞ নূপুর বিরাজ করিতেছে - কুচ-মুকুলের উপরিভাগের কাঁচুলীতে হার সমূহ ইতস্ততঃ দোলায়মান হইয়া শোভাতিশয্য ধারণ

মণিকনক নিবদ্ধানর্ঘ্য মুক্তাগ্রনাসা
বহলচিকুরবেণী বিস্ফুরদ্রত্নগুচ্ছাঃ।
অমিত কনকচন্দ্রজ্যোতিস্মেরবক্ত্রা
নবতরুণিম-লীলা কান্তি সংমোহনাঙ্গীঃ ॥৮৪॥
সহজমধুররাধা-কৃষ্ণতীব্রানুরাগ-
প্রসরমুহু রুদঞ্চচ্চারুরোমাঞ্চপুঞ্জাঃ।
প্রতিপদপরিবৃদ্ধানন্দসিন্ধাবগাধে
প্রতিমুহু রতিমত্তোৎফুল্লিতাঙ্গং হসন্তীঃ ॥৮৫॥
নবকনকসুগৌর জ্যোতিরঙ্গচ্ছটৌঘৈঃ
খচিতদশদিগন্তা দিব্যকৈশোররূপাঃ।
তদতিরসকিশোরদ্বন্দ্বভাবোন্মদান্ধা
বিবিধবসনভূষা ভান্তি রাধানুচর্য্যঃ ॥৮৬॥

করিতেছে—এবম্বিধ স্বর্ণগৌরাঙ্গিণী শ্রীরাধাদাসীগণেরই স্মরণ কর॥ ৮৩ ॥

মণি-স্বর্ণাদি-খচিত বহু মূল্য মুক্তাদিতে তাঁহাদের নাসিকার শোভা হইয়াছে—ঘন কেশ বেণীতে গুচ্ছে গুচ্ছে রত্নরাজি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—অনুপম স্বর্ণচন্দ্রজ্যোতিবৎ বদন মণ্ডল সুমধুর মৃদু হাস্যালোকে উদ্ভাসিত হইতেছে—এবং তাঁহারা নব তারুণ্য, লীলা ও কান্তিধারায় সম্যক্ প্রকারে জগন্মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি সহজ মধুর তীব্র অনুরাগবশতঃ মুহুর্মুহু সুচারু রোমাঞ্চপুঞ্জ বিকাশ হইতেছে—প্রতিপদেই বৃদ্ধিশীল অগাধ আনন্দ-সিন্ধুতে প্রতি মুহূর্ত্তেই অতি মত্ত ও উৎফুল্লিতাঙ্গ হইয়া তাঁহারা হাস্য-পরায়ণা হইতেছেন॥ ৮৫ ॥

নব (গলিত) স্বর্ণবৎ সুগৌর জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গকান্তিধারায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইতেছে—দিব্য কিশোরবয়স্কা, যুগলের রসাতিশয্যে ও ভাবে মত্ত এবং অন্ধীকৃত—বিবিধ বসন-ভূষিতা রাধাসেবিকাগণ প্রকাশিত

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন নবলতামন্দিরে ঘিন্দিরেশ-
ধ্যানাস্পদাত্ম নিপরিচিতে নাদ্ভুতেন্দিন্দিরেণ।
কেনাপ্যন্বেষিত পররসামোদ সর্ব্বস্বয়ো র্মে
শ্রীগান্ধর্ব্বা পদকমলয়ো র্দাস্য মাশ্বাস্য মস্তু ॥ ৮৭ ॥
চিন্তারত্নপ্রকর বিলসচ্ছর্করং সৎপরাগো-
ন্মীলৎপুঞ্জ প্রকটরসবৎ কৃষ্ণরাধাপদাঙ্কম্।
নানাবর্ণোজ্জ্বলমণিময়ং চিদ্রসাপাররোচিঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবিপিন বরভূমণ্ডলং সংস্মরামি ॥৮৮॥
বৃন্দারণ্যস্থলীয়ং সুবিমলমৃদুলা কান্তকান্তানিতান্ত-
বিস্ফুর্জদ্দিব্যরত্নচ্ছবি রতিমসৃণানন্দ সান্দ্রাতিবাসা।
শাখৌঘৈঃ পত্রপূর্ণৈ রুপরিহিত তুষারাতপাদি স্তরূণাং
নাত্রাপেক্ষা হহস্তরাদে স্তদুপরি বিশতোঃ খেলনং কিঞ্চিদত্র ॥

হইতেছেন ॥ ৮৬ ॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনস্থ নবলতা-মন্দির-সমূহে লক্ষ্মীকান্তের ও ধ্যানযোগ্য নিত্য পরিচিত কোনও এক অদ্ভুত ভ্রমর (বিট্) কর্ত্তৃক অন্বেষিত শ্রেষ্ঠ রসানন্দের সর্ব্বসারভূত শ্রীরাধাপদ-কমল যুগলের দাস্যই আমার আশ্বাস্য (আশ্বাসের বস্তু) হউক—এই প্রার্থনা ॥ ৮৭ ॥

যে স্থানের প্রতি শর্করায় (কাঁকরে) চিন্তামণিসমূহ প্রকাশ পাই-তেছে—প্রতি ধূলিকণায় রসিক শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদচিহ্ন পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকট হইতেছে—নানা-বর্ণ উজ্জ্বল মণি-খচিত—চিদ্রসময় অপার, কান্তি-বিশিষ্ট—শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনীয় শ্রেষ্ঠ ভূমি মণ্ডলকে সম্যক্ স্মরণ করিতেছি ॥৮৮॥

এই বৃন্দারণ্যস্থলী—সুবিমল ও মৃদুল, কান্ত (শ্রীকৃষ্ণ) ও কান্তা (শ্রীরাধা) যুগলের দিব্যরত্নকান্তির আতিশয্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত—অতি মসৃণ ও সান্দ্রানন্দের নিবাসস্থল। অত্রত্য বৃক্ষসমূহের পত্রপূর্ণ শাখাসমূহই তুষার আতপাদি উপরেই ধারণ করে—এখানে আস্তরণাদির কোনই

বন্দে কাঞ্চন দিব্যকাঞ্চনময়ীং কাঞ্চিন্মহানীলম-
ণ্যুদ্দীপাং কুরুবিন্দবৃন্দলসিতা মন্যাং পরাং বৈদ্রুমীম্।
বৈদূর্য্যোজ্জ্বলিতাঞ্চ কামপি পরাং শ্রীচন্দ্রকান্তোজ্জ্বলাং
শ্রীবৃন্দাবনভূমি মেকরসচিজ্জ্যোতির্ম্ময়ীম দ্ভুতাম্ ॥৯০॥
দিব্যানন্ত মহারসাব্ধি মধুরদ্বীপায়মানাং সদা
ভ্রাজন্তীং সকলোপরি স্মরকলানন্দৈ শ্চমৎকারিণীম্।
রাধাকৃষ্ণ মহারসাব্ধা বিলুঠৎ সর্ব্বাঙ্গসঙ্গাদ্ভুত-
শ্রীসৌভাগ্যনিধিং স্মরামি সততং বৃন্দাবনায়াবনীম্ ॥৯১॥
রাধাকৃষ্ণ সুকেলিতল্পরচনা লোলালিবৃন্দং রসা-
বেশোন্মত্তমৃগদ্বিজদ্রুমলতাবৃন্দং মহামোহনম্।
দিব্যানেক নিকুঞ্জপুঞ্জ রুচিরং দিব্যোরুরত্ন-স্থলী-
রম্যং দিব্যসরঃসরিন্মণিগিরিং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥৯২॥

অপেক্ষা নাই—এই স্থানের উপরে বসিয়া যুগলকিশোর কোনও অনির্ব্বচনীয় খেলা করিয়া থাকেন ॥ ৮৯ ॥

কোথাও দিব্য কাঞ্চনময়ী, কোথাও বা মহা নীলকান্ত মণি দ্বারা উদ্দীপ্ত, অন্যত্র কুরুবিন্দ সমূহে উল্লসিত, অন্য স্থল বৈদ্রুমময়; কোথাও বা বৈদূর্য্যমণি দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, অপর স্থল চন্দ্রকান্তমণি দ্বারা উদ্ভাসিত—এবম্বিধ এক-রস চিজ্জ্যোতির্ম্ময় অদ্ভুত বৃন্দাবন ভূমিকে নমস্কার করি ॥৯০

দিব্য অনন্ত মহারস-সাগরের মধুর দ্বীপবৎ, সর্ব্বদা সকল (জগতের) উপরে বিরাজমান, কামকলানন্দে চমৎকারকারী এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহারসে অঙ্গীকৃত হইয়া যিনি তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে বিলুণ্ঠন করেন, তাঁহার পক্ষে অদ্ভুত শোভা-সৌভাগ্য-নিধি-স্বরূপা এই বৃন্দাবনীয় ভূমিকে সতত স্মরণ করি ॥ ৯১ ॥

এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুন্দর কেলিশয্যা রচনায় সখী সমূহ ব্যস্ত—রসাবেশে মৃগ, পক্ষী, দ্রুমলতা সমূহও উন্মত্ত। দিব্য অনেক

মাদ্যচ্ছ্রীকৃষ্ণরাধং মদকলসকলস্থাস্নু সঞ্চারি সত্ত্বং
মাদ্যৎ কন্দর্পদর্প প্রতিপদগরিমোন্মত্ত ভূষাম্বরাদি।
মাদ্যৎকালেন্দুতারাদ্যতি মদবিবশস্নিগ্ধগোপালবালা-
বৃন্দং বৃন্দাবনং তৎ স্বয়মপি সমদং ভাতি ভূয়ো রসৌঘৈঃ ॥
দিব্যশ্রীপারিজাতাদ্যতিরুচিরবনৈঃ শোভমানামনন্তৈ
রশ্রান্ত স্বন্ত সঞ্চিন্তয় হরিচরণৈকান্তভাবং বহদ্ভিঃ।
শ্রীমদ্বৃন্দাটবীং তাং সকলসুরগণৈর্বন্দিতা মিন্দুকোটি-
জ্যোৎস্নৈকাম্ভোধি মগ্নামুরুভি রুপনিষদ্বৃন্দ বৃত্ত্যাপ্য-
গম্যাম্ ॥৯৪॥

নিকুঞ্জপুঞ্জ শোভিত, দিব্য দিব্য বহু রত্নস্থলী দ্বারা রমণীয়, দিব্য দিব্য সরোবর নদী ও মণিময় পর্ব্বত-ভূষিত এই মহামোহন বৃন্দাবনের ধ্যান করিতেছি ॥ ৯২ ॥

যে স্থানের শ্রীরাধাকৃষ্ণ উন্মত্ত (যে স্থানের) স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবমাত্র সকলেই মদ-কল (মদভরে মধুর অব্যক্তধ্বনিশীল); (যে স্থান) উন্মত্ত কন্দর্পের গর্ব্বও প্রতি পদে গরিমাব্যঞ্জক উন্মাদি বস্ত্রভূষণাদি দ্বারা উদ্ভাসিত, (যে স্থানের) তাৎকালীন চন্দ্রতারকাদিও মত্ততাজনক; (যে স্থান) অতি মদ-বিবশ গোপালবালাগণ কর্ত্তৃক সুশোভিত এবং (যে স্থান) স্বয়ংও মদ-বিহ্বল, সেই এই বৃন্দাবন রসধারা বর্ষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৯৩ ॥

অনন্ত দিব্য শোভাময় পারিজাতাদির অতি মনোহর বনরাজি ভূষিত —শ্রীহরিচরণে একান্ত ভাব-প্রবণ ও অনন্ত দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত এই বৃন্দাটবীকে তুমি নিরন্তর চিন্তা কর। ইনি কোটি কোটি চন্দ্রজ্যোৎস্নাময় এক সমুদ্রে নিমগ্ন এবং উপনিষৎ সমূহ ও বৃত্তি দ্বারা (মুখ্য ভাবে) তাঁহার গতি নির্ণয় করিতে অসমর্থ ॥ ৯৪ ॥

অস্মিন্ দুস্তরঘোরসংসৃতিতরৌ তাপত্রয়েণাহনিশং
ভ্রাত স্ত্বং ক্লিশিতো হসত্যীব ন মনাক্ প্রাপ্নোষি সন্ধুক্ষণম্ ।
নৈকং সাধনমস্তি শাস্ত্রমহদাখ্যাতং তবাহহখ্যাতম
পান্ত শিচন্তয় তদ্ধরেঃ প্রিয়তনু বৃন্দাটবীশাখিনঃ ॥৯৫॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ
বিরচিতে ষষ্ঠ শতকম্ ॥ ৬ ॥

হে ভ্রাতঃ ! এই দুস্তর ঘোর সংসার তরুতে দিবানিশি তাপত্রয়ে বড়ই ক্লেশ পাইতেছ ? বিন্দুমাত্রও শান্তি পাইতেছ না ? তোমার কোনও সাধন নাই ? আবার শাস্ত্র বা মহদাখ্যাত হরিকথাদিও তোমার সম্যক্ খ্যাত (জ্ঞাত) নাই ?—তথাপি সেই শ্রীহরির প্রিয়তনু বৃন্দাটবী বৃক্ষবর্গকে অন্তরে অন্তরে চিন্তা কর ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের
ষষ্ঠ শতক ॥ ৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্ ।

সপ্তমং অষ্টমং নবমং

দশমঞ্চ শতকম্ ।

—০*❋*০—

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্ ।

…*❋*…

শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক অনূদিত ।

শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ দাস শাস্ত্রবিনোদ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

৺পুরী শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী—

শ্রীযুক্ত ভগবানদাস বাবাজি মহাশয়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

শ্রীবৃন্দাবন ।

৪৫০ গৌরাব্দা]   [মূল্য ৵০ আনা

প্রকাশকের নিবেদন—

ঢাকা বিক্রমপুর শ্রীপাট আড়িয়ল নিবাসী—

৺ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী

প্রভুপাদের সমাজ সেবার

উদ্ধৃত্ত অর্থ হইতে

সপ্তম ও অষ্টম শতক

এবং

(১ম হইতে ৬ষ্ঠ) শতক পর্য্যন্ত বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে

নবম ও দশম শতক

মুদ্রিত হইলেন।

"সুলভ ভক্তিশাস্ত্রপ্রচার কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীনিতাইপদ দাস বাবাজি কর্তৃক প্রচারিত।

হিতকারী প্রিন্টিং প্রেস, মথুরা। শ্রীললিতাপ্রসাদ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্।

সপ্তম শতকম্।

—— ০✻❀✻০ ——

ভজ বিমল মনোভূ-বীজ চিজ্জ্যোতি রেকা-
ব্ধ্যুদিত সুরসদীপ্তদ্বীপ বৃন্দাবনদ্রূন্।
তদতি মধুর গৌর শ্যাম ধাম দ্বয়োরু-
প্রণয় পরম পাত্রীভূতি চিত্রীয়মানান্ ॥১॥
মুক্তান্ প্রত্যপি কর্হিচিন্ন দদতী সন্দর্শনং শুদ্ধয়া
রীত্যা নো শুক নারদাদিভি রপি প্রাপ্তাঙ্গসঙ্গা মনাক্।
সা শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জভক্তি রহহ শ্রীধাম্নি বৃন্দাবনে
যং কঞ্চিৎ প্রতি কামুকী তত ইতো ভাবেন বংভ্রম্যতে ॥২
সর্ব্বস্মোৎকর্ষদায়ী ভব সততময়ে নীচ নীচঃ স্বয়ং স্যা
এবং বৃত্ত্যৈব ধামন্নধিবস মধুরং ধাম বৃন্দাবনাখ্যম্।

সেই গৌরশ্যামাত্মক অতি মধুর বিগ্রহ দ্বয়ের বহু প্রণয়ের পরম পাত্র স্বরূপে চিত্রিত বিমল কামবীজাত্মক চিজ্জ্যোতিরই সমুদ্রে উদিত সু (উত্তম) রস দীপ্ত দ্বীপ স্বরূপ বৃন্দাবন প্রদেশে প্রকাশিত—শ্রীবৃক্ষ-রাজিকে ভজন কর ॥১॥

অহো! যিনি মুক্তগণকেও কদাচিৎ দর্শন দান করেন না,—শুক-নারদাদিও শুদ্ধভাবে অল্পমাত্রও যাঁহার অঙ্গ সঙ্গ পান নাই—সেই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম ভক্তি এই শ্রীধাম বৃন্দাবনে ভাবভরে যাহার তাহার প্রতি কামুকী হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন! ॥২॥

অয়ে! সকলকে উৎকর্ষ দান কর, নিজে সতত নীচাতিনীচ হইয়া

তুল্যৌ মানাবমানৌ কুরু ভজ সমতাং স্তোত্র দুর্ব্বাচ্য কোট্যোঃ
গ্রাসালাভ মহাসম্পদি চ ভব সমো দ্বিট্ সুহৃত্তুল্যভাবঃ ॥৩॥
কান্তত্বঙ্মাত্রসংচ্ছাদিত বিকৃততম স্ত্রীময়া মেধ্যপিণ্ডং
থূৎকুর্ব্বর্থাননর্থান্ বিমৃশ সুত সুহৃদ্বান্ধবান্ বিদ্ধি বন্ধান্।
কষ্টং মিষ্টান্নপানাদিষু ভজ বসনাদ্যুজ্জ্বলত্বে ত্রপেথাঃ
সর্ব্বেষাং শিষ্যভৃত্যাদি বদতি বিনতোঽধ্যাস্ব বৃন্দাবনং ভোঃ

রাধারমণ পদাম্বুজ মধুরিমসিন্ধো রনন্তপারস্য।
অনুভবিতৈকঃ স পরং বৃন্দারণ্যং ভজেত যোঽনন্যঃ ॥৫॥
বৃন্দাবন গুণকীর্ত্তিং প্রতি রসনা মে নরীনর্ত্তি।
পরিজরিহর্ত্তি ন যজ্জ্ঞঃ সকলোপরি যদ্বরীবর্ত্তি ॥৬॥
বৃন্দাবন বিধু রাস্তা মাস্তাং বৃন্দাবনেশ্বরী তস্যাঃ।
সন্তু চ সখ্যো বৃন্দাবনৈক তরুপল্লবোঽপি মোহয়তি ॥৭॥

থাক ; হে ধীমন্ ! এই ভাবেই বৃন্দাবন নামক এই মধুর ধামে বাস কর। মান ও অপমান তুল্য কর, স্তোত্র ও দুর্ব্বাচ্য কোটিতে সমতা কর; ভোজন অপ্রাপ্তি ও মহা সম্পৎপ্রাপ্তিতে এবং শত্রু মিত্রে সমভাবাপন্ন হও ॥

কমনীয় ত্বক্ দ্বারাই মাত্র আচ্ছাদিত বিকৃততম স্ত্রীরূপ অপবিত্র দেহপিণ্ডকে থুৎকার দাও—অর্থকে অনর্থরূপে চিন্তা কর—পুত্র, সুহৃদ্ বা বান্ধবদিগকে বন্ধন বলিয়াই জান—মিষ্টান্ন পানাদিতে কষ্ট পাও—বস্ত্রাদির উজ্জ্বলত্বে তোমার দেহ কম্পিত হউক—ওগো ! সকলের শিষ্য ভৃত্যাদিবৎ অতি বিনীত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর ॥৪॥

যিনি অনন্যভাবে শ্রীবৃন্দাবনের ভজনা করেন, একমাত্র তিনিই শ্রীরাধারমণের পাদপদ্মের অপার মাধুর্য্য সিন্ধুর উপলব্ধি করিতে পারিবেন

শ্রীবৃন্দাবন গুণকীর্ত্তি গান করিতে আমার জিহ্বা নৃত্য করে; এই ধাম সকলের উপরে বিরাজ করেন এবং এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কদাচিৎ ইহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না ॥৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কথা দূরে

রে মন্দ মন্দয়াখিল সাধন বৃন্দানি সান্দ্রমানন্দম্।
বৃন্দাবনভুবি বন্দারক বৃন্দানাং চ দুর্লভং বিন্দ ॥৮॥
মা কুরু কর্ম্ম ন যোগং ন বিষ্ণুভজনং ন বা শ্রবণম্।
ধ্রুবম বাপ্স্যসি পরপদং বৃন্দারণ্যে যথা তথা তিষ্ঠন্ ॥৯॥
সৎকর্ম্মাণি কৃতানি শ্রীহরিরারাধিতঃ শ্রুতোপনিষৎ।
আমৃতি বৃন্দারণ্যে যদৈব সঙ্কল্পিতো বাসঃ ॥১০॥
সন্তু বিধর্ম্মাঃ শতশঃ সদ্ধর্ম্মা যান্তু সর্ব্বেহস্তম্।
যদি বৃন্দাবনমঙ্গীকুরুতে মম কা তদা চিন্তা ॥১১॥
আশা ব্যধায়ি বৃন্দাবিপিনে বাসায় যত্নমাধায়ি।
যদি মন্দধী র্বহিঃ স্যাং বৃন্দাবিপিনং কৃপালু পালয়েত্তদপি ॥
শ্রীবৃন্দাবনশোভা বর্দ্ধিত লোভাহপি রাধিকা বন্ধোঃ।

থাকুক, তাঁহার সখীবৃন্দের কথাও দূরে থাকুক, শ্রীবৃন্দাবনের একটি তরুপল্লবই (জগৎ) মুগ্ধ করিতে পারেন !! ৭ ॥

হে মন্দমতি ! অখিল সাধনবৃন্দ হ্রাস কর—এই শ্রীবৃন্দাবনে দেবতাগণেরও দুর্লভ সান্দ্রানন্দ লাভ কর ॥৮॥

কর্ম্ম, যোগ, বিষ্ণুভজন বা তদ্বিষয়ে শ্রবণও করিও না ; শ্রীবৃন্দাবনে যে কোনও প্রকারে বাস করিয়াই পরমপদ নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইবে ॥৯॥

"মরণ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব" এই সঙ্কল্প করিলেই সকল সৎকর্ম্ম করা হইল, শ্রীহরিও আরাধিত হইলেন এবং উপনিষৎও শ্রুতই হইলেন ॥১০॥

শত শত বিধর্ম্মই হউক বা সকল সদ্ধর্ম্মাচরণই লুপ্ত হউক—যদি শ্রীবৃন্দাবন অঙ্গীকার করেন, তবে আমার আর চিন্তা কি ? ১১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য আশাও করিয়াছি আর চেষ্টাও করিয়াছি—যদি বুদ্ধি মান্দ্য বশতঃ বাহিরেও যাই, তথাপি দয়ালু বৃন্দাবন পালন করিবেনই ॥১২॥

অনিরূপ্য মাধুর্য্যরাশির পরম মাধুর্য্যধারিণী শ্রীরাধিকা শ্রীবৃন্দাবন

অনিরূপ্য মাধুরীণাং পরমধুরীণা মনো হরতি ॥১৩॥
আনন্দপরসীমা সীমা সৌভাগ্য রসসারস্য।
হরি মধুরিমান্ত্যসীমা বৃন্দাবনমেব সেব্যগুণসীমা ॥১৪॥
বিচারিতানি শাস্ত্রাণি গুরবঃ পর্য্যুপাসিতাঃ।
স্বয়ং সমীক্ষিতং ভূয়ঃ সারং বৃন্দাবনং পরম্ ॥১৫॥
সখে! সখেদো ভবসি কিমর্থং ব্যর্থজল্পিতৈঃ।
বৃন্দাবন-গুণানেব শৃণূপদিশ গায় চ ॥১৬॥
কিং তাম্যসি বৃথা চিন্তা-সহস্রৈ র্লোক ধর্ম্মগৈঃ।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে দেহমিদং ন্যস্য সুখীভব ॥১৭॥
অলং কস্যাপি সঙ্গত্যা তবালং শাস্ত্রকর্ম্মভিঃ।
বৃন্দারণ্য তৃণং মন্যো ধন্যো ন কিঞ্চিদাচরেৎ ॥১৮॥
নেত্রে উৎপাটয়ত সপদি স্ত্রীক্ষণে লালসা চেৎ।
পাদৌ সংচূর্ণয়ত শিলয়া চেদ বহিঃ স্যাদ্ বিযাসা ॥১৯॥

শোভায় বর্দ্ধিত লোভা হইয়াও তদীয় প্রাণবন্ধুর মনোহরণ করিতেছেন ॥১৩

আনন্দৈক সীমা, সৌভাগ্য রস সারের সীমা, শ্রীহরির মাধুর্য্যের শেষ সীমা এবং সেব্যগুণরাজিরও শেষ সীমা—শ্রীবৃন্দাবনই ॥১৪॥

শাস্ত্রও বিচারিত হইয়াছে, গুরুগণেরও পরিচর্য্যা করা হইয়াছে—নিজে কিন্তু ইহাই পুনঃপুনঃ দেখিতেছি যে শ্রীবৃন্দাবনই পরম সার বস্তু ॥১৫

সখে! ব্যর্থ জল্পনা করিয়া কেন খেদ প্রাপ্ত হইতেছে? শ্রীবৃন্দাবনীয় গুণরাজিই শ্রবণ কর, উপদেশ কর ও গান কর ॥১৬॥

লোক ধর্ম্ম বিষয়ক বৃথা সহস্র চিন্তায় কেন দুঃখ পাইতেছে? শ্রীমদ্ বৃন্দাবনে এই দেহন্যাস করিয়া সুখী হও ॥১৭॥

কাহারও সহিত সঙ্গমে তোমার আবশ্যক নাই, অথবা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাচরণেও প্রয়োজন নাই। যিনি নিজকে বৃন্দারণ্য তৃণবৎ মনে করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার আর করণীয় কিছুই নাই ॥১৮॥

স্ত্রী দর্শনে লালসা হইলে তৎক্ষণাৎ নেত্রদ্বয় উৎপাটিত কর, আর

সদ্যঃ প্রাণাং স্ত্যজতু বলিভি র্নেতুমারভ্যতে চেৎ।
বধ্বা দেহো বহিরকপটা হ্যশাস্তি বৃন্দাবনে চেৎ ॥২০॥
যঃ কুর্য্যাদ্ গুরু-তল্পকোটি-গমনমন্যচ্চ বিপ্রার্ব্বুদং
স্বর্ণঞ্চাপি হরেৎ পিবেচ্চ মদিরাং সংসর্গবান্ তাদৃশৈঃ।
অন্যচ্চোদ্ভট গোবধাদ্যঘচয়ং কুর্ব্বীত সোঽপ্যামৃতি
শ্রীবৃন্দাবনবাস-নিশ্চয়-সুনির্ব্বাহী মহাধার্ম্মিকঃ ॥২১॥
ধর্ম্মাখ্যামপি নৈব বেত্তি সকলাধর্ম্মৈ র্নিগীর্ণোঽসকৃৎ
চাণ্ডালৈরপি ধিক্‌কৃতঃ কুচরিতান্ ম্লেচ্ছৈরপি ন্যক্‌কৃতঃ।
অত্যুচ্ছৃঙ্খলয়া নিজোরুকৃপয়া ক্ষান্ত্যা চ বৃন্দাবনং
স্বস্মিন্না মৃতি চেদ্দদাতি বসতিং ধন্যোঽস্তি বৃন্দাবনে ॥২২॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক শূন্যম সতাং গোষ্ঠীষু সক্তং সদা
কাম-ক্রোধ-মদাদিভিঃ প্রতিপদং নিষ্পিষ্যমাণং বলাৎ।

বৃন্দাবনের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হইলে শিলাঘাতে পাদদ্বয় চূর্ণ কর ॥১৯॥

যদি শ্রীবৃন্দাবনে অকপট আশা থাকে, তবে বলবান্ লোকগণও যদি তোমার বাহ্য দেহন বন্ধন করিয়া অন্যত্র নিতে থাকে, তবে সদ্যই প্রাণত্যাগ কর ॥২০॥

যিনি গুরুপত্নীতে কোটিবার গমন করেন, অর্ব্বুদ বিপ্রপত্নীতেও গমন করেন, স্বর্ণহরণ ও মদ্য পান করেন, কিম্বা তাদৃশ সঙ্গে বাস করেন, অন্যান্য উদ্ভট গোবধাদিজনিত মহা মহা পাপরাশিও করিয়া থাকেন, তথাপি যদি তিনি মরণ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবন বাস নিশ্চয় করিয়া তাহা সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন,—তিনিই মহা ধার্ম্মিক ॥২১॥

ধর্ম্মবার্ত্তাও জানে না, সকল অধর্ম্ম যাহাকে গ্রাস করিয়াছে, চণ্ডাল-গণও যাঁহাকে বহু বহু ধিক্কার করিয়াছে, কুচরিত্রতা বশতঃ ম্লেচ্ছগণও বহিষ্কৃত করিয়াছে—এবম্বিধ জনকেও যদি শ্রীবৃন্দাবন নিজ অমর্য্যাদ কৃপা বিতরণেও ক্ষমাগুণে মরণ পর্য্যন্ত বাস দান করেন, তবুও তাহার মত ধন্য আর কেহ নাই ॥২২॥

নৈব দ্বন্দ্ব তিতিক্ষমোমদপি মাক্ষেৎ সক্ষমা সৎকৃপৌ-
দার্য্যা ত্বং জননীব রক্ষসি তদা নন্দামি বৃন্দাটবী ॥২৩॥
ইদমপি ভবিতা কিং রাধিকা কৃষ্ণ নিত্যো-
ন্মদ মদন বিনোদ ব্যঞ্জি কুঞ্জাবলীষু।
অহনি নিশি চ বৃন্দাকাননে সঞ্চরামি
প্রতিপদ মতি ভাবোদ্ভিন্ন রোমাশ্রুধারঃ ॥২৪॥
কদা বা কালিন্দী পুলিন নব কুঞ্জেষু কনকো-
জ্জ্বলং জ্যোতিঃ কৈশোরক সহজ মুন্মাদি মদনম্।
সদা খেলৎ কেনাপ্যতুল হরি নীলাভ্রবপুষা
কিশোরেণাত্যুচ্চৈ র্ম্মধুর পরিপাট্যা হৃদি ভজে ॥২৫॥
অদ্বৈতব্রহ্মসজ্জ্যোতিষি জয়তি মহানন্দ সজ্জ্যোতি রৈশং
তস্মিন্ স্বাদ্বৈক রত্যাত্মক মধুর মহাজ্জ্যোতি রেকং চকাস্তি

হে বৃন্দাবন! আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক শূন্য—সদা অসত লোকের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীতে আসক্তচিত্ত; কাম, ক্রোধ, মদ, প্রভৃতি প্রতি নিয়তই বলপূর্ব্বক আমাকে নিষ্পেষণ করিতেছে—শীতোষ্ণ মানাপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ঈষন্মাত্রও সহ্য করিতে পারি না—আমাকে যদি কৃপা করিয়া স্বীয় উদারতা গুণে ক্ষমাশীলা জননীর ন্যায় রক্ষা কর, তবেই আনন্দ পাইব ॥২৩

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যোন্মাদনা বিধায়ক ও মদন বিনোদ ব্যঞ্জক কুঞ্জ সমূহে দিবারাত্রি পরম ভাবভরে অতিশয় রোমাঞ্চ ও অশ্রুধারা সহকারে বৃন্দাবনের প্রতি স্থলে বিচরণ করিব। আহা ইহা কি কখনও আমার ভাগ্যে ঘটিবে? ২৪॥

কালিন্দী পুলিনের নব কুঞ্জ সমূহে সহজ কিশোর বয়স্কা মদনোন্মত্তা কোনও এক কনকবর্ণ জ্যোতিঃ কোনও অতুলনীয় ইন্দ্রনীলমণিও মেঘবর্ণ-ধারী কিশোরের সহিত অতি মধুর পরিপাটী সহকারে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন—আমি কবে বা তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে ভজন করিব? ২৫॥

অদ্বৈত ব্রহ্মময় জ্যোতিতে ঐশ মহানন্দের সুন্দর জ্যোতি জয়যুক্ত

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং তদ্ঘনামিহ তদপি শ্যামলেনাস্তি রাধা
নিত্য ক্রীড়া কিশোরী স্মর মধুরতরং তৎপদদ্বন্দ্বরোচিঃ ॥২৬
তদ্দাসাযূথ এতৎসুঘন উরুভিদাশ্চর্য্যবর্ণাকৃতিস্রগ্
বস্ত্রালঙ্কার তত্তদ্রস ললিত কলাপার চাতুর্য্য বৃন্দে।
সর্ব্বাশ্চর্য্যাতিনূত্নোত্তম বয়সি মহাশ্চর্য্যলাবণ্যলাস্যে
শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা সুখভর সততোৎফুল্ল বল্গুস্মিতাস্যে ॥২৭
স্বাং মূর্ত্তিং দিব্য কিশোরক ললিত নব স্বর্ণবল্লী মনোজ্ঞা–
মানীলস্নিগ্ধবেণীকৃত চিকুর শিখা লোল সদ্রত্ন গুচ্ছাম্।
শ্রীমন্নাসাপুটোদ্যৎ কনকমণি সমাসক্ত দিব্যৈকমুক্তাং
সম্পূর্ণস্বর্ণচন্দ্রচ্ছবি মুখ কমলামোদ মাধুর্য্য ধারাম্ ॥২৮॥
সম্বাত স্বর্ণপদ্মাদ্ভুত মুকুল মনোহারি বক্ষোজ যুগ্মা–
মত্যন্তক্ষীণমধ্যাং নব পৃথুল মহা সুন্দর শ্রীনিতম্বাম্।

হইতেছেন—তাহারও অন্তরে আবার মহাস্বাদনীয় মুখ্য রত্যাত্মক মধুর একটী মহাজ্যোতি শোভা পাইতেছে—তাহারই ঘনমূর্ত্তি এই শ্রীবৃন্দাবন—তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে শ্যামলসুন্দরের সহিত নিত্য ক্রীড়াকিশোরী শ্রীরাধা বিরাজমানা আছেন—তাঁহারই পাদপদ্মযুগলের মধুরতর জ্যোতির স্মরণ কর ॥২৬॥

যুগলের জন্য বিভিন্ন আশ্চর্য্যবর্ণ ও আশ্চর্য্যাকৃতি মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি সামগ্রী রচনায় প্রত্যেক বিষয়েই রসময় ললিত কলার অপার চাতুর্য্য প্রদর্শনকারিনী—সর্ব্বাশ্চর্য্যজনক অতি নবীন-সুন্দরবয়স্কা, মহা-শ্চর্য্যকর লাবণ্যপূর্ণ লাস্যযুক্ত—শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা সুখভরে সতত মৃদু হাসিতে মুখমণ্ডল উৎফুল্লিত—এবম্বিধ শ্রীরাধার (পাদপদ্ম কান্তির সুঘন মূর্ত্তিময়ী) দাসী যূথ ॥২৭॥

(সেই যূথে) দিব্য-কিশোর ললিত নব স্বর্ণবৎ মনোজ্ঞা স্বীয় মূর্ত্তি আছে—গাঢ় নীলবর্ণ স্নিগ্ধ বেণীর অগ্রভাগে সুন্দর রত্নগুচ্ছ দুলিতেছে—সুন্দর নাসাপুটে কনকমণি খচিত দিব্য মুক্তা শোভা পাইতেছে—স্বর্ণকান্তি

কাঞ্চীমঞ্জীর হারাবলি বলয় ঘটা হেম কেয়ূর রম্যাং
দিব্যং সূক্ষ্মং নিচোলং শিরসি কটিতটে চিত্রশাটীং দধানাম্ ॥
একৈকাঙ্গচ্ছটাচ্ছাদিত সকলদিশং দিব্যতাটঙ্ক কর্ণাং
কর্ণোর্দ্ধে বীত চিত্রোজ্জ্বল কনকময়ং কর্ণপূরং বহন্তীম্।
উন্মীলদ্ যৌবন শ্রীমধুর মদ মহাশ্চর্য্য লাবণ্য লাস্যাং
রাধাকৃষ্ণানুরাগাত্যবশ সপুলকোদশ্রু গৌরাঙ্গ-বল্লীম্ ॥৩০॥
সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যং স্মর সকল-কলাপারগাং নর্ম্ম নির্ম্মি-
ত্যন্তাশ্চর্য্য চাতুর্য্যাতি রমিত নিজপ্রাণ-সর্ব্বস্ব যুগ্মাম্।
সান্দ্রানন্দৈক সারাম্বুধি-রস-বুড়িতাং ঘোর ঘোরাপদাম-
প্যাক্রান্তৌ হন্ত নাহংমমকৃতি রিহ তে দেহ গেহাদিকেঽস্তু
[পঞ্চভিঃ কুলকম্]

পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তি বিশিষ্ট মুখপদ্মের গন্ধ মাধুর্য্য প্রবাহ ছুটিতেছে ॥২৮॥

আবৃত্ত স্বর্ণপদ্মের অদ্ভুত মুকুলবৎ মনোজ্ঞ স্তনযুগল শোভিনী—মধ্যদেশে অতি ক্ষীণা,—নবীন স্থূল নিতম্বদেশে অতি সুন্দর—কাঞ্চী, মঞ্জীর, মুক্তামালা, বলয়াদি ও হেম কেয়ূরে শোভিতা—শিরোদেশে দিব্য সূক্ষ্ম নিচোল (উড়নি) ও কটিতটে চিত্রশাটী পরিধানকারিণী—॥২৯॥

প্রতি অঙ্গের ছটায়ই দশদিক আচ্ছাদন কারিণী—কর্ণযুগলে দিব্য তাটঙ্ক ও তদূর্দ্ধদেশে বিচিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণময় অবতংস পরিধান-কারিণী, উন্মেষিত যৌবন শোভায় মধুর মদযুক্ত মহাশ্চর্য্য লাবণ্যলাস্যযুক্তা—শ্রীরাধাকৃষ্ণে অতি অনুরাগ বশতঃ অবশ, পুলকিত ও অশ্রুসিক্ত গৌরবর্ণা লতাবৎ প্রতীয়মানা—॥৩০॥

সকল কলা পারগা—পরিহাস নির্ম্মাণ করিয়া ও অতি আশ্চর্য্য-জনক চাতুর্য্য প্রকাশন দ্বারা নিজ প্রাণ সর্ব্বস্ব যুগলকে অতিশয় আনন্দ দান করিতেছেন এবং সান্দ্রানন্দেরই একমাত্র সারময় সমুদ্র রসে আর্দ্রীভূত (সখীরূপা স্বীয় মূর্ত্তিকে) সকল অবস্থাতেই নিত্য স্মরণ কর। হায়! অতিশয় ঘোরতর আপদরাশি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও এই দেহ গেহাদিতে

যদ্যাদ্যাং রতি মিচ্ছসি প্রিয় পর প্রেমোল্লসৎ সুন্দরা-
নন্দস্যন্দ মহাপ্রকর্ষ চরমাশ্চর্য্যাবধিং নির্ম্মলাম্ ।
শ্রীবৃন্দাবনমেব সংশ্রয় তদা সর্ব্বাত্মভাবেন ত-
চ্ছুদ্ধ প্রেমরসং কিশোর মিথুনং তত্রৈব যদ্ব্যজ্যতে ॥৩২॥
হাস্যং ভৎর্সন তাড়নাদিষু সদা কুর্ব্বন্ বিষাদং নহি
গ্রাসস্যাপ্যনুপস্থিতৌ ব্যবহরন্ লোকেঽতি মুগ্ধার্ভবৎ ।
নৈষ্কিঞ্চন্য-মহাধনো নিজগুণানস্থাপয়ন্ কর্হিচিৎ
সর্ব্বাং শ্চিদ্বপুষো নমন্ প্রণয়তঃ সেবস্ব বৃন্দাবনে ॥৩৩॥
অন্ত দৃর্ষ্টান্তপারোজ্ঝিত বিমল সদানন্দ সাম্রাজ্যসান্দ্র-
স্বাদিষ্টজ্যোতি রাঢ্য প্রণয় রস মহাব্ধ্যুত্থিত দ্বীপমধ্যে ।
অত্যুচ্চৈ র্জাজ্বলীতি প্রতিনব সুষমা মাধুরীণাং ধুরীণা
শ্রীমদ্বৃন্দাটবী তামধিবস ভজ চ জ্যোতিষী গৌরনীলে ॥৩৪

যেন তোমার 'অহং' 'মম' বুদ্ধি না হয় ॥৩১॥

হে প্রিয় ! পরম প্রেমবিলাসময়, সুন্দর আনন্দ রাশির ক্ষরণশীল মহা প্রকর্ষের চরম আশ্চর্য্য সীমাস্থ, নির্ম্মল আদ্য (শৃঙ্গার) রতি যদি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীবৃন্দাবনকেই সম্যক্ প্রকারে (যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ দ্বারা) আশ্রয় কর—যেহেতু শুদ্ধ প্রেমরসময় সেই যুগলকিশোর তাহাতেই উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছেন ॥৩২॥

সর্ব্বদা তাড়না ভৎর্সনাদিতে হাস্য করিবে—গ্রাস পরিমিত অন্ন না জুটিলেও বিষাদ করিবে না—লোকের নিকট অতি মূঢ় বালকবৎ ব্যবহার করিবে—নিষ্কিঞ্চনতাকেই মহাধন বলিয়া জানিবে—কোথাও নিজ গুণরাজি প্রকাশ বা স্থাপন করিবে না—এবং বৃন্দাবনে সকল চিন্ময় বিগ্রহকেই প্রণয়ভরে নমস্কার করিয়া সেবা করিবে ॥৩৩॥

অন্তরেই দৃষ্ট যে পারাবাররহিত বিমল নিত্যানন্দ সাম্রাজ্য—তাহার ঘন অতিশয় আস্বাদনীয় জ্যোতির শ্রেষ্ঠ প্রণয়রস সমুদ্র হইতে উত্থিত দ্বীপমধ্যে শ্রীমদ্বৃন্দাটবী নবনব সুষমা ও মাধুর্য্যসার সমূহ প্রকাশ করিয়া

কদাপি ন গতং ক্বচিন্ন চ কুতশ্চিদপ্যাগতং
সদা নব সুযৌবনং স্মর-রসৈক মগ্নং সদা।
গুণৈরসদৃশাধিকৈ র্মধুরিমান্ত্য সীমাগতং
হিরণ্য হরি নীল রুঙ্ মিথুনমস্তি বৃন্দাবনে ॥৩৫॥
অনঙ্গ রস সীমনি প্রণয় মাধুরী সীমনি
স্ফুরত্তরুণিমাঙ্কুরদ্যুতি সুরূপতা সীমনি।
সুসিমনি মহাদ্ভুত স্মর বিলাস বৈদগ্ধয়ো
র্মনোঽস্তু বনসীমনি ক্বচিদপি দ্বয়ো ধামনি ॥৩৬॥
রাধামাধব মুগ্ধ মন্মথ কলা সর্ব্বস্ব কোষং সম--
স্তার্থানাং কৃত মেধিমদ্ভুত যশোঘোষং ত্রয়ী মৌলিষু*।
সর্ব্বস্বাশ্রিত পোষণ ব্রত মুপেতাঽশেষ দোষ ক্ষমা--
শীলং প্রেমরসৈক জোষণমহো জাগর্ত্তি বৃন্দাবনম্ ॥৩৭

অতিশয় দেদীপ্যমান হইতেছেন—তাঁহাতে বাস কর এবং সেই গৌরনীল জ্যোতির্যুগলের ভজন কর ॥৩৪॥

কখনও কোথাও যান নাই, অন্য কোথা হইতে আসেনও নাই—সদা নব সুন্দর যৌবনে স্থিত—সদা কামরসেই মগ্ন—অসমোর্দ্ধ গুণ সহিত মাধুর্য্যান্তিম সীমা প্রাপ্ত—স্বর্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলকান্তিধারী যুগল বৃন্দাবনে বিরাজ করেন ॥৩৫॥

অনঙ্গ রস সীমা, প্রণয় মাধুর্য্য সীমা, স্ফূর্ত্তিশীল তারুণ্য দ্যুতি ও সুন্দর রূপের সীমা, মহাদ্ভুত কাম বিলাস ও বৈদগ্ধীর সুসীমা রূপ এই যুগলের ধামে কোনও বনপ্রান্তে আমার মন থাকুক ॥৩৬॥

অহো! শ্রীরাধামাধবের কামকলা স্বরূপ সর্ব্বধন ভাণ্ডার—সকল পুরুষার্থেরই মেধি (মেই—প্রধান অবলম্বন) স্বরূপ—ত্রয়ী (ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ) শ্রেষ্ঠগণে যাঁহার অদ্ভুত যশঃ কথা বিষয়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং

* "কৃত মোষম্" এই পাঠে ব্যাখ্যা হইবে—সমস্ত পুরুষার্থ (চতুর্ব্বর্গ) হরণকারী।

যত্রৈবাখিল কার্য্য কারণ কথাহপ্যত্যন্ত মস্তং গতা
যত্রাত্মপ্রভ-বৈভবং ন চ চিদানন্দাত্মকং ভাত্যহো !
কৃষ্ণপ্রেমরসাত্ম-সর্ব্ববিভবৈ র্মাধুর্য্য সারৈ র্যুতং
শ্রীবৃন্দাবন নাম ধাম তদিদং বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি ॥৩৮॥
যদ্ভাসা সকলং বিভাতি চিদচিদ্ দ্বৈতং যদত্যদ্ভুত--
প্রেমানন্দ মহারসৈক জলধে র্বিন্দো র্লবেন প্রিয়ম্ ।
যৎ সত্তামনুসত্ত্বযোগি সকলং যন্মাধুরী বৈভবা--
শ্চর্য্যানামণুমাত্র পাত্রমখিলং বৃন্দাবনং তন্নুমঃ ॥৩৯॥
আশ্চর্য্যানন্ত শক্তি শ্রিত পদ কমলচ্ছায়য়াশ্চর্য্য লীলা--
মাধুর্য্যৌঘৈঃ সমাপ্লাবিত নিজ সুমহা ভাব নির্ভগ্নসেতু ।
গৌরশ্যামং কিশোরদ্বয় মতিমধুরানঙ্গ রঙ্গেণ দিব্যং
যত্রানাদ্যন্তকালং নয়তি শরণদা সাহস্তু বৃন্দাটবী মে ॥৪০॥

আশ্রয় গ্রহণকারী জনগণের সম্বন্ধে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তাঁহাদের পালনে ব্রতী—অশেষ দোষ ক্ষমাপনকারী, প্রেমরসেই প্রীতিশীল শ্রীবৃন্দাবন শোভা পাইতেছেন ।৩৭॥

এই স্থানেই অখিল কার্য্যকারণ কথা ও অত্যন্ত লয়প্রাপ্ত হইয়াছে—এই স্থানেই স্বয়ং প্রভাময় বৈভব বিশিষ্ট বস্তু বা চিদানন্দাত্মক কিছুই প্রকাশ পায় না —মাধুর্য্যসারের সহিত সংযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম রসাত্মক সর্ব্ব বিভবের সহিত এই শ্রীবৃন্দাবন নামক ধাম সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান আছেন ॥

যাঁহার প্রভায় চিৎ জড় বস্তু মাত্রই প্রকাশিত হয়, যাঁহার অতি অদ্ভুত প্রেমানন্দ মহারস সমুদ্রের বিন্দুর লব মাত্রেই (জগৎ) প্রিয়কর হয়, যাঁহার সত্তায় সকলের সত্তা গ্রথিত—যাঁহার আশ্চর্য্য মাধুর্য্য ও বৈভবাদির অণুমাত্র পাত্র হইতেছে অখিল জগৎ—সেই বৃন্দাবনকে স্তব করি ॥৩৯॥

আশ্চর্য্য অনন্তশক্তি বিশিষ্ট পদ কমলের ছায়া দ্বারা, আশ্চর্য্য লীলা মাধুর্য্য প্রবাহময় নিজ সুন্দর মহাভাব দ্বারা, মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক জগৎ

রাগদ্বেষাদ্যনর্থং জহি জহি ভগবন্নাম মাত্র প্রতাপাৎ
দ্বৈতং দেহাদি বিস্মারয় সকলমথ স্ফোরয়ে স্তুর্য্যতেজঃ।
তদ্বিস্মার্য্যাথ সন্দর্শয় মধুরমহ স্তদ্রহস্যদ্ভুতঞ্চা
স্যহহবিষ্কৃত্যাথ বৃন্দাবন মুপনয় মে নাগরৌ গৌরনীলৌ ॥৪১
বীভৎসে বিষয়ে নিরঙ্কুশ মসা বাত্মেন্দ্রিয়ৈ র্ধাবতি
ক্বাপ্যাপ্নোতি সুখস্য গন্ধমপি নাহত্যন্ধ স্তথাপ্যুন্মদঃ।
বাধির্য্যং গুরু শাস্ত্র মিত্র বচনেষ্বাশ্চর্য্যমেতি শ্রুতি--
দ্বন্দ্বং মন্দমতিঃ কদা নু শরণং বিন্দামি বৃন্দাটবীম্ ॥৪২॥
দুঃখৈ র্ঘোরতমৈ র্ধ্রুবং পরিবৃতং যস্যাদি মধ্যান্তিমং
যোহত্যন্তাশু বিনশ্বরোহতি নিরতা যত্রাপি বিট শূকরাঃ।

সমাচ্ছাদনকারী অতি মধুর অনঙ্গ রঙ্গময় গৌরশ্যাম কিশোর যুগল যে স্থানে অনাদি অনন্তকাল যাবত ক্রীড়া করিয়া যাপন করিতেছেন—সেই বৃন্দাটবী আমাকে শরণ দান করুন ॥৪০॥

ভগবানের নামমাত্র প্রতাপেই রাগ দ্বেষাদি অনর্থ সমূহকে ত্যাগ কর, দেহাদি সকল দ্বৈত বিষয় বিস্মরণ করাও, অনন্তর তুরীয় তেজ স্ফুর্ত্তি করাও, তাহাও বিস্মরণ করাইয়া ঐ তুরীয় তেজোমধ্যস্থ রহস্যস্থলে অনির্ব্বচনীয় মধুর জ্যোতি সন্দর্শন করাও এবং তন্মধ্যে অদ্ভুত বৃন্দাবন ধাম আবিষ্কার করিয়া গৌরনীল নাগর যুগলকে সম্মুখে উপস্থাপিত কর ॥৪১॥

বীভৎস বিষয়ে অবাধ গতিতে এই দেহ ইন্দ্রিয়াদির সহিত ধাবিত হইতেছে—কোথাও সুখের গন্ধলেশও পায় নাই—অতিশয় অন্ধ হইলেও কিন্তু অতি উন্মত্ত—আশ্চর্য্য এই যে গুরু শাস্ত্র মিত্র বচনেই আমার কর্ণযুগল বধির হয়। হায়! মন্দমতি আমি কবে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইব? ৪২ ॥

হে বৃন্দাটবী! ঘোরতম দুঃখে যাহার আদি, মধ্য ও অন্ত্য পরিবেষ্টিত যাহা অত্যন্ত শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে—যাহাতে বিষ্ঠাভোজী শূকরগণ অতিশয় নিযুক্ত রহিয়াছে—যাহার দ্বার সমূহ দিয়া মলমূত্রাদি ক্লেদ নিরন্তর

বিন্মূত্রাদি মলং ক্ষরত্য বিরলং দ্বারৈ মুহু বীক্ষ্যতে
তাদৃগ্ ভোগ মহা স্পৃহং কুবিষয়ে মাং ত্রাহি বৃন্দাটবি । ৪৩
প্রেম্না বৃন্দাবনস্থ ত্যজতি যদি জনো মাদৃশঃ সর্ব্বধর্মান্
নির্ম্মাতৌ বাপরাধান্ যদি তু ভগবতো দুর্নিবারেন্দ্রিয়ৌঘঃ ।
তেন স্যাদ্ বাসবিঘ্নো যদি ভবতুতরাং কৃষ্ণ সৎ প্রেমসাম
শ্রীমদ্ বৃন্দাবনং মাং কিমু নিজ কৃপয়া নাহবিতা যত্র কুত্র ॥
কেচিৎ কুর্ব্বন্তি বিষ্ণো র্ভজন মনুদিনং কেচন ধ্যানযোগা--
দ্যন্যে কর্মাণি কেচিদ্ধন সুত বনিতাদ্যেষু নিত্যং সজন্তি ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যোন্মদ সুরত কলা রঞ্জিতোদার কুঞ্জে
প্রেম্নৈকান্তেন বৃন্দাবিপিন মধিবসং স্তেষু কোহ্হং ন জানে ॥
নিস্ত্রৈগুণ্যং স্ফুরতি কিমপি জ্যোতিরানন্দ সান্দ্রং
তস্যাত্যন্তঃ প্রণয় বিভবং জ্যোতিরাভাতি কার্ষ্ণম্ ।

নির্গত হইতেছে—হায়! এই সব মুহুর্মুহু দেখিয়াও ঐ কুবিষয়রাশি ভোগ করিতে মহা স্পৃহাশীল আমাকে পরিত্রাণ কর ॥৪৩॥

শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমে যদি মাদৃশ ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করে—দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সমূহও যদি শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ রাশির সৃজন করে—এবং তাহাতে যদি বাস বিঘ্নও হয়, তাহাই হউক ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের চরমাবধি প্রাপ্ত শ্রীবৃন্দাবন কি আমাকে যেখানে সেখানে রক্ষা করিবেন না ? ৪৪ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য উন্মাদনাদায়ী সুরত কলা রঞ্জিত উদার কুঞ্জে কেহ কেহ প্রতিদিন বিষ্ণু ভজন করেন, কেহ কেহ বা ধ্যান যোগাদির অনুষ্ঠান করেন—কেহ কেহ বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমূহ করেন, আবার কেহ কেহ বা ধন পুত্র স্ত্রী প্রভৃতিতেই একান্ত আসক্ত হইয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ভাগ্যবান্ যে একান্ত প্রেম ভরে বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন, তাহা আমি জানি না ॥৪৫॥

ত্রিগুণাতীত কোনও সান্দ্রানন্দ জ্যোতিঃ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে —তাহারও

তস্যাপ্যন্ত র্মধুর মধুরং জ্যোতি রস্ত্যত্র বৃন্দা--
রণ্যং তস্মিন্ ভজ রসখনী গৌরনীলৌ কিশোরৌ ॥৪৬॥
নিন্দ্যাত্মোচিত নিন্দনে হি ন মনাঙ্ ম্লানোহপরাধ্যাত্মনো--
দণ্ডেহ কাকুপরোহবজানতি পরে মত্বাহধর্ম্মং স্বং স্থিরম্ ।
দূরাদ্ দুর্গতবৎ স্থিতোহখিলজনস্যানুগ্রহার্থী সদা
হীনোহহং শৃগালবৎ সুখঘনে স্থাস্যামি বৃন্দাবনে ॥৪৭॥
ঘোরামাপদ মত্র সম্পদমিবাহবজ্ঞাঞ্চ সম্মানবৎ
নিন্দাং সংস্তববৎ সখীনিব রিপূন্ নৈঃস্বং মহামূর্ত্তিমৎ ।
মাৎসর্য্যানি সুমিত্রতামিব হৃদা গৃহ্ণন্ মহাদুর্লভ--
শ্রীরাধা মুরলী ধরাঙ্ঘ্রি রসদে স্থাতাহস্মি বৃন্দাবনে ॥৪৮॥
শ্রীবৃন্দাবন বন্দনায় সততং মূর্দ্ধাহস্তু বহ্বাদরো
জিহ্বা বিহ্বলতা মুপৈতু সততং তৎসদ্গুণোকীর্ত্তনে ।

অতি অন্তরে প্রণয় বিভবময় কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতি প্রতিভাত হইতেছে—তাহারও অন্তরে মধুর হইতেও সুমধুর বৃন্দাবনীয় জ্যোতি বর্ত্তমান আছে—তাহাতে বিরাজমান রসখনি গৌরনীল যুগলকিশোরের ভজন কর ॥৪৬॥

আমার নিন্দাযোগ্য স্বভাব আছে বলিয়াই তদুচিত নিন্দায় অল্প ও ম্লান না হইয়া, অপরাধী শরীরের দণ্ড হইলেও দুঃখ প্রকাশ না করিয়া, কেহ অবজ্ঞা করিলে নিজেরই অধর্ম্ম হইয়াছে স্থির জানিয়া, দূর হইতে দুর্গতবৎ থাকিয়া নিত্য সকলেরই অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া শৃগালের তুল্য হীন আমি বৃন্দাবনে বাস করিব ॥৪৭॥

এইস্থানে ঘোর আপদকে সম্পদ্ বৎ, অবজ্ঞাকে সম্মানবৎ, নিন্দাকে সংস্তুতিবৎ, বন্ধুদিগকে রিপুতুল্য, নিঃস্ব অবস্থাকে মহামূর্ত্তিধারীবৎ এবং পরকৃত নিজ বিষয়ক মাৎসর্য্যকেই সুমিত্রতাবৎ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা মুরলীধরের পাদপদ্মে মহা দুর্লভ রসদানকারী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব ॥৪৮॥

নিত্যই শ্রীবৃন্দাবনকে বন্দনা করিবার জন্য মস্তকের বহু আদর

হস্তৌ তন্নবকুঞ্জ মার্জ্জন বিধৌ পাদৌ চ তত্রাটনে
শ্রোত্রে তন্মহিমশ্রুতৌ দৃশি দৃশৌ নিত্যং স্মৃতৌ স্বাত্মনঃ ॥
সমস্ত সুভগাদ্ভুতং সকল মঙ্গলাত্যদ্ভুতং
চিদাত্ম সকলোজ্জ্বলাদ্ভুত মশেষ রম্যাদ্ভুতম্ ।
সমস্ত বরদাদ্ভুতং সকল কৃষ্ণধামাদ্ভুতং
তদেতদখিলাদ্ভুতং ভজ রসেন বৃন্দাবনম্ ॥৫০॥
কলিন্দ সুতয়া যুতং প্রণয় মাধুরী ধারয়া
প্রবৃদ্ধ সুখ চন্দ্রিকা জলধি ফুল্লবল্লীদ্রুমম্ ।
কপোত-শুক-শারিকা-পিক-ময়ূরকালঙ্কৃতং
ভ্রমদ্ ভ্রমর-ঝঙ্কৃতং জয়তি ধাম বৃন্দাবনম্ ॥৫১॥
মহাজ্যোৎস্নারূপৈঃ পরম পরমানন্দ সুঘনৈ
র্মহা মাধুর্য্যানামিব পরম সারেণ ঘটিতৈঃ ।

হউক—জিহ্বা তদীয় সদ্গুণ রাশির উচ্চ কীর্ত্তনে সদা বিহ্বল হউক—তদীয় নবকুঞ্জ মার্জ্জন বিষয়ে হস্তদ্বয় ও বৃন্দাবন পরিক্রমা করিবার জন্য পাদযুগল, তদীয় মহিমা শ্রবণে কর্ণযুগল, তাঁহাকে দর্শন করিতে চক্ষুদ্বয় ও নিত্য স্মরণের জন্য মন নিযুক্ত থাকুক ॥৪৯॥

সকল সৌভাগ্যে অদ্ভুত, সকল মঙ্গলে অত্যদ্ভুত, চিন্ময় সকল উজ্জ্বল বস্তুতে অদ্ভুত, সকল রমণীয়ত্বে অদ্ভুত, সকল বরদান বিষয়ে অদ্ভুত এবং সকল কৃষ্ণ-ধাম হইতেও অদ্ভুত—কাজেই যেখানকার সকলই অদ্ভুত সেই বৃন্দাবনকে রসের সহিত ভজন কর ॥৫০॥

প্রণয়মাধুরী ধারাবাহী কালিন্দী কর্ত্তৃক শোভিত…সুখচন্দ্রিকা সমুদ্রের প্রবৃদ্ধিকারক প্রফুল্ল লতা বৃক্ষাদি বেষ্টিত—কপোত, শুক, শারিকা, কোকিল ও ময়ূরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত—ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল ভ্রমরগণের ঝঙ্কারে নিনাদিত শ্রীধামবৃন্দাবন জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৫১॥

অতি পরমানন্দ সুঘন মহাজ্যোৎস্না-রূপ বিস্তারকারী—মহামাধুর্য্য-রাশির পরমসার দ্বারাই যেন নির্ম্মিত—প্রেম সমূহের পরিপাকেই যেন

পরীণামৈঃ প্রেম্নামিব নব নবাশ্চর্য্যকুসুমা--
দ্যুপেতৈঃ শাখীন্দ্রৈঃ স্মর সুভগ বৃন্দাবন বনম্ ।।৫২।।
কৃষ্ণ প্রেমরসং সদা রসয়তে বৃন্দাবনান্তর্গতং
চেতঃ স্থাস্নু চরিষ্ণু চিদ্ঘন মহোরূপং তবাপীদৃশম্ ।
এবঞ্চেন্নহি ভাতি সদ্গুরু মুখাচ্ছ্রুত্বা সদা চিন্তয়
ন্নারব্ধান্ত মিহাবসাতিসহসা স্বাদিষ্যসে স্বং রসম্ ॥৫৩॥
নিরস্তত্রৈগুণ্যং হরি রসদ পুণ্যং স্বকৃপয়া
ধরণ্যন্তর্ভাতং বিমল পরমানন্দ সুঘনম্ ।
ইদং বৃন্দারণ্যং বহদতুল মাধুর্য্য সুষমা--
মহাবণ্যং ধন্যঃ শ্রয়তি বহুমান্য স্ত্রিজগতাম্ ।।৫৪।।
সান্দ্রানন্দাব্ধি মধ্যে লসতি রসময়ং চিন্মণিদ্বীপমেকং
বৃন্দারণ্যং তদন্তঃ স্ফুরতি পুরু চমৎকারি বৈচিত্র ধাম ।

নব নব আশ্চর্য্য কুসুমাদিযুক্ত—বৃক্ষগণ শোভিত সুন্দর বৃন্দাবনীয় বনকে স্মরণ কর ॥৫২॥

বৃন্দাবনান্তর্গত ব্যক্তির চিত্ত সদাই কৃষ্ণ প্রেমরস আস্বাদন করে··· এখানকার স্থাবর জঙ্গম বস্তুমাত্রই চিদ্ঘন জ্যোতিঃ স্বরূপ—তোমারও এতাদৃশ (স্বরূপ আছে) ; এইরূপ যদি তোমার প্রতিভাত নাও হয়, তবে সদ্গুরু মুখে এতদ্বিষয়ে শ্রবণ করিয়া নিরন্তর চিন্তাকর এবং প্রারব্ধ শেষ পর্য্যন্ত এইস্থানে বাস কর—তবেই সহসা নিজ রস আস্বাদন করিবে ॥

ত্রিগুণাতীত, হরিরসদায়ী, পুণ্যজনক, নিজ কৃপায় পৃথিবীতে প্রকটিত—এবং বিমল পরমানন্দ সুঘন স্বরূপ এই অতুলনীয় মহা মাধুর্য্য সুষমার মহাবণ্যা সদৃশ বৃন্দাবনকে যে ধন্য ব্যক্তি আশ্রয় করিয়াছেন—তিনিই ত্রিভুবন মান্য হইয়া থাকেন ॥৫৪॥

সান্দ্রানন্দ সমুদ্র মধ্যে একটী অতি রসময় মণিদ্বীপ শোভা পায়—তাহার অন্তরতম স্থলে বহু চমৎকারকারি বৈচিত্র্যমূলক ধাম বৃন্দাবন বিরাজিত—হে সখে ! এই স্থানেই একান্তভাবে বাস কর ত ; কোথাও

তত্রৈবৈকান্তরত্যা নিবস ননু সখে ক্বাপি কুর্য্যা ন খেদং
বেদান্তানাং সুদূরং কিমপি হরিজনালভ্য মপ্যত্রলভ্যম্ ॥৫৫

শশ্বন্ন্যস্তং বপুষি পরম প্রেমহৃষ্টালিবৃন্দৈ
স্ত্রোটং ত্রোটং মিথ উরুমদাম্মাল্য হারাম্বরাদি।
অত্যুদ্বেল স্মর জলনিধী হাসয়ন্তৌ মুহু স্তা
বৃন্দারণ্যে স্মর রতিকলানাগরৌ তৌ কিশোরৌ ॥৫৬॥
উচ্চাবচা বিগণিত ব্রহ্মাণ্ডাবলি মণ্ডিতাম্;
ত্রিগুণাং প্রকৃতিং তীর্ত্বা জড়দুঃখানৃতাত্মিকাম্ ॥৫৭॥
অপারাবার বিস্তার মেকমানন্দ সাগরম্।
স্ব-প্রকাশ মহা স্বচ্ছ জ্যোতীরূপং পরং পদম ॥৫৮॥
চৈতন্য-মাত্র নির্ভাসং নিস্তরঙ্গং নিরাকুলম্।
নিরস্তাজ্ঞান-তৎকার্য্যং পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদুঃ ॥৫৯॥
তদন্তঃ পরমাশ্চর্য্যং জ্যোতি রৈশং বিচিন্তয়।

আর খেদ করিও না—যেহেতু বেদান্ত সমূহের সুদূরে অবস্থিত এবং হরিজনগণেরও অলভ্য কোনও অনির্ব্বাচ্য বস্তু এখানেই পাওয়া যাইবে॥

পরস্পরের বহু আনন্দভরে মাল্য হার বস্ত্রাদি ছিন্ন হইলে পরম হৃষ্ট সখীবৃন্দ পুনঃপুনঃ তাহা শ্রীঅঙ্গে বিন্যাস করিতেছেন—অতি অসীম কাম-সমুদ্র যুগলকিশোর মুহুর্মুহু সখীগণকে হাস্য করাইতেছেন—বৃন্দারণ্যে সেই রতিকলা নাগর কিশোর দ্বয়কেই স্মরণ কর॥৫৬॥

অনেক প্রকার অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড সমূহ মণ্ডিতা জড় দুঃখমিথ্যা স্বভাবা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি উত্তীর্ণ হইয়া—পারাবারবিহীন বিস্তৃত এক কামানন্দ সাগর প্রকাশিত আছে—উহা স্বপ্রকাশ, মহা স্বচ্ছ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অত্যুৎকৃষ্ট স্থান॥৫৭–৫৮॥

উহা চৈতন্য সত্তাতেই আলোকিত, তরঙ্গহীন, ব্যাকুলতাশূন্য, অজ্ঞান ও তৎকার্য্যরহিত এবং পণ্ডিতগণ তাহাকে 'পরমব্রহ্ম' আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহারও পরে পরমাশ্চর্য্য ঐশ্বর জ্যোতির চিন্তা কর—তাহা অতি

চর্ব্বনীয় মহানন্দ সান্দ্রাব্ধি মতি নির্ম্মলম্ ॥৬০॥
মহা সুবিস্তীর্ণতমং মহোজ্জ্বলতমং পরম্।
লোকাদিভি র্ঘনীভাবৈ র্মহিতং মহদদ্ভুতম্ ॥৬১॥
তদন্তরে ততোঽপ্যত্যাশ্চর্য্যং জ্যোতি রনুস্মর।
কাঞ্চং মহাস্বচ্ছতমং পারাবার-বিবর্জ্জিতম্ ॥৬২॥
মহাদীপ্তং মহারম্যং মহামোহন মদ্ভুতম্।
মহাপ্রেমাতিসৌন্দর্য্যং মহানন্দরসোৎসবম্ ॥৬৩॥
ততো দূরান্তরে জ্যোতিঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যোচ্চতাবধি।
সর্ব্বোজ্জ্বলাতি সুমহোজ্জ্বলং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্ ॥৬৪॥
মহাবৈমল্যসীমান্তঃ পরানন্দ পরাবধিঃ।
কৃষ্ণ প্রেমরসর্দ্ধীনাং চরমঃ পরমোদয়ঃ ॥৬৫॥
কামান্যরসমাত্রে যৎ স্পর্শ নিত্য বিবর্জ্জিতম্।
মহাশুদ্ধ কামবীজ রাজাত্মাত্যুন্মদং রসম্ ॥৬৬॥

আস্বাদনীয়, মহানন্দঘন সমুদ্র স্বরূপও অতি নির্ম্মল ॥৬০॥

তাহা মহা সুবিস্তীর্ণতম, পরম মহা উজ্জ্বলতম, মহা অদ্ভুত এবং ঘনসন্নিবিষ্ট লোক সমূহও তাহার স্তুতি করেন ॥৬১॥

তাহারও পরে ততোঽধিক আশ্চর্য্যজনক জ্যোতির অনুস্মরণ কর—তাহা কৃষ্ণবর্ণ, মহা স্বচ্ছতম ও পারাবার বিহীন—॥৬২॥

তাহা মহাদীপ্ত, মহারমণীয়, মহামোহন, মহাদ্ভুত, মহা প্রেমময়, অতি সুন্দর, মহানন্দময় রসোৎসবপূর্ণ ॥৬৩॥

তাহারও অতিদূরে সর্ব্বাশ্চর্য্যের চরম পরিণতি স্বরূপ যে জ্যোতি—তাহাই প্রকাশিত—তাহা সর্ব্বোজ্জ্বল বস্তু সমূহেরও মহা উজ্জ্বলতা বিধায়ক এবং সর্ব্বোত্তমোত্তম ॥৬৪॥

তাহা মহা নির্ম্মলতার একশেষ, পরমানন্দের শেষসীমা, কৃষ্ণপ্রেম রসসম্পত্তি সমূহের ইহাই চরম উদয় ॥৬৫॥

তাহা নিত্য কাম ব্যতীত অন্য রসের লবলেশ স্পর্শও বিবর্জ্জিত এবং

তদন্ত স্তদ্বনং ভাতি শ্রীমদ্বৃন্দাবনং বনম্ ।
পূর্ণমাধুর্য্যসাম্রাজ্যং পূর্ণানন্দ-চমৎকৃতি ॥৬৭॥
পূর্ণাতিপূর্ণমধুর প্রকাশং পূর্ণসদ্রসম্ ।
সর্ব্বসৌভাগ্য পূর্ণ দ্রুলতা খগমৃগাদিকম্ ॥৬৮॥
বাপীকূপতড়াগাদ্যৈঃ প্রেমানন্দ রসাত্মভিঃ ।
চিন্তামণিময়ৈ র্দিব্যৈঃ কেলিশৈলৈঃ স্বলঙ্কৃতম্ ॥৬৯॥
দিব্যকাঞ্চন চিদ্রত্ন স্থলীভি রতিভাস্বরম্ ।
জ্যোতির্ম্ময়ৈ র্লতাবৃক্ষৈ র্নিত্যোদ্যৎ পুষ্পপল্লবৈঃ ॥৭০॥
অসংখ্য ফলবদ্বৃক্ষৈ রানন্দঘন মূর্ত্তিভিঃ ।
খেলৎখগকুলৈ র্ম্মত্তৈঃ কৃত কোলাহলোৎসবম্ ॥৭১॥
ইতস্ততো মদান্ধালি মালা মধুর ঝঙ্কৃতম্ ।
প্রতিপল্লব পুষ্পো রুধার-স্যন্দি মরন্দকম্ ॥৭২॥
প্রোৎসর্পাদ্ভিঃ প্রতিদিশং পরাগপটলৈ র্বৃতম্ ।

মহাশুদ্ধ কাম বীজরাজাত্মক অত্যুন্মাদ রসময়—॥৬৬॥

তাহার মধ্যে আবার শ্রীমদ্বৃন্দাবনীয় বন ঘনভাবে প্রতিভাত হইতেছে—উহাই পূর্ণ মাধুর্য্য সাম্রাজ্য ও পূর্ণানন্দ চমৎকারদায়ী ॥৬৭॥

তাহা পূর্ণাতিপূর্ণ মধুর প্রকাশময়, পূর্ণরসযুক্ত, সর্ব্ব সৌভাগ্য পূর্ণ বৃক্ষ, লতা, পক্ষী, পশু, প্রভৃতি শোভিত—॥৬৮॥

তাহা প্রেমানন্দ রস বিশিষ্ট বাপী, কূপ তড়াগাদি দ্বারা শোভিত ও চিন্তামণিবহুল দিব্য দিব্য কেলিপর্ব্বতাদি দ্বারা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ॥৬৯॥

দিব্য কাঞ্চনময় চিৎস্বরূপ রত্নস্থলী দ্বারা অতিশয় ভাস্বর (দীপ্তিকর); নিত্য পুষ্প পল্লবাদিজনক জ্যোতির্ম্ময় বৃক্ষলতাদি ভূষিত ॥৭০॥

আনন্দঘন মূর্ত্তি অসংখ্য ফলবান্ বৃক্ষ সমূহ খেলাপরায়ণ মত্ত বিহঙ্গম সমূহের কোলাহল উৎসবে মুখরিত ॥৭১॥

ইতস্ততঃ মদান্ধ ভ্রমর পংক্তির মধুর ঝঙ্কার হইতেছে ও প্রতি পল্লবে প্রতি পুষ্পে মধুধারা প্রবাহ ছুটিতেছে ॥৭২॥

কুঞ্জ পুঞ্জে মহাশ্চর্য্যে রসপুঞ্জে রিবাদ্ভুতম্ ॥৭৩॥
স্থলীষু যূথশো মত্ত ময়ূর কৃত তাণ্ডবম্ ।
রসালমুকুলোন্মত্ত কোকিলোদ্গীত পঞ্চমম্ ॥৭৪॥
প্রফুল্ল দিব্য কহ্লার-কমলোৎপল-জাতিভিঃ ।
হংস-সারস-চক্রাহ্ব-কারণ্ডব-কুলাকুলৈঃ ॥৭৫॥
সরিৎ-সরোভিঃ সুস্বচ্ছ পরানন্দামৃতাম্বুভিঃ ।
রত্নবদ্ধতটৈ র্দিব্যৈ র্মণি সোপান-শোভিভিঃ ॥৭৬॥
কালিন্দ্যা চ মহানন্দ রস পীযূষ ধারয়া ।
স্বর্ণরত্ন ময়ানেক দিব্য পদ্মোৎপলাঢ্যয়া ॥৭৭॥
দ্বিজালি কুল সন্নাদ দত্ত শ্রবণ সৌখ্যয়া ।
দিব্য কোমল কর্পূর পরাগোজ্জ্বল বালুকৈঃ ॥৭৮॥
রম্যয়া পুলিনৈঃ স্বচ্ছৈঃ সন্তোষাসার বর্ষিভিঃ ।
তত্রাশ্চর্য্যা কুঞ্জবাটী কাচিদত্যন্তমোহিনী ॥৭৯॥

দিকে দিকে উড্ডীয়মান পরাগ সমূহে সুরভিত, মহাশ্চর্য্য কুঞ্জ সমূহ রসপুঞ্জ (রসালয়) তুল্য অদ্ভুত বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে—॥৭৩॥

ভূমির উপরে যূথে যূথে মত্ত ময়ূরগণ তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—আম্রমুকুল আস্বাদনে উন্মত্ত কোকিলসমূহ উদাত্ত পঞ্চম স্বরে তান ধরিতেছে

প্রস্ফুটিত দিব্য কহ্লার, কমল, উৎপল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পুষ্পে শোভিত এবং হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত

সুন্দর স্বচ্ছ পরমানন্দামৃতবৎ জলপূর্ণ নদী সরোবর প্রভৃতির দিব্য মণিময় সোপানযুক্ত রত্ননিবদ্ধ তটদেশ দ্বারা ভূষিত—॥৭৬॥

মহানন্দরসামৃত ধারাবাহিনী কালিন্দীর অনেক অনেক স্বর্ণরত্নময় দিব্য পদ্ম ও উৎপলসমূহে মণ্ডিত—॥৭৭॥

পক্ষিগণের ও ভ্রমরসমূহের সুন্দর নিনাদে শ্রবণ সুখদায়ক—দিব্য কোমল কর্পূর পরাগবৎ উজ্জ্বল বালুকারাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত—॥৭৮॥

স্বচ্ছ ও সন্তোষামৃত বর্ষণকারী পুলিন সমূহে রমণীয়া কালিন্দী

অত্যন্তাদ্ভুত বৈচিত্র্যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনোজ্জ্বলা।
যত্রত্যং সর্ব্বমাশ্চর্য্যং রসসারৈকদীপকম্ ॥৮০॥
কামবীজবিলাসাত্ম সর্ব্বসার সুখাকরম্।
যত্র শ্রীরাধিকাকৃষ্ণৌ সর্ব্বসুন্দরসুন্দরৌ ॥৮১॥
সহজাশ্চর্য্যকৈশোরবয়ঃ শ্রীবিশ্বমোহিনৌ।
মহাবিমল কন্দর্পরসোন্মদ নিরন্তরৌ ॥৮২॥
মহাদিব্যতম স্নিগ্ধ গৌর শ্যামতনুচ্ছবী।
একৈকাঙ্গোচ্ছলৎ স্বচ্ছ চ্ছটৌঘচ্ছন্ন দিক্ চয়ৌ ॥৮৩॥
মহামোহন দিব্যাঙ্গ কান্তিলীনাখিল দ্বয়ৌ।
লাবণ্যসার সর্ব্বস্ব দিব্যাঙ্গ বলনাদ্ভুতৌ ॥৮৪॥
অসমোর্দ্ধ মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যাপারবারিধী।
পরস্পরাত্য মর্য্যাদ বর্দ্ধিষ্ণু প্রেমসাগরৌ ॥৮৫॥

শোভিত কোনও অতি মোহন আশ্চর্য্যজনক কুঞ্জবাটী শোভা পাইতেছে॥

অত্যন্তঅদ্ভুত বৈচিত্রী ও শ্রীমদ্বৃন্দাবন দ্বারা তাহা উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে এবং তৎস্থানের সকল বস্তুই আশ্চর্য্য ও রসসারেরই একমাত্র উদ্দীপক॥৮০

তথায় কামবীজ-বিলাসাত্মক সর্ব্বসার ও সুখাকর—সর্ব্ব সুন্দর শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন—॥৮১॥

তাঁহারা স্বাভাবিক আশ্চর্য্যময় কৈশোর বয়স ও রূপ দ্বারা বিশ্ব-মোহন করিতেছেন—মহা বিমল কামরসে নিরন্তর উন্মাদিত হইয়া বিরাজ করেন—॥৮২॥

মহা দিব্যতম স্নিগ্ধ গৌরশ্যাম অঙ্গ কান্তি বিশিষ্ট, তাঁহাদের একৈক অঙ্গ হইতে স্বচ্ছ স্বচ্ছ ছটাসমূহ উত্থিত হইয়া দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন করিতেছে॥

নিখিল বস্তু নিচয় উভয়ের মহামোহন দিব্য অঙ্গ কান্তিতে লীন হইতেছে—এবং লাবণ্যসার-সর্ব্বস্ব দ্বারাই অদ্ভুত দিব্য অঙ্গের সুবলন হইয়াছে—॥৮৪॥

উভয়েই অসমানোর্দ্ধ মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের অপার সমুদ্র এবং

সদোন্মদানঙ্গ রস ঘূর্ণমানা খিলাঙ্গকৌ।
রত্যাবেশ বশভ্রাম্যৎ সর্ব্বাঙ্গোৎপুলকাবলী ॥৮৬॥
খেলন্তাবত্যবিচ্ছিন্ন প্রোন্মদানঙ্গ কেলিভিঃ।
অন্যোন্য সহিতানঙ্গ ক্রীড়ান্যাস্পর্শি-মানসৌ ॥৮৭॥
পরমাশ্চর্য্য সঙ্গীত কলোজ্জৃম্ভিত মন্মথৌ।
অতি শুদ্ধানুরাগৈক মহাব্ধাবাপ্লুতৌ ॥৮৮॥
নিত্যং বিহরতো দিব্য সখীমণ্ডল লালিতৌ।
মহাবিদগ্ধ স্বাত্মৈক রস মগ্নালি জীবনৌ ॥৮৯॥
অথ স্বাত্মেশ্বরী রাধা সুমহাভক্তি ভাবতঃ।
সদানুস্মর্য্যতাং শুদ্ধ স্বাদ্যভাব রসাকৃতিঃ ॥৯০॥
সর্ব্বাসাং নূতনাভীর সুন্দরীণাং শিখামণিঃ।

পরস্পরের প্রতি অতি অসীমভাবে বৃদ্ধিশীল প্রেমসাগর বিশিষ্ট ॥৮৫॥

উভয়ের প্রতি অঙ্গ নিত্য উন্মাদি অনঙ্গ রসে ঘূর্ণমান এবং রত্যাবেশ বশতঃ সর্ব্বাঙ্গে উচ্চ পুলকাবলি ভ্রমণ করিতেছে—॥৮৬॥

অতি অবিচ্ছিন্নভাবে (নিরন্তর প্রোন্মদ অনঙ্গ কেলি বিলাসাদি দ্বারা যুগলকিশোর খেলা করিতেছেন—তাঁহারা পরস্পর এমনভাবে অনঙ্গ ক্রীড়া করিতেছেন, যাহার বিন্দু বিসর্গও অন্যব্যক্তির হৃদয়-গম্য হয় না॥

পরমাশ্চর্য্য সঙ্গীতকলা দ্বারা তাঁহাদের মন্মথ (কাম) প্রকাশ হইতেছে—তাঁহারা অতি বিশুদ্ধ আদ্য অনুরাগময় (শৃঙ্গার রস প্রচুর) মহাসাগরে আপ্লুত হইয়াই আছেন ॥৮৮॥

দিব্য সখীমণ্ডল কর্ত্তৃক লালিত (সেবিত) হইয়া তাঁহারা নিত্যই বিহার করিতেছেন—এবং তাঁহারা মহাবিদগ্ধ নিজ প্রাণপ্রিয়তম যুগলের মুখ্য রসেই মগ্নচিত্ত সখীগণের জীবন সর্ব্বস্ব হইয়াছেন ॥৮৯॥

অনন্তর নিজ প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধাকে সুমহাভাব-ভক্তিতে নিত্যই অনুস্মরণ কর। শ্রীরাধা—শুদ্ধ আস্বাদনীয় ভাব রসাকৃতি ॥৯০॥

তিনি সকল নূতন গোপীমণ্ডলীর শিখামণি, সর্ব্ব-সংলক্ষণসম্পন্না ও

সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বাবয়ব সুন্দরী ॥৯১॥
সেশাশেষ জগন্মূর্চ্ছা কারিণ্যা হ্যশ্চর্য্যরূপিণী ।
মোহনী শ্রীপার্ব্বতী রত্যাদি রূপবতী বরাঃ ॥৯২
কুর্ব্বতী যন্নখপ্রান্ত সৌন্দর্য্যৌঘৈ রবাঙ্মুখীঃ ।
তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী সুস্নিগ্ধানন্ত কান্তিভৃৎ ॥৯৩॥
দশদিঙ্মণ্ডলাচ্ছাদি সুগৌরাঙ্গোচ্ছলচ্ছবিঃ ।
চিদচিদ্ দ্বৈত মামজ্যাত্ম্যুচ্ছলন্মধুরচ্ছবিঃ । ৯৪॥
মহাপ্রেম রসাম্ভোধি জৃম্ভণৈকাদ্ভুতচ্ছবিঃ ।
শ্রীকৃষ্ণাত্ম প্রাণকোটিং নির্ম্মঞ্ছৈকরস চ্ছবিঃ ॥৯৫॥
স্বয়ং প্রভা চ্ছিদদ্বৈত সংপ্রেমৈক রসচ্ছবিঃ ।
আশ্চর্য্য নবকৈশোর ব্যঞ্জি দিব্যতমা কৃতিঃ ॥৯৬॥
নব লাবণ্যপীযূষ সিন্ধু কোটি প্রবাহিনী ।
পদে পদে মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যাশেষ মোহনী ॥৯৭॥

সর্ব্বাবয়ব সুন্দরী ॥৯১॥

নিজ নিজ ঈশ্বর সহিত নিখিল জগন্মণ্ডলের মূর্চ্ছা—কারিণী, আশ্চর্য্য রূপ লাবণ্যবতী ; তিনি মোহিনী, লক্ষ্মী, পার্ব্বতী ও রতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রূপবতীগণকে স্বীয় নখপ্রান্ত সৌন্দর্য্য প্রবাহে অবনত-মুখিনী করিতেছেন—তিনি তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী ও সুস্নিগ্ধ অনন্ত কান্তি-ধারিণী ॥"

দশদিক্ আচ্ছাদনকারী সুগৌর বর্ণ অঙ্গ কান্তি বিশিষ্টা, চিৎ জড় প্রভৃতি দ্বৈত বস্তুকে সম্যক্ রূপে (রূপসাগরে) নিমগ্ন করিয়া অতি মধুর ছবি প্রকাশনময়ী ॥৯৪॥

মহাপ্রেম রস সমুদ্রে প্রকাশিত এক অদ্ভুত শোভাশালিনী, শ্রীকৃষ্ণের কোটি প্রাণ নির্ম্মঞ্ছনকারী এক মুখ্য রসের শোভা ধারিণী ॥৯৫॥

স্ব-প্রকাশ ও নিত্য মিলনাত্মক সুন্দর প্রেমেরই এক রসচ্ছবি—এবং আশ্চর্য্য নবকৈশোরে ব্যঞ্জিত দিব্যতমাকৃতি বিশিষ্টা ॥৯৬॥

অনন্তকোটি নব লাবণ্যামৃত সিন্ধু প্রবাহিনী, প্রতি পদে মহাশ্চর্য্য

মহামাধুর্য্যৌঘ রূপ মোহনাঙ্গোচ্ছলচ্ছবিঃ ।
আকুলীকৃত ভৃঙ্গালি মল্লি চম্পকদামভিঃ ॥৯৮॥
বৃতাং মূলে বিচিত্রোরুপুষ্পৈ মধ্যে সুগুম্ফিতাম্ ।
প্রচলদ্রত্ন গুচ্ছালিপুচ্ছাং বিশ্ববিমোহিনীম্ ॥৯৯॥
শিরোগতাতি সূক্ষ্ম শ্রীনিচোলান্ত বিলক্ষিতাম্ ।
চারু বেণী লতাং বিভ্রত্যাহ্হপীন শ্রোণীলম্বিনীম্ ॥১০০॥
সুনীলায়ত সুস্নিগ্ধ সুপীন মধুরোজ্জ্বলাম্ ।
পন্নগীমিব চাম্পেয় বল্ল্যাঃ পশ্চাদ্ বিলম্বিনীম্ ॥১০১॥
জাম্বূনদময়ানন্ত পূর্ণ চন্দ্রাননচ্ছবিঃ ।
অনন্ত চন্দ্রিকা স্বর্ণপদ্মকোষ মুখচ্ছবিঃ ॥১০২॥

ইতি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীবিরচিতে
সপ্তমং শতকম্ ।

সৌন্দর্য্য রাশিতে অশেষ চরাচর মোহন কারিণী—॥৯৭॥

তাঁহার মোহনাঙ্গে মহা মাধুর্য্যরাশি রূপ ও শোভা উচ্ছলিত হইতেছে ; মল্লী চম্পক মালাদি দ্বারা ভ্রমর সমূহ আকুল হইতেছে ॥৯৮॥

(বেণীর) মূলদেশ বিচিত্র বহু পুষ্প দ্বারা শোভিত, মধ্যদেশ সুন্দর-ভাবে গ্রথিত, এবং দোদুল্যমান রত্ন গুচ্ছ সমূহে পশ্চাদ্ভাগ অলঙ্কৃত হইয়া বিশ্ববিমোহনকারিণী এবং শিরোদেশস্থিত অতি সূক্ষ্ম সুন্দর উড়নী মধ্য হইতেও বিলক্ষিত ও পৃথু জঘন দেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিতা সুন্দর বেণীলতা ধারণ করিয়াছেন—॥৯৯-১০০॥

তাহা সুনীল, আয়ত, স্নিগ্ধ, সুপীন, মধুর ও উজ্জ্বল—দেখিলে মনে হয় যেন চম্পকলতার পশ্চাতে একটী সর্পী অবলম্বন করিয়াছে ॥১০১॥

স্বর্ণময় অনন্ত পূর্ণচন্দ্রের মুখশোভা বিশিষ্টা ও অনন্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত স্বর্ণপদ্মাভ্যন্তর-কান্তিবৎ মুখশোভা ধারিণী—(আমার শ্রীরাধা) ॥১০২॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতী বিরচিত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত
সপ্তম শতক ।

* শ্রীশ্রীপ্রিয়াবল্লভো জয়তি *

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্।

অষ্টম শতকম্।

উদ্‌বুদ্ধ মুগ্ধ কনকাম্ভোজ কোষ নিভাননা।
পক্কদাড়িম্ব বীজাভ স্ফুরদ্দশন দীধিতিঃ॥১॥
চারু বিম্বাধর-জ্যোতি র্বহন্মধুরিমাম্বুধিঃ।
সৌন্দর্য্য সার-চিবুক শ্যাম বিন্দ্বতিমোহিনী॥২॥
সব্রীড় স্মের চপল খঞ্জরীটায়তেক্ষণা।
ভ্রূবিলাস-বিনির্দ্ধূত কাম কার্ম্মুক-সৌভগা॥৩॥
শ্রীমন্নাসাপুট স্বর্ণ রক্তাক্তোজ্জ্বল মৌক্তিকা।
সুরত্ন কর্ণতাটঙ্ক কর্ণপূর মনোহরা॥৪॥

প্রস্ফুটিত মনোহর কনক পদ্মকোষবৎ সুন্দর মুখ বিশিষ্টা (শ্রীরাধা)— ও তাঁহার দন্ত পংক্তির কিরণ যেন পক্ক দাড়িম্ব বীজের আভাবৎ স্ফুরিত হইতেছে॥১॥

সুচারু বিম্বাধর জ্যোতিতে মাধুর্য্য সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে—পরম সুন্দর চিবুকে শ্যাম বিন্দু দেওয়াতে অতি মোহনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন॥

তিনি লজ্জাযুক্ত মৃদু মধুর হাস্য দ্বারা খঞ্জন পক্ষিবৎ চঞ্চল লোচন বিশিষ্টা হইয়াছেন এবং ভ্রূবিলাস দ্বারা কামদেবের বাণকে পরাজয় করিয়া মহাসৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন॥৩॥

সুন্দর নাসাপুটে স্বর্ণরক্তাক্ত উজ্জ্বল মুক্তা ধারণ করিয়াছেন—সুন্দর রত্নতাটঙ্ক কর্ণপূর প্রভৃতি পরিধানে মনোহরা হইয়াছেন॥৪॥

নব কাঞ্চন কম্বু শ্রীকণ্ঠ নিষ্ক মণিচ্ছটা।
সুজাত নব বক্ষোজ স্বর্ণ কুট্‌মলযুগ্মকম্ ॥৫॥
পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য মহা লাবণ্য-মণ্ডলম্।
মূর্ত্ত মাধুর্য্যৈক রসং পীনবৃত্তপৃথূন্নতম্ ॥৬॥
সম্বীত কঞ্চুকং চেলাঞ্চলেনাবৃন্বতী মুহুঃ।
রত্ন চূড়াবলী রত্নকেয়ূর প্রসর চ্ছবিম্ ॥৭॥
দধানা চারু দো র্বল্লী মহা সুবলিতোজ্জ্বলাম্।
সুস্নিগ্ধ হেম দল বদ্বলি মৎ পল্লবোদরীম্ ॥৮॥
অত্যন্তচারু সুকৃশ মধ্যদেশ মনোহরাম্।
মহা সৌন্দর্য্য সারাতি পুষ্যন্নব নিতম্বিনীম্ ॥৯॥
চিত্র কুঞ্চিত কৌশেয় মঞ্জর্য্যা গুল্ফ রঞ্জিতাম্।
সুহেম কদলী কাণ্ড সুস্নিগ্ধোরু যুগোজ্জ্বলাম্ ॥১০॥
জানু বিম্ব মহাশোভাং দিব্য জঙ্ঘা-মৃণালিনীম্।
চরণাম্বুজ সৌন্দর্য্য-সংমোহিত চরাচরম্ ॥১১॥

শঙ্খবৎ সুন্দর কণ্ঠে নব কাঞ্চনময় নিষ্কমালার মণিচ্ছটা বিস্তৃত হইতেছে—মনোজ্ঞ নব কুচযুগল স্বর্ণকলিকা যুগ্মবৎ প্রতীয়মান হইতেছে ॥৫॥

উহা পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও মহালাবণ্যমণ্ডিত, মূর্ত্ত মাধুর্য্য রসেই উৎপন্ন এবং পীন, বৃত্ত, পৃথুল ও উন্নত ॥৬॥

উহা কাঁচুলি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও মুহুর্মুহুঃ বস্ত্রাঞ্চলে ও আবরণ করিতেছেন, রত্নচূড়াবলি ও রত্নকেয়ূর শোভা ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে ॥৭॥

তাঁহার বাহুলতা—মহা সুবর্ত্তুল, উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ; সুস্নিগ্ধ স্বর্ণদলের ন্যায় বলিশোভিত পল্লববৎ উদর ॥৮॥

অত্যন্ত চারু ও সুকৃশ মধ্যদেশ বেশ মনোহর, নিতম্বদেশ যেন মহাসৌন্দর্য্য সারেই পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৯॥

বিচিত্র কুঞ্চিত রেশমী বস্ত্রের মঞ্জরী দ্বারা গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইয়াছে; উরুযুগল সুন্দর হেমকদলী কাণ্ডবৎ সুস্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল ॥১০॥

সলীল পদ বিন্যাস মহামোহন মোহিনীম্ ।
কাঞ্চীকলাপবলিতাং ক্বণৎ কনক নূপুরাম্ ॥১২॥
দিব্য পাদাঙ্গুলীয়াঢ্য লসদঙ্গুলী পল্লবাম্ ।
মাণিক্যপদ কটকামুরু জঙ্ঘাতি শোভিতাম্ ॥১৩॥
রত্নাঙ্গুলীয় রাজিভি র্বিরাজিত করাঙ্গুলীম্ ।
পদে পদে মহাশোভা সিন্ধু কোটি বিমোহিনীম্ ॥১৪॥
মহাশ্চর্য্যানন্তপার কেলি বৈদগ্ধ্য বারিধিম্ ।
মহাশ্চর্য্যানঙ্গরসময় ভঙ্গী তরঙ্গিভিঃ ॥১৫॥
সুগৌর সুকুমারাঙ্গৈঃ সকৃষ্ণাল্যাদি মূর্চ্ছনম্ ।
অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা রত্ননূপুর শোভিতে ॥১৬॥
শ্রীপাদাম্বুজয়োঃ পূর্ণে জ্যোতিষ্যতিরসোজ্জ্বলে ।
ঘনীভাবাত্মিকা দাসী যূথ কোটি রনুস্মর ॥১৭॥
তত্তদ্‌যূথাধি নাথাভিঃ শিক্ষিতাদৃত লালিতাঃ ।

জানুবিম্ব মহা শোভান্বিত, দিব্য মৃণালবৎ তাঁহার জঙ্ঘা, চরণপদ্মের সৌন্দর্য্যে তিনি চরাচর সকলকে সম্যক্ প্রকারে মোহিত করিয়া থাকেন ॥

তিনি মনোজ্ঞ পদ বিন্যাসে মহামোহনকেও মোহিত করিয়াছেন, কাঞ্চীকলাপ শোভিত ও শব্দায়মান কনক নূপুর শোভা করিতেছে ॥১২॥

প্রতি অঙ্গুলী পল্লবে দিব্য পাদাঙ্গুরী সমূহ বিলাস করিতেছে, পদ যুগলে আবার মাণিক্যময় কটক পরিধান করিয়াছেন ॥১৩॥

প্রতি করাঙ্গুলীতে রত্নাঙ্গুরী সমূহ বিরাজ করিতেছে, প্রতি পদেই কোটি কোটি মহাশোভা-সমুদ্রকেও মুগ্ধ করিতেছেন ॥১৪॥

মহাশ্চর্য্য অনন্ত পার কেলি বৈদগ্ধ্যসাগর তিনি মহা আশ্চর্য্য অনঙ্গ রসময় ভঙ্গী তরঙ্গযুক্ত সুগৌর সুকুমার অবয়বাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা জন্মাইতেছেন। অনন্তর বৃন্দাবনেশ্বরীর পাদপদ্ম যুগলের রত্ন নূপুর শোভিত অতি রসময় উজ্জ্বল ও পূর্ণ জ্যোতিতে ঘনীভাবাত্মিকা কোটি কোটি দাসীযুথের অনুস্মরণ কর ॥১৫-১৬-১৭॥

স্বীয় স্বীয় যূথাধি নায়িকাগণ কর্তৃক শিক্ষিতা, আদৃতা ও

নানাবিধ মহাশ্চর্য্য কৈশোর শ্রীমনোহরাঃ ॥১৮॥
নানাবিধ মহাশ্চর্য্য বস্ত্রালঙ্কার চর্চ্চিতাঃ ।
নানাবিধ মহাশ্চর্য্য বর্ণাকার বিচিত্রিতাঃ ॥১৯॥
নানাবিধ মহাশ্চর্য্য কলানির্ম্মাণ পণ্ডিতাঃ ।
স্ব-স্ব সঙ্গীত শিক্ষাভিঃ সন্তোষিত প্রিয় দ্বয়াঃ ॥২০॥
বয়ঃ স্বভাব প্রোন্মীলন্মধুরানেক-চেষ্টিতাঃ ।
অঙ্গভঙ্গিম সব্রীড় হসিতাহনৃজু বীক্ষিতৈঃ ॥২১॥
সহজৈ রেব সকলং স্থগয়ন্তীঃ মহেশ্বরম্ ।
তত্রে কাঞ্চিত্তনুং সৌম্যাং শ্রীরাধাত্যহনু কম্পিতাম্ ॥
ক্ষণং চরণ বিচ্ছেদা চ্ছ্রীশ্বর্য্যাঃ প্রাণহারিণীম্ ।
পদারবিন্দ সংলগ্ন তয়ৈবাহর্নিশং স্থিতাম্ ॥২৩॥

ললিতা হয়েন ; এবং নানাবিধ মহাশ্চর্য্য কৈশোর শোভায় তাঁহারা মনোজ্ঞা হইয়াছেন ॥১৮॥

তাঁহারা নানাবিধ মহাশ্চর্য্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত—নানাবিধ মহাশ্চর্য্য বর্ণ ও আকৃতিতে বিচিত্রতা ধারণ করিয়াছেন ॥১৯॥

তাঁহারা নানাবিধ মহাশ্চর্য্য কলা নির্ম্মাণে পণ্ডিত এবং স্ব-স্ব সঙ্গীত শিক্ষা দ্বারা প্রিয়তম যুগলকে সন্তোষিত করিয়া থাকেন ॥২০॥

(কিশোর) বয়স স্বভাবে অনেক অনেক মধুর চেষ্টা (হাব ভাবাদি) করিয়া থাকেন—তাঁহাদের সহজ অঙ্গভঙ্গিমা, লজ্জাযুক্ত হাস্য ও কুটীল কটাক্ষ প্রভৃতিতেই ঈশ্বর সহিত সকল জগৎকে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছেন । তাঁহাদের মধ্যেও আবার শ্রীরাধার অতি অনুগৃহীতা কোনও সুন্দরীকে অনুস্মরণ কর ॥২১-২২॥

তিনি ক্ষণকাল চরণ সেবা ত্যাগ করিলেই শ্রীঈশ্বরীর প্রাণ হরণ হইয়া থাকে, সুতরাং অহর্নিশি তিনি পাদপদ্ম সন্নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকেন ॥২৩॥

বহুনা কিং স্বকান্তেন ক্রীড়ন্ত্যাঽপি লতাগৃহে ।
পর্য্যাঙ্কাঽধিস্থাপিতাং বা বস্ত্রৈর্বাচ্ছাদিতাং ক্বচিৎ ॥২৪॥
সুস্নিগ্ধ ললিত স্বর্ণ সুগৌরীং মধুর চ্ছবিম্ ।
কান্ত্যানন্তাং শ্রিয়াঽনন্তাং মাধুর্য্যৈরপ্যনন্তকাম্ ॥২৫॥
ব্যঞ্জদদ্ভুত কৈশোরাং সুজাতমুকুল স্তনীম্ ।
তারা হারাবলীচারু চিত্র কৌঞ্চুক ধারিণীম্ ॥২৬॥
স্নিগ্ধ চ্ছটা কন্দদোঃ কন্দলী চূড়াঙ্গদ শ্রিয়ম্ ।
চারু শ্রোণি তট ক্রীড় ন্মহাবেণী লতোজ্জ্বলাম্ ॥২৭॥
অত্যন্ত চারু সুকৃশ মধ্যদেশ মনোহরাম্ ।
দিব্য কুঞ্চিত কৌশেয়েনা গুল্ফ পরিমণ্ডিতাম্ ॥২৮॥
নিচোলেনাতিসূক্ষ্মেণ স্বগুচ্ছাঞ্চল শোভিনা ।
অলকান্ত পরিবৃতাং মুহু র্মোহন বীক্ষিতাম্ ॥২৯॥

আর অধিক কি বলিব ? লতাগৃহে নিজকান্তের সহিত ক্রীড়াকালেও শ্রীমতী তাঁহাকে শয্যায় রাখেন এবং কখনও বা বস্ত্ররাশি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখেন ॥২৪॥

সুস্নিগ্ধ ললিত স্বর্ণবৎ সুগৌরী, মধুর শোভা বিশিষ্টা, তিনি কান্তিতে অনন্ত, শোভাসম্পত্তিতে অনন্ত এবং মাধুর্য্যরাশিতেও অনন্ত হইয়াছেন ॥২৫॥

তিনি অদ্ভুত ব্যক্ত-কৈশোরা, স্তন-মুকুল সুন্দরভাবে উদয় হইয়াছে, তিনি তারা হারাবলি ও বিচিত্র কাঁচুলি পরিধান করিয়াছেন ॥২৬॥

স্নিগ্ধ কান্তির আধার বাহু কদলীতে পরিহিত চূড়া ও অঙ্গদের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতেছে এবং সুমনোহর শ্রোণিতটে মহা বেণীলতার ইতস্ততঃ সঞ্চালনে তিনি অত্যুজ্জ্বলা হইয়াছেন ॥২৭॥

তাঁহার মধ্যদেশ অত্যন্ত চারু, সুকৃশ ও মনোহর, দিব্য কুঞ্চিত রেশমী বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত সুসজ্জিত হইয়াছে ॥২৮॥

পত্র পুষ্পাদির স্তবক'শোভিত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রে তিনি চূর্ণ কুন্তল পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছেন—এবং মুহুর্মুহু মোহন (শ্যামসুন্দর) কর্তৃক

সব্রীড় মধুর স্মের সলীলা পাঙ্গ বীক্ষণাম্।
নানাশ্চর্য্য কলোদারাং নানাভঙ্গীময়াকৃতিম্ ॥৩০॥
রাধাকৃষ্ণ মহাপ্রেমোদঞ্চি রোমাঞ্চ সঞ্চয়াম্।
শ্রীশ্বরী শিক্ষিতাঽশেষ কলা কৌশল শালিনীম্ ॥৩১॥
প্রেষ্ঠদ্বন্দ্ব প্রসাদ স্রগ্ বস্ত্র ভূষাদি মোহিনীম্।
মহাবিনয় সৌশীল্যাদ্য নেকাশ্চর্য্য সদ্গুণাম্ ॥৩২॥
শ্রীশ্বরী দৃষ্টিবাগাদি সর্ব্বেঙ্গিত বিচক্ষণাম্।
শ্রীকৃষ্ণ দত্ত তাম্বূল চর্ব্বিতাং তত্তদাদৃতাম্ ॥৩৩॥
গূঢ় শ্যামাভিসারাঙ্গ ভৃঙ্গারাদিভি রন্বিতাম্।
রাধা প্রীত্যনুকম্পাদি প্রবৃদ্ধ প্রেমবিহ্বলাম্ ॥৩৪॥
রাধা পদাব্জ সেবান্য স্পৃহা কাল ত্রয়োজ্ঝিতাম্।
রাধা প্রীতি সুধাম্ভোধাবপারে বুড়িতাং সদা ॥৩৫॥

বিশেষভাবে নিরীক্ষিত হইতেছেন (অথবা তিনি মোহন বীক্ষিত অর্থাৎ লোচন যুগল ধারণ করিয়াছেন) ॥২৯॥

লজ্জাযুক্ত মৃদু মধুর হাস্যশীলা ও বিলাসপূর্ণ অপাঙ্গ বিক্ষেপ কারিণী, নানাবিধ আশ্চর্য্যকলা বিশারদ এবং নানা ভঙ্গীময় আকৃতিশীলা ॥৩০॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাপ্রেমে রোমাঞ্চপুঞ্জ উল্লসিত হইতেছে এবং প্রাণেশ্বরী কর্ত্তৃক শিক্ষিত অশেষ কলা কৌশল-শালিনী ॥৩১॥

প্রিয়তম যুগলের প্রসাদীকৃত মাল্য বস্ত্র ভূষাদি ধারণে মনোমোহিনী হইয়াছেন, তাঁহাতে মহা বিনয় ও সৌশীল্যাদি অনেক আশ্চর্য্য সদ্গুণরাজি বিরাজ করিতেছে ॥৩২॥

প্রাণেশ্বরীর দৃষ্টি ও বাক্য প্রভৃতির সকল ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থা; শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত চর্ব্বিত তাম্বূল আস্বাদন করেন এবং যুগলকিশোর কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছেন ॥৩৩॥

শ্যামের নিগূঢ় অভিসারোপযোগী ভৃঙ্গারাদি উপকরণ ধারিণী— শ্রীরাধার প্রীতি ও অনুকম্পাদিতে অতিশয় প্রেমবিহ্বলা হইয়াছেন ।৩৪।

রাধা পদাম্বুজাদন্যৎ স্বপ্নেঽপি ন চ জানতীম্।
রাধা সম্বন্ধ সংধাবৎ প্রেমসিন্ধৌঘ শালিনীম্ ॥৩৬॥
সেবাশেষ মহাবিস্মাপক কৈশোর রূপিণীম্।
ক্ষণে ক্ষণে রসাস্বাদ প্রোদঞ্চৎ পুলকাবলিম্ ॥৩৭॥
সর্ব্বাঙ্গকান্তি সৌন্দর্য্যৈ রপারৈঃ সর্ব্বমোহনীম্।
রাধা কর্ম্মাকুলতয়া তত্র তত্র বিচালিনীম্ ॥৩৮॥
নব স্তবকিনীং স্বর্ণলতাং সঞ্চারিণীমিব।
অঙ্গচ্ছটা তরঙ্গৌঘৈ শ্ছাদয়ন্তীং দিশো দশ ॥৩৯॥
চিত্রয়ন্তী মিব দিশো বিচিত্রাঙ্গ চ্ছটাচয়ৈঃ।
সলীলপদ বিন্যাসৈঃ সুনূপুর-রণৎকৃতৈঃ ॥৪০॥
কাঞ্চীবলয় নাদৈশ্চ মধুরৈ র্বিশ্বমোহিনীম্।
রাধাকৃষ্ণ রহোগোষ্ঠী সুধা মধুর শীতলাম্ ॥৪১॥

শ্রীরাধা পাদপদ্ম সেবা ব্যতীত অন্য স্পৃহা ত্রিকালেই করেন না— অপার রাধা প্রীতি সুখ সমুদ্রে নিত্য নিমগ্ন হইয়া আছেন ॥৩৫॥

শ্রীরাধা পাদপদ্ম ব্যতিরেকে স্বপ্নেও অন্য কিছু জানেন না—শ্রীরাধা সম্বন্ধে সংধাবিত প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গাবলি দ্বারা তিনি শোভা পাইতেছেন ॥

ঈশ্বর সহিত নিখিল জগতের মহাবিস্ময়কর কৈশোর—রূপিণী; প্রতিক্ষণেই রসাস্বাদে পুলকাবলি উল্লসিত হইতেছে ॥৩৭॥

সর্ব্বাঙ্গের অপার কান্তি সৌন্দর্য্যে সকলেরই মোহ উৎপাদন করিতেছেন—এবং শ্রীরাধা সেবা কার্য্যবশতঃ ব্যাকুলচিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন ॥৩৮॥

তিনি যেন নব-স্তবকিনী ইতস্ততঃ-সঞ্চারিণী স্বর্ণলতা আর কি? শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্য তরঙ্গে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়াছেন—॥৩৯॥

বিচিত্র অঙ্গচ্ছটা সমূহে যেন দশদিক চিত্রিতই করিয়াছেন—বিলাস-ময় পাদবিন্যাসে, সুন্দর নূপুরের ঝণৎকারে, কাঞ্চী বলয় ইত্যাদির মধুর নাদে তিনি বিশ্বমোহন করিতেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্জ্জন সংলাপ সুধা

তত্তদ্ বচন পীযূষৈ র্মহামধুর শীতলৈঃ।
শ্রীরাধা মুখচন্দ্রানুগলিতৈ রভিনন্দিতাম্ ॥৪২॥
শ্রুত্বা শ্রুত্বাঽতি সুখিতাং পুনঃ শ্রবণ-লালসাম্।
এবমেবং স্মরন্ নিত্যং সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বথা।
অস্ফূর্ত্তিতঃ কথাতোঽপি শ্রীমদ্বৃন্দাবনে বস ॥৪৩॥
অত্যন্তা শুচিবীভৎস দেহাদৌ নৈব কর্হিচিৎ।
দেহি দৃষ্টিং প্রমাদাদপ্যত্য নর্থপরংপরাম্ ॥৪৪॥
বিন্মূত্র শ্লেষ্মপূযাদিক ভরিতমিদং স্নায়ু মাংসাস্থি মজ্জা–
রক্তাদ্যাত্ম ত্বচাচ্ছাদিতমহহ বহিঃ স্বার্থ নির্ম্মূলকারি।
একং ব্রহ্মাদ্যতার্য্যং যুবতিরিতি মতং স্বীয় সংমোহজালং
ত্যক্ত্বা দূরেণ বৃন্দাবন মতি পরম স্বার্থ মদ্ধা শ্রয়স্ব ॥৪৫॥
সর্ব্বাত্মার্থোরু বিঘ্নং কলয় যদি মনো যোষিতাং ভাবনিঘ্নং
নিঘ্নন্ দুষ্টেন্দ্রিয়ানি প্রসভমুদয়ভাঞ্জ্য দ্যতামর্শদৈস্তৈঃ।

আস্বাদনে মধুর শীতল হইয়া থাকেন ॥৪০—৪১॥

শ্রীরাধার মুখচন্দ্র বিনিঃসৃত মহা মধুর শীতল সেই বাক্যামৃত দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হইয়া থাকেন ॥৪২॥

(ঐ বাক্য) বহুশঃ শ্রবণ করিয়াও অতিশয় সুখী হইয়া থাকেন এবং পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়া থাকেন। এই প্রকারে নিত্য সকল অবস্থায় সর্ব্ব প্রকারে স্মরণ করিবে এবং (এই সকল ব্যাপার) স্ফূর্ত্তি না হইলেও তত্তৎ কথাদি স্মরণ করিয়া করিয়া ও শ্রীমদ্বৃন্দাবনে বাস কর ॥৪৩॥

অত্যন্ত অশুচি বীভৎস দেহাদিতে প্রমাদ বশতঃ ও কখন অতি অনর্থ রাশিমূলক দৃষ্টিপাত করিও না ॥৪৪॥

মল মূত্র শ্লেষ্মা পূযাদি পূর্ণ, স্নায়ু মাংস অস্থি মজ্জা রক্তাদিযুক্ত ত্বক্ দ্বারা বাহিরে আচ্ছাদিত, স্বার্থ নির্ম্মূলকারী ব্রহ্মাদির ও অজেয় এই এক "যুবতি" নামক স্বীয় সংমোহজাল আছে; ইহাকে দূরে ত্যাগ করিয়া

তদ্রূপঞ্চৈব ভূষাদিকমপি নিতরাং দূর দূরেণ কুর্ব্বন্
প্রত্যূহাভাসমন্যং তৃণমিব গণয়ন্নাস্ব বৃন্দাবনে ভোঃ ॥৪৬॥
আত্মারামেশ্বর শ্রীহরিমিহ ন বিনা নিস্তরেৎ কোঽপি মায়াং
যাঽসৌ মায়াঽতিমায়াহ্যনুহসিত কটাক্ষাঙ্গভঙ্গাভিরামা ।
রামাখ্যা কালকূটাদপি বিষমতমা ভাতি সৌধীব ধারা
রাধাবৎ কৃষ্ণনামাঽভিদধদিহ শমী তিষ্ঠ বৃন্দাবনেঽতঃ ॥৪৭॥
বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুত রসময়ী চেতসঃ কাপ্যবস্থা
প্রেমানন্দানপি চ পরমান্ বিন্দুমাত্রীকরোতি ।
মিথ্যা দুঃখাত্মক বিষয়গৈ রিন্দ্রিয়ৈ র্বঞ্চিত স্তান্
নৈব প্রাপ্তুং প্রভবতি জনো দেবমায়া-স্ত্রিয়ান্ধঃ ॥৪৮॥
দ্বৈতং প্রোচ্ছন্মধুর মধুরানন্ত কান্তি প্রবাহৈঃ
সেশং সন্মূর্চ্ছয়দগজগদ্দিব্য রূপাঙ্গ ভঙ্গৈঃ ।

যদি মনকে সর্ব্ব আত্মা ও স্বার্থ সমূহের বিঘ্নকারী নারীর ভাবাধীন দেখ, তবে বলপূর্ব্বক উদয়শীল দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে ক্রোধরূপ দণ্ড উত্তোলন করিয়া বধ কর। সেইরূপ ভূষাদিও অতিশয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া অন্য বিঘ্নাভাস আসিলে তাহাকে তৃণবৎ গণনা করিয়া বৃন্দাবনে বাস কর হে !

এই পৃথিবীতে আত্মারামেশ্বর শ্রীহরি ব্যতীত কোনও ব্যক্তিই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই—যে মায়া অতি ছলনা বিস্তার পূর্ব্বক হাস্য, কটাক্ষ ও অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিতেই 'অতি সুন্দরী' বলিয়া প্রতিভাত হয় ; যদিও ইহার নাম রামা (রমণীয়া বা তৃপ্তিদায়িকা) এবং আপাততঃ সুধাধারাবৎ মনে হয়, তথাপি ইহা বিষ হইতেও বিষমতম ; অতএব "রাধা" নাম সংযুক্ত "কৃষ্ণ" নাম (রাধাকৃষ্ণ) উচ্চারণ করিতে করিতে এই বৃন্দাবনে শান্তভাবে থাক ॥৪৭।

এই বৃন্দাবনে চিত্তের এমন এক অদ্ভুত রসময়ী অবস্থা হয়, যাহা পরম প্রেমানন্দ সমূহকেও বিন্দুমাত্র রূপে বোধ করায় ; কিন্তু হায় ! মিথ্যা দুঃখাত্মক বিষয়ে ধাবিত ইন্দ্রিয় সমূহ কর্ত্তৃক বঞ্চিত লোক দৈব

সব্রীড়োদ্যৎ স্মিত সুমধুরাপাঙ্গ-দিগ্ধেষু-বিদ্ধে
শ্যামে নানাজানিত বিকৃতি ধ্যায় রাধাখ্যমোজঃ ॥৪৯॥
স্ত্রী রাক্ষস্যাঃ সুবিষমকৃতে রক্ষতং রক্ষতং চ
ক্রোধাসূয়া মদ পিশুনতা-দম্ভ-লোভানৃতাদেঃ।
বৃন্দাটব্যা বিরহ ভয়তো রক্ষতং ন্যূনভাবাদ্
রাধাকৃষ্ণৌ নিজ করুণয়া সর্ব্বতো রক্ষতং মাম্ ॥৫০॥
ক্ষুধা দেহত্যাগো বরমিহ গৃহস্থৈ র্ন হি মিলা-
ম্যপি শ্রেয়ঃ প্রাপ্তৌ ন যুবতি সমীপং ক্ষণময়ে।
ন জহ্যাং শ্রীবৃন্দাবন মখিল নাশেঽপি মনসাঽ
প্যহো ক্ষুদ্রস্যাপি ব্যবসিতি মিমাং কঃ সফলয়েৎ ॥৫১॥

মায়ারূপ স্ত্রী দ্বারা অন্ধ হইয়া সেই আনন্দরাশি পাইতে পারে না ॥৪৮॥

মধুর মধুর অনন্ত কান্তি প্রবাহে দ্বৈত মাত্রই লোপ করিতেছেন—দিব্য রূপ ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা স্ব-স্ব ঈশ্বর সহ স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই মূর্চ্ছা উৎপাদন করিতেছেন—লজ্জাযুক্ত মৃদু হাস্য সম্বলিত সুমধুর অপাঙ্গ বিক্ষেপ রূপ বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপে শ্যামসুন্দরকে বিদ্ধ করিয়া যিনি নানাবিধ অজ্ঞাত-বিকারশীলা হইয়াছেন, সেই 'রাধা' নামক দীপ্তিকে (মূর্ত্তিকে) ধ্যান কর ॥৪৯॥

হে রাধাকৃষ্ণ! স্ত্রী রাক্ষসীর সুবিষম কার্য্য হইতে আমাকে রক্ষা কর; ক্রোধ, অসূয়া, মদ, পিশুনতা, দম্ভ, লোভ ও অসরলতা প্রভৃতি হইতেও রক্ষা কর; বৃন্দাবনের অল্পমাত্র বিরহও যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়েও রক্ষা কর; নিজ করুণায় সর্ব্বত্রই আমাকে রক্ষা কর ॥৫০॥

এস্থানে বরং ক্ষুধায় দেহ ত্যাগও ভাল, তথাপি গৃহস্থগণের সহিত মিলিব না; শ্রেয়ঃ (আত্যন্তিক মঙ্গল) প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও কোনও যুবতীর নিকট ক্ষণকালের জন্যও যাইব না; সর্ব্বনাশ হইলেও মনে মনেও শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিব না—অহো! এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও এই চেষ্টা কে সফল করিতে পারেন? ৫১ ॥

ন শাস্ত্রগুরু কোটিভি র্ন খলু লোকনিন্দা শতৈ
র্মহা নরক দৃষ্টিভি র্ন হি বিপত্য সৌখ্যে নহি।
মনাগপি চ নোঽসহে হতমনো যুবত্যা হৃতং
নিরোদ্ধু মত ঈদৃশং কিমবিতাঽসি বৃন্দাটবি ॥৫২॥
জরীহর্ত্তি স্বান্তং হরি হরি যুবত্যাদি বিষয়ো
নরীনর্ত্ত্যাক্রম্য ত্বতি শিরসি মায়া ভগবতঃ।
বরীবর্ত্ত্যাশা চিরমিহ তু বৃন্দাবন বনে
ন জানে রাধায়াঃ কথমিব চরীকর্ত্তি করুণা? ৫৩ ॥
রাধাকীর্ত্তিসুধা রসেন রসনা রাত্রিন্দিবং পূর্য্যতাং
শ্রীবৃন্দাবিপিনে তদীয় পদয়োঃ কৈঙ্কর্য্য মেবার্থ্যতাম্।
ধৈর্য্যং স্বর্ণময়ীশিতু র্নবয়ো রূপ শ্রিয়া হার্য্যতাং
প্রেমাশ্রুং পুলকাদিভাব বিভব ব্যক্ত্যা জগত্তার্য্যতাম্ ॥৫৪॥

শাস্ত্র গুরু কোটি দ্বারা, শত শত লোকনিন্দা দ্বারা, মহা নরক দর্শন দ্বারা কিম্বা সুখে না থাকিয়াও হায়! যুবতি দ্বারা হৃত হতভাগ্য মনকে কিছুতেই নিরোধ করিতে পারিলাম না—অতএব হে বৃন্দাবন! ঈদৃশজনকে কি রক্ষা করিবে না? ৫২ ॥

হরি! হরি!! যুবতি প্রভৃতি বিষয় নিজ মনকে পুনঃপুনঃ হরণ করিতেছে; ভগবন্মায়া মস্তকে আরোহণ করিয়া পুনঃপুনঃ নৃত্যপরায়ণা হইতেছে—কিন্তু এই বৃন্দাবনে চিরকাল বাস করিবার আশাও রহিয়াছে—জানি না শ্রীরাধার করুণা কি ব্যবস্থা করিতেছেন?৫৩॥

শ্রীরাধার কীর্ত্তি সুধারস দ্বারা দিবারাত্রি স্বীয় রসনার পূর্ত্তি সাধন কর—শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার পদযুগলের দাসত্বই প্রার্থনা কর—স্বর্ণময়ী প্রাণেশ্বরীর নবীন বয়স, রূপ শোভা প্রভৃতি দ্বারা তোমার ধৈর্য্য হৃত হউক—প্রেম, অশ্রু, উচ্চ পুলকাবলি প্রভৃতি ভাব সম্পত্তির অভিব্যক্তি দ্বারা জগতের উদ্ধার কর ॥৫৪॥

অতিরস বিবশং কিশোর যুগ্মং
দ্রুত নব কাঞ্চন নীলরত্ন রোচিঃ।
সুবিমল বর ভাব মূর্ত্তি বৃন্দা-
বিপিন নিকুঞ্জ গৃহোদরে চকাস্তি ॥৫৫॥
নব নব রতিলোল গৌরনীল-
দ্বয় মহ এক রসাত্মকং কিশোরম্।
নিরবধি ভজ সংকলাবলীভি
নব রস পুঞ্জ নিকুঞ্জ বাটিকায়াম্ ॥৫৬॥
ব্রজজন বর বর্ণিনী বিবর্ণী-
কৃত মুখ মোহন মোহনাঙ্গ রোচিঃ।
স পতি রতি রমাদি মূর্চ্ছন শ্রী-
নখ সুষমা হৃদি রাধিকা মমাহস্তু ॥৫৭॥
সর্ব্বত্ত্ব'দ্ভুত সদ্গুণৈ র্বিলসিতং সর্ব্বোজ্জ্বলাত্যুজ্জ্বলং
সর্ব্বস্মান্মধুরা দতীব মধুরং সর্ব্বার্থদাত্যর্থদম্।

অতি রস বিবশ, দ্রুত নব স্বর্ণ ও নীলকান্তমণির দীপ্তি বিশিষ্ট যুগলকিশোর সুবিমল শ্রেষ্ঠ ভাবপূর্ণ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া শ্রীবৃন্দাবনীয় নিকুঞ্জ বাটিকা মধ্যে শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥৫৫॥

নব নব রতিলালস, এক রসাত্মক, গৌরনীলকান্তি কিশোর যুগলকে সুন্দর কলাবিলাসাদির সহিত নব রসপুঞ্জশালী নিকুঞ্জ বাটিকাতে নিরন্তর ভজন কর ॥৫৬॥

যিনি স্বীয় মহামোহন অঙ্গকান্তি দ্বারা ব্রজরমণীদিগের মোহন মুখও বিবর্ণ করিয়া দিতেছেন এবং যাঁহার পরম সুন্দর নখ-সুষমা দ্বারা পতিসহ রতি ও লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, সেই শ্রীরাধিকা আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন ॥৫৭॥

সকল ঋতুর অদ্ভুত সকল গুণযুক্ত, সকল উজ্জ্বলের ও উজ্জ্বলতা বিধায়ী, সকল মধুর হইতেও অতীব মধুর, সকল পুরুষার্থ দাতাগণ হইতেও

সর্ব্বস্মাচ্চ সুগন্ধশীতলতরাৎ সদ্গন্ধবচ্ছীতলং
সর্ব্বানন্দময়াচ্চমৎকৃত মহানন্দাব্ধি বৃন্দাবনম্ ॥৫৮॥
নিত্যানন্দান্নিরবধি বিবর্দ্ধিষ্ণু দিব্যাবভাসাং
বাসান্ দিব্যান্ প্রতিপদমনোহারিণঃ প্রোদ্গিরন্তীম্।
নিত্যং সুস্বস্তিক মুখ মহাদিব্য সংস্থান-বৃন্দাং
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন ভুবমহং ভাবগম্যাং ভজামি ॥৫৯॥
শ্রীরাধা মুরলীধরৌ গুণনিধী শ্রীমৎ পদাম্ভোরুহ-
দ্বন্দ্বেনৈব সুধা মুধাকর মহা মাধুর্য্য-নিস্যন্দিনা।
আশ্চর্য্যাতুল সৌকুমার্য্যপরমা বত্যন্ত কৌতুহলাদ্
যস্যাং সঞ্চরতঃ সদাধিবস তাং বৃন্দাবনীয়াবনীম্ ॥৬০॥
মহাচিন্তারত্ন প্রচয় ময় কূর্পাদি বলিতাং
সুকর্পূরক্ষোদৈঃ সুকুসুম পরাগৈশ্চ নিচিতাম্।
ষডূর্ম্মীণাং নির্ম্মূলনকরসকৃৎ স্পর্শনলবাং
ভবাব্ধিং শ্রীবৃন্দাবনভুবমিতঃ সন্তর সুখম্ ॥৬১॥

অতিশয় দানকারী—সকল সুগন্ধ শীতল বস্তু হইতেও অধিকতর সুগন্ধ ও শীতলতাকর, এবং সর্ব্বানন্দময়েরও চমৎকারিত্ব সম্পাদক—এই মহানন্দ সাগর বৃন্দাবন ॥৫৮॥

নিত্যানন্দ বশতঃ নিরতিশয় বৃদ্ধিশীল দিব্যালোকযুক্ত, প্রতি স্থানে দিব্য মনোরম গন্ধ প্রকাশক এবং নিত্য সুন্দর গৃহ প্রভৃতি (মঙ্গলদ্রব্য সম্বলিত) মহা দিব্য আবাস স্থানদাত্রী—ভাবগম্য এই বৃন্দাবন ভূমিকে আমি ভজন করি ॥৫৯॥

আশ্চর্য্য অনুপম সৌকুমার্য্যের পরমাশ্রয়, গুণনিধি শ্রীরাধা মুরলীধর —অমৃতনিন্দি মহামাধুর্য্যদায়ক মনোরম পাদপদ্ম যুগল দ্বারাই অতি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যে ভূমিতে বিচরণ করেন—সেই বৃন্দাবন ভূমিতে নিত্য বাস কর ॥৬০॥

মহাচিন্তামণিময় প্রস্তরখণ্ড সম্বলিত,—সুন্দর কর্পূরবৎ চূর্ণ দ্বারা ও

মহাজ্যোতিরূপা মতি বিমল নানা মণিঘটা
চ্ছটাভি বৈচিত্র্যং কিমপি দধতীং নিত্য সুখদাম্।
সমন্তাচ্ছ্রীরাধা মধুপতি পদাঙ্কৈঃ সুমধুরাং
স্মরাম শ্রীবৃন্দাবন ভুবমনন্তাদ্ভুত-গুণাম্ ॥৬২॥
ভূরেষা হন্ত সেশাখিল পরম মহা প্রাজ্ঞ দুর্জ্ঞান সর্ব্বা-
শ্চর্য্যানন্তপ্রভাবা ভগবতি সহসোজ্জৃম্ভিতৈকান্তভাবা।
স্ব জ্জ্যোতি র্ভাসমানা পরম রসময়ী তুর্য্যতুর্য্যাতি ধুর্য্যা
মাধুর্য্যৌঘৈ র্মনো মে রময়তি পরমানন্দ বৃন্দাবনীয়া ॥ ৬৩॥
ত্যক্তা সংখ্যাত্যপেক্ষা ন গণিতময়শো নাদৃতা ধর্ম্মনিষ্ঠা
ত্যক্তং বিদ্যাবিনোদাদ্যখিল মতি তপো জ্ঞান যোগাদ্যপেক্ষি
গুর্ব্বাদীনাং বচো ন শ্রুতমপি বহুনা কিং ন দেহোঽথবৈক্ষি
শ্রীবৃন্দারণ্য গত্বা তব শরণময়ং নহ্যুপেক্ষ্যঃ কদাঽপি ॥৬৪॥

মনোরম পুষ্পপরাগ সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত,—লবমাত্র স্পর্শ দ্বারাই ষড়ূর্ম্মির (শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ ও পিপাসার) বিধ্বংসকর রসদানকারী,—শ্রীবৃন্দাবনভূমি প্রাপ্ত হইয়া সুখে ভবসাগর সম্যক্ উত্তীর্ণ হও ॥৬১॥

মহা জ্যোতিরূপা, অতি বিমল নানা মণি সমূহের কান্তিতে কোনও অনির্ব্বাচ্য বিচিত্রতাধারী, নিত্য সুখদ, সর্ব্বত্র শ্রীরাধা মধুপতির পদাঙ্ক দ্বারা সুমধুরা ও অনন্ত অদ্ভুত গুণমণ্ডিতা শ্রীবৃন্দাবন ভূমিকে যেন স্মরণ করিতে পারি ॥৬২॥

হায়! এই পরমানন্দ বৃন্দাবনীয় ভূমি—স্ব-স্ব ঈশ্বর সহিত অখিল পরম মহাবিজ্ঞগণেরও দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব-স্বরূপা—আশ্চর্য্য অনন্ত প্রভাব বিশিষ্টা—সহসাই ভগবানে একান্তভাবদায়িকা—নিজ জ্যোতিতেই উদ্ভাস্বর (স্ব-প্রকাশা), পরম রসময়ী—এবং তুরীয়ের ও তুরীয়, অতি শ্রেষ্ঠ। ইনি মাধুর্য্যরাশি দ্বারা আমার মনকে অতি আনন্দ দিতেছেন ॥৬৩॥

সংখ্যাতির অপেক্ষা ত্যাগ করিয়াছে, অখ্যাতির কথা ভাবে নাই—ধর্ম্ম-নিষ্ঠা আদর করে নাই—বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সকলই অতিশয় ত্যক্ত

রাধা তদেকালঙ্কারৌ প্রীত্যেকরস বিগ্রহৌ ।
কিং ভক্তিরঙ্কান্ পঙ্কাব্ধীন্ স্ববনে নোঽপি পশ্যতঃ ॥৬৫॥
রাধা পদারবিন্দ শ্রীমঞ্জু মঞ্জীর শিঞ্জিতা ।
মহাশ্চর্য্যাতি মাধুর্য্যা ধ্যেয়া বৃন্দাবনেঽস্তু নঃ ॥৬৬॥
বীণা মৃদঙ্গ তালাদিযুক্তৈ র্হাসবিহাসিভিঃ ।
উল্লাসিভিঃ প্রিয়সখী মণ্ডলৈঃ পরিমণ্ডিতা ॥৬৭॥
রত্ন ভৃঙ্গার তাম্বূল সম্পুট ব্যজনাদিভিঃ ।
গৃহীত্বা কিঙ্করীবৃন্দৈ রনুযাতা মনোহরৈঃ ॥৬৮॥
সমস্ত চিদচিদ্দ্বৈত প্রপঞ্চ প্রোচ্ছলচ্ছবিঃ ।
অনন্ত মাধুরী পূর্ণা স্বর্ণবল্লি নিভাকৃতিঃ ॥৬৯॥
শিরীষ পুষ্পমৃদুভিঃ রঙ্গৈঃ সুস্নিগ্ধ-সুন্দরৈঃ ।
কৈশোর মাধুরীকান্তি ভঙ্গিমাদি চমৎকৃতৈঃ ॥৭০॥

হইয়াছে ; তপঃ জ্ঞান যোগাদিও উপেক্ষিত হইয়াছে ; গুরু প্রভৃতির বাক্যও শ্রুত হয় নাই,—অধিক কি ? দেহ ও দৃষ্টিপথে আসে নাই ; হে বৃন্দাবন ! এবম্বিধ জন তোমার শরণ লইলে কখনও তুমি উপেক্ষা করিতে পার না ॥

শ্রীরাধা ও তদীয় মুখ্য-ভূষণ (শ্যাম) একমাত্র প্রীতি রসেরই বিগ্রহ যুগল—ভক্তিহীন অতএব সুদরিদ্র এবং পঙ্কসাগর-সদৃশ আমাদিগকেও স্বকীয় বৃন্দাবন নামক বনে দেখিতেছেন কি ? ৬৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে মহাশ্চর্য্য অতি মধুর রাধাপাদপদ্মের মনোজ্ঞ মঞ্জীরধ্বনি আমাদিগের ধ্যেয় হউক ॥৬৬॥

বীণা মৃদঙ্গ তালাদিযুক্ত হাস্যবিহাস্যময়ী উল্লাসিনী প্রিয়সখীমণ্ডল সমূহে পরিবৃতা হইয়াছেন—॥৬৭॥

রত্নভৃঙ্গার, তাম্বূলসম্পুট, ব্যজন প্রভৃতি হস্তে গ্রহণকারিণী দাসীবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুগম্যমানা—॥৬৮॥

সমস্ত চিদচিদ্ দ্বৈত প্রপঞ্চ বস্তু সমূহে কান্তি-বিস্তারিণী, অনন্ত মাধুর্য্যপূর্ণা, এবং স্বর্ণলতাবৎ আকৃতি বিশিষ্টা—॥৬৯॥

উদ্বেল মধুরানঙ্গ রসৈকাম্বুধি বাহিভিঃ।
বৃন্দাবন স্থিরচর সর্ব্বসত্ত্ব-বিমূর্চ্ছনী ॥৭১॥
অনেকদিব্যালঙ্কার দিব্যমাল্যানুলেপনা।
দিব্য কৌশেয় কূর্পাস গুচ্ছাঞ্চল নিচোলিনী ॥৭২॥
শ্যামাংসন্যস্ত রোমাঞ্চদ্ বাম শ্রীভুজ বল্লরী।
দক্ষিণ শ্রীকরাব্জেন লীলা কমল-ঘূর্ণনী ॥৭৩॥
কিঙ্করীভিঃ পথি পথি বীজ্যমানা নিজাঞ্চলৈঃ।
ভোজ্যমানা চ তাম্বূলং ভোজয়ন্তী স্বয়ং প্রিয়ম্ ॥৭৪॥
পায্যমানা ক্বচিৎ প্রেম্না রত্ন ভৃঙ্গার সংস্থিতম্।
অমৃতং শীতলং স্বাদু কর্পূরাদি-সুবাসিতম্ ॥৭৫॥
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপং শ্রুত্বা শ্রুত্বাঽদ্ভুতং রবম্।
কিমেতদিতি পৃচ্ছন্তী বিস্ময়ান্নিজ নাগরম্ ॥৭৬॥

শিরীষ কুসুমবৎ মৃদু, রঙ্গিল, সুস্নিগ্ধ ও সুন্দর কৈশোর মাধুর্য্যকান্তি ভঙ্গিমাদির চমৎকার রাশি সম্বলিত উত্তরঙ্গ মধুর কাম রসৈকাত্মক সাগর প্রবাহ করিয়া বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল প্রাণীর বিশেষ মূর্চ্ছা উৎপাদনকারিণী—॥৭০-৭১॥

অনেক দিব্য অলঙ্কার পরিহিতা,—দিব্য মাল্য চন্দন চর্চ্চিতা,—দিব্য রেশমী কঞ্চুক, স্তবকবৎ কুঞ্চিত অঞ্চল বিশিষ্ট নিচোল (পাছুড়ি বা উত্তরীয় বস্ত্র) পরিহিতা—॥৭২॥

শ্যামের স্কন্ধদেশে রোমাঞ্চিত বামভুজলতা স্থাপন করিয়াছেন, দক্ষিণ শ্রীকরকমলে লীলা পদ্ম ঘূর্ণন করিতেছেন—॥৭৩॥

পথে পথে দাসীগণ নিজ নিজ অঞ্চল (বস্ত্রপ্রান্ত) দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছেন,—এবং তাম্বূল ভোজন করাইতেছেন, আর তিনি স্বয়ংও প্রিয়তমকে তাম্বূল ভোজন করাইতেছেন—॥৭৪॥

কখনও বা (ঐ দাসীগণ) প্রেমের সহিত রত্নভৃঙ্গারস্থিত কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত সুস্বাদু অমৃতময় শীতল জল পান করাইতেছেন ॥৭৫॥

মহা মাধুরিমাশ্চর্য্য পাদবিন্যাস লীলয়া ।
রণন্নূপুরয়োৎসর্পি নখচন্দ্রচ্ছটৌঘয়া ॥৭৭॥
মহামাধুর্য্য সৌভাগ্যঘনে বৃন্দাবনে বনে ।
চরন্তী চারু পরম কৌতুকাক্রান্ত মানসা ॥৭৮॥
তত্র তত্র মহাশ্চর্য্যে মহারম্য তল-স্থলে ।
উপবিশ্য প্রগায়ন্তী গাপয়ন্তী প্রিয়ং সখী ॥৭৯॥
বৃন্দারণ্যানন্যগতে রন্তরেব দিবানিশম্ ।
ইত্থম্ভূতানন্তলীলা সেব্যা সাহস্ত মমেশ্বরী ॥৮০॥
যো বৃন্দাবন মাধুরীং সকৃদপি স্বান্তে সমাস্বাদয়ে–
দ্রাধা মাধব শুদ্ধ মন্মথ রসোল্লাসৈ শ্চমৎকারিণীম্ ;
শাস্ত্রীয়ানপি লৌকিকানপি জহচ্চেষ্টা-কলাপানসৌ
নানা প্রেম বিকার মোহন তনূ রুন্মত্তবদ্ দৃশ্যতে ॥৮১॥

অদ্ভুত রূপরাশি দেখিয়া ও অদ্ভুত রব শুনিয়া শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত নিজ নাগরকে “ইহা কি ?” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৭৬॥

শব্দায়মান নূপুর শোভিত, ইতস্ততঃ প্রসারণশীল নখচন্দ্র-কান্তিযুক্ত, মহামাধুর্য্যময়, আশ্চর্য্য পাদ বিন্যাস লীলা দ্বারা মহা মাধুর্য্যঘন শ্রীবৃন্দাবন বনে সুচারু পরম কৌতুকাক্রান্ত-চিত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছেন ॥৭৭-৭৮॥

সেই সেই মহাশ্চর্য্য মহারমণীয় বৃক্ষতলে বা স্থলে উপবেশন পূর্ব্বক সখী গান করিতেছেন, আবার কখনও বা প্রিয়তম দ্বারা সঙ্গীত করাইতেছেন ॥৭৯॥

বৃন্দাবনে অনন্য শরণ গ্রহণ কারির অন্তরেই এবম্ভূত অনন্তলীলা পরায়ণা মদীয় প্রাণেশ্বরী দিবারাত্রি সেব্যা হউন ॥৮০॥

শ্রীরাধামাধবের অনঙ্গ রসোল্লাসময় চমৎকারজনক বৃন্দাবন মাধুরী যিনি একবারও নিজ অন্তে (স্বভাবে বা স্বরূপে থাকিয়া) সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারেন, তিনি শাস্ত্রীয় বা লৌকিক সমস্ত ধর্ম্মচেষ্টা ত্যাগ করিলেও নানা প্রেম বিকারে মোহন দেহ পাইয়া উন্মত্তবৎ প্রতীয়মান হয়েন ॥৮১॥

যো রাধামুরলীধরাঙ্ঘ্রি কমল প্রেমৈক মাত্রীয়তি
মাত্রীয়ত্য পরাঙ্গনাং স্থিরচরং সত্ত্বং সুপুত্রীয়তি।
গোত্রীয়ত্যতিতর্জ্জনাদিষু মহামিত্রীয়তি দ্বেষিষু
শ্রীবৃন্দাবন মাবসেৎ স খলু যঃ স্বাঙ্গেহন্য গাত্রীয়তি ॥৮২॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুধাম্বুধাবতিতরাং মগ্নঃ সদা রাধিকা-
পাদাম্ভোরুহ দাস্য লাস্য পদবীং স্বান্তেন সন্তানয়ন্।
বৈরাগ্যৈক রসেন বিশ্বমধুরাং কাঞ্চিদ্দশামুদ্বহন্
শ্রীবৃন্দাবিপিনে কদা নু সততোদশ্রু র্নিবৎস্যাম্যহম্ ॥৮৩॥
কালিন্দীপুলিনে কদম্ববিটপি চ্ছায়া মণী মণ্ডপে
শ্রীরাধা মুরলীধরৌ প্রিয়সখীবৃন্দৈ র্বহুনর্ম্মভিঃ।
স্রক্ তাম্বূল বিলেপনাদিভি রহো দিব্যৈঃ সদা সেবিতৌ
রূপৌদার্য্য বয়ো বিলাস-মধুরৌ ধ্যায়ামি বৃন্দাবনে ॥৮৪॥
কালিন্দ্যানন্দ সান্দ্রামৃত সুরস সরিৎকূল কল্পদ্রুমূল
প্রোন্মীলদ্রত্ন বল্লীময় মধুর মহামণ্ডপে মণ্ডিতাঙ্গৌ।

শ্রীরাধা মুরলীধরের পাদপদ্মে প্রেমই একমাত্র যাঁহার উপজীব্য—যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীব সমূহকে সুপুত্রবৎ মনে করেন—যাঁহারা অতিশয় তর্জনাদিও করেন, তাঁহাদিগকেও স্ব-জ্ঞাতিবৎ এবং বিদ্বেষীগণকেও মহামিত্রবৎ ব্যবহার করেন এবং নিজদেহে অন্যজন-দেহবৎ আচরণ করিতে পারেন—তিনিই বৃন্দাবন বাসের উপযুক্ত ॥৮২॥

হায়! শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত সমুদ্রে অতিশয় মগ্ন হইয়া, শ্রীরাধিকার পাদপদ্মে দাস্য লাস্যাধিকার (আশা) স্ব-স্বরূপে সম্যক্ বৃদ্ধি করিয়া, একমাত্র বৈরাগ্যরস দ্বারাই কোনও এক বিশ্ব-মধুর দশা প্রাপ্ত হইয়া এবং সতত গলিতাশ্রু হইয়া কবে আমি বৃন্দাবনে বাস করিব? ৮৩॥

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে কদম্ববৃক্ষছায়াস্থিত মণিমণ্ডপে প্রিয়সখীবৃন্দ নর্ম্ম পরিহাস সহকারে দিব্য মাল্য তাম্বূল বিলেপনাদি দ্বারা নিত্যই রূপৌদার্য্য বয়স ও বিলাসে মধুর শ্রীরাধা মুরলীধরকে সেবা করিতেছেন—

আসীনৌ চিত্র তূলে স্মর মধুর বয়োরূপলাবণ্য লীলা-
বৈদগ্ধী পূর মুগ্ধীকৃত সকল সখীবৃন্দ বৃন্দাবনৌ তৌ ॥৮৫॥
চিজ্জ্যোতিশ্চন্দ্রিকাত্ম স্ফুরদমৃতময়োৎফুল্ল বল্লাদ্রু বৃন্দং
বৃন্দারণ্যং বিচিত্রৈঃ শুকপিক শিখীভি র্গীত নৃত্যানুবাতম্।
মাধ্বীকাস্বাদ মত্ত ভ্রমদলিপটলী ঝঙ্কৃতং মঞ্জু কুঞ্জে
ব্যঞ্জন্মাধুর্য্য পুঞ্জং স্মর বিমল সরো বাপিকাদ্যৈঃ সুহৃদ্যম্ ॥৮৬
স্বানন্দ সান্দ্র চিজ্জ্যোতি র্ঘনং বৃন্দাবনং বনম্।
সর্ব্বঞ্চাত্র তথা ধ্যায়ন্ সুধীরোঽধিবসেৎ সুখম্ ॥৮৭॥
কামাদীনাং পরবশো যশোঽর্থী ত্যক্ত-সৎপথঃ
কথং বৃন্দাবনে সিদ্ধিং ন যায়াদ্ যদি তৎ কৃপা ? ৮৮ ॥

আমি তাহাই ধ্যান করি ॥৮৪॥

আনন্দঘন অমৃত সুরস-প্রবাহিনী কালিন্দীর কূলে কল্পবৃক্ষমূলে বিরাজিত রত্নলতাময় মধুর মহা মণ্ডপে ভূষিত-কলেবর যুগলকিশোর বিচিত্র তূলার আসনে আসীন হইয়াছেন। তাঁহাদের মধুর বয়স, রূপলাবণ্য, লীলা বৈদগ্ধী প্রভৃতির প্রবাহে সকল সখীবৃন্দ ও বৃন্দাবন মুগ্ধ হইয়াছে—এবম্বিধ যুগলকিশোরকে স্মরণ কর ॥৮৫॥

চিজ্জ্যোতি জ্যোৎস্নাপূর্ণ অমৃতময় প্রস্ফুটিত লতাবৃক্ষবৃন্দ শোভা পাইতেছেন—বিচিত্র শুক, কোকিল ও ময়ূরগণের গীত নৃত্যাদি দ্বারা মুখরিত হইতেছে—মনোহর কুঞ্জে মধুর আস্বাদনে মত্ত ভ্রমর সমূহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝঙ্কার করিতেছে—বিমল সরোবর তড়াগাদিতে মাধুর্য্যরাশি প্রকাশিত হইতেছে—এবম্বিধ সুন্দর বৃন্দাবনকে স্মরণ কর ॥৮৬॥

স্বানন্দঘন চিজ্জ্যোতির্ম্ময় এই বৃন্দাবন এবং এখানকার সকল বস্তুই এতাদৃশ—এইভাবে চিন্তা করিয়া সুধীর ব্যক্তি সুখে এই বৃন্দাবনে বাস করিবেন ॥৮৭॥

কামাদির বশীভূত, যশঃপ্রার্থী এবং সৎপথত্যাগী হইয়াও যদি বৃন্দাবনে তাঁহার কৃপা লাভ হয়, তবে কেন সিদ্ধি প্রাপ্তি হইবে না ? ৮৮ ॥

অমর্য্যাদ কৃপাসিন্ধোঃ পূর্ণেন্দো রপি শীতলাৎ।
বৃন্দারণ্যাদনন্যাহদ্যভাবং ভাবয়সে ন কিম্ ? ৮৯ ॥
বিশুদ্ধ সত্ত্বপরমে শ্রীমদ্বৃন্দাবন ত্বয়ি।
কৃতানন্তাপরাধস্য ত্বমেব শরণং মম ॥৯০॥
বৃন্দারণ্য তবাস্মীতি বদন্তমপি মাং মৃষা।
মহাপতিতমপ্যাত্ম কারুণ্যাদাত্মসাৎ কুরু ॥৯১॥
নিত্যোচ্ছৃঙ্খল-কারুণ্যে বৃন্দারণ্যেহধমোহপ্যহম্।
কিমবিঘ্নং নিবৎস্যামি বেৎস্যামি চ রসং হরেঃ ॥৯২॥
দিক্ চক্রং প্রসরৎপরাগপটলৈঃ সদ্গন্ধচূর্ণৈরিবা-
পূর্ণং কুর্ব্বদপূর্ব্বসীধুজলধি স্যন্দৈ র্মহাতুন্দিলম্।
আচ্ছন্নং চিতিচন্দ্রিকালহরীভিঃ স্বানন্দ কোলাহলৈ
রাক্রান্তং মদখেলিনঃ খগকুলস্যাভাতি বৃন্দাবনম্ ॥৯৩॥

অসীম কৃপাসিন্ধু এবং পূর্ণচন্দ্র হইতেও সুশীতল এই বৃন্দাবন হইতে অপৃথগ্ভূত (বৃন্দাবনময় ও তপ্রোতভাবে অবস্থিত) আদ্য (শ্রেষ্ঠ) ভাব কেন ভাবিতেছ না ? ৮৯ ॥

হে শ্রীমদ্বৃন্দাবন ! পরম বিশুদ্ধ সত্ত্বময় তোমাতে যদি আমি অনন্ত অপরাধও করি, তবুও তুমিই আমার একমাত্র শরণ ॥৯০॥

"হে বৃন্দাবন ! আমি তোমারই হইলাম"—এই বাক্য মিথ্যা করিয়া বলিলেও, মহা পতিত হইলেও আমাকে নিজ করুণায় আত্মসাৎ কর ॥৯১॥

নিত্য অমর্য্যাদ কারুণ্যবান এই বৃন্দাবনে অধম হইয়াও আমি কি নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিব ? এবং শ্রীহরির রস-বিষয়ে কি জানিতে পারিব ? ৯২ ॥

দিকে দিকে সুগন্ধি চূর্ণের ন্যায় পরাগ সমূহ বিস্তারকারী, অপূর্ব্ব সুধা সাগরের বিন্দু সমূহ দ্বারা মহাজঠর (বিশালদেশ) পূর্ত্তিকারী, চিজ্জ্যোৎস্নামালা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মদমত্ত খেলনপরায়ণ বিহঙ্গমগণের স্বানন্দ কোলাহলে মুখরিত বৃন্দাবন শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥৯৩॥

নীরন্ধ্রং তৃণগুল্মপাদপলতাদ্যানন্দ সচ্চিদ্‌ঘনৈঃ
শ্রীরাধা রতিকেলি কুঞ্জ নিকরৈ রানন্দপুঞ্জৈ র্বৃতম্ ।
দিব্যানেক সরঃ সরিদ্গিরিবরং দিব্যৈ র্বিহঙ্গৈ র্মৃগৈ
শ্চিত্রং মঞ্জুলগুঞ্জ ভৃঙ্গপটলং পশ্যামি বৃন্দাবনম্ ॥৯৪॥
নানারত্নময়স্থলীভি রমিতা মোদাভিরত্যদ্ভুতং
ফুল্লৈ র্বল্লিমতল্লিকা তরুবরৈ র্বীতং রসোল্লাসিভিঃ ।
অত্যানন্দমদাকুলৈঃ খগকুলৈ রারব্ধ-কোলাহলং
কালিন্দ্যা রসধারয়া বলয়িতং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥৯৫॥
বিনা স্বাত্মারামেশ্বর হরিম মুগ্ধ স্ত্রিভুবনে
যুবত্যা ভাবৈঃ কো বত সুরবরো বা মুনিবরঃ ।
স্থিত স্তস্মাত্তস্যা শ্চকিত চকিতো দূরতরতঃ
সদা বৃন্দারণ্যে নিবস রসনোপস্থ-বিজয়ী ॥৯৬॥
মহাপাপাচারে নিরবধি মহা দুর্ম্মতিশতে
মহা কামক্রোধাদ্যতি পরবশে দম্ভবপুষি ।

সচ্চিদানন্দঘন তৃণ গুল্ম বৃক্ষলতাদি দ্বারা নিশ্ছিদ্র,—আনন্দপুঞ্জ-বিশিষ্ট শ্রীরাধারতিকেলি কুঞ্জ সমূহ দ্বারা পরিবৃত,—দিব্য দিব্য সরোবর, নদী ও গিরি প্রভৃতি দ্বারা শোভিত, দিব্য পশুপক্ষী প্রভৃতি দ্বারা সংচিত্রিত, এবং মনোজ্ঞ গুঞ্জনকারী ভ্রমর সমূহ বিলসিত—শ্রীবৃন্দাবনকে দর্শন করিতেছি ॥৯৪॥

নিরতিশয় আনন্দদায়ক নানা রত্নস্থলী দ্বারা অতি অদ্ভুত, রসোল্লাসী প্রস্ফুটিত লতাশ্রেষ্ঠ ও বৃক্ষশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক সংশোভিত, নিরতিশয় আনন্দ মদে ব্যাকুল বিহঙ্গগণের কোলাহলে মুখরিত এবং কালিন্দীর রস প্রবাহ—বেষ্টিত শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করি ॥৯৫॥

স্বাত্মারামেশ্বর হরি ব্যতিরেকে ত্রিভুবনে এমন কে সুরশ্রেষ্ঠ বা মুনিশ্রেষ্ঠ আছেন, যিনি যুবতীর ভাবে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন ? অতএব ঐ স্ত্রী হইতে চকিত চকিত হইয়া দূরতর প্রদেশে থাকিবে এবং

ন সৎসংসর্গৈক প্রণয়িনি মহদ্ধর্ম্মবিমুখে
ময়ি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন কুরু কৃপাং নান্যশরণে ॥৯৭॥
অত্যন্তোদ্ধত ধাবদিন্দ্রিয়গণো যঃ সর্ব্বদা সৎপথে–
ষ্বেকস্মিন্ নিমিষেঽপি ন স্মৃত-মহানন্দাব্ধি রাধাপ্রিয়ঃ ;
সদ্ধর্ম্মৈঃ সদুপাসনৈ র্বিরহিত স্ত্যক্তোঽখিলৈঃ সদ্‌গুণৈ
র্হা হা সোঽহমনল্পমোহ উপযাম্যেকং তু বৃন্দাবনম্ ॥৯৮॥
বৈরাগ্যেণ সমুৎকটেন বিষয়স্পর্শং মহাদুর্বিষ--
জ্বালাবৎ কলয়ন্মনাগপি ন তৈঃ সঙ্গেন রঙ্গং দধৎ।
পাণৌ ন্যস্য কপোলম শ্রুসলিলৈঃ সংক্ষালয়ন্ রাধিকা--
কৃষ্ণাপার কৃপাবধারণধরোঽধ্যাসীয় বৃন্দাবনম্ ॥৯৯॥
নৈবালোকিত লোকবেদ পদবি র্নাপেক্ষিত স্বপ্রিয়--
দ্বন্দ্বৈকান্ত রসাপ্রবিষ্ট হৃদয়া শেষাতি ধন্যোত্তমঃ।

রসনা (জিহ্বা) ও উপস্থ জয় করিয়া বৃন্দাবনে বাস কর ॥৯৬॥

মহা পাপাচার, নিত্য মহা দুর্ম্মতিশত পরায়ণ, মহা কাম ক্রোধাদির অতি বাধ্য, দম্ভপ্রকৃতি, অসৎসঙ্গপ্রণয়ী, এবং মহদ্ধর্ম্মবিমুখ হইলেও হে বৃন্দাবন ! তোমাতে অনন্য শরণ আমাকে কৃপা কর ॥৯৭॥

হায় ! সদাসর্ব্বদা অসৎপথ সমূহেই উদ্ধত ইন্দ্রিয়গণ ধাবিত হইতেছে,—এক নিমিষের জন্যও মহানন্দ-সমুদ্র রাধাপতিকে স্মরণ করিতেছে না,—সদ্ধর্ম্ম বা সদুপাসনা রহিত, অখিল সদ্‌গুণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং মহামুগ্ধ এই জন (আমি) কিন্তু একমাত্র বৃন্দাবনেরই শরণ গ্রহণ করিলাম ॥৯৮॥

তীব্র বৈরাগ্র ব্রতাবলম্বনে বিষয় স্পর্শেও মহা দুর্ব্বিষ জ্বালাবৎ ভাবনা করিয়া, তাহাদের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও রঙ্গ (কৌতুক) না করিয়া, কপোলদেশ হস্তে ন্যাস পূর্ব্বক অশ্রু জলে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের অসীম কৃপা অবধারণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে যেন বাস করিতে পারি ॥৯৯॥

হায় ! লোকমার্গে বা বৈদিকমার্গে কখনও দৃষ্টিপাত না করিয়া,

রাধাকৃষ্ণ রসান্মুহুঃ পুলকিতো নিত্যাশ্রুধারাধর--
শ্চিত্র প্রেমবিকারবান্ বত কদা নন্দামি বৃন্দাবনে ॥১০০॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতী বিরচিতে
অষ্টম শতকম্ ।

নিজ প্রিয়তম যুগলের একান্ত রসে অপ্রবিষ্ট-হৃদয় জনগণের অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া, অতীব ধন্যাগ্রণী হইয়া এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসে মুহুর্মুহুঃ পুলকিত, নিত্যাশ্রুধারাপ্রবাহী ও বিচিত্র প্রেমবিকারশীল হইয়া কবে আমি বৃন্দাবনে আনন্দ লাভ করিব ? ১০০ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত
অষ্টম শতক ।

* শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি *

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্

নবম শতকম্।

হসন্নৃত্যন্ গায়ন্নতি পুলকিতোঽত্যশ্রুনয়নো
মুহুস্তম্ভ স্বেদাদ্যতি মধুর ভাবৈশ্চ বলিতঃ।
কদা বৃন্দারণ্যং নিজদয়িত রাধা মধুপতী
মুদা ধ্যায়ং ধ্যায়ং চিরমধি বসাম্যুন্মদরসঃ ॥১॥
শ্রীগান্ধর্ব্বাচরণকমল দ্বন্দ্ব লাবণ্য লীলা--
মাধুর্য্যৈকাম্বুধি মতিমদং গাহতাং কর্হি চেতঃ।
বৃন্দারণ্যে তৃণমিব পরিত্যজ্য সর্ব্বামথর্ব্বাং
নির্ব্বাণাদি শ্রিয়মপি কদা বাসনির্ব্বাহকঃ স্যাম্ ॥২॥
শ্রীমঞ্জীর-ধ্বান মধুরয়া শ্রীপদাম্ভোজলক্ষ্ম্যা
মাধুর্য্যৌঘে রুপরি চ তলে রম্যয়া গৌরশোণৈঃ।

হাস্য, নৃত্য ও গান করিতে করিতে, অতিশয় পুলকিত ও অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে, মুহুর্ম্মুহু স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি অতি মধুর ভাব-সম্বলিত হইয়া কবে নিজ প্রিয়তম রাধামধুপতিকে ধ্যান করিতে করিতে রসোন্মত্ত হইয়া সুদীর্ঘকালযাবৎ শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব? ১।

কবে শ্রীরাধা চরণপদ্মযুগলের লাবণ্যলীলা মাধুর্য্য সমুদ্রে আমার চিত্ত অতিশয় মত্ত হইয়া অবগাহন করিবে? সকল বৃহৎ বস্তুকে, এমনকি নির্ব্বাণাদি (মোক্ষাদি) সম্পত্তিকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে কবে বাস-নির্ব্বাহক হইবে? (কেবল বাস করিয়াই জীবনাতিবাহিত

স্ফূর্জ্জৎ পাদাঙ্গদমণিরুচা দিব্য পাদাঙ্গুলীয়ৈ
ভ্রাজন্ত্যা হৃন্নিজবন চরদ্রাধয়া বৈ হৃতং মে ॥৩॥
রাধাপাদাম্বুজরস মহামাধুরীমত্ত চেতো-
ভৃঙ্গো নির্ভঙ্গুর পরিমিলল্লোক বেদ-প্রসঙ্গঃ।
কঞ্চিদ্ ভাবং মধুর মধুরং ভাবয়ন্ বিশ্বচেতো
দৃষ্ট্যা কৃষ্ট্যা কৃতি রপি ভবান্যত্র বৃন্দাবনে কিম্ ? ৪ ॥
তৎ কৈশোরং তাঃ সুগৌরাঙ্গভঙ্গী
স্তৎ সৌন্দর্য্যং তাঃ সুধাশীত-সূক্তিঃ।
তাং স্তান্ ভাবানশ্রু রোমোদ্গমাদীন্
শ্রীরাধায়াঃ সংস্মরন্ কো ন মুহ্যেৎ ॥৫॥
ব্যাকোশকনক পঙ্কজকোশ মিবাহনন্ত চন্দ্রিকাবর্ষি।
স্মর রাধামুখ মিন্দীবররুচি হরিলোভ্য সান্দ্রমকরন্দম্ ॥৬॥

করিতে পারিব ?) ॥২॥

সুন্দর মধুর ধ্বনিযুক্ত মঞ্জীর শোভিত শ্রীপাদপদ্ম শোভায়,—উপরিভাগে ও তলদেশে গৌরাভ রক্তবর্ণ মাধুর্য্য প্রবাহে,—স্ফূর্ত্তিশীল পাদাঙ্গদের মণিকান্তিতে ও দিব্য পাদাঙ্গুরীয়ক সমূহে রমণীয় শ্রীরাধা নিজ বনে বিচরণ করিতে করিতে মদীয় হৃদয়কে হরণ করিয়াছেন ॥৩॥

রাধা পাদাম্বুজ রসের মহা মাধুর্য্যে চিত্ত ভ্রমরকে মত্ত করিয়া, লোকপ্রসঙ্গ বা বেদপ্রসঙ্গ পর্য্যন্ত নিরতিশয় ভঙ্গ করিয়া, কোনও (অনির্ব্বচনীয়) মধুর হইতেও সুমধুর ভাব নিরবধি অন্তরে চিন্তা করিয়া করিয়া, এবং বিশ্বের চিত্ত ও নয়নের আকর্ষণকারী আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া এই বৃন্দাবনে থাকিতে পারিব কি ? ৪ ॥

শ্রীরাধার সেই কৈশোর, সেই সুগৌর অঙ্গের বিবিধ ভঙ্গী, সেই সৌন্দর্য্য, সেই অমৃত-শীতল সুন্দর উক্তিনিচয়, সেই সকল অশ্রু-রোমাঞ্চ প্রভৃতি ভাবরাজি স্মরণ করিয়া কে না মুগ্ধ হইয়া থাকে ? ৫ ॥

নীলোৎপলবর্ণ হরি কর্ত্তৃক লোভনীয় সান্দ্র ধুম রসবাহী, অনন্ত

চিদচিদ্দ্বৈত প্রোজ্জ্বনকনকোজ্জ্বল সান্দ্রচন্দ্রিকাবর্ষি।
শ্রীরাধামুখচন্দ্রং কৃষ্ণচকোরৈকজীবনং স্মরত ॥৭॥
পরিপূর্ণ মধুর-মধুর প্রেমসুধাসার সুন্দরাকৃতয়ে।
নিত্য কিশোর্য্যৈ মম নম এতদ্বৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ ॥৮॥
স্বাদ্যপ্রেম মহারসসার সুগৌরাঙ্গচন্দ্রিকা জলধীন্।
রাধায়াঃ স্মর পরমোচ্ছলিতাং শ্চিদচিদ্দ্বয়ং সমাচ্ছাদ্য ॥৯॥
অপ্রাকৃত নবতরুণী রূপতৃণীকারি মোহনীবৃন্দৈঃ।
পথি পথি মূর্দ্ধ্নি ধৃতাঙ্ঘ্রি র্বনভুবি রাধা মমেশ্বরী স্ফুরতি ॥১০
ত্রৈলোক্যমোহনীভি ন'বতরুণীভি ম'হাবিদগ্ধাভিঃ।
আরাধ্যাং স্মর বৃন্দাবিপিনে সর্ব্বোজ্জ্বলাং রাধাম্ ॥১১॥
উন্মদমধুর প্রেমানন্দ মরন্দৈকসিন্ধু নিঃস্যন্দি।
রাধাপদারবিন্দং বিশ্রময়ন্নৌমি কিঙ্করীবৃন্দম্ ॥১২॥

জ্যোৎস্না বর্ষণকারী প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মাভ্যন্তরস্থ কোশবৎ-শ্রীরাধা মুখকে স্মরণ কর ॥৬॥

চিৎ ও জড়ের দ্বৈত ভেদ দূরকারী, স্বর্ণোজ্জ্বল, ঘনচন্দ্রিকা বর্ষণ-কারী, কৃষ্ণচকোরের একমাত্র জীবাতু শ্রীরাধা মুখচন্দ্র স্মরণ কর ॥৭॥

পরিপূর্ণ মধুরতম প্রেমামৃত সারময় সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট এই বৃন্দাবনেশ্বরী নিত্য কিশোরীকে আমি নমস্কার করি ॥৮॥

চিজ্জড়ের ভেদ আচ্ছাদন পূর্ব্বক পরম উচ্ছলিত শ্রীরাধার আস্বাদ্য মহা প্রেমরসসার সুগৌরাঙ্গচন্দ্রিকা-সমুদ্ররাশিকে স্মরণ কর ॥৯॥

অপ্রাকৃত নব যুবতিদিগের রূপও তৃণবৎ অগ্রাহ্যকারিণী মোহিনী-বৃন্দ কর্ত্তৃক যাঁহার চরণ বনভূমির পথে পথে মস্তকে ধৃত হইয়া থাকে, সেই প্রাণেশ্বরী রাধা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১০॥

ত্রৈলোক্যমোহিনী, মহাবিদগ্ধা ও নব তরুণীগণ কর্ত্তৃক আরাধ্য সর্ব্বোজ্জ্বল রাধাকে বৃন্দাবনে স্মরণ কর ॥১১॥

উন্মদ, মধুর, একমাত্র প্রেমানন্দ মধুর-সমুদ্র-নিঃসরণময় রাধা

অপি সর্ব্বধর্ম্মহীনঃ সর্ব্বকুকর্ম্মাবলেশ্চ নির্ম্মাতা।
রাধেতি সিদ্ধমন্ত্র দ্ব্যক্ষরমুচ্চার্য্য কিন্ন সিধ্যেয়ম্ ॥১৩॥
অতিসাহসমাচরিতং বিরুধ্য গুরু-শাস্ত্র-বিদ্বর্য্যৈঃ।
ত্বয়ি বৃন্দাবন বাসায়েন্দ্রিয় বশমপ্যতো নহি ত্যজ মাম্ ॥১৪
ত্বয়ি কৃত কুকর্ম্মকোটেরপি চাণ্ডালান্মহাধমস্যাস্য।
ঈশোঽপি নৈব শরণং হা বৃন্দারণ্য কিং বিধাস্যসি মে ॥১৫
অতি দুর্লভ পদ আশা বাসায় সা হি তু দুর্ঘটা ত্বয়ি মে।
কৃত-সর্ব্বেন্দ্রিয়শত্রো র্হা বৃন্দারণ্য কিং নু মে ভবিতা ॥১৬
অস্তু মে নরক কোটিঃ সিধ্যতু নেষ্টং ন চেশ্বরো দয়তাম্।
শ্রীরাধাচরণাম্বুজ মধুরিমলোভস্তু নো ভবেচ্ছিথিলঃ ॥১৭॥
মঞ্জীর মঞ্জুতর শিঞ্জিত রঞ্জিতাঙ্ঘ্রি-
শোভা হরেরপি মনোদৃগপার লোভা।

পাদপদ্মে লব্ধ-বিশ্রাম দাসীগণকে নমস্কার করিতেছি ॥১২॥

সর্ব্ব ধর্ম্মহীন হইয়াও, সর্ব্ব কুকর্ম্মাবলি করিয়াও, "রাধা"—এই দুই অক্ষরের সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব না? ১৩॥

হে বৃন্দাবন! তোমাতে বাস করিবার জন্য ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়াও আমি শ্রেষ্ঠ গুরু ও শাস্ত্রবিদ্গণের সহিত বিরোধ আচরণ করিয়া অতি সাহসেরই পরিচয় দিয়াছি—অতএব আমাকে ত্যাগ করিও না ॥১৪॥

হা বৃন্দারণ্য! চণ্ডাল হইতেও মহা অধম আমি তোমাতে কত কোটি কুকর্ম্মই না আচরণ করিতেছি? ঈশ্বরেরও শরণ গ্রহণ করি নাই—তুমি আমার কিছু বিধান করিবে কি? ১৫॥

হে বৃন্দাবন! অতি দুর্ল্লভপদ (ধাম) তোমাতে বাস করিবার জন্য আমার আশা, কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয় শত্রু হওয়াতে তাহাও এখন অতি দুর্ঘট হইয়াছে; হায়! আমার গতি কি হইবে? ১৬॥

আমার নরক কোটিই হউক, অভিলষিত প্রাপ্তি না-ই হউক, অথবা ঈশ্বর আমার প্রতি নির্দ্দয়ই হউন; আমার কিন্তু শ্রীরাধাপাদপদ্ম মাধুর্য্য

বৃন্দাবন ভ্রমণভঙ্গি মনোহরাঙ্গ্যাঃ
প্রেমাতুরে স্ফুরতু মে হৃদি রাধিকায়াঃ ॥১৮॥
কৈশোরকান্তি মদভঙ্গি তরঙ্গিতোরু-
মাধুর্য্যসিন্ধু বুড়িতা হরিভাবমূর্ত্তিঃ।
ভ্রূভঙ্গিমোন্নটন রঙ্গদনঙ্গ কোটিঃ
শ্রীরাধিকা রসময়ী হৃদি মে চকাস্তু ॥১৯॥
অঙ্গেঽঙ্গে যঃ সদাঽত্যুচ্ছলতি বলতি যো দিব্য কৈশোররূপে
যো দৃগ্‌ভঙ্গী-সলজ্জস্মিত মধুরতর শ্রীমুখেন্দুচ্ছটাসু।
যো বাঽঽশ্চর্য্যোক্তি গত্যাদ্যখিল রসধুরা চেষ্টিতে রাধিকায়া
স্তত্র তন্মাধুর্য্যসিন্ধৌ বুড়তু মম মনো ভাব-মাধুর্য্যধুর্য্যম্ ॥২০
তৎ কৈশোরং মহামোহন মধুর দশাশ্চর্য্য বত্তদঙ্গং
সাশ্চর্য্যাপাঙ্গভঙ্গী স চ মধুরক্রিয়া মোহনো মন্দহাসঃ।

লোভ যেন শিথিল না হয় ॥১৭॥

শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ ভঙ্গিমাজনিত মনোহর অঙ্গবিশিষ্টা শ্রীরাধার নূপুরের মনোহরতর ধ্বনি-যুক্ত পাদপদ্মের শোভা—শ্রীহরিরও মন এবং চক্ষুর অতি লোভনীয়। তাহা আমার প্রেমাতুর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হউক ॥১৮॥

কৈশোরের কান্তি-মদ-ভঙ্গী-রূপ--তরঙ্গময় পরিপূর্ণ--মাধুর্য্য--সমুদ্রে নিমগ্না যে হরিভাবমূর্ত্তি, (শ্রীহরির ভাবময়ী মূর্ত্তি)—যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমার নৃত্য মাত্রেই অনন্তকোটি কামদেব পর্য্যন্ত নৃত্যপরায়ণ হইয়া থাকে, সেই রসময়ী রাধিকা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ॥১৯॥

সদাসর্ব্বদা যাহা প্রতি অঙ্গে অতিশয় উচ্ছলিত হইতেছে, দিব্য কৈশোর রূপে যাহা নিত্য বৃদ্ধিশীল হইতেছে, নয়নভঙ্গিমাযুক্ত সলজ্জ হাসির মধুরতর শোভা বিশিষ্ট মুখচন্দ্রের দীপ্তিতে যাহা উদ্ভাসিত এবং আশ্চর্য্য উক্তি, গতি প্রভৃতির অখিল রসময় চেষ্টাতে যাহা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে—সেই যে শ্রীরাধার মাধুর্য্য-সমুদ্র, তাহাতে আমার ভাবমাধুর্য্যযুক্ত মন নিমগ্ন হউক ॥২০॥

তৎ সৌন্দর্য্যং স কান্তিপ্রসর উরুবিধা স্তেঽঙ্গভঙ্গোত্তরঙ্গা
স্তা স্তাঃ শ্যামানুরাগ প্রথমবিকৃতয়ো ভান্তু মে রাধিকায়াঃ ॥২১
সৌন্দর্য্যানন্তপূরৈঃ কনকমণি শিলা ঘৃষ্টকাশ্মীর গৌরৈ
রঙ্গৈরঙ্গৈঃ কিরন্তী মধুরতর মহাকান্তিসিন্ধূননন্তান্।
শ্যামপ্রেমাতিমাধ্বী মদ বিকৃতি বিচিত্রাকৃতিঃ সর্ব্বচেষ্টা-
মাধুর্য্যৈ রদ্ভুতৈ র্বিস্মিত মনসি সদোদেতু রাধেশ্বরী মে ॥২২
সর্ব্বাঽত্যুত্তমধামতোঽত্যুপরি ভাত্যানন্দ সাম্রাজ্যভৃদ্
বৃন্দারণ্যমিহৈব ভাতি সকলাশ্চর্য্যং কিশোরদ্বয়ম্।
তৎ প্রাণাত্ম মহা সুভাব ললিতাদ্যালীনিদেশে স্থিতো
যোঽন্তঃ শ্বেষ্টতনুঃ স্ফুরন্ রসময়ং চেষ্টেত তস্মৈ নমঃ ॥২৩

শ্রীরাধার সেই কৈশোর—মহামোহন মধুর দশার আশ্চর্য্যময় সেই সেই অঙ্গ, সেই আশ্চর্য্য অপাঙ্গভঙ্গী, সেই মধুর লজ্জাযুক্ত মোহন মন্দহাস্য, সেই সৌন্দর্য্য, সেই কান্তি-বিস্তার, সেই সেই বহুবিধ অঙ্গভঙ্গীর তরঙ্গ সমূহ, এবং সেই সেই শ্যামানুরাগের প্রথম বিকাররাশি—আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হউক ॥২১॥

অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রবাহময়-কনকমণিশিলায় ঘৃষ্ট কুঙ্কুমতুল্য গৌরাভা-যুক্ত মধুরতর অনন্ত মহাকান্তি সমুদ্র প্রতি অঙ্গেই বিকীরণকারিণী এবং শ্যামসুন্দরের প্রেমাতিশয্যরূপ মধুমদ বিকার হেতু বিচিত্র আকৃতিধারিণী প্রাণেশ্বরী রাধা সর্ব্বচেষ্টার অদ্ভুত মাধুর্য্যে সর্ব্বদা আমার মনকে বিস্মিত করিয়া উদয় লাভ করুন ॥২২॥

সকল অত্যুত্তম ধামের উপরে আনন্দ সাম্রাজ্যযুক্ত বৃন্দাবন শোভা পাইতেছেন—এই স্থানেই সর্ব্বাশ্চর্য্য যুগলকিশোর বিরাজমান আছেন—সেই যুগলকে প্রাণ স্বরূপ করিয়াছেন এমন যে উত্তম ভাববিশিষ্টা ললিতাদি সখীবর্গ-তাঁহাদের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া যিনি অন্তরে স্বীয় অভীষ্ট তনুর (স্বরূপদেহের) স্ফূর্ত্তিতে রসময় চেষ্টাবান্ হইতে পারেন, তাঁহাকে নমস্কার ॥২৩॥

মধুর রণন্মণিনূপুর রাধাপাদারবিন্দ সৌন্দর্য্যম্।
বৃন্দাবনভুবি সন্ততমনু চিন্তয়তো মম ক্ষণা যান্তু ॥২৪॥
সুস্নিগ্ধকান্তিধারা পরিমল সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যাদ্যৈঃ।
তদমেয়চরণকমলং রাধায়াঃ সুকলনূপুরং স্ফুরতু ॥২৫॥
অরুণতলমুপরি গৌরং মধুরৈর্লসিতৈর্হরের্মনশ্চৌরম্।
রাধায়া স্তুতি সুন্দর চরণসরোজং মনো জপতু ॥২৬॥
পাদাঙ্গুলীয় পাদাঙ্গদ নূপুর রত্ন রোচিষাং বীচীঃ।
রাধা-পদাব্জ ঈক্ষে নখমণিচন্দ্রোচ্ছলচ্ছটাচ্ছুরিতাঃ ॥২৭॥
কৃষ্ণেন্দিন্দিরলোভ্যং পুরুসৌরভ্যং নহীন্দিরা-লভ্যম্।
সান্দ্রানন্দমরন্দং পদারবিন্দং স্মরামি রাধায়াঃ ॥২৮॥
অতি মৃদুলাঙ্গুলি পল্লব বিলসন্নখচন্দ্রমণ্ডলং মধুরম্।
মণিমঞ্জীর মনোহর চরণযুগং মে চকাস্তু রাধায়াঃ ॥২৯॥

মধুর নিনাদযুক্ত মণিনূপুর ভূষিত শ্রীরাধা পাদপদ্মের সৌন্দর্য্য নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে এই বৃন্দাবন ভূমিতে আমার সময় অতিবাহিত হউক ॥২৪॥

সুস্নিগ্ধ কান্তিধারা, পরিমল, সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য প্রভৃতি গুণাঢ্য শ্রীরাধার সেই সুনিনাদি নূপুরভূষিত অনুপম চরণ যুগল আমার স্ফূর্ত্তি হউক ॥২৫॥

তলে অরুণিমা, উপরিভাগে গৌরবর্ণ এবং মধুর লাস্য দ্বারা শ্রীহরির মনচোর—শ্রীরাধার এবম্বিধ অতি সুন্দর চরণকমলকে আমার মন জপ করুক ॥২৬॥

শ্রীরাধার পাদপদ্মে পাদাঙ্গুলীয়, পাদাঙ্গদ ও নূপুর প্রভৃতির রত্নময় কিরণ সমূহের নখমণিচন্দ্র দ্বারা উচ্ছলিত কান্তি দ্বারা উদ্ভাসিত তরঙ্গ-রাজিকে দেখিতে ইচ্ছা করি ॥২৭॥

কৃষ্ণ ভ্রমরের লোভনীয়, কিন্তু লক্ষ্মীরও অলভ্য, বহু গন্ধ বিশিষ্ঠ এবং সান্দ্রানন্দরসযুক্ত শ্রীরাধার পাদপদ্মের স্মরণ করি ॥২৮॥

রাধাচরণরণন্মণি নূপুর মূকাকৃতাং হরে মুরলীম্।
বিফলিত তত্তৎ ফূৎকৃতি মখিল সখী সার্থ-হাসিনীং স্মরত ॥৩০
স্পর্শয়দাননলোচন হৃদয়ে জিঘ্রন্মুহুর্মুহুঃ কিমপি।
রাধা-সুরভি-সুশীতল-পদকমলং ধাম শোভতে শ্যামম্ ॥৩১॥
রাধাপদারবিন্দোচ্ছলদতি মাধুর্য্যসিন্ধু নিঃস্যন্দৈঃ।
মম হৃদয়ং লয়ময়তাং বৃন্দারণ্যে কদোন্মদ প্রণয়ম্ ॥৩২॥
বৃন্দাবনেঽতি মধুরাদ্ভুত লীলা রণিত মঞ্জু মঞ্জীরম্।
প্রসরন্নখমণিভাসং পদবিন্যাসং স্মরামি রাধায়াঃ ॥৩৩॥
বৃন্দাকাননকুঞ্জ বেশ্মসু সদা খেলৎ কিশোরদ্বয়ং
গৌরশ্যামলমুন্মদেন মদনেনাত্যন্তলোলং ভজে।

অতি মৃদুল অঙ্গুলি পল্লব বিশিষ্ট, নখচন্দ্ররাজিভূষিত, মধুর, মণিমঞ্জীর দ্বারা মনোহর শ্রীরাধা চরণ যুগল আমার হৃদয় মন্দিরে প্রকাশিত হউন ॥২৯॥

শ্রীরাধা চরণের শব্দায়মান মণিনূপুরের দ্বারা মূকীকৃত (শব্দরহিত) মুরলীতে বারম্বার ফুৎকার করিয়াও শ্রীহরি ব্যর্থ-মনোরথ হইলে তখন সমস্ত সখীমণ্ডলী হাস্য করিতে লাগিলেন—এই লীলাই তোমরা স্মরণ কর ॥

শ্রীরাধার সুগন্ধি সুশীতল পাদপদ্ম—নিজ বদন, লোচন ও হৃদয়ে স্পর্শ করাইয়াও মুহুর্মুহু ঘ্রাণ করিয়া করিয়া কোনও অনির্ব্বাচ্য শ্যাম-বিগ্রহ বিরাজমান আছেন ॥৩১॥

শ্রীরাধার পাদপদ্ম হইতে উচ্ছলিত মাধুর্য্য সমুদ্রের বিন্দু সমূহ দ্বারা কবে আমার প্রেমোন্মত্ত হৃদয় বৃন্দাবনে লয় হইবে ? ৩২ ॥

বৃন্দাবনে অতি মধুর অদ্ভুত লীলাবেশে ধ্বনিত মনোরম নূপুর শোভিত এবং নখমণি চ্ছটায় চারিদিক্ আলোকিতকারী শ্রীরাধার পাদবিন্যাসকে ধ্যান করিতেছি ॥৩৩॥

বৃন্দাবনের কুঞ্জ গৃহ সমূহে নিরন্তর খেলাপরায়ণ, গৌরশ্যামাত্মক যুগলকিশোরকে ভজন করি—তাঁহারা উন্মাদি মদন দ্বারা অতি চঞ্চল

স্বীয় স্বীয় কলা বিচিত্র সুরত ক্রীড়া প্রবন্ধৈ র্মিথো
বিস্মেরীকৃত মোহিত প্রহসিত প্রোৎসাহিতোন্মাদিতম্ ॥
শ্যামেনাহনৃজুনা কিমালি মম কিং ধৎসে সদা তাদৃশং
চন্দ্রাবল্যতিফুল্লিতেন মম কিং তাদৃগ্ দধাসি শ্রুতৌ।
বিম্বক্ চঞ্চল চঞ্চলেন মম কিং তাদৃগ্ বিনা ধ্যায়সে
রাধেত্যালি গিরা শ্চকাস্ত্যতিরুষা নীলাম্বুজৈ স্তাং ঘ্নতী ॥৩৫
ব্রহ্মাদ্যা অমরাঃ সুরাসুর নরা যেহন্যে চ যোগীশ্বরা
নো মায়াং যুবতীময়ীং ভগবত স্তর্ত্তুং সমুৎসেহিরে।
ক্ষোদীয়াং স্ত্বহমেতয়াহস্মি বিহিত শ্চাণ্ডাল-চাণ্ডালকঃ
স্বীকারে তব সাধুবৃন্দতিলকৈ র্বন্দ্যেয় বৃন্দাটবি ॥৩৬॥
বিচিত্র মণিমৌক্তিক প্রকর গুচ্ছ নানা মণি–
চ্ছটৌঘ কনক স্ফুরন্মুরলিকাং নিধায়াহধরে।

হইয়াছেন এবং স্বীয় স্বীয় কলা, বিচিত্র সুরত ক্রীড়াদি ব্যাপার দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিস্ময়ান্বিত ও মোহিত করিতেছেন, হাস্য করাইতে-ছেন, প্রোৎসাহিত ও উন্মাদিত করিতেছেন ॥৩৪॥

"হে সখি! কুটিল শ্যামসুন্দরের কি প্রয়োজন?" "ঐরূপ (শ্যামকে) তবে কেন হৃদয়ে ধরিতেছ?" "চন্দ্রাবলীর অতি আনন্দ হইলেই বা আমার কি?" "ঐরূপ চন্দ্র (স্বর্ণহার বা রক্তাভমুক্তা) সমূহ তবে কর্ণসমূহে ধারণ করিয়াছ কেন?" "সর্ব্বতোভাবে অতি চঞ্চল তাঁহারই বা কি প্রয়োজন?" "তবে ঐরূপ শ্যাম ব্যতীত অন্য কিছুর ধ্যান কর ত!"—সখীর এবম্বিধ প্রত্যুত্তর শ্রবণে রাধা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নীলপদ্ম সমূহ দ্বারা আঘাত করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥৩৫॥

ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ, সুরগণ (ইন্দ্রাদি সাধারণ দেবগণ, অসুরগণ, কি মনুষ্যগণ অথবা যোগীশ্বরগণ কেহই ভগবানের যুবতিস্বরূপা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অতি ক্ষুদ্রতর আমি ত এই মায়া কর্ত্তৃক মহাচাণ্ডালবৎ (অতি ক্রুরকর্ম্মাই) হইয়াছি; হে বৃন্দাটবি! এখন তুমি

সদা গৃণতি রাধিকোজ্জ্বল-যশাংসি বৃন্দাবনে
মনো মম মনোহরে ক্বচন ধামনি শ্যামলে ॥৩৭॥
একৈকাঙ্গপ্রোচ্ছলৎ স্বর্ণগৌর-
স্নিগ্ধানন্তজ্যোতি রাচ্ছাদিতাশা।
বৃন্দারণ্যে রূপশোভৈক সীমা-
কাঽপি শ্যামাত্মৈকচোরী কিশোরী ॥৩৮॥
হৈমাম্ভোজ দ্বিতয় মুকুলাপূর্ণ হেমৈকচন্দ্রা
মধ্যে শূন্যা তত উরুতরানন্তকান্তিং কিরন্তী।
বৃন্দারণ্যে কনকলতিকা শ্যামমেকং তমালং
দিব্যং কাঽপ্যুন্মদরসমহো বেষ্টতে কুঞ্জসীম্নি ॥৩৯॥
কর্ণালঙ্কৃত কর্ণিকার কুসুমং সংচুম্ব্য বিম্বাধরং
গায়দ্বেণু সুগন্ধরেণুবলিত শ্যামাভিরামাকৃতি।

আমাকে স্বীকার করায় সাধুগণও আমাকে বন্দনা করেন ॥৩৬॥

বিচিত্র মণি মুক্তা প্রবর সমূহ ও নানা মণিকান্তিযুক্ত স্বুবর্ণখচিত মোহনমুরলী অধরে স্থাপন করিয়া বৃন্দাবনে নিরন্তর রাধার উজ্জ্বল যশঃ সমূহ গান করিতেছেন—এবম্বিধ কোনও মনোহর শ্যামল বিগ্রহে আমার মন অবস্থান করুক ॥৩৭॥

এক এক অঙ্গের উচ্ছলিত স্বর্ণগৌর স্নিগ্ধ অনন্ত জ্যোতিতে দিঙ্-মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়াছেন—বৃন্দাবনে রূপশোভার একশেষ-পাত্র এক কিশোরী কোনও শ্যামাত্মার চুরি করিয়া বিরাজমানা আছেন ॥৩৮॥

হায়! বৃন্দারণ্যে কুঞ্জপ্রান্তে হেমপদ্মরূপ দুইটী মুকুল (স্তন) ও (মুখে) একটী পূর্ণ স্বর্ণচন্দ্র ধারণ পূর্ব্বক মধ্যদেশে অতি কৃশা হইয়াও তাহা হইতে বহুল কান্তিরাশি বিকীরণ করতঃ একটি স্বর্ণলতিকা কোনও একটি দিব্য উন্মদ-রস শ্যাম তমালকে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥৪৯॥

কর্ণিকার কুসুম দ্বারা যাঁহার কর্ণালঙ্কার নির্ম্মিত হইয়াছে—যাঁহার বিম্বাধর (গোপীগণ কর্ত্তৃক) সম্যক্ প্রকারে চুম্বনীয় হইয়াছে—যিনি

চূড়া লোল শিখণ্ডমুজ্জ্বলতড়িৎ পীতাম্বরং সুন্দরং
শ্রীরাধা-রাত-লম্পটং স্মর মন স্তদ্ধাম বৃন্দাবনে ॥৪০॥
জায়াদেকং দিশি দিশি মহা গৌরকান্তি প্রসারং
সারং প্রেমামৃতরস মহাবারিধে রত্ন্যদারম্ ।
বৃন্দারণ্যে বিবিধকলয়া মোহিনীবৃন্দ-সেব্যং
ধাম শ্যামচ্ছবি নব যুবৈকাত্মচোরং কিশোরম্ ॥৪১॥
নিত্যোন্মীলন্মধুর মধুরাশ্চর্য্য কৈশোর লক্ষ্ম্যা
নিত্যোদ্বর্দ্ধি স্মর রসমদা দঙ্গ বৈবশ্যভাজোঃ ।
শ্রীগান্ধর্ব্বামুরলিধরয়োঃ পশ্য সৌভাগ্যধাম্নো
বৃন্দারণ্যে মধুর মধুরা দৃষ্টিবাগঙ্গচেষ্টাঃ ॥৪২॥
দেহান্তঃকরণেন্দ্রিয়াদি সকলং তীব্রানুরাগান্মিথঃ
সংপ্রাপ্তৈক্য মিবাবহন্ নবনবাত্যাশ্চর্য্য কৈশোরকম্ ।

বেণুবাদন করিতেছেন—সুগন্ধ পুষ্পরেণু দ্বারা যাঁহার শ্যাম তনু অতীব মনোজ্ঞ শোভা ধারণ করিয়াছে—যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভিত, যিনি উজ্জ্বল তড়িদ্বর্ণ পীত বসন পরিধান করিয়াছেন—হে মন ! সেই শ্রীরাধা-রতিলম্পট সুন্দর বিগ্রহকেই বৃন্দাবনে স্মরণ কর ॥৪০॥

দিগ্বিদিকে মহা গৌরকান্তির বিস্তারকারী, প্রেমামৃত রস মহা-সমুদ্রের অতি মহাসার স্বরূপ, বৃন্দাবনে বিবিধ কলা দ্বারা মোহিনী (সখী) বৃন্দ কর্ত্তৃক সেবিত, শ্যামবর্ণ নব যুবকের চিত্তচোর এক কিশোর বিগ্রহ (শ্রীরাধা) জয়যুক্ত হউন ॥৪১॥

নিত্য প্রকাশমান মধুর মধুর আশ্চর্য্য কৈশোর শোভা দ্বারা নিত্য বৃদ্ধিশীল কামরস মদে বৈবশ্য প্রাপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট শ্রীগান্ধর্ব্বা ও মুরলীধর-রূপী সৌভাগ্যশীল বিগ্রহ-যুগলের বৃন্দাবনীয় মধুরতম দৃষ্টি, বাক্য ও অঙ্গ-চেষ্টা প্রভৃতি দর্শন কর ॥৪২॥

বৃন্দাবনে কদম্বকুঞ্জাভ্যন্তরে তীব্রানুরাগ বশতঃ পরস্পরের দেহ, অন্তঃকরণ প্রভৃতি সকলই সম্যক্ প্রকারে যেন ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছে—

ধামদ্বন্দ্ব মতীব মোহন মহো তদ্গৌরনীলং মুদা
বৃন্দারণ্য কদম্ব কুঞ্জ কুহরে কন্দর্পলোলং ভজে ॥৪৩॥
পূর্ণস্বর্ণ সুগৌরকান্তি জলধে স্তুঙ্গৈ স্তরঙ্গৈ র্দিশঃ
সিঞ্চন্তী নবযৌবনোন্মদ কলা সৌন্দর্য্য সম্মোহনী ।
স্বাদ্য প্রেম মহারসাত্মক তনুঃ সা শ্যাম-সঞ্জীবনী
বিদ্যা কাঽপি চকাস্তু মে হৃদি সদা বৃন্দাবনালঙ্কৃতিঃ ॥৪৪॥
জয়তি জয়তি রাধা প্রেম সারৈরগাধা
জয়তি জয়তি কৃষ্ণ স্তদ্রসা পারতৃষ্ণঃ ।
জয়তি জয়তি বৃন্দং সৎসখীনাং দ্বয়ৈক্যং
জয়তি জয়তি বৃন্দাকাননং তৎ স্বধাম ॥৪৫॥
নিত্যাদ্ভুতাদ্ভুত রসোৎসব নিত্য সঙ্গ—
নিত্যার্ত্তি নিত্য নব নিত্য কিশোর যুগ্মম্ ।

নব নবায়মান অতি আশ্চর্য্য কৈশোর বয়স্ক, অতীব মোহন গৌরনীল কামরস চঞ্চল সেই কিশোর দ্বয়কে আনন্দের সহিত ভজন করি ॥৪৩॥

পূর্ণ স্বর্ণ সুগৌর কান্তি সমুদ্রের অত্যুচ্চ তরঙ্গ দ্বারা দিক্ সমূহ সিঞ্চন করিতেছেন—নব যৌবনের কলাবিলাসাদির সৌন্দর্য্যে উন্মত্ত ও সম্মোহন করিতেছেন—এবম্ভূতা আস্বাদনীয় মহাপ্রেমরসাত্মক দেহশালিনী বৃন্দাবনের ভূষণ-স্বরূপিণী শ্যামসঞ্জীবনী কোনও অপূর্ব্ব বিদ্যা নিত্যই আমার হৃদয়ে উদ্ভাসিত থাকুন ॥৪৪॥

প্রেমসারে অগাধ রাধার জয় হউক জয় হউক ! তদীয় রসের অপার তৃষ্ণার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক জয় হউক !! যুগলের ঐক্য (মিলন) আকাঙ্ক্ষী সখীবৃন্দ জয়ী হউন জয়ী হউন !!! আর উহাঁদের স্বীয় ধাম বৃন্দাবনও জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন ॥৪৫॥

নিত্য অদ্ভুততম রসোৎসব পূর্ণ, নিত্য মিলন ও নিত্য বিরহদশা-গ্রস্ত, নিত্য-নবীন নিত্য-কিশোর, মোহন রূপ শোভা বিশিষ্ট কোনও অনির্ব্বাচ্য গৌরনীলাত্মক যুগল বিগ্রহ বৃন্দাবনে আমার লোভ

তদ্গৌরনীলমতি মোহন রূপ শোভং
বৃন্দাবনে কিমপি লোভয়তে মনো মে ॥৪৬॥
বিচিত্র নব চাতুরীকৃত বিচিত্র রত্ন্যুৎসবং
বিচিত্র তনু কান্তিভিঃ কৃত বিচিত্র কুঞ্জোদরম্।
বিচিত্র নব কেশভৃন্নব বিচিত্র কৈশোরকং
বিচিত্রয়তি মে মনো দ্বয়মিদং বিচিত্রং মহঃ ॥৪৭॥
চৈতন্যামৃত চন্দ্রিকাম্বুধি মতি স্বচ্ছং প্রকৃত্যন্তকে
দ্বৈতৈঃ শূন্য মনন্তপার পরমানন্দৈক সারং স্মর।
ঐশং জ্যোতি রিহানুভূয় কলয় শ্রীকামবীজাত্মকং
জ্যোতিস্তত্রঘনং মহামধুরিম প্রেক্ষস্ব বৃন্দাবনম্ ॥৪৮॥
নানাবর্ণমণিচ্ছটাম্বুধিঘনং বল্লিদ্রুমৈঃ শোভিতং
শাখাপল্লব পত্রগুচ্ছমুকুলৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈ শ্চাদ্ভুতৈঃ।
নানারত্নময়ৈঃ খগৈর্মৃগকুলৈঃ কীরৈ র্ময়ূরৈঃ পিকৈ
গুঞ্জদ্ভৃঙ্গগণৈঃ সরোবর সরিচ্ছৈলাদিভি শ্চাদ্ভুতম্ ॥৪৯॥

জন্মাইতেছেন ॥৪৬॥

যাঁহারা বিচিত্র নব চাতুরী দ্বারা বিচিত্র রত্ন্যুৎসব সমাপন করিতেছেন—বিচিত্র দেহকান্তি দ্বারা কুঞ্জাভ্যন্তর বিচিত্রিত করিতেছেন—বিচিত্র নব কেশধারী—বিচিত্র কৈশোর শোভিত—এই বিচিত্র যুগল কিশোর আমার মনকেও বিচিত্রিত করিতেছেন ॥৪৭॥

প্রকৃতি পারস্থিত দ্বৈত ভাবশূন্য অনন্ত অপার পরম আনন্দের সার ও অতি স্বচ্ছ চৈতন্যামৃত জ্যোৎস্না সমুদ্র স্মরণ কর। এই স্থানে ঐশ্বরিক জ্যোতির অনুভব করিয়া তৎপরে শ্রীকামবীজাত্মক মহা মাধুর্য্যময় জ্যোতির দর্শন লাভ কর; তথায় শ্রীবৃন্দাবন প্রেক্ষণ কর ॥৪৮॥

নানাবর্ণ মণির ঘন কান্তি সমুদ্র,—শাখা পত্র পল্লব মুকুল পুষ্প-ফলাদিযুক্ত অদ্ভুত লতা বৃক্ষ শোভিত,—নানা রত্নময় পশুপক্ষী, শুক, ময়ূর,

নানারত্নময় স্থলীভি রমিতামোদাভি রত্যদ্ভুত-
ক্রীড়া কুট্টিম কোমলাভি রমিতা কুঞ্জাবলী মঞ্জুভিঃ।
নিত্যোৎসর্পি পরাগপুঞ্জ মকরন্দৌঘৈ র্মহাসুন্দরং
সান্দ্রানন্দ মহারসেন বিবশীকুর্ব্বৎ সহেশং জগৎ ॥৫০॥
কালিন্দ্যাঃ কলহংস সারস লসৎকারণ্ডবাদ্যৈঃ খগৈ
রাশ্চর্য্যৈঃ পরিঘুষ্টয়া দ্বিজকুলৈ র্মত্তালি ঝঙ্কারয়া।
কহ্লারৈঃ কমলৈঃ সদা বিকশিতৈ র্দিব্যৈ র্বিচিত্রোৎপলৈ
র্ভ্রাজন্ত্যা পুলিনশ্রিয়া মণিতটোদ্দীপ্তশ্রিয়া চাবৃতম্ ॥৫১॥
তস্যাঃ প্রোজ্জ্বলনির্ম্মলাদ্ভুত রসানন্দৈক সন্দোহবাঃ-
পূরায়া স্তটরত্নভূমি লসিতোত্তুঙ্গা কদম্বাটবী।
তৎসংসর্গি সুগন্ধমন্দ শিশিরৈ র্মন্দানিলৈ র্লালিতা
তত্রাভাতি নিকুঞ্জপুঞ্জ মুদয়ৎ কন্দর্পপুঞ্জং সদা ॥৫২॥

কোকিল ও গুঞ্জনকারী ভৃঙ্গ প্রভৃতিতে এবং সরোবর নদী পর্ব্বতাদিতে অদ্ভুত—এই বৃন্দাবন ॥৪৯॥

অপরিসীম আনন্দদায়ক নানা রত্নময় স্থলে, অত্যদ্ভুত ক্রীড়াভিত্তির কোমলতায়, অসীম কুঞ্জরাজির মনোজ্ঞতায়, নিত্য উড্ডীয়মান পরাগপুঞ্জে ও রস প্রবাহে মহাসুন্দর এই বৃন্দাবন—সান্দ্রানন্দ মহারস দ্বারা ঈশ্বর সহিত সমস্ত জগতকেই বিবশীকৃত করিতেছেন ॥৫০॥

কালিন্দীর কলহংস সারস ও মনোহর কারণ্ডবাদি বিহগ সমূহ দ্বারা এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আশ্চর্য্য পক্ষিসমূহ দ্বারা নিনাদিত—মত্ত ভ্রমরের ঝঙ্কারে শব্দায়মান—সদা প্রস্ফুটিত কহ্লার, কমল, দিব্য বিচিত্র উৎপল প্রভৃতি শোভিত পুলিনের সৌন্দর্য্যে ও মণিবদ্ধতটোদ্ভাসিত শোভায় আবৃত—এই বৃন্দাবন ॥৫১॥

প্রোজ্জ্বল নির্ম্মল অদ্ভুত রসানন্দ রাশিরূপ জল পূরিত কালিন্দীর তটে রত্নভূমিতে উচ্চ কদম্ববন প্রকাশিত হইতেছে—যমুনা সংস্পর্শে সুগন্ধ শীতল মৃদুল বায়ু দ্বারা ঐ কদম্বকানন স্নিগ্ধ হইতেছে; সেই স্থানে নিত্য

তত্রানঙ্গ রসোন্মদৈক সহজা বাশ্চর্য্য কৈশোরকা-
বাশ্চর্য্যোজ্জ্বল গৌরনীল মধুরাকারৌ মহামোহনৌ ।
বেণীদণ্ড শিখণ্ড মণ্ডিত মহাচূড়ামণী-হারিণৌ
রাধা-মাধব নাম নাগরবরৌ লাবণ্য মূর্ত্তী স্মর ॥৫৩॥
পূর্ণাস্বাদ্য বিশুদ্ধভাব বপুষো রঙ্গেষু যা মাধুরী--
ধারা যেঽদ্ভুত ভঙ্গিমান উরুধা যঃ কান্তিপূরোদয়ঃ ।
যা নেত্রাঞ্চলচাতুরী স্মিত-পরিপাটী চ যা বা মিথো
যা গোষ্ঠী চ রহঃ সুনর্ম্মমধুরা ভাবেঽখিলং ভাবয় ॥৫৪॥
দাসীমণ্ডল ইন্দুকোটি বদনে শ্রীরাধিকায়াঃ পদা--
ম্ভোজভ্রাজদপার মাদক রস জ্যোতি ঘ´নৈকাকৃতৌ ।
আশ্চর্য্যাকৃতি বর্ণভেদ মধুরে হত্যাশ্চর্য্য নানা কলা--
নির্ম্মাতর্য্যতি নূত্ন যৌবন বয়ো নানাবিচিত্র ক্রমে ॥৫৫॥
মূর্ত্তিং কাঞ্চন কাঞ্চনদ্রবরুচিং সৌম্যাং মহাসুন্দরীং
প্রত্যঙ্গোচ্ছলদন্তপার রহিত স্নিগ্ধাচ্ছ গৌরচ্ছটাম্ ।

কামরাশির উদ্দীপক নিকুঞ্জপুঞ্জ দৃষ্ট হইতেছে ॥৫২॥

সেইস্থানে সহজ অনঙ্গৈক-রসোন্মত্ত, আশ্চর্য্য কৈশোর বয়স্ক, আশ্চর্য্য গৌরনীলাকৃতি, মহামোহন, বেণীদণ্ড ও ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মহাচূড়ামণিধারী মনোহর রাধামাধব নামক লাবণ্য মূর্ত্তি নাগর-শ্রেষ্ঠ যুগলকিশোরের স্মরণ কর ॥৫৩॥

পূর্ণ আস্বাদ্য বিশুদ্ধ ভাবযুক্ত দেহধারী যুগলের অঙ্গে অঙ্গে যে মাধুর্য্য ধারা, যে অদ্ভুত ভঙ্গিমা বহুবিধ কান্তি রাশির যে উদয়, যে নেত্রাঞ্চল চাতুরী, যে মৃদু মধুর হাস্য পরিপাটী এবং পরস্পরের যে নর্ম্ম-মধুর নির্জ্জন সংলাপ—তৎ সমস্তই চিত্তে ভাবনা কর ॥৫৪॥

শ্রীরাধা পাদপদ্মের অসীম মাদক মহাজ্যোতির ঘন আকৃতি বিশিষ্ট—চন্দ্রকোটি বদন—আশ্চর্য্য আকৃতিও বহুবিধ বর্ণ দ্বারা মধুর—অতি আশ্চর্য্য নানা কলা নিম্মাতা অতি নব্য যৌবন বয়স্ক ও নানাবিধ

কৈশোরেণ মনোহরা মুরসিজ স্বর্ণাব্জ কোশদ্বয়ীং
সম্বীতাম্বরকঞ্চুকেন বিলদ্ধারাবলীং বিভ্রতীম্ ॥৫৬॥
মধ্যে কেশরিবৎ কৃশাং পৃথুকটিং চিত্রোর্শ্মিমচ্ছাটিকাং
দোর্বল্লী বিলসন্মহাদ্ভুত মণী কেয়ূর চূড়াবলিম্ ।
কর্ণোর্দ্ধাদ্ভুত কর্ণপূর বিলসত্তাটঙ্ক দিব্যচ্ছটাং
শ্রীনাসাতিল পুষ্পরত্ন কনকাবদ্ধ স্ফুরন্মৌক্তিকাম্ ॥৫৭॥
দীপ্যদ্দাড়িম বীজ পংক্তিদশনাং মাধুর্য্যবণ্যাবুড়–
দ্বিম্বৌষ্ঠীং মদখঞ্জরীট নয়নাং কন্দর্পচাপভ্রুবম্ ।
ভ্রাজৎকাঞ্চন পদ্মকোশ বদনা নন্তেন্দু কোটিচ্ছবিং
ভঙ্গী কোটি মহামনোহর নব স্বর্ণৈক বল্লী তনুম্ ॥৫৮॥

বিচিত্র শক্তি ধর—শ্রীদাসী মণ্ডল ॥৫৫॥

সেই দাসীমণ্ডলে কোনও গলিত কাঞ্চনবৎ বর্ণশীলা এক সৌম্য মহা সুন্দরী মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার প্রতি অঙ্গে অনন্ত অসীম স্নিগ্ধ নির্ম্মল গৌরকান্তি প্রস্ফুরিত—সেই মূর্ত্তি কৈশোর-মনোহরা, স্তন যুগল রূপ স্বর্ণপদ্ম কোশধারিণী, সুন্দর বস্ত্র ও কঞ্চুকের সহিত বিচিত্র হারাবলি ধারিণী—॥৫৬॥

তাঁহার মধ্যদেশ সিংহীবৎ কৃশ, কটি পৃথুল, পরিধানে বিচিত্র তরঙ্গযুক্ত শাটী, বাহুলতায় মহাদ্ভুত মণি, কেয়ূর ও চূড়া প্রভৃতি বিরাজ করিতেছে—কর্ণের উর্দ্ধে অদ্ভুত কর্ণপূর ও তৎ নিম্নে তাটঙ্কের দিব্য চ্ছটা বিস্তৃত হইতেছে, শ্রীনাসা তিলকুসুমবৎ ও তাহাতে রত্ন কনক নিবদ্ধ মুক্তা শোভিত আছে—॥৫৭॥

তাঁহার দশনপংক্তি দীপ্ত দাড়িম্ববীজবৎ, বিম্বোষ্ঠ মাধুর্য্য বণ্যায় নিমজ্জিত, নয়নযুগল মত্তখঞ্জরীটবৎ, ভ্রূযুগল কন্দর্পচাপবৎ, দেদীপ্যমান স্বর্ণপদ্ম কোশ রূপ বদন হইতে অনন্ত চন্দ্রকান্তিবৎ কোটি কোটি ছবি উদ্ভাসিত হইতেছে—এবং ভঙ্গীকোটি দ্বারা মহামনোহর নূতন স্বর্ণলতাবৎ দেহ ধারিণী—॥৫৮॥

কূজন্নূপুর কিঙ্কিণীগণ ঝনৎকারৈর্ম হা মঞ্জুলাং
প্রেয়ঃ কর্ম্মসুসন্ত্রমেণ প্রণয়াদ্ যান্তীং সদেতস্ততঃ।
আলোলাঞ্চল গুচ্ছনীল সুতনূন্মীলন্নিচোলাবৃতাং
ব্রীড়া ভঙ্গিম মন্দহাস কুটিলেক্ষাদি স্বভাবাদ্ভুতাম্ ॥৫৯॥
প্রোদঞ্চৎ পুলকাবলিং মুহুরতি স্নেহা ন্নিজপ্রেষ্ঠয়ো
স্তত্তদ্‌গূঢ়তদিঙ্গিতাঽনুসরণৈঃ সন্তোষ-বণ্যাকরীম্।
রাধা পক্ষ পরিগ্রহেণ দধতীং নর্ম্মক্রিয়া দক্ষতাং
শ্রীশ্বর্য্যাশ্চরণৈক সঙ্গততয়া নিত্যস্থিতাং তৎপরাম্ ॥৬০॥
মন্ত্রাদৌ মৃদুশীতলামৃত গিরা সংপৃচ্ছমানাং কচিৎ
সর্ব্বালীঃ পরিবঞ্চ্য কেলিঘটনায়াদিশ্যমানাং ক্বচিৎ।
উক্ত্বা কিঞ্চন কর্হিচিৎ প্রিয়মনুং প্রেম্নৈব সংপ্রেষিতা-
মানন্দাম্বুনিধাবগাধ মধুরে নির্ম জ্য রোমাঞ্চিতাম্ ॥৬১॥

শব্দায়মান নূপুর ও কিঙ্কিণী সমূহের ঝনৎকারে মহা মনোজ্ঞা, প্রিয়তমযুগলের কার্য্য-গৌরবে প্রণয় বশতঃ নিত্য সঞ্চারিণী, ঈষদান্দোলিত অঞ্চল গুচ্ছের নীলাভাযুক্ত সুন্দর দেহে প্রকাশমান নিচোল দ্বারা আবৃতা, লজ্জা ভঙ্গিমা মন্দহাস্য ও কুটিলেক্ষণ ইত্যাদি অদ্ভুত স্বভাব বিশিষ্টা—॥৫৯॥

নিজ প্রিয়তম যুগলের অতি স্নেহে মুহুর্মুহু পুলকাবলি ধারণ করিতেছেন—উভয়ের নিগূঢ় ইঙ্গিতের অনুসরণ দ্বারা সন্তোষ বণ্যা প্লাবন করিতেছেন—রাধা পক্ষপাতী হওয়ায় নর্ম্ম (পরিহাস) ক্রিয়াদিতে সবিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছেন; শ্রীপ্রাণেশ্বরীর চরণ সেবায়ই নিযুক্ত থাকায় নিত্য তৎপরা হইয়া অবস্থিত আছেন ॥৬০॥

কখনও বা মন্ত্রণাদিতে মৃদু শীতল বাক্যামৃত দ্বারা কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কখনও বা সকল সখীগণকে বঞ্চনা করিয়া করিয়া ইহাঁকেই কেলিবিলাসাদির ঘটনা করিতে আদেশ করা হইয়াছে—কখনও বা কোনও প্রিয় মন্ত্র (গুপ্ত রহস্য) বলিয়া দিয়া প্রীতিভরেই সংপ্রেষিত হইতেছেন—কখনও অগাধ মধুর আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রোমাঞ্চিত হইতেছেন ॥৬১

ক্বাপ্যুদ্বর্ত্তনকারিণীং ক্বচন সদ্গন্ধোদকৈঃ স্নাপনাং
বস্ত্রালঙ্কৃতি গন্ধমাল্য-বিভবৈঃ সংরাধয়ন্তীং ক্বচিৎ।
সংভোজ্য ক্বচনামৃতং প্রবিলসত্তাম্বূলকর্পূরদাং
ক্বাপ্যঙ্ঘ্রিদ্বয়লালনীং মৃদুপটৈঃ সদ্বীজনৈঃ স্বাপিনীম্ ॥৬২॥
ক্বাপি শ্যামলসঙ্গ খেলন মহারঙ্গং সমাতন্বতীং
ভৃঙ্গার-ব্যজনাদিভি র্বিজয়িনাং কুত্রাপ্যনুপ্রস্থিতাম্।
উক্তে কিঞ্চিদনুক্তএব কিমপি প্রেম্নাঽহনিশং কুর্ব্বতীং
রাধায়াঃ প্রিয়মেব পূর্ণপরমানন্দে বুড়ন্তীং মুহুঃ ॥৬৩॥
শ্রাবং শ্রাবমতি স্মরাকুলহৃদো স্তা স্তা রহঃ সম্বিদ
স্তা স্তাঃ সুন্দর দৃষ্টি গাত্রবিকৃতী স্তা স্তা বিচিত্রা স্তয়োঃ।
বৈদগ্ধী র্নবসঙ্গমেষু মধুরা স্তা স্তা বিচিত্রচ্ছবী
বীক্ষ্যানন্দ মহারসোচ্ছলনতো নাঙ্গানি ধর্ত্তুং ক্ষমাম্ ॥৬৪॥

কখনও বা উদ্বর্ত্তন করিতেছেন—কখনও বা সুগন্ধিজলে স্নান করাইতেছেন—কখনও বা বসন ভূষণ গন্ধমাল্যাদি সম্পত্তি দ্বারা সম্যক্ আরাধনা করিতেছেন—কখনও বা সুধা ভোজন করাইয়া উত্তম তাম্বূল কর্পূরাদি দান করিতেছেন—কখনও বা পাদপদ্মযুগল লালন করিতেছেন—কখনও বা মৃদুপটান্বিত বীজন দ্বারা নিদ্রালু করিতেছেন—॥৬২॥

কখনও বা শ্যামলসুন্দরের সহিত খেলার জন্য মহারঙ্গ বিস্তার করিতেছেন—ভৃঙ্গার ব্যজনাদি হস্তে কোথাও বা পশ্চাদ্গামিনী হইয়া বিজয় করিতেছেন—কিছু বলিলে বা কিছু না বলিলেও অনবরত প্রেমের সহিত শ্রীরাধার প্রিয় কোনও (সেবা) কার্য্য করিয়া পূর্ণপরমানন্দে নিমগ্ন হইতেছেন—॥৬৩॥

অতি কামাকুল চিত্ত যুগলকিশোরের সেই সেই নির্জন সংলাপ শ্রবণ করিয়া করিয়া, এবং সেই সেই সুন্দর নয়ন ও গাত্র বিকৃতি প্রভৃতি, সেই সেই বিচিত্র বৈদগ্ধী ও নব সঙ্গমজ মধুর কান্তিরাশি দর্শন করিয়া করিয়া মহারসের উচ্ছলনে নিজাঙ্গ স্থির রাখিতে পারিতেছেন না—॥৬৪॥

এবং নিত্য মনুস্মর ন্ননুস্মরন্ রাধাপদাম্ভোরুহ-
চ্ছায়ামেব তয়োঃ সদৈব রসনাং নামামৃতৈঃ পূরয়ন্।
স্ত্রী-তৎসঙ্গিবিদূর এব বিচরন্নত্যুৎকটত্বং নয়ন্
বৈরাগ্যং ক্রমশো বসত্যতিকৃতী কোঽপ্যত্র বৃন্দাবনে ॥৬৫॥
[৫৫—৬৫ কুলকম্]

দিনে দিনেঽতি বর্দ্ধিষ্ণু মহাভক্তি বিরক্তিমান্।
কোঽপি বৃন্দাবনে ধন্যো ভাতি রাধাপদাশ্রিতঃ ॥৬৬॥

রাধাকৃষ্ণ সুতত্ত্ববোধ বিগত ব্যর্থোরুশাস্ত্রশ্রমঃ
শ্রীরাধাচরণারবিন্দ সহজ-স্বাত্মৈক্যভাবোজ্জ্বলঃ।
বৈরাগ্যেণ বলীয়সা নহি মনাগ্ দেহস্থিতা বপ্যহো
জাতেহঃ সকলপ্রিয়ো নিবসতি শ্রীধাম্নি বৃন্দাবনে ॥৬৭॥

আয়াতং ন কুতশ্চন ক্বচন নো গন্তৃ স্মরৈকাম্বুধৌ
পারাবার বিবর্জ্জিতেঽতি বিষমেঽনাদ্যন্তকালং লুঠৎ ;

এই প্রকারে রাধা পাদপদ্ম কান্তিরই নিত্য অনুস্মরণ করিয়া করিয়া,—যুগলের নামামৃতে নিত্যই রসনা পূর্ণ করিয়া করিয়া—স্ত্রী ও তৎসঙ্গী হইতে বিদূরে থাকিয়াও ক্রমশঃ অতি তীব্র বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া—অতিশয় সুকৃতি (ভাগ্যবান্) কোনও পুরুষ বৃন্দাবনে বাস করেন ॥৬৫॥

দিন দিনই অতি বৃদ্ধিশীল মহাভক্তি ও বৈরাগ্যশীল কোনও ধন্য পুরুষ রাধাপদাশ্রিত হইয়া বৃন্দাবনে বিরাজমান আছেন ॥৬৬॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুতত্ত্ব-বোধ হইতে বহু শাস্ত্রাভ্যাস জনিত ব্যর্থশ্রম সমস্ত দূর হইয়াছে—শ্রীরাধাচরণ পদ্মে নিজ প্রাণের সহজ একান্ত ভাবে সমুজ্জ্বল, হায়! তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ দেহ রক্ষার জন্যও বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সকলপ্রিয় কোনও (ভাগ্যবান্) ব্যক্তি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করেন ॥৬৭॥

কোথাও হইতে আসেনও নাই—কোথাও যান নাই,—অনাদি অনন্তকাল যাবৎ পারাবারহীন অতি বিষম কামরস সমুদ্রে মজ্জন

গৌরশ্যামলদিব্যকান্তি সহজাত্যাশ্চর্য্য-কৈশোরকং
যত্রাস্তে মিথুনং মিথোঽঙ্গমিলনাজ্জীবন্নু ম স্তদ্বনম্ ॥৬৮॥
পূর্ণস্বাদ্যবিশুদ্ধভাবময় চিন্মূর্ত্তি মহামোহনৌ
কৈশোরাদ্ভুত রূপকান্তি গতি দৃগ্বাগঙ্গভঙ্গ্যাদিভিঃ।
কামোন্মদ মহাবিকার পরমাশ্চর্য্যাকৃতী নিঃসমো-
র্দ্ধাভিঃ সুন্দরতাভি রাশ্রয় বরৌ বৃন্দাবনে দম্পতী ॥৬৯॥
সৌন্দর্য্যৌঘ মহাচমৎকৃতি রহো মাধুর্য্যসীমা পরা
লাবণ্যামৃত চন্দ্রিকা জলনিধেঃ কোঽপ্যদ্ভুতঃ সংপ্লবঃ।
অত্যাশ্চর্য্য মহানুরাগবিভবঃ কন্দর্পলীলাবধি
বৃন্দারণ্য উদেতি নূতন-বয়াঃ প্রাণো মম দ্ব্যাত্মকঃ ॥৭০॥
শ্রীবৃন্দাবন মেকভাব সদখণ্ডে কানুরাগোন্মদং
কন্দর্পৈক কলা চমৎকৃত মহানন্দোর্ম্মি দোলায়িতম্।

করিতেছেন—এবম্বিধ সাহজিক অতি আশ্চর্য্য কৈশোর-বয়স্ক গৌরশ্যাম দিব্য কান্তিধারী যুগলকিশোর মিলিত-দেহ হইয়া যে স্থানের প্রাণ স্বরূপ হইয়া আছেন—সেই বৃন্দাবনকেই নমস্কার করি ॥৬৮॥

কিশোর বয়সের অদ্ভুত রূপ, কান্তি, গতি, দৃষ্টি, বাক্য ও অঙ্গভঙ্গিমা প্রভৃতি অসমোর্দ্ধ সুন্দরতা রাশি দ্বারা পূর্ণ আস্বাদনীয়, বিশুদ্ধ ভাবময়, চিন্মূর্ত্তি মহা মোহন, কামোন্মদ মহাবিকারগ্রস্ত পরমাশ্চর্য্যাকৃতি বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ যুগলকিশোরকে বৃন্দাবনে আশ্রয় কর ॥৬৯॥

অহো! সৌন্দর্য্যরাশির মহাচমৎকার, মাধুর্য্যের শেষসীমা, লাবণ্যামৃত চন্দ্রিকা সমুদ্রের কোনও অদ্ভুত বণ্যা, অতি আশ্চর্য্য মহানুরাগ সম্পত্তি, কন্দর্পলীলার পরাকাষ্ঠা, নবীন বয়স্ক আমার দ্ব্যাত্মক প্রাণ (দেহদ্বয় বিশিষ্ট এক প্রাণ) বৃন্দারণ্যে উদিত হইতেছেন ॥৭০॥

শ্রীবৃন্দাবন—এক ভাবময় অখণ্ড অনুরাগভরে উন্মত্ত—একমাত্র কন্দর্পকলা চমৎকার রাশির মহানন্দ তরঙ্গ দ্বারা আন্দোলিত—অদ্ভুত বয়স, রূপ ও ছবির একমাত্র বিশ্রান্তি স্থল—তত্রত্য এক হৃদয়-প্রাণ স্বভাব

বিশ্রান্তিস্থলমেক মদ্ভুত বয়োরূপ চ্ছবীনামহং
গৌরশ্যামমুপাস এক হৃদয়-প্রাণং কিশোরদ্বয়ম্ ॥৭১॥
পরস্পর কথা সুধারস নিমগ্নকর্ণা স্তয়োঃ
পরস্পর বিলোকনাদ্যুদিত রূপলীলেক্ষণাঃ।
পরস্পর সমাগমোৎসব রসাতিমত্তান্তরাঃ
স্মরামি হরিরাধয়ো র্নব নিকুঞ্জখেলাঃ সখীঃ ॥৭২॥
যদ্ যদ্ধার্ষ্ট্য বিজৃম্ভিতং স্মর-রসাত্যুন্মাদিনঃ শ্রীহরেঃ
প্রত্যাখ্যান বিলজ্জিতৈ র্বিলসিতং যদ্ যদ্ বিশাখাত্মনঃ।
বৈদগ্ধী মধুরং তয়ো র্বিলসিতং যদ্ যন্নবে সঙ্গমে
তদ্ বৃন্দাবনমাবসন্ হৃদি মহাভাবেহনিশং ভাবয়ে ॥৭৩॥
ব্রহ্মাখ্যং ধাম বিষ্ণো র্বহতি হৃদি সদা যঃ স পূজ্যোহত্র লোকে
মূর্ত্তিং বাং কাঞ্চিদেবার্চ্চয়তি ভগবতো যঃ স তস্য প্রিয়াত্মা।
সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং ভজতি য উরুভিঃ সোহনুভাবৈ রতুল্যঃ
মচ্চেত স্ত্বেষ জন্মে ত্যজতি রসিকরাড্ নৈব বৃন্দাবনং যঃ ॥৭৪

গৌরশ্যাম কিশোর দ্বয়ের আমি উপাসনা করিতেছি ॥৭১॥

যুগলের পরস্পর কথা—সুধারসে কর্ণ যাঁহাদের নিমগ্ন—পরস্পর বিলোকনাদিতে যাঁহাদের রূপ,লীলা ও চক্ষু প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—পরস্পরের সমাগমোৎসবরসে যাঁহাদের অন্তর অতিশয় উন্মত্ত হইয়া থাকে—শ্রীহরিরাধার নব নিকুঞ্জখেলা পরায়ণা সেই সখীদিগকে স্মরণ করি ॥৭২॥

কামরসের অতিশয় উন্মত্ত শ্রীহরির যে সকল ধৃষ্ট চেষ্টা—প্রত্যাখ্যান দ্বারা বিশেষ লজ্জা পাইলেই সেই ভিক্ষুক-স্বভাব শ্রীহরির যে-যে বিলাসাদি-নব সঙ্গমে উভয়ের যে-যে বৈদগ্ধী-মধুর কেলিপ্রসঙ্গ—তৎ সমস্তই বৃন্দাবনে বাস করিয়া মহাভাবযুক্ত হৃদয়ে অনবরত যেন চিন্তা করিতে পারি ॥৭৩॥

যিনি শ্রীনারায়ণের ব্রহ্মাখ্য প্রকাশ মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি এই জগতে পূজ্য হন ; যিনি যে কোনও ভগবন্মূর্ত্তি অর্চ্চনা করেন,

ভূ ভূরেবাত্র যেষাং জলমপি চ জলং শাখিবল্ল্যো দ্রুবল্ল্যো
জ্যোৎস্নাদি জ্যোতিরাদ্যং খগপশু মনুজাদীনি পক্ষ্যাদিকানি
শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণ এবাখিল দনুজরিপূ রাধিকা রাধিকৈব
ব্যুহ্যালং তেন বৃন্দাবনমনু মম কাপ্যস্তু দিব্যানুভূতিঃ ॥৭৫॥
শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্বমস্তু হৃদি মে শশ্বন্মহামাধুরী–
পূরং পূর্ণবিশুদ্ধমন্মথ রসৈকোদ্দীপকং মোহনম্ ।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র তত্ত্বমপি মে কন্দর্পলীলারসৈ–
কাত্ম স্ফূর্ত্তিমুপৈতু সাঽস্য বিমলা রাধাঽপি পূর্ণা রতিঃ ॥৭৬॥
অনন্তৈ র্মাধুর্য্যৈ র্ভরিত নব কৈশোর বয়সৌ
মহাগৌরশ্যাম প্রবিলসদনন্তচ্ছবিনিধী ।

তিনি ভগবৎ প্রিয়ই (প্রিয়াত্মা) হন ; যিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বহু অনুভাব সহকারে ভজনা করেন, তিনি অতুল্য হন—আমার চিত্ত কিন্তু তিনিই হরণ করিয়াছেন, যে রসিকরাজ কখনও বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না ॥৭৪॥

এখানকার ভূমিতে যাহাদের (সামান্য) ভূমি বুদ্ধি, জলে (সামান্য) জল বুদ্ধি, বৃক্ষলতায়ও তদ্রূপ বুদ্ধি, জ্যোৎস্নাদিতে সামান্য জ্যোতির্ম্মাত্র জ্ঞান, বিহগ, পক্ষী ও মনুষ্যাদিতেও (সামান্য) পক্ষ্যাদি জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দৈত্য বিনাশী কৃষ্ণই এবং রাধিকা সাধারণী আরাধিকা-এইমতি যাহাদের আছে—তাহাদের সহিত তর্ক করিয়া কোনও লাভ নাই ; কিন্তু এবম্বিধ বৃন্দাবনেই আমার কোনও দিব্যানুভূতি হউক ॥৭৫॥

আমার হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব অবিনশ্বর মহা মাধুর্য্য প্রবাহী পূর্ণ বিশুদ্ধ রসেরই একমাত্র উদ্দীপক ও মোহন বলিয়াই প্রতিভাত হউন—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র তত্ত্বও কন্দর্পলীলারসেরই একমাত্র স্ফূর্ত্তিশীল বস্তু রূপে এবং বিমলা শ্রীরাধাও পরিপূর্ণ রতি-স্বরূপিনী বলিয়াই অদ্য আমার মনে উদিত হউন ॥৭৬॥

অনন্ত মাধুর্য্যপূর্ণ, নব কৈশোর বয়স্ক, মহাগৌরশ্যাম বর্ণ, অনন্ত কান্তি রাশির প্রকাশক, অনন্ত বৈদগ্ধীও অবিচল অনন্ত অনঙ্গ কলা

অনন্তৈ বৈদগ্ধৈ রবিচল দনন্ত স্মর কলা-
সুকেলিভি র্বৃন্দাবিপিনমনু কৌচিদ্ বিহরতঃ ॥৭৭॥
যয়োঃ শ্রীদম্পত্যোঃ সহজ নব কৈশোর বয়সোঃ
সুগৌর শ্যামাঙ্গচ্ছবি মধুর লীলা লহরিভিঃ।
সমস্তং শ্রীবৃন্দাবন মতি রসোন্মত্তম ভব-
ত্তয়ো রেবাশ্বাস্যং মম কিমপি দাস্যং রতি-গৃহে ॥৭৮॥
বীভৎসং বপুরেতদত্র পতিতা শ্চেষ্টাঃ সমস্তা অপি
ব্যালুপ্য প্রকৃতিং ভজন্ রসময়ী মন্ত স্তথৈবাকৃতিম্।
শ্রীবৃন্দাবিপিনেঽত্যকিঞ্চনতয়া যত্র ক্ক চাবস্থিতিঃ
শ্রীরাধাচরণারবিন্দ মনিশং প্রেম্না কদা রাধয়ে ॥৭৯॥
মাঽস্তু মম কদাপি নরকাদুদ্ধারঃ পাপরূপিণঃ কিন্তু।
শ্রীবৃন্দাবন রাধাতন্নাগর নাম বিস্মৃতিং নৈতু ॥৮০॥
মৎসম ইহ পাপাত্মা কোঽপি ন ভূতো ন চাস্তি নো ভবিতা

বিলাসাদি দ্বারা বৃন্দাবনে কোনও যুগল(কিশোর) বিচরণ করিতেছেন ॥৭৭

সহজ নব কৈশোর বয়স্ক যে কিশোর দম্পতীর সুগৌর শ্যামাঙ্গ কান্তির মধুর লীলা তরঙ্গ দ্বারা সমস্ত বৃন্দাবনই রসাতিশয্যে অতি মত্ত হইয়াছেন—তাঁহাদেরই রতিগৃহে কোনও (অনির্ব্বচনীয়) দাস্য রসই আমার আশ্বাস্য হউক ॥৭৮॥

এই বীভৎস দেহ ও এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় চেষ্টা সমস্তই বিশেষভাবে ত্যাগ করিয়া, অন্তশ্চিন্তিত দেহে রসময়ী প্রকৃতি ও আকৃতির ভজন (ভাবনা) করিয়া,—শ্রীবৃন্দাবনের যে কোনও স্থানে অতি অকিঞ্চনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক কবে অনবরত শ্রীরাধাচরণপদ্ম প্রেমের সহিত আরাধনা করিব? ৭৯ ॥

পাপী আমার যেন কখনও নরক হইতে উদ্ধার না হয়—তথাপি কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন, রাধা ও তাঁহার নাগরের নাম যেন বিস্মৃত না হই ॥৮০॥

আমার সমান পাপাত্মা এই পৃথিবীতে কেহ ছিলেন না, এখনও

তন্মে সহজ নিরঙ্কুশ-করুণং বৃন্দাবনং পরং শরণম্ ॥৮১॥
শ্রীবৃন্দাবন পরমেশাদ্ভুত করুণা ক্ষমাদি গুণ শক্তেঃ।
স্বরসং প্রাপ্য নিহীনোঽপ্যনন্যগতি রেষোঽহং নোপেক্ষ্যঃ ॥
বৃন্দাবন তব শরণং গতোঽহমিতি বাগতীব দুষ্টাত্মা।
হরি হরি তবানুকম্পা-বিষয়ঃ স্যাং নীচতোঽপি কিমু নীচঃ ॥৮৩
উষিতং বৃন্দারণ্যে কতিদিন মুদিতং চ নাম রাধেতি।
কেবলমেত মম বলম পারনরকে স্বকর্ম্মণা বিশতঃ ॥৮৪॥
হে বৃন্দাটবি মাত র্হা বৃন্দাকাননাধীশৌ।
শ্রীরাধামুরলিধরৌ কিংন্বপরাধৈ রুপেক্ষ্য এবৈষঃ ॥৮৫॥
অহহ বিগর্হিত কর্ম্মণ আস্তাং যত্তন্মমাতি মূঢ়স্য।
নৈব জহামি তু বৃন্দাবিপিনং নৈবাত্র নাম রাধায়াঃ ॥৮৬॥

নাই বা ভবিষ্যতেও হইবে না। অতএব স্বাভাবিক অবাধ (অমর্য্যাদ) করুণাময় শ্রীবৃন্দাবনই আমার একমাত্র শরণ ॥৮১॥

শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরের অদ্ভুত করুণা, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ শক্তির স্বকীয় রস পাইয়া নীচ হইলেও এই অনন্য-শরণ আমি উপেক্ষ্য নহি ॥৮২॥

হে বৃন্দাবন! "আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি" এই বাক্য উচ্চারণকারী আমি অতীব দুষ্টাত্মা; হায়! হায়!! নীচ হইতে সুনীচ হইলেও কিন্তু তোমার দয়ার পাত্র হইবই ॥৮৩

শ্রীবৃন্দাবনে কতদিন বাস করা হইয়াছে; 'রাধা' নামও উচ্চারণ করা হইয়াছে; এক্ষণে স্বকর্ম্ম হেতু অসীম নরকে গমন করিলেও আমার কেবল ইহাই একমাত্র বল ॥৮৪॥

হে মাতঃ বৃন্দাটবি! হা বৃন্দাবনাধীশ শ্রীরাধামুরলীধর! কি কি অপরাধে এইজন উপেক্ষিত হইয়া আছে? ৮৫॥

অহহ! বিগর্হিত-কর্ম্মা অতি মুগ্ধ আমার যাহা তাহাই হউক না কেন, আমি কিন্তু বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতেছি না; এবং এখানকার 'রাধা' নামও ছাড়িতেছি না ॥৮৬॥

রাধারূপবিলাসান্ সমধিক মাধুরী ধুর ভরিতান্ ।
অপি বচসাঽপি গৃণন্নহমিহ বৃন্দাকাননেঽস্মি নিশ্চিন্তঃ ॥৮৭
চম্পককুবলয়কান্তী রূপ বয়ঃ শ্রীবিলাসবিশ্রান্তী ।
তৌ দম্পতী গতী মে বৃন্দাবিপিনে স্মরৈক-রসমূর্ত্তী ॥৮৮॥
বৃন্দাকাননকুঞ্জে মঞ্জুল রতি কেলি মাধুরীপুঞ্জে ।
গৌরশ্যাম কিশোরৌ মানসচোরৌ সদা মম স্ফুরতাম্ ॥৮৯॥
বেদ্মি ন ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নেক্ষে শাস্ত্রাণি নাপি তৎসুবিদঃ ।
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ মধুরিম লোভ ভ্রমন্মনো মধুপঃ ॥৯০॥
অত্যুন্মদ রস সার মগ্নং তন্নাগর দ্বয়ং কিমপি ।
বিহরদ্ গৌরশ্যামং বৃন্দাবন কুঞ্জবীথিকাসু ভজে ॥৯১॥
অপ্যস্তু নরক কোটি বৃন্দাবনতোঽপি মাঽস্তু বা সফলা ।
রাধা-পদাব্জদাস্যে সুদুস্ত্যজাঽঽশা মমাধমস্যাপি ॥৯২॥

অতিশয় মাধুর্য্য ধারা পূর্ণ শ্রীরাধা রূপ বিলাসাদি বাক্যে উচ্চারণ করিয়াও আমি এই বৃন্দাকাননেই নিশ্চিন্ত হইলাম ॥৮৭॥

চম্পক ও নীলোৎপলবৎ কান্তি বিশিষ্ট, রূপ--বয়স--সৌন্দর্য্য ও বিলাসাদির বিশ্রামস্থলী (একশেষ), কামৈক-রসমূর্ত্তি বৃন্দাবনীয় সেই দম্পতীই আমার গতি ॥৮৮॥

মনোজ্ঞ রতি বিলাসাদির মাধুর্য্যে মণ্ডিত বৃন্দাবনীয় কুঞ্জে আমার চিত্তচোর গৌরশ্যাম কিশোর যুগল সদা স্ফূর্ত্তি হউক ॥৮৯॥

আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনা, শাস্ত্র সমূহও দর্শন করি নাই, তাহাতে সুবিজ্ঞও নাই; যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম মাধুর্য্য লোভে আমার মনোভৃঙ্গ ভ্রমণ করিতেছে ॥৯০॥

অত্যুন্মদ রস সাগরে মগ্ন, বৃন্দাবন কুঞ্জ পথে পথে ক্রীড়াপরায়ণ, সেই গৌরশ্যামাত্মক নাগরদ্বয়কে আমি ভজন করি ॥৯১॥

বৃন্দাবনে বাস করিতে নরক কোটিই হউক বা নাই হউক, অধম হইলেও আমার কিন্তু রাধাপাদপদ্ম-দাস্যের সুদুস্ত্যজ আশা ফলবতী হউক ॥

যদি দুর্ব্বাচ্য সহস্রং যদি চ ক্রকচেন দীর্য্যতে দেহঃ ।
দুষ্কর্ম্ম-কোটয়ো যদি তদপি ন রাধা প্রিয়বনং জহ্যাম্ ॥৯৩॥
চণ্ডালৈরপি থূৎকৃত ইহ চেদ্ বৃন্দাবনে লভে বসতিম্ ।
আমৃতি যদি তৎকৃপয়ৈবাথ সমস্তং তৃণায় মন্যেঽহম্ ॥৯৪॥
অতি দুর্গন্ধাত্য শুচিন্যতি বিকৃতেঽন্তাদি মধ্য দুঃখৌঘম্ ।
যোষিদ্বপুষি নিমগ্নং বৃন্দারণ্যং বিনোদ্ধরেন্ন পরম্ ॥৯৫॥
অহহ মহাহতভাগ্যো মহাবিপথবুদ্ধি পতিত চাণ্ডালঃ ।
অহমপি কামপ্যাশাং করোমি বৃন্দাবন-প্রভাবজ্ঞঃ ॥৯৬॥
অত্যুচ্ছৃঙ্খল-করুণৌ নবতরুণৌ তৌ সুগৌর নীলরুচী ।
স্ববনে মাং কলয়েতাং তুঙ্গ মহানঙ্গ-খেলনৌ ক্বাঽপি ॥৯৭॥
বিহরৎ প্রাণদ্বিতয়ং বৃন্দাবন পুষ্পবাটিকায়ান্তৎ ।
গৌরশ্যাম মতি স্মর বিবশ কিশোরং কদা মুদা সেবে ॥৯৮

যদি দুর্ব্বাক্য সহস্র সহ্য করিতেও হয়, যদি বা করাত দ্বারা এই দেহ বিদীর্ণও করা হয়, কোটি কোটি দুষ্কর্ম্মও যদি করি, তথাপি রাধাপ্রিয় বন ত্যাগ করিব না ॥৯৩॥

বৃন্দাবনেরই কৃপায় যদি এস্থানে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করিতে পারি, তবে চণ্ডালগণ কর্ত্তৃক থূৎকৃত হইলেও তৎ সমস্তই তৃণবৎ মনে করি ॥৯৪॥

অতি দুর্গন্ধ, অতি অশুচি, অতি বিকৃত স্ত্রীদেহে নিমগ্ন এবং আদি, মধ্য ও অন্তে কেবলই দুঃখভাগী আমাকে বৃন্দাবন ব্যতীত অন্য কেহই উদ্ধার করিতে পারে না ॥৯৫॥

অহহ ! মহা হতভাগ্য, মহা বিপথ-বুদ্ধি এবং মহা পতিত চণ্ডাল হইয়াও হায় ! আমি শ্রীবৃন্দাবন প্রভাব জ্ঞাত হইয়া কোনও (অনির্ব্বাচ্য-রাধাপদ দাস্য) আশা করিতেছি !! ৯৬ ॥

অতি অমর্য্যাদ করুণানিধান, নব তরুণ সেই সুগৌর নীলকান্তিধারী মহাসুন্দর খেলন-তৎপর যুগলকিশোর নিজ বনের কোনও স্থানে আমার প্রতি (কৃপা) দৃষ্টিপাত করুন—এই প্রার্থনা ॥৯৭॥

বৃন্দাবন নব কুঞ্জদ্বারি মনোহারি সারি-খেলায়াম্।
মধুর বিবাদোজ্জৃম্ভিত রসজলধী পশ্য রাধিকা কৃষ্ণৌ ॥৯৯
শ্রীবৃষভানুব্রজপতি দুর্লীল কুমারয়োঃ স্মরাতুরতয়োঃ।
নব নব কুঞ্জ বিহার হারাবলিবল্লুঠন্তু মে কণ্ঠে ॥১০০॥
দৃষ্টিং ব্যাবৃত্ত্য দেহাদ্যখিলগুণময় দ্বৈতজালাদনন্তেহ
পারে ব্রহ্মাত্মচিজ্জ্যোতিষি গময় মনোহথৈশ আনন্দ সান্দ্রে
জ্যোতিষ্যাবেশয়াতো মধুরতর মহাকামবীজে রসাব্ধৌ
তস্মিন্ বৃন্দাবনন্তুদ্ঘনমিহ ভজ তৌ নাগরৌ গৌরনীলৌ ১০১
সৌন্দর্য্যেণা সমোর্দ্ধৌ ললিত নব বয়ো মাধুরীণাং ধুরীণাং
বিভ্রাণৌ দিব্য লীলাময়তনু মতনু ক্ষোভ সংশোভমানাম্।

বৃন্দাবন পুষ্পবাটিকায় বিহার-পরায়ণ সেই অতি কাম-বিবশ চিত্ত গৌরশ্যামাত্মক প্রাণপ্রতিম বিগ্রহ যুগলকে কবে আনন্দের সহিত সেবা করিব? ৯৮॥

বৃন্দাবনের নবীন কুঞ্জদ্বারে মনোহর পাশা খেলার সময় মধুর বিবাদে প্রকাশিত রস-সমুদ্র যুগল রাধাকৃষ্ণকে দর্শন কর ॥৯৯॥

শ্রীবৃষভানু ও ব্রজপতি নন্দমহারাজের দুর্লীলাপরায়ণ, কামবশবর্ত্তী কুমার দ্বয়ের নূতন নূতন কুঞ্জ বিহার সমূহ আমার কণ্ঠে হারাবলির ন্যায় লুণ্ঠন করুক (শোভা বিস্তার করুক) ॥১০০॥

দেহাদি অখিল গুণময় দ্বৈতজাল হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অনন্ত অসীম ব্রহ্মাত্ম চিজ্জ্যোতিতে লইয়া যাও, তৎপর আনন্দঘন ঐশ জ্যোতিতে মনকে প্রবেশ করাও—তৎপর মধুরতর মহাকামবীজাত্মক রস-সমুদ্র জ্যোতিতে আবিষ্ট করাও—সেই রস সমুদ্রই ঘনীভূত হইলে বৃন্দাবনরূপে প্রকাশিত হয়েন—এইস্থানে গৌর নীল নাগর দ্বয়কে ভজন কর ॥১০১॥

যুগলকিশোর—ললিত নব বয়স ও শ্রেষ্ঠ মাধুর্য্যে অসমোর্দ্ধ, কামদেবেরও ক্ষোভদায়ক পরম মনোজ্ঞ দিব্য লীলাময় তনুধারী,— ইঁহারা নিজ অবস্থায় (প্রকাশভেদে) অতি অপরিসীম মহাশক্তিবৃন্দশালী;

স্বাবস্থাভিঃ সমুচ্ছৃঙ্খল ঘটিত মহাশক্তিবৃন্দৌ স্বয়ন্তু
শ্রীবৃন্দারণ্য নিত্যোন্মদ মদন রসান্ধ্যেন নান্যদ্বিদন্তৌ ॥১০২
বৈদগ্ধ্যাদ্যৈ রতুল্যাঽধিকললিত সখীমণ্ডলং দিব্যরূপং
স্মৃত্বা কৈশোর নিত্যং স্মর তদনু সদা কিঙ্করী স্তাঃ কিশোরীঃ
নানাশ্চর্য্যাকৃতী রদ্ভুত রুচির কলা বর্ণভেদৈ র্মনোজ্ঞা
দিব্যালঙ্কার বস্ত্রা নিজ দয়িততমদ্বন্দ্বভাবৈকা-পূর্ণাঃ ॥১০৩॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতে

নবমং শতকম্।

স্বয়ং (রূপে) কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের নিত্য উন্মাদনাময় কামরসে অন্ধ হওয়ায় অন্য কিছুই জানেন না ॥১০২॥

বৈদগ্ধী প্রভৃতিতে অতুলনীয় অধিক ললিত দিব্য রূপময়ী নিত্য কিশোরী সেই সখীমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়া তৎপর নিত্য-কিশোরী দাসী-বর্গের স্মরণ কর—তাঁহারা নানাশ্চর্য্যাকৃতি বিশিষ্টা, অদ্ভুত মনোজ্ঞ কলা বর্ণ ভেদাদিতে পরম সুন্দরী, দিব্যালঙ্কার বস্ত্রাদি পরিহিতা ও নিজ দয়িত তম যুগলের ভাবেই একমাত্র পরিপূর্ণা ॥১০৩॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের

নবম শতক সমাপ্ত।

* শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি *

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্।

দশম শতকম্।

——০৯৮৯০——

কাঞ্চিত্তত্রাঞ্চৎ কাঞ্চন রুচির রুচিং কোটিচন্দ্রাননাভাং
নীলোরু স্নিগ্ধপুষ্প গ্রথিত নব মহাবেণি পুষ্পোরুগুচ্ছাম্।
শ্রীমন্নাসাপুট প্রোজ্জ্বল কনকমণি দ্যোতি দিব্যৈকমুক্তাং
মুক্তা পংক্তিচ্ছটৌঘচ্ছুরিত সুদশনাং চারুবিম্বাধরৌষ্ঠীম্ ॥১
কৈশোরব্যঞ্জি মঞ্জু স্তন মুকুল যুগং গোপয়ন্তীং পটান্তে
নাত্যন্তক্ষীণমধ্যা মতি রুচির মৃদু শ্রোণিরাজদ্দুকূলাম্।
কাঞ্চী মঞ্জীর হারাবলি বলয়ঘটা দিব্য কেয়ূর শোভাং
দিক্চক্রাচ্ছাদি পূর্ণচ্ছবি কনকলতা চারুভঙ্গীময়াঙ্গীম্ ॥২॥

সেই বৃন্দাবনে গলিত কাঞ্চনের ন্যায় মনোহর কান্তি বিশিষ্টা,—কোটি চন্দ্রের সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট সুন্দর বদন বিশিষ্টা,—সুন্দর সুন্দর নীলপুষ্প দ্বারা গ্রথিত নব মহাবেণীর পুচ্ছদেশে বহু স্তবকযুক্তা,—সুন্দর নাসাপুটে প্রোজ্জ্বল কনকমণি খচিত এক দিব্য মুক্তা দোদুল্যমান, মুক্তাশ্রেণীর কান্তিরাশি বিচ্ছুরণশীল সুন্দর দন্তপংক্তিশালিনী এবং সুচারু বিম্বাধর বিশিষ্টা [কোনও একজন সখী আছেন] ॥১॥

তিনি কৈশোরব্যঞ্জক মনোহর স্তনমুকুলদ্বয় বস্ত্রাঞ্চলে গোপন করিতেছেন—মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ—অতি রুচির মৃদু কটিদেশে সুন্দর বসন শোভা পাইতেছে—কাঞ্চী, নূপুর, হারাবলী, বলয় প্রভৃতি ও কেয়ূরের শোভা-মণ্ডিতা—দশদিক আচ্ছাদনকারী পূর্ণ কান্তিশীলা

শ্রীরাধা স্নিগ্ধমুগ্ধেহিত পুলকবতীং স্বামিনী শিক্ষিতানাং
সম্যগ্বেত্রীং কলানাং তদতিশয় কৃপা স্নেহ-বিশ্বাস পাত্রীম্ ।
কোটিপ্রাণাত্ম নির্ম্মঞ্ছিত পদনখমণ্যেকশোভাং স্ববন্ধো-
র্বিভ্রাণাং চারু গুচ্ছাঞ্চলদল বিলসচ্চিত্র সূক্ষ্মং নিচোলম্ ॥৩
স্মরামি বৃন্দাবনকুঞ্জবীথিকাঃ স্মরামি তৌ নাগরদিব্যদম্পতী
সুগৌরনীলৌ স্মর কেলিসাগরে মগ্নাবপারে দিনরাত্র্যবেদিনৌ
নিত্যোন্মদানঙ্গ রসৈকমূর্ত্তী নিত্যৈক কৈশোর বিলাসমূর্ত্তী ।
তৌ দম্পতী নিত্যবিচিত্রকান্তী সুগৌরনীলৌ তৎ কুঞ্জ সীম্নি
পরস্পর প্রেমরসাতিকাষ্ঠা ঘনাকৃতী মোহন দিব্যরূপৌ ।
প্রীত্যাত্মবৃন্দাবিপিনে রসান্ধসখী সমেতৌ সততং স্মরামি ॥৬

কনকলতাবৎ চারু ভঙ্গীময় অঙ্গ বিশিষ্টা……॥২॥

শ্রীরাধার স্নেহময় মুগ্ধ (মনোহর) চেষ্টাতেই তাঁহার পুলক হয়—স্বামিনী শিক্ষিত সমস্ত কলাবিদ্যাই অবগত আছেন—তাঁহার অতিশয় কৃপা, স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্র—যাঁহার একমাত্র পদনখমণিরই শোভা মদীয় কোটি কোটি প্রাণোপহার দ্বারাও নির্ম্মঞ্ছনীয় হইতে পারে—নিজ প্রিয়তম যুগলের সুন্দর বিচিত্র সূক্ষ্ম বস্ত্র সমূহ পরিধান করিয়াছেন—এবং ঐ বস্ত্র সমূহের অঞ্চলে নানাবিধ পত্রাদির স্তবক শোভিত বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে ॥৩॥

বৃন্দাবনের সেই কুঞ্জ পথগুলিকে স্মরণ করি, আর স্মরণ করি সেই নাগর দিব্য দম্পতীকে—যাঁহারা সুগৌর নীলমূর্ত্তি এবং অসীম কামবিলাস সাগরে নিমগ্ন হইয়া দিবারাত্রি কিছুই জানেন না ॥৪॥

নিত্য উন্মাদি আনন্দ রসেরই মূর্ত্তি স্বরূপ, নিত্য কিশোর বিলাসেরই মূর্ত্তি স্বরূপ—নিত্য বিচিত্র কান্তিধারী সেই গৌরনীল দম্পতীকে কুঞ্জমধ্যে ভজন কর ॥৫॥

পরস্পরের প্রেমরস পরম কাষ্ঠা দ্বারা পরস্পরের শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত—তাঁহারা রসান্ধ সখীগণ বেষ্টিত ও মোহন দিব্য রূপধারী—সেই যুগলকে

রাধাবল্লভ মাত্মকোটিদয়িতং নিত্যার্ত্তিরূপোন্নতিং
নিত্য প্রোচ্ছল দনন্তপাররহিত শ্যামাঙ্গ কান্ত্যম্বুধিম্।
নিত্যানঙ্গ রসোন্মদৈক-বিকৃতিং নিত্যৈক কৈশোরকম্
শ্রীবৃন্দাবন নিত্যকেতন মহং নিত্যাত্মভাবৈ র্ভজে ॥৭॥
রাধায়া স্তদ্বয় স্তন্নব মদন কলা তন্নবাঙ্গাঙ্গরাজ–
দ্রূপশ্রীহ্রী বিলাস স্মিত ততি কুটিলাপাঙ্গ লীলাঙ্গ ভঙ্গৈঃ।
প্রেমানন্দৈকমূর্চ্ছা প্রদদদতি মহা গৌর সুস্নিগ্ধরোচিঃ–
পুঞ্জৈ র্মাধুর্য্যসারৈ হৃ'দয়মিহ মমাহহারি বৃন্দাবনান্তঃ ॥৮॥
অঙ্গেহঙ্গে রূপলীলা মধুরিম সুষমাহপারসিন্ধৌ সুগৌরে
শ্রীকৃষ্ণাত্মৈকচোরে ললিত নববয়ো বিভ্রমে রাধিকায়াঃ।
বৃন্দারণ্যানুভাবাৎ কথমপি ন মনাক্ কুঞ্চিতাদেকভাবা–
বিষ্টং চেতঃ প্রাবিষ্টং ভবতু মম কদা মাত্তদুচ্চৈ রসেন ॥৯॥

সর্ব্বদাই প্রেম স্বভাবময় বৃন্দাবনে স্মরণ করি ॥৬॥

আত্মকোটি দয়িত, (নিত্য মিলনেও) নিত্য বিরহ বিকারশীল (অথবা নিত্য বৃদ্ধিশীল রূপোদার্য্য বিশিষ্ট , অসীম অপার শ্যামাঙ্গ কান্তি সমুদ্রের নিত্য বর্দ্ধনকারী—কেবল অনঙ্গ রসোন্মাদেই নিত্য বিকারগ্রস্ত, নিত্য কৈশোরে অবস্থিত—নিত্য-বৃন্দাবন-বাস্তব্য শ্রীরাধাবল্লভকে আমি নিত্য আত্মভাবে (স্ব-স্বরূপে) ভজন করি ॥৭॥

শ্রীরাধার সেই বয়স, সেই নবীন মদন কলা, সেই কুটিল কটাক্ষ-বিক্ষেপ ও লীলাময় অঙ্গভঙ্গিমাদির সহিত সেই নব নব অঙ্গে অঙ্গে বিরাজিত রূপ, শ্রী, লজ্জা, বিলাস ও হাস্যাদি—প্রেমানন্দেরই মূর্চ্ছা প্রদানকারী সেই অতি মহা গৌরবর্ণ সুস্নিগ্ধ কান্তি-রাশি প্রভৃতি মাধুর্য্য সারময় বৃন্দাবনীয় বস্তুচয় আমার হৃদয় চুরি করিয়াছে ॥৮॥

শ্রীবৃন্দাবনের অনুভাব (রত্যাদি সূচক গুণক্রিয়াদি) হইতে কোনও প্রকারে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া এক ভাবাবিষ্ট মদীয় চিত্ত কবে উন্নত (উজ্জ্বল) রসে মত্ত হইয়া—রূপলীলা মাধুর্য্য ও সুষমাদির অসীম

মদ্‌গুণদোষ বিচারং বিনৈব বৃন্দাবনং মহাশক্তি।
নিত্যোচ্ছৃঙ্খল করুণাদ্যখিলগুণং মাং ধ্রুবং নয়েৎ স্বপদম্ ॥
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা শরণমগমং শ্রীলবৃন্দাবন ! ত্বাং
ত্যয্যত্যন্তাঽক্ষমম করবং কোটি সংখ্যাঽপরাধম্ ।
তন্মে নালম্বন মিহ কিমপ্যস্তি রাধাপদাব্জ–
দ্বন্দ্বানন্দোন্মদ মদবনং ত্বং ন চেন্নৈব নৈব ॥১০॥
শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিনি যত্র ক্বচনাঽপি সাপরাধস্য।
রাধাকৃষ্ণদ্রোহিণ উরুতরনরকাৎ কদাপি নোদ্ধারঃ ॥১২
হা বৃন্দাবন রাধা তৎ প্রিয় সর্ব্বস্ব উচ্চকৈ রঘবান্।
ত্বয্যহমতিভয়কম্পিত আসং ত্বন্মাত্র সংভবচ্ছরণম্ ॥১৩

সিন্ধু, সুন্দর গৌরবর্ণ বিশিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের আত্মৈকচৌর, ললিত নববয়সের বিভ্রম (শৃঙ্গারজ হাব বিশেষ) যুক্ত শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গে প্রবেশ লাভ করিবে (নিমগ্ন হইবে) ? ৯ ॥

আমার দোষ--গুণের বিচার না করিয়াই মহাশক্তিময় ও নিত্য অমর্য্যাদ করুণাদি অখিল গুণশীল শ্রীবৃন্দাবন আমাকে নিশ্চয়ই স্ব-চরণে স্থান দিবেন ॥১০॥

হে শ্রীবৃন্দাবন ! সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া তোমার শরণ লইয়াছি, তোমাতে আবার অক্ষম্য কোটি কোটি অপরাধও করিয়াছি। এখানে আমার আর অন্য কিছুই আশ্রয় নাই—যদি রাধাপাদপদ্ম যুগলের আনন্দে উন্মত্ত তুমি আমার রক্ষক না হও, তবে আমার আর গতি নাই-উপায়ও নাই॥১১॥

শ্রীবৃন্দাবনে যে কোনও স্থলেই অপরাধ করিলে সেই রাধাকৃষ্ণ দ্রোহীর আর কস্মিন্ কালেও বহুতর নরক হইতে উদ্ধার নাই ॥১২॥

হা বৃন্দাবন ! শ্রীরাধাও তৎ প্রিয় (শ্যামসুন্দরের) সর্ব্বস্ব তোমাতে আমি বহু পাপ করিয়া এখন ভয়ে অতিশয় কম্পিত হইতেছি ! এখন তুমিই আমার একমাত্র শরণ ॥১৩॥

রাধাকৃষ্ণ বিলাসৈ রতি মধুরিমসিন্ধুব-ন্ধুরোল্লাসৈঃ।
রঞ্জিত নিকুঞ্জবীথীং ধ্যায়তি বৃন্দাটবীং মহাধন্যঃ ॥১৪॥
পতিত মনাথং মূঢ়ং দীনং দুশ্চেষ্টিতৈকরতং মাম্।
রাধাপদকমলদূরং ন বেদ্মি বৃন্দাবনং কথং কুরুতে ॥১৫
অত্যন্ত কুমতি মত্যুচ্ছৃঙ্খল মতিশোচ্যং মাম্।
শ্রীবৃন্দাবনমেব স্বাদ্ভুত কৃপয়াঽঽত্মসাৎ কুরুতাম্ ॥১৬
শ্রীবৃন্দাবন নাগর কিশোর মিথুনং সুগৌরনীলত্বৎ।
কামৈক-রসমগ্নং মম হৃদি লগ্নং মহাদ্ভুতং কিমপি ॥১৭
কন্দর্পকেলিলোলং নিরবধি বৃন্দাটবী নিকুঞ্জেষু।
কনকেন্দ্রনীলরোচিঃ কিশোর-যুগলং কদোন্মদঃ কলয়ে
বৃন্দাবনে প্রজল্পন্ গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ স্বপন্ শ্বসন্বাপি।
স্মর-তরল গৌরনীল জ্যোতির্দ্বন্দ্বং কদা পুরঃ কলয়ে ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসেও মহা মাধুর্য্যসিন্ধুর মনোহর তরঙ্গে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জপথ সমূহ রঞ্জিত হইয়াছে—এইভাবে কোনও মহা ধন্য ব্যক্তি বৃন্দাবনের ধ্যান করেন ॥১৪॥

পতিত, অনাথ, মূঢ়, দীন, একমাত্র দুশ্চেষ্টায়ই রত আমাকে কেন যে শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধা পদকমল হইতে দূরে রাখিতেছেন জানি না ॥১৫॥

অত্যন্ত কুমতি, অতি উচ্ছৃঙ্খল ও অতি শোচ্য আমাকে শ্রীবৃন্দাবনই নিজ অদ্ভুত কৃপা দ্বারা আত্মসাৎ করুন ॥১৬॥

সেই মহাদ্ভুত কামৈক-রসমগ্ন সুগৌরনীল কোনও (অনির্ব্বাচ্য) শ্রীবৃন্দাবন নাগর যুগলকিশোর আমার হৃদয়ে লগ্ন হইয়া থাকুন ॥১৭॥

বৃন্দাবন নিকুঞ্জ সমূহে কামবিলাসে নিত্য-চঞ্চল, স্বর্ণ-ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট যুগলকিশোরকে উন্মত্ত হইয়া কবে দর্শন করিব ? ১৮॥

কথা কহিতে, গমন করিতে, অবস্থানে ও স্বপ্নে, অথবা প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে কবে কাম চঞ্চল গৌরনীল বিগ্রহ যুগলকে সম্মুখেই দেখিব ?

রসময় কিশোর মিথুনং রতি মন্মথ কোটি মোহনং কিমপি
গৌরশ্যামল মত্তং স্মরতাং পদয়োর্জগন্তি নিপতন্তি ॥২০॥
মোহন বৃন্দাবনভুবি মোহন রাধা ব্রজেন্দ্রসুতয়োস্তাঃ।
মোহন মোহনরূপচ্ছবিলীলা মে সদা স্ফুরন্ত্বন্তঃ ॥২১॥
আশ্চর্য্য-নববয়ঃ শ্রীরূপবিলাসং নিকুঞ্জবীথীষু।
গৌরশ্যামল ধাম দ্বয় মতি মধুরং মম স্ফুরতু ॥২২॥
শ্রীরাধামাধব শ্রীবদনকমলয়োঃ কোটি চন্দ্রাতিকান্ত্যোঃ
সংফুল্ল স্বর্ণকোশ স্ফুটিত মরকতাম্ভোজ সৌভাগ্যভাজোঃ।
পায়ং পায়ং সুশীতা মধুরতর বহদ্ধাম পীযূষ বাণী
মাদ্যদ্বৃন্দাবনেঽহং নিরবধি ললিতাদ্যালি-বৃন্দং ভজামি ॥২৩
সম্বীতারুণ দিব্য পীত বসনং দিব্য প্রসূনোল্লসদ্-
বেণী দিব্য শিখণ্ড মণ্ডল লসচ্চূড়া মিথো মণ্ডিতম্।

রতি-কাম-কোটি মোহন, গৌরশ্যাম বর্ণাত্মক মত্ত রসিক যুগল-কিশোরকে যাঁহারা স্মরণ করিতেছেন—তাঁহাদের পদতলে চতুর্দ্দশ ভুবন নিপাতিত (লুণ্ঠিত) হয় ॥২০॥

মোহন বৃন্দাবন ভূমিতে মোহন ব্রজেন্দ্রনন্দন ও বৃষভাণুদুলালীর মোহন হইতেও অতি সুমোহন রূপ, কান্তি, লীলা প্রভৃতি সর্ব্বদাই আমার অন্তরে স্ফূর্ত্তি হউক ॥২১॥

নিকুঞ্জ পথে পথে আশ্চর্য্য নব্য বয়স, শোভা, রূপবিলাসাদি মণ্ডিত অতি মধুর গৌরশ্যাম যুগল বিগ্রহ আমার স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥২২॥

কোটি চন্দ্রপ্রভা তিরস্কারী, প্রফুল্ল স্বর্ণকোষাভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের শোভা সৌভাগ্যধারী শ্রীরাধামাধবের বদনকমল হইতে নিঃসৃত সুশীতল ও মধুরতর প্রভাব বিশিষ্ট অমৃত বাক্য সমূহ পান করিয়া করিয়া মত্ত হইয়াছেন যে ললিতাদি সখীবৃন্দ—আমি তাঁহাদিগকে নিত্য ভজনা করি ॥২২॥

অরুণ দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—পরস্পর পরস্পরকে

তাটঙ্কোজ্জ্বল দিব্য রত্ন মকরোদার স্ফুরৎ কুণ্ডলং
গৌরশ্যাম কিশোর দিব্য মিথুনং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনে ॥২৪॥
গোবৎসৈঃ পরিমণ্ডিতং ক্বচিদহো হম্বা রবাড়ম্বরং
কুর্ব্বদ্ভি র্মুহুরম্বরং ক্বচিদতি ক্রীড়া বিলোলার্ভকম্।
কুত্রাপ্যুন্মদ নব্য গোপতরুণী যূথোৎসবং কুত্রচিদ্
রাধাকৃষ্ণ বিলাস মোহন মহং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥২৫॥

রাধাকৃষ্ণানন্যভাবৈকগম্যং
রম্যং দিব্যাহ্‌রণ্যতো নন্দনাদেঃ।
বৃন্দারণ্যং সচ্চিদানন্দ সান্দ্র-
জ্যোতীরূপং দিব্যদিব্যং শ্রয়ামি ॥২৬॥

প্রাণান্তেঽপি ন সঙ্গতিং বিরচয়ন্ স্ত্রীণাং ন তৎসঙ্গিনা
মেকং ক্বাপি নিষদ্য সত্তরুতলে সাস্রং প্রিয়াখ্যং জপন্।

দিব্য পুষ্পে উল্লসিত বেণী ও দিব্য ময়ূরপুচ্ছ রাজিত চূড়ায় সাজাইয়াছেন-তাটঙ্ক, উজ্জ্বল দিব্য রত্নময় মকর ও সুন্দর কুণ্ডল উভয়ের কর্ণ শোভা করিতেছে—এবম্বিধ গৌরশ্যাম দিব্য কিশোর যুগলকে বৃন্দাবনে ধ্যান করি ॥২৪॥

কোথাও গোবৎসগণ মুহুর্মুহু হম্বারবে দিগ্বিদিক্ নিনাদিত করিয়া শোভা পাইতেছে—আবার কোথাও বা অতি চঞ্চল বালকগণ ক্রীড়াতিশয্যে উন্মত্ত হইয়াছে—অন্যত্র বা উন্মত্ত নবীন গোপবালাদিগের যূথে যূথে উৎসব চলিয়াছে—অপর কোথাও বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসাদিতে মহা-মনোজ্ঞ হইয়াছে—আমি এবম্বিধ বৃন্দাবনকে ধ্যান করিতেছি ॥২৫॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণে অনন্য ভাব হইতেই উপলভ্য, দিব্য দিব্য নন্দনবন প্রভৃতি হইতেও অতি রমণীয়,—সচ্চিদানন্দঘন জ্যোতিঃ স্বরূপ দিব্যাতি-দিব্য বৃন্দাবনের আশ্রয় করিলাম ॥ ২৬ ॥

প্রাণান্তেও স্ত্রীদিগের সহিত বা স্ত্রী-সঙ্গিগণের সহিত একত্র সহবাস না করিয়া,—একাকী কোনও সুন্দর তরুমূলে অবস্থান পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ

মৌনী লোকসমাগমে নিরবধি ক্ষৌণীব সর্ব্বংসহো
রাধাকেলি বনে তৃণাদপি কদা নীচো নিবৎস্যাম্যহম্ ॥২৭॥
কোটিঃ কামগবাং দ্যুসদ্বিটপিনাং বাটীশ্চ কোটি স্তৃণৈঃ
কৌদার্য্যাতি বিভূতিভি র্বিধুবতী পেটীশ্চ চিন্তামণীঃ।
দিব্যৈ শ্চন্দন পারিজাত প্রমুখৈ র্বৃক্ষৈর্ব্বৃতা চিন্ময়ৈ
র্জীয়াৎ কুঞ্জকুটীঘটাঽতি মধুরা রাধা-বিহারাটবী ॥ ৮॥
হাস্যোরুচ্ছটয়াম্বরে বিরচয়ন্নাশ্চর্য্য কুন্দস্রজং
দৃক্‌পাতৈ র্দিশি দিশ্যহো কুবলয়শ্রেণীং সমুন্মীলয়ন্।
উৎফুল্লস্থল পঙ্কজামিব ভুবং কুর্ব্বন্ পদন্যাসতো
ধ্যেয়ো মে সহ রাধয়া মুহু রটন্ বৃন্দাবনে মাধবঃ ॥২৯॥
বারম্বার মুদশ্রু জীবন-যুগাক্রীড়া নিকুঞ্জে বিশন্
গায়ং স্তচ্চরিতং দ্রবন্নতি ভিয়া সঙ্গাদ্ ভুজঙ্গাদিব।

লোচনে নিজ প্রিয় নাম জপ করিয়া করিয়া—লোক সমাগমে মৌনী থাকিয়া এবং নিত্যই পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ হইয়া কবে এই রাধাকেলি বনে তৃণ হইতেও নীচ হইয়া আমি বাস করিব? ২৭॥

যে স্থানে কোটি কামধেনু ও কোটি দিব্য বৃক্ষবাটিকা বিরাজিত আছে, যে স্থান সুন্দর তৃণ-সংছাদিত ও কুদার (রক্তকাঞ্চন) বৃক্ষের অতি সুন্দর শোভা বিশিষ্ট, যে স্থান বিধুবতী (চন্দ্রাননা নারীমণ্ডলীর) পেটিকা [অর্থাৎ বহু বহু চন্দ্রবদনা গোপী কর্ত্তৃক পরিশোভিত], যে স্থানে অনন্ত চিন্তামণি বিরাজ করিতেছে, দিব্য চিন্ময় চন্দন পারিজাত প্রমুখ বৃক্ষ পরিবৃত সেই কুঞ্জকুটীর সমূহে শোভিত অতি মধুর রাধাবিহার-বন জয়যুক্ত হউন—॥২৮॥

হাস্য রাশিচ্ছটায় আকাশে আশ্চর্য্য কুন্দমালা রচনা করিয়া, দৃষ্টিপাতে প্রতি দিকেই নীলপদ্মরাশি প্রকাশিত করিয়া, পাদন্যাস ভরে পৃথিবীকে স্থলপদ্মবৎ প্রতীয়মান করাইয়া বর্ত্তমান যে রাধার সহিত বৃন্দাবনে মুহুর্মুহু ভ্রমণপরায়ণ মাধব—তিনিই আমার ধ্যেয় বস্তু ॥২৯॥

ক্ষুদ্বাধে মিতশুষ্কপত্রফলভুক্ তর্ষেঽম্বু কামং পিবন্
শ্রীবৃন্দাবিপিনে কদা তরুতলান্যেবাবসন্ স্যাং সুখী ॥৩০॥
শ্রীগান্ধর্ব্বারসিক মুরলী-মণ্ডিত-শ্রীমুখেন্দো !
কান্তাক্লিপ্ত স্বকর নিহিতোদার গুঞ্জোরুহার !
প্রেয়স্যৈব প্রণয়রচিতাশ্চর্য্যচূড়া শিখণ্ড !
প্রত্যঙ্গোদ্যৎপুলক ! হৃদি মে ক্রীড় বৃন্দাবনেঽদ্য ॥৩১॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী মরুণতা মক্ষো র্বচোঽনন্বয়ং
যানঞ্চ স্খলিতং মিথঃ কলহনং কেশাম্বরাঽসম্বৃতিম্।
মাল্যাদ ত্রুটনং মুহুঃ প্রহসিতং ভূয়ো রসাত্যুন্মদং
যত্রাভূদ্দ্বয় গৌরনীল মহস স্তন্নৌমি বৃন্দাবনম্ ॥৩২॥
প্রেমান্ধাখিল চিদ্ঘনস্থিরচরং চন্দ্রে রনন্তৈ রিবো-
দ্দীপ্তং শ্রীমুখচন্দ্রিকোচ্ছলনতঃ শ্রীরাধিয়াকৃষ্ণয়োঃ।

বারম্বার অশ্রুপূর্ণলোচনে মদীয় প্রাণপ্রিয়তম যুগলের প্রমোদ-বন নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া—তাঁহাদের চরিত্র গান করিয়া—লোক-সঙ্গ হইতে সর্পদর্শনবৎ অতি ভীতচিত্তে দূরে সরিয়া—ক্ষুধায় পরিমিত শুষ্ক পত্র ফল ভক্ষণ করিয়া ও তৃষ্ণায় যথেষ্ট জল পান করিয়া কবে শ্রীবৃন্দাবনে তরুতলেই বাস করিয়া সুখী হইব ? ৩০ ॥

হে শ্রীগান্ধর্ব্বা রসিক ! হে মুরলী শোভিত সুন্দর মুখচন্দ্র ! প্রিয়তমা গ্রথিত ও তাঁহার করেই নিহিত সুন্দর গুঞ্জামালা ধারিন্ ! প্রেয়সী-কর্ত্তৃকই প্রণয়ভরে রচিত আশ্চর্য্য ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত চূড়া শোভিন্ ! হে প্রত্যঙ্গ-পুলক ধারিন্ ! অদ্য আমার হৃদয়-বৃন্দাবনেই ক্রীড়া কর ॥৩১॥

সেই গৌরনীল যুগলকিশোরের সর্ব্বাঙ্গে পুলক, লোচন যুগলে অরুণতা, বাক্যে অসামঞ্জস্য, গমনে স্খলন, পরস্পর (প্রেম) কলহ, কেশ বসনাদির অসম্বরণ, মাল্যাদির বিচ্ছিন্নতা, মুহুর্মুহু হাস্য, পুনঃপুনঃ রসে অত্যুন্মত্ততা ইত্যাদি (বিনোদময় লীলা) যে স্থানে সংঘটিত হয়, সেই বৃন্দাবনকে নমস্কার করি ॥৩২॥

সর্ব্বার্থানতিতুচ্ছয়ন্ নিজরসশ্রীণাং চমৎকারতঃ
শ্রীবৃন্দাবনমেব সর্ব্ব-পরমং সর্ব্বানপেক্ষো ভজে ॥৩৩॥
সর্ব্বেষামনুকম্প্যতামিহ সতাং শিক্ষাকৃতে দণ্ড্যতাং
বাৎসল্যাদভিমণ্ড্যতাং করুণয়ৈবেষ্টায়তৌ খণ্ড্যতাম্।
জানন্ স্বস্য সুদুর্ধিয়োঽপি ন পরিত্যজ্যাহমতার্ভবৎ
শ্রীবৃন্দাবন মাবসামি পরমানন্দাত্যসীমং কদা ॥৩৪॥
রাধাকৃষ্ণ গুণানেব গায়ং গায়মকিঞ্চনঃ।
অশ্রুভিঃ পঙ্কিলীকুর্ব্বে কদা বৃন্দাবনস্থলীম্ ॥৩৫॥
স্ফুরদ্রাধা পদাম্ভোজ দাস্য লাস্যঃ কদা হৃদি।
আকৃত্যা চ প্রকৃত্যা চ ভবেয়ং বিশ্বমোহনঃ ॥৩৬॥
কদাপি পুলকাঞ্চিতঃ প্রবহদশ্রুধারঃ ক্বচিৎ
কদাচিদতি গদ্গদাক্ষর গৃহীত রাধাভিধঃ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমুখচন্দ্রিকার উচ্ছ্বাসে অনন্ত চন্দ্র দ্বারাই যেন উদ্ভাসিত, প্রেমান্ধ নিখিল চিন্ময় স্থাবর জঙ্গম বস্তুচয়-বিশিষ্ট এবং নিজ রস সৌন্দর্য্যের চমৎকারিত্বে সকল পুরুষার্থকেই অতি তুচ্ছ করাইয়া দিতেছেন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন—তাঁহাকেই সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ হইয়া ভজন করিতেছি ॥৩৩॥

সকল সজ্জন এই জনকে অনুকম্পাই করুন, কি শিক্ষার জন্য দণ্ডই করুন, বাৎসল্যভরে সুন্দর ভাবে সজ্জিতই করুন, কি করুণা প্রকাশে ভাবী মঙ্গলের জন্য খণ্ডখণ্ডই করুন, আমি কিন্তু নির্ব্বোধ শিশুর মত নিজের মন্দবুদ্ধি সমূহ জানিয়াও এই স্থান ত্যাগ না করিয়া কবে অত্যসীম পরমানন্দমূলক শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিব ? ৩৪ ॥

অকিঞ্চন হইয়া রাধাকৃষ্ণের গুণাবলি গান করিতে করিতে কবে অশ্রুধারা প্রবাহে বৃন্দাবনস্থলীকে পঙ্কিল করিব ? ৩৫ ॥

হৃদয়ে শ্রীরাধা পাদপদ্মের দাস্য স্ফূর্ত্তিতে নৃত্যপরায়ণ হইয়া কবে আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশ্বমোহন হইতে পারিব ? ৩৬ ॥

কদাপি বিলুঠন্ ক্ষিতাবথ কদাপি মূর্চ্ছাং গতো
মহাপ্রণয় বিহ্বলো ভ্রমতি কোঽপি বৃন্দাবনে ॥৩৭॥
অনন্তরতি মন্মথোন্মথন দর্পশোভাময়ং
মিথঃ প্রণয়কীলিতং কিমপি গৌরনীলচ্ছবি।
অনন্তরসবারিধৌ বুড়িতমন্তপারোজ্মিতে
মহঃ প্রথমযৌবনং দ্বয়মুদেতি বৃন্দাবনে ॥৩৮॥
পততু মদুপরিষ্ঠাৎ কোটিশো বজ্রপাতঃ
সকল ভুবনদাহী বহ্নি রভ্যুত্থিতোঽস্তু।
উদয়তু লয় কালোচ্চণ্ড মার্ত্তণ্ড কোটি-
র্ন খলু তদাপি বৃন্দাকাননং ত্যক্তুমীশে ॥৩৯॥
ব্যালা উৎকৃত্য খাদন্ত্বথ বিকটতমাঃ কালসর্পা দশন্তু
রোগাঃ স্যু দু'শ্চিকীৎস্যা দদতু তত ইতঃ সর্ব্ব এবাতিদুঃখম্

কখনও পুলকাঞ্চিত,কখনও অশ্রুধারা স্নাত হইতেছেন, কখনও অতি গদ্গদ স্বরে 'রাধা' নাম গ্রহণ, কোনও সময়ে বা ভূমিতলে লুণ্ঠন করিতেছেন ; আবার অন্য সময়ে বা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া কোনও মহাপ্রণয়-বিহ্বল (ব্যক্তি) বৃন্দাবনে ভ্রমণ করেন ॥৩৭॥

অনন্ত রতি-কামদেব মথনশীল দর্পও শোভাময়, পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ কোনও গৌরনীল বিগ্রহধারী, অনন্ত অপার রসসমুদ্রে নিমগ্ন ও নব্য বয়স্ক জ্যোতির্যুগল বৃন্দাবনে উদিত হইতেছেন ॥৩৮॥

আমার উপরে কোটি কোটি বজ্রপাতই হউক, আর সকল ভুবন-দাহক অগ্নিই উত্থিত হউক অথবা প্রলয়কালীন প্রচণ্ড সূর্য্য কোটিই উদিত হউক—তথাপি কিন্তু বৃন্দাকানন ত্যাগ করিতে আমি কিছুতেই সমর্থ হইব না ॥৩৯॥

ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ভোজনই করুক, বা বিকটতম কালসর্প সমূহই দংশন করুক, দুশ্চিকীৎস্য রোগই আসুক, অথবা সকল লোকই ইতস্ততঃ অতি দুঃখই দান করুক, শীত বর্ষা ঝঞ্ঝাবাত

অত্যুদ্বিগ্নোপি ধর্মৈঃ সদন-বিরহিতঃ শীতবর্ষাতিবাতৈঃ
ক্ষুত্তৃড্ বাধা স্ত্বসহ্যা স্তদপি নহি পদং যামি বৃন্দাটবীতঃ ॥৪০॥

নৈব প্রেক্ষ্য মুখং স্ত্রিয়া বিষয়িনঃ সম্ভাষ্য নৈব ক্বচিৎ
কেষামপ্যতিপৃচ্ছতামপি পুরো ন ব্যজ্য দৈন্যানি চ।
নাশাং কস্যচিদাদধন্ন চ দধদ্দোষান্ যথালাভতঃ
সন্তুষ্টো বস রাধিকাপদ রসাবিষ্টোঽত্র বৃন্দাবনে ॥৪১॥

নিত্যাশ্চর্য্যানন্ত মাধুর্য্যধুর্য্যং
যস্মিন্নাস্তে প্রস্ফুরদ্দিব্য কুঞ্জম্।
রাধাকৃষ্ণাভঙ্গুরানঙ্গ কেলী
শ্রীমদ্‌বৃন্দাকাননং তৎ প্রপদ্যে ॥৪২॥

সান্দ্রানন্দাপার চিজ্জ্যোতি রেকা—
ম্ভোধিদ্বীপে ভাতি বৃন্দাটবীয়ম্।
তত্রৈবাঽনাদ্যন্ত কন্দর্পকেলী—
গৌরশ্যামা বাশ্রয়ে শ্রীকিশোরৌ ॥৪৩॥

ময় কালধর্মে আশ্রয়হীন হইয়া অতি উদ্বিগ্নই হই এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদির পীড়া অসহ্যই হউক—তথাপি কিন্তু বৃন্দাবন হইতে একপদও নড়িব না॥

স্ত্রীজাতির মুখাবলোকন না করিয়া—কখনও বিষয়ী লোকের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া—অতিশয় জিজ্ঞাসিত হইলেও কাহারও নিকটে নিজ দৈন্য বিষয়ক কোনও ভাব প্রকাশ না করিয়া—কাহারও আশা না রাখিয়া বা কাহারও দোষ না লইয়া—যথালাভে সন্তুষ্ট হইয়া—শ্রীরাধাপাদপদ্ম রসে আবিষ্ট হইয়া এই বৃন্দাবনে বাস কর ॥৪১॥

যেখানে নিত্য আশ্চর্য্য অনন্ত মাধুর্য্য শ্রেষ্ঠ দিব্য দিব্য কুঞ্জরাজি প্রকৃষ্ট রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য বৃদ্ধিশীল অনঙ্গবিলাস-শ্রীযুক্ত সেই বৃন্দাবনেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥৪২॥

সান্দ্রানন্দ অপার চিজ্জ্যোতির্ম্ময় সমুদ্রের এক শ্রেষ্ঠ দ্বীপে এই বৃন্দাবন প্রকাশিত—এখানেই অনাদি অনন্ত কন্দর্পকেলিপরায়ণ গৌর-

দিব্য স্নিগ্ধ স্বর্ণগৌরাঙ্গ রুচিঃ
সিন্ধূল্লোলৈ র্লুম্পতী দিগ্বিভাগম্।
জীয়াৎ কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্য্য সীমা
বৃন্দাটব্যাং কাঽপি দিব্যা কিশোরী ॥৪৪॥
শুদ্ধানন্ত স্বাদ্য রত্যাত্মসচ্চি-
জ্জ্যোতিঃ সিন্ধো রন্তপারোজ্ঝিতস্য।
গৌরশ্যামং কামলোলং কিশোরং
সারদ্বন্দ্বং পশ্য বৃন্দাবনান্তঃ ॥৪৫॥
একৈকাঙ্গচ্ছবিভি রখিল দ্বৈত মাচ্ছাদয়ন্তী
মাধুর্য্যৌঘং কমপি দধতী দিব্যলীলা কলাভিঃ।
কাঽপি শ্যাম প্রণয় বিকল স্বর্ণগৌরাঙ্গবল্লি
র্বৃন্দারণ্যে বিলসতি মহারূপরাশিঃ কিশোরী ॥৪৬॥
শ্রীগান্ধর্ব্বাপদকমলয়ো র্দাস্য লাস্যোপলম্ভে
তজ্জ্ঞা যৎ সাধন মুপদিশন্ত্যবরো মাদৃশোঽত্র।

শ্যাম যুগলকিশোরকে আশ্রয় করিতেছি ॥৪৩॥

দিব্য স্নিগ্ধ স্বর্ণগৌরকান্তি সমুদ্রের বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ সমূহে দিগ্বিদিক্ আচ্ছন্নকারিণী, কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্য্যসীমা, কোনও এক দিব্য কিশোরী বৃন্দাবনে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৪৪॥

বিশুদ্ধ অনন্ত আস্বাদ্য রত্যাত্মক সচ্চিজ্জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত-পার সমুদ্রের সারস্বরূপ কাম-চঞ্চল গৌরশ্যাম যুগলকিশোরকে বৃন্দাবনেই দর্শন কর ॥৪৫॥

একৈক অঙ্গ কান্তিতেই অখিল দ্বৈত বস্তুর আচ্ছাদনকারিণী, দিব্য লীলা কলা সমূহ দ্বারা কোনও অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রবাহ ধারিণী, শ্যাম প্রণয়ে বিকল, স্বর্ণগৌর লতা সদৃশী কোনও মহারূপ লাবণ্য শালিনী কিশোরী বৃন্দাবনে বিলাস করিতেছেন ॥৪৬॥

শ্রীরাধাপদকমলে দাস্য লাস্য প্রাপ্তির জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে যে

তস্মাৎ পাপো যদি চ সুকৃতী নিন্দিতো বন্দিতো বা
বৃন্দারণ্যং সুশরণময়েঽকুণ্ঠ-রাধা-প্রকাশম্ ॥৪৭॥
দুশ্চেষ্টানাং দুর্ম্মতীনাঞ্চ কোটিঃ
কোটি র্ঘোরানর্থ দুর্ব্বাসনানাম্ ।
কামং বৃন্দাকাননে মেঽস্তু মাঽস্তু
শ্রীরাধায়া বিস্মৃতং নাম-মাত্রম্ ॥৪৮॥
উন্মীলন্মধুরাঙ্গ ভঙ্গিম নটন্নেত্রাঞ্চলী-লীলয়া
সব্রীড় স্মিত মাধুরীভি রসকৃচ্ছ্রীরাধয়োত্থাপিতৈঃ ।
অত্যুগ্রৈ রমিত স্মরৈঃ প্রতিপদং দিগ্ধাঽলি-বিদ্ধান্তরঃ
কোঽপি শ্যামকিশোরকোঽতি বিকলো বৃন্দাবনে ভ্রাম্যতি ॥
যৎ সৌন্দর্য্যং যদ্বয়ো যে চ ভাবা
যা বৈদগ্ধ্যো যাশ্চ গৌরাঙ্গভঙ্গ্যঃ ।
যা দিক্‌চক্রাচ্ছাদি লাবণ্যবণ্যা
স্তামেব ভাবে রাধিকায়াঃ স্ফুরন্তু ॥৫০॥

সাধন উপদেশ করেন, এই বিষয়ে মাদৃশ ব্যক্তির কোনই ফল লাভ হয় না ; অতএব পাপী বা পুণ্যাত্মা, নিন্দিত বা বন্দিত হইলেও অবশ্যই রাধা প্রকাশনশীল বৃন্দাবনই অত্যুত্তম শরণ স্থল ॥৪৭॥

এই বৃন্দাবনে আমার দুশ্চেষ্টা বা দুর্ম্মতি-কোটিই হউক, ঘোর অনর্থ দুর্ব্বাসনাদিও কোটি কোটিই আসুক, তথাপি একমাত্র শ্রীরাধার নামই যেন কদাপি বিস্মৃত না হই ॥৪৮॥

মধুর অঙ্গভঙ্গী প্রকাশে ও নৃত্যপরায়ণ অপাঙ্গ বিক্ষেপ লীলায় শোভিতা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক বারম্বার উদ্দীপিত সলজ্জ মৃদু মধুর হাস্য মাধুর্য্য রূপ অতি বিষম অনুপম কামবাণ দ্বারা প্রতিপদেই যাঁহার অন্তর বিষাক্ত অলি (বৃশ্চিক) দংশনের ন্যায় জর্জ্জরিত হইতেছে—সেই অতি চঞ্চল শ্যামকিশোর বৃন্দাবনেই ভ্রমণ করিতেছেন ॥৪৯॥

শ্রীরাধিকার যে সৌন্দর্য্য, যে বয়স, যে সকল ভাব, যে বৈদগ্ধী,

পূর্ণপ্রেমামৃত রসনিধী দিব্যদিব্যৌ কিশোরৌ
গৌরশ্যামাদ্ভুত নববয়ো রূপ লাবণ্যরাশী।
বৃন্দারণ্যে সহজ মদনোন্মদ লীলা বিহারৌ
নিত্যং ভাবামৃত সুমধুরে চেতসি প্রস্ফুরেতাম্ ॥৫১॥

কুঞ্জে কুঞ্জেঽতি রঙ্গাদহহ বিহরতো যত্র রাধা ব্রজেন্দূ
বৃক্ষে বৃক্ষে চ যত্র প্রবিলসতি মহাদিব্য গন্ধ প্রসূনম্।
পুষ্পে পুষ্পে মদান্ধীকৃত মধুপকুলং স্যন্দমানামৃতৌঘং
মোঘং জন্মাদি সর্ব্বং তব যদি ভজসে নৈব বৃন্দাবনন্তৎ ৫২

যস্মিন্ সত্ত্ব রজ স্তমাংসি ন মনাক্ সন্তি স্বকার্য্যৈ ন বা
কালস্য প্রভুতাঽস্তি সর্ব্বমহতো দেবাদয়ঃ কে পরে?
স্বাত্মজ্যোতি বিশুদ্ধ চিদ্রসঘনে বৃন্দাবনে পাবনে
তস্মিন্ মা কুরু মূঢ়! দৃষ্টি মণৃতাং ধৈর্য্যেন নিত্যং বস ॥৫৩

গৌরদেহের যে ভঙ্গিমা, সকল দিগাচ্ছাদক যে লাবণ্যবণ্যা—সে সমস্তই আমার ভাবে (চিত্তে) স্ফূরণ হউক ॥৫০॥

পূর্ণ প্রেমামৃত রস সমুদ্র, অতি দিব্য, গৌর শ্যাম বর্ণ,—অদ্ভুত নব বয়স্ক—রূপলাবণ্য-রাশি-ধারী ও বৃন্দাবনে সহজ মদনোন্মত্ত লীলা-বিহারী যুগলকিশোর ভাবামৃত-সুমধুর চিত্তে নিত্য স্ফুরিত হউন ॥৫১॥

অহো! যে স্থানের কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধা ও ব্রজচন্দ্রমা অতি আনন্দে বিহার করিতেছেন,—যে স্থানের বৃক্ষে বৃক্ষে মহাদিব্যগন্ধি পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হয়,—যে স্থানের পুষ্পে পুষ্পে মদান্ধভ্রমর কুল বিচরণ করিতেছে—সেই অমৃত প্রবাহ-স্রাবী বৃন্দাবনকে যদি ভজন না কর, তবে তোমার জন্মাদি সকলই বৃথা ॥৫২॥

হে মূঢ়! যে স্থানে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ বিন্দুমাত্র নাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালেরও যে স্থানে প্রভুত্ব নাই—দেবাদির ত কথাই হইতে পারে না! স্বাত্মজ্যোতি বিশুদ্ধ চিদ্রসঘন সেই পবিত্র বৃন্দাবনে অসত্য দৃষ্টি না করিয়া ধৈর্য্যসহকারে নিত্য বাস কর ॥৫৩॥

দেহার্থেহা সুনীচাচরণমতিরলং সংস্তুতৌ বাচ্যবুদ্ধিঃ
সম্পত্ত্যাপন্মতিঃ কাপ্যহহ ন মমধীঃ স্ত্র্যাকৃতৌ রাক্ষসী-ধীঃ।
ব্যর্থাত্যাভারবুদ্ধিঃ কুবপুষি জনতা-সঙ্গতৌ সর্পবুদ্ধিঃ
স্বস্মিন্ সর্ব্বোত্তমেহপ্যত্যধমতমমতি স্তিষ্ঠ বৃন্দাবনে ভোঃ ॥
ন স্ত্রী ন স্ত্রীপ্রসঙ্গী মিলতি যত ইদং স্থানমাশ্রিত্য সর্ব্ব-
দ্বন্দ্বাতীতোহত্র কন্দাদভি রপরবশৈঃ কল্পয়ন্ দেহ-বৃত্তিম্।
ভাবেনাত্যুজ্জ্বলেনাত্মনি মধুরতরে ন্যস্য রাধাপদাব্জ-
দ্বন্দ্বং বৃন্দাবনান্ত র্গময় দিন নিশা নিত্য তন্নামজাপী ॥৫৫॥
বিড্ভাণ্ডেহস্মিন্ কুদেহে হরিহরি মমতাং মুঞ্চ নিষ্কিঞ্চনানাং
সঙ্গে রঙ্গং বিধেহি ত্যজ কনকবধূদর্শনং দূরতোহপি।
মত্বা মানাবমানৌ বিষমবিষ সুধাসারবৎ সর্ব্বদুঃখং
সোঢ়্বা সোঢ়্বা দ্রঢীয়ান্নতি রতিপ্রণয়া দাস্ব বৃন্দাবনেহস্মিন্ ॥

অহো! জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অতি নীচবৎ চেষ্টাপরায়ণ হইয়া, অতি স্তুতিতেও বাক্যমাত্র বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভে আপদ্‌বুদ্ধি করিয়া,—কোথাও মমত্ব বুদ্ধি আরোপ না করিয়া স্ত্রীজাতির আকৃতিতেই রাক্ষসী বুদ্ধি, এই কুৎসিত দেহে ব্যর্থ অতি ভার বুদ্ধি, এবং জন সংসর্গে সর্পবুদ্ধি করিয়া,—ও নিজে সর্ব্বোত্তম হইলেও অতি অধমতম বুদ্ধি স্থাপন করিয়া তুমি শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর হে! ৫৪ ॥

স্ত্রী বা স্ত্রীপ্রসঙ্গী নাই বলিয়া এই স্থান আশ্রয় করিয়া, সকল দ্বন্দ্বের (শীত গ্রীষ্ম, মানাপমান, ক্ষুধাতৃষ্ণার) অতীত হইয়া, নিরপেক্ষভাবে মূলাদি দ্বারা দেহ রক্ষা করিয়া, অত্যুজ্জ্বলভাব দ্বারা মধুরতর নিজ চিত্তে রাধাপাদপদ্ম বসাইয়া নিত্য তন্নাম জপ করিতে করিতে বৃন্দাবনে দিবারাত্রি অতিবাহিত কর ॥৫৫॥

হায়! হায়!! বিষ্ঠার ভাণ্ড এই কুৎসিৎ দেহে মমতা ত্যাগ কর, নিষ্কিঞ্চন জনের সঙ্গে রঙ্গ (আনন্দ) কর, কামিনীকাঞ্চন দর্শন দূর হইতেই ত্যাগ কর, মানাপমানকে বিষম বিষ ও পরম সুধাসার বুদ্ধিতে

কঞ্চিদ্ বঞ্চিত সাধ্যসাধনগণং নির্ম্মৃষ্টকালাদিক-
ত্রাসং নির্হৃত পাপপুণ্য বিষয়ং নিঃপীত তাপত্রয়ম্।
নির্ভাতং সকলত্রয়ী হৃদয়তোঽপ্যত্যন্ত দূরে মহা-
চিত্র প্রেমরসোর্ম্মি দিব্য বনরাট্ চূড়ামণিং চিন্তয় ॥৫৭॥
দ্বন্দ্বীভাব নিজ স্বভাব সহজাত্যাশ্চর্য্য কৈশোরকং
শ্রীবৃন্দাবন নিত্য কেলি মিথ আনন্দং মিথো জীবনম্।
তাদাত্ম্য প্রণয়াদ্ ভজামি ললিতাপ্রাণং মিথঃ সন্ততো-
ত্তুঙ্গানঙ্গতরঙ্গ সঞ্চয়-চলং গৌরাসিতাঙ্গং মহঃ ॥৫৮॥

নবকনক সুগৌর নীলরত্ন-
প্রকর সুনীলমুদার দিব্যলীলম্।
মিথুনমভিনবং নবানুরাগো-
ন্মদ মদনাতুর মদ্ভুতং ভজামি ॥৫৯॥

গ্রহণ করিয়া এবং সমস্ত দুঃখ সহ্য করিয়া করিয়া দৃঢ়তর হইয়া অতি রতিপ্রণয়ভরে এই বৃন্দাবনে বাস কর ॥৫৬॥

নিখিল সাধ্যসাধনগণের প্রতারণাকারী, কালাদি ত্রাস সমূহের নির্ম্মূলনকারী, পাপ-পুণ্য বিষয় সমূহের বিনাশ সাধক, তাপত্রয়ের সম্যক্ ধ্বংশকারী, নিখিল বেদহৃদয় হইতেও অতি দূরে প্রকাশিত এবং মহা বিচিত্র প্রেম রসোর্ম্মি-যুক্ত কোনও দিব্য বন সমূহের রাজশিরোমণিকে (এই বৃন্দাবনকেই) চিন্তা কর ॥৫৭॥

যুগলীভূত, নিজ স্বভাব সুলভ অত্যাশ্চর্য্য কৈশোর বয়স্ক, শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য কেলিপরায়ণ, পরস্পরের আনন্দদায়ী, পরস্পরের জীবনীভূত এবং পরস্পর একাত্ম প্রণয়হেতু নিত্য বর্দ্ধিষ্ণু কামতরঙ্গ সমূহের প্রবাহে চঞ্চল, ললিতা-প্রাণ, গৌরশ্যাম বিগ্রহ দ্বয়কে ভজন করি ॥৫৮॥

নব (গলিত) স্বর্ণবৎ সুগৌরবর্ণা ও নীলকান্তমণি সমূহবৎ সুনীল বর্ণ—সুন্দর মহাদিব্য লীলাকারী—নব নব অনুরাগে উন্মত্ত কামাতুর অদ্ভুত অভিনব কিশোর যুগলের ভজন করি ॥৫৯॥

পরম রস সমৃদ্ধি কন্দ বৃন্দা--
　　বনভুবি দিব্য কিশোরয়োঃ কয়োশ্চিৎ ।
নব মদন বিলাস চাপলানি
　　স্মর নব হেম মহেন্দ্র নীলভাসোঃ ॥৬০॥
দ্বয়মতি রসধাম গৌরনীলা--
　　দ্ভুত রুচি নিত্য কিশোর মুন্মদান্ধম্ ।
নব নব রতি লালসেন বৃন্দা--
　　বন-ভুবি তন্মম নিত্য মস্তু সেব্যম্ ॥ ১॥
ভরিত দশদিগন্ত কান্তিপূরং
　　দ্বয়মতি দিব্যমহঃ সদা কিশোরম্ ।
কনক মরকতাভমস্তু বৃন্দা--
　　বন রস-বিহ্বলমেব মে নিষেব্যম্ ॥৬২॥
সর্ব্বানন্দ রহস্যমত্র সকল প্রেম্নাং রহস্যন্ত্বিহ
দীপ্তীনাং সুরহস্যমত্র প্রমদস্যাহস্মিন্ রহস্যং পরম্ ।

পরম রস সমৃদ্ধির বীজ স্বরূপ এই বৃন্দাবন ভূমিতে নব হেম ও ইন্দ্রনীলমণির কান্তি বিশিষ্ট কোনও দিব্য কিশোর যুগলের নব কাম-চাঞ্চল্যরাজি স্মরণ কর ॥৬০॥

অতিশয় রসময়-বপুধারী, গৌরনীল অদ্ভুত কান্তি বিশিষ্ট, নব নব রতিলালসায় উন্মদ, অন্ধ, নিত্য কিশোর যুগল এই বৃন্দাবন ভূমিতে আমার নিত্য সেব্য হউন ॥৬১॥

কান্তি প্রবাহে দশদিক পূর্ণকারী, দিব্য বিগ্রহধারী, বৃন্দাবন-রসবিহ্বল, স্বর্ণনীল কান্তিধারী নিত্য কিশোর দ্বয়ই আমার নিষেব্য হউন ॥৬২॥

এই স্থানেই সর্ব্বানন্দ রহস্য, এই স্থানেই সকল প্রেম রহস্য, এই স্থানেই সকল দীপ্তির (কান্তির) সুরহস্য ; এইস্থলে আবার প্রমত্ততার

আমোদ রহস্যমত্র মদনস্যাহস্মিন্ রহস্যং পরং
বৈদগ্ধী সুরহস্যমত্র যদিদং বৃন্দাবনং মোহনম্ ॥৬৩॥
পূর্ণাঃ স্বর্ণাম্বুজ মরকতাম্ভোজ গর্ভাতি গৌর-
শ্যামাঃ কামাত্মক রস ঘন স্যান্ত রধ্যেমি কান্তীঃ।
কস্যাপ্যেকাত্মন উরুমদ শ্রীকিশোর দ্বয়স্য
শ্রীমদ্বৃন্দাবনমনু সদা ক্রীড়তো বর্দ্ধি-তৃষ্ণম্ ॥৬৪॥
শ্রীবৃন্দারণ্যমেতদ্ দ্বয়মপি চ তদেকাত্মকং ধাম গৌর--
শ্যামং তৎ প্রাণসখ্যোহপি চ পরম-রসং প্রীতিমাত্রং বিদন্তি।
তেনাত্যন্তাপরাধিন্যপি ময়ি মধুরং তন্মহাশ্চর্য্যবৃন্দং
নৈবোপেক্ষাং বিদধ্যাদজনি যদি সকৃত্তৎ স্ব-সম্বন্ধগন্ধঃ ॥৬৫॥
যস্মাদেব প্রবৃত্তিঃ সকলতনুভৃতামুত্তমে বাহথ হীনে
কর্ম্মণ্যস্যোৎকটেচ্ছা সমুদয়তি যত স্তে বনে হেতবশ্চ।

পরম রহস্য, এখানে আমোদের ও রহস্য, আবার মদনেরও পরম রহস্য বিরাজ করেন এবং বৈদগ্ধীর সুরহস্যও এখানেই প্রকট আছেন; যেহেতু এই বৃন্দাবন (সর্ব্বতোভাবে) মোহনই ।৬৩॥

শ্রীমদ্বৃন্দাবনে তৃষ্ণা বৃদ্ধি সহকারে নিত্য ক্রীড়াপরায়ণ, একপ্রাণ, বহু মদযুক্ত, কামাত্মক রসঘন শ্রীকিশোর যুগলের মধ্যেই স্বর্ণপদ্ম ও নীলপদ্ম গর্ভবৎ অতি গৌর ও অতি নীল পূর্ণ কান্তির আভাস পাইতেছি ॥

শ্রীবৃন্দাবন, তদেক প্রাণ গৌরশ্যাম কিশোর যুগল, তাঁহাদের প্রাণসখীগণ, যাঁহারা পরম রস ও প্রীতি মাত্রই অবগত আছেন—এবং তত্রত্য মধুর মহাশ্চর্য্য বস্তুবৃন্দ—ইহাঁরা কেহই অতি অপরাধী আমাকে উপেক্ষা করিবেন না, যদি একবারও এই বৃন্দাবনের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ লেশও হইয়া থাকে ॥৬৫॥

যাঁহা হইতেই সকল প্রাণীর উত্তম বা হীন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, যাঁহার প্রেরণায় তোমার বনে বাস করিতে এই জীবের উৎকট ইচ্ছার সমুদয় হয়, (যাঁহার ইচ্ছায়) ঐভাবে বাস করিতে যত কিছু ঘটনা

সংযোগং প্রাপ্নুবন্তি প্রসরতি পরমা সর্ব্বভোগে বিরক্তি
র্জ্ঞানং ভক্তি র্মহৎসঙ্গতি-পরিচয়ত স্তং স্বতন্ত্রেশমীড়ে ॥৬৬॥
সর্ব্বোহপ্যদ্ভুত শক্তিরাশি রখিলাধীশস্য তত্তত্তনু-
ষ্বানন্দৈক বিলাসবান্ নিজ-মহাপূর্ণাত্মশক্ত্যাশ্রয়াৎ।
সংজীবত্যথ চেষ্টতে নিজ নিজে কার্য্যে তমেবাদ্ভুত--
স্বাতন্ত্র্যং পরমং পরেশ মহানন্দৈকবৃত্তিং শ্রয়ে ॥৬৭॥
আনন্দানাং পরমচরমো যোঽবধি র্বৈষ্ণবাণাং
সর্ব্বোর্দ্ধানাং সকলহরি শক্ত্যুন্নতীনাঞ্চ যো বা।
সংপূর্ণানাং পরম ভগবৎ সদ্গুণানাং চ যো বা
স শ্রীবৃন্দাবনভুবি বরীবর্ত্তি সর্ব্বোর্দ্ধধাম্নি ॥৬৮॥
স্বধর্ম্ম বিমুখং সদা সকল পাপকর্ম্মাকরং
সমস্ত গুণ বর্জ্জিতং সকল সত্তমোপেক্ষিতম্।

পরম্পরা উপস্থিত হয়, সকল ভোগে পরম বিরক্তির উদয় হয় এবং মহৎ সঙ্গ পরিচয়ে জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদিও লাভ হয়—সেই স্বতন্ত্র ঐশ শক্তিকে স্তব করি ॥৬৬॥

যে অখিলাধীশ্বরের নিজ মহাপূর্ণ আত্মশক্তির লাভে সকল অদ্ভুত-শক্তি রাশিই সেই সেই (পৃথক্ পৃথক্) দেহে আনন্দ দ্বারা বিলাসপরায়ণ হয়েন, জীবন ধারণ করেন ও নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন—সেই অদ্ভুত পরম স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট পরম মহানন্দ বৃত্তি যুক্ত বস্তুরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥৬৭॥

বৈষ্ণবদিগের যাহা সকল আনন্দের পরম চরম সীমা, সর্ব্বোর্দ্ধ সকল হরি শক্তির ও যাহা চরম শেষ সীমা, এবং সম্পূর্ণ পরম ভগবানের যাহা উত্তম গুণ রাজির অন্ত্য সীমা—সেই সকলই সর্ব্বোর্দ্ধধাম বৃন্দাবনে অধিক রূপে বর্ত্তমান আছে ॥৬৮॥

স্বধর্ম্ম-বিমুখ, নিত্য সকল পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, সমস্ত গুণ-বর্জ্জিত, সকল সাধুবৃন্দ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, অহো! সকল নীচ পামর

অহো ! সকল পামরৈ রপি বহিষ্কৃতং দূরতঃ
কথং সহজবৎসলা ত্যজতু মাঽপি বৃন্দাটবী ॥৬৯॥
অনাথজন-পাবনং সকল পাপ বিদ্রাবণং
মহারতি সুধা ভরৈঃ সকলচিত্ত বিদ্রাবণম্ ।
সহেশকৃত ভাবনং সহরি রাধিকা জীবনং
মহা পতিতপাবনং জয়তি ধাম বৃন্দাবনম্ ॥৭০॥
ত্বং মাতেব পিতেব সৎসুহৃদিব ভ্রাতেব সদ্বন্ধুবৎ
কান্তাবৎ পরদেবতেব গুরুবৎ সন্নেত্রবৎ প্রাণবৎ ।
সর্ব্বস্বৈকনিধানবৎ স্বমৃতবৎ সৎপুত্রবৎ স্বাত্মবৎ
শ্রীবৃন্দাবন রাধিকা-রসিক মৌল্যানন্দ নিত্যং ভব ॥৭১॥
স্নিগ্ধ স্বর্ণ সুগৌরসুন্দর বপুর্লাবণ্য পূর্ণার্ণবে
নব্য প্রেমরসাত্মকেন চিদচিদ্দ্বৈত প্রথালুম্পকম্ ।
অঙ্কে শ্যামকিশোরস্য জয়তাদ্রাধাভিধং কিঞ্চন
শ্রীবৃন্দাবন সীম্নি সৌরতকলাঽপারং কিশোরং মহঃ ॥৭২॥

ব্যক্তিবর্গই যাহাকে দূর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে—এবম্বিধ আমাকেও কি(প্রকারে) সহজবৎসলা বৃন্দাটবী ত্যাগ করিতে পারেন ? ৬৯ ॥

অনাথজন-পাবন, সকল পাপনাশক, মহারতি রূপ অমৃত বর্ষণে সকল জীবেরই চিত্ত দ্রবকারী, স্ব-স্ব ঈশ্বর সহিত ব্রহ্মাণ্ডগণ কর্ত্তৃক চিন্তনীয়, শ্রীহরি ও শ্রীরাধার জীবন, এবং মহাপতিতপাবন শ্রীবৃন্দাবন ধামের জয় হইতেছে ॥৭০॥

হে রাধিকা ও রসিকচূড়ামণির আনন্দপ্রদ শ্রীবৃন্দাবন ! তুমি নিত্যই মাতৃবৎ, পিতৃবৎ, সৎসুহৃদ্বৎ, ভ্রাতৃতুল্য, সদ্বন্ধুতুল্য, কান্তাতুল্য, পরদেবতাবৎ, গুরুবৎ, সুন্দর নেত্রবৎ ও প্রাণবৎ, এবং সর্ব্ব ধনের একমাত্র ভাণ্ডারবৎ,সুন্দর অমৃতবৎ,সৎপুত্রবৎ ও নিজ আত্মতুল্য হইয়া থাক

নবীন প্রেম রস স্বভাব প্রযুক্ত স্নিগ্ধ স্বর্ণ সুগৌর সুন্দর দেহের

ঐশ্বর্য্যাশ্চর্য্যসীমা যদপি ভগবতঃ সদ্গুণাশ্চর্য্যসীমা
লীলা-মাধুর্য্যসীমা প্রণয় রসমদ-স্বাদ-বৈবশ্যসীমা।
সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যসীমা নব ললিত বয়ঃ শ্রীচমৎকারসীমা
শ্রীবৃন্দারণ্য এব প্রবিলসতি যতোহত স্তদেবাশ্রয়েহহম্ ॥৭৩॥
যৎ স্পর্শাদেব সদ্যঃ প্রমদহরি রসাবিষ্ট চিন্মূর্ত্তিভাজো
জীবাজীবাঃ পদার্থা স্ত্রিগুণময়তয়া নিত্য সংস্পর্শশূন্যাঃ।
সর্ব্বে ভান্তি স্বভাসা শুভবিমল মহাচিদ্রসৈকাত্মশক্তিঃ
সেয়ং বৃন্দাটবীয়াবনি রখিল মহাচিন্ময়া পর্য্যদেতি ॥৭৪॥
শ্রীমদ্রাধামুরলিধরয়ো স্তত্তদাশ্চর্য্য খেলা
যোগ্যা মৃগ্যা মুনিবরহৃদা স্বচ্ছচিদ্রত্নভাসঃ।
অত্যাশ্চর্য্যৈ র্মধুরমধুরা বর্ণসংস্থানভেদৈ
র্বন্দে বৃন্দাবনভুব ইমাঃ খণ্ডয়ন্তীঃ ষড়ূর্ম্মীম্ ॥৭৫॥

লাবণ্যপূর্ণ সমুদ্রে চিজ্জড়ের দ্বৈত ভাবের বিলোপ-সাধক—শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্যামকিশোরের ক্রোড়দেশে অসীম সৌরত কলাভিজ্ঞ—কোনও (অনির্ব্বচনীয়) 'রাধা' নামক কিশোর জ্যোতির জয় হউক ॥৭২॥

যেহেতু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাশ্চর্য্যের সীমা, লীলা মাধুর্য্যের সীমা, প্রণয় রস মদের আস্বাদনজনিত বৈবশ্যসীমা, সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যসীমা, নব্য ললিত বয়সের শ্রীচমৎকারসীমা—শ্রীবৃন্দাবনেই শোভা পাইতেছে, অতএব আমি তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥৭৩॥

যাঁহার স্পর্শমাত্রই জীব জড় বস্তু সমুদয় ত্রিগুণময়ী মায়ার নিত্য স্পর্শরহিত হইয়া সদ্যই প্রমদ হরিরসে আবিষ্ট ও চিন্ময়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, এবং সকলেই নিজ দীপ্তিতে প্রকাশিত (স্বপ্রকাশ) হয়েন—সেই শুভ বিমল মহাচিন্ময় রস-স্বভাব শক্তিশীল ও অখিল মহাচিন্ময়াত্মক বৃন্দাবনীয় ভূমি প্রকাশিত হইতেছেন ॥৭৪॥

শ্রীমদ্রাধা মুরলিধরের সেই সেই আশ্চর্য্য খেলা-যোগ্য, মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয়, স্বচ্ছ চিদ্রত্নময় দীপ্তি বিশিষ্ট, অত্যাশ্চর্য্য বর্ণ ও

দিব্যৈঃ কুত্রচিদিন্দ্রনীলমণিভি র্জাম্বূনদৈঃ কুত্রচিদ্-
বৈদূর্য্যৈঃ ক্বচন ক্বচেন্দুমণিভি র্নীহারি হীরৈঃ ক্বচিৎ।
মুক্তাভিঃ ক্বচন প্রবালনিবহৈঃ ক্বাঽপি ক্বচাঽলোকবি-
জ্ঞাতৈঃ ক্বাপি বিনির্ম্মিতা বিজয়তে বৃন্দাটবীয়াবনী ॥৭৬॥
কেচিৎ পীযূষ-সারোত্তম পরিণতয়ঃ কেচন ক্ষীরসারৈ
র্দিব্যৈঃ সন্নির্ম্মিতাঃ কেঽপ্যতুলমদকৃতামাসবানাং ঘনাঙ্গাঃ।
কেচিৎ সৈতোপলাঃ কেঽপ্যতিহিমকরকা কল্পরূপা ইতি শ্রী-
বৃন্দারণ্যে দ্রুমেন্দ্রা দধতি বহুবিধা রাধিকা-কৃষ্ণতুষ্ট্যৈ ॥৭৭॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নর্ম্মোক্ত্যনুসরণপরা বিভ্রতঃ কেঽপি শাখা-
ভূলগ্নাঃ সূনভারা বহুশতপরিতো মণ্ডপাকার রম্যাঃ।

সংস্থানাদির ভেদে মধুর হইতেও সুমধুর এবং ষড়ূর্ম্মির খণ্ডণকারী—এই বৃন্দাবনীয় ভূমি সমূহকে বন্দনা করি ॥৭৫॥

কোথাও দিব্য ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা, কোথাও বা জাম্বূনদ (হেম) দ্বারা, কোথাও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা, আবার কোথাও বা চন্দ্রকান্তমণি দ্বারা, কোথাও তুষার-ধবল হীরক দ্বারা, কোথাও মুক্তা দ্বারা, কোথাও বা প্রবাল সমূহ দ্বারা, আবার কোথাও বা লোকে অবিজ্ঞাত বহু বহু মণি মাণিক্য দ্বারা খচিত বৃন্দাবনীয় ভূভাগ সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান আছেন ॥

শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষশ্রেষ্ঠগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য বহুবিধ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন—কেহ কেহ বা অমৃতসারের উত্তম পরিণতি (নির্য্যাস) বিশেষ, কেহ কেহ বা দিব্য ক্ষীরসার দ্বারা সুন্দরভাবে নির্ম্মিত, কেহ কেহ বা অতুলনীয় মত্ততাজনক সুধা-ঘন অঙ্গধারী, কেহ কেহ বা স্ফটিকবৎ, আবার কেহ কেহ বা চন্দ্র-(কর্পূর) বৎ অতি শুভ্র বেশধারী হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥৭৭॥

কোনও কোনও বৃক্ষ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নর্ম্ম বাক্যানুসারে নিজের শাখা সমূহকে ভূমিলগ্ন করাইয়াছে—তাহারা কুসুমভারাবনত, বহুশত সংখ্য ও ইতস্ততঃ মণ্ডপাকারে শোভিত রহিয়াছে—কতগুলির পুষ্পকিশ-

হস্তগ্রাহ্যং প্রসূনাদ্যথপর শিখরস্থঞ্চ সংধারয়ন্তি
শাখীন্দ্রা যত্র ধন্যা দিশতু মম শিবং সৈব বৃন্দাটবীয়ম্ ॥৭৮
কেচিন্মাধ্যাহ্নিকাদপ্যতি বহলরুচ শ্চণ্ড মার্ত্তণ্ড-কোটি
ভ্রাজদ্দিব্যপ্রভা মণ্ডলত উরুরুচঃ কেঽপি কল্পাগ্নিকোটেঃ।
কোচন্দ্রাকেন্দু কোট্যুজ্জ্বল শিশির লসচ্চন্দ্রিকাচারু রোচিঃ
পুঞ্জা গুঞ্জাভিরামদ্যুত বিতত মহামঞ্জুলাঃ কেঽপি যত্র ॥৭৯
কেচিদ্বিদ্যোতমানা দ্যুতিভির গণিতোদ্দীপ্ত বিদ্যুল্লতানাং
বিস্ফুর্জ্জদ্দিব্য কোটি স্ফটিকমণি মহাস্বচ্ছভাসোঽপি কেঽপি
কেচিদ্বাল প্রবালাধিক ললিত মহঃ কন্দলী-সুন্দরাঙ্গাঃ
কেচিন্নির্ভান্ত্যনন্তদ্রুত কনক রুচো হীরহারত্বিষোঽন্যে ॥৮০
কেঽপি প্রোৎফুল্লদিব্যস্থলকমলরুচঃ কেঽপি নীলোৎপলাভাঃ
কেচিৎ কীরানুকারিচ্ছবি নিকরচিতাঃ কেঽপি কাশ্মীরভাসঃ

লয়াদি হস্তগ্রাহ্য, আবার কতগুলি উচ্চ উচ্চ শাখায়ও রহিয়াছে—এবম্বিধ ধন্য বৃক্ষশ্রেষ্ঠগণ যে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছেন, সেই এই বৃন্দাবন আমার মঙ্গলবিধান করুন ॥৭৮॥

কেহ কেহ বা মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড সূর্য্য কোটির উদ্ভাস্বর দিব্য প্রভা জাল হইতেও অতি বহুল কান্তি বিশিষ্ট—আবার কেহ কেহ বা কল্পাগ্নি কোটি হইতেও বহু কান্তিশীল, কেহ কেহ বা পূর্ণচন্দ্র কোটির উজ্জ্বল শীতল চন্দ্রিকাযুক্ত মনোহর দীপ্তি বিশিষ্ট—আবার কেহ কেহ বা পুষ্পস্তবকের মনোরম দ্যুতি বিস্তার পূর্ব্বক মহামনোজ্ঞ শোভা-সমন্বিত হইয়া বিরাজমান আছেন—॥৭৯॥

কেহ কেহ অসংখ্য বিদ্যুল্লতার দীপ্তিতে উদ্ভাস্বর—কেহ কেহ বা দিব্য স্ফটিক মণির মহাস্বচ্ছ কিরণমালা ইতস্ততঃ বিকীরণ করিতেছেন—কেহ কেহ বা নূতন প্রবাল হইতেও সুললিত তেজোময় নবাঙ্কুর সুশোভিত—কেহ কেহ বা অনন্ত গলিত স্বর্ণবর্ণ এবং অপর কেহ কেহ বা হীরক হইতেও অতি উদ্ভাস্বর বর্ণ-বিশিষ্ট ॥৮০॥

কেচিদ্ ভিন্নাঞ্জনাভাঃ মরকত মণিবৎ কেচিদত্যুজ্জ্বলাভাঃ
কেচিৎ সৎপাটল প্রোচ্চয় রুচির-রুচোঽন্যে জবাপুষ্পভাসঃ
ইত্থং স্বানন্দ সচ্চিদ্রসঘন বপুষো যত্র শাখীন্দ্রবৃন্দ--
স্যাশ্চর্য্যা বর্ণভেদা অথ বিবিধরুচাং বীচয়ো দুর্নিরূপাঃ।
আকারাণাং প্রকারা অপি পরম চমৎকারিণাং যত্র পুষ্পা--
দ্যত্যাশ্চর্য্যৈকসীম্নঃ স্ফুরতু মম সদা সৈব বৃন্দাটবীয়ম্ ॥৮২॥

বিচিত্র পত্র পল্লব প্রসূন গুচ্ছজালকৈ
রপাব মুল্লস ন্মহামরন্দ সিন্ধু নির্ঝরম্।
বিচিত্ররোচযাচিতং সুধারসাত্মকৈঃ ফলৈঃ
স্মরামি কৃষ্ণকাননে বিচিত্র শাখিমণ্ডলম্ ॥৮৩॥
অনন্তহরি রাধিকা প্রণয় ফুল্ল বল্লীদ্রুমং
তদঙ্ঘ্রি রসবিহ্বলৈঃ খগমৃগাদিভি র্মণ্ডিতম্।

কেহ কেহ বা প্রস্ফুটিত দিব্য স্থলপদ্ম কান্তিধারী, কেহ কেহ বা নীলপদ্মবৎ দীপ্তিমণ্ডিত, কেহ কেহ শুকপক্ষীর বর্ণানুকরণশীল কান্তি-সমূহ শোভিত, কেহ কেহ বা কুঙ্কুমবর্ণ, কেহ কেহ বা মরকতমণি তুল্য দলিতাঞ্জনবৎ, কেহ কেহ বা অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিভূষিত, কেহ কেহ বা সুন্দর পাটল (গোলাপ) কুসুম সমূহের মনোহর কান্তি বিশিষ্ট, আবার কেহ কেহ বা জবাপুষ্পবৎ বর্ণযুক্ত—॥৮১॥

এইভাবে যেখানে স্বানন্দ সচ্চিদ্রসঘন দেহ বিশিষ্ট বৃক্ষশ্রেষ্ঠগণের আশ্চর্য্য বর্ণভেদ ও বিবিধ কান্তির দুর্নিরূপণীয় তরঙ্গরাজি, পরম চমৎকারজনক আকৃতি সমূহের বিবিধ ভেদ এবং অতি আশ্চর্য্যজনক পরম সুন্দর পুষ্পাদিও বিরাজমান আছে—সেই এই বৃন্দাবন আমার হৃদয়ে নিত্য স্ফুরিত হউন ॥৮২॥

বিচিত্র পত্র পল্লব পুষ্প স্তবক-জাল সমূহ দ্বারা অনন্ত ভাবে উল্লসিত মহা মধুসমুদ্রের একমাত্র উৎস, বিচিত্র কান্তি-ব্যাপ্ত, সুধা রস বিশিষ্ট ফলপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ কাননের বিচিত্র বৃক্ষমণ্ডলীর স্মরণ করি ॥৮৩॥

তদদ্ভুত বিলাসবন্নব নিকুঞ্জ পুঞ্জোদয়ং
স্মরাম্যতি মহোজ্জ্বলন্মধুরবৃন্দ বৃন্দাবনম্ ॥৮৪॥
বৈকুণ্ঠে সকলোজ্জ্বলেঽতি মধুরেঽপ্যত্যুজ্জ্বলং মাধুরী--
পূর্ণং চূর্ণয়দদ্ভুতৈ র্নিজগুণৈ র্নিঃশ্রেয়সাদ্যান্যপি।
স্বর্ণজ্যোতি রথোন্মদং মরকত জ্যোতি র্দ্বয়ং তন্মহো
বিভ্রন্নির্ভর কেলি নূতন-বয়ঃ পশ্যামি বৃন্দাবনম্ ॥৮৫॥
প্রকৃত্যন্তং গত্বা জড়মণৃত দুঃখাত্ম সকলং
পরব্রহ্মজ্যোতিঃ পরিচিনু মহাবিস্তৃততমম্।
ততো দূরে শুদ্ধ রস ময়াশ্চর্য্য মধুরো--
জ্জ্বলং জ্যোতিঃ পূর্ণং পরমিহ হি বৃন্দাবন-বনম্ ॥৮৬॥
ইহাশ্চর্য্যং গৌরাসিত নব কিশোর দ্বয়মহো
মহাসৌন্দর্য্যৌঘং পরমসুষমাপারম নিশম্।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রণয়ে প্রফুল্ল বৃক্ষলতা শোভিত—উভয়ের পাদপঙ্করস বিহ্বল বিহঙ্গমপশু প্রভৃতি দ্বারা মণ্ডিত-যুগলের অদ্ভুত বিলাসপূর্ণ নব নব নিকুঞ্জপুঞ্জ সমন্বিত—অতি মহা উজ্জ্বল মাধুর্য্য-গুণভূষিত বৃন্দাবনকে স্মরণ করি ॥৮৪॥

সর্ব্বোজ্জ্বল, অতি মধুর বৈকুণ্ঠেও অতি উজ্জ্বল ও মাধুরীপূর্ণ (বস্তু সমূহের) এবং যাবতীয় মুক্তি প্রভৃতিরও চূর্ণকারী (গর্ব্বহারী), প্রগাঢ় বিলাসপরায়ণ, নব্য বয়স্ক সেই স্বর্ণজ্যোতি ও উন্মদ ইন্দ্রনীলমণি জ্যোতির্দ্বয়ের শোভা সমুদ্ভাসিত বৃন্দাবনকে আমি দর্শন করিতেছি ॥৮৫॥

প্রকৃতি মধ্যগত মিথ্যা দুঃখাত্মক জড় বস্তু সমূহকে অতিক্রম করিয়া মহাবিস্তৃততম পরব্রহ্ম জ্যোতির সহিত পরিচয় কর; তাহা হইতেও দূরে শুদ্ধ শৃঙ্গার রস বহুল আশ্চর্য্য মধুর উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বৃন্দাবন নামক পরম বন শোভা পাইতেছে ॥৮৬॥

অহো! এই স্থানেই আশ্চর্য্য গৌরশ্যাম নব কিশোরদ্বয় মহাসৌন্দর্য্য রাশি ও পরম সুষমা সমূহ অনবরত বিকীরণ করিয়া কামান্ধ—স্বভাব

স্মরান্ধস্বাভাব্যা ন্নবনব নিকুঞ্জেষু বিহর--
ত্যতি ক্রীড়া বৈদগ্ধ্যভিনব চমৎকার মধুরম্ ॥৮৭॥
মহানন্দানাং যৎ পরমপরমং সারমমলং
মহাসৌন্দর্য্যাদে র্যদপি পরমান্তাবধি পদম্।
মহাশ্চর্য্যানঙ্গোম্মদ রস বিলাসৈক সুমহা--
চমৎকারো যত্তত্তদুভয় মহাদিব্য-মিথুনম্ ॥৮৮॥
সদাহহং তন্মধ্যেহপ্যতি মধুরিমাত্যুন্মদরসং
স্মরামি শ্রীরাধাচরণকমল জ্যোতিরতুলম্।
মহাবিস্তীর্ণং তদ্ঘনতনু কিশোরীং নবতড়ি--
ল্লতা গৌরীং কান্তিপ্রদিমবিজিত-স্বর্ণলতিকাম্ ॥৮৯॥
দিগন্ত প্রচ্ছাদি চ্ছবি মতুল সৌন্দর্য্যলহরী--
পরীতাং বৈদগ্ধীনিধি মমিত ভঙ্গীময় তনুম্।
অনন্যা স্তদ্দাসীমতি বহল তৎ স্নেহবিকলাং
কলাম্ভোধেঃ পারং পরমিতবতী স্তৎ করুণয়া ॥৯০॥

বশতঃ অতিশয় ক্রীড়াকুশলতা ও অভিনব চমৎকার মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া নব নব নিকুঞ্জে বিহার করিতেছেন ॥৮৭॥

মহা আনন্দরাশির যাহা বিমল অতি পরম সার, মহাসৌন্দর্য্য প্রভৃতির যাহা পরম শেষ সীমা, এবং মহাশ্চর্য্য অনঙ্গের উন্মদ রসের যে এক বিলাস সুচমৎকার--তাহাই হইতেছে এই মহাদিব্য যুগলকিশোর ॥৮৮

তদুভয় মধ্যে ও পুনঃ আমি নিত্য মাধুর্য্যের অতি উন্মাদজনক রস বিশিষ্ট শ্রীরাধা চরণকমলের মহাবিস্তীর্ণ অনুপম জ্যোতিরই স্মরণ করিতেছি,এবং তদ্ঘন বিগ্রহ স্বীয় কান্তিমূহুতে স্বর্ণলতিকাকেও বিজয়কারিণী কোনও এক নববিদ্যুল্লতাবৎ গৌরবর্ণা কিশোরীকেও মনে করিতেছি ॥৮৯

তিনি স্বীয় কান্তিতে দিগন্ত আচ্ছাদনকারী—অতুল সৌন্দর্য্য লহরীযুক্ত, বৈদগ্ধী-সমুদ্র, অপরিসীম ভঙ্গিময় তনুধারী,—শ্রীরাধার

মহাবেণীপুচ্ছে স্ফুরিত মণিগুচ্ছাং নিদধতীং
দুকূলং সম্বীত স্তনমুকুলয়ো মূর্দ্ধ্নি চ মুহুঃ।
সলজ্জং সস্নেহং সমৃদু হসিতং সাঙ্গবলনং
বিলোকৈ র্বিশ্বেষাং সহজ কুটিলৈ র্বিস্ময়করীম্ ॥৯১॥
অতি ক্ষামাং মধ্যে পৃথু নিতম্বাতি মসৃণ--
প্রভাপূরং দিব্যোজ্জ্বরুচির শাট্যাঽপি দধতীম্।
ক্বণৎ কাঞ্চীদামাং রণিত মণি মঞ্জীর চরণাং
স্ফুরচ্চূড়া রত্নাঙ্গদ মৃদুলদো র্বল্লি-ললিতাম্ ॥৯২॥
সুচারু গ্রৈবেয়োজ্জ্বল পদকহারাবলী রুচিং
সুকর্ণে তাটঙ্কং মণিময় মুদারঞ্চ দধতীম্।
সুমুক্তাং শ্রীনাসাপুট মনু মণি স্বর্ণখচিতাং
দধানাং বিম্বোষ্ঠীং স্ফুরদসিত বিন্দুশ্রি চিবুকাম্ ॥৯৩॥

অনন্যা দাসী, তাঁহার অতি বহুল স্নেহে বিকল ও তাঁহার কৃপায় কলাসমুদ্রের পরপারগামী হইয়াছেন—॥৯০॥

মহাবেণীর পুচ্ছদেশে মণিগুচ্ছ শোভা পাইতেছে, আবৃত স্তনমুকুলের উপরিভাগে ও মস্তকে মুহুর্মুহু বস্ত্র স্থাপন করিতেছেন—সলজ্জ, সস্নেহ, সমৃদুহাস্য ও অঙ্গমোটন সহকারে সহজ কুটিল দৃষ্টিপাতে সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন—॥৯১॥

মধ্যদেশে অতি কৃশা, পৃথু নিতম্বদেশ হইতে অতি মসৃণ প্রভা-প্রবাহ বিস্তার হইতেছে, দিব্য উজ্জ্বল মনোহর শাটী পরিধান করিয়াছেন—কাঞ্চীমালার শব্দ ও চরণে মণিমঞ্জীরের সুন্দর ঝনৎকার হইতেছে—চূড়া ও রত্নময় অঙ্গদ ভূষিত মৃদু বাহুলতার লালিত্য সমন্বিত—॥২০॥

সুচারু গ্রীবাদেশ উজ্জ্বল পদক, হারাবলী প্রভৃতির আলোকে উদ্ভাসিত—সুন্দর কর্ণযুগলে মণিময় সুন্দর তড়কা পরিধান করিয়াছেন—শ্রীনাসাপুটে মণি ও স্বর্ণখচিত একটী সুন্দর মুক্তা দুলিতেছে, বিম্বোষ্ঠ-যুগলও কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুর সৌন্দর্য্যপূর্ণ চিবুক স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ॥৯৩॥

লসন্মুক্তাপংক্তি প্রতিম দশন শ্রেণি বিসর-
চ্ছটৌঘৈঃ কুর্ব্বাণাং দিশমিব চিতাং কুন্দকুমুদৈঃ।
সদা রাধা তীব্র প্রণয় রোমাঞ্চিত তনুং
নিচোলেনাচ্ছন্নামতি রুচির গুচ্ছাঞ্চলবতা ॥৯৪॥
সদা রাধা পাদাম্বুরুহ পরিচর্য্যাকুলতয়া
ঝনৎ কুর্ব্বন্মঞ্জীরকমতি চলন্তীং তত ইতঃ।
নিজ প্রাণ দ্বন্দ্বাদ্ভুত স্বরুচি সৌন্দর্য্যলহরী-
বিলাসৈ রানন্দামৃত জলধি পূরেঽতি বুড়িতাম্ ॥৯৫
[সপ্তভিঃ কুলকম্]
মহাদোষৈ রাঢ্যং ন খলু গুণলেশস্য বিষয়ং
ন যোগ্যং দৃক্‌পাতেঽপ্যহহ সদয়ানাঞ্চ মহতাম্।
সুদুর্ম্মর্ষৈঃ স্বস্মিন্ন সকৃদপরাধৈ রপি যুতং
সুতং মাতেব ত্বং বিসৃজ বত বৃন্দাটবি ন মাম্ ॥৯৬॥

মুক্তা শ্রেণীবৎ দন্তপংক্তি হইতে প্রসৃত কান্তি সমূহে দশদিক্ যেন কুন্দ কুমুদ পুষ্পে আকীর্ণ করিয়াছেন—সর্ব্বদাই শ্রীরাধার তীব্র প্রণয়ে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইতেছেন—অতি সুন্দর স্তবক শোভিত অঞ্চল বিশিষ্ট নিচোল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াছেন—॥৯৪॥

সর্ব্বদা রাধা-পাদপদ্ম পরিচর্য্যাতে ব্যাকুলতা বশতঃ ইতস্ততঃ নূপুরের ঝনৎকার করিয়া অতি বেগে চলিতেছেন—নিজ প্রাণপ্রিয়তম-যুগলের অদ্ভুত সুন্দর কান্তি সৌন্দর্য্য তরঙ্গ বিলাসাদি দ্বারা আনন্দামৃত সমুদ্র প্রবাহে অতিশয় নিমগ্না হইয়াছেন ॥৯৫॥

মহাদোষপূর্ণ কিন্তু গুণলেশেরও অবিষয়ীভূত, অহো! সদয় মহাত্মাদিগের দৃষ্টিপথে আসিবারও অযোগ্য এবং তোমার নিজাঙ্গে অক্ষম্য অনেক অপরাধ করিলেও মাতার ন্যায় তুমি এই সন্তানকে বিসর্জ্জন করিও না, হে বৃন্দাটবি! ॥৯৬॥

মহামূঢ়ং পাপৈঃ গুরুভি রখিলৈঃ শোচ্য মসতা
মপি স্বপ্নেঽপীষন্ন নত-হরি-তদ্ভক্তচরণম্।
স্বকল্যাণোপায়েষ্বরমশরণং মামব গুণৈঃ
ক্ষমা বাৎসল্যাদ্যৈ রতিমহিত বৃন্দাবন! নিজৈঃ॥৯৭

তব প্রেষ্ঠদ্বন্দ্বং ত্বদমল নিকুঞ্জেষু বিহরৎ
সদৈবোন্মর্য্যাদং নহি বিধি-নিষেধাদি কলয়েৎ।
রমেশিত্রো স্তত্ত্বং কিমপি পরমং ধ্যান-রসদং
তত স্ত্বং মাং বৃন্দাবন ন বিসৃজোচ্ছৃঙ্খলমপি॥৯৮॥

ক্ব ধর্ম্মঃ ক্বাঽধর্ম্মঃ ক্ব চ বিবিধ মর্য্যাদিক কথা
ক্ব ভদ্রং ক্বাভদ্রং ক্ব চ বিষম দৃষ্ট্যুদ্ভবলবঃ।
ইহ শ্রীমদ্বৃন্দাবনভুবি সমস্তং স্থিরচরং
যদি জ্ঞাতং রাধাপতি রতি মহাচিদ্রসঘনম্॥৯৯॥

অতি পূজনীয় বৃন্দাবন হে! মহামূঢ়, অখিল গুরুতর পাপে অসাধুগণেরও শোচ্য আমি স্বপ্নেও ঈষন্মাত্রও হরি বা তদ্ভক্ত চরণে নত হই নাই; নিজ কল্যাণ বিষয়েও সর্ব্বথা অচেষ্ট, অনাশ্রয় আমাকে নিজ ক্ষমা বাৎসল্যাদি গুণে প্রতিপালন কর॥৯৭॥

হে বৃন্দাবন! তোমারই নির্ম্মল নিকুঞ্জ সমূহে—রমা (লক্ষ্মী) ও ঈশিতৃ (নারায়ণ) যুগলের পরম ধ্যানগম্য ও রসদায়ী কোনও (অনির্ব্বাচ্য) তত্ত্বরূপে তোমার প্রিয়তম যুগল নিত্য অতি অমর্য্যাদ (অনন্ত) বিহার করিতেছেন—তাঁহারা বিধি নিষেধের প্রতি দৃক্পাতও করেন না।—অতএব হে বৃন্দাবন! আমি উচ্ছৃঙ্খল হইলেও আমাকে ত্যাগ করিও না॥৯৮॥

এই শ্রীমদ্ বৃন্দাবনভূমিতে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমকে যদি রাধারমণের রতিশীল মহাচিদ্রসঘন মূর্ত্তি বলিয়াই জ্ঞাত হওয়া যায়, তবে আর ধর্ম্মই বা কোথায় আর অধর্ম্মই বা কোথায় থাকে, কোথায়ই বা বিবিধ বিধি নিষেধাত্মক মর্য্যাদাদি কথা? ভদ্রই বা কোথায় আর অভদ্রই বা কোথায় থাকে? আর বিষম দৃষ্টিজনিত দ্বন্দ্বের (শীতগ্রীষ্মাদি, ক্ষুধাতৃষ্ণাদির) লেশ মাত্রই বা কোথায়? ৯৯॥

প্রকৃত্যন্তর্দ্দ্বৈত সকলমপি নিষ্পীয় পরমো-
জ্জ্বলং জ্যোতির্মাত্রং কিমপি বিততং ব্রহ্ম কলয়ে।
তদধ্যৈশং জ্যোতিঃ পরমপরমানন্দ বিততং
ততো দূরে প্রেমোজ্জ্বল রসময়ং জ্যোতি রসিতম্ ১০০
তদন্তঃ শ্রীবৃন্দাবনমিহ মহাশ্চর্য্য সুষমা-
বয়ো রূপৌদার্য্যোন্মদ মদন তৃষ্ণৈক-সহজম্ ।
মহাগৌরশ্যামং দ্বয়মতি মহানন্দ সুঘনং
মহাভাবোন্মীলন্মধুরতর দাস্যেন ভজ ভোঃ ॥১০১॥
সুস্নিগ্ধাঃ সুকুমার সুন্দরতরাঃ স্বানন্দ-নিঃস্যন্দিনঃ
সুপ্রজ্ঞাঃ সুরুচঃ সুশীতলতরচ্ছায়াঃ সুপুষ্পান্বিতাঃ ।
স্বাদীয়াঃ সুফলৈঃ সুগন্ধ মধুভিঃ পত্রৈঃ শুভৈঃ পল্লবৈ
র্বৃন্দাকানন উল্লসন্তি তরবঃ কৃষ্ণে স্বভাবোজ্জ্বলাঃ ॥১০২

ইতি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতে দশম শতকম্

প্রকৃতি মধ্যগত দ্বৈত বস্তু নিচয় বিশেষরূপে দর্শন করিয়া, পরে পরমোজ্জ্বল বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ এক ব্রহ্ম পদার্থেরই প্রতি দৃষ্টিপাত হইতেছে—তাহারও উপরে পরম মহানন্দ বিস্তৃত ঐশ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেছি ; তাহারও দূরে প্রেমোজ্জ্বল রসময় অসিত (কৃষ্ণ) জ্যোতিঃ বিরাজমান আছেন ॥১০০॥

তাহার মধ্যেই এই শ্রীবৃন্দাবন—অত্রত্য মহাশ্চর্য্য সুষমা মণ্ডিত-বয়স, রূপ, উদারতা, প্রভৃতিতে উন্মদ মদন তৃষ্ণৈক স্বভাব, অতি মহানন্দ-ঘন বিগ্রহ, মহাগৌরশ্যামযুগলকে মহাভাব-প্রকাশক মধুরতর দাস্য যোগেই ভজন কর হে ॥১০১॥

সুস্নিগ্ধ, সুকুমার ও সুন্দরতর, স্বানন্দ-ক্ষরণশীল, সুপ্রজ্ঞ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, সুশীতলতর চ্ছায়াঢ্য, সুন্দর পুষ্প শোভিত, সুগন্ধ মধুযুক্ত সুফল সমূহ দ্বারা আস্বাদনীয় এবং শুভ পত্র পল্লবাদির সহিত কৃষ্ণে স্বভাবোজ্জ্বল তরুগণ বৃন্দাবনে উল্লসিত হইতেছেন ॥১০২॥

ইতি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত দশম শতকম।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্

একাদশ শতকম্

স্বোৎ সঙ্গে খস্থ বালং নিজমিমমিতিদুশ্চেষ্ট মুচ্চৈ রমেধ্য-
ক্রীড়ং সোঢ্বাঽপরাধান্ সকরুণমতি সংমৃজ্য নীতং রজোভিঃ।
আত্মেশ প্রেমদিব্যং স্তনভরমমলং পায়য়িত্বা স্ব মাতঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাটবি! ত্বং সহজ নিরবধি স্নেহ পূরেঽভিরক্ষ ॥ ১ ॥

ধর্ম্মাভাসোঽপ্যহহ নহি মে নৈব পাপাচ্চভীতি
র্ন শ্রীকৃষ্ণে রতিরথ ন মে সৌহৃদং সত্তমেষু।
কিন্ত্বত্যন্তাহত জনমিমং স্ব প্রবিষ্টং কথঞ্চিৎ
স্ত্ব স্বাহত্যন্তাগতিমনকৃত-স্বীক্রিয়ং মন্যসে চেৎ ॥ ২ ॥

হে সুজননি শ্রীবৃন্দাটবি! তুমি স্বভাবতঃ অগাধ স্নেহশীলা! তুমি নিজের কদাচারী অপবিত্র ক্রীড়ারত আমাকে নিজ বালক জ্ঞানে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত অপরাধ সহ্য করিয়া রজঃ (মালিন্য) প্রভৃতি অপসারণ পূর্ব্বক অতি কৃপাবশে আমার গাত্র সম্মার্জ্জনা এবং নিজ প্রিয়তম যুগলের নির্ম্মল দিব্য প্রেমামৃত রূপ স্তন্য আকণ্ঠ পান করাইয়া আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

অহো! আমার ধর্ম্মের আভাসও নাই, পাপের ভয়ও নাই, শ্রীকৃষ্ণে রতিও নাই, অথবা সাধুজনের সহিত সৌহৃদ্যও নাই; কিন্তু কোনও প্রকারে

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—একাদশ হইতে ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত মূলে ছন্দ পাত প্রভৃতি বহু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে॥ বিশুদ্ধ আদর্শ পুস্তকের অভাবে আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই। ১২ খানা হস্তলিপি মিলাইয়া, যাহা পাইয়াছি; তাহাই অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠকগন ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন॥ ইতি প্রকাশক।

শ্রীবৃন্দারণ্য নিত্যং বিহিত বহুতরা ক্ষম্য পাপঃ স্বধর্ম্ম-
ত্যাগী নো বেদ গুর্ব্বাদিকমপি বচসা বন্দিতস্থাঙ্ঘ্রিদূরঃ।
হাহা জাতাপরাধো মুহুরপি ভগবদ্ভক্তি - ৎ স্বাশ্রয়ং ত্বা-
মেকংজ্ঞাত্বাশ্রিতোঽহহং ত্বয়ি চ ভবদঘঃ কিং করোমি ক্বযামি ॥৩॥
ত্যক্তঃ সর্ব্বোঽপি ধর্ম্মো হরি হরি ন মনাক্ত্যক্তমেকং বিকর্ম্ম
শ্রীকৃষ্ণে তস্য নামস্বথ তদনুচরে নাগসামাস্ত মেঽন্তঃ।
শ্রীমদ্বৃন্দাবন ত্বাশ্রয়মগতিং ত্বেকলাং ত্বব্যসদ্ধাঃ
কিং কুর্য্যাং কুত্র যায়াং যদিহ বত ভবেত্তভবত্বেব কামম্ ॥৪॥

সকলগতি বিহীন-সদ্গতি স্ত্বং
শ্রুতিততিভিঃ সকলাভি রেচ গীতা।
অতউরুমহিমা ত্বমেব বৃন্দা-
টবি ! মম সচ্ছরণং ন চান্যদাস্তু ॥ ৫ ॥

তোমার নিজ ধামে প্রবিষ্ট হইয়াছি এই মাত্র জানিয়া অতি হতভাগ্য ও গতি হীনজনকে যদি স্বীকার করিয়াছ বলিয়া মনে কর, তবে প্রতি পালন কর॥২॥

হে বৃন্দাবন! নিত্যই বহুতর অক্ষম্য পাপাচরণ করিতেছি; স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি, আর গুরু প্রভৃতিকেও জানি না; (মুখের) বাক্য দ্বারাই বন্দনীয় (পরম পুরুষের) পদাশ্রয় হইতেও দূরে আছি। হায়! হায়!! ভগবৎ ভক্তি পরায়ণ গণের নিকট মুহুর্মুহু অপরাধ হইতেছে! অতএব তোমাকেই একমাত্র আশ্রয় স্থল জানিয়া তোমাতে আশ্রয় লইয়াছি; আবার তোমাতেই পাপাচরণ করিতেছি!! এখন কি করিব, কোথায়ই বা যাইব?॥৩॥

সকল ধর্ম্মই ত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু হায়! এক বিকর্ম্মই কিছুমাত্র ত্যাগ হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ, তন্নামে এবং তদ্ভক্তেও আমার অপরাধের অন্ত নাই; হে শ্রীমদ্ বৃন্দাবন! অগতির একমাত্র গতি তোমাতেই আশ্রয় লইতেছি; কিন্তু আমি অতি কুবুদ্ধি; কি করিব? কোথায়ই বা যাইব? এখানেই যাহা হইবে যথেষ্টই হউক!!॥৪॥

হে বৃন্দাটবি! সকল শ্রুতি সমূহই তোমাকে সকল গতি বিহীন জনের পক্ষে একমাত্র গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব বহু মহিমা মণ্ডিত তুমিই আমার সুন্দর আশ্রয়স্থল, অন্য কেহই নহে॥৫॥

অসমহত মহাধমস্য বৃন্দা—
টবি! মম নিঃসম দিব্যবস্তু লিপ্সোঃ।
দৃঢ়তর মুপহাস্যতাং গতস্য—
দয়িতি কৃপা তব চেন্মনাক্ কুতো হ্রীঃ ॥ ৬ ॥
অহহ! পরমমগ্ন সর্ব্বসেতু
ব্রজ যুবরাজ ইহাত্যুদারভাবঃ।
বিহরতি যদি রাধয়ৈব বৃন্দা—
বন! পরম ত্বয়ি মে তদা ক চিন্তা ॥ ৭ ॥
ত্বয়ি চিরমধি রোপ্য সর্ব্বশক্তিং
পরম চমৎকৃতিমত্যনঙ্কুশাং স্বাম্।
সুখম রমত রাধয়েন বৃন্দা—
বন! কথমত্র তদা ভবানুদাস্তাম্ ॥ ৮ ॥
অপরিমিত মহা মাহাত্ম্য ধাম্নি
ত্বয়ি পরমে পরমোল্লসদ্ রসৌঘে।
যদি ন রসমহং লভেয় বৃন্দা—
বন! তপসাত্বয়ি কোটি বর্ষ্ম হেয়ম্ ॥ ৯ ॥

হে বৃন্দাটবি! অতীব হতভাগ্য মহাধম আমি অনুপম দিব্য বস্তু লাভের ইচ্ছা করিতেছি, তাহাতে দৃঢ়তর উপহাস্যও হইয়াছি কিন্তু যদি তোমার বিন্দুমাত্রও কৃপা পাই, তবে আবার লজ্জা কি? ॥ ৬ ॥

অহহ! হে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন!! (বিধি নিষেধাত্মক) সকল সেতু (নিয়ম) সমূহকে নিরতিশয় উল্লঙ্ঘনকারী ব্রজ যুবরাজ অতি উদার ভাব সম্বলিত হইয়া যদি তোমার এই স্থানে শ্রীরাধার সহিত নিত্য বিহার করেন, তবে আর আমার চিন্তা কি? ॥ ৭ ॥

পরম চমৎকার কারী অতি নিরঙ্কুশ স্বীয় সর্ব্বশক্তি তোমাকে বহু দিন অর্পণ করিয়া শ্রীরাধার সহিত তিনি সুখে বিহার করিতেছেন; তবে হে বৃন্দাবন! তুমি আমার বিষয়ে কি প্রকারে উদাসীন হইতে পার? ৮ ॥

অসীম মহা মহিমা যুক্ত পরম রস প্রবাহী পরম ধাম শ্রীবৃন্দাবনেও যদি আমি রস লাভ করিতে না পারি, তবে তপস্যা দ্বারা কোটি দেহ

ত্বয়ি মে শ্ব শৃগাল ভক্ষ্যমেতদ্
যদি দেহং নিপাতেদযত্ন বৃত্তি।
অতি মঙ্গলমেব তর্হি বৃন্দা—
বন! নো তদ্‌ভৃতয়ে ত্বদনাদৃক্ স্যাম্ ॥ ১০ ॥

স্বপনে খলু জাগরেঽথবা তব বৃন্দে বনতঃ পরত্র মে।
অপি ন শ্রুত রাধিকা প্রিয়ান্তিক বৃত্তে রুদিয়াদ্ ধিয়াস্তৃ তা ॥ ১১ ॥
ক্রকচেন বিদীর্য্যতাং বপু বিলয়ো বাঽস্ত্বপি জাতি ধর্ম্ময়োঃ।
ন মনাগপি হাতুমস্তু ধী মর্ম বৃন্দাবিপিনং সুতুর্ল্লভম্ ॥ ১২ ॥
হরিভক্তি মহং ন কাময়ে মম মুক্তিঃ প্রতিভাতি শুক্তিবৎ।
নয়নেন নিপীয় রাধিকা রতিকুঞ্জৈরতিমঞ্জুলং বনম্ ॥ ১৩ ॥
অপি শুষ্ক ফলাদি ভক্ষয়ন্ ক্ষুধিতো নির্ঝর বাঃ পিবং স্তৃষা।
গিরিরাজ গুহাসু বিশ্রমী বস বৃন্দাবিপিনে সুখং সখে ॥ ১৪ ॥

তোমাতেই ত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥

যদি শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য এই দেহ জীবিকা-চেষ্টা-শূন্য হইয়া তোমাতেই নিপতিত হয়, তবে অতি মঙ্গলই হইবে। হে বৃন্দাবন! ইহার ভরণের জন্য তোমা ব্যতীত অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিব না ॥ ১০ ॥

হে বৃন্দে! স্বপ্নে বা জাগরণেও তোমার বন হইতে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছাও যেন আমার না হয়; যে হেতু শুনিয়াছি যে শ্রীরাধা প্রিয় শ্যাম সুন্দর সর্ব্বদা তোমার নিকটই বর্ত্তমান আছেন ॥ ১১ ॥

এই দেহ করাত দ্বারা বিদীর্ণই হউক, অথবা জাতি ও ধর্ম্মের বিলোপ সাধনই হউক, আমার কিন্তু সুদুর্ল্লভ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে যেন বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি না হয় ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধিকার রতি কুঞ্জ শোভিত অতি মনোহর বন নয়ন দ্বারা পান (দর্শন) করা অবধি আমি হরি ভক্তিও কামনা করি না, অথবা মুক্তিও আমার নিকট শুক্তি তুল্য প্রতিভাত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

হে সখে! ক্ষুধার্ত্ত হইলে শুষ্ক ফলাদি ভক্ষণ করিয়া এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইলে নির্ঝরের জল পান করিয়া গিরিরাজ-গুহা সমূহে বিশ্রাম লাভ করিয়া এই বৃন্দাবনে সুখে বাস কর ॥ ১৪ ॥

কুরু মৌনমনীহ আস্স বৃন্দা-
বন তরুমূল উদশ্রু রাধিকায়াঃ।
অপিপাণি কপোল আত্তভাবোৎ
পুলক কুলঃ কলয়ন্ সুকেলিবৃন্দম্ ॥ ১৫ ॥
বর্হোল্লাসে বসতি শিথিলাং কেশভারঃ সুকেশ্যাঃ
পশ্যাম্যেতামলকবিততিং চারু ভৃঙ্গাবলীষু।
স্মেরাস্যেন্দোরুদয়তি কলা ফুল্ল হেমাব্জ কোশে
নেত্রাঞ্চল্যা শ্চকিত-হরিণী-চাতুরী মাধুরীভূঃ ॥১৬॥ *
শ্রীমন্নাসা সুতিলকুসুমে বন্ধুজীবাধরশ্রীঃ
কুন্দে দন্তাবলি-বিলসিতং কৈরবে চারুহাস্যম্।
বল্লীবৃন্দে তনুরনুপমা গুচ্ছগৎকুট্মলাদৌ
লক্ষ্মীর্বক্ষোরুহ-মুকুলয়ো র্বাহুবল্লী মৃণালে ॥ ১৭ ॥
পীনশ্রোণি বিপুলপুলিনে কোমলোরূ কদল্যাং
রক্তাম্ভোজে করচরণয়োঃ কাঽপি শোভা বিভাতি।

মৌনাবলম্বন কর, (দেহ দৈহিকাদি বিষয়ে) অচেষ্ট থাক, শ্রীবৃন্দাবন তরুমূলে অশ্রু সিক্ত কপোলদেশ হস্তে বিন্যস্ত করিয়া আত্ত (শৃঙ্গারাখ্য) ভাব ভরে পুলকাঞ্চিত হও এবং শ্রীরাধার সুন্দর কেলি বিলাসাদি দর্শন কর ॥ ১৫ ॥

সুকেশীর কেশ ভার ময়ূর দিগের পুচ্ছ বিস্তারে বর্ত্তমান আছে; তাঁহার অলকাবলি আমি সুচারু ভৃঙ্গ সমূহে দর্শন করিতে পাই; তাঁহার সুহাস্যপূর্ণ মুখচন্দ্রের কলামাত্র প্রস্ফুটিত হেম পদ্মের কোশ মধ্যে বিরাজমান এবং ইঁহারই নেত্রান্ত ভাগ চকিত হরিণীর নেত্রচাতুর্য্য ও মাধুর্য্যের জন্ম স্থান ॥ ১৬ ॥ *

তাঁহার সুন্দর নাসিকা মনোহর তিলপুষ্পে, অধর শোভা বান্ধুলী পুষ্পে, দন্ত পংক্তির আভা কুন্দ পুষ্পে, সুচারু হাস্য শ্বেত-পদ্মে, অনুপম তনু লতাবৃন্দে এবং স্তনমুকুল যুগলের শোভা স্তবকিত সুন্দর কুট্মলাদিতে এবং বাহু বল্লী মৃণালে বিলসিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

তাঁহার স্থূল কটিদেশ বিপুল পুলিনে; কোমল উরুদেশ কদলীতে, এবং কর চরণের কোনও অনির্ব্বচনীয় শোভা রক্তপদ্মে বিভাত হইতেছে।

* ১৬ শ্লোক হইতে ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত কুলক।

বৃন্দারণ্য ! ত্বয়ি নিবসতি ব্যস্তরূপা প্রিয়া মে
সামস্ত্যেনোল্লসতি তু মমাঽত্রাতি ধন্যাঙ্কদেশে ॥ ১৮ ॥
যদা মে প্রাণেশ্বর্য্যতি নিকট এবাতি কুতুকা-
ন্নিলীনা পশ্যন্তী বিকলবিকল মাস্থিতবতী ।
তদা বল্লী বৃন্দাবন ! তব সসংজ্ঞং কিশলয়ং
করং ধুন্বত্যা সূচয়দিদমহো মে মহদৃণম্ ॥ ১৯ ॥
অহো ! বৃন্দারণ্য ত্বয়ি বিকসিতানন্তকুসুমাৎ
পরাগৈ র্নিব্যাপ্তি র্নয়নযুগলং তৎ কলুষিতম্ ।
প্রিয়ায়াঃ ফুৎকারৈঃ পদ রজয়তা চুম্বন মহোৎ
সবো লব্ধ স্তেন ত্বমসি মম জীবাতু রহহ ॥ ২০ ॥
যদাচিৎ কান্তা মামিহ তব তমালদ্রুমবনে
নিলীনং মাং জ্ঞাত্বাঽপ্যবদদতি ধূর্ত্তো ন মিলিতঃ ।
স্তুবানা তং বৃন্দাবন বর তমালোঽসি দয়িত

হে বৃন্দারণ্য ! তোমাতে আমার প্রিয়তমা ব্যস্তরূপা হইয়া (পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে) নিবাস করেন, আর এই ধন্য অঙ্ক (ক্রোড় বা বক্ষ) দেশে তিনি সমস্ত রূপে (সম্পূর্ণ ভাবে) উল্লাস পাইতেছেন ॥ ১৮ ॥

আমার প্রাণেশ্বরী অতি নিকটেই অতি কৌতুক ভরে পলায়ন করিয়া থাকিলে আমি অতীব চঞ্চল হইয়া থাকি, তিনি আমাকে এই অবস্থায় দেখিতে থাকেন--তখন হে বৃন্দাবন ! তোমার লতা সঙ্কেতচ্ছলে কিশলয় রূপ কর কম্পনে তাঁহার পলায়ন স্থান সূচনা করিয়া দিয়া আমাকে কতই না ঋণীই করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

অহো ! বৃন্দাবন !! তোমাতে প্রস্ফুটিত অনন্ত কুসুম হইতে নির্গত পরাগবিন্দু দ্বারা প্রিয়তমার নয়ন যুগল আচ্ছন্ন হইলে ঐ চক্ষে ফুৎকার দানের অবসর অন্বেষণকারী আমি যে চুম্বন মহোৎসব লাভ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য তুমিই আমার জীবাতু (জীবন রক্ষার মহৌষধি) হইয়াছ ॥ ২০ ॥

যখন প্রেয়সী তোমার এই তমাল বনে আমাকে লুক্কাইত জানিয়াও— "অতিধূর্ত্ত তাঁহাকে পাওয়া গেলনা !" উক্তি করিয়াছিল এবং সেই তমালকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিল যে "তুমি বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ তমাল তুমিই

স্তু মিত্যুক্ত্বা যন্মাশ্লিষদহমতঃ ক্রীত ইহ তে ॥ ২১ ॥
সখীভিঃ কান্তা মন্নিলয়ন-সুখেলা-সুনিরতা
প্রবিষ্টা শ্রীবৃন্দাটবি ! তব লতা—সদ্মনি ময়া।
সখীবেশে নাট্যে মিলিত রমিতাঽঽগত্য চ রুষাঽ
ক্ষিপদ্ যদ্ বঃ কৃষ্ণায়িতমিদমিতীহাস মম হৃৎ ॥ ২২ ॥
সুপুষ্পং শ্রীবৃন্দাবন ! তব সুতুঙ্গং দ্রুমশিরো-
গতং কাঙ্ক্ষন্ত্যাঽঽহেত্যনঘ ভব নীচো মম মুদে।
ময়া নেত্যুক্তোঽপি প্রহসন পরেণৈব বিটপী
যদুক্তং প্রেয়স্যা অকৃত মম তেনাঽতি মুদভূৎ ॥ ২৩ ॥
বিচিত্র শ্রীবৃন্দাটবি ! তব যদা চিত্র কুসুমৈ
রপূর্ব্বং প্রেয়স্যা ব্যরচয়মহং বেশমমলম্।
প্রসাদমেতৎ প্রার্থিতমথ সকৃচ্চুম্বন মদা-
দ্ধসন্তী যত্নেন ত্বমপি বশগং মাং কৃতবতী ॥ ২৪ ॥

আমার দয়িত"—এই বলিয়া যে আমাকেই আলিঙ্গন করিয়াছিল, তজ্জন্য আমি তোমার ক্রীত হইয়াই আছি ॥ ২১ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! সখিগণ সহ প্রেয়সী তোমার লতাগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার লুকান-রূপ সুন্দর খেলায় নিযুক্ত হইলে, তখন আমি সখীবেশে সেই নাট্য মঞ্চে (কৌতুক স্থানে) তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে রমণ করায় তিনি ক্রোধ পূর্ব্বক ভৎর্সনা করিয়া যে বলিয়া ছিলেন- "তোমরাই কৃষ্ণাকার ধারণ করিয়াছ" দেখ, এই বাক্যেই আমার হৃদয় রহিয়াছে (অর্থাৎ পরমানন্দ দান করিতেছে) ॥ ২২ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! প্রেয়সী তোমার সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষ শিখরের সুন্দর পুষ্প ইচ্ছা করিয়া বৃক্ষকে বলিলেন—"হে অনঘ (মনোজ্ঞ)! আমার আনন্দের জন্য তুমি নীচ হও।" আমি প্রহসন ছলেই বারণ করিলেও যে প্রেয়সীর কথামতই কার্য্য করিয়াছিল, তাহাতে আমার অতিশয় আনন্দই হইয়াছে ॥২৩॥

হে বিচিত্র শ্রীবৃন্দাবন! যখন তোমার বিচিত্র কুসুম দ্বারা প্রেয়সীর জন্য আমি বেশ রচনা করিয়া ছিলাম, তখন হাস্য করিয়া যে তিনি আমার প্রার্থিত প্রসাদ রূপে একটী চুম্বন দান করিয়া ছিলেন, তাহাতেই তুমি আমাকে বশবর্ত্তীই করিয়াছ ॥ ২৪ ॥

অহো বৃন্দারণ্য ! ত্বমসি পরমং ধন্যমিহ য-
চ্চলন্তী শ্রীরাধা ত্বদুরু সুষমালোক-কুতুকাৎ।
প্রসূনানাং বর্ষৈঃ পথি পথি সমাচ্ছাদয়সি তাং
স্তবীষি শ্রোত্রৈক-প্রিয় শুক-পিকাদ্যদ্ভুত গিরা॥ ২৫ ॥

স্ময়ধ্বং কিং সখ্যঃ প্রতিপদ কদাঽশঙ্ক-হৃদয়া
ন কিং বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুতমহিমনি স্বর্ণলতিকাঃ।
স্বরন্তি স্বচ্ছন্দং মরকতময়াশ্চ দ্রুমবরা
মিথঃ সংশ্লেষেণ স্ফুটমতুলশোভাঞ্চ দধতি॥ ২৬ ॥

জয়িন্যক্ষদ্যূতে চতুরধর সংচুম্বমুরলী-
গ্রহে মষ্যাঽস্বাদিৎসতি তু জিতকাশিন্যথ মৃষা।
প্রিয়ান্তর্ভাবজ্ঞা ব্যধিত ননু বৃন্দাটবি তবাঽ
খিলং সাক্ষ্যং তন্মে ত্বয়ি পর রতে হেতুরতুলঃ॥ ২৭ ॥

সখীং দূরীকৃত্য স্বয়মরচি সম্বাহন কলা
ময়া যস্য প্রেম্না মৃদু মৃদু কৃতা চোরসি মুদা।

অহো বৃন্দারণ্য ! তুমিই পরম ধন্য, যে হেতু তোমার সুষমাতিশয় দর্শনের কৌতুকে শ্রীরাধা চলিতে থাকিলে তুমি পথে পথে কুসুম বর্ষণ করিয়া তাহাকে আচ্ছাদন কর এবং কর্ণানন্দি শুক পিক প্রভৃতির অদ্ভুত বাক্যালাপচ্ছলে তাঁহার স্তব কর॥ ২৫ ॥

হে সখিগণ ! প্রতিপদেই কুভাবের আশঙ্কা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তোমরা হাস্য করিতেছ কি ? এই অদ্ভুত মহিমা-মণ্ডিত বৃন্দাবনে স্বর্ণলতা সমূহ কি নাই ? ইন্দ্রনীলমণিময় বৃক্ষশ্রেষ্ঠ গণ স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে না কি ? তাহাদের পরস্পর মিলনেও কি অতুলনীয় শোভা স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না ? ॥ ২৬ ॥

পরস্পর সংচুম্বন ও মুরলী পণে পাশক খেলায় তিনি চারিবার জয় লাভ করিলেও আমি জয় যুক্ত হইয়াছি বলিয়া মিথ্যা ঘোষণা করিয়া সখিদিগের মধ্যে তাঁহাকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; কিন্তু ওহে বৃন্দাটবি ! তুমি প্রিয়ার অন্তরের ভাব জ্ঞাত হইয়া যে সাক্ষ্য দিয়াছ, তৎ সমস্তই তোমাতে আমার পরম প্রীতির অতুলনীয় কারণই হইয়াছে॥ ২৭ ॥

তদেতচ্ছ্রীরাধা-চরণ-কমলং কোমলতরাঃ
রুণজ্জ্যোতি বৃন্দাটবি ! কুতুকত স্ত্বাং সমটতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীরাধায়া যদনুনিমিষং রূপ-লাবণ্য-লীলা
বৈদগ্ধ্যাদি পরম সুচমৎকার ভূমা মমাপি।
আনন্দানামধিকমধিকং যচ্চমৎকার-ধারা
তচ্ছ্রীবৃন্দাবন তব মহানেষ কোঽপি প্রভাবঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীরাধায়া মম চ যদহো কেলি চাতুর্য্য-ধারা
যচ্চাত্যুচ্চৈ নিরবধি বরীবৃধ্যতে কামতৃষ্ণা।
গাঢ়ং গাঢ়ং যদপি বলতে কোঽপি নৌ প্রেমবন্ধঃ
সর্ব্বং বৃন্দাবন রসখনেঃ শক্তি বিস্ফূর্জ্জিতং তে ॥ ৩০ ॥

স্বাত্মেশ্বর্য্যা স্তব গুণনিধে রাধিকায়াঃ সদৈব
প্রীতি স্ত্বয্যুন্তরতি সহজাঽহং চ তে ক্রীত এব।

হে বৃন্দাবন ! সখীজনকে দূরিভূত করিয়া আমি নিজেই যাঁহার সম্বাহন করি ও যাহার প্রেমে আমি আনন্দের সহিত মৃদু মধুর ভাবে যাহাকে বক্ষে ধারণ করি,কোমলতর অরুণজ্যোতিঃপূর্ণ সেই শ্রীরাধার চরণ-কমল কৌতূহল-বশতঃ তোমার উপরেই পর্য্যটন করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

হে বৃন্দাবন ! নিমিষে নিমিষে যে শ্রীরাধার রূপ লাবণ্য লীলা বৈদগ্ধী প্রভৃতির পরম সুন্দর চমৎকারের পরাকাষ্ঠা (একশেষ) অবস্থা প্রাপ্তি হয়,এবং আমারও যে আনন্দ রাশির অধিকতর ভাবে চমৎকার প্রবাহ উচ্ছলিত হয়-তৎ সমস্ত তোমারই কোনও এক মহাপ্রভাব বলিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

অহো ! শ্রীরাধা সহ আমার যে বিলাস চাতুর্য্য ধারা, যে কামতৃষ্ণা নিরন্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে এবং আমাদের দুই জনের প্রেম-বন্ধন গাঢ় হইতেও গাঢ়তর ভাবে বদ্ধনশীল হইয়া চলিয়াছে, হে বৃন্দাবন ! এই সব রসখনি তোমারই শক্তি-সম্ভূত বলিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

হে গুণনিধি বৃন্দাবন ! তোমার নিজ ঈশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার প্রতি নিত্যই সহজ প্রীত করিতেছেন, আর আমি ত তোমার ক্রীতই হইয়া আছি; যদি অত্যন্ত অঘটনীয় ব্যাপার ঘটাইবারও তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি তাহা অবাধেই করিতে পার-এই রূপে শ্রীহরি কর্তৃক বিবিধ প্রকারে

যত্রত্যন্তাঘটিত-ঘটনাং ত্বং চিকীর্ষন্ত্ববাধং
কুর্ব্বিত্যেবং হরিকৃতনুতি র্ভাতি বৃন্দাটবীয়ম্ ॥ ৩১ ॥
[১৬-৩১, ষোড়শভিঃ কুলকম্]

যত্রালকৈরিব চলালি-কুলৈঃ সুবৃত্ত-
বক্ষোরুহেব কুসুম-স্তবকেন বল্লী।
কাঞ্চন্যধাৎ কিশলয়েন সুপাণিনেব
তন্বী স্তদঙ্গ-সুষমা বৃষভানুজায়াঃ ॥ ৩২ ॥

যত্রানিশং বিহরতঃ সহ রাধয়ৈব
ব্যঞ্জৎ প্রতিক্ষণ মহাদ্ভুত-রূপরাশেঃ।
বৈকুণ্ঠগে রতি মহামধুরচ্ছটৌঘে
স্তন্নায়কঃ সহরমঃ সগণো মুমোহ ॥৩৩॥

পরম বিমুক্তিঃ সাক্ষাদ্ ভূরি-রস-সর্ব্বস্বমেব বা সাক্ষাৎ।
সাক্ষাদথ বিশ্বভাগ্যং জীয়াদ্ বৃন্দাবনং শ্রুতৈর্ম্মৃগ্যম্ ॥৩৪॥

হরিভক্তিসুরস-সিন্ধো মন্থাদিব সারমুত্থিতং কিমপ।
আশ্রয় পরমোদারং সকলাসারং বিহায় রাধিকারামম ॥৩৫॥

স্ততা বৃন্দাটবী শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ (কুলক শেষ)

এই স্থানে চূর্ণ কুন্তলবৎ ইতস্ততঃ সঞ্চরমান ভ্রমর সমূহ বেষ্টিত সুন্দর বর্ত্তুল স্তনযুগ্মবৎ পুষ্পস্তবক শোভিতা ও সুহস্তরূপ কিশলয় (পল্লব) মণ্ডিতা কোন কাঞ্চনবল্লী (স্বর্ণলতা) সুকৃশা বৃষভানু দুলালীর সেই সেই অঙ্গ সুষমা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধার সহিত নিরন্তর বিহার-পরায়ণ শ্রীহরিরও প্রতিক্ষণেই মহা অদ্ভূত রূপরাশি প্রকাশ পাইতেছে; বৈকুণ্ঠগামী সেই মহা মধুর কান্তি প্রবাহে তত্রত্য নায়ক [নারায়ণ] ও রমা [লক্ষ্মী] স্বগণ সহিত মোহ প্রাপ্ত হন ॥৩৩॥

সাক্ষাৎ পরম বিমুক্তি, অথবা সাক্ষাৎ ভূরি [প্রচুর] রস সর্ব্বস্ব, কিম্বা সাক্ষাৎ বিশ্বভাগ্য স্বরূপ-শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয় বৃন্দাবন জয়যুক্ত হউন ॥ ৩৪ ॥

হরি ভক্তির সু-রস সিন্ধুর মন্থন হইতেই যেন কোনও অনির্ব্বচনীয় সার রূপে এই বৃন্দাবন উত্থিত হইয়াছেন। সকল অসার [বস্তু] ত্যাগ করিয়া পরম উদার [রমণীয়] রাধিকা উপবনেরই আশ্রয় কর ॥ ৩৫ ॥

অস্তু বা মাঽস্তু বা বস্তু যদ্ বয়ং মৃগয়ামহে।
বৃন্দারণ্যে ন্যস্তমেব স্বয়মস্তং ব্রজদ্ বপুঃ ॥৩৬॥

অহমত্যবুধোঽবোধ্য বুধো যূয়ং তু পণ্ডিতাঃ।
মণ্ডিতা স্তু পরং বৃন্দাবন ধূল্যৈব মে তনুঃ ॥৩৭॥

শাস্ত্রাণি মা কর্ণ পথং প্রযাত সদ্‌যোক্তিকাঃ সদ্ গুরবো নমো বঃ।
বৃন্দাবন প্রেমরসোন্মদান্ধং কিমুদ্‌গ্রহং গ্রাহয়তাঽতিহাস্যাঃ ॥৩৮॥
অত্যন্তমাবিষ্টমতি প্রণষ্ট মুপেক্ষতাং মাং সকলোঽপি লোকঃ।
স্বস্মিন্ প্রবিষ্টং কৃমিবন্নিকৃষ্টং বৃন্দাটবী মামুররী-করোতি ॥৩৯॥
দৈবোপপন্নান্ন কৃতাত্মবৃত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেঽতি রসানুবৃত্তিঃ।
বৃন্দাবনৈকার্পিত চিত্তবৃত্তিঃ কিংস্যামহং ত্যক্তপর প্রবৃত্তিঃ ॥৪০॥
ধর্ম্মং ন জানাম্যথবা প্যধর্ম্মং সাধ্যং ন জানাম্যথবা প্যসাধ্যম্।
সঙ্কল্প এষোঽত্র কৃতো গৃহীত্বা তীর্থাম্বু বৃন্দাবিপিনং ন হাতুম্ ॥৪১॥

আমরা যে বস্তুর অন্বেষণ করিতেছি, তাহা লাভ হউক বা না-ই হউক, আমরা কিন্তু স্বয়ং বিনাশশীল এই দেহ বৃন্দাবনেই ন্যস্ত করিয়াছি ॥৩৬॥

আমি অত্যন্ত অজ্ঞান ও বুদ্ধি-রহিত আর আপনারা পণ্ডিত; আমার এই দেহ কিন্তু বৃন্দাবন ধূলির দ্বারাই মণ্ডিত হউক-এই প্রার্থনা ॥ ৩৭ ॥

শাস্ত্র সকল আমার কর্ণ পথে যাইও না; হে সদ্‌যুক্তিদাতাগণ! হে সদ্‌গুরুগণ! আপনাদিগকেও নমস্কার করি। বৃন্দাবন প্রেম-রসে উন্মত্ত ও অন্ধ জনকে উদ্‌গ্রহ [ঢেঁকুর] গ্রহণ করাইতেছেন কেন? [অর্থাৎ বিদ্যা বিচারে প্রবৃত্ত করাইতেছেন কেন ?] তাহাতে আপনারা অতিশয় হাস্যাস্পদ হইবেন ॥ ৩৮ ॥

সকল লোকই আমাকে অতীব ভূতাদি-গ্রস্ত ও অতি প্রনষ্ট মনে করিয়া উপেক্ষা করুন, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন স্বধামে প্রবিষ্ট কৃমির ন্যায় এই নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও অঙ্গীকার করিবেন ॥ ৩৯ ॥

দৈব লব্ধ অন্নেই জীবিকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া অতি রসাবিষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তন করিয়া এক মাত্র বৃন্দাবনেই চিত্ত বৃত্তি অর্পণ করিয়া এবং অন্য সকল প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমি এস্থানে বাস করিতে পারিব কি? ॥ ৪০ ॥

সংকল্পোঽতি প্রণয়বিবশস্বান্ত মেঽভূদকস্মাৎ
শ্রীমদ্বৃন্দাবিপিন-বলয়ে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস এব।
দৃষ্টাদৃষ্টং সকলমপি তদ্-রক্ষণার্থাদুপৈক্ষি
প্রত্যূহশ্চেত্তদপি শরণং রাধিকারাম-নাম ॥ ৪২ ॥
শৃঙ্গারাখ্যো মধুর মধুরঃ কোঽপি দিব্যো রসেন্দ্রঃ
সাক্ষাদ্ বৃন্দাবন-রসভুবি মহাদিব্য-মাধুর্য্য-সীমা।
স্ফারজ্যোতিঃ প্রসর সুমৃগশ্যামরত্নায়মানঃ †
শ্রীরাধায়া নিরবধি লসৎ-কণ্ঠ-সংশ্লিষ্ট আস্তে ॥৪৩॥
পশ্য প্রেয়সি চারু চম্পক-তরোরুগ্রং প্রসূনাবলি-
ব্যাজাৎ কামহুতাশনো বত সমারুহ্যাঽত্র বৃন্দাবনে।
সদ্যোঽতিদ্যুতিমান্ দিশক্ষু রিব নৌ সম্বীক্ষতে কর্হাম্
কিঞ্চিৎ কৌতুকতোঽপি জাত বিরহাভাসৌ ভবেতামিতি ॥৪৪॥

আমি ধর্ম্মও জানি না, অধর্ম্মও জানি না; সাধ্য বা অসাধ্যও জানি না; কিন্তু তীর্থ জল গ্রহণ করিয়া আজ এই সংকল্প করিলাম যে বৃন্দাবন ত্যাগ করিব না ॥ ৪১ ॥

অদ্য অকস্মাৎ অতি প্রণয় বিবশ চিত্ত আমার শ্রীমদ্ বৃন্দাবন মণ্ডলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসরূপ সংকল্প গ্রহণ হইয়াছে; দৃষ্ট বা অদৃষ্ট যাহা কিছু সকলই তাহার (সংকল্প) রক্ষার জন্য উপেক্ষা করিয়াছি; যদি ইহাতে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তথাপি ঐ রাধিকা বনই আমার শরণ ॥ ৪২ ॥

বৃন্দাবনীয় রসভূমিতে মহাদিব্য মাধুর্য্য সীমা প্রাপ্ত সাক্ষাৎ শৃঙ্গারাখ্য কোনও মধুরাতি মধুর দিব্য রসরাজ-স্বরূপ বিস্তৃত জ্যোতিঃ-প্রসারী সুন্দর (মৃগ জাতীয়) পুরুষ বিশেষ † শ্যামরত্ন স্বরূপে শ্রীরাধার কণ্ঠ দেশ নিরন্তর আলিঙ্গন করিয়া বর্ত্তমান আছেন ॥ ৪৩ ॥

হে প্রিয়তমে! দেখ এই বৃন্দাবনে সুন্দর চম্পক বৃক্ষের কুসুম রাজি চ্ছলে কামাগ্নি উগ্রভাবে সদ্য অতি দীপ্তি মান্ হইয়া আমাদের দুই জনকে

---

† মৃগঃ—চতুর্ব্বিধ পুরুষ-মধ্যে পুরুষ বিশেষঃ-তল্লক্ষণং যথা—
বদতি মধুর বাণীং দীর্ঘনেত্রোঽতিভীরু
শ্চপল মতি সুদেহঃ শীঘ্র বেগো মৃগোঽয়ম্ ॥ " রতি মঞ্জরী "

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনাধিশ্বরি তব যদি সৎ কর্ণিকা কর্ণিকারং
মালা মন্দারপুষ্পৈ রলকবিরচনা বন্ধুজীব প্রসূনৈঃ।
রক্তাম্ভোজং সুবেণী শিখরমনু করে কেলি কহ্লার মঙ্গে
কাশ্মীরং সোর্ম্মিশাটী পরিধি রথ মতা স্বানুবৃত্তিস্ত্বমেব ॥৪৫॥
রতিঃ সা স্যাদ্রাধা সকল জড়চিল্লোক পরমা
রমাদ্যত্যাশ্চর্য্যাহম্বুজ দৃগনিশং প্রার্থ্যদৃগনুঃ।
স্মরঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽনবধি রতি তৃষ্ণোঽখিল পরঃ
পরেশ প্রোন্মীলদ্রুচি জলধি বর্দ্ধৈক রুগণুঃ ॥ ৪৬ ॥
দিব্য স্ত্রীরত্নমুখ্যং বিষয়তি বিষয়ং থূৎকরোত্যেব মুক্তিং
কুণ্ঠং বৈকুণ্ঠ সদ্বৈভবমপি তনুতে স্বান্ত সন্তোষনায়।
অন্যৎ কিং ধন্য গোপী রসমপি রসয়েদন্ত্য বিশ্রান্তিশূন্যং
শ্রীবৃন্দারণ্য মেতদ্ যদি পর কৃপয়া স্বেশ্বরীং দর্শয়েত ॥৪৭॥

দগ্ধ করিবার জন্যই যেন ইচ্ছা করিয়াছে এবং কবে আমরা দুইজন কোনও কৌতুকচ্ছলেও বিরহাভাস প্রাপ্ত হইব তাহার পথ নিরীক্ষণ করিতেছে ॥৪৪॥

হে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনাধীশ্বরি! কর্ণিকার তোমার কর্ণ ভূষণ, মন্দার পুষ্পে তোমার মালা, বন্ধূক পুষ্পে তোমার অলক রচনা, সুন্দর বেণীর অগ্রভাগে রক্তপদ্ম, হস্তে লীলাপদ্ম, অঙ্গে কুঙ্কুম ও তরঙ্গায়িত শাটীর পরিবেষ্টন থাকিলে তোমারই অনুসরণ করিতে আমার ইচ্ছা হয় ॥ ৪৫ ॥

সমস্ত চিদচিদাত্মক লোক সমূহের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা রমা (লক্ষ্মী) প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য পদ্ম নয়না দেবীগণও যাঁহার কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি নিমিত্ত প্রার্থনা করেন—সেই শ্রীরাধাই রতি। আর পরমেশ্বর (বৈকুণ্ঠেশ্বর) প্রভৃতিতে প্রকাশমান দীপ্তি সমুদ্রকেও অণু (অত্যল্প) পরিমাণ স্বকিরণ দানে বিবর্দ্ধনশীল, অসীম রতি লালস ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ কামদেব ॥ ৪৬ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবন যদি পরম কৃপা প্রকাশে নিজ ঈশ্বরী (শ্রীরাধাকে) দর্শন করান, তবে দিব্য স্ত্রী রত্নাদি শ্রেষ্ঠ বিষয় বিষবৎ মনে হয়, মুক্তিতে থুৎকার দিতে ইচ্ছা হয়; নিজ সন্তোষের জন্য উপনীত বৈকুণ্ঠ বৈভবাদিও কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; অধিক আর কি বলিব, অনন্ত অসীম ধন্য গোপীরসও আস্বাদন করা যায় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবৃন্দা কাননং সালি শ্রীরাধা সালকাননম্ ।
রসজ্ঞ তিলকামোদি তিলকামোদি সংস্মর ॥ ৪৮ ॥
গোপী প্রিয়ক পুন্নাগোদ্ভূতি বৃন্দাবনেঽলস ।
গোপী প্রিয়ক পুন্নাগোদ্ভূতি বৃন্দাবনেঽলস ॥ ৪৯ ॥
শ্যামাভিরামাশ্চর্য্যর্দ্ধিং মুকুন্দ রসবৎ কলিম্ ।
কুঞ্জ শয্যাগতাং রাধামিব বৃন্দাটবীং স্মর ॥ ৫০ ॥
নীলেন্দীবর বৃন্দ চম্পকরুচি নীলোল্লসৎ পীতক
শ্রীবাসঃ স্ফুরিতা মহাদ্ভুতরতি র্মত্তালি মালান্বিতা ।
স্বারূপ্যং স্বস্বহৃদ্বয়স্য দধতী ভূয়াৎ প্রভূয়াদ্ভুতং
রাধাকৃষ্ণ বিলাস বীক্ষণ মুদং বৃন্দার বৃন্দাটবী ॥ ৫১ ॥

যে স্থানে সখীগণের সহিত শ্রীরাধার চূর্ণকুন্তল-বিশিষ্ট মুখ শোভা পায়, এবং রসিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ গণের আনন্দ দায়ক শ্রীকৃষ্ণের চরম আনন্দ দায়িনী শ্রীরাধা যেস্থানে আনন্দ পান সেই শ্রীবৃন্দাবনকেই সম্যক স্মরণ কর। পক্ষে- সালি শ্রী (বিল্ব), রাধা (নীল অপরাজিতা, মরুবক) ও সাল কানন-শোভিত এবং রসাল (আম্র), তিলক (লোধ্র, কেতকা) ও আমোদ (শতাবরী) যুক্ত ও তিল কুসুমের গন্ধে সুবাসিত শ্রীবৃন্দাবনকে স্মরণ কর ॥ ৪৮ ॥

হে অলস ব্যক্তি! গোপীলতা, প্রিয়ক (নীপ বৃক্ষ, প্রিয়ঙ্গুলতা, ধারা কদম্ব বা অসন বৃক্ষ) ও পুন্নাগ পুষ্প বৃক্ষাদির উৎপত্তি স্থল বৃন্দাবনে গোপীদিগের প্রিয়তম পুরুষবর শ্যামসুন্দর মনোজ্ঞ সম্পত্তি (ভাব, রস) বৃন্দের অবনে [আশ্রয়ে] উল্লাস প্রাপ্ত হও ॥ ৪৯ ॥

শ্যামসুন্দরের [শৃঙ্গার রূপ] মনোরম আশ্চর্য্য (রস) সম্পত্তি যুক্তা প্রেমিক বর (মুকুন্দের) সহিত রসময় বিবাদ পরায়ণা ও কুঞ্জ শয্যাগতা শ্রীরাধার তুল্য শ্যামের [কোকিলের, পীলু বৃক্ষের, হরিদ্বর্ণ বনের] অথবা শ্যামার [যমুনার, প্রিয়ঙ্গুলতার বা কোকিলার] সম্পত্তিতে সুন্দর ও আশ্চর্য্য সম্পত্তি শালিনী, মুকুন্দ [কুন্দুরু নামক গন্ধ দ্রব্য বিশেষ] ও রস-যুক্ত বিভীতক বৃক্ষ বিশিষ্টা ও নিজের কুঞ্জে শয্যা রচনা কারিণী বৃন্দাটবীর স্মরণ কর ॥৫০॥

নীল পদ্ম সমূহ ও চম্পক বর্ণ বিশিষ্ট, নীলোজ্জ্বল ও পীত বর্ণ সুন্দর বস্ত্র দ্বারা উদ্ভাস্বর, অদ্ভুত রতি বিশিষ্ট ও মত্তালি (সখী) সমূহ যুক্ত নিজ প্রিয়তম যুগলের অদ্ভুত স্বারূপ্য নীল পদ্ম ও চম্পক কান্তি, নীল [নীল বৃক্ষ,

অন্যোন্যাশ্চর্য্য রূপ প্রকটিত সকলৈঃ স্পর্দ্ধয়াহন্যোন্য মুচ্চৈ
র্দিব্যা দ্দিব্যৈ রনন্তৈ র্নসদতি মধুরাহনল্পসৎ কল্পবৃক্ষৈঃ।
লগ্নৈ শ্চানন্তশাখা স্বনঘ মণিময়ৈঃ প্রেয়সো-র্ভূষণৌঘৈ
র্গন্ধ স্রগ্ বস্ত্রভক্ষ্যাদিভি রনুপতনৈ র্নৌমি বৃন্দাবনন্তৎ ॥৫২॥

ইয়ং সর্ব্বার্থানাং বিতরণ মহা কল্পলতিকা
মহা সন্তপ্তানামিয়মমৃত বৃষ্টিঃ শিশিরতা।
ইয়ং কৃষ্ণপ্রেমাধ্বসু বিরচিতো লোলমনসোঃহ
দ্ভুতা বৃন্দাটব্যুল্লসতি রস বিশ্রান্তি রচনা ॥ ৫৩ ॥

ভৃঙ্গ শ্রেণী বিচলদলকা পঙ্কজান্যাননানি
নালানি শ্রীমৃদুভুজলতাঃ কেশরা দন্তপংক্তিঃ।
যাসাং রাজণ্মৃদুল দলততি র্দন্তবাসাংসিরাধা-
সখ্যো বৃন্দাবন ভুবি জয়ন্ত্যদ্ভুতাঃ পঙ্কজিন্যঃ ॥৫৪॥

নীলবর্ণ বস্তু শুক, শৈবাল মরকত ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতি, বট বৃক্ষাদি], অথবা নীলা [নীলবর্ণ মক্ষিকা] দ্বারা উল্লসিতা, পীত (হরিতাল, কুসুম, অগুরু, নন্দী বৃক্ষাদি) ও শ্রীবাস (সরল বৃক্ষ বন দ্বারা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তা অদ্ভুত রতি শালিনী ও মত্ত ভ্রমরাবলি যুক্তা হইয়া একই স্বরূপ) ধারিণী বৃন্দাটবী রাধাকৃষ্ণ বিলাস দর্শনের প্রচুর আনন্দরাশির জন্য অনন্তকাল প্রকাশিতা থাকুন ॥৫১॥

যাঁহাদের অনন্ত শাখাতে প্রিয়তম যুগলের পরম পবিত্র মণি ভূষণাদি সংলগ্ন রহিয়াছে এবং যাহা হইতে গন্ধ, মালা, বস্ত্র, ভোজ্যাদি নিরন্তর পতিত হইতেছে, পরস্পর অতিশয় স্পর্দ্ধায় বিভিন্ন ভাবে আশ্চর্য্যরূপে ঐ সকল সামগ্রী প্রকটনকারী, দিব্যাতিদিব্য অনন্ত মধুর বহু বহু সুন্দর কল্পবৃক্ষ-শোভিত বৃন্দাবনকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৫২ ॥

এই বৃন্দাটবী সর্ব্ব প্রয়োজন রাশি বিতরণের মহা কল্পলতা, মহাসন্তপ্ত দিগের ইনিই অমৃত বর্ষী শীতলতা; লুব্ধ [অনুরাগী] চিত্ত গণের পক্ষে ইনিই কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তির সুপথরূপে বিরচিতা হইয়াছেন—এই বৃন্দাবনই রসের এক মাত্র বিশ্রাম স্থান রূপে উল্লসিত হইতেছেন ॥ ৫৩ ॥

যাঁহাদিগের ইতস্ততঃ আন্দোলিত চূর্ণ কুন্তলই ভৃঙ্গ শ্রেণী, মুখ সমূহই পদ্মরাশি, সুন্দর মৃদু ভুজলতাই পদ্মনাল, দন্ত শ্রেণীই পদ্ম কেশর সমূহ এবং

যস্মিন্ সরোবর নভোবলয়েষু দিব্য
পীযুষ নির্ম্মল পয়শ্চয় চন্দ্রিকেষু।
কান্ত শ্চকাস্তি কলহংস শশী বিকাশি-
সৎ কৈরব প্রকর তারক রাজি রম্যে ॥ ৫৫ ॥

অত্যাহতি চিত্র মহমত্র বিলোক্য মুগ্ধা
মুগ্ধাক্ষিকাহপি কমনীয় কলং নিকুঞ্জে।
সৎ পদ্মিনা কনক মপ্যতি দিব্য লীলা
নীলেন্দু বিম্বমভি চুম্বতি পঙ্কজেন ॥ ৫৬ ॥

যত্রেতি কামপি সুধীর সখীং বদন্তীং
ভ্রান্তি স্তবেয়মিতি সাধ্বভিধায় রাধা
অন্যা ভবেদপি কদাচিদিতি প্রকাশ
হাসোক্তি মক্ষি পত্নরু স্ফুরিতা ধরৌষ্ঠী ॥৫৭॥ যুগ্মকম্

রাধা প্রেম মহর্দ্ধি ভূষিত তনু নিত্যং তয়া শ্যামল-
শ্চন্দ্রো ভূষিত বিগ্রহো বিলসিতা তেনাহপি কুঞ্জাবলী।

ওষ্ঠ দেশ শোভাযুক্ত মৃদু দল সমূহ তুল্য সেই অদ্ভুত পঙ্কজিনী রাধা-সখী গণ বৃন্দাবন ভূমিতে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫৪ ॥

প্রস্ফুটিত মনোহর কুমুদিনী সমূহ রূপ তারকাবলি দ্বারা রমণীয় বৃন্দাবনের সরোবর রূপ-আকাশ মণ্ডলে, দিব্য অমৃতবৎ পবিত্র জল রাশি রূপ জ্যোৎস্না রাশিতে, কলহংস রূপী মনোজ্ঞ চন্দ্রমা শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥

অত্র এই স্থানের নিকুঞ্জে আমি এক বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধা হইয়াছি, এবং আমার নয়ন মুগ্ধই হইয়াছে! দেখিলাম--এক কনক বর্ণা সুন্দর পদ্মিনী অতি দিব্য লীলা শালী এক নীলেন্দু বিম্বকে [মুখ] পঙ্কজ দ্বারা চুম্বন করিতেছেন [অথবা অতি দিব্য লীলা পরায়ণ নীলচন্দ্র বিম্বই (মুখ) পঙ্কজ দ্বারা ঐ কনক পদ্মিনীকে চুম্বন করিতেছেন] ॥ ৫৬ ॥

এই কথা কোনও সখী বলিলে, তখন শ্রীরাধা সেখানে যাইয়া তাঁহাকে উত্তম রূপে বলিলেন—'দেখ! তোমার ইহা (দর্শন) ভুল হইয়াছে! কোনও সময়ে অন্য প্রকার ভুল ও হইতে পারে (অথবা হয়তঃ অন্য নায়কাকেই দর্শন করিয়া থাকিবে!)" এই বলিতেই তিনি প্রকাণ্ড ভাবে হাসিয়া অধরোষ্ঠ বেশ কম্পিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দাটব্যনয়া তয়া বিলসিতং শ্রীমাথুরং মণ্ডলং
তেন শ্রীল বিকুণ্ঠ-ধাম-সুভগ স্তেনাঽপি সর্ব্বেশ্বরঃ ॥৫৮॥
সান্দ্রানন্দ-ময়াকৃতি র্হরি রনন্তাত্ম-স্বরূপৈঃ সদা
স্বানন্দাত্মক-লীলয়া নিজনিজৈ রেকান্তিভি শ্চিদ্‌ঘনৈঃ।
ক্রীড়েৎ স্বাত্মপদে সমস্ত পুরুষার্থানাং কৃতাপার্থতঃ
স্তেনাঽশেষ চরাচরং শরণগং সর্ব্বাত্মনা ভূষিতম্ ॥ ৫৯ ॥
অন্নং ক্ষুৎ-পীড়িতানামিব মধুরতরং শীত-বারীব তীব্রো-
দন্যানাং কামিনাং সদ্‌যুবতিরিব ধনং বাঽতি-কার্পণ্য-ভাজাম্।
ঘর্ম্মার্ত্তানাং তুষারদ্রুম ইব পিতরাবর্ভকানামিব শ্রী-
বৃন্দারণ্যে মমাস্তাং হরিরিব ভজতাং ব্রহ্মবদ্ যোগভাজাম্ ॥
শ্রীবৃন্দাবনমেবমস্তু পরমো লাভঃ পরং দৈবতং
বন্ধুশ্চাপি পরো গুরুশ্চ পরমো ধর্ম্মঃ পরঃ শ্রী পরাঃ।
সৎকীর্ত্তিঃ পরমা তপশ্চ পরমং জ্ঞানং পরং ভূয়সা
কিংবা সর্ব্বমিদং পরং মম সদা লোকেষু যন্মৃগ্যতে ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাধা নিত্যই প্রেম সমৃদ্ধি দ্বারা তনু শোভা বিস্তার করিতেছেন এবং তাঁহার সহিত একত্র হইয়া শ্যামচাঁদ দেহ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন; তাঁহা দ্বারা কুঞ্জ সমূহের শোভা বৃদ্ধি হইতেছে, ঐ কুঞ্জাবলীর শোভায় বৃন্দাটবীও শোভিতাই হইয়াছেন এবং তদ্বারা মাথুর মণ্ডলকেও ভূষিতই বলিতে হইবে; ইহাতে নিখিল শ্রীকৃষ্ণ-ধামের সৌভাগ্য উদয় হইয়াছে ও ইনি সর্ব্ব (ধামের) অধিপতি হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! সান্দ্রানন্দ ঘন শ্রীহরি নিজ নিজ একান্ত চিন্ময় অনন্ত আত্মস্বরূপ গণ সহ নিজ আনন্দময় লীলা-দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থ সমূহকে ব্যর্থ করিয়া নিজে স্বধামে ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব সেই সর্ব্বাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক ভূষিত ধাম নিখিল স্থাবরাজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডেরই শরণীয় ॥ ৫৯ ॥

ক্ষুধার্ত্ত দিগের মধুরতর অন্নবৎ, তীব্র পিপাসু দিগের শীতল জলবৎ, কামী পুরুষ দিগের সুন্দরী যুবতীবৎ, অতি কৃপণদিগের ধনবৎ, ঘর্ম্মার্ত্ত দিগের তুষার হিম শীতল বৃক্ষবৎ, সন্তান দিগের পিতা মাতার তুল্য, সাধক দিগের শ্রীহরি তুল্য, এবং যোগিগণের ব্রহ্ম-তুল্য শ্রীবৃন্দাবনে আমার সুদৃঢ়া মতি হউক ॥ ৬০ ॥

বাপ্যো যত্র লসন্তি দিব্য ললনা ভৃঙ্গালি কেশোচ্চয়া…
কূজৎ পক্ষিকস্তনাঃ……………………………………
………………………………………………………
তচ্ছ্রী-মাধব রাধয়ো রতিপুরং বৃন্দাবনং পাতু নঃ ॥৬২॥
লাবণ্যৈক-মহোদধি গুণমণিশ্রেণ্যেককোশং মহা
শ্চর্য্যাস্ত্রং পরমস্য কস্যচিদহো তদ্ব্যক্ত-চেতো-ভবঃ।
প্রেমানন্দ-রসেন্দ্র-মন্দির-মহো গোবিন্দজীবালয়ঃ
সা রাধা পরধাম যত্র তদহং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনং ॥ ৬৩ ॥
চকাস্তি শ্রীরাধা যদধি পরমাশেষ পরমা
হরেঃ সান্দ্রানন্দাম্বুনিধি বিধুলেখাতি-বিমলা।
মহা লাবণ্যাম্ভোভর পরম-সিন্ধুঃ সকল সৎ
কলা-কেলি প্রোন্মীলিত-কমলিনী দিব্যসরসী ॥৬৪॥

শ্রীবৃন্দাবনই আমার পরম লাভ, পরম দেবতা, পরম বন্ধু, পরম গুরু, পরম ধর্ম্ম, পরম সম্পত্তি, পরমা সৎকীর্ত্তি, পরমা তপস্যা ও পরম জ্ঞান হউক। অথবা অধিক আর কি বলিব? পৃথিবীতে অন্বেষণীয় যাহা কিছু পরম বস্তু আছে, শ্রীবৃন্দাবন আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ঠ হউন ॥৬১॥

যথায় সরোবর-সমূহ দিব্য-ললনা তুল্য, ভৃঙ্গ সমূহ কুন্তলোপম এবং শব্দায়মান (চক্রবাক) পক্ষি-সমূহ স্তনতুল্য,……………শ্রীরাধামাধবের রতি পূর্ণ সেই বৃন্দাবন আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৬২ ॥

অহো! লাবণ্যেরই একমাত্র মহা-সমুদ্র, গুণমণি-রাশির একমাত্র ভাণ্ডার, যাহা কোনও পরম দেবতার মহাশ্চর্য্য অস্ত্র-স্বরূপ, ও স্বপ্রকাশ অনঙ্গের অঙ্গ-লাভের স্থল, যাহা প্রেমানন্দ রস-শ্রেষ্ঠের মন্দির, গোবিন্দের জীবন-গৃহ ও পরমা সুন্দরী শ্রীরাধার বসতি-নগরী, সেই বৃন্দাবনের ধ্যান করি ॥ ৬৩ ॥

শ্রীহরির আনন্দ ঘন সমুদ্রের অতি বিমল চন্দ্রলেখা স্বরূপা শ্রীরাধা সেই স্থানে অসীম পরম উৎকর্ষতার পরম শোভা বিস্তার করিতেছেন; তিনি মহা লাবণ্য-রূপ জল-পূর্ণ পরম সমুদ্র ও সকল মনোহর কলা-বিলাসাদির প্রস্ফুটিত কমলিনী ও কৃষ্ণক্রীড়ার সরোবর বিশেষ ॥ ৬৪ ॥

অহো ! বেণুক্কাণৈ র্হৃদয় হরিণং যত্র সুদৃশাং
স্মরাব্ধীন্দু রাধা প্রণয়-রস-সিন্ধুর জয়তি।
স কোঽপি শ্যামাঙ্গঃ সকল গুণ-রঙ্গস্থলগতি
স্ফুরচ্ছৃঙ্গারৈকোৎসব নব-কলা-মঙ্গল-গৃহম্ ॥৬৫॥
প্রায়ো বৃন্দাবনশ্রী স্ত্বয়ি বসতি লসৎ পুষ্পচাপা ত্রিলোকী-
জৈত্রাস্ত্রে বার্ষভানব্যতি কনকলতা কোমলাত্যুজ্জ্বলাঙ্গী।
বক্ত্রং তে চারুপদ্মং দশনততিরিয়ং কুন্দ সৎ কুট্মলানি
বন্ধূকং দন্তবাসো দৃগপি কুবলয়ং পল্লবৌ পাণিযুগ্মম্ ॥ ৬৬ ॥
সা বিদ্যুল্লতিকা চমৎকৃতবতী কাচিন্ন রাধা স চা-
ম্ভোদঃ কোঽপি বিজৃম্ভতে স্ম ন পুন র্গোপাধিরাজাত্মজঃ।
লীলা-দৈবতয়ো স্তয়ো র্নবলতা সদ্মন্যপি স্থাৎ সখী
যত্রান্যাং প্রতিবোধ্য কাঽপি চ মুদা সন্তোষয়েদ্রাধিকাম্ ॥৬৭॥
সঞ্চারিণী কাচন হেমবল্লী ব্যালোকি বৃন্দাবন সত্তমালে।
সা কাঞ্চনাদ্রি দ্বিতয়ং দধাতি তত্রাপি দৃষ্টা বহবোঽর্দ্ধচন্দ্রাঃ॥৬৮

অহো ! কাম-সমুদ্রে উৎপন্ন চন্দ্র স্বরূপা শ্রীরাধার প্রণয়ের সমুদ্র [শ্যামসুন্দর] এই স্থলেই সুলোচনা গোপীদিগের হৃদয় হরিণকে বাণ-বিদ্ধ করিতেছেন। সেই শ্যামলাঙ্গ সকল গুণেরই রঙ্গস্থল এবং একমাত্র শৃঙ্গার রসের উৎসব পূর্ণ নব কলা-সমূহের অতি স্ফূর্ত্তিদায়ক মঙ্গল-গৃহ-বিশেষ ॥৬৫॥

হে বৃন্দাবন ! ত্রিভুবন বিজয়ী অস্ত্রধারী তোমাতে প্রায়শঃই শ্রী (লক্ষ্মী, শোভা) পুষ্পধনু হস্তে বিরাজ করেন। অতি কোমলা উজ্জ্বলাঙ্গী বৃষভানু-নন্দিনী স্বর্ণলতা-শোভা তিরস্কার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সুচারু পদ্মই তোমার মুখ, সুন্দর কুন্দকোরক-সমূহই তোমার দন্ত-পংক্তি, বন্ধুক পুষ্পই তোমার ওষ্ঠ, নীল পদ্ম তোমার নয়ন, আর পল্লব তোমার দুই হস্ত ॥৬৬॥

লীলা-বিলাস-পরায়ণ যুগলকিশোরের নব লতা-গৃহে কোনও সখি— " ইনি চমৎকারিণী বিদ্যুল্লতাই হইবেন, কিন্তু রাধা নহেন; আর উনিও কোনও মেঘই প্রকাশ পাইতেছেন, কিন্তু গোপেন্দ্রনন্দন নহেন- " এই প্রকারে অন্য সখীকে বুঝাইয়া শ্রীরাধাকে আনন্দ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন॥৬৭॥

বৃন্দাবনের তমাল শোভিত প্রদেশে কোনও জঙ্গম (গমনাগমনকারিণী)

ধ্যায়ন্ কাঞ্চন কাঞ্চনীং সুললিতাং সঞ্চারিনীং পদ্মিনীং
রসোল্লাস প্রসরৎ-করো রময়িতুং তামেব রাত্রিন্দিবম্।
নীলঃ কশ্চন চন্দ্রমাঃ সখি চতুঃষষ্ঠেঃ কলানাং নিধিঃ
শ্রীবৃন্দাবন-দিব্য-কুঞ্জ-কুহর-ধ্বান্তান্তরে তাম্যতি ॥ ৬৯ ॥

তদেতচ্ছ্রীবৃন্দাবনমতি মহানন্দ রস-সং
পদামেকং কন্দং নিরতিশয় কন্দর্প-বিভবম্।
মহা মাদ্যদ্রাধা-মুরলিধর নানা-বিহরণৈ-
র্মনোহারি প্রেম্না ভজ পরম ভাবেন সু সখে ॥৭০॥

কিমিদমলিকুলৈর্মনোজ্ঞ মম্ভোরুহ মলকাবলি মণ্ডিতং মুখং কিম্?
ইতি বিলসতি সংশয়ঃ সখীনাংত্বমিহ যদা সরসি প্রিয়েঽবতীর্ণা॥৭১॥

এতৎ কিং বিধুমণ্ডলং বিলসিতং নাঙ্কে কলঙ্কেন কিং
বৃন্দারণ্য বিলাসিনী সুবদনং কিম্বা সুবিম্বাধরম্?
স্যাদেবং সখি কিন্ত্বমুষ্য দশদিগ্ ব্যাপি প্রভা-মণ্ডলং
স্বাভাব্যাৎ কথমিত্য কুর্ব্বত কথাং সত্রেতি রাধাঽহলয়ঃ ॥৭২॥

হেম-লতা দৃষ্ট হইতেছে; তিনি আবার হেম পর্ব্বত (স্তন,) যুগল ধারণ করিয়াছেন! আবার সেখানেই বহু অর্দ্ধচন্দ্র (নখাঘাত) ও দৃষ্ট হইতেছে॥৬৮

হে সখি! কোন হেমবর্ণা সুললিতা সঞ্চরণশীলা পদ্মিনীকে (পদ্ম বন, শ্রীরাধা) ধ্যান করিয়া করিয়া এবং তাঁহাকেই অহর্নিশি আস্বাদন করিবার জন্য রসোল্লাসে কর (কিরণ, হস্ত) প্রসারণ করিয়া চৌষট্টি কলা-নিপুণ কোনও এক নীল-চন্দ্রমা (গগনচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র) শ্রীবৃন্দাবনের দিব্যকুঞ্জ গহ্বরের অন্ধকারের মধ্যে খেদ করিতেছেন॥ ৬৯ ॥

হে বন্ধুবর! অতি মহানন্দ সম্পত্তির একমাত্র বীজ স্বরূপ, নিরুপম কাম-সম্পত্তি-শীল ও মহামত্ত শ্রীরাধা-মুরলিধরের নানা বিহারে মনোহারী এই শ্রীবৃন্দাবনেই প্রেমের সহিত পরম একান্ত ভাবে ভজন কর॥ ৭০ ॥

হে প্রিয়ে! তুমি এই সরোবরে অবতরণ করিলে সখিগণ এই ভাবে সংশয় করিয়াছিল—"ইহা কি ভ্রমর সমূহ শোভিত মনোজ্ঞ পদ্মই না চূর্ণ **কুন্তল** বেষ্টিত মুখই?" ॥ ৭১ ॥

"ইহা কি চন্দ্র মণ্ডলই? না, না; ক্রোড় দেশেত কলঙ্ক রেখা

সখি ! বৃন্দাবন সরসি ত্বয্যাহঽকণ্ঠং নিমগ্নায়াম্ ।
হ্যঃ সংশেত হরি স্তে বীক্ষ্য মুখং কিং ন্বিদং মহদ্বস্তু ॥৭৩॥

এষা চন্দ্রকলা কিমুল্লসতি সা ধত্তে প্রফুল্লং কুতঃ
পদ্মং কিং কমলিন্যসৌ স্থলজল স্বচ্ছন্দ কেলিঃ ক্ব সা ?
সংশয্যেতি নিকুঞ্জ মঞ্জু ভবনং যস্য প্রবিষ্টো হরিঃ
সখ্যা হাস্য-মনোহরেণ বচসা নিশ্চত্য চামোদত ॥৭৪॥

কিং শ্রীবৃন্দাবিপিন সরসী রাজহংসী গতিং স্বাং
রাধামধ্যাপয়দিহ তয়াঽধ্যাপিতা সৈব কিন্নু ?
কিং রাধাঽশিক্ষয়ত্ত চকিত প্রেক্ষিতং তৎকুরঙ্গীঃ
কিং বা তাভ্যঃ সহজ মধুরা সৈব জগ্রাহ বালা ॥৭৫॥

নাই, তবে কি বৃন্দাবন বিলাসিনীর (শ্রীরাধার) সুন্দর বদনই ? অথবা তাঁহার সুন্দর বিম্বাধরই হইবে ? ”—(কোনও সখী এইরূপে সংশয় করিলে অন্য জন বলিতেছেন)-হে সখি ! এই রূপই হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবতঃই উহার প্রভা মণ্ডল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে কেন ?—এইভাবে রাধাসখিগণ এই স্থানে বাক্যালাপ করিতেছেন ॥ ৭২ ॥

হে সখি ! তুমি গতকল্য বৃন্দাবনের সরোবরে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইলে হরি তোমার মুখ দেখিয়া “ ইহা কি মহদ্বস্তুই !! ” বলিয়া সংশয় করিতে ছিলেন !! ৭৩ ॥

এই কি চন্দ্রকলারই উল্লাস হইতেছে ? উহাতে ত প্রস্ফুটিত পদ্ম নাই ! তবে কি ইহা কমলিনীই হইবে ? জলে স্থলে কি আর তাহাও বিলাস করিতে পারে ? এই প্রকারে শ্রীহরি (শ্রীরাধা বিষয়ে) সংশয় করিয়া যে (বৃন্দাবনের) নিকুঞ্জ মনোজ্ঞ গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছেন এবং সখীর হাস্য মনোহর বাক্য দ্বারা নিশ্চয় করিয়া আনন্দিত হইতেছেন ॥৭৪॥

শ্রীবৃন্দাবনের সরোবরস্থ রাজহংসী কি রাধাকে স্বীয় গতি শিক্ষা দিয়াছে ? অথবা এই রাধাই তাহাকে ইহা শিখাইয়াছেন ? রাধা কি এই হরিণীদিগকে চকিত দৃষ্টি শিক্ষা দিয়াছেন ? অথবা তাহাদের নিকট হইতে স্বভাবতই মাধুর্য্য শালিনী বালা এই বিদ্যা শিখিয়াছে ? ॥৭৫॥

বৃন্দাটব্যামতি হিমমমর্য্যাদ মাধুর্য্য ধুর্য্যং
পাদং কশ্যাপাতিরুচি ভজন্ পূর্ণচন্দ্রস্য তস্য।
সান্দ্র জ্যোৎস্নামৃত রসধুরা মঞ্জরী রঞ্জয়ন্ বা
স্নেহৈকাত্ম্যাদ্ য.দহ লভতে নাত্র হৃদ্ বাক প্রচারঃ ॥৭৬॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবিপিন পরমা-ভঙ্গুর-ক্রোড় রাধা
কৃষ্ণোন্মীলদ্বহু রস-মহঃ-পুঞ্জ তত্তদ্বিশেষান্।
নানাবস্থা অথ বরতনূঃ শ্চাহবতারাংশ্চ মন্যে
শাস্ত্রে তাদ্বৎ মদসি বিশৃণো ম্যন্যথা কিং করোমি ॥৭৭॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-নবলতামণ্ডপে মণ্ডিতাঙ্গৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিরবধি মহানঙ্গতৃষ্ণৌ রমেতে।
স্বজ্যোৎস্নানাং বহুবিধ-ঘন-দ্বারতঃ সর্ব্বমেব
কুর্ব্বন্তৌ নির্গদতি নিগমস্তৌ স্বতো বাহন্যতো বা ॥৭৮॥
অয়ে রাধাকৃষ্ণাবিতি কুরুত সঙ্কেতমনয়ো
র্মুদা যূয়ং বৃন্দাবন নব-নিকুঞ্জে বিহরতোঃ।

এই বৃন্দাবনে কোন ও অতি শীতল ও অনির্ব্বচনীয় পূর্ণচন্দ্রের অসীম মাধুর্য্য পূর্ণ চরণকমল অতিশয় অনুরাগের সহিত ভজন করিয়া বা তাঁহার নিবিড়-জ্যোৎস্নামৃত-রসপূর্ণা মঞ্জরীগণকে অনুরঞ্জিত করিয়া স্নেহ তাদাত্ম্য বশতঃ যে বস্তু এখানে লাভ হয়, তাহা বাক্য ও মনের অগোচরই বটে ॥৭৬॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া নানাবিধ তেজপুঞ্জ—বিশেষ রসাদি নানা অবস্থা, নিখিল শোভার ও সৌন্দর্য্যসার তনু ও রস প্রকাশ করিয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন; তাহা শাস্ত্রজ্ঞদিগের সভায় বিশেষ রূপে শ্রবণ ও মনন করিতেছি; তদন্যথা আর কি করিতে পারি ? ॥৭৭॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনীয় নবলতা মণ্ডিত ভূষিতাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিরবধি মহাকাম তৃষ্ণ হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাঁহাদের স্বীয় জ্যোৎস্না রাশির বহুবিধ বিস্তার দ্বারা তত্রত্য সকল বস্তুই (রসময়) করিতেছেন ইহাই বেদ নিজে অথবা তদনুগত অন্যান্য গ্রন্থ দ্বারা নিশ্চিতই ব্যক্ত করিতেছেন ॥৭৮॥

তোমরা বৃন্দাবনীয় নব কুঞ্জে আনন্দের সহিত বিহার পরায়ণ যুগলের "হা রাধাকৃষ্ণ !" "হা রাধাকৃষ্ণ !!" বলিয়া সঙ্কেতধ্বনি কর। আমি কিন্তু

অহন্তু স্বাত্মানং কনক-রুচি-ধামাহত্র কলয়ে
নিজাত্মৈকাজীবাহদ্ভুত-সুখভরং শ্যামলমহঃ ॥ ৭৯ ॥
অহো ! বৃন্দারণ্যং বনমিতি মহানন্দ পরমং
বদন্ত্বেতে কামং স্ফুরতি হৃদয়েহন্যন্মম পুনঃ ।
মিথঃ প্রেমা রাধা-মুরলিধরয়োঃ কোহপি মধুরো-
মহাস্ফীত স্তস্য স্ফুরতি ঘনভাবো বহিরয়ম্ ॥৮০॥
অহো ! বৃন্দারণ্যেহদ্ভুত কনক-চন্দ্রোহস্তি সততো-
দিতোহনন্ত-জ্যোৎস্না স্নপিত-দশদিক্ কোহপি মধুরঃ ।
সদা সোহন্তর্ধ্যাতঃ প্রথয়তি রসং কঞ্চন পরং
বিচুম্বত্যানন্দ-চ্ছবিতিমির-পুঞ্জো রহসকৌ ॥ ৮১ ॥
যদেতচ্ছ্রীরাধাবদনমিতি বৃন্দাবন বনে
বদন্ত্যা স্তৎসখ্য-স্তিলক-রচনাদ্যং বিদধতি ।
অহং মন্যে প্রেমোজ্জ্বল-মদনগোপাল-রস-স
ন্মহাম্ভোধে র্মন্থাদ্বর বিধুরসাবুত্থিত ইতি ॥ ৮২ ॥

এই স্থানে স্বীয় আত্মস্বরূপ স্বর্ণকান্তি বিগ্রহকে এবং নিজাত্মার একমাত্র উপজীব্য অদ্ভুত সুখপূর্ণ শ্যামল সুন্দরকে দেখিতেছি ॥৭৯॥

আহা ! পরম মহানন্দদায়ী বৃন্দাবনকে ইহারা (সামান্য) বনই না হয় বলুক; কিন্তু আমার হৃদয়ে অন্য কিছু স্ফুর্ত্তি হইতেছে; শ্রীরাধামুরলি-ধরের পরস্পরের কোনও মহোন্নত মধুর যে প্রেম, তাহারই নবীনভাব বাহিরে এই বৃন্দাবন-রূপে প্রতিভাত হইতেছে ॥৮০॥

আহা ! বৃন্দারণ্যে কোনও মধুর অদ্ভুত স্বর্ণচন্দ্র সতত উদিত হইয়া বিরাজ করেন; তাঁহার অনন্ত জ্যোৎস্নায় দশদিক স্নাত হইতেছে; উভয়ে নিত্যই অন্তরে চিন্তিত হইয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় রস বিস্তার করেন এবং তিমিরপুঞ্জোপম আনন্দ মূর্ত্তি গোপনে থাকিয়া বারংবার তাহাকে চুম্বন পূর্ব্বক কোনও অপূর্ব্ব রস বিস্তার করিতেছেন ॥৮১॥

এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-সখিগণ 'শ্রীরাধাবদন' বলিয়া যাহাতে তিলক রচনাদি করাইয়া থাকেন, তাহা কিন্তু আমার বিবেচনায় প্রেমোজ্জ্বল মদন গোপালের রসপূর্ণ মহা সমুদ্রের মন্থন হইতে সুন্দর চন্দ্রেরই আবির্ভাব

গৌর শ্যামলমেতদদ্ভুত-তমং দিব্যং কিশোরদ্বয়ম্-
শ্রীবৃন্দাবিপিনে মহাস্মর রসোন্মত্তং সদা ক্রীড়তি।
রূপেনাথ বয়ঃ শ্রিয়া মধুরবৈদগ্ধ্যাত্মতুল্যং পরে-
শস্যাপ্যাহিত মূর্চ্ছা মঙ্ঘ্রি, নখরচ্ছায়া মনাগ্ দৃষ্টিতঃ ॥৮৩॥
সৌন্দর্য্যৈক মহাব্ধি মগ্নমতি মাধুর্য্যৈক সারাম্বুধৌ,
মগ্নং স্নিগ্ধ সুগৌর মোহন মহালাবণ্য সিন্ধৌ বুড়ৎ।
নানাচিত্র-বিচিত্র নূপুর কলং কৃষ্ণেন্দু বক্ষঃস্থলী
সৌভাগ্যং পুরু ভাগবানিহ ভজেদ্রাধা পদাম্ভোরুহম্ ॥৮৪॥
প্রাপ্তাহশেষঃ প্রাকৃতোহপ্রাকৃতো বা
ভোগঃ প্রাপ্তা মুক্তয়ো বা সমস্তাঃ।
প্রাপ্তা ভক্তি বৈষ্ণবী বা ততঃ কিং
ক্বাহহস্তে রাধাদাস্য-সৌখ্যানিমাহপি ॥ ৮৫ ॥
অনিত্যাহস্মিন্ দেহে বুধ ন দৃষ্টিং ক্ষণসুখে
ন মজ্জানন্তার্তে বত যুবতিমুখ্যে কুবিষয়ে।

বিশেষ ॥৮২॥

গৌর শ্যামল এই অদ্ভুততম দিব্য-কিশোর-যুগল শ্রীবৃন্দাবনে মহা স্মররসে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহারা অনন্য সাধারণ স্বীয় রূপ বয়ঃ সৌন্দর্য্য এবং মধুর বৈদগ্ধী ও পাদ নখরের ছায়ার ঈষৎ দৃষ্টি মাত্রেই পরমেশ্বরেরও মূর্চ্ছা সম্পাদন করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥৮৩॥

এক অসীম সৌন্দর্য্য রূপ মহাসমুদ্রে মগ্ন নিরতিশয় মাধুর্য্য নির্য্যাসের এক সমূদ্রে নিমজ্জিত স্নিগ্ধ সুন্দর গৌরবর্ণ মনোমুগ্ধকর মহালাবণ্য সমুদ্রে সংসিক্ত, নানা চিত্র-বিচিত্র নূপুরের কল (অব্যক্ত মধুর) ধ্বনি সংযুক্ত ও কৃষ্ণচন্দ্রের বক্ষোদেশের সৌভাগ্যদায়ক শ্রীরাধা-পাদপদ্মকে বহুভাগ্যবান্ জনই এই স্থানে ভজন করিতে পারেন ॥৮৪॥

অশেষ প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভোগ প্রাপ্ত হইলে, মুক্তি সমূহ লব্ধ হইলে, বৈষ্ণবী-ভক্তিও পাওয়া গেলই বা কি হইল? রাধাদাস্য সুখের অণুমাত্রও অন্যত্র কোথায়ও আছে কি? ॥৮৫॥

হে বুদ্ধিমান্! এই অনিত্য ক্ষণসুখদায়ী দেহের প্রতি দৃষ্টি করিও

বপুষ্যস্মিন্ শ্রোতপ্রিয়যশসি হিত্বা রুচিময়ে
মনো রাধা-পাদাম্বুজ-নিলয়মেবাহহশু গময় ॥৮৬॥
ভ্রাতঃ! কিং মরণং? মলৈক-নিলয়-স্ত্রীপিণ্ড-ভোগস্পৃহা
রোগঃ কো বহিরন্ত রুন্মথনকৃদ্ দ্বেষোহথ রাগঃ পরঃ।
কঃ স্বর্গঃ পরমো ব্রজেন্দ্র-তনয়-প্রেমোৎসবৈঃ সঙ্গতিঃ
কিং সর্ব্বোপনিষদ্রহস্য পরমং বৃন্দাটবী তৎপ্রিয়ৌ ॥৮৭॥
অহো! হংসোত্তংসৈ রনুপম মুদা সেবিতমিদং
সদা-গাপোণ্মীলৎ-সুরস-কমলাদ্যুজ্জ্বল সরঃ।
বিহায় ত্বং কাকৈঃ পরিবৃতমহো পল্বলমিদং
বলৎপঙ্কং চেদিচ্ছসি ন খলু হংস স্ত্বমসি ভোঃ ॥৮৮॥
কৃপালো অত্যাত্যদ্ভুত-গুণগণৈ রুজ্জ্বলতমঃ
সমঃ শ্রেষ্ঠোহপি ত্বং কিয়দিব চিরং হন্ত ন ভবেঃ।

না, অনন্ত দুঃখদায়ক যুবতি-প্রমুখ কুবিষয়ে মগ্ন হইও না, কর্ণানন্দি যশোমূলক এই দেহে অনুরাগ ত্যাগপূর্ব্বক নিজ মনকে শীঘ্র রাধাপাদ পদ্ম গৃহেই (বৃন্দাবনেই) প্রেরণ কর ॥৮৬॥

হে ভ্রাতঃ! মরণ কি? মলৈক নিলয় [এক মাত্র মলেরই ভাণ্ড] স্ত্রীদেহ ভোগের ইচ্ছাই মৃত্যু। রোগ কি? বাহ্য ও অন্তরের উন্মথন-কারী দ্বেষ ও আসক্তিই পরম রোগ। স্বর্গ কি? ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমোৎসবময় ভাগবত গণের সঙ্গই পরম স্বর্গ। সকল উপনিষদের পরম রহস্য বস্তু কি? বৃন্দাটবী ও তাহার প্রিয়তম যুগল কিশোরই পরম রহস্য ॥৮৭॥

অহো! অতুলনীয় আনন্দ সহকারে পরমহংস গণ কর্ত্তৃক সেবিত, নিত্য অপর্য্যাপ্ত প্রস্ফুটিত কমলাদি-মণ্ডিত এই উজ্জ্বল সরোবর ত্যাগ করিয়া যদি তুমি কাক পরিবৃত পঙ্কিল ক্ষুদ্র জলাশয়ের ইচ্ছা কর, তবে তুমি ত আর হংস-পদ-বাচ্য নও হে ॥৮৮॥

হে কৃপালো! তুমি অদ্ভুত গুণ সমূহ দ্বারা উজ্জ্বলতম, সমদর্শী ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া যে আজ পর্য্যন্ত ও আমার সমক্ষে অধিকক্ষণ স্থায়ী প্রকাশশীল

অহো ! শ্রীমদ্ বৃন্দাবন-ভুবি লসচ্চিত্রসতনো
স্তনোত্যারব্ধংতে কিমপি নহি কর্ম্মাহবহিততাম্ ॥৮৯॥
অহো ! বৃন্দারণ্যং মধুর-মধুরং সুন্দরতমং
ভবেস্তাতংনিঃশ্রেয়সমিব সতাং মা কৃতি চিরম্ ।
বসন্তোহসন্তোষাদিহ যদপরাধাঙ্কুরভৃতে
র্ন সদ্রাধা–কৃষ্ণ–প্রণয়–রস–সারানুভবি নঃ ॥৯০॥

আভীর-সুন্দরি ! বৃথা ত্বমনেন নেত্র—
দ্বন্দ্বেন গর্ব্বভরমুদ্বহ সুন্দরেণ ।
বৃন্দাবনে তত ইতঃ সরসীষু কাম—
মিন্দীবরাণি কতি সন্তি নহীদৃশানি ॥৯১॥

রাধা-স্তন–কলসোপরি নিতরাং মৌক্তিকলতা শুশুভে
সদ্বৃত্তেন হি সঙ্গং প্রাপ্যোচ্চৈ র্ভাতি সদ্বৃত্তঃ ॥৯২॥

হও না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে বিলাস পরায়ণ চিত্র-সঘন-বিগ্রহ ধারী তোমার কোনও আরব্ধ [রসবিলাস] কর্ম্ম তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ বিস্তার করিয়াছে ।।৮৯॥

অহো ! মধুর হইতে ও সুমধুর এই সুন্দরতম বৃন্দাবন মূর্ত্তিমান্ নিঃশ্রেয়সের [মোক্ষ বা ভক্তির] তুল্য সজ্জনের নিকটে চিরকাল প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু হায় ! অসন্তোষের সহিত ইহাতে বাস করিলে যে অপরাধাঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহাতে অপরাধী ব্যক্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়রস সার অনুভব করিতে পারেনা ॥৯০॥

হে গোপ-সুন্দরি ! তুমি এই সুন্দর নেত্রযুগলের জন্য বৃথাই গর্ব্বভার বহন করিতেছ। কেননা, এই বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ সরোবর সমূহে এই প্রকার কত কত নীল পদ্মই না প্রস্ফুটিত হইয়া আছে ? ॥৯১॥

শ্রীরাধার স্তন কলসোপরি মুক্তালতা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে কেন না, সাধু চরিত্রের সহিত সৎসঙ্গ হইলেই সাধুচরিত্রের অত্যধিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥৯২॥

তব কুটিল নীলে সুমুখি! হরাবীদৃশে দৃশৌ।
মগ্নৌ জগতি হি সম-শীলানামেব প্রায়েণ জায়তে মৈত্রী ॥৯৩॥
সুবিমল সুমধুর হরিরস পূর্ণ নববপুর্বিধি র্বৃণুতে।
বৃন্দাবন ভুবি বন্দ্যাঃ সদ্গুণ বৃন্দা হি যে কেঽপি ॥৯৪॥
কৃষ্ণ-রসাকর বৃন্দা-বিপিনং স্বগতং রসাত্মকং কুরুতে।
লবণাকরে হি পতিতং সর্ব্বং লবণায়তে নিয়তম্ ॥৯৫॥
রাধাদৃক্পাতানাং বৃন্দাবিপিনেঽত্র কো ন বা পাত্রম্?
স্বাত্যম্বু হি শুক্তিগতং মুক্তা স্যাদেব কণ্ঠার্হা ॥৯৬॥
সুখদুঃখমত্র সর্ব্বং ভবতি যথাবাসনং তথাহি বরৌ।
সুখিনৌ বৃন্দারণ্যে ভূতল-শায়িতৌ চ রাধিকাকৃষ্ণৌ ॥৯৭॥
অতি-মধুরিম-সার শুদ্ধ বৃন্দাবন রসলালস মানসস্য নূনম্।
অপি ন রুচিকরীশ্বরীয় বার্ত্তাপ্রিয়ানুকূলতয়া সর্ব্বমত্র ॥৯৮॥

হে সুমুখি! কুটিল নীল শ্রীহরির প্রতি তোমার তাদৃশ [কুটিল, নীল] নয়ন মগ্ন হইয়াছে। যেহেতু জগতে সম স্বভাব বিশিষ্ট বস্তু সমূহেরই প্রায় মিলন হয় ॥৯৩॥

সুবিমল সুমধুর হরিরসপূর্ণ নূতন দেহই ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন—কিন্তু বৃন্দাবন ভুমি যে কোন ব্যক্তি আশ্রয় করেন তিনি সর্ব্ব গুণের দ্বারা বন্দনীয় হন ॥৯৪॥

কৃষ্ণ-রস-খনি বৃন্দাবন স্ব-ধাম স্থিত সকলকেই রসময় করেন (রস স্বভাব দান করেন) যেহেতু লবণ-সমুদ্র নিশ্চয় স্ব-পতিত বস্তুকে লবণযুক্তই করে ॥৯৫॥

শ্রীরাধার দৃষ্টি পথে পতিত কেই বা এই বৃন্দাবনে যোগ্য পাত্র নহেন? যেহেতু স্বাতি নক্ষত্রের বৃষ্টিজল শুক্তি মধ্যে নিপতিত হইয়াই মুক্তা রূপে কণ্ঠ ধারণের যোগ্য হয় ॥ ৯৬ ॥

বাসনানুসারে এখানে সুখ বা দুঃখ সবই ভোগ হইতে পারে, দেখনা কেন-এই বৃন্দারণ্যে শ্রেষ্ঠ-সুখী শ্রীরাধাকৃষ্ণও ভুতলেই শয়ন করেন ॥৯৭॥

বৃন্দারণ্যে যদপি সুমহান্ চারুবৃত্তঃ পরস্তু
কিঞ্চিদ্বক্ত্রো পরম কঠিন শ্চারু-রূপঃ সদন্তঃ।
যো বা বক্রঃ সহজ মলিনঃ স্নিগ্ধ হারী তথাহি
শ্রীরাধায়া হরি-কৃত কুচাপীড়নং কেশ বন্ধঃ ॥৯৯॥
ধ্রুবমিহ কথমপ্য নির্বৃতে হৃদ্যহ ন কিঞ্চন নির্বৃতিং তনোতি।
হরিরমৃত-রুচাপ্য খেদি বৃন্দাবন উপগুপ্ততনৌ মনাক্ প্রিয়ায়াম্১০০
সাধবোঽত্র বিরলাঃ শ্রিত বৃন্দারণ্য সন্মদনমোহন কান্তাঃ।
কেচিদেব তরবো হি সুগন্ধ স্বাদু সুন্দর ফলাঃ খলু লোকে ॥১০১॥
বৃন্দাটবাটন সলীল কৃষ্ণ রাধে
পশ্যন্তঃ সচপলনীল মেঘশঙ্কঃ।
কেকাভিমুখরিত দিঙ্মুখাঃ শিখীন্দ্রা
নৃত্যন্তি প্রমদ-ভরাৎ প্রসার্য্য বর্হান্ ॥১০২॥

মাধুর্য্যাতিশয়ের সার স্বরূপ শুদ্ধ বৃন্দাবন রস-লালস-চিত্ত ব্যক্তির ঈশ্বরীয়-কথাও অবশ্যই রুচিকর হয়না; যেহেতু এখানকার সকলই প্রিয়তম-যুগলের সেবা বিষয়ে আনুকূল্য বিধানেই উৎকণ্ঠিত ॥৯৮॥

বৃন্দাবনে যাহা সুমহান্, সুবৃত্ত পরম কঠিন ও সুন্দর মধ্য এবং যাহা বক্র, স্বাভাবিকই কৃষ্ণ বর্ণ ,স্নিগ্ধ ও মনোহারী (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের যাহা কিছু সকল হরণকারী) তাহাই শ্রীহরিকর্ত্তৃক পীড়িত শ্রীরাধার স্তন ও তাঁহার কেশকলাপ এই উভয়েরই স্মারক ॥৯৯॥

ইহা নিশ্চিত যে কোন ও প্রকারে চিত্ত অসুস্থ হইলেই কোনও বস্তুই তাহাকে কোন ও প্রকারেই আনন্দ দিতে পারেনা। প্রিয়া বৃন্দাবন প্রদেশে কথঞ্চিৎ লুক্কায়িত হইলেই অমৃত-কান্তি শ্রীহরিও বিষাদ গ্রস্ত হইয়া থাকেন ॥১০০॥

বৃন্দারণ্য আশ্রয় করিয়া এক মাত্র মদন-মোহনকেই কান্ত করিয়াছেন এবম্বিধ সাধু এখানে খুবই বিরল। যেহেতু এই পৃথিবীতে অতিঅল্প বৃক্ষই সুগন্ধি, সুস্বাদু অথচ সুন্দর ফল ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

বৃন্দাবনে ভ্রমণশীল লীলা পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে দর্শন করিয়া

বৃন্দাবনেঽপি মন্দাশ্চিত্রং বিদন্তি সুন্দরেন রতিম্।
অথবা ন চিত্রমেতৎ পিত্তরসনঃ সিতাম্বু থুৎকুরুতে ॥১০৩॥
চিদ্রসঘনমপি বৃন্দাবনমিহ মন্দা বতান্যাপেক্ষন্তে।
অথবা কিমিদং চিত্রং শঙ্খঃ পীতো হি ভাতি পিত্তদৃশঃ ॥১০৪॥
বৃন্দারণ্যগুণান্ রসেন গণয়িষ্যামোঽথবালং মুহু
র্ধিঙ্মামে। মসৎ প্রলাপিনমহো সম্ভাবয়েৎ কো ন্বিদম্।
যন্মীয়েত সমস্তমেব কথমপ্যম্ভো মহাম্ভোনিধেঃ
কুম্ভেনেদমতীব হাস্য-বিষয়ো বিশ্বম্ভরা মণ্ডলে ॥১০৫॥
পুমর্থাঃ পঞ্চৈব ভ্রমণমিহ বিষ্বগ্ বিদধতে
সদানন্দ বৃন্দাবন-গত-জনৈ রাত্ম- কলনে।
ইহস্থানাং ত্বেতৎ পরম কৃপয়া প্রোন্মাদ মহা-
রসৌঘ শ্রীরাধা-পাদ-যুগ-জুষাং ক্বাঽপি ন দৃশিঃ ॥১০৬॥

বিদ্যুৎ সহ নীল-মেঘ আশঙ্কা করিয়া ময়ূরগণ কেকা ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া আনন্দাতিশয্যে পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে ॥১০২॥

মন্দভাগ্য-গণ সুন্দর বৃন্দাবনে ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়না-ইহা বিচিত্র কথাই বটে; অথবা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে যে পিত্ত রোগে পীড়িত ব্যক্তির জিহবা মিছরির জল ও (তিক্ত বোধ হওয়ায়) থুৎকার করিয়াফেলিয়া দেয় ॥১০৩॥

হায়! এই চিদ্রস ঘন বৃন্দাবনকে ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি অন্য প্রকার দেখিয়া থাকে; অথবা ইহা কি আশ্চর্য্য যে [ধবল] শঙ্খ ও পিত্তাধিক্য [কামলা রোগী] হইলে পীত বর্ণ ই দেখে ॥১০৪॥

"রস (আনন্দ) সহকারে শ্রীবৃন্দাবন গুণ-রাজির বর্ণনা করিব", এই ভাবে অসৎ প্রলাপী আমাকে মুহুর্মুহু যথেষ্ট ধিক্কার!! কেহ কি এই রূপ সম্ভাবনা করিতে পারে? যে মহা সমুদ্রের সমস্ত জলই কোন ও প্রকারে কলসীর মধ্যে থাকিতে পারে? পৃথিবীতে যে এই প্রকার কল্পনাও করে, সে যে অতিশয় হাস্যাস্পদ হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? ॥১০৫॥

সদানন্দ বৃন্দাবনবাসী জনের আত্মদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ পুরুষার্থই এই স্থানে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে দেখিতে পান কিন্তু তত্রত্য প্রোন্মদ

শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যে কৃষ্ণ সুভাবাঃ পরং প্রজারাজাঃ।
যে কৃতরাজৈকাত্ম্যা স্তেষাং রস-সম্পদোঽনর্ঘ্যাঃ ॥১০৭॥
শ্রীবৃন্দাবন মহিমা নহি মানসমন্যগামি মে কুরুতে।
তস্মিঞ্ছাস্ত্রব্যাখ্যা বুধামুধা বধিরগীত-রঙ্গো বঃ ॥১০৮॥
যৎ কারুণ্যমগণ্যমেব সুসুখং নাস্ত্যেব যস্মাৎ পরং
নির্ম্মর্য্যাদ-বিচিত্র শক্তি সহজা খেলঞ্চ বৃন্দাবনম্।
তদ্রাধা করুণা-কটাক্ষ-রহিতে কিঞ্চিৎকরং নৈব তদ্
দৃষ্টান্তোঽহম্ বোধমাত্র বিরহাত্তীব্রাত্তিভারঃ স্থিতঃ ॥১০৯॥

আনন্দ-কন্দেঽপি ন বিন্দতে মনো
বৃন্দাবনে সুন্দরি সৌখ্য বিন্দুকম্।
মনাগবীক্ষ্য স্মিতচারু তে মুখং
বিনাক্ক চন্দ্রং কুমুদং মুদং ব্রজেৎ ॥১১০॥

মহারস-প্রবাহ শ্রীরাধাপাদ যুগলের সেবক সমূহের তাঁহারই পরম কৃপাবশতঃ অন্যত্র কোথাও দৃষ্টি পাত হয় না ॥১০৬॥

শ্রীবৃন্দাবন রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণে পরম সুভাব বিশিষ্ট জন গণই প্রজা হইয়া ও রাজা। যাঁহারা বৃন্দাবন রাজ্যের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের রস সম্পত্তি অমূল্য ॥১০৭॥

শ্রীবৃন্দাবন-মহিমা আমার মনকে অন্যত্র চলিতে দেন না, হে বুধগণ! সেই আমার নিকট আপনাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা বধিরের নিকট সঙ্গীত-রঙ্গবৎ বৃথাই ॥১০৮॥

যাঁহার করুণা অনন্ত যাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট সুখ কুত্রাপি লাভ হয় না, এই বৃন্দাবন যাঁহার অসীম বিচিত্র শক্তিময় সহজ ক্রীড়োদ্যান—সেই শ্রীরাধার করুণা-কটাক্ষ-পাত না হইলে যত কিছু সবই অকিঞ্চিৎকর। দৃষ্টান্ত আমিই অজ্ঞানতা-বশতঃ ও আমার প্রতি শ্রীরাধার কৃপা নাই মনে করিলে তীব্র আর্ত্তিভরে ব্যাকুল হইয়া থাকি!! ॥১০৯॥

হে সুন্দরি! তোমার মৃদু মধুর হাস্য-শোভিত মুখ ক্ষণমাত্র না দেখিলেই এই আনন্দ-কন্দ বৃন্দাবনেও বিন্দুমাত্র সুখানুভব হয়না, চন্দ্র ব্যতিরেকে কোথায়ও কি কুমুদ আনন্দ পাইতে পারে? ॥১১০॥

বৃন্দাবন ইহ কতি বা ন মিলন্তি বিদগ্ধ গোপসুন্দর্য্যঃ।
রাধে ত্বয়ি পরমক্ষি ক্ক চকোর শ্চরতি চন্দ্রিকা-পরতঃ ॥১১১॥

শ্রীরাধিকে ত্বং যদি ন প্রসীদেঃ
সীদেয়মত্রাপ্যহমুদ্বিজন্ধীঃ।
তদেষ বৃন্দাবন সাত্মলোকঃ
কৃপাকটাক্ষেণ সদেক্ষনীয়ঃ ॥১১২॥

শ্রীরাধাখ্য রূপং পরমং চরমং রমা দেব্যাঃ।
শ্রীভগবতশ্চ পরমং চরমং রূপং প্রিয়স্তস্যাঃ ॥১১৩॥

বৃন্দাবন-ভুবি তদ নাদ্যন্তকালং স্মরেক রস-খেলাম্।
কুবনং কিশোর-নাগর-মোহন-মিথুনং মমাহস্ত ভজনীয়ম্ ॥১১৪॥

মোহন বৃন্দারণ্যে মোহন কুঞ্জেষু মোহন কৃত্যা।
মোহন রাধাকৃষ্ণৌ মোহন-কেলা সদা ভজত ॥১১৫॥

হে শ্রীরাধে! এই বৃন্দাবনে কতই না চতুরা গোপ-সুন্দরী আসিয়া থাকে? কিন্তু তোমাতেই আমার চক্ষু থাকে; চন্দ্রিকা ব্যতীত কোথাও কি চকোর বিচরণ করিতে পারে? ॥১১১॥

হে শ্রীরাধিকে! তুমি যদি প্রসন্ন না হও, তবে আমি এখানেই উদ্বিগ্নচিত্তে অবসন্ন হইব! অতএব বৃন্দাবন স্থিত এই নিজ-জনকে কৃপা কটাক্ষ পাতে সদাই আনন্দিত কর ॥১১২॥

রমাদেবীর শ্রীরাধাখ্যরূপই পরম শেষ সীমা, এবং শ্রীভগবানের ও শ্রীরাধাপ্রিয় শ্রীশ্যামসুন্দররূপই পরম চরম রূপ ॥১১৩॥

শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে অনাদি অনন্তকাল যাবৎ একমাত্র স্মররস খেলোন্মত্ত কিশোর নাগর মোহন মিথুনই আমার ভজনীয় হউন ॥১১৪॥

মোহন বৃন্দাবনে মোহন কুঞ্জ-পুঞ্জে মোহন-কেলি-পরায়ণ মোহন রাধা কৃষ্ণকে মোহন (সেবা) কার্য্য দ্বারা নিত্য ভজন কর ॥১১৫॥

রাধা-দাস্য-লসদ্ বপু র্নিশং রাধাপাদ-সেবী।
অন্তস্তোষিত রাধারসিকো রাধাবনে সদা নিবস ॥১১৬॥

রাধে ত্বন্মুখ সন্মুখমেব বিকাসাক্ষি মে সুমুখি।
আনন্দয়তি হি কুমুদং কুমুদ-সুহৃৎ কেবলং চন্দ্রঃ ॥১১৭॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত
একাদশং শতকম্ ॥১১॥

শ্রীরাধা দাস্যোপযোগী উজ্জ্বল দেহ পাইয়া নিত্য রাধা পাদপদ্ম সেবাপরায়ণ হইয়া শ্রীরাধারসিকের (শ্যামসুন্দরের) অন্তরে সন্তোষ দান করিয়া নিত্য শ্রীরাধাবনে বাস কর ॥১১৬॥

অয়ি সুমুখি রাধে! তোমার শ্রীমুখের সন্মুখেই আমার চক্ষু বিকাসিত হইয়া, আনন্দ লাভ করিতেছে যেমন কুমুদ-বান্ধব চন্দ্রই কেবল কুমুদকে আনন্দদান করে ॥১১৭॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত একাদশ শতকের শ্রীহরিদাসদাস
কৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥১১॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্

দ্বাদশং-ত্রয়োদশং-চতুর্দ্দশং

পঞ্চদশঞ্চ শতকম্ ।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীতম্ ।

শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক অনূদিত

শ্রীবৃন্দাবন
কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য
শ্রীগোপালবিনোদ গোস্বামী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও

শ্রীযামিনী মোহন সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
৪৫১ শ্রীচৈতন্যাব্দা ।

মূল্য— ।০ চারিআনা ।

প্রকাশকের নিবেদন

ঢাকা বিক্রমপুর আড়িয়াল নিবাসী শ্রীশ্রীহরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি মহাশয়ের জনৈকা শিষ্যা প্রভুপাদের প্রীত্যর্থে "দ্বাদশ" শতকের মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করিয়া বৈষ্ণব জগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্র মেসীন প্রেস।
বৃন্দাবন
প্রিণ্টারঃ— **N. L. Koushik.**

শ্রীশ্রীরাধানিত্যকিশোরী

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্ ।

দ্বাদশ শতকম্ ॥ ১২ ॥

রাধাঽঽরাধন নিষ্ঠস্যান্ত স্তাপো ন যাতি মে শান্তিম্ ।
বৃন্দাবনতঃ পরতোঽন্যরুজামিব কিং ভবে চ্চিকিৎসাঽন্যা ॥১॥
শ্রীরাধা মাধবয়ো র্যথা কদাচিন্ন সম্ভবী বিরহঃ ।
তদ্রস বৃন্দাবনয়ো স্তথৈব পরমোঽ বিনাভাবঃ ॥ ২ ॥
অলং তে শাস্ত্রৌঘৈ রপি সুবিদিতৈ র্ব্যক্তবচনৈ
র্মহদ্ভি শ্চালং তে য ইহ ন বিদোবেত্ত্য নিগিরঃ ।
অলং চ স্বাভূ্যহৈ রতি পরম দুর্গ প্রসরণৈ-
রনাশঙ্কং বৃন্দাবন ভুবি নিবাসং কুরু সখে ॥ ৩ ॥
অধীতং কিং শাস্ত্রং গৃণদমিত বৃন্দাবনগুণম্ ।
স্বধীতং কিং তত্ত্বং দ্বয়মধুরবৃন্দাবন রতিঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করিলে শ্রীরাধার আরাধনা নিষ্ঠ আমার অন্তঃকরণের তাপ শান্তি হয় না। অন্যরোগে পীড়িত ব্যক্তি-গণের কি অন্য আর এক ভাবে চিকিৎসা হয় ? ১ ॥

শ্রীরাধামাধবের যেমন কদাপি বিরহ সম্ভবপর নহে, ঠিক তেমনই শ্রীযুগল কিশোরের রস ও বৃন্দাবনের পরম অপৃথগ্‌ভাব (নিত্য-সম্বন্ধ) ॥২॥

হে সখে ! তোমার বহু শাস্ত্র সুবিদিত হইয়া কোনও প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের বৃন্দাবন বিষয়ে পাণ্ডিত্য নাই সেই সকল বাক্যকুশল মহাপুরুষদের প্রকাশিত বাক্যে আমাদের প্রয়োজন নাই। এবং অতি বিশাল দুর্গজাল প্রস্তুত করিয়া তর্ক বিতর্ক করিবারও কোন দরকার নাই—এই বৃন্দাবনে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস কর ॥ ৩ ॥

বৃন্দাবনের অপরিমেয় গুণ-বিস্তারী শাস্ত্র কি অধীত হইয়াছে ? এবং যুগলের মধুর-বৃন্দাবন- রতিতত্ত্ব-বিষয়ক শাস্ত্রও কি সুন্দর রূপে পঠিত হইয়াছে ? ৪ ॥

বৃন্দাবনে জলদজাল সমাকুলায়াং
দিশ্যুল্লসত্তড়িতি কৃষ্ণরসোন্মদানাম্ ।
আদাবভূদ বিরলোদ্গল দম্বুধারং
নেত্রাম্বুজং গগন মণ্ডলমাস পশ্চাৎ ॥ ৫ ॥
আয়ু র্বিতক্য চপলাচপলায়মানং
স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-ভবনাত্মসন্নিরূপ্য ।
রাধাঙ্ক-ভূষণ মনন্য বশং বিমৃশ্য
বৃন্দাবনং সহ হৃদাহনুসরন্তি ধন্যাঃ ॥৬॥
নমেদ্ দূরাদ্ বৃন্দাবনমনু সকৃদ্ যস্য হি শিরঃ
স' বৈকুণ্ঠৈ'কুণ্ঠী কৃত-কঠিন মায়ে' নিবসতি ।
প্রবিশ্যৈ তদ্ যেনোজ্জলমদনগোপাল বদনা-
ম্বুজং দৃগ্ভ্যাং পীতং তমিহ খলু রাধা কৃপয়তি ॥ ৭ ॥
কুর্ব্বন্নৈব বৃথাগ্রহং ক্বচিদপি দ্বৈতেহত্র মায়াময়ে
স্বস্যাত্যন্ত সুদুঃখতোহপি জনয়ন্ কস্যাপি নৈবা'প্রিয়ম্ ।
নিত্যান্তর্মুখদৃষ্টি রেকরসধীঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
শ্রীবৃন্দাবন মাবসানি সকল প্রাণ্যেক সদ্বল্লভঃ ॥ ৮ ॥

বৃন্দাবনে মেঘমালা ব্যাপ্ত বিদ্যুৎ সম্বলিত প্রতি দিকে কৃষ্ণ রসোন্মত্ত (জীবদিগের) নেত্র কমল পূর্ব্বে অবিরল গলদশ্রু ধারা যুক্ত হইল; তৎপরে গগন মণ্ডল হইতে অবিরলে জল বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

আয়ু বিদ্যুদ্বৎ অতি চঞ্চল মনে করিয়া,-স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত গৃহাদিকে অসৎ বলিয়া নিরূপণ করতঃ—রাধা-ক্রোড়-বিভূষণ শ্যামসুন্দরকে অনন্য বশীভূত স্থির করিয়া ধন্য গণই হৃদয়ের সহিত বৃন্দাবনের অনুসরণ করেন ॥৬॥

যাঁহার শির দূর হইতেও বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে একবারও নত হয়। তিনি (তখনই) কঠিন মায়ার প্রবেশাধিকার রহিত বৈকুণ্ঠে বাস করেন। আর যিনি বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া মদনগোপালের উজ্জ্বল মুখাম্বুজ দর্শন (পান) করেন তাঁহাকে শ্রীরাধাই এই স্থানে কৃপা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

এই মায়াময় দ্বৈত বস্তু নিচয়ে কোন সময়েই বৃথা আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া—নিজের অতি দুঃসহ দুঃখ সত্ত্বেও অন্য কাহারও অপ্রিয়কর কিছুই

স্ত্রীষু স্তন্যপ- তোকবৎ স্বতিথিবদ্ গেহেঽথ দেহেঽপি চ
দ্বেষং সন্ততমাচরৎস্বপি তনূ বাণী হৃদা মিত্রবৎ ।
রাধাপন্নখচন্দ্রিকাঞ্চিত লতা বৃক্ষে চকোরশ্চরন্
শ্রীবৃন্দাবিপিনে ভবানি সকল প্রাণিষ্বহং মাতৃবৎ ॥ ৯ ॥
পীযূষ-দ্রব সার বৃষ্টিভি রিব ব্রহ্মামৃতৌঘৈ রিব
প্রালেয়াংশু মরীচি বীচিভি রিব স্বঃ সিন্ধু পাতৈ রিব ।
তীব্রোদার রসাসবৈ রিব লসৎ কর্পূর পূরৈ রিবাঽঽ
পূর্ণা মে মতিরস্তু জীবন তয়া বৃন্দাটবী সেবিনঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীবৃন্দাবন তদ্গত স্থিরচরান্ স্বানন্দ সচ্চিদ্ঘনান্
ত্রৈগুণ্যাস্পৃশ আপ্লুতান্ হরিরসোদ্বেলামৃতৈকাম্বুধৌ ।
পশ্যন্তো বিলসন্তি সন্ত ইহ কেঽপ্যাশ্রিত্য সর্ব্বাত্মনা
শ্রীরাধাচরণারুণাম্বুজদলচ্ছায়াং মহাযোগিনঃ ॥ ১১ ॥

না করিয়া- অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন (অন্তর্মনা) হইয়া-শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসেই একমাত্র চিত্ত স্থাপন করিয়া- সকল প্রাণির একমাত্র প্রিয় সাধন করিয়া আমি যেন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারি ॥ ৮ ॥

স্ত্রীগণের নিকট দুগ্ধপায়ী বালকবৎ, নিজগৃহে অতিথিবৎ, নিজ দেহেও সতত দ্বেষ আচরণ কারিগণের প্রতি ও কায় মনো বাক্যে মিত্রবৎ, শ্রীরাধারপাদ নখ-জ্যোৎস্না- সম্বর্দ্ধিত লতা বৃক্ষে চকোরবৎ বিচরণ করিতে থাকিয়া সকল প্রাণীর প্রতি মাতৃবৎ বৎসল হইয়া আমি যেন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পাই ॥ ৯ ॥

স্বজীবনীভূত শ্রীবৃন্দাবনের সেবক আমার মতি—অমৃত-দ্রব-সার রূপ বৃষ্টি দ্বারা, ব্রহ্মামৃত প্রবাহ দ্বারা, চন্দ্রমার কিরণ তরঙ্গ দ্বারা, মন্দাকিনী ধারা পাত দ্বারা, তীব্র উদার রস সুধা দ্বারা, উজ্জ্বল কর্পূর প্রবাহ দ্বারা, যেন সম্যক্ পূর্ণ হইয়া (চিরকাল) থাকে ॥ ১০ ॥

শ্রীবৃন্দাবন ও তত্রত্য স্থাবর জঙ্গমকেই স্বানন্দ-সচ্চিদ্ঘন, মায়াতীত, ও হরিরসে উচ্ছলিত অমৃতময় সমুদ্রে আপ্লুত দেখিয়া কোন কোন সাধু মহাযোগী পুরুষগণই শ্রীরাধা চরণ অরুণাম্বুজ দল চ্ছায়াকে সর্ব্বভাবে আশ্রয় করিয়া এই স্থানে বিরাজমান আছেন ॥ ১১ ॥

ধিগ্ ধিঙ্ মামিহ দেহ গেহ মমতাবিষ্টং তথৈবা স্তৃপ্
লোকারাধন সাধন প্রণয়িনং ক্ষুদ্র স্তবোৎকুল্লিতম্।
হস্তপ্রাপ্যমিদং মহারসফলং শ্রীশাদিভি র্দুর্ল্লভং
শ্রীবৃন্দাবন নাম নিত্যরুচিমন্নাদায় সংস্বাদয়ে॥ ১২ ॥
রে লোকা উপদিশ্যতেঽতি কৃপয়া কিঞ্চিন্ময়া শ্রূয়তাং
সর্ব্বার্থান্ সহসাঽহদ্রুতান্ যদি মহাশ্চর্য্যাপিতানীশথ।
নির্ম্মর্য্যাদ বিচিত্র শক্তিভি রিহ স্বচ্ছন্দ খেলং সদা
শ্রীবৃন্দাবনমস্তি তদ্‌ব্রজ সকৃদ্রাধেশ্বরী-নির্ভয়ম্ ॥ ১৩ ॥
অহো বৃন্দারণ্যোজ্জ্বল মদন গোপালবদনো-
ল্লসচ্চন্দ্রালোকা দ্বত কিমিহ লোকা বিরমত।
অয়ং মূর্দ্ধাঽত্যদ্ধা সকল ফলসিদ্ধা বুদয়তা
মুপায়ানাং পঞ্চস্বপি চ পুরুষার্থেষু পরমঃ ॥ ১৪ ॥
অয়ে মদন মোহনোদ্ধসিত বক্ত্র চন্দ্রচ্ছটা
সুধৌঘকৃত সেচনং কুরুত লোচনং জন্মিনঃ।

এই বৃন্দাবন বাসী হইলেও দেহ গেহাদিতে মমতাবেশ যুক্ত আমাকে ধিক্! প্রাণ তৃপ্তিকর লোকারাধন সাধন প্রিয় ও সামান্য স্তবেই উৎফুল্লিত আমাকে শত শত ধিক!! যেহেতু শ্রী (লক্ষ্মী) ও ঈশ (নারায়ণ) প্রভৃতির দুর্লভ কিন্তু আমার হস্ত প্রাপ্য এই মহারস ফল রূপ নিত্য রুচিকর শ্রীবৃন্দাবন নামক বস্তু গ্রহণ করিয়া সম্যক্ প্রকারে আস্বাদন করিতেছি না ॥১২॥

হে জীব সমুদয়! আমি কিঞ্চিৎ উপদেশ করিতেছি অতি কৃপা করিয়া শ্রবণ কর; যদি মহাশ্চর্য্য রূপে সকল পুরুষার্থ অতি শীঘ্র ইচ্ছাকর তাহা হইলে অসীম বিচিত্র শক্তি সহ স্বচ্ছন্দ ভাবে খেলা পরায়ণ যে শ্রীবৃন্দাবন বিরাজমান আছেন যাঁহা ঈশ্বরী শ্রীরাধা কর্ত্তৃক ভয়শূন্য হইয়াছে—তাঁহাতে একবার গমন কর ॥ ১৩ ॥

হে মানব গণ! বৃন্দাবনে উজ্জ্বল মদনগোপালের সুন্দর বদন চন্দ্রালোক প্রাপ্তিতে কেন বিরত (বঞ্চিত) হইতেছ? অতিশীঘ্র সকল ফল প্রাপ্তির জন্য উদিত উপায় সমূহের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান এবং পঞ্চ পুরুষার্থের মধ্যে ইনিই পরম (পুরুষার্থ) ॥১৪॥

আনন্দ রস মন্দিরে তদতিলুব্ধমুগ্ধেন্দিরে
সুতপ্ত মতি নির্বৃতিং নয়ত মঙ্ক্ষু বৃন্দাবনে ॥১৫॥
অশোক তরুরেষ মে সম ইহাঽস্তি বৃন্দাবনে
ঝনৎকৃতি সুনূপুরং চরণঘাত আপ্তো যতঃ।
তথাপি বৃষভানুজে যদি মুদৈষ রোষাদহং
ততঃ কিমতি সুন্দরং স্মর-রসাতিনিঃস্যন্দিনি।১৬।
রাধা পদারবিন্দা নন্দং বৃন্দাবনং হরেহ্র্দপি।
পূর্ব্বত্র সৈব ধত্তে পরত্র হরিণাঽর্প্যতে বলাদ্ধৃতি যৎ ॥ ১৭ ॥
মীনা জালেন দাসৈঃ সরসি মৃগগণা বাগুরাভি স্বরণ্যে
হিংস্রৈঃ সংসার চক্রে হরিবিমুখনরা মায়য়া মোহপাশৈঃ
কারাগারেষু গাঢোদ্ধত নৃপতিভটৈ স্তস্করাঃ শৃঙ্খলাভি
র্বৃন্দারণ্যে বয় ঞ্চাদ্ভুত রস বলিতৈ স্তদ্‌গুণৌঘৈ নিবদ্ধাঃ॥১৮॥

হে জীবগণ! মদন মোহনের উচ্চ হাস্য হেতু নির্গত মুখচন্দ্রচ্ছটার সুধা প্রবাহে লোচন যুগলকে সিঞ্চন কর। লক্ষ্মীর ও অতি লোভনীয়, মনোরম সেই মহারস মন্দির বৃন্দাবনে অতি শীঘ্রই সুতপ্ত জীবনের অতিশান্তি বিধান কর ॥১৫॥

আমার মত এই অশোক তরু ও এই বৃন্দাবনে বিরাজিত আছেন— যে হেতু ইনিও (দোহদ দান সম্পর্কে) শ্রীরাধার মনোজ্ঞ নূপুরের ঝনৎকার সম্বলিত পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন— । হে অনঙ্গরসাতি প্রবাহিনী বৃষভানুনন্দিনি! তুমিও রোষ বশতঃ বা আনন্দ বশতঃ যদি এই জনকে চরণাঘাত দান কর, তবে কি সুন্দরই না হয়? ১৬॥

শ্রীরাধা পাদপদ্ম (বুকে ধারণ করিয়া) আনন্দ ভোগ করেন— (দুই মূর্ত্তি)—(এক) বৃন্দাবন ও (অপর) শ্রীহরির হৃদয়। পূর্ব্বস্থলে (বৃন্দাবনে) রাধাই পাদপদ্ম দিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যত্র শ্রীহরি নিজেই বল পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করেন ॥ ১৭ ॥

সরোবরে ধীবর কর্ত্তৃক জালদ্বারা মৎস্য সমূহ, গভীর অরণ্যে ব্যাধ কর্ত্তৃক ফাঁদে মৃগগণ যেমন আবদ্ধ হয়, সংসার চক্রে মায়া কর্ত্তৃক মোহপাশ দ্বারা হরিবিমুখ মনুষ্যগণ যেমন বদ্ধ হয়, কারাগারে অতি উদ্ধত নৃপতি অনুচর গণ কর্ত্তৃক শৃঙ্খলা দ্বারা চোরগণ যেমন রুদ্ধ হয় তেমনি বৃন্দারণ্যে

ভববন্ধ মতি সুতুচ্ছং ছেত্তুং বৃন্দাবনেঽহমায়াতঃ ।
হরি হরি তত্র মমাভূদ্বন্ধোঽপ্যচাল্য ঈশেন ॥ ১৯ ॥
কামীব মিলিতযুবতি র্মদিরাং পীত্বেব পানসংযুক্তঃ ।
অধন ইবাপ্ত মহাধন আসং বৃন্দাবনং সমেত্যাঽহম ॥২০ ॥
দিব্যা নব্যা মধুর মধুরা শ্চর্য্যলীলা বিনোদৈঃ
কাচিৎ পদ্মিন্যতি রসনিধিঃ কাঞ্চনী সঞ্চরিষ্ণুঃ ।
বৃন্দারণ্যে লসতি তদুপর্য্যম্বুজে কৃষ্ণভৃঙ্গঃ
পীত্বা মাদ্যদ্ রস মহমিহালি স্ত্বধো রক্তপদ্মে ॥ ২১ ॥
রাধে কিমৈন্দ্রীং দিশ মাকুলা ত্বং বিলোকয়স্যম্বুজ পত্র নেত্রে ।
নিঃশঙ্ক মেকং কুরু কান্তমেত্য*মুগ্ধে মুখং তে ননু কোটিচন্দ্রাঃ ॥২২॥
রাধে ত্বয়াঽঽক্ষেপ বচোভি রেব নিষ্কাসিতো বল্লভ আত্মহারী ।
বহি র্নিকুঞ্জৎ কল কণ্ঠকণ্ঠী রবাত্ত্রসন্ যাতি নবৈতি মুগ্ধঃ ॥২৩॥

অদ্ভুত রসযুক্ত তদীয় গুণ সমূহ দ্বারা আমরাও নিবদ্ধ হইয়াই আছি ॥১৮ ॥

অতি সুতুচ্ছ ভব বন্ধন ছেদন করিতেই আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি । হরি ! হরি !! ঈশ্বর আমাকে এখানে সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

যুবতির সহিত মিলিত হইলে কামী পুরুষ যেমন হর্ষ যুক্ত হয়, মদিরা পানে মত্তপের যেমন উল্লাস হয়, এবং দরিদ্র ব্যক্তি মহাধন পাইলে যেমন সুখী হয়, আমিও বৃন্দাবনে আসিয়া তেমনই আনন্দিত হইয়াছি ॥ ২০ ॥

মধুর হইতেও সুমধুর আশ্চর্য্য লীলা বিনোদ দ্বারা দিব্যা নবীনা কাঞ্চনবর্ণা অতিরস নিধি কোনও এক পদ্মিনী (নারী) বৃন্দাবনের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বিলাস করিতেছেন । তাঁহার উপরিদেশস্থ (বদন) পদ্মের মধু পান করিয়া এক কৃষ্ণভ্রমর উন্মত্ত হইতেছেন আর আমিও ভ্রমর হইয়া তদীয় অধোদেশের (পাদযুগলের) রক্ত পদ্মেই উন্মত্ত হইতেছি ॥ ২১ ॥

হে পদ্মপলাশ লোচনা রাধে ! তুমি আকুলা হইয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি পাত করিতেছ কেন ? হে মুগ্ধে ! কান্তের নিকট আসিয়া একাকী তাঁহাকে নিঃশঙ্ক কর, তোমার মুখই ত কোটি চন্দ্র !! ২২ ॥

---

* "নিশঙ্কমঙ্কে···" এই পাঠে ব্যাখ্যা হইবে—"নিঃশঙ্ক চিত্তে আসিয়া কান্তকে ক্রোড়ে গ্রহণ কর ।"

অন্তর্দৃষ্টিঃ পশ্য বৃন্দাবনস্থ শুদ্ধং জ্যোতিঃ কামরাজাত্মকস্য।
শোভা লোভা ল্লোলনেত্রাঞ্জলীভি র্নিত্যা পেয়া রাধিকামাধবাভ্যাম্॥২৪

মধুর মধুর নানা পুষ্প সৌরভ্য লুভ্যন্
মধুর মধুর ভৃঙ্গ শ্রেণিঝঙ্কার রম্যম্।
মধুর মধুর গায়ৎ কোকিলং শারি কীরৈ-
র্মধুর মধুর যুন্ট প্রাণবন্ধু প্রবন্ধম্॥ ২৫ ॥

মধুর মধুর রাধা কিঙ্করী ক্লপ্ত শয্যং
মধুর মধুর রাধা কৃষ্ণ কেলি নিকুঞ্জম্।
মধুর মধুর তৎ প্রেমোন্মদান্ধালি বৃন্দং
মধুর মধুর বৃন্দারণ্য মেবাহহশ্রিতোহস্মি॥২৬

সচ্চিৎ স্বচ্ছ জ্যোতি রানন্দসান্দ্রা
নিস্ত্রৈগুণ্যা ভাতি বৃন্দাটবীয়ম্।
ত্যক্ত্বা দৃষ্টীং মূঢ় পাপীয়সীং ত্বং
পশ্যাশ্চর্য্যাং তাং স্বমর্য্যাস্থ মূর্ত্তিম্॥ ২৭ ॥

রাধে! ভর্ৎসনা বাক্যে এই তোমার আত্ম গোপনকারী দয়িতকে নিষ্কাসিত করিয়াছ; তিনি কিন্তু বহির্দেশে শব্দায়মান কলকণ্ঠের (হংস পারাবত ও পিক প্রভৃতির) সুস্পষ্ট তানে ভীত ও মুগ্ধ হইয়া যাইতেও পারিতেছেন না আসিতেও পারিতেছেন না॥ ২৩॥

অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কামরাজাত্মক বৃন্দাবনের শুদ্ধ জ্যোতিঃ দর্শন কর। শ্রীরাধামাধব নিত্যই লোভ বশতঃ চঞ্চল নেত্রাঞ্জলি দ্বারা সেই শোভা পান করিয়া থাকেন॥ ২৪॥

মধুর মধুর নানাবিধ পুষ্প সৌরভে লোভনীয়,-মধুর মধুর ভৃঙ্গ শ্রেণীর ঝঙ্কারে রমণীয়,-মধুর মধুর গীতপরায়ণ কোকিল কূজন ও শুকশারী প্রভৃতির সুমধুর ধ্বনি দ্বারা প্রাণবন্ধু যুগলের প্রবন্ধ পাঠে মুখরিত— ॥ ২৫॥

রাধাদাসীগণ রচিত মধুর হইতেও মধুর শয্যায় অতি সুমধুর রাধাকৃষ্ণ বিলাস নিকুঞ্জ ভূষিত মধুর মধুর যুগলকিশোরের প্রেমে উন্মাদ সখীবৃন্দ পরিবেষ্টিত-এই মধুর মধুর বৃন্দাবনেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম॥ ২৬॥

ত্রিগুণাতীত সচ্চিৎ স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ ঘন মূর্ত্তি এই বৃন্দাবন প্রকাশ পাইতেছেন। হে মূঢ়! তুমি পাপদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া উঁহার আশ্চর্য্য

রাধে ভ্রূকুটী মনোহর নব-কাঞ্চন কঞ্জ মঞ্জুলং বদনম্।
সৌন্দর্যসার সদনং স্বস্তন মদ্যাঽপি কিং ন দর্শয়সি ॥২৮
ইতি বৃন্দাবন কুঞ্জে রাধা মঙ্কে নিধায় ধৃতচিবুকঃ।
প্রণয়োক্তি জনিতহাস্যং পশ্য ন্নাস্যং হরি র্মম স্ফুরতু ॥ ২৯ ॥
জানম্বূদ ময় মম্বুজমিবো পরিষ্ঠাদ্ ভ্রমদ্ভ্রমর নিচয়ম্।
অদ্য স্বস্তন স ভ্রূকুটি কুপিতমুখং তে স্মরাম্যহং রাধে ॥৩০॥
স্মর কৃষ্ণসারমেকং শ্রীরাধা প্রেমবাগুরা বদ্ধম্ ।
বৃন্দাবনৈক গোচর মনিশং সা যেন খেলনং কুরুতে ॥৩১॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবন রস মত্তা রাধাঽসাধারণ রতি মত্তা।
শ্রীকৃষ্ণেঽত্যুন্মাদ রতি তৃষ্ণে লীলা ধত্তে স্মররণ শীলা ॥ ৩২॥
প্রেমোদার গুণৈ রনন্যকলিতং বন্দীকৃতং সুন্দরং
শ্যামং স্বে পাদপঞ্জরে নিয়মিতং চিত্রৈঃ স্বয়ং রাধয়া।

স্বীয় মহিমান্বিত মূর্ত্তি দর্শন কর ॥২৭ ॥

রাধে ! ভ্রূকুটী দ্বারা মনোহর নব স্বর্ণপদ্মবৎ মনোজ্ঞ বদন এবং সৌন্দর্য্য সার সদন নিজ স্তন যুগলকে অদ্যাপি কেন প্রদর্শন করাইতেছ না ? ॥ ২৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার চিবুক ধারণ করতঃ এই প্রকারের প্রণয়োক্তি হেতু হাস্য-শোভিত মুখ দর্শন করিতেছেন এবম্ভূত শ্রীহরি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ২৯ ॥

হে রাধে ! উপরিভাগে ভ্রমণশীল ভ্রমর সমূহ ব্যাপ্ত হেমপদ্মবৎ তোমার সেই স্তন যুগল ও ভ্রূকুটি যুক্ত কুপিত মুখ খানি অদ্য আমি স্মরণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধার প্রেম জালে নিয়ত আবদ্ধ এবং একমাত্র বৃন্দাবনেই দৃষ্ট এবং যাঁহার সহিত শ্রীরাধা ক্রীড়া করেন সেই কৃষ্ণ সারকেই স্মরণ কর ॥৩১॥

শ্রীমদ্বৃন্দাবনরসে মত্তা এবং অসাধারণ রতিভরে উন্মাদিনী শ্রীরাধা, অত্যুন্মাদ রতিতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্মররণশীলা লীলা ধারণ করিতেছেন ॥৩২॥

যিনি অন্য কর্ত্তৃক অকলিত (অগৃহীত) হইয়াও রাধা কর্ত্তৃক বিচিত্র প্রেমোদার গুণেই (রজ্জুতেই) একমাত্র ধৃত, বন্দীকৃত ও স্বীয় পদপঞ্জরে (আবদ্ধ) হইয়াছেন, উপনিষদ্রূপ অত্যুচ্চ রসাল (আম্র) তরুর উত্তম শাখায় যিনি বাস করেন এবং অন্য জন কর্ত্তৃক দুষ্প্রাপ্য হইলেও শ্রীরাধার

প্রোত্তুঙ্গোপনিষদ্রসাল বর শাখাস্থং পরৈ র্দুর্গ্রহং
বন্দে নন্দিত তৎসখী সমুদয়ং দিব্যৈক পুংস্কোকিলম্ ॥ ৩৩ ॥
শ্যাম মনোহর কীরং বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুতং স্মরাধীরম।
রাধাধরং দশন্তং বিম্বফল শঙ্কয়া মধুরতরম্ ॥ ৩৪ ॥
কাঞ্চন কাঞ্চন লতিকাম্ রতি কামাম বশমালিঙ্গ্য।
বৃন্দাবন ভুবি জঙ্গম তমালতরু মেকমালম্বে ॥৩৫ ॥
বৃন্দাবন গহন বনে রাধে মম হারিতং মনোরত্নম্।
লব্ধং ত্বয়ৈব নূনং স্মিতমধুরং দেহি দাসোঽস্মি ॥ ৩৬ ॥
সা চিত্রাস্যাক্ষি বক্ষোরুহ জঘন সুনাভ্যঙ্ঘ্রি হস্তাদিকাঙ্গৈ
রেষা দিব্যাব্জখেলন্মৃগগিরিপুলিনশ্রীসরঃ পল্লবাদ্যৈঃ।
সোদ্যৎ কন্দর্প লোলাকৃতি রিয়মভিতঃ প্রোল্লসৎস্বর্ণবল্লীঃ
সা শিঞ্জদ্ভূষণেয়ং মধুরখগকুলারাব রম্যা চকাস্তি ॥ ৩৭॥

সখীসমাজকে আনন্দ দান করিতেছেন—এবম্বিধ সুন্দর দিব্য শ্যাম বর্ণ পুংস্কোকিলকেই বন্দনা করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

বৃন্দাবনে অদ্ভুত (স্মরবশে) অধীর কোনও এক শ্যাম বর্ণ মনোহর শুক পক্ষী বিম্বফল শঙ্কা করিয়া শ্রীরাধার সুমধুর অধর দংশন করিতেছেন—স্মরণ কর ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবন ভুমিতে রতি অভিলাষিনী অবশা কোনও স্বর্ণ লতিকাকে আলিঙ্গন কারী এক বিচরণশীল তরুণ তমাল তরুকে আশ্রয় করি ॥ ৩৫ ॥

হে রাধে! বৃন্দাবনের গহন বনে আমার মনোরত্ন হারাইয়াছে, তুমিই তাহা নিশ্চয় পাইয়াছ ; অতএব (সন্মতিসূচক) মৃদু মধুর হাস্য সুধা দানকর, আমিত তোমারই দাস ॥ ৩৬ ॥

সেই (শ্রীরাধা) যেমন মুখ, চক্ষু, স্তনযুগল, জঘন সুনাভি পাদ ও হস্ত প্রভৃতি অঙ্গে ও সুষমা মণ্ডিতা তেমনি ইনি (বৃন্দাটবি) দিব্য পদ্ম, খেলন পরায়ণ মৃগ, গিরি, পুলিন, সুন্দর সরোবর, ও কিশলয়াদিতে শোভিতা। শ্রীরাধা সচেষ্ট মদন চঞ্চল স্বভাবা আর ইনি চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ লতিকার প্রকৃষ্ট উল্লাসময়ী শোভা ধারিণী ; শ্রীরাধা সুন্দর ধ্বনি মুখর ভূষণ মণ্ডিতা আর ইনি বিহঙ্গম গণের মধুর কাকলি রবে মনোজ্ঞা হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

সা নীল স্নিগ্ধবক্ত্রোজ্জ্বল বহল কচে চারুবেণীং দধাতি
কালিন্দী রম্যবেণী স্ত্রিয়মিহ ন বিযুগ্মাধবা সা তথেয়ম্।
সাহহনন্দসান্দ্রি বাণী মিয়মতি শিশিরান্ নির্ঝরান্ বিভ্রতীয়ং
রাধা বৃন্দাটবী বা যুগপদুরুতর স্নেহতো মে হৃদেতি ॥ ৩৮ ॥
গোবিন্দ স্তারতারং রণয়তি মুরলীং রাধিকা হস্ততালীং
দত্তে মত্তেহ বৃন্দাবনভুবি শিখিনাং মণ্ডলী তাণ্ডবিতানি।
যর্হ্যাশ্চর্য্যানি কুর্য্যাৎ স্থগিত সকল তৎসত্ত্ব বৃন্দানি লক্ষ্মী-
তৎকান্তাক্রান্তচিত্তানিহহ ধৃতি মধাদ্ধর্ত্তি বৃন্দাবনে কঃ ? ৩৯ ॥
বৃন্দারণ্যোহতি চিত্রং প্রকটয়তি নিজং রূপমাশ্চর্য্য বেশৌ
রাধাকৃষ্ণৌ যদাহহলীততিভি রতিরসং রাসরঙ্গং প্রবিষ্টৌ।
সর্ব্বে নির্ব্বেদ মাপু বিধি প্রমুখ সুরা স্থূৎকৃত ব্রহ্মভাবা
শ্চিন্তাং ভেত্তুং মুনীন্দ্রা বিভুরপি রময়া বিহ্বল স্তর্হ্যলুঠৎ ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধা নীল চিক্কনাগ্র উজ্জ্বল কেশপাশের সুন্দর বেণী ধারণ করিয়াছেন আর বৃন্দাটবী ও কালিন্দী রূপে রম্য বেণী ধারিণী হইয়াছেন, মাধবের সহিত শ্রীরাধার যেমন বিয়োগ নাই; ইঁহার ও তেমনি নাই। শ্রীরাধা আনন্দ ময় বাক্য বিন্যাস করেন আর ইনি ও অতি শীতল নির্ঝর ধারণ করিয়া আছেন; এইভাবে রাধা বা বৃন্দাটবী যুগপৎ বহুতর স্নেহ প্রকাশে আমার হৃদয়ে উদয় হইতেছেন ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দ তার স্বরে তালে তালে মুরলী বাজাইতেছেন, আর রাধিকা করতালী দিতেছেন; —এই বৃন্দাবন ভূমিতে ময়ূর সমূহ মত্ত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। যদি লক্ষ্মী (রাধা) ও তৎ কান্ত (শ্যাম সুন্দর) কর্ত্তৃক আক্রান্ত চিত্ত হইয়া তত্রত্য সকল প্রাণিবৃন্দই স্থগিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তবে বৃন্দাবনে আর ধৈর্য্য ধরিবে কে ? ॥৩৯ ॥

যখন সখী মণ্ডলী সমভিব্যাহারে সুরস-বহুল রাসরঙ্গে আশ্চর্য্য বেশ ভূষিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রবিষ্ট হয়েন, এবং বৃন্দাবন অতি বিচিত্র নিজরূপ প্রকটিত করেন—তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষানন্দকে থুৎকার করিয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন, মুনীন্দ্রগণ (ধ্যান) ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, রমা (লক্ষ্মী) সহ বিভু নারায়ণ ও বিহ্বল হইয়া লুণ্ঠিত হয়েন ॥ ৪০ ॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনেঽস্মিন্ নিজরস বিভবৈর্ব্যক্তি মায়াতিলোকে
লোকেশাঃ শক্রমুখ্যা য ইহ ভুবি ভুবো যেঽতলেঽথ স্বয়ম্ভূঃ।
সর্ব্বে কৃষ্ণানুরাগ প্রমথিত হৃদয়া দ্রষ্ঠুমন্যন্ন শেকু—
বিস্মৃত্যাধীশভাবং স্বভুবি স ভগবান্ কৃষ্ণ মগ্নশ্রিয়াঽভূৎ ॥ ৪১ ॥
যস্যাং সন্মুক্তি রিক্তীকরণ পটু মহাভুক্তিধারা সমন্তাৎ
সর্বৈর্লভ্যৈব চিন্তামণি নিকর পরাঃ খর্পরাণাঞ্চ খণ্ডাঃ।
যত্রাত্যুচ্চৈ স্তৃণান্যপ্যহহ বিহসিতাঽনল্প কল্পদ্রুবৃন্দা
ন্যেতাং বৃন্দাটবীং ক স্ত্রিজগতি তনুভৃৎ সেন্দ্রিয়ো নো ভজেত ॥৪২॥
সৌখ্যানাং সৌখ্যমেতন্ মধুরতর মিদং বর্য্য মাধুর্য্যতোঽপি
স্বাশ্চর্য্যানামিদং স্বদ্ভুততম মখিল শ্রেয়সাং শ্রেয় এতৎ।
দিব্যানাং দিব্যমেতৎ সদাখিল চিদ চিজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরেতদ্
যদ্বৃন্দারণ্য নাম স্ফুরতি রসময়ং রাধিকা কৃষ্ণ ধাম ॥ ৪৩ ॥

পরম শোভা (সম্পদ) শালি-এই শ্রীবৃন্দাবন নিজ রসবৈভব সমূহ সহ পৃথিবীতে প্রকট হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ -লোক পালগণ, যাঁহারা এই ভুলোকে অথবা অধোভুবনে বাস করেন, তাঁহারা এবং স্বয়ম্ভু প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণানুরাগাবিষ্ট চিত্ত হইয়া অন্য কিছুই দর্শণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই(অর্থাৎ তখন শ্রীবৃন্দাবনের শোভায় সকলের নয়ন অপহৃত হইয়াছিল ; দেবতাগণের ত এই অবস্থা হইতেই পারে এমন কি) বৈকুণ্ঠাধিপতি সেই শ্রীভগবান নারায়ণ নিজধামে " আমি যে স্বয়ং ঈশ্বর " পূর্ব্বের এই ভাব বিস্মৃত হইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী সহ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে মগ্ন হইয়াছিলেন ॥৪১ ॥

যে স্থানে উৎকৃষ্ট মোক্ষ বাঞ্ছা তুচ্ছকারী মহাভোগ রাশি সর্ব্বত্র সর্ব্বজন লভ্য হইয়া রহিয়াছে, যে স্থানে মহা চিন্তামণি সমূহ খর্পর (ভগ্ন পাত্রাংশ) খণ্ডবৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে — যে স্থানে তৃণ গুলিও বহু প্রস্ফুটিত বহু ফলবান কল্পবৃক্ষ তুল্য এবম্বিধ বৃন্দাবনকে ইন্দ্রিয় থাকিতে ত্রিজগতের কোন্ জীব না ভজন করিবে ? ॥ ৪২ ॥

বৃন্দারণ্য নামক যে রসময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ধাম স্ফূর্ত্তি হইতেছে, তাহা সুখময়ের ও সুখ স্বরূপ, শ্রেষ্ঠমাধুর্য্য হইতে ও অধিকতর মাধুর্য্যশালী অতীব আশ্চর্য্যজনক বস্তুর ও অদ্ভুততা-বিধায়ী, নিখিল মঙ্গলের মঙ্গল

বৃথা মুধা ক্লিশ্যত সাধনেষু দুঃখাত্ম সন্দিগ্ধ ফলেষু সক্তাঃ।
পঞ্চাপি বৃন্দাবিপিনে পুমর্থা লুঠন্তি তানপ্যলসা গ্রহীতুম্ ॥ ৪৪ ॥
ইহৈব বিত্তাদ্রবিনাদি সর্ব্ব মপূর্ব্ব মেবাস্তি করস্থমেব।
তথাপি মন্দা ন ভজন্তি বৃন্দাটবীমহো দেবমুনীন্দ্র বন্দ্যাম্ ॥ ৪৫ ॥
ঔদার্য্যমস্যা অসমোর্দ্ধমেব কারুণ্যমস্যা স্তবিগণ্যমেব।
বিভূতি রস্যা হসিতেশ ভূতির্বৃন্দাটবীং তৎ কিমু নাহশ্রয়ধ্বম্ ॥৪৬॥
ছিত্ত্বাহন্তরেহহং মম কার গাঢ়গ্রন্থিং নিমীল্যাক্ষ্যতি সম্ভ্রমেণ।
মূঢ়া বিশন্তু শ্রুতি মৌলিগূঢ়াং বৃন্দাটবীং মাহস্তু বিচারণাহত্র ॥ ৪৭ ॥
কিং রে মহানন্দরসাব্ধিখেলাং হিত্বার্ত্তি সিন্ধ্বাববুধাঃ পতধ্বে।
বিহায় বৃন্দাবনমত্যসাধ্য তৎসাধনে যৎ কুরুতা ভিযোগম্ ॥ ৪৮ ॥

-স্বরূপ, দিব্য বস্তুর দিব্য স্বরূপ-, এবং নিখিল চিজ্জড় জ্যোতিঃ পদার্থেরই জ্যোতি দানকারী রূপে সদা বিরাজিত ॥ ৪৩ ॥

হে বুধগণ! তোমরা দুঃখাত্মক সন্দিগ্ধ ফল দায়ক সাধনে আসক্ত হইয়া বৃথা ক্লেশ পাইতেছ! বৃন্দাবনে পঞ্চ পুরুষার্থই (ইতস্ততঃ) লুণ্ঠণ করিতেছে — তাঁহাদিগের গ্রহণেও কি অলস হইয়াছ? ॥ ৪৪ ॥

এই স্থলেই অপূর্ব্ব বিত্ত ও ধন ইত্যাদি সর্ব্ব বস্তু করতল গত হইয়াই আছে; কিন্তু হায়! তথাপি মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দেব মুনীন্দ্র বন্দনীয় এই বৃন্দাবনের ভজন করে না ॥৪৫ ॥

ইঁহার উদারতাও অসমোর্দ্ধ-ইঁহার করুণাও অগণনীয়; ইঁহার সম্পত্তিতে ঈশ্বর সম্পত্তিকে উপহাস করিয়া থাকে—তবে কেন তোমরা এই বৃন্দাবনেরই আশ্রয় করিতেছ না? ৪৬ ॥

অন্তর্গত "অহং মমকার"-রূপ দৃঢ় গ্রন্থি ছেদন করিয়া অতি সম্ভ্রম সহকারে চক্ষু নিমীলন করতঃ মূঢ় (মূর্খ, অজ্ঞান) ব্যক্তিরা শীর্ষস্থানীয় বেদেরও গোপনীয় এই বৃন্দাবনে প্রবেশ কর, ইহাতে আর বিচারের আবশ্যক নাই ॥ ৪৭ ॥

হে অবুধগণ! তোমরা মহানন্দরস সমুদ্রের খেলা পরিত্যাগ করিয়া আর্ত্তি (দুঃখবহুল) সমুদ্রে পতিত হইতেছ কেন? কেনই বা বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অতি অসাধ্য সাধনে অভিনিবেশ করিতেছ? ৪৮ ॥

হন্ত স্বার্থে খিদ্যন্তে মহান্তোঽপি ভবদ্বিধাঃ।
যৎ স্বচ্ছন্দং সমস্তার্থং বৃন্দারণ্যং ন পশ্যত ॥ ৪৯ ॥
বৃন্দারণ্যং সমস্তার্থবর্ষণং রোমহর্ষণম্।
শ্রীশয়োরপি ভজত ত্যক্ত্বা তুচ্ছার্থতর্ষণম্ ॥ ৫০ ॥
যদা সখি বিচিন্বতী কুসুম মত্র বৃন্দাবনে
সকৃচ্চকিত মীক্ষিতাত্বমসি পিচ্ছ সন্মৌলিনা।
তদৈব সুদুরন্ত তৃট্ তব রসে স্ম দংদহ্যতে
মনোঽস্য তত উত্থিতো মদন বহ্নি রত্যুল্বণঃ ॥ ৫১॥
অভূৎ প্রথমমেব মে স্মরবিষানল জ্বালয়া
মুধাকৃত সুধাধরে কিমপি দগ্ধদগ্ধং ম নঃ ॥
সমস্ত মতিমোহন ক্বণিত কিঙ্কিণী নূপুরে
ত্বমক্ষি পথমাগতা তদনু ধন্যবৃন্দাবনে ॥৫২ ॥

ফুল্লাং মল্লীং মতল্লীং বিসৃজতি ন ভজেদ্রম্যকং কেলীবল্লী
মুজ্জৃম্ভা ম্ভোজিনীং নো ভজতি ন চ ভবেন্মালতীগন্ধলুব্ধঃ।

হায়! আপনাদের মত মহাপুরুষগণ ও নিজ স্বার্থ বিষয়ে খেদ (সাধনে ব্যর্থ হইয়া খিন্ন হইতেছেন) করিতেছেন কেন? স্বচ্ছন্দে যেখানে সর্ব্বার্থ সাধন হয় এমন বৃন্দাবনকে দেখিতে পাইতেছেন না ॥ ৪৯ ॥

সমস্ত প্রয়োজন সাধন (বর্ষণ কারী) বৃন্দাবনে — লক্ষ্মী নারায়ণের ও রোম হর্ষণ হয়; অতএব তুচ্ছার্থে তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া এই বৃন্দাবনেরই ভজন কর ॥ ৫০ ॥

হে সখি! যখন তুমি এই বৃন্দাবনে কুসুম চয়ন করিতেছিলে তখন একবার চকিত ভাবে শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্যামসুন্দর কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলে; তখনই তোমার রসে উঁহার অদম্য পিপাসায় মন দন্দহ্যমান (আকুল) হইল এবং অত্যুগ্র মদনানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৫১ ॥

স্মর- বিষানল- জ্বালায় প্রথমেই আমার এই দগ্ধীভূত মন কিয়ৎ পরিমাণে চন্দ্রেতে বৃথাই অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে অতি মোহন কিঙ্কিণী নূপুরাদির শব্দে আমার মন অতি মোহিত হইল এবং তুমি নয়ন গোচর হইলে অবধি এই স্থানে সমস্ত মনই অর্পিত হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

বাসন্তীং নো হসন্তীং কলয়তি মধুপঃ কোঽপি বৃন্দাবনেঽস্মিন্
রাধে ত্বৎপাদ পঙ্কেরুহ যুগমভিতঃ সংভ্রমী বংভ্রমীতি ॥৫৩॥
ইদানীম প্যানন্দয়তি বত বৃন্দাবন যশঃ-
সুধাধারা যেষামিহ বদন চন্দ্রাদ্বিগলিতা ।
গতানাং স্বং লোকং পরমমপি তে ধাম তুমহা-
গুরুণামাণৃন্যং কথমহহ যামো বয়মমী ॥ ৫৪ ॥
গরিয়ো মৌলীনামহমহহ তেষাং চরণয়োঃ
কৃতঃ স্বাত্মন্যাসঃ সুসুখমিদমায়ুঃ ক্ষপয়িতা ।
অহো যেষাং রাধাপ্রিয় রসময়ং দিব্য চরিতা-
মৃত স্রোতো বৃন্দাবনমিদমহো মামনয়ত ॥ ৫৫ ॥
অহো বৃন্দাটব্যাঃ পরম রস সর্ব্বস্ব চরণা
হরেঃ শ্রীরাধৈবোল্লসতি হৃদি বাণীষ্বথ দৃশোঃ ।
অতো নূনং চন্দ্রাবলি নিরবকাশা বয়ময়ং
বৃথা পাদালম্বে স্তব সখি বিড়ম্বং বিতনুতে ॥ ৫৬ ॥

এই বৃন্দাবনে কোন ও একটী ভ্রমর (শ্রীকৃষ্ণ) প্রস্ফুটিত প্রশস্ত মল্লিকা ত্যাগ করিয়াছে , রমণীয় কেলিবল্লীকে ভজন করে না , প্রস্ফুটিত পদ্ম নিকটে ও যায় না , অথবা মালতি গন্ধেও আর ইনি লুব্ধ হন না , সুহাসিনী বাসন্তীর দিকে দৃষ্টীপাত ও করে না ; হে রাধে ! কিন্তু তোমার পাদপদ্ম যুগলের দিকেই অতি সম্ভ্রমে ও বিনয়ে বারাংবার ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

অহো ! যে সমস্ত স্বলোক গত এবং তোমার (বৃন্দাবনীয়) পরমধামগত মহা গুরুগণের মুখচন্দ্র বিগলিত বৃন্দাবন যশঃ সুধা ধারা অদ্যও (এইক্ষণ পর্য্যন্ত) আমাদিগকে আনন্দ দান করিতেছে —আমরা কিপ্রকারে তাঁহাদের ঋণমুক্ত হইব ? ৫৪ ॥

অহো ! যাঁহাদিগের রাধাপ্রিয় (শ্যামসুন্দরের) রসময় দিব্য চরিত্রা-মৃত স্রোত আমাকে এই বৃন্দাবনে আনিয়াছেন—সেই গরিয়ান শিরোমণি মহাপুরুষদের চরণ যুগলে নিজ আত্ম সমর্পণ করিলাম এবং এই স্থানেই সুখের সহিত সমস্ত আয়ু ক্ষেপন করিব ॥ ৫৫ ॥

অহো ! শ্রীবৃন্দাবনের উজ্জ্বল রস সর্ব্বস্বের আশ্রয় রূপা শ্রীরাধা

চন্দ্রাবল্যেবাস্তে মম হৃদি পদ্মে তদেকরস বশগে ।
চতুরৈব মেব গদিতং প্রথমং রাধাপদেহতিরূপাংশু ॥৫৭॥
মহানন্দস্যৈষা পরতরচমৎকার পদবী
মহাপ্রীতে রত্যদ্ভুত সরণিরেষা সুখময়ী ।
মহোদার্য্যৈশ্বর্য্যাদিক পরমনিষ্ঠো পনিষদাং
মহাগুপ্তং বিত্তং যদুদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥৫৮॥
যে সংস্বাদ্য শ্রুতিগম মৃতস্যন্দি বৃন্দাবনেহতি
প্রেমাবিষ্টাঃ পদমতি রসোদঞ্চি-রোমাঞ্চপুঞ্জাঃ ।
মূর্চ্ছামাপু র্নিরবধি মহানন্দসান্দ্রাব্ধিলীনা
স্তে যাতাঃ কিং বয়মিহ হতানাম ভাবৈক সঙ্গাঃ ॥৫৯॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন গত লসন্মঞ্জু গুঞ্জাবলীং যে
কীরীরং বাহদ্ভুতগুণফলং প্রেক্ষ্য বৈবশ্যভাজঃ ।

শ্রীকৃষ্ণের নয়ন মন ও বাক্যে উল্লসিত হইতেছেন । অতএব চন্দ্রাবলী ও আমাদের স্থান কোথায় ? এখানে আমাদের অবস্থানের প্রয়োজন নাই । হে সখি ! ইনি এখন তোমার বিড়ম্বনাই বিস্তার করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

"একমাত্র তাহারই প্রেমাধীন আমার হৃদয়ে চন্দ্রাবলীই বিরাজমানা।" রাধাপদে রতি গোপন করিয়া চতুরশিরোমণি প্রকাশ্যে এইরূপ বলিলেন ॥৫৭

এই যে শ্রীবৃন্দাবন প্রকাশ হইতেছেন—ইনি মহানন্দের পরম চমৎকার জনক পদবী, ইনি মহাপ্রীতির অত্যদ্ভুত সুখময় পন্থা, মহা উদারতা ও ঐশ্বর্য্যাদির পরম অবধি (একশেষ) এবং ইনিই উপনিষৎ সমূহের মহাগুপ্ত ধন ॥ ৫৮ ॥

অমৃত ক্ষরণশীল বৃন্দাবনে যাঁহারা শ্রুতিস্থিত পদকদম্ব (শ্রুতি নিরুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট স্থান মাধুর্য্য) আস্বাদন করিয়া অতিশয় প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন, অতি রসাবেশে পুলকাবলি-ভূষিত হইয়াছেন , নিরন্তর মহানন্দের গাঢ় সমুদ্রে লীন হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই সকল মহাভাবুক শিরোমণি গণই অন্তর্ধান হইয়াছেন—হায় ! এস্থানে এখন আমরা কি হতভাগ্য হইয়াই না রহিয়াছি !! ৫৯ ॥

অহো ! শ্রীবৃন্দাবন স্থিত মনোহর গুঞ্জাবলি বা অদ্ভুত গুণযুক্ত কীরীর

হা কৃষ্ণেতি প্রতিপদমহো গদ্গদোক্ত্যা গৃণন্তঃ
পঙ্কীকুর্ববন্ত্যবনিমুরুভিঃ প্রেমবাষ্পাম্বুপূরৈঃ ॥ ৬০ ॥
তে শ্রীবৃন্দাবন রসময় স্বান্ত বিশ্রান্ত রাধা-
কৃষ্ণ শ্রীমচ্চরণ কমলা স্তৎপদং প্রাপ্তবন্তঃ ।
ত্যক্ত্বা লোকং কলিবিষধর গ্রস্ত মত্রাতি শুষ্য
চ্চিত্তা স্তাদৃক্ জন সুমিলিতা-নো বয়ং জীবিতার্হাঃ ॥ ৬১ ॥
রে মূঢ় গূঢ় মখিলোপনিষৎ সগাঢ়—
প্রেম্নাবগাঢ় মখিলার্থ শিরোহধিরূঢ়ম্ ।
আনন্দসিন্ধু মন পাশ্রয় দীনবন্ধুং
বৃন্দাবনং ব্রজ হঠৌৎ কলিতাত্মবন্ধঃ । ৬২ ॥
বৃন্দাটবী ভুবন পাবন কীর্ত্তি বৃন্দা—
বৃন্দারকৈ রসুলভা যদি ভাগ্য লব্ধা ।
আরাধয়াত্র রসতঃ সহ রাধয়া শ্রী—
গোবিন্দ মিন্দু চয় নিন্দি মুখারবিন্দম্ ॥৬৩॥

ফলদর্শনে বিবশ হইয়া যাঁহারা প্রতিপদে " হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !!" -প্রভৃতি গদ্ গদোক্তি সহকারে বহু প্রেমবাষ্পজলধারায় পৃথিবীকে পঙ্কিল করেন—॥৬০

তাঁহারাই শ্রীবৃন্দাবনের রসময় প্রদেশে নিজ চরম বিশ্রাম স্থল শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল সান্নিধ্য লাভ করিয়া যুগলের পাদসেবার অধিকারী হইয়াছেন। আমরা কলিসর্পগ্রস্ত এই জগৎ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের গত মহাজন দিগের সহিত সুন্দররূপে মিলিত হইতে চাই—আমাদের ত জীবিত থাকা উচিত নহে ॥ ৬১ ॥

ওহে মূঢ়চিত্ত মানব ! নিখিল উপনিষৎ সমূহে যিনি গুপ্ত ও স্বীয় গাঢ় প্রেমেই প্রাপ্ত , নিখিল পুরুষার্থ শিরোমণি ; আনন্দ—সিন্ধু , পরমাশ্রয় ও দীনবন্ধু এই বৃন্দাবনে বলপূর্ব্বক আত্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রস্থান কর ॥ ৬২ ॥

ভুবন-পাবন কীর্ত্তিরাশি সমন্বিতা, দেবগণের ও অপ্রাপ্যা এই বৃন্দাটবী যদি ভাগ্য বশতঃ প্রাপ্তই হইয়াছ, তবে এখানে শ্রীরাধার সহিত কোটিচন্দ্র-বিনিন্দিত-মুখারবিন্দ বিশিষ্ট শ্রীগোবিন্দকে অনুরাগে আরাধনা কর ॥ ৬৩ ॥

বৃন্দাবনং সকল ভাগ্যবতাং বরিষ্ঠৈ
র্লভ্যং সুরভ্যনিল পাবিত সর্ব্ব সভ্যম্ ।
লোভ্যং পরেশ রময়ো রপি সর্ব্বভাবা-
ক্ষোভ্য প্রশান্ত হৃদয়েন সদা বসন্তু ॥৬৪॥
যদ্যাপ্তুমিচ্ছসি মহাপরমং পুমর্থং
নৈবাপ্তুমিচ্ছসি পরিশ্রম মল্পকঞ্চ ।
বৃন্দাবনং ঝটিতি তৎ প্রিয় যাহি যাহি
মা যাহি লম্ভিত ভয়ান্ হি বিধীশমুখ্যান্ ।৬৫।
যা যা শক্তি র্বিচরতি পরা প্রাকৃতাঽপ্রাকৃতেষু
তাং তৎ কার্য্যাণ্যপি কলয়তো নৈব বৃন্দাবনেশৌ।
শুদ্ধ প্রেমোজ্জ্বল রসাময়ানন্দ লীলৈক মগ্নৌ
তাবেবৈতাদৃশি বনবরেঽত্রৈব তাদৃগ্-ভজস্ব ॥ ৬৬ ॥
কুম্ভী পাকাঽধিকতর মহাদুঃখ সম্ভার গেহা
রম্ভী দম্ভী ন ভয়চকিতঃ স্ত্র্যাখ্য কুম্ভী ন শীতঃ ।

এই বৃন্দাবন সকল শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ দিগেরই লভ্য, ইনি সুগন্ধি বায়ু দ্বারা সকল সভাকে (অধিবাসীকে) পাবত্র করেন,—ভগবান্ নারায়ণ ও লক্ষ্মী প্রভৃতি ইহাতে লোভ প্রদর্শন করিয়া থাকেন—আপনারা এই স্থানে সর্ব্বতো ভাবে অক্ষুব্ধচিত্ত ও প্রশান্ত মনা হইয়া বাস করুন ॥ ৬৪ ॥

যদি মহা পরম পুরুষার্থ লাভে ইচ্ছা থাকে এবং অল্প পরিশ্রমও স্বীকার করিতে অনিচ্ছা হয়, তবে হে প্রিয়! শীঘ্রই বৃন্দাবনে যাও, কিন্তু স্বয়ং ভয়গ্রস্ত ব্রহ্মা শিবাদি (সামান্য) ফলদাতাদিগের নিকট যাইও না ॥ ৬৫ ॥

যে যে পরমাশক্তি প্রাকৃত অপ্রাকৃত বস্তু নিচয়ে বিচরণ করিতেছে—তাঁহাদিগকে বা তৎ কার্য্য সমূহকে দৃষ্টি করেন না;— শুদ্ধ প্রেমোজ্জ্বল রসময় আনন্দ লীলাতেই একমাত্র মগ্নচিত্ত সেই বৃন্দাবনেশ্বর যুগলকে এতাদৃশ বনশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনে মধুরভাবে ভজন কর ॥ ৬৬ ॥

কুম্ভীপাক (নরক) হইতে ও অধিকতর মহাদুঃখ রাশির গৃহ-নির্ম্মাতা অহঙ্কারী, নির্ভয় চিত্ত, স্ত্রী রূপী সর্পগ্রস্ত, গম্ভীর অন্তঃকরণযুক্ত (কপটী) শ্রীমাধব বিষয়ে প্রীতিলেশ শূন্য আর সাধু প্রাপ্তিতে (দর্শনে) ও স্তম্ভবৎ

গম্ভীরান্তঃ প্রণয়রহিতো মাধবে সাধু লব্ধে
স্তম্ভীভূত স্তদপি ন রসো জ্জৃম্ভি বৃন্দাবনং ভোঃ ॥ ৬৭ ॥
ন শমদমাদ্য মস্তি বিদিতং নহি স্বধর্ম্ম স্থিতি
হরিচরণারবিন্দ যুগলে সদৈব মন্দা মতিঃ
উপরমণঞ্চ নাস্তি কলুষান্মহৎকৃপা দুর্লভা
তদশরণোঽহমদ্য শরণং ব্রজামি বৃন্দাবম্ ॥ ৬৮ ॥
হরি হরি রাক্ষসীয়ম বলা মন্মনঃ কর্ষতি
প্রসরতি মিষ্টবস্তু রসনাং মনাক্ চ না বর্ত্ততে।
নিরবধি লোক রঞ্জনপরো ভবোদরার্থে ক-
থমধমোঽধিকার রহিতো বসামি বৃন্দাবনে ॥ ৬৯ ॥
চরত যথেষ্ট মিন্দ্রিয়গণা বয়ং ন যুষ্মদ্রুহঃ
কথমপি শক্তি রস্তি ন চ বো বিনিগ্রহে মাদৃশাম্।
কলয়ত বাক্যমেক মিহ ন স্তথা বিধেয়ং যথা
হতমতি রেষ যাতি ন বহি র্বিহায় বৃন্দাবনম্ ॥ ৭০ ॥

জড় মতি জনের প্রতি রস প্রকাশক সেই বৃন্দাবন ও হায়! কিছু করিতে পারেন না ॥ ৬৭ ॥

শম দমাদি বিনয় বিদিত নাই, স্বধর্ম্মে স্থিতিও নাই, হরিপাদপদ্মযুগলে সদাই মন্দ মতি, পাপ হইতেও নিবৃত্তি নাই, আর মহৎ কৃপাত দুর্লভই, তদ্ধেতু আমি অনন্যগতি হইয়া অদ্য বৃন্দাবনেরই শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৬৮ ॥

হরি! হরি!! এই নারীরূপী রাক্ষসী আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে,— মিষ্ট বস্তুর প্রতি জিহ্বা লোলুপ হইতেছে,— বিন্দুমাত্রও ফিরিতেছে না,— এই সংসারও উদরের জন্য নিরবধি লোকরঞ্জন করিতে হইতেছে অতএব এই অধিকার রহিত হইয়া কি প্রকারে বৃন্দাবনে বাস করিব? ৬৯ ॥

হে ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা যথেচ্ছ বিহার কর, আমরা তোমাদের শত্রু নহি; তোমাদিগকে বিনিগ্রহ করিতে পারি এমত শক্তি আমাদের নাই— এখন একটী মাত্র বাক্য শ্রবণ কর—যাহাতে এই হতবুদ্ধি জন বৃন্দাবন ত্যাগ

জীবন্নেব শবায়িতোঽস্তু সদ সদ্দেহেন্দ্রিয় ব্যাপৃতিঃ
শ্রীরাধা পদ পদ্মসীধু স্বরসাস্বাদোন্মদান্ধাকৃতিঃ।
শ্রীরাধা প্রিয় নাগরেন্দ্র ললিতাদ্যাপুষ্ট নর্ম্মোৎসবঃ
শ্রীরাধারতিকেলী কৌতুকবনে কোঽপ্যেকো ধন্যো বসেৎ ॥৭১॥
শ্রীমদ্রাধা মধুরিমনিধি র্যদ্রসেনাতিমত্তা
চিত্রং চিত্রং নিজনটবর প্রেয়সা নানটীতি।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পুলকিত তনুঃ স্বপ্রিয়া ধামশোভাং
চিত্র ন্যস্তালিভিরপি বৃতা ধ্যেমি বৃন্দাটবীং তাম্ ॥৭২॥
গণ্ডাভোগে মৃগমদরসৈঃ ক্লৃপ্ত সচ্চিত্রলেখা
লেখাধীশাদ্য নব রমণীবৃন্দ মৌল্যৰ্দ্ধরেখা।
সা শ্রীরাধা স্বদয়িততমেনাহত্য ধৈর্য্যা যদীয়ে
মাধুর্য্যৌঘে রটতি পরিতোঽধ্যেমি বৃন্দাটবীং তাম্ ॥৭৩॥
শ্রীশাদ্যৈরপি যস্য সদ্রস নিধে রাশাঽপি নাসাদ্যতে
নাশামপ্যবসায়য়ন্তি নিগমা স্ত্রাসাৎ সদোদাসতে।

করিয়া অন্যত্র না যাইতে পারি তাহাই বিধান কর ॥ ৭০ ॥

জীবিতাবস্থায়ই যিনি মৃতবৎ, সৎ বা অসৎ যাবতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয় জনিত ব্যাপার যাঁহার লুপ্ত, শ্রীরাধাপাদ পদ্ম সুধার স্বরস আস্বাদন করিয়া যিনি উন্মত্ত ও অন্ধ হইয়াছেন, এবং শ্রীরাধাপ্রিয় নাগরচূড়ামণি ললিতাদির দ্বারা সম্যক্ পুষ্টিপ্রাপ্ত নর্ম্মোৎসব পূর্ণ শ্রীরাধার রতি কেলী কৌতুক বনে যিনি বাস করেন। তিনিই নিরতিশয় ধন্য ব্যক্তি ॥৭১॥

মধুরিমার সমুদ্র শ্রীরাধা যাহার রসে অতিমত্ত হইয়া নিজ নটবর প্রিয়তমের সহিত বিচিত্র নাট্যরঙ্গ করেন,—নিজ প্রেয়সীর বিগ্রহ-শোভা দর্শন করিয়া যেথানে প্রিয়তম পুলকাবলিভূষিত হইয়া থাকেন, ও যথায় সখীগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন—সেই বৃন্দাটবীকে আমি ধ্যান করিতেছি ॥৭২॥

শ্রীরাধার গণ্ডদেশে কস্তুরী দ্বারা অতি সুচিত্র রেখা অঙ্কিত হইয়াছে; দেবাধীশ (ইন্দ্র) প্রভৃতির পবিত্র রমণী সমূহের শিরোমণি রূপে বিরাজমানা সেই শ্রীরাধা নিজ দয়িততমের সহিত যাহার মাধুর্য্যরাশি দ্বারা অধীরা হইয়া

ভাসা যস্য তিরোহিতা শ্চিদচিদাত্মার্কেন্দু বহ্ন্যাদয়ো
বাসায়ানুমতিং দদাতু কৃপয়া তন্মেহস্তু বৃন্দাবনম্ ॥৭৪॥
শ্রীবৃন্দাবিপিন তব প্রভামাত্র—
প্রোন্মীলৎ প্রণয়রস প্রবর্ষ ধৌতম্
শ্রীরাধা পদনখ চন্দ্রিকোচ্ছলন্তী
সান্দ্রেয়ং মম খলু লিম্পতীব চেতঃ ॥৭৫॥
শ্রীবৃন্দাবন বসতিং বিধিৎসতো মে
দেহান্তাবধি বধিরায়িতে শ্রুতী স্তাম্।
দোষানাং শ্রবণবিধৌ পরস্য জিহ্বা
মূকাস্তাং ভণিতিষু ধীগ্রহে জড়াহস্তু ॥৭৬॥
শ্রীবৃন্দাবন নীলকুট্টিমোর্ব্ব্যাংতারা-
সু প্রতিফলিতা সু পুষ্প-বুদ্ধ্যা।
চিন্বানাংসপদি হসন্নু পালি রাধাং
কৃষ্ণোহব্যাং প্রগ্রথিতকরাথিত প্রসূনঃ ॥৭৭॥

ইতস্ততঃ পর্য্যটন করেন—সেই বৃন্দাটবীকে স্মরণ করিতেছি ॥৭৩॥

লক্ষ্মী, নারায়ণ প্রভৃতি যাঁহার উৎকৃষ্ট রস সমুদ্রের আশাও করিতে পারেন না, বেদসমূহ ত্রস্ত হইয়া যাঁহার দিক্ (উদ্দেশ, সীমা) ও নিশ্চয় করিয়া নিরূপণ করিতে পারেন না এবং সর্ব্বদাই উদাসীন থাকেন, চিজ্জড়াত্মক সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি যাঁহার দীপ্তিতে তিরোহিত হইয়া যায়—সেই বৃন্দাবন তন্ত্ব আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বাস করিতে অনুমতি দান করুন ॥৭৪॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! তোমার প্রভা মাত্রেই প্রকাশমান প্রণয়রস রূপ বর্ষার প্রাচুর্য্যে মদীয় চিত্ত ধৌত হইয়া শ্রীরাধা পাদনখের উচ্ছলিত এই সান্দ্রচন্দ্রিকা দ্বারা যেন লিপ্ত হইতেছে ॥৭৫॥

মৃত্যু পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাসকারী আমার কর্ণযুগল পরদোষ গ্রহণ-কালে বধির হউক, (পরদোষ) রটনা করিতে জিহ্বা মূক হউক, (পরদোষ) গ্রহণ বিষয়ে বুদ্ধি জড়া হউক—এই প্রার্থনা ॥৭৬॥

শ্রীবৃন্দাবনের নীলমণি বিরচিত ভূমিতে তারা সমূহ প্রতিফলিত হইলে শ্রীরাধা পুষ্প মনেকরিয়া তাহাদিগকে চয়ন করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ সহসা সখী-

শ্রীবৃন্দাবন মম পাবনং ত্বমেব
শ্রীবৃন্দাবন মম জীবনং ত্বমেব।
শ্রীবৃন্দাবন মম ভূষণং ত্বমেব
শ্রীবৃন্দাবন মম সদ্‌যশ স্ত্বমেব ॥ ৭৮ ॥

যা কৈশোরক মাত্র দিব্য বয়সো স্তঙ্গৈ রনঙ্গোৎসবৈঃ
স্বাস্মিন্নুন্মদবৎ সদা বিহরতোঃ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণয়োঃ।
বর্দ্ধ স্পৰ্দ্ধিতয়েব বৃদ্ধি মুপযাত্যুচ্চৈ র্মিথোঽঙ্গশ্রিয়া
শ্রীবৃন্দাবন সাঽস্তু তে মম লোভায় শোভাততিঃ ॥ ৭৯ ॥

লীলাঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য সকলাঃ স্বানন্দ সান্দ্রা স্তথা
শ্রীমন্ মূর্ত্তি পরম্পরাপি পরমা রামাশ্চ তা স্তা অপি।
সত্যং কিন্তু মমৈক এব মধুরো রাধৈকধীনাগরঃ
যত্রৈব স্বকরূপতোঽস্তি যদতো বৃন্দাবনং মে গতিঃ ॥৮০॥

যো লোকোত্তর নাগরীষু সুচমৎকারী বিশেষঃ পরঃ
সর্ব্বোঽসৌ ব্রজসুন্দরীষু সকল স্তাসাং মম স্বামিনীম্।

জন সমক্ষে হাস্য করিতে করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়া বাঞ্ছিতপুষ্প দানে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন ॥ ৭৭ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন ! তুমিই আমার পাবন, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার ভূষণ এবং তুমিই আমার সদ্ যশঃ ॥ ৭৮ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন ! একমাত্র কৈশোর রূপ দিব্য বয়সে (প্রতিঅঙ্গে) অনঙ্গোৎসব সহকারে তোমার নিজের এই বনে সর্ব্বদা উন্মদবৎ বিহার পরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর অঙ্গসৌন্দর্য্য সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন প্রতি নিয়ত বৃদ্ধিশীল যে তোমার শোভা সমূহ - তাহা আমার মহালোভের কারণ হউক ॥ ৭৯ ॥

শ্রীপুরুষোত্তমের সকল লীলাই স্বানন্দ-বহুল, শ্রীমূর্ত্তিসমূহ ও তাহাই ; তাঁহাদের রমণাগণও সকলে অতিশয় আনন্দ-প্রচুরা; সত্য বটে, কিন্তু আমার একমাত্র মধুর রূপ হইতেছে শ্রীরাধা চিত্ত-চোর— তিনিও শ্রীবৃন্দাবনেই স্বীয় স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন —অতএব বৃন্দাবনই আমার গতি ॥ ৮০ ॥

দিব্য নাগরীগণে যে পরম সুচমৎকারিত্ব বিশেষ ভাবে দৃষ্টহয়,

অত্যাশ্চর্য্যচমৎকৃতিঃ শ্রয়তি সা তত্রৈব বৃন্দাবনে
নিত্যং খেলতি মোহনেন তদিহৈবাত্মা মমাঽঽস্তাং স্থিরঃ ॥৮১
পূর্ণপ্রেমরসার্ণবেঽখিল জগন্নির্ম্মজ্জয়ন্তী মহা—
কন্দর্পোদয় দর্পতো ব্রজভৃত্যং নির্লজ্জয়ন্তী বধূঃ ।
ক্রীড়া মাত্র রসেঽপ্যশেষ পরমস্থাঽঽসজ্জয়ন্তী মনঃ
সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়ন্ত্যপি পরং প্রোদেতি বৃন্দাটবী ॥৮২॥
তত্তদ্দিব্য সুনায়িকা বিলসিতৈঃ প্রাণেশ্বরী মে সদা
তত্তন্নায়ক দিব্য রূপ ললিতাত্মৈকানুগ প্রেয়সা ।
দিব্যানন্তবিচিত্র খেলন রতা বৃন্দাবনেঽত্রৈব তৎ—
স্বেচ্ছারূপিনি তদ্বিনা মম মনো বস্ত্বেব নো মন্যতে ॥৮৩॥

অহো সেশাঽশেষাঽখিল বিতুর হৃদ্বিস্ময়করী
শরীরিণ্যত্রৈব প্রণয়রস মাধুর্য্য লহরী ।
বরীয়ো ভাগ্যশ্রীভরিত জনতা হৃন্মধুকরী
পরীতং বৃন্দাটবুদয়তি মমাশার্ণব তরী ॥ ৮৪ ॥

তাহার সমস্তই পরিপূর্ণভাবে ব্রজসুন্দরীগণে বিরাজমান আছে—তাহাদের মধ্যেও আবার অত্যাশ্চর্য্য-জনক চমৎকারসমূহ আমার স্বামিনী শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিয়াই আছে—তিনি মোহনের সহিত নিত্যই সেই বৃন্দাবনে খেলা করেন—অতএব আমার প্রাণ এখানেই স্থির হউক ॥ ৮১ ॥

এই বৃন্দাটবী অখিল জগৎকে পূর্ণপ্রেমরস সমুদ্রে নিমজ্জন করিতে করিতে মহাকন্দর্পের উদয় জনিত দর্প হেতু ব্রজললনাদিগের লজ্জানাশ করিতে করিতে সকলের মন ইহার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ারসেই আসক্ত করিতে করিতে এবং সকলেরই শ্রেষ্ঠত্ব নাশ করিতে করিতে স্বয়ং প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৮২ ॥

আমার প্রাণেশ্বরী সর্ব্বদা সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ দিব্য উত্তম নায়িকাগণের বিলাসাদির দ্বারা ভূষিত এবং তত্তৎ প্রসিদ্ধ নায়কোচিত দিব্য রূপ ললিত স্বভাব যুক্ত এবং একমাত্র বশবর্ত্তী প্রিয়তমের সহিত দিব্য অনন্ত বিচিত্র ক্রীড়ারতা হইয়া এই স্বেচ্ছারূপিনী বৃন্দাটবীতে বিরাজ করেন—তদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছুতে আমার মন বস্তুবুদ্ধি করে না ॥ ৮৩ ॥

অমর্য্যাদ প্রেমামৃত জলধি সম্বর্দ্ধন শরদ্
বিধু জ্যোৎস্না বীচি র্মধুর রস সংসিক্তবসুধা।
বুধানামপ্যন্যার্থকমধি মুধা ভ্রামণকরী
শরীরং বৃন্দাটব্যবতু মম রম্যাত্মনি সদা ॥ ৮৫ ॥
বিমুক্তানামপ্যুন্মথিত হৃদয়াঽনঙ্কুশদয়া-
নিধিঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যা প্রচুর সুষমা বৈভব খনিঃ।
সমন্তাচ্ছ্রীরাধাললিত পদবিন্যাস মধুরা
দুরাপার্থাশাং মে সফলয়তু বৃন্দাবন মহী ॥ ৮৬ ॥
প্রসার্য্যাক্ষিশ্রোত্রে কিমতি সুবিচিত্রেঽতি মধুরো-
ন্মাদ প্রেমাবিষ্টদ্বয় রসনিধি প্রাণদয়িতে।
বসন্ বৃন্দারণ্যে তদমিত গুণান্ সম্মুখরিতান্
যথাভাতং রূপামৃতমপি চ বাস্থাম্য বিতৃষঃ ॥ ৮৭ ॥

অহো! এই বৃন্দাবন—ঈশ্বর সহিত অশেষ পদার্থের সর্ব্বভাব পরিজ্ঞাতা ব্যক্তিগণেরও হৃদয় বিস্ময় কর, এখানেই প্রণয়-রস-মাধুর্য্য-তরঙ্গ মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করে, উত্তম ভাগ্যলক্ষ্মী-পূর্ণ জনগণের হৃদয়ের ভ্রমর স্বরূপ ও আমার আশা সমুদ্রের তরণীরূপে এই (বৃন্দাটবী) চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৮৪ ॥

অসীম প্রেমামৃত সমুদ্রের বর্দ্ধনশীল শরচ্চন্দ্রমার জ্যোৎস্নাতরঙ্গ সমূহের মধুর রসে বসুন্ধরা সিক্ত-কারিণী, পণ্ডিতগণের ও অন্যার্থে বৃথা ভ্রম কারিণী শ্রীবৃন্দাটবী তাঁহার রমণীয় (ক্রোড়) দেশে সর্ব্বদা আমার শরীর রক্ষা করুণ—এই প্রার্থনা ॥ ৮৫ ॥

যিনি বিমুক্তদিগেরও হৃদয় মন্থন করেন, যিনি অবাধ (নিরপেক্ষ) দয়ার সাগর, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় প্রচুর সুষমা বৈভবের খনি, যিনি সর্ব্বত্র শ্রীরাধার ললিত পদবিন্যাসে মধুরা হইয়াছেন- সেই এই বৃন্দাবন ভূমি আমার দুর্লভ বাঞ্ছা সমূহের পূর্ত্তি করুণ ॥ ৮৬ ॥

অতি সুন্দর, অতি বিচিত্র ও অতি মধুর উন্মাদ প্রেমাবিষ্ট যুগল-রস সাগরের প্রাণ-প্রিয় বৃন্দাবনে বাস করিয়া—তদীয় সাধুগণের মুখনিঃসৃত অসীমগুণাবলি ও তত্রত্য প্রকাশমান—রূপামৃত বিস্ফারিত কর্ণ ও লোচন

শ্রীবৃন্দাবিপিন ময়া শরীর মেতদ্
বিক্রীতং ত্বয়ি খলু সেন্দ্রিয়ং সচিত্তম্।
শ্রীরাধারমণ পদারবিন্দ ভক্তি-
মূল্যেন শ্রুতিবচসা দদাসি নো কিম্ ? ৮৮ ॥
শ্রীমদ্ বৃন্দাবন তব গুণৈঃ পূর্য্যতাং শ্রোত্ররন্ধ্র-
স্ত্বচ্ছ্রীং বীক্ষ্যামৃত রসনিধৌ মজ্জতাং চক্ষুষী মে।
অত্যুল্লাসার্দ্রটতু রসনা বর্ণনে ত্বন্মহিম্নাং
ত্বৎ প্রেম্না মে বপুষি সততং সাত্ত্বিকাঃ সন্তুভাবাঃ ॥ ৮৯ ॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবন মম বিনা মূল্যমেতচ্ছরীরং
ক্রীনীহি ত্বং কিমিহ বহুনা ত্বৎপদে ক্ষিপ্তমেব।
ধর্ম্মাধর্ম্মাত্ত মিত কৃতিভি র্নাস্য পোষেঽস্মি শক্তো
মন্দাক্রান্তা গুরুতর ধুরাঃ সাধুভি শ্চানুকম্প্যাঃ ॥৯০॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবিপিন শরণাপন্ন মেতং কদাপি
ত্যক্তুং নার্হস্যহহ নারকাত্যন্ধ কূপে পতন্তম্।

যুগলে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া কি আমি (তৃষ্ণাশূন্য) হইতে পারিব ? ॥ ৮৭ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন ! ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সহ এই শরীর আমি তোমার নিকট বিক্রয় করিয়াছি ; শ্রুতি বাক্যানুসারে শ্রীরাধা রমণের পাদপদ্মে ভক্তিই ইহার মূল্য , তুমি কি তাহা দিবে না ? ৮৮ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন ! তোমার গুণ শ্রবণে আমার কর্ণরন্ধ্র পূর্ণ হউক ; তোমার শোভা সন্দর্শনে আমার লোচন যুগল অমৃত-রস-সমুদ্রে নিমজ্জন করুক—তোমার মহিমারাশি বর্ণনে আমার জিহ্বা অত্যুল্লাসভরে নৃত্য করুক—তোমার প্রেমভরে আমার দেহে সর্ব্বদাই সাত্ত্বিক ভাবরাজি উদিত হউক—এই প্রার্থনা ॥ ৮৯ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন ! বিনামূল্যেই তুমি আমার এই শরীর ক্রয় কর; অধিক আর কি ? এই শরীর আমি তোমার চরণেই সমর্পণ করিতেছি। ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অনন্ত কার্য্যে আমি ইহার পোষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি ; মন্দগতি অথচ গুরু ভারবাহীগণ অবশ্যই সাধুদিগের দয়ার যোগ্য পাত্র ॥ ৯০ ॥

অহে শ্রীবৃন্দাবন ! অতি অন্ধকূপ নরকে পতন শীল এই শরণাপন্ন

অজ্ঞঃ সজ্ঞ প্রতিহত মতিং লঙ্ঘিতেশাখিলাজ্ঞং
প্রাজ্ঞম্মন্যং ত্রিজগতি ন মামজ্ঞমন্যোঽবতীহ ॥ ৯১ ॥
ত্বমানন্দা পরাম্বুধি রসম দুঃখীহ জগতী
ত্বমত্যন্তং সত্যাবনতম ইহাঽহং ত্বঘময়ঃ।
তবানাথত্রাণ ব্রতমিহ মমান্য ন্ন শরণং
বিচার্য্যৈ তদ্বৃন্দাবন বিরচিতাশ স্ত্বয়ি পরম্ ॥ ৯২ ॥
শ্রীমদ্ বৃন্দাবিপিন-বিমুখা যে মহামন্দভাগা
স্তেষাং নামাপ্যহহ নহি মে কর্ণমূলং প্রযান্তু।
যচ্ছ্রী রাধারসিক বিমল প্রেম ভক্ত্যুষরাজ্ঞাঃ
পশ্যন্ত্যেতৎ সদৃশমপি কং কিঞ্চিদ প্রাকৃতেঽপি ॥ ৯৩ ॥
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা ম্রিয়ন্তাং কথমপি ন মনাক্ রাধিকাকৃষ্ণতত্ত্ব—
স্ফূর্ত্তি বৈকুণ্ঠ মুখ্যাখিল পরম মহাধাম হো সত্যমেতৎ।

ব্যক্তিকে ত্যাগ করা কখনই তোমার উচিত নহে; পাপ রাশিতে আমার মতি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, শ্রীভগবানের সকল আজ্ঞাই উল্লঙ্ঘন করিতেছি, প্রাজ্ঞম্মন্য এই অজ্ঞ আমাকে ত্রিজগতে আর কেহই রক্ষা করিতেছে না ॥৯১॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! তুমি আনন্দের অপার সমুদ্র, আর আমি এই জগতে অতুলনীয় দুঃখী; তুমি সত্য (ধর্ম্মের) অত্যন্ত রক্ষকতম, আর আমি মহাপাপময়; তোমার অনাথত্রানই ব্রত আর আমিও অনন্যশরণ হইয়াছি; ইহা বিচার করিয়াই তোমার পরামাশা স্থাপন করিয়াছি ॥ ৯২ ॥

অহো! যে সকল মন্দভাগ্য ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবন-বিমুখ, তাহাদের নামও যেন আমার কর্ণমূলে না যায়! যাহারা শ্রীরাধা রসিকের বিমল প্রেম-ভক্তিবিহীন ও অজ্ঞ ব্যক্তি—তাহারা কি এই প্রকার কিঞ্চিৎ সুখও কি অপ্রাকৃত জগতে ও দেখিয়াছে কি? ৯৩ ॥

ধ্যান করিতে করিতে জীবন পাত করিলেও কিন্তু কোন প্রকারেই শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণতত্ত্ব অণুমাত্রও স্ফূর্ত্তি হয় না,—অহো! ইহা অতি সত্য যে এই ধামই বৈকুণ্ঠ প্রমুখ নিখিল ধামেরও পরম মহাধাম—নন্দব্রজে সেই পূর্ণ মাধুর্য্যধূর্য্য সচলরূপে নিশ্চিতই অবস্থান করিতেছে—অতএব এই

নূনং নন্দব্রজে সম্ভবতি সচল তৎ পূর্ণ মাধুর্য্যধুর্য্য-
স্তস্মাদস্মাকমস্মিন্ পরমচলরতিঃ শ্রীলবৃন্দাবনেঽস্তু ॥ ৯৪ ॥
মায়াচন্দ্রাভিরামোজ্জ্বল কলিত মহাবীজ চিজ্জ্যোতিরেক-
স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ কামোন্মাদ রসজলধৌ সৎপরেঽনন্ত পারে।
দিব্য দ্বীপায়মানং বিলসতি মথুরামণ্ডলং নন্দগোষ্ঠং
তত্রাপ্যস্মাচ্চ বিস্মাপয়তি রসভরৈ শ্রীলবৃন্দাটবীয়ম্ ॥ ৯৫ ॥
বেদাঃ খেদায় নানা সরণিমনু সরদ্বাক্যজালং বহন্তঃ
সন্তঃ সন্তপ্তি শান্ত্যৈ ন মম হরিরসৈকাশয়া দন্দহস্য।
শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ যৎ সাধনমিহ কলয়ন্ সর্ব্বমেতদ্বিরুদ্ধং
হা বৃন্দারণ্য রাধারতিভবন মমালম্বনং স্যা স্বমেব ॥ ৯৬ ॥
কো রাগঃ কো বিরাগঃ কিমিহ বরযশো দুর্যশো বা কিমত্র
কো ধর্ম্মঃ কোঽধর্ম্মঃ সদসদুরুকৃতিঃ প্রাসনা বাসনা কা ?

শ্রীবৃন্দাবনেই আমাদের পরমা অচলা রতি হউক ॥ ৯৪ ॥

মায়া (লক্ষ্মী) ও চন্দ্রদ্বারা অভিরমণীয় , উজ্জ্বল , মহাবীজ ক্লীং সমন্বিত , চিজ্জ্যোতির্ম্ময় ; স্বচ্ছ , স্বচ্ছন্দকাম , উন্মাদ , সৎপর (কেবল সদ্ বস্তু মণ্ডিত বা সাধু দিগের পরমাশ্রয়) অনন্ত পার রসসমুদ্রে দিব্য দ্বীপবৎ প্রতীয়মান নন্দগোষ্ঠ মথুরা মণ্ডল বিরাজমান আছেন--তাহাতেও শ্রীবৃন্দাবনই রসাতিশয্যে অত্যধিক বিস্ময়জনক ॥ ৯৫ ॥

বেদ সমূহ নানাপথে অনুসৃত বাক্যজাল বিন্যাস করিয়া কেবল খেদই জন্মায়—সাধু সমাজ একমাত্র হরিরসের আশায় দগ্ধচিত্ত আমার সন্তাপের সম্যক্ শান্তি বিধান করিতে পারেন না—শ্রৌত বা স্মার্ত্ত যত সাধন আছে , তাহার সর্ব্বত্র কেবল বিরোধই দেখিতেছি ; হা বৃন্দাবন ! হা রাধারতি-ভবন !! তুমিই একমাত্র আমার আলম্বন (আশ্রয়) হও ॥ ৯৬ ॥

এই স্থানে রাগই বা কি বিরাগই বা কি ? শ্রেষ্ঠ যশঃ-ই বা কি , দুর্যশঃ- ই বা কি ? ধর্ম্মই কি , আর অধর্ম্মই বা কি ? বহুসৎকার্য্য বা অসৎ কার্য্য কি ? প্রাসনা (নিষ্কামতা) বা বাসনাই বা কি ? দোষই কি আর গুণই

কে দোষাঃ কে গুণা বা কিমিহ বহুবিধং দুঃখমস্মিন্ সুখং কিং
শ্রীবৃন্দারণ্য মামৃত্যহহ ন জহতাং কোটিশো বজ্রপাতৈঃ ॥ ৯৭ ॥

পুষ্পাসারে পততি গগনাদ্দুন্দুভৌ দেবতানাং
দিব্যোন্মাদে মলয়পবনে বাতি ভাত্যদ্ভুতেন্দৌ।
বৃন্দারণ্যে বিপুলপুলিনে প্রোৎসরদ্গন্ধচূর্ণে
রাধাকৃষ্ণৌ স্মর নিজসখী মণ্ডলী চিত্রনৃত্যৌ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতে
দ্বাদশং শতকম্ ॥ ১২ ॥

বা কি ? বহুবিধ দুঃখই কি আর সুখই-বা কি ? অহো ! মৃত্যু পর্য্যন্ত কোটী কোটী বজ্রপাতে ও শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিও না ॥ ৯৭ ॥

আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে; দেবতাদিগের দুন্দুভি বাদ্য বাজিতেছে; দিব্য উন্মত্ত মলয় পবন প্রবাহিত হইতেছে; অদ্ভুত চন্দ্রমার ও প্রকাশ হইয়াছে, বিপুল পুলিন শোভিত বৃন্দাবনে গন্ধচূর্ণ (পরাগ) ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে; এবম্বিধ অবস্থায় নিজ সখীমণ্ডলীতে বিচিত্র নৃত্য পরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ কর॥ ৯৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত দ্বাদশ শতকের শ্রীহরিদাস দাস
কৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীরাধা বল্লভো জয়তি।

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্।

ত্রয়োদশ শতকম্

বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুতরসময়ে যত্র যত্রৈব রাধা-
কৃষ্ণৌ নিত্যোন্মদ রতিকলাপারতৃষ্ণৌ প্রযাতঃ।
গায়দ্ভৃঙ্গীগণ শুকপিকাদ্যন্নটদ্বর্হিবৃন্দং
তত্রৈবাঽনুব্রজদবনিজাঃ পুষ্পমালাদ্যবর্ষন্॥ ১॥
যাবদ্রাধা পদ নখমণীচন্দ্রিকা নাবিরাস্তে
তাবদ্ বৃন্দাবনভুবি মুদংনৈতি চেতশ্চকোরী।
যাবদ্ বৃন্দাবনভুবি ভবেন্নাপি নিষ্ঠা গরিষ্ঠা
তাবদ্ রাধা চরণকরুণা নৈব তাদৃশ্যুদেতি॥ ২॥
মুক্তাহারাঃ সুরুচিরগুণাঃ স্বচ্ছতামাদধানাঃ
কৃষ্ণস্যূতাঃ স্বয়মুপহিতারাধয়া কণ্ঠপীঠে।
ত্বঞ্চেদ্ বৃন্দাবনভুবিলুঠংস্তাদৃশঃ স্যা মহাত্মন্
নূনং তাদৃক্ পদমপি ন তে দুর্ল্লভং হন্ত ভাবি॥ ৩॥

অদ্ভুত রসময় বৃন্দাবনে যেখানে যেখানেই নিত্যোন্মদ-রতি কলায় অসীম তৃষ্ণাশীল রাধাকৃষ্ণ গমন করিতেছেন—সেখানে সেখানেই ভৃঙ্গীগণ শুক ও পিকাদি গান করিতেছে, ময়ূর সমূহ নৃত্য করিতে করিতে অনুগমণ করিতেছিল এবং বৃক্ষগণ পুষ্প ও মাল্যাদি বর্ষণ করিতেছিল॥ ১॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীরাধার পদনখমণিচন্দ্রিকা বৃন্দাবন ভুমিতে আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত-চকোরী আনন্দ পায় না; আবার যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনভুমিতে গরিষ্ঠা নিষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ও শ্রীরাধা-চরণ কৃপাও তেমন প্রকারে উদিত হয় না॥ ২॥

উত্তমোত্তম মনোজ্ঞ গুণ-বিশিষ্ট অতি স্বচ্ছ মুক্তাহার সমূহ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গ্রথিত হইলে শ্রীরাধা নিজেই কণ্ঠদেশে পরিধান করিয়াছেন—হে

শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ মঞ্জুলতমঃ পুঞ্জে কলানাং চতুঃ
ষষ্ঠেঃ কোঽপি নিধিঃ সদোজ্জ্বলতম শ্যামঃ শশীমোহনঃ।
আশ্চর্য্যৈক নবীন হেম কমলিন্যূর্দ্ধাম্বুজং চুম্বতি
প্রেক্ষ্য প্রেক্ষ্য তদেব বিস্মিতমনাঃ সৌখ্যাম্বুধৌ মজ্জতু ॥৪॥
অরক্ত রুচিরারুণাধর করাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহা-
মনঞ্জিত সুনীলদৃক্‌কুবলয়াম মৃষ্টোজ্জ্বলাম্।
অসংস্কৃত সুচিক্কণ প্রচুর কুন্তলাং রাধিকা-
মভূষণ বিভূষিতাং স্মর সদাঽত্র বৃন্দাবনে ॥ ৫ ॥
শ্রীবৃন্দাবন জীবনা ইহ মহাভাগা যদা জীবনা-
দপ্যেতে বত বল্লভা নহি তদা বৃন্দাটবী দুর্ল্লভা।
তাদৃক্‌সত্তম সংকৃপাত উদিতা বৃন্দাবনে চেন্মহা-
প্রীতি স্তর্হ্যচিরেণ সাপি সুলভা বৃন্দাবনাধীশ্বরী ॥ ৬ ॥

মহাত্মন্! তুমি ও যদি বৃন্দাবন ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে করিতে ঐ প্রকার (সেবক) হইতে পার, তবে ঐ জাতীয় (দাস্য) সেবা প্রাপ্তি তোমার পক্ষে ও দুর্ল্ভ নহে—নিশ্চয় জানিবে॥ ৩॥

শ্রীবৃন্দাবনীয় কুঞ্জের মনোহর অন্ধকার রাশি মধ্যে কোনও চতুঃ-ষষ্টি কলানিধি, সর্ব্বদা উজ্জলতম শ্যামবর্ণ মোহন শশী বিরাজ করিতেছেন। তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য নবীন হেম কমলিনীর উর্দ্ধ (মুখ) কমল চুম্বন করিতেছেন, ইহাই দেখিয়া দেখিয়া বিস্মিতমনা হইয়া সৌখ্যসাগরে মগ্ন হও ॥ ৪ ॥

রঞ্জিত নহে, অথচ যাঁহার অধর, হস্ত ও পাদপদ্ম সুন্দর অরুণবর্ণ; কজ্জল বিহীন হইলেও সুনীল নয়ন কুবলয় অমার্জ্জিত অথচ উজ্জল, অসংস্কৃত অথচ সুচিক্কন হইয়াছে যাঁহার কেশদাম; এবম্বিধ ভূষণ ব্যতিরেকেও বিভূষিত শ্রীরাধাকে সর্ব্বদা এই বৃন্দাবনে স্মরণ কর ॥ ৫ ॥

এই স্থানে যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনৈক-প্রাণ, তাঁহারাই মহাভাগ্যবান যদি এই সমস্ত (মহাজন গণ) জীবন হইতেও অধিকতর প্রিয় হন, তবে বৃন্দাবন প্রাপ্তি কখনই দুর্লভ নহে; ঐরূপ মহাপুরুষের কৃপা হইতে যদি বৃন্দাবনে মহাপ্রীতি হয়, তবে অতিশীঘ্রই বৃন্দাবনাধীশ্বরী ও সুলভাই হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

ন রাকা রাকায়াঃ পতিরয়মুদীতে ন সরসী-
সরোজং প্রোৎফুল্লং বিপুলপুলিনং. ভাতি ন নদী।
চমৎকুর্ব্বন্ত্যেতে তড়িত ইহ মেঘা নহি জয়
ত্যহো শ্রীরাধা বিস্ময় কৃদিহ বৃন্দাবন বনে ॥ ৭ ॥
কান্তে! তল্পমিদং কৃতার্থয় নহি প্রেষ্ঠেহপরাধোহস্য কঃ
শ্যামে তচ্চরিতং ন ভদ্রমপি কিং বক্ষ্যামি তত্তে কিয়ৎ।
ক্ষন্তব্যং সকলংনহিত্যজ পদং ত্বত্যক্ত তল্পে স্বপি
ম্যঙ্ঘ্রী তে উপলালয়ে ন নিপুণো স্যাংশিক্ষতাং কিঙ্করঃ ॥৮॥
নষ্টা তে খলু বুদ্ধি রুন্মদ নহি ত্বং তামহার্ষী র্ধৃতা
ক্ব স্বাঙ্গে বদ যত্র কিং মম করং চোল্যন্তরে ন্যাক্ষিপঃ।
অত্রৈবেতী শুকার্ভকান নিগদতান্ হুঙ্কার-পুষ্পাহতৈঃ
স্মিত্বোপালি নিবারয়ন্ত্যবতু মাং রাধাহত্র বৃন্দাবনে ॥ ৯ ॥

রাকা (পূর্ণিমা) নহে, অথচ রাকাপতি চন্দ্রের উদয় হইয়াছে; সরোবর নাই, অথচ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে; নদী নাই, কিন্তু বিপুল পুলিন শোভা পাইতেছে; মেঘ নাই অথচ তড়িৎ সমূহ চমৎকৃত করিতেছে; অহো! এই বৃন্দাবনে বিস্ময় কারিণী শ্রীরাধাই জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৭ ॥

হে কান্তে! এই শয্যা কৃতার্থ কর; (উত্তর) না; প্রিয়তমে! এইজনের অপরাধ কি? (উত্তর) হে শ্যাম! তোমার এতাদৃশ চরিত্র ভাল নহে; হাঁ তাই কি? (উত্তর) তবে তোমার চরিত্রের কিঞ্চিৎ বলিব কি? সকল ক্ষমা কর, কিন্তু স্থান ত্যাগ করিও না—তুমি শয্যা না ত্যাগ করিলে তথায় শয়ন করিয়া তোমার পাদযুগল উপলালন করিব। (উত্তর) তুমিত এই বিদ্যায় নিপুণ নহ। তবে কিঙ্করকে শিক্ষা দান কর ॥ ৮ ॥

হে উন্মাদ! তোমার বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে। (উত্তর) নাহে, তুমি তাহাকে চুরি করিয়াছ। (প্রশ্ন) তবে কোথায় রাখিয়াছি? (উত্তর) নিজের অঙ্গে। (প্রশ্ন) যেখানে আমার হস্ত সেখানে কি? (উত্তর) কাঁচুলীর ভিতরে নিক্ষেপ করিয়াছ। তখন শুকশাবকগণ"এই খানেই" —এই বাক্য বলিলে সখীগণ সমক্ষে হাস্য করিয়া হুঙ্কার ও পুষ্পাঘাত দ্বারা নিবারণ কারিণী শ্রীরাধা আমাকে এই বৃন্দাবনে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

সেয়ং প্রাপ্তিঃ কোটী চিন্তামণীনাং
সেয়ং তৃপ্তিঃ কোটী পিযূষ পানাৎ।
সেয়ং সম্যগ্‌ভক্তি সন্মুক্তি কোটী-
র্যচ্ছ্রীবৃন্দারণ্য আত্মার্পনেচ্ছা ॥ ১০ ॥
সেয়ং দীক্ষা উচ্চভাবৈ র্ব্রতেষু
সেয়ং শিক্ষা রাধিকারাধনেষু।
সেয়ং প্রেমাধীশ পূর্ম্মূলকক্ষা-
যচ্ছ্রীবৃন্দারণ্য সৌভাগ্য বীক্ষা ॥ ১১ ॥
যস্মৈবোন্মাদ চারু চন্দ্রিক শিখাচূড়ো যদিন্দীবর-
শ্রেণী শ্যামল কোমল দ্যুতিতনু র্যৎ পুষ্পমালাদিবান্।
যদ্দিব্যোজ্জ্বলধাতু চিত্রিতবপু র্যন্মঞ্জু গুঞ্জাবলী-
হারঃ শ্রীহরি রত্যশোভত ভজে তদ্ধন্যবৃন্দাবনম্ ॥ ১২ ॥
বৃন্দাটব্যামটন মিহ চেৎ কোটি তীর্থাটনৈঃ কিং
পক্ষ্যাদীনাং যদি রুত মিহাকর্ণি তত্তু শ্রুতৈঃ কিম্?
বৃক্ষাদ্যাখ্যা প্রকথনরুচৌ স্তোত্রমন্ত্রাদিকৈঃ কিং
দৃষ্টি র্যত্র ক্বচিদিহ রতা চেদলং ধ্যানলক্ষৈঃ ॥১৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে আত্ম সমর্পণেচ্ছাই কোটি চিন্তামণি প্রাপ্তি, কোটি অমৃতপান হইতেও অতিশয় তৃপ্তিদায়ক এবং সম্যগ্‌ভক্তি ও উত্তমা মুক্তি-কোটি ॥ ১০ ॥

শ্রীবৃন্দারণ্য সৌভাগ্য দর্শনেচ্ছাই উচ্চভাব সম্বলিত ব্রত-সমূহে দীক্ষা, শ্রীরাধার আরাধনা সমূহে দীক্ষা এবং প্রেমাধীশ্বরের পুরীর মূল কক্ষা (প্রকোষ্ঠ) ॥ ১১ ॥

যাহার উন্মাদনা জনক সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে শ্রীহরির শিরোভূষণ হয়, যাহার নীলপদ্মশ্রেণীর শ্যামল কোমল জ্যোতিঃপূর্ণ শ্রীহরির বিগ্রহ— যাহার পুষ্পে শ্রীহরি মাল্যাদিভূষিত হন, যাহার দিব্য উজ্জ্বল ধাতুতে তিনি দেহ চিত্রিত করেন,—যাহার মনোহর গুঞ্জাবলী নির্ম্মিত হারে নিজ শোভা বর্দ্ধন করেন—সেই ধন্য বৃন্দাবনেরই ভজন করি ॥ ১২ ॥

এই বৃন্দাবন পরিক্রমা করিলে আর কোটি তীর্থযাত্রায় কি ফল?

যং যং দেশং সরতি পবনঃ শুদ্ধসচ্চিৎ সুখাত্ম-
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবিপিন বিলসদ্ বল্লিবৃক্ষাদি সঙ্গী।
সর্ব্বানর্থ্যানক্রিমিতনুভৃতো বৈষ্ণবংধাম তৎস্থান্
নেতুং তিষ্ঠন্ত্যবসরদৃশো দ্বারি সজ্জা বিমানাঃ ॥ ১৪ ॥
যং সন্মৃত্রসরেণুকং যদণুচিৎ পুষ্পাদিগন্ধং বহন্
বাতঃ পূততমঃ সমেত্য যদবচ্ছিন্নাং কলিন্দাত্মজাম্।
যৈ রস্পার্শ্য নিবৃত্তিভি র্নরকতো দেশেহপ্যহো কীকটে
তেষামপ্যতি ভুক্তি মুক্তিদমিদং বৃন্দাবনং তন্নুমঃ ॥ ১৫ ॥
ভুক্তং বৃন্দাবন গতফলং লোভনং যৈঃ পরস্যাহ
প্যুক্তং বা তচ্ছ্রুতিহর মহামঙ্গলং নামতস্য।
দৃষ্টং কিঞ্চিত্তদপহৃত দৃক্ স্পৃষ্টম স্যাঙ্গকর্ষি-
স্তোতুং শক্তঃ ক ইহ বত তান্ ভাগ্যপুঞ্জৈক মৌলীন্ ॥১৬॥

এই স্থানে যদি পক্ষিগণের কাকলি ও কর্ণগোচর হয়, তবে আর বেদাভ্যাসে প্রয়োজন কি? বৃক্ষাদির নাম বলিতে রুচি হইলে আর স্তোত্র মন্ত্রাদির কি আবশ্যক? যদি এই ধামে যে কোনও স্থলে দৃষ্টী পাত হয়, তবে লক্ষ লক্ষ ধ্যান করিয়া কি লাভ? ১৩॥

শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত লতাবৃক্ষাদি সংস্পৃষ্ট হইয়া বায়ু যে যে দেশে প্রবাহিত হয়, সেই সেই দেশস্থ সকল অযোগ্য (নিকৃষ্ট) ক্রিমি তনুধারীগণকে পর্য্যন্ত ও বৈষ্ণবধামে নেওয়ার জন্য অবকাশ অপেক্ষা করিয়া দ্বারদেশে সজ্জীভূত বিমানাবলি অবস্থিত থাকে ॥ ১৪ ॥

হায়! যাহার উত্তম মৃত্তিকার ত্রসরেণু (অতি সূক্ষ্ম কণা) বা চিন্ময় পুষ্পাদিগন্ধের অণুমাত্র বহন করিয়া, ও কালিন্দী সলিল স্পৃষ্ট হইয়া পবিত্রতম বায়ু-কীকট প্রভৃতি (শোচ্যতম) দেশেও অনন্ত নরকে চির নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেই তাহাদিগকে পর্য্যন্ত অতিশয় ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন—সেই বৃন্দাবনকেই নমস্কার করিতেছি ॥ ১৫ ॥

পরম পুরুষেরও লোভনীয় বৃন্দাবনীয় একটি ফল ও যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন—অথবা তাঁহার কর্ণরসায়ণ মহামঙ্গল নামাবলির একটি ও কীর্তন করিয়াছেন—তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় যে কোনও

যচ্ছন্দ স্পর্শরূপাদিকমহহ হরে রপ্যহার্ষীদ্ধঠেন
শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুরাদ্যং করণম শরণস্যৈকমেবাহশরণং যৎ।
যচ্ছক্তি র্মুক্তিতিক্তীকরণপটু মহাভক্তিরত্নং ব্যনক্তি
ত্বং বৃন্দারণ্য তদ্ যৎকরণ পথগতং তংব্যধাদ্ধন্য মৌলিম্ ॥১৭॥
রাধাকৃষ্ণৌ বিপুল পুলকাবুন্মদোল্লাস হাসৌ-
দৃষ্টা দৃষ্টা মধুর মধুরং গায়তো যস্য নাম।
আদৌ শ্রীযুক্জয়যুতমিদং হাদি বৃন্দাবনেতি
তস্মিন্ যেষাং বলিতরসনা তৈঃ কিমপ্রাপ্যমস্তি ॥ ১৮ ॥
চিজ্জ্যোতির্ম্ময় ভূরহস্য মখিলো পর্য্যচ্চকৈ র্জাজ্জ্বলী
ত্যানন্দামৃত পূর্ণচন্দ্র ইব যদ্দিব্যং ভুবো মণ্ডলম্।
বৃন্দারণ্য মিহাদ্ভুতং রস সরস্যত্রৈব গৌরাসিতৌ
দিব্যৌ দ্বৌ কলহংসকৌ স্মরগুণৈ স্তস্যৈব বাঽচালিতৌ ॥১৯॥

বস্তুতেই দৃষ্টিপাত করিয়াছেন-কিম্বা তদীয় আকর্ষণকারী অঙ্গস্পর্শ করিয়াছেন সেই সমস্ত মহাভাগ্যবান শিরোমণিগণকে কে স্তুতি করিতে সমর্থ হয় ? ১৬॥

অহো ! যাঁহার শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদি বলপূর্ব্বক শ্রীহরির ও কর্ণ, ত্বক্ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের হরণ করিয়াছে, যিনি নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয় (রক্ষক), যাঁহার শক্তি মুক্তিকে তিক্তবৎ প্রতিভাত করাইয়া মহাভক্তিরত্ন প্রকাশ করে, এবং যিনি ইন্দ্রিয়পথে প্রবিষ্ট হইয়াই (লোককে) ধন্যশিরোমণি করিয়া থাকেন--হে বৃন্দাবন ! তুমিই সেই বস্তু ॥ ১৭ ॥

বিপুল-পুলক-মণ্ডিত উন্মদ-উল্লাস-হাস্যপরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া করিয়া মধুর মধুর স্বরে আদিতে 'শ্রীযুক্ত' 'জয়' যুক্ত অথবা 'হা' যুক্ত বৃন্দাবন বলিয়া যাঁহার নাম গান করেন—তাঁহার নাম যাহাদের জিহ্বা নিরন্তর রটনা করে, তাহাদের অপ্রাপ্য কি আছে ? ১৮

আনন্দামৃত-পূর্ণ চন্দ্রসদৃশ যে চিজ্জ্যোতিঃপূর্ণ পৃথিবীর গুপ্তস্থলে ও অখিলধামের উপরে জাজ্বল্যমান একদিব্য ভূমণ্ডল বিরাজ করিতেছেন—এইস্থলেই অদ্ভুত বৃন্দাবন—এস্থানেরই রস সরোবরে গৌরনীল দিব্য দুই কলহংস সেই বৃন্দাবনেরই গুণে (বদ্ধ) অচালিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছেন—এই যুগলকেই স্মরণ কর ॥১৯॥

অরে মূঢ়াঃ প্রাপ্যেন্দ্রিয়মবিকলং কিং নু নিগমৈ
র্নিগূঢ়াং শ্রীবৃন্দাবনভুবমিমাং নৈব ভজথ।
পদৌ যাত্রাব্যগ্রৌ কুরুত বদনং নামভরিতং
কথা পীযূষাব্ধৌ শ্রুতিমপি মনোধ্যান নিরতম্ ॥২০॥
অরে শীঘ্রং শীঘ্রং সুতধন কলত্রাদি মমতা
প্রতানে কালোঽয়ং নহি বপুরিদং মৃত্যনুগতম্।
সমস্তালভ্যানাং পরমিদ মলভ্যং স্বকৃপয়া
ভুবি ব্যক্তং বৃন্দাবিপিন মভিধাবাঽতিহঠতঃ ॥২১॥
অহো মন্দা বৃন্দাবিপিন ইদমীয় স্থিরচরং
চিদানন্দাকারে গুণময় ধিয়া সাধনধিয়ঃ।
বয়ন্তু শ্রীরাধা মুরলিধর দাম্পত্যৈক রস সং-
পদামেতৎ কন্দং দ্বয়মখিলবন্দ্যং বিবৃণুমঃ ॥২২॥
অখণ্ডবিধুমণ্ডলং যদি সুবৃত্ত মুক্তাফলৈ
র্ভবেৎ কিমপি চিত্রিতং যদুপমায়তে তেন হি।

অরে মূর্খলোক সমূহ! অবিকল ইন্দ্রিয় পাইয়াও কেন বেদগুপ্ত এই শ্রীবৃন্দাবন ভূমির ভজন করিতেছ না? পদযুগলকে (বৃন্দাবনে) যাত্রা করাও মুখে নাম পূর্ত্তি কর, কথামৃতসাগরে কর্ণনিয়োগ কর এবং মনকে এই ধ্যানে নিয়োগ কর ॥২০॥

অরে! স্ত্রী-পুত্র-ধনাদির প্রতি মমতা বিস্তারের এই সময় নহে, এই দেহ মৃত্যুর অনুগত; সমস্ত অলভ্য বস্তুর ও অলভ্য (অতি সুদুর্লভ) এই বৃন্দাবন নিজকৃপায় পৃথিবীতে ব্যক্ত হইয়াছেন; অতএব শীঘ্র শীঘ্র বৃন্দাবনাভিমুখে অতিবেগে ধাবিত হও ॥২১॥

অহো! মন্দবুদ্ধিগণ চিদানন্দাকার বৃন্দাবনের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তু নিচয়কে গুণময় বুদ্ধিতে সাধন করিতে প্রয়াসী; আমরা কিন্তু শ্রীরাধা মুরলিধরের দাম্পত্যৈক রস সম্পত্তি যুক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে অত্রত্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক বীজদ্বয়কে অখিলের বন্দনীয় বলিয়াই প্রকাশ করিতেছি ॥২২॥

অখণ্ড (পূর্ণ) চন্দ্র মণ্ডল কোনও প্রকারে যদি সুবৃত্ত (সুগোল) মুক্তাফলের সহিত চিত্রিত হয়, তবে তাহার সহিত উপমা যোগ্য—বৃন্দাবনে

শ্রমাম্বুকণরাজিভি স্তুদতি রাজি বৃন্দাটবী-
বিহার বশ রাধিকা সুবদনাম্বুজং পাতু বঃ ॥২৩॥
অনন্তপুরুচন্দ্রমঃ প্রচয় চন্দ্রিকা কন্দলৈঃ
করম্বিত মিহাম্বুজং বিকসদস্তি জাম্বূনদম্।
মিথো মধুর চুম্বিতং যদি নবৈক কৃষ্ণালিনা
তদা তদিব রাধিকামুখমবৈমি বৃন্দাবনে ॥২৪॥
স্বয়ং যদধি নূপুরং মণিগণচ্ছটা চিত্রিতং
হরি র্বিনিদধাত্যথাঙ্গুলিষু যাবকং ন্যস্যতি।
হৃদা বহতি ভীতবন্মৃদুপদেন তেনাপি যদ্
রসাদটতি রাধিকা ভজ তদেব বৃন্দাবনম্ ॥২৫॥
অয়ে পরমমদ্ভুতং কিমপি ভাতি বৃন্দাবনে
দ্বয়ং বিকচমম্বুজদ্বয়মথো বিধো র্মণ্ডলম্।
মিথো নব সুধারস স্বদনলোলমেকং মহা-
হিরণ্ময় মিহাঽপরং বরহরিণ্মণি বৈভবম্ ॥২৬॥
অহো মধুপ মৌলিনা কনকপদ্মিনীয়ং দ্বয়ে
স্বপদ্ম মুকুলেক্ষতা কথমিবে ক্ষ্যামীত্যেকয়া।

বিহার বশতঃ শ্রমজলকণাসমূহে ব্যাপ্ত অতি মনোরম যে শ্রীরাধাবদন পদ্ম—তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥২৩॥

অনন্ত অনন্ত চন্দ্রসমূহের জ্যোৎস্না সমূহে যদি কোনও এক হেমবর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম মিশ্রিত হইয়া নূতন এক কৃষ্ণ ভ্রমর কর্ত্তৃক পরস্পর মধুর চুম্বন করিতে থাকে, তবে বৃন্দাবনে শ্রীরাধামুখ তাহার মতই মনে করিব ॥২৪॥

শ্রীহরি স্বয়ং যে (রাধার) পদযুগলে মণিগণচ্ছটা শোভিত নূপুর অর্পণ পূর্ব্বক অঙ্গুলী সমূহ যাবক (অলক্তক) দ্বারা ভূষিত করেন, যে পাদপদ্ম ভয়ে ভয়ে নিজহৃদয়ে ধারণ করেন—সেই চরণদ্বারা শ্রীরাধা যাহার রসে মৃদু মৃদুভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন—সেই বৃন্দাবনেরই ভজনকর ॥২৫

ওহে! বৃন্দাবনে কোনও পরম অদ্ভুত দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্ম অথবা দুইটি চন্দ্রমণ্ডল প্রকাশিত হইতেছে!! ইঁহারা পরস্পর নবসুধা রস আস্বাদনে লুব্ধ-চিত্ত, ইঁহাদের মধ্যে একজন মহাহিরণ্ময় বর্ণ ও অপর জন মহা মকরত-মণির ন্যায় প্রকট হইয়াছেন ॥২৬॥

সমুক্ত উরু সম্ভ্রমাৎ প্রপিহিতোরসং রাধিকাং
কথং ন্বিতি বিহাসিতাং স্মরতয়ৈব বৃন্দাবনে ॥২৭॥
লতাতরু বিহঙ্গমাদিষু কদাচিদাখ্যাকৃতে
মিথো বিবদমানয়োঃ কিমপি রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ।
দ্বয়ো বিজয়কাঙ্ক্ষিণোঃ ক্ব চ রুতেঽপি বৃন্দাবনে
প্রিয়ালি বলয়ে হসত্যতিরসাত্মযুদ্ধং স্মর ॥২৮॥
কনক কমলগর্ভে দাড়িমী বীজপংক্তি
র্যদি তদপি চ রাকাচন্দ্র কোটি চ্ছটৌঘম্।
সতত বিকচমেক স্নিগ্ধ কৃষ্ণালিভোগ্যং
স্মর তদুপমিতং তচ্ছ্রীমুখং রাধিকায়াঃ ॥২৯॥
ত্বং জানাসি সখীদ্বয়ং মমদৃশোঃ কঃ সৃষ্টবান্ তৎপদং
হন্মি ক্ষৌণিতলে বিলিখ্য যদহং নেত্রে রনন্তে রপি।
বৃন্দারণ্যমথাগ্যদেকমনঘং নো বীক্ষ্য তৃপ্যাম্যহো
সত্যং শ্রীশ্বরিরাধিকে বয়মিতোঽপ্যন্যৈক লুব্ধেক্ষণাঃ ॥৩০॥

অহো! বৃন্দাবনে কোন দিন মধুপমৌলি শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গের প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণকমলিনী-প্রাণবল্লভার অঙ্গপ্রতিবিম্বকে পদ্মমুকুল ভাবিয়া তাহাই দেখিতে ২ বলিলেন, দেখ! দেখ! কেমন কমল! এইকথা শুনিয়াই-কিশোরী বলিলেন বোধহয় আমারই লীলা কমল পড়িয়াছে এই বলিয়া যেমন, কুড়াইতে যাইবেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরায় শ্রীরাধিকা হাসিয়া ফেলিলেন, এই প্রকার হসিত বদনা শ্রীরাধিকা কে স্মরণ কর ॥২৭॥

কোনও সময়ে লতা তরু বিহঙ্গাদির নাম করণ কালে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েই পরস্পর বিবাদ পরায়ণ হইলে এবং সময়ে সময়ে বৃন্দাবনে পক্ষিশব্দে ও পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইলে প্রিয় সখীজন হাসিতে থাকেন—তাঁহাদের এই রসপূর্ণ আত্মযুদ্ধ স্মরণ কর ॥২৮॥

যদি স্বর্ণ-পদ্মগর্ভে দাড়িম্ববীজ শ্রেণী নিহিত হয় এবং তাহাও যদি পূর্ণিমার চন্দ্রমা কোটিচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত ও সতত বিকসিত থাকে এবং এক স্নেহময় কৃষ্ণ ভ্রমর কর্তৃকই উপভোগ্য হয়, তবে তাহার সহিত উপমা যোগ্য যে শ্রীরাধার বদন—তাহাই স্মরণ কর ॥ ২৯ ॥

লীলা খেলাদ্রাধিকা হেম পদ্মি—
ন্যাস্যোম্ভোজং সীধু গন্ধৈরপারম্।
জ্যোৎস্না মাধুর্য্যৈক সিন্ধৌ নিমগ্নং
বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণভৃঙ্গৈক ভোগ্যম্॥ ৩১॥

বার্ত্তাঃ স্যোন্যং মধুরমধুরা শীতপীযূষধারা
শ্রীমদ্‌রাধামুরলিধরয়ো র্বক্ত্রচন্দ্রাদ্ বহন্তী।
চেতঃকর্ণে র্মম নিশি দিবা মাদয়ন্ত্বালিবৃন্দৈঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবিপিন বিষয়ৈবাদ্ভুতা কাপি কাপি ॥৩২॥

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ময় চিজ্জ্যোতিরানন্দদেহং
কঞ্চিৎ সঞ্চিন্তয় হৃদি সদা তদ্দ্বয়ীভাববিজ্ঞম্।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন নব লতা মন্দিরানীন্দিরাদি
প্রার্থ্যান্যন্ত র্নবু পরিচর প্রেয়সোঃ খেলনায় ॥৩৩॥

হে সখি! আমার লোচন যুগল কে সৃষ্টি করিয়াছে জান কি? ভূমিতলে তাহাকে বিলেখন (ভূমিশায়ী) করিয়া তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলোপ করিব, যেহেতু আমি অনন্ত নেত্রে ও বৃন্দাবন এবং অন্য এক অনঘ (বস্তুকে) দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারি না; হে শ্রীশ্বরি রাধে! সত্যই বটে, আমাদের কিন্তু ইহা (বৃন্দাবন) হইতেও অন্যেই (কৃষ্ণেই) চক্ষু একমাত্র লুব্ধ হয় ॥৩০॥

লীলা-খেলা পরায়ণা শ্রীরাধারূপ হেম পদ্মিনীর মুখপদ্ম—যাহা সীধু (মদ্য, মধু) গন্ধে অতুলনীয় ও জ্যোৎস্না-মাধুর্য্যপূর্ণ সমুদ্রে নিমগ্ন তাহা এই বৃন্দারণ্যে একমাত্র কৃষ্ণভ্রমর কর্তৃকই উপভোগ্য ॥৩১॥

শ্রীরাধা মুরলিধরের বদনচন্দ্রবিগলিত মধুর হইতেও সুমধুর শীতল ধারা পূর্ণ শ্রীমদ্ বৃন্দাবন বিষয়ক অতি অনির্ব্বাচ্য ও অদ্ভুত যে সখীবৃন্দসহ পরস্পর বার্তা—তাহা দিবানিশি কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আমার চিত্তকে উন্মত্ত করুক ॥৩২॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রণয়ময় চিজ্জ্যোতিঃপূর্ণ ও ঐযুগলের ভাববিজ্ঞ কোনও আনন্দময় দেহকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ভাবনা কর। হায়! লক্ষ্মী প্রভৃতির ও প্রার্থনীয় শ্রীবৃন্দাবনস্থ নবলতা মন্দির সমূহকে প্রিয়তম যুগলের খেলার জন্য অন্তরে অন্তরেও পরিচর্য্যা কর হে!! ৩৩॥

অন্ত শ্চিন্তয় সন্ততং স্মরকলারঙ্গেন রাত্রিন্দিবং
বৃন্দাকানন কুঞ্জবীথিষু মিথো মগ্নাঙ্গদৃগ্বাঙ্‌মনঃ।
গৌরশ্যাম মহামনোহর মহোদ্বন্দ্বং বহিঃ সুপ্তবদ্
ভ্রাত র্হর্ষ বিষাদ হৃদ্‌ব্যবহৃতিং সর্ব্বাং চ নির্ব্বাহয় ॥৩৪॥
রাধামাধব কেলী কানন ভুবং রাকেন্দু কোটিপ্রভাং
স্বচ্ছাং মুক্তষড়ূর্ম্মিমূর্ম্মিভি রহো প্রেমামৃতাব্ধে র্ভৃতাম্।
নানাশ্চর্য্যসরঃ সরিদ্ গিরিলতা গুল্মাদ্রুমাদ্যৈ র্মহা-
নন্দোচ্ছ্বলখেল সংখগমৃগৈ র্বৃতাং সখেঽনুস্মর ॥৩৫॥
হতেঽস্মিন্ হা বৃন্দাবন নবনিকুঞ্জেশ্বরি ! কৃপাং
বিধেহীত্যাক্রন্দন্ ব্যবহরণমধ্যেঽপি চ মুহুঃ।
ত্রিকালং শ্রীবৃন্দাবিপিন দিশি বৃন্দানি চ নম
স্কৃতীনাং সর্বাঙ্গৈঃ কুরু চ পুরু তৎ প্রেমবলিতঃ ॥৩৬।
অহো ক্রন্দন্নুচ্চৈ র্হৃত সকল সর্ব্বস্ব ইব সং-
লুণ্ঠন্ ভূমৌ নেত্রোদ্‌গলিত জলধারঃ প্রতিপদম্।

দিবারাত্রি স্মরকলারঙ্গে বৃন্দাবনীয় কুঞ্জ পথে পথে পরস্পরে পরস্পর অঙ্গ, চক্ষু, বাক্য ও মন সমর্পন পূর্ব্বক বিরাজিত গৌরশ্যাম মহামনোহর বিগ্রহযুগলকে সর্ব্বদা অন্তরে চিন্তাকর। কিন্তু হে ভ্রাতঃ! হর্ষ-বিষাদ ময় বাহ্যিক ব্যবহার সমুদয়কে সুপ্তবৎ (অচেষ্ট) থাকিয়া নির্ব্বাহ কর ॥৩৪॥

হে সখে ! এই শ্রীরাধামাধবের কেলিবনভূমি—পূর্ণচন্দ্র কোটিপ্রভাবিশিষ্ট , স্বচ্ছ , ষড়ূর্ম্মি (শোক-মোহ , জরা-মৃত্যু , ক্ষুৎ-পিপাসা) রহিত ; অহো ! ইনি তরঙ্গময় প্রেমামৃত-সমুদ্র ধারণ করিতেছেন—নানা আশ্চর্য্য সরোবর , নদী গিরি লতাগুল্ম বৃক্ষাদিদ্বারা ও মহানন্দে খেলন পরায়ণ পক্ষি মৃগাদির দ্বারা পরিশোভিত—ইঁহাকেই স্মরণ কর ॥৩৫॥

“ হে বৃন্দাবন-নবনিকুঞ্জেশ্বরি ! এই হতভাগ্য জনকে কৃপাকর। ” এই-ভাবে লোকব্যবহার সময়েও মুহু র্মুহু উচ্চক্রন্দন করিয়া করিয়া তিনবেলা শ্রীবৃন্দাবন দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার প্রতি সাতিশয় প্রেমভরে সর্ব্বাঙ্গে (লুণ্ঠন রূপ) নমস্কার সমূহের বিধান কর ॥৩৬॥

অহো ! হৃত-সর্ব্বস্ববৎ উচ্চক্রন্দন করিয়া , ভূমিতে লুণ্ঠনাদি করিয়া ,

অজস্র শ্রীবৃন্দাবন বিরহদুঃখপ্রসরতো
ভবেদ্ যঃ কুত্রাপি প্রথয়তি স একঃ ক্ষিতিযশঃ ॥৩৭॥
তচ্ছ্রীগাত্র প্রস্মর মহাশ্চর্য্যসৌরভ্য লুভ্যদ্
ভূয়িষ্ঠানু ব্রজদলি কুলোৎসারণব্যগ্রপানিঃ।
বীথ্যাং বীথ্যাং পরকুতুকতোৎফুল্লনেত্রং চরন্তী-
বৃন্দারণ্যে বিলসতি সহ প্রেয়সৈকৈব রাধা ॥৩৮॥
মানেঽতি দ্রঢ়িমানমাস্থিতবতী রাধা মম স্বামিনী
শিক্ষাভিঃ স্বসখীগণস্য বিদধে মৌনাদিবৃত্তিং যদা।
ক্ষীণাশেষকৃতিস্তু তর্হি স হরিঃ প্রাসাদায়ত্যাং স্বতো
যস্যাঃ পুষ্পফলাদ্যুপায়ন ভরৈ স্তাং নৌমি বৃন্দাটবীম্ ॥৩৯॥
ভৃঙ্গী সঙ্গীতরঙ্গং ত্যজতিপিকবধূঃ পঞ্চমং নির্ধুনীতে
কীরঃ কাঞ্চিন্নগাথাং পঠতি নটশিখী নৈব কেকাং করোতি।
বীণা হ্রীণা মনাঙ্ ন ধ্বনতি মুরলী রৌতি রাধাযদাশ্রী-
বৃন্দারণ্যস্য নির্ব্বর্ণয়তি গুণগণা ন্নুল্লসদ্ রোমরাজিঃ ॥৪০॥

প্রতিপদে নেত্রে জলধারা প্রবাহিত করিয়া, অনবরতঃ শ্রীবৃন্দাবনের বিরহ-দুঃখরাশি বহনকরিয়া যিনি অন্য কোথায় ও বাস করেন, তিনি কেবল পৃথিবীতে যশঃ প্রসার করিতে পারেন ॥৩৭॥

সেই (শ্রীরাধার) দেহ হইতে যে মহাশ্চর্য্য সুগন্ধি বিস্তার হইতেছে, তাহাতে লুব্ধ হইয়া পশ্চাদ্ধাবন কারী বহু বহু ভ্রমর পংক্তির দূরীকরণে ব্যগ্র-হস্তা এবং বৃন্দাবনের পথে পথে পরমকৌতুকে উৎফুল্লনয়ন-সঞ্চালিনী শ্রীরাধাই একা প্রিয়তমের সহিত বিলাস করিতেছেন ॥৩৮॥

যখন নিজ সখীগণের শিক্ষায় আমার স্বামিনী শ্রীরাধা মানে অতিদৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া মৌনাদি বৃত্তি অবলম্বন করেন—তখন স্বয়ং শ্রীহরি নিখিল কার্য্য বিস্মৃত হইয়া যাহার পুষ্পফলাদির উপঢৌকন দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাইয়া থাকেন—সেই বৃন্দাটবীকে নমস্কার করি ॥৩৯॥

যখন শ্রীরাধা পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে শ্রীবৃন্দাবনের গুণাবলী বর্ণনা করেন, তখন ভ্রমরী সঙ্গীত-রঙ্গ ত্যাগ করে, কোকিলা আর পঞ্চম স্বরে আলাপ করে না, শুক আর কোনও গাথাই পাঠ করে না, নৃত্যকারী ময়ূর ও কেকা-ধ্বনি করে না, বীনা লজ্জিত নিঃশব্দ হয় এবং মুরলী ও আর রব করে না ৪০

শ্রীবৃন্দাবন-দিব্য কীর্ত্তি-বিরুদং শ্রীরাধিকা নির্ম্মিতাং
পাঠ্যন্তে শুকশারিকাঃ প্রতিদিনং তৎ কিঙ্করীভি র্মুদা।
কান্তং শ্রাবয়তেঽথ কৌতুক বশং প্রেম্না চ তং বিহ্বলী-
কুর্য্যা ন্মে যদধীশ্বরী মম সরীসর্ত্ত্যত্র নিত্যং মনঃ ॥ ৪১ ॥
পারং যেঽপি সমস্ত শাস্ত্রজলধে র্যাতা র্ন যৈতেঽপ্যতী-
বাঽজ্ঞা শ্চেৎপরমোত্তমোত্তমতয়া প্রজ্ঞা ন বৃন্দাবনে।
এতেঽত্রবর্ণমাত্রক বিদোঽপ্যাঽস্মদ্বিধানাং মতাঃ
সর্ব্বজ্ঞৈঃ সকলৈঃ স্তুতাঃ পরতরং বৃন্দাবনং যে বিদুঃ ॥৪২॥
সান্ত-স্বান্ত মবেহি দেহি বচনং দেহিঘহো কামিনী-
রূপাগ্নৌ ন পতঙ্গ বন্নিপতরে চক্ষুপ্রমাদাদপি।
অদ্য শ্বো ন পতিষ্যতোঽস্যবপুষঃ পোষায় দোষাকরৈঃ
কুর্য্যাঃ সঙ্গমভঙ্গ বাসনিয়মো বৃন্দাবনে গৃহ্যতাম্ ॥৪৩॥
শ্রীবৃন্দাবন নাম বর্ণমনু যঃ পূর্ণো রসৈকার্ণবঃ
কর্ণৈঃ স্বাদয়তে পরং চ রসনা তং রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ।

শ্রীরাধিকা নির্ম্মিত শ্রীবৃন্দাবনের দিব্য কীর্ত্তি-বিরুদাবলি শুকশারিকা দিগকে প্রত্যহ আনন্দের সহিত শ্রীরাধাদাসীগণ পাঠ করান এবং যাহার অধীশ্বরী কৌতুহলাক্রান্ত কান্তকে তাহা শ্রবণ করান ও প্রেমভরে তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া থাকেন—সেই বৃন্দাবনেই আমার মন অগ্রসর হইতেছে ॥৪১॥

যাহারা সমস্ত শাস্ত্র সমুদ্রের পারঙ্গম হইয়াছে, তাহারা যদি শ্রীবৃন্দাবনকে পরমোত্তমোত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে, তবে আমার মতে তাহারা অতীব অজ্ঞই। কিন্তু যাঁহারা বৃন্দাবনকে পরতর তত্ত্ব বলিয়াই জানিয়াছেন, অথচ এই জগতে বর্ণমাত্র পরিচয় করিয়াছেন—তাঁহারাই আবার সকল সর্ব্বজ্ঞ মানবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া থাকেন ॥৪২॥

নিজের শেষ সময় নিকটবর্ত্তী বলিয়াই জান, সকল জীবের নিকটই শেষ বচন দাও(জবাব দিয়া শেষের জন্য প্রস্তুত হও); ওরে! কামিনীর রূপাগ্নিতে আর চক্ষু প্রমাদবশতঃ ও পতঙ্গবৎ পতিত হইও না। অদ্য কিম্বা কল্য পতিষ্যমান এই দেহের পোষণের জন্য দোষ সমূহের সঙ্গ করিও না। বৃন্দাবনে ভঙ্গ-রহিত বাস নিয়ম গ্রহণ কর ॥৪৩॥

নিত্যাকর্ণন বর্ণনৈ রথ তদঙ্গার্হাত্মনাং তৎপদাং
ভোজ প্রেম ভৃতাম জানত ইহ প্রেক্ষেঽপিনান্ত্যোরসঃ ॥৪৪॥
পুণ্যাৎ পুণ্যং মঙ্গলং মঙ্গলানাং
দিব্যাদ্দিব্যং কামদং কামদানাম্।
সারাৎসারং প্রেমদং প্রেমদানা
মন্যদ্বৃন্দারণ্যতো মন্যতাং কঃ ? ৪৫ ॥
রে ধীমন্তঃ সন্ততানর্থদেহং
দেহং গেহং স্ত্রী কুটুম্বাদ্যপেক্ষ্য।
সৌখ্যাৎ সৌখ্যং মোক্ষতো মোক্ষ
মাশু শ্রীবৃন্দারণ্যমেবাশ্রয়ন্তু ॥৪৬॥
এতৎ কুৎসিতমস্থিমাংস রচিতং বিণ্মূত্র পূয়াদিভিঃ
পূর্ণংদৃষ্টনিনষ্ট মিন্দ্রিয়গণামর্দ্দেন নিত্যার্দ্দিতম্।
আধি ব্যাধি শতাভিভূতমনিশং কামাদি দাহাকুলং
দেহং তিষ্ঠতু যাতু বা হরি রসৈ স্তব্ং নন্দ বৃন্দাবনে ॥৪৭॥

"শ্রীবৃন্দাবন", নামের সঙ্গে সঙ্গেই যে এক পূর্ণ রসময় সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তাহা রাধা ও কৃষ্ণের কর্ণ এবং রসনা নিত্য শ্রবণ ও বর্ণন দ্বারা আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব সেই বৃন্দাবন প্রদেশে বাসের সুযোগ্য ব্যক্তিদিগের ও তৎ পাদপদ্মে প্রেমবান্ দিগের সহিত যাহার পরিচয় নাই- তাহার যে অন্ত্য (শ্রেষ্ঠ) রস প্রাপ্তি হয় না-ইহাই আমি দেখিতেছি ॥৪৪॥

পুণ্য হইতেও পুণ্যতর, মঙ্গল সমূহের ও মঙ্গলদায়ক, দিব্য হইতেও অতি দিব্য কামদ দিগেরও কামনা পূরক, সারাৎসার এবং প্রেমদানকারী- দিগের ও প্রেমদাতা শ্রীবৃন্দাবন ব্যতিরেকে অন্য বস্তু আছে—ইহা কেহ কি মনে করিতে পারে ? ৪৫ ॥

হে বুদ্ধিমান মানবগণ ! সর্ব্বদা অনর্থদ চেষ্টাময় দেহ, গেহ স্ত্রী কুটুম্বা- দিকে উপেক্ষা করিয়া শীঘ্র অতি সুখদ ও মোক্ষেরও মোক্ষদানকারী শ্রীবৃন্দা- রণ্যেরই আশ্রয় কর ॥৪৬॥

এই দেহ—কুৎসিৎ অস্থি-মাংস-রচিত, বিষ্ঠা মূত্র ও পূয়াদিদ্বারা পূর্ণ ; ইহার ও নাশ যে অনিবার্য্য তাহাও দৃষ্টি গোচর হইতেছে, ইহা ইন্দ্রিয়

অন্ত শ্বঃ প্রপাতিয্যতোঽস্য ভরণং বিড়্ভাণ্ডকস্যাচরণ্
হা হা মূঢ় মহাবিনষ্টিময়সে স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গতঃ।
সোঢ়া নারকযাতনাঃ কতি ন বা হন্তাণুমাত্রাসহাঃ
কিং বৃন্দাবনবাস ভাস ন মহানন্দায় মন্দায়সে? ৪৮॥
স্ত্রীভিঃ কে ন বশীকৃতা স্ত্রিজগতি প্রায়ো যশোঽলিপ্সবো
দৃশ্যন্তে বিষয়াস্পৃশোঽপি পতিতাঃ সঙ্গান্মহান্তোঽপি হি।
বুদ্ধৈবং প্রতিবোদ্ধুমিচ্ছসি ন চেৎ স্বার্থং করস্থং তত
স্তত্রাহর্নিশম প্রমত্তহৃদয়ো বৃন্দাটবীমা বস ॥৪৯॥
রে দুর্ব্বোধ পরংরহো ভগবতঃ শ্রীরাধিকা নাগরং
হিত্বান্যংভজসে স্থরং তদুদয়ে স্থিত্বাঽপি বৃন্দাবনে।
তন্নূনং সদনস্ক কল্পক তরো মূলে বিধায়ালয়ং
কুগ্রামানুপগম্য তৎ কুজনতো ভিক্ষাশয়া ভ্রাম্যতি ॥৫০॥

গণের উপদ্রবে নিত্য উৎপীড়িত, নিরন্তর শত শত আধি ব্যাধি-দ্বারা অভিভূত, এবং কামাদির যন্ত্রণায় আকুলিত হইতেছে; ইহা থাকুক বা নাশই হউক, এই বৃন্দাবনে তুমি শ্রীহরি রসের আনন্দ লাভ কর ॥৪৭॥

হায় মূঢ়! অন্ত কিম্বা কল্য যখন এই দেহের পতন হইবেই, তখন এই বিষ্ঠাপাত্রের ভরণ করিতে করিতে স্ত্রীসঙ্গী সঙ্গে নিজের মহাবিনাশই সাধন করিতেছ। অহো! অণুমাত্র দুঃসহ যে নরকযন্ত্রণা তাহা কতই না সহ্য করিয়াছ? এখনও কি বৃন্দাবন বাস ও বৃন্দাবন কথা রূপ মহানন্দের জন্য মন্দগতি হইতেছে? ৪৮॥

ত্রিভুবনে স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক কে না বশীভূত হইয়াছে? প্রায়শই দেখা যায় যে যাঁহারা যশ আকাঙ্ক্ষা-রহিত, বিষয়-স্পর্শ-শূন্য ও মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাও সঙ্গ দোষে পতিত হইয়াছেন; ইহা জানিয়াও, করতলস্থ স্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াও-যদি জাগরিত হইতে অনিচ্ছা হয় তবে অপ্রমত্ত (প্রশান্ত) হৃদয়ে অহর্নিশি বৃন্দাবনে বাস কর ॥৪৯॥

হে মূর্খ! ভগবানের আবির্ভাব ভূমি বৃন্দাবনে থাকিয়াও তুমি ভগবানের পরম রহস্য (গুঢ়) মূর্ত্তি শ্রীরাধানাগরকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার ভজন করিতেছ? তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে তুমি বহু উত্তমোত্তম কল্প-বৃক্ষের মূলদেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াও কুগ্রামে গিয়া তত্রত্য কুজনের গৃহে ভিক্ষাশায়ই ভ্রমণ করিতেছ ॥৫০॥

বৃন্দারণ্য মগণ্যপুষ্পনিবহৈ র্ধন্যাগ্রগণ্যৈ হৃর্দা
ধ্যেয়ং প্রাপ্য বতাহন্যতো হি কুধিয়ো যদ্ধুয়মাধাবথ।
তচ্চিন্তামণিমেব পাদহতিভি দূ্রং নিরস্য স্বয়ং
হস্তাগ্রে পতিতং শ্বপাকভবনে ভৈক্ষ্যাশয়া ভ্রাম্যথ ॥৫১॥
আতন্বানৌ স্থিরচরমপি প্রেমমাধ্বীমদান্ধ্যং
রাধাকৃষ্ণাবপি চ লুঠতো ভূতলে যদ্রসেণ।
বৃন্দারণ্যং তদিদমতুল প্রোন্মদানন্দ সিন্ধু-
স্যন্দি দ্রাক্ পদমিব মমাহচ্চুরচ্চিত্ত রত্নম্ ॥৫২॥
মুমুক্ষূণাং যাতা লয়মলমহাভূর্য্যপচিতিং-
হরে রেকান্তী ত্বামহহ গৃহযাতাং বিগকরোৎ।
ন যায়া স্বং মুক্তে কুকৃতিরুপবৃন্দাটবি তদা-
শ্রয়ৈ দুর্ষ্টায়া স্তে জগতি নহি নামাপি ভবিতা ॥৫৩॥
তা স্তাঃ সম্পাদিতা স্তে-বহুজনিষু নিজাঃ কিং প্রতিষ্ঠাঃ শৃণোষি
দিব্য স্রক্‌চন্দন স্ত্র্যাদিকবিষয়ভুজঃ কা নু তৃপ্তি স্তবাভূৎ।

অগণিত কুসুম শোভিত বৃন্দাবনকে ধন্য শিরোমণিগণ হৃদয়ে ধ্যান করেন —হায়! এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াও তোমরা কুবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অন্যত্র ছুটিতেছ! তোমরা হস্তাগ্রে স্বয়ং পতিত চিন্তামণিকেই পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া চণ্ডাল গৃহে ভিক্ষার আশায় ভ্রমণ করিতেছ ॥৫১॥

যাহার রসে স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গমেও প্রেমসুধা মদের অন্ধতা বিস্তার করিয়া ভূতলে লুণ্ঠন করেন—সেই অতুলনীয় প্রোন্মদ-আনন্দ সমুদ্র-ক্ষরণশীল এই বৃন্দারণ্য আমার চিত্তরত্ন বস্তুটিরই শীঘ্র চুরি করিয়াছেন ॥৫২॥

হে মুক্তে! তুমি মুমুক্ষুদিগের প্রতি লয় (সাযুজ্য মুক্তি) মল রূপ মহা বিত্তর অপচয় আনয়ন কর, হরির একান্তী জনের গৃহে গেলেও তিনি তোমাকে ধিক্কার করেন,—অতএব তুমি কুকার্য্য কারিণী, বৃন্দাবনের নিকটে ও যাইওনা; কারণ তাঁহার আশ্রয়ে দুষ্টবুদ্ধি তোমার নামও আর জগতে থাকিবে না ॥৫৩॥

তোমার বহু জন্মে সেই সেই বিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছে; তবে কেন আর ঐ বিষয়-শুনিতেছ? তুমি যে দিব্য স্রক্ চন্দন বনিতাদি বিষয় ভোগ

তস্মান্মিথ্যেন্দ্রিয়ার্থে প্রযতন বিমুখ স্ত্বং সুখস্যাতিসীম্নঃ
সারং সারঙ্গবৎসঞ্চর মধুরবনে রাধিকা কেলিধাম্নি ॥৫৪॥
কান্ত ত্বঙ্‌মাত্রসংছাদিত যুবতিময়াঽমেধ্য বীভৎসে পিণ্ডে
দ্রাগ্ দৃষ্টে পণ্ডিতানামপি বিলয়মিতা ধৈর্য্যরক্ষাতি শিক্ষাঃ।
কা ভক্তিঃ কা বিরক্তি স্তদপহৃতধিয়াং কৈব বৃন্দাবনাশা
তাসাং নামাঽপ্যশৃণ্বংস্তদনুসর সখে রাধিকা কুঞ্জবাটীম্ ॥৫৫॥

মহা মোহনা বুন্মদানন্দ মূর্ত্তী
মহামোহিতা বুন্মদানন্দিতৌ চ।
অহো যেন তৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ-
তদানন্দ বৃন্দায় বৃন্দাবনং মে ॥৫৬॥

যত্রাশ্রূণাং প্রবাহ শ্চলতি নয়নতঃ সন্তি সর্ব্বাঙ্গরোমো-
দ্ভেদ-স্বেদ-প্রকম্প-ক্ষিতিলুঠন-মুহুঃ শ্বাসমূর্চ্ছাদিভাবাঃ।
তাদৃগ্‌ভক্তি প্রবাহাদপি খলু পরতোঽত্যদ্ভুত স্বানুভাবাং
স্বানন্দং কাষ্ঠ কুড্যাদিবদপি বসতাংরাতি বৃন্দাটবীয়ম্ ॥৫৭॥

করিয়াছ, তাহাতে কি তোমার কোনও তৃপ্তি হইয়াছে? কাজেই মিথ্যা ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রযত্ন না করিয়া তুমি এই রাধা কেলীধাম বৃন্দাবনে ভ্রমরবৎ সুখাতিশয্যের পরম সার আস্বাদন কর ॥৫৪॥

কেবল রমণীয় ত্বক্ দ্বারাই আচ্ছাদিত যে যুবতির অপবিত্র বীভৎস দেহ-পিণ্ড, তাহা দর্শন করিয়াই পণ্ডিতগণও ধৈর্য্যচ্যুত হন এবং তাঁহাদের শিক্ষা দিক্ষাদি ও লোপ হয়। নারী কর্ত্তৃক অপহৃত-বুদ্ধি জনগণের ভক্তিই বা কি? বিরক্তিই বা কি? আর বৃন্দাবনে আশাই বা কি? অতএব হে সখে! তাহাদের নামও শ্রবণ না করিয়া রাধাকুঞ্জবাটীর অভিমুখে অগ্রসর হও ॥৫৫॥

অহো! যাঁহা দ্বারা সেই শ্রীরাধা কৃষ্ণচন্দ্র মহামোহন ও উন্মদানন্দ মূর্ত্তি হইয়াও মহামোহিত ও উন্মদানন্দিত হইয়াছেন-সেই শ্রীবৃন্দাবন আমার আনন্দবৃন্দ বর্দ্ধন করুন ॥৫৬॥

যাঁহারা বৃন্দাবনে কাষ্ঠ কুড্যাদি (ভিত্তি, দেয়াল) বৎ হইয়াও বাস করেন, তাঁহাদের নয়ন হইতেও অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ, রোমাঞ্চ, প্রকম্প, ক্ষিতিতলে লুণ্ঠন, মুহুর্মুহু শ্বাস, মূর্চ্ছা প্রভৃতি ভাব-রাজি বিকাশিত হয়, তাদৃশ ভক্তি প্রবাহ ও অত্যদ্ভুত স্বানুভাব হইতেও উত্তম

মান্ধাতৃপ্রমুখা গতা নৃপতয়ো যেষাংযশোভি র্জগদ্
ব্যাপ্তং ভূরপি························মেরুমন্দরম্ ।
························
············সর্ব্বত উজ্জ্বলা মৃতপদং বিন্দাশু বৃন্দাটবীম্ ॥৫৮॥
বৃন্দাটব্যাং নব্যাম্ভোদঃ শ্যামো রাধা-প্রেমোদ্দামঃ ।
তস্যা আস্যাম্ভোজ ভ্রাজন্মাধ্বীতৃষ্ণঃ কৃষ্ণোঽব্যাদ্ বঃ ॥৫৯॥
বৃন্দারণ্যে প্রেম্নঃ কন্দে নিত্যানন্দদেগোপীবৃন্দে ।
নিন্দয়াঽহং বন্দ্যেয়াঽথ প্রীতিং বিন্দে চেৎ কিং দেবৈঃ ॥৬০॥
যেষাং কর্ণাভ্যর্ণাস্পর্শি প্রেমর্দ্ধীনাং ধারাবর্ষি ।
বৃন্দারণ্যং পূর্ণং প্রার্থ্যন্তে কাকানাং যাযুস্তীর্থম্ ॥৬১॥
গৌরশ্যাম জ্যোতির্দ্বন্দ্বামন্দ প্রেমানন্দাস্পন্দাঃ ।
কেচিদ্ বৃন্দারণ্যাঽনন্যাধন্যাঃ পুণ্যাদত্রাঽবন্যাঃ ॥৬২॥

স্বকীয় আনন্দই এই বৃন্দাটবী তাঁহাদিগকে দান করেন ॥৫৭॥

যাহাদের যশোরাশি মেরু মন্দরাদি সুবৃহৎ পর্ব্বতমালা সমগ্রা ধরণী এমন কি সমস্ত জগৎ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই মান্ধাতা প্রমুখ নৃপতিগণও ·········যে সুখময় বৃন্দাবনের রজঃ কণা আশ্রয় করিয়াছেন সেই উজ্জল অমৃতময় স্থান শ্রীবৃন্দাবনকে তুমি শীঘ্র আশ্রয় কর ॥৫৮॥

বৃন্দাবনে রাধাপ্রেমে উদ্দাম নবীন শ্যাম জলধর উদিত হইয়াছেন। তিনি রাধা মুখপদ্মস্থিত মধুপান করিতে তৃষিত হইয়াছেন। সেই কৃষ্ণই তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৫৯॥

প্রেমের মূলীভূত ও নিত্যানন্দময় গোপীবৃন্দ পরিমণ্ডিত এই বৃন্দাবনে যদি আমি প্রীতি লাভ করিতে পারি, তবে আমি নিন্দনীয় হইলেও বন্দনীয় হইব এবং দেবতাদিগেরই বা আমার কি প্রয়োজন ? ৬০ ॥

সকলের প্রার্থনীয় প্রেম-সম্পত্তির ধারা বর্ষণকারী এই বৃন্দাবন বিষয়ে যাহাদিগের কর্ণগোচরও হয় নাই, তাহাদিগের কাক তীর্থেই (পূতি দুর্গন্ধ স্থানেই) যাওয়া উচিৎ ॥৬১॥

বৃন্দাবনের কোনও কোনও অনন্য ভক্ত গৌরশ্যাম যুগলের প্রচুর প্রেমানন্দে জড় হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য এবং পুণ্য হেতু এস্থানে রক্ষণীয় বা শোভনীয় হইয়াছেন ॥৬২॥

ক্বাঽসৌ ভক্তিঃ ক্বাঽনাসক্তিঃ ক্বাত্মজ্ঞানং ক্বানুষ্ঠানম্।
কালব্যালাগম্যং রম্যং বৃন্দারণ্যং ত্বেকধন্যম্ ॥৬৩॥

যামঃ কামস্ময় পিশুনতা ক্রোধলোভাদিহিংস্রৈঃ
সংসারাধ্বন্যহহ'গহনেঽত্যূঢ়' মোহান্ধকারে।
দ্রাঘীয়স্যাং চলতি ন পদং ভীমমায়ারজন্যাং
শ্রীমদ্‌বৃন্দাটবি ! তব কৃপৌদার্য্যমেকং স্মরামঃ ॥৬৪॥

মৌঢ্যং মা কুরু মা কুরঙ্গ নয়নেক্ষাদৌ কৃথাঃ সাহসং
সাম্মুখ্যেন সখে ন খেল নিখিলগ্রাসেন কালাহিনা।
সর্ব্বানর্থনিদানমর্থমপি নো দেহার্থমভ্যর্থনা
ক্লেশৈঃ সংচিনু নিশ্চিনু স্থিতিমিহৈবোল্লস্য বৃন্দাবনে ॥৬৫॥

কোনাম বৃন্দাবন কীর্ত্তি বৃন্দাদন্যত্র কর্ণৌ সকৃদর্পয়েৎ।
যদেব রাধা পদয়োরগাধাং দধাত্যহসাধারণ ভাবলক্ষ্মীম্ ॥৬৬॥

তেজোভাব স্তম ইতি বদন্ত্যেক আচার্য্যদেশ্যা
মায়োল্লাসং নিগমনিপুণা স্তন্নিমিত্তং বদন্তি।

সেই ভক্তি কোথায়? বৈরাগ্যই বা কোথায়? আত্ম-জ্ঞানই বা কোথায় আর ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই বা কোথায়? কিন্তু কাল-সর্পের অগম্য রমণীয় বৃন্দাবনই ধন্য ॥৬৩॥

অহো! কাম দম্ভ খলতা, ক্রোধ লোভাদি হিংস্র জন্তুপূর্ণ, অতিঘন মোহান্ধকারাচ্ছন্ন সংসার রূপ বনপথে আমরা যাইতেছি; সুদীর্ঘতর এই ভীষণ মায়াময় রজণীতে চরণ চলে না—হে শ্রীবৃন্দাবন! তোমার কৃপা ও উদরতাই কেবল স্মরণ করিতেছি ॥৬৪॥

হে সখে! মূর্খতা করিওনা; হরিণ নয়না (রমণী) দিগের দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আর সাহস করিওনা, সর্ব্বগ্রাসী কাল সর্পের সহিত সম্মুখীন হইয়া খেলীও না, দেহের জন্য সকল অনর্থের নিদান যে অর্থ—তাহাও ভিক্ষা ক্লেশ সহ্য করিয়া সঞ্চয় করিও না-এই বৃন্দাবনেই আনন্দের সহিত স্থিতি নিশ্চয় কর

একমাত্র যিনি শ্রীরাধা পদযুগলে অসীম অসামান্য ভাব সম্পত্তি দান করেন, সেই বৃন্দাবনীয় কীর্ত্তি ব্যতীত অন্য বিষয়ে কে কর্ণযুগল অর্পন করিবে? ৬৬ ॥

বৃন্দাটব্যাং প্রসরতি তড়িৎ কোটি কোটী প্রকাশে
কোঽপ্যাশ্চর্য্যো বিলসতি মহাভাস্বরো ধ্বান্তরাশিঃ ॥৬৭॥
রাসকেলি পণ্ডিতায় মণ্ডিতায় রাধিকা-
সঙ্গিনীভি রত্যনঙ্গ রঙ্গিনীভি রুন্মদাৎ।
অঙ্গরেণুরম্য বেণুনাদ মুগ্ধধেনুক-
ধ্যাতরূপ গোপভূপনন্দনায় সন্নমঃ ॥৬৮॥
বেণুরন্ধ্রসপ্তকেষু লোল কোমলাঙ্গুলী-
পল্লবায় বল্লবাধিরাজ নন্দনায় মে।
দিব্যগীতগায়কায় নায়কায় রাধিকা-
কণ্ঠতারহারদিব্যমধ্যগায় সন্নমঃ ॥৬৯॥
মঞ্জু কুঞ্জ বাটিকাসু নাটিকাসু মল্লিকা
মালভারিনীষু বল্লবীষু চারুচিল্লিষু।
দিব্য চিত্র পট্টবাস আসনেঽতি সুন্দরৈ-
রাধিকা ব্রজেন্দ্রনন্দনৌ স্মরামি সঙ্গতৌ ॥৭০॥

কোনও কোনও আচার্য্য-কল্প ব্যক্তিগণ বলেন যে "তেজের অভাবই তমঃ।" বেদ-পরায়ণগণের মত এই যে তমঃ—মায়োল্লাস, ও তেজ—তাহার নিমিত্ত কারণ। (অতএব ইঁহাদিগের মতে আলোক ও অন্ধকার একত্র অবস্থান করিতে পারেই না।) কিন্তু বৃন্দাবনে (রাধা) তড়িৎ কোটি কোটির প্রকাশে ও কোনও এক আশ্চর্য্য দীপ্তিময় অন্ধকার রাশি (কৃষ্ণ) শোভাবিস্তার করিতেছেন !! ৬৭ ॥

যিনি রাস কেলি পণ্ডিত; যিনি অতি উন্মত্ততা বশতঃ অনঙ্গ রঙ্গ-শালিনী রাধাদাসীগণ কর্তৃক শোভিত, যিনি ধেনুদিগকে অঙ্গলিপ্ত ধূলি দ্বারা রমনীয় বেণুনাদে মোহিত করিয়াছেন—সেই ধ্যেয় রূপ গোপেন্দ্রনন্দনকে সম্যক্ প্রকারে নমস্কার করিতেছি ॥৬৮॥

বংশীর সপ্তছিদ্রে যাঁহার কোমলাঙ্গুলী পল্লব চলিতেছে, যিনি গোপ-রাজ-তনয় ও দিব্য সঙ্গীত গায়ক নায়ক এবং শ্রীরাধার কণ্ঠহারের মধ্যমণি -তাঁহাকে আমি প্রকৃষ্ট রূপে নমস্কার করি ॥৬৯॥

মনোজ্ঞ কুঞ্জ বাটিকা-সমূহে নাটিকাপ্রয়োগ কালে গোপবালাগণ মল্লিকা মালা ধারণ করিয়া সুচারু হাব ভাবাদি প্রদর্শন করিতে থাকিলে অতি সুন্দর

মন্দ মন্দ চারু হাস দিব্য পীত পট্ট বাস-
নীল নীরদাবভাস বল্লবী বিচিত্র রাস।
প্রেম সম্পদেক বাস রাধিকা নিকুঞ্জবাস-
মাঽব নিত্য তদ্বিলাস কোটিচন্দ্র বক্ত্র ভাস ॥৭১॥
কুন্দ কুট্মলাগ্রদত্যুদার মন্দ হাসিনী
দিব্য চিত্র বিন্দুনীল সূক্ষ্ম পট্ট বাসিনী।
মঞ্জু গুঞ্জ ভৃঙ্গ পুঞ্জ কুঞ্জ বীথি ভাসিনী
মানসেঽস্তু মে সদৈব রাধিকা বিলাসিনী ॥৭২॥
কৃষ্ণ কণ্ঠ নীত দিব্য কৃষ্ণগুঞ্জ হারিণী
নিত্যকেলি তৃষ্ণ কৃষ্ণ চিত্ত বিত্ত হারিণী।
প্রেম পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জ বীথিকা বিহারিণী
রাধিকাঽস্তু মে স্বভক্ত্যভাবতাপহারিণী ॥৭৩॥
কৃষ্ণচন্দ্র দৃক্ চকোর পেয় বক্ত্র চন্দ্রিকা-
রাধিকানুরাগ মূর্ত্তি রুন্মদ স্মরাধিকা।

দিব্য বিচিত্র পট্ট বস্ত্রাসনে মিলিত শ্রীরাধিকা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্মরণ করি ॥৭০॥

হে মন্দ মন্দ চারু হাসিন্! হে দিব্য পট্টবস্ত্র পরিধান কারিন্! হে নীল মেঘবর্ণ-ধারিন্! হে গোপিকা সহ বিচিত্র রাস বিলাসিন্! হে প্রেমসম্পত্তির বাস-ভবন! হে রাধিকা নিকুঞ্জ বাসিন্! হে নিত্য সেই নিকুঞ্জ বিলাসিন্! হে কোটি চন্দ্র নির্জ্জিত মুখদীপ্তি শালিন্! আমাকে রক্ষা কর ॥৭১॥

কুন্দ কোরকের অগ্রভাগের তুল্য যাঁহার দন্তপংক্তি, যিনি সুচারু স্মিত কারিনী, যিনি দিব্য বিচিত্র বিন্দু যুক্ত নীল সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র-পরিহিতা, এবং মনোহর গুঞ্জন ধ্বনি পরায়ণ ভ্রমরস মূহ শোভিত কুঞ্জপথ—সঞ্চারিনী সেই বিলাসিনী শ্রীরাধাই আমার মানসে উদিত হউন ॥৭২॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠ হইতে নীত কৃষ্ণবর্ণ গুঞ্জাহার ধারণ করিয়াছেন—যিনি নিত্যকেলি-তৃষ্ণাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ বিত্ত-হারিণী, প্রেমপুঞ্জ-মনোজ্ঞ -কুঞ্জপথে বিহার পরায়ণা শ্রীরাধা নিজ ভক্তির অভাব রূপ তাপ বিনাশিনী রূপে আমার (মানসে) উদিত হউন ॥৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের নয়ন চকোর যাঁহার মুখ জ্যোৎস্না পান করেন—অনু-রাগের প্রকট মূর্ত্তি ' উন্মদ কামাতিশয্য ধারিণী, শ্রীরাধা। যাঁহার সখী সমূহ

দিব্যহেম চম্পকালি কম্পকালি মণ্ডলী
চিত্র চিত্রকান্তি রন্তরাধি শান্তি রস্তু মে ।৭৪॥
চারুবক্ত্র চন্দ্র মিন্দ্র নীলবৃন্দ সুন্দরং
দিব্য কেলি বৃন্দ নন্দিতা দ্রিরাজ কন্দরম্ ।
প্রেমবন্ধ বন্দমান বিশ্ববন্দিতেন্দিরং
নৌমি কৃষ্ণমেব রাধিকা নিকুঞ্জ মন্দিরম্ ॥৭৫॥
প্রাণেশৌ যদি কৌতুকং কিল তদা বৃন্দাবনে কাচনা
পূর্ব্বালোকি কদম্ববীথি রিহ বামস্তেকদানুগ্রহঃ ।
ইত্যেকালিগিরাঽচিরাচ্চল চলেত্যুৎকান্তপাণ্যো মিথঃ
স্মিত্বাঽব্যাত্তরিতং নসম্বৃত পটং শ্রীরাধিকা কৃষ্ণয়োঃ ॥৭৬॥
যত্রোদ্বেল মহারসাব্ধিলহরী দোলায়িতাবুন্মদং
শ্রীরাধামুরলীধরৌ সহ যদা প্রোদ্‌গায়তো নৃত্যতঃ ।

ও দিব্য হেমবর্ণ চম্পক পুষ্পবৎ প্রতিভাত হওয়ায় ভ্রমরগণ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হয়, এবম্বিধ চিত্র বিচিত্র কান্তি ধারিণী শ্রীরাধিকা শোভা পাইতেছেন; অতএব আমার অন্তরের বেদনা শান্তি হউক ॥৭৪॥

যাঁহার মুখচন্দ্র অতিসুন্দর, যিনি ইন্দ্রনীলমণি সমূহ বৎ মনোহর, যিনি দিব্য কেলিরাজি দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে আনন্দ দান করেন, প্রেমালিঙ্গন লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববন্দিতা লক্ষ্মীও যাঁহাকে স্তব করিতেছেন,—রাধানিকুঞ্জ মন্দিরই যাঁহার নিজ বিলাস স্থলী-সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করি ॥৭৫॥

হে প্রাণেশযুগল! যদি কৌতুক হয়, তবে এই বৃন্দাবনে কোনও এক অদৃষ্ট পূর্ব্ব (অপূর্ব্ব অলৌকিক) যে কদম্বশ্রেণী আছে, তাহাতে এক দিন কৃপা হউক (তথায় একদিন পদার্পন কর)। এই বাক্য কোনও এক সখীমুখে শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ "চল, চল" এই কথা বলিয়া উৎকণ্ঠা সহকারে পরস্পর হস্ত গ্রহণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অসম্বৃত বস্ত্রে ত্বরিত গমন—তাহা (আমাদিগকে) পালন করুন ॥৭৬॥

যে স্থানে উচ্ছলিত মহারস সাগর তরঙ্গে দোলায়মান শ্রীরাধা মুরলীধর উন্মত্ত হইয়া যুগপৎ উচ্চকণ্ঠে গান ও নৃত্য করেন, তখন সখীগণ ও নৃত্যে

সখ্য স্তহি নটন্তি দিব্যতনুভৃৎ স্ত্রীপুংশ্চরাঽন্যন্নট-
ত্যাবেশা দ্বহুদিব্য তুন্দভিরবে তাং নৌমি বৃন্দাটবীম্ ॥৭৭॥
পূর্ণ সংকীর্ণ নিত্যোন্মদবর মদনাত্মোদিতো যত্র কৃষ্ণঃ
তাদৃগ্ রত্যৈব নানাবিহৃতিভি রনিশং রাধয়া রংরমীতি।
তাদৃগ্ ভাবোন্মদান্ধী ভবদখিল মহামাধুরীণাং ধুরীণাং
শ্রীমদ্‌বৃন্দাটবীমাশ্রয়ত হৃদি সদা তাদৃশোদ্দামভাবাঃ ॥৭৮॥
ন বহি র্ভব রে পুন র্ভবাম্বুধি মুত্তীর্য্য তথাঽভবাম্বুধিম্।
রসসার নিধান রাধিকা রতি লীলা বনমেত্য ভাগ্যতঃ ॥৭৯॥
অপি বন্ধ সহস্রমস্ত মে যত বৃন্দাবন নিত্যসেবিনঃ।
ন তরামতিভুক্তি মুক্তয়ঃ পরতো নাপি পরেশভক্তয়ঃ ॥৮০॥
বিষয়ান্ বিষবৎপরিত্যজন্ ন পদালম্ব্য পুনর্ভবংভজন্।
দৃঢ় সর্ব্ব পুমর্থ সারতামতি রস্মিন্ বস রাধিকা বনে ॥৮১॥
মুদিতোঽখিল সত্বসম্পদা রুদিতো দৈবকৃতাত্মভূতিতঃ।
উদিত প্রণয়ৈকরাট্ পরা বিদিত স্বং ভজ রাধিকাবনম্ ॥৮২॥

প্রবৃত্ত হন, আবার দিব্যদেহধারী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষ সমূহ ও বহু দিব্য তুন্দুভি রবে আবেশ বশতঃ নৃত্য করেন, সেই বৃন্দাটবীকে নমস্কার করি ॥৭৭॥

যে স্থানে পরিপূর্ণ ও অতি ব্যাপ্ত নিত্যোন্মদ বরমদন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইয়া তদ্রূপ রতি স্বরূপিনী শ্রীরাধার সহিত নিরন্তর নানাবিধ বিহার ও রমণ করেন, সেইরূপ ভাবেই উন্মাদ অন্ধীভূত অখিল মহামাধুরীময় শ্রেষ্ঠা যেবৃন্দাটবী, তাঁহাকেই তাদৃশ উদ্দামভাবাবেশে হৃদয়ে সর্ব্বদা আশ্রয় কর ॥৭৮

ওহে! ভব সাগর ও অভব (মুক্তি) সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভাগ্যবশতঃ রসসার-নিধান রাধিকা রতিলীলা বনে আসিয়া আর বাহিরে যাইওনা ॥৭৯॥

বৃন্দাবনের নিত্য সেবক হইলে যদি আমার সহস্রবন্ধন ও ঘটে, তাহাই হউক; অতিশয় ভুক্তি, মুক্তিও আমি প্রার্থনা করি না—এমন কি পরেশ-ভক্তি ও যেন আমার শ্রেষ্ঠ মনে না হয় ॥৮০॥

বিষয় সমূহ বিষবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মুক্তি স্বয়ং পায়ে ধরিলেও তাহাকে পরিহার করিয়া এবং সকল পুরুষার্থ সার প্রেমধন লাভের উদ্দেশ্যে দৃঢ় মতি হইয়া এই রাধিকাবনে বাস কর ॥৮১॥

নিখিল প্রাণির সম্পদে আনন্দিত, কিন্তু দৈবকৃত আত্ম ঐশ্বর্য্যেও

রাধাকৃষ্ণৌ নিরবধি মিথো বর্দ্ধমানানুরাগৌ-
যত্রোন্মত্তং স্থিরচর মহো তদ্দ্বয় প্রেমমাধ্ব্যা।
আগন্তূনপ্যতিরস চিদাকারয়েদ্ যৎ স্বয়ঞ্চ
নিত্যং তৎসঙ্গতি রসভরং নৌমি বৃন্দাবনন্তৎ ॥৮৩॥
বৃন্দাটব্যা অহহ সহজা কেয়মুদ্দাম শক্তি
ঠভক্তি বিষ্ণো র্বহুবিধরসাং যা বিমুক্তিঞ্চ দত্তে।
যচ্চান্যদ্দুর্লভ মভিমতং প্রাপ্তমত্যশ্রমেণ
তচ্চাজস্রং কিরতি সকলান্ প্রত্যযোগ্যান পীহ ॥৮৪॥
গতিঃ সখি সুমন্থরা কিমধুনা বিপিনশ্রয়ং
কুতোঽমধুমদালসা লসতি হন্ত দৃষ্টি স্তব।
কথং ন্বভয় কম্পিতা স্ব্যপহরীতি সখ্যা গিরা
বিনম্রমুখ রাধিকাং হৃদি ভজামি বৃন্দাবনে ॥৮৫॥

রোদন পরায়ণ হইয়া, উদিত (লব্ধ) প্রেমেই বিরাজমান হইয়া অন্যের অজ্ঞাত ভাবে রাধিকা বনে ভজন কর ॥৮২॥

যে স্থানে রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ নিত্যই বর্দ্ধিত হয়, অহো! যে স্থলে যুগলের প্রেম সুধায় স্থাবর জঙ্গম সকলই উন্মত্ত হয়, যে স্থানে আগন্তুক দিগকেও স্বয়ং অতিশয় রস চিদ্ঘনবপু দান করা হয়, সেই নিত্য রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গশালী বৃন্দাবনকে নমস্কার করি ॥৮৩॥

অহো! বৃন্দাবনের কি সহজ উদ্দাম শক্তি!! ইনি শ্রীবিষ্ণুর (শ্যাম-সুন্দরের) বহুবিধ রসময়ী ভক্তি ও বিমুক্তি (স্বরূপ ব্যবস্থিতি) দান করেন; আবার যাহা কিছু দুর্লভ বলিয়া সকলেরই অভিমত-তাহাও আবার বিনা পরিশ্রমেই অজস্র প্রাপ্ত হওয়া যায়-এবং তাহা সকলের প্রতি বর্ষিত হয়, অযোগ্য গণও ইহাতে বঞ্চিত হয় না ॥৮৪॥

"হে সখি! তোমার গতি সুমন্থরা, তুমি কি এখন অরণ্যাশ্রয় করিতেছ? হায়! তোমার দৃষ্টি মধুর অভাবে ও কেন মদালস বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে? আবার ভয়াভাবেও কম্পিতা হইতেছ কেন?" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সখীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিনম্র বদনা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ভজনা করি ॥৮৫॥

অস্বুপ্তিরিহ চেতনাহরণ হেতু রেব ধ্রুবং
তথাঽপটল মন্ধতাকর মনাসবো মাদকঃ।
ধনং নিধনবজ্জহত্তদতিদূরতঃ পূরতঃ
পরেশ রস বারিধে র্মুদিত আস্ব বৃন্দাবনে ॥৮৬॥

বদ্ধুং বন্ধুজনঃ সদৈব যততে দুঃস্নেহপাশৈ র্মহা-
মায়া কাঽপি বিমোহণী শিশু কলালাপঃ স্ত্রিয়াঃ সৌরতম্।
ঘোরানর্থ নিদানমর্থমহহ ত্বং বিদ্ধ্যপার্থং পর-
স্বার্থভ্রংশকরং তদন্যসকলং ত্যক্তে্বহি বৃন্দাবনম্ ॥৮৭॥

অদ্য শ্বো বা ত্বং মরিষ্যস্যবুদ্ধে
কিং তে কান্তা পুত্র বিত্তাদি কুর্য্যাৎ।
যাবদ্দেহং সর্ব্বতো মৃত্যু রস্তি
ভ্রাত স্তাবদ্ধাব বৃন্দাবনায় ॥৮৮॥

যোষিৎ পিণ্ডে কিং ন পশ্যস্যনন্ধ!
প্রত্যক্ষং যৎ প্রক্ষরে চ্ছিদ্রকেভ্যঃ!
ভ্রাতঃ! কান্ত ত্বক্ চমৎকারমাত্রা-
দ্বৃন্দারণ্যেঽপ্যত্যুপেক্ষোঽসি হা ধিক্!! ৮৯॥

এস্থানে জাগরনই চেতনা বিলোপের নিশ্চিত কারণ,—নেত্ররোগ ব্যতীত ও অন্ধত্ব হয়, মদ্যপানব্যতীতও মত্ততা হয়, ধনও নিধনবৎ হয়; অতএব সর্ব্বত্যাগী হইয়া পরেশের রস বারিধির প্রবাহে আনন্দিত হইয়া বৃন্দাবনে বাসকর ॥৮৬॥

বন্ধুগণ দুঃস্নেহ পাশে বদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করিতেছে; শিশুর অব্যক্ত মধুর ধ্বনি আর স্ত্রীর সহিত বিলাসাদিই কোনও অনির্ব্বাচ্য বিমোহিনী মহামায়া; অহো! অর্থকেই ঘোরতর অনর্থনিদান রূপে, নিষ্প্রয়োজন ও পরমস্বার্থ-ভ্রংশকর বলিয়াই জান; সুতরাং অন্য সকল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আইস ॥৮৭॥

হে অবোধ! অদ্য কিম্বা কল্যই ত মরিবে, তোমার স্ত্রী পুত্রাদি তখন কি করিতে পারে? ওহে ভাই! যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ সর্ব্বদিক্ হইতে মৃত্যুভয় ও আছে—তবে বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হও না কেন? ৮৮॥

তুমি ত অন্ধ নহ হে! স্ত্রী দেহের কুৎসিত ছিদ্র সমূহ হইতে কি নির্গত

যত্নৈ র্মিথ্যা দুর্গ্রহ গ্রাহমেতং
দ্রাক্ সংত্যজ্যাহং মমেতি গ্রসিষ্ণুম্।
সংসারা ম্ভোরাশি মুত্তীর্য্যতীরং
গত্বা নন্দং বিন্দ বৃন্দাবনন্তৎ ॥৯০॥

কনক মরকতাভে দিব্যধাম্নঃ কিশোরে
মিথ উদিতমুখেন্দু ন্যস্তচক্ষুশ্চকোরে।
বিহরত ইহবৃন্দাকাননে চিত্তচৌরে
মম তদতি বিচেষ্যে যামি নান্যত্র ঘোরে ॥৯১॥

অহহ ! ন মহতামপ্যত্র কিংহন্ত মোহঃ
ক্ষয়ময়তি হঠাদ্যদব্রহ্মতামীশতাঞ্চ।
ন কলয়তি স রাধা নূপুর ধ্বানমুগ্ধো
হরি রবি রহদার্ঢ্যাঃ সন্তি বৃন্দাবনে চেৎ ॥৯২॥

নিরবধি রস সিন্ধুঃ স্যন্দতে যত্রবৃন্দা-
বনমিদমতি সান্দ্রানন্দ সন্দোহ কন্দম্।

হইতেছে—তাহা কি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতেছ না ? ভাই ; মনোরম ত্বকের চমৎকারেই ভুলিয়া বৃন্দাবনবাসেও অতিশয় উপেক্ষা করিতেছ ? হা ধিক !! ৮৯॥

"অহঙ্কার মমকার" রূপ গ্রাসকারী এই দুরাগ্রহ রূপ গ্রাহ (হাঙ্গর) কে যত্ন পূর্ব্বক শীঘ্র ত্যাগ কর ; সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তীরে গিয়া সেই আনন্দময় বৃন্দাবনকে লাভ কর ॥ ৯০ ॥

স্বর্ণনীলাভ দিব্য বিগ্রহ কিশোর যুগল পরস্পর প্রকাশমান মুখচন্দ্রে পরস্পরের চক্ষু-চকোর অর্পণ করিয়া আমার চিত্ত-চোর রূপে এই বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন। আমি তাহাই অন্বেষণ করিব- অন্য ঘোর (সংসারে) স্থানে যাইব না ॥৯১॥

অহহ ! মহাপুরুষদিগেরও কি মোহ এখানে হঠাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ? যদি বৃন্দাবনে অবিরহদৃঢ়তা হয় , (কোনও প্রকারেই বৃন্দাবনে ত্যাগ না করা হয়,) তবে সেই রাধা নূপুরধ্বনি মুগ্ধ হরি ব্রহ্মত্ব বা ঈশত্ব কিছুরই প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। (মোহ-মূলক ব্রহ্মত্ব বা ঈশত্ব সকল চূর্ণ করিয়া থাকেন) ॥৯২॥

যে স্থানে অসীম রসসিন্ধু প্রবাহিত হয় , তাহাই সান্দ্রানন্দ সমূহের মূলবীজ—এই বৃন্দাবন তত্রত্য স্বর্ণ-চম্পক ও প্রস্ফুটিত নীল পদ্মবৎ বর্ণবিশিষ্ট

কলয় কনক চম্পাকোৎফুল্লদিন্দীবরাভং
মধুর মধুর ধামদ্বন্দ্ব মুন্মাদসত্বম্ * ॥৯৩॥
মহা নিরয় নীরধিং হৃদি নিরূপ্য নারীবপু
বিলোক্য পরমাপদাংপদমুপাগমং সম্পদাম্।
বিভাব্য জনরঞ্জনং হরিরসাত্মতা ভঞ্জনং
ভজোপরতিভূষণঃ পরমধাম বৃন্দাবনম্ ॥৯৪॥
যদীয় সুঘন দ্রুমাবলিতলাধ্বণি দ্যোমণি
প্রভা প্রসর বজ্জিতেঽন্ধতমসৈরলক্ষ্যীকৃতা।
সুনীল পট গুণ্ঠিতা খিলতনুঃ সুখং রাধিকা
দিবাপ্যভিস্যৃতা প্রিয়ং স্মর তদেব বৃন্দাবনম্ ॥৯৫॥
শরদ্বিমল চন্দ্রিকা ততিসু চন্দনৈ শ্চর্চ্চিতা
দধত্যমলমৌক্তিকাভরণ মত্যলক্ষ্যং সুখম্।
প্রিয়াভি সরণোদ্ধুরাং ধবল ধৌত পট্টাম্বরাং
স্মরামি হৃদি রাধিকাং স্ববন ফুল্ল মল্লীবনে ॥৯৬॥

উন্মাদ-স্বভাব, মধুর হইতেও অতি মধুর বিগ্রহ যুগলকে দর্শন কর ॥৯৩॥

নারীদেহ দেখিয়া হৃদয়ে মহানরক সমুদ্র বলিয়া জান। পরমবিপদ্ সমূহকেই প্রচুর সম্পত্তি লাভ বলিয়া গ্রহণ কর, লোক রঞ্জনই হরি-রস স্বরূপতা ভঙ্গ (হানি) বলিয়া মনে স্থির করিয়া বৈরাগ্য-ভূষণ হইয়া পরমধাম বৃন্দাবনেরই ভজন কর ॥৯৪॥

যাহার সূর্য্যরশ্মির ও গতি বর্জ্জিত অতি ঘন বৃক্ষসমূহের তলবর্ত্তী পথে গাঢ়ান্ধকারে অতি নীলবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনকরতঃ দিনের বেলাও অলক্ষ্যীকৃত হইয়া শ্রীরাধা প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে অভিসার করেন—সেই বৃন্দাবনেরই স্মরণ কর ॥৯৫॥

শারদীয় বিমল জ্যোৎস্না রাশিতে চন্দনে চর্চ্চিত তনু হইয়াছেন—

* "উন্মাদয়ত্ত্বম্"—পাঠে ব্যাখ্যা হইবে—যে-স্থানে অসীম রসসিন্ধু প্রবাহিত যাহা সান্দ্রানন্দ-রাশির মূলীভূত বীজ, যাহা স্বর্ণ-চম্পক ও প্রস্ফুটিত নীল পদ্মবৎ বর্ণ বিশিষ্ট মধুর হইতেও অতি মধুর বিগ্রহযুগলের উন্মত্ততার কারণ—সেই এই বৃন্দাবনকে দর্শন কর ॥ ৯৩ ॥

কচিন্নব নিকুঞ্জকে মদনমোহনং দুর্দ্ধর-
স্মরোৎকেলিকমুন্মদাপ্যভি সরত্যহো রাধিকা।
বিচিত্র বন বীক্ষয়া পথি বিলম্বিনী পাদয়ো
মুর্হুঃ প্রিয়সখীধৃতা হৃদি মমাস্ত্ব বৃন্দাবনে ॥৯৭॥
কাঽপেক্ষা পিতৃমাতৃ বন্ধু সুহৃদাং কা স্নিগ্ধতা মুগ্ধকাহ
পত্যেম্বাত্মনি জীবনেতি সুভগে কা বা কলত্রে রতিঃ।
কা গেহ দ্রবিণাদিকেষু মমতা দেহার্থ চিন্তাঽপি কা
ছিত্ত্বা গ্রন্থিমিমাং হঠাত্ত্বমখিলাং বৃন্দাটবীমাশ্রয় ॥৯৮॥
দুঃখাত্ম ক্ষণভঙ্গুরং সুখলবাভাসেন সম্মোহনং
স্ত্রী পুত্র দ্রবিণালয়াদি সকলং ত্যক্ত্বা হঠান্নিঃসৃতঃ।
ক্রন্দং ক্রন্দমমন্দ কন্দলিত সত্ত্বাবাঙ্কুরঃ সত্বরং
বৃন্দারণ্যবিলাসিনী পদরজো বিন্দন্ কৃতী নন্দতু ॥৯৯॥

নির্ম্মল মুক্তাভূষণ পরিধান করিয়াছেন—অতি অলক্ষিত ভাবে সুখে প্রিয়-তমের অভিসারে অগ্রগণ্যা হইয়াছেন—শুভ্র ধৌতবস্ত্র পরিহিতা সেই শ্রীরাধা নিজ বনের প্রস্ফুটিত মল্লিকাবনে বিরাজমানা আছেন—তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি ॥৯৬॥

অহো! কোনও দিন বা নবনিকুঞ্জে দুর্দ্ধর্ষ কামকেলি মত্ত মদনমোহনের উদ্দেশ্যে উন্মত্ত হইয়াই রাধিকা অভিসার করিতেছিলেন—বৃন্দাবন পথে বিচিত্র বন সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য মুহুর্মুহু প্রিয়সখী পদযুগলে ধরিয়া তাঁহার বিলম্ব ঘটাইতেছেন—এবম্বিধ রাধা আমার হৃদয়ে উদিত হউন ॥৯৭॥

পিতামাতা বন্ধু বান্ধবের জন্য কিসের অপেক্ষা? মনোরম সন্তান সন্ততিতেই বা কিসের স্নেহ? দেহে, নিজ জীবনে কি অতি সৌভাগ্যবতী স্ত্রীতেই বা কিসের আসক্তি? গৃহ বিত্ত প্রভৃতিতেই বা কি মমতা? দেহার্থ (দৈহিক) চিন্তাই বা কি? বল পূর্ব্বক এই সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়া বৃন্দা-বনের আশ্রয় কর ॥৯৮॥

দুঃখস্বভাব ক্ষণভঙ্গুর লবমাত্র সুখেতেই মোহন কারী, স্ত্রী পুত্র ধন গৃহাদি সকল ত্যাগ করিয়া শীঘ্র বহির্গত হও। ক্রন্দন করিতে করিতে সাত্ত্বিক ভাবরাজি উত্তমরূপে অঙ্কুরিত হইলে বৃন্দাবন বিলাসিনীর পদরজঃ প্রাপ্তিতেই ভাগ্যবান্ হইয়া আনন্দ লাভ কর ॥৯৯॥

উল্লসতি কাঽপি বৃন্দাবিপিনাখ্যা সদনুরাগরস খানিঃ।
যত্র বসন্তং সন্তং বিন্দতি রাধাপদারবিন্দাশা ॥১০০॥

ইতি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতে
ত্রয়োদশং শতকম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবন নামক কোনও অনির্ব্বচনীয় উৎকৃষ্ট অনুরাগ-রস-খনি বিরাজমান আছেন। সে স্থানে বাস করিলেই রাধা পদারবিন্দ প্রাপ্তির আশা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি হয় ॥১০০॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত ত্রয়োদশ শতকের শ্রীহরিদাস দাস
কৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রীপ্রিয়াবল্লভো জয়তি ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্ ।

চতুর্দ্দশ শতকম্ ॥ ১৪ ॥

দূরম বিদ্যা সিন্ধো বিদ্যা সিন্ধো র্মহাদ্ভুতং সারম্ ।
চিরমারাধয় রাধাকৃষ্ণ বিহারোজ্জ্বলং বিপিনম্ ॥১॥
অলমিহ বিতর্কজালৈঃ সহসৈবাচ্ছিদ্য মোহজালানি ।
উড্ডীয়েব বিহঙ্গঃ পত বৃন্দাকাননং রুচিরম্ ॥২॥
জহি বিষয় দুর্বিষবনং ছিন্ধি দুরাশা মহা পাশান্ ।
অয়ি মতি বিহঙ্গি যায়া অমৃতং বৃন্দাবনং সমুড্ডীয় ॥৩॥
কুলধন বিদ্যা গর্ব্বং পর্ব্বতমিব দুর্ব্বহং সমধিরূঢ়ঃ ।
হা হা কদা নু বিন্দ্যা দ্বৃন্দাবন মাধুরীং মূঢ়ঃ ॥৪॥
ধিগ্ ধিঙ্ মামতি কুমতিং বৃন্দাবন লব্ধ চিদ্ঘনাত্মাপি ।
বিড্ ভাণ্ডদুরভিমানাৎ ফুল্লোঽহসল্লোক মানাদ্ যৎ ॥৫॥

অবিদ্যা-সিন্ধু হইতে বহুদূরে অবস্থিত, বিদ্যা-সমুদ্রের ও মহাদ্ভুত সার স্বরূপ-শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিহারে উজ্জ্বল এই বিপিনকেই চিরকাল আরাধনা কর ॥১॥

বিতর্ক সমূহে আর প্রয়োজন নাই ; সহসাই মোহজাল ছেদন করিয়া তুমি বিহঙ্গবৎ উড্ডীয়মান হইয়া মনোরম বৃন্দাবনে গিয়া পতিত হও ॥২॥

হে মতি-বিহঙ্গিনি ! বিষয়-দুর্বিষ-বন ত্যাগ কর, দুরাশা- মহাপাশ-সমূহ ছেদন কর ; অমৃত স্বরূপ বৃন্দাবনেই তোমার উড়িয়া যাওয়া উচিত ॥৩॥

হায় ! হায় !! মূঢ়ব্যক্তি পর্ব্বত-প্রমান কুল-ধন-বিদ্যাগর্ব্বাদিতে অধিরোহণ করিয়াছে ; অহো ! কবে সে বৃন্দাবন-মাধুরী পাইবে ? ৪ ॥

বৃন্দাবনাশ্রয়ে চিদঘন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াও বিষ্ঠার ভাণ্ড এইদেহে দুরভিমান বশতঃ অসৎ লোকমান হেতু আমি যে উৎফুল্ল হইতেছি !! আমি অতি কুবুদ্ধি !! আমাকে শতধিক্ !!! ৫ ॥

কিং রে ভ্রমসি দিগন্তর মহহ নিরন্তর বহৎ সুধাসিন্ধুম্।
রাধাজীবিত বন্ধুং বৃন্দারণ্যেন্দু মাশ্রয় শ্যামম্ ॥৬॥
শ্রীরাধা নয়নেন্দীবর বন্ধুং পূর্ণরস সিন্ধুম্।
কমপি শ্যামলমিন্দুং বৃন্দারণ্যেঽতিসংকলং কলয় ॥৭॥
রাধাধর দিব্য সুধারস সংস্বাদৈক সম্পদা মত্তঃ।
কোঽপি প্রেমায়ত্ত শ্চকাস্তি বৃন্দাবনে মহারসিকঃ ॥৮॥
বৃন্দারণ্য কদম্বদ্রুমকাণ্ডে বিনিহিত ত্রিভঙ্গ তনুঃ।
স্মেরাধর মধুরবেণুঃ কৃষ্ণো মে হৃদি সহ রাধয়া স্ফুরতু ॥৯॥
প্রেমদ্রব লিপ্তমিথো হৃদয়পটী লিখিত চিত্রবন্মূর্ত্তী।
গৌরশ্যাম কিশোরৌ কাবপি বৃন্দাবনে সদা ভজত ॥১০॥
সন্তান কল্পদ্রুম পারিজাত মন্দারকানাং হরিচন্দনস্য।
দিব্যৈ র্বনৈ শ্চিন্তয় চারু বৃন্দাবনং মহাচিদ্রসচন্দ্রিকৌঘম্ ॥১১॥
বিচিত্র সৌবর্ণলসল্লতানাং বিচিত্র রত্ন প্রসবাদ্ভুতানাম্।

অহো! দেশে দেশে বৃথা ঘুরিতেছ কেন হে? নিরন্তর সুধাসমুদ্র—ক্ষরণশীল, রাধা জীবন বন্ধু, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দরকে আশ্রয় কর ॥৬॥

শ্রীরাধার নয়নপদ্মের বন্ধু, পূর্ণ রসসিন্ধু, কোনও অনির্ব্বাচ্য অতি-পূর্ণ কলা বিশিষ্ট শ্যামল চন্দ্রকে বৃন্দাবনে নিরীক্ষণ কর ॥৭॥

শ্রীরাধার অধরের দিব্য সুধারসের সম্যক্ আস্বাদন রূপ একমাত্র সম্পত্তিতেই মত্ত, প্রেমাধীন এক মহারসিক বৃন্দাবনে শোভা পাইতেছেন ॥৮॥

শ্রীবৃন্দাবনের কদম্ববৃক্ষের কাণ্ডে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে নিজতনু বিন্যাস কারী, ও হাস্যময় অধরে মধুর বেণুধারী, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সহ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥৯॥

প্রেম রস দ্বারা পরস্পরের হৃদয় ক্ষেত্রে পরস্পর লিখিত চিত্রার্পিত মূর্ত্তি স্বরূপে বিরাজমান—কোনও অনির্ব্বাচ্য গৌরশ্যাম যুগলকিশোরকে বৃন্দা-বনে সদা ভজন কর ॥১০॥

সন্তান, কল্পবৃক্ষ, পারিজাত, মন্দারক, হরিচন্দন প্রভৃতির দিব্যবনে পরিভূষিত, মহাচিদ্রস জ্যোৎস্না-হসিত সুচারু বৃন্দাবনের চিন্তাকর ॥১১॥

বৃন্দাবনে বিচিত্র রত্নময় (পুষ্প, কিশলয়, ফলাদির) প্রসব হেতু

সুদিব্য নানা দ্রুমসঙ্গতানাং স্মরামি বৃন্দাবিপিনে বিলাসম্॥১২॥
বৃন্দাবনং শীতলমিন্দু বৃন্দা নন্দামৃত স্যন্দন চন্দ্রিকাতঃ।
তৎপ্রাপ্য মন্দা উরুতাপকন্দাদ্ভবাদ্বিমুক্তা ভজতাশু কৃষ্ণম্॥১৩॥
বৃন্দাবনে নন্দিত কৃষ্ণচন্দ্র নিস্তন্দ্র কন্দর্পবিলাস বৃন্দে।
শ্রীরাধিকা পাদসরোজ ভৃঙ্গী সঙ্গীত মভ্যস্যতু মে মনীষা॥১৪॥
কিং নঃ সদ্গুরু গৌরবেন কুরুতাং কিং লোকলজ্জাপ্য নঃ
কিংবা নোপযশো ভয়ং ন বিষয়ো ধর্ম্মস্য কস্যাপ্যহম্।
উন্মাদীব শৃণোম্যহং ন শতশঃ শাস্ত্রস্য তদ্বিদ্বচঃ
শ্রীবৃন্দাবন সদ্রসেন যদভূদাবিষ্টমুচ্চৈ র্মনঃ ॥১৫॥
ধর্ম্মাতিক্রম কোটি রস্তু সততং কোটির্ভবত্বাপদা—
মাস্তাং লোক বিনিন্দ কোটি গুণাঃ.................।
....
শ্রীবৃন্দাবন মাত্মকোটি পরম প্রেষ্ঠং কথং ত্যজ্যতাম্॥১৬॥

অদ্ভুত ও অতি দিব্য নানাবিধ বৃক্ষ সম্মিলিতা বিচিত্র সুবর্ণময় লতাদিগের বিলাসই স্মরণ করিতেছি॥১২॥

বহু বহু চন্দ্রের আনন্দসুধা ক্ষরণশীল জ্যোৎস্নাদ্বারা নিত্য স্নাত হইতেছে বলিয়া বৃন্দাবন অতি শীতল। হে মন্দভাগ্যগণ! বহুবিধ তাপের বীজস্বরূপ সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া এই বৃন্দাবনে আসিয়া শীঘ্রই কৃষ্ণ ভজন কর॥১৩॥

আনন্দময় কৃষ্ণচন্দ্রের নিরলস কামকেলি সমূহের প্রধান কেন্দ্র বৃন্দাবনে আমার বুদ্ধি শ্রীরাধা পাদপদ্মের ভ্রমরীর সঙ্গীতই অভ্যাস করুক॥১৪॥

আমাদিগের সদ্ গুরুর গৌরবেই বা কি? অন্য লোক লজ্জা আমাদের আর কি-ইবা করিবে? আমাদিগের অপযশের ভয়েই বা কি? কোনও ধর্ম্মেরই আমি বিষয় (আচরণকারী) নহি; শত শত শাস্ত্র বাক্য বা শাস্ত্রবেত্তাদিগের শাসন ও উন্মত্তবৎ আর শ্রবণ করিতেছিনা—যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনের অত্যুৎকৃষ্ট রসে আমার মন অতিশয় আবিষ্ট হইয়াছে॥১৫॥

কোটি ২ ধর্ম্মাতিক্রমতাই বা থাকিল কোটি ২ বিপদই বা থাকিল, কোটি ২ লোক নিন্দাই বা থাকিল তথাপি আত্ম প্রিয়তা হইতে ও শ্রেষ্ঠ ....বৃন্দাবনকে কেন পরিত্যাগ করিবে॥১৬॥

নমস্কুর্ব্বন্ বৃন্দাবন মহহ নম্য স্ত্রিজগতাং
ন সৎকুর্ব্বন্ বৃন্দাবন মহহ দম্য স্ত্রিজগতাম্।
গুরুং কুর্ব্বন্ বৃন্দাবন মখিল দেবাদিক গুরু
র্লঘুং কুর্ব্বন্ বৃন্দাবনমপি তৃণং কোঽপ্যতিলঘুঃ ॥১৭॥
নমন্ মৌলিং বৃন্দাবিপিন দিশি সর্ব্বোন্নততমো
মনাক্ প্রীতো বৃন্দাবনভুবি সমস্ত প্রিয়তমঃ।
দদৎ কিঞ্চিদ্‌বৃন্দাবন তনুভৃতে সর্ব্বভগবদ্
বিভূতে র্ভাগাংশো ভবতি জগতাং তদ্ভৃতিপরঃ ॥১৮॥
বৃন্দাটব্যামভব্যা বিদধতি ন কথং বাসমাত্রঞ্চ নিত্যং
জ্ঞাত্বা সর্ব্বত্র মোক্ষাবধি ন খলু সুখং ক্বাপি নৈবাস্তি রম্যম্।
অত্র ত্বানন্দসিন্ধো মধুরতর মহাসার মূর্ত্তি কিশোরৌ
নিত্যান্যোন্যাত্মচোরৌ স্বনিকটমিলিতে বর্ষতঃ স্বং রসৌঘম্ ॥১৯॥
শ্রীবৃন্দারণ্যবাসে ভবসি দৃঢ়তরা চে ত্বমাশে তদাসে
নিশ্চিন্তোঽহং শয়ানঃ কিমপি ন গণয়ে দুঃখমস্মিন্ সুখং বা।

অহো যিনি শ্রীবৃন্দাবনকে নমস্কার করেন, তিনি ত্রিজগতের নমস্য; আর শ্রীবৃন্দাবনের সম্মান না করিলে ত্রিজগতেরই দমনীয় (দণ্ড্য) হইবেন। যিনি বৃন্দাবনকে গুরু করিয়াছেন, তিনি নিখিল দেবগণেরও গুরু হইয়াছেন, পরন্তু বৃন্দাবনীয় তৃণকেও লঘু বুদ্ধি করিলে তিনি অতিলঘুই হইবেন ॥১৭॥

শ্রীবৃন্দাবনের দিকে মস্তক অবনত করিলেও লোক সর্ব্বোন্নততম হয়েন বৃন্দাবন ভূমিতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি হইলেও সকলের প্রিয়তম হয়েন; বৃন্দাবনস্থ জীবকে কিঞ্চিন্মাত্র দান করিলেও ভগবানের সকল বিভূতিরই শ্রেষ্ঠ অধিকারী হয়েন এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেরই ভরণ পরায়ণ হইতে পারেন ॥১৮॥

দুর্ভাগ্যগণ বৃন্দাবনে নিত্যবাসই কেবল করেনা কেন? তাহারাত জানেই যে মোক্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সুখ নাই, কোথাও কিছু রমনীয় বস্তুও নাই। এস্থলে কিন্তু আনন্দ-সমুদ্রের মহাসারের মূর্ত্তি রূপে যুগল কিশোর নিত্য পরস্পরের আত্মা চুরি করিয়া বিরাজমান আছেন এবং তাঁহারা নিজ নিকটস্থ গণকেই নিজ রসরাশি দান করিতেছেন ॥১৯॥

সন্তাপং নৈতি চেতঃ কথমপি ন কিমপ্যস্তি সৎকর্ম্মমাত্রং
নো বা পাপান্নিবৃত্তি র্নচ হরিচরণাম্ভোজ ভক্তিচ্ছটেতি ॥২০॥
শ্রীবৃন্দারণ্য মন্যে তব রজসি লুঠচ্ছাদি দেহং চ ধন্যং
নান্যত্রাঢ্যং চতুর্ভিঃ শ্রুতি মুখরমুখৈঃ শ্রীভুজৈ র্বা তৃণায়।
ধন্যাসৌ যা বরাকী ত্বয়ি বসতিশুনী নাহমন্যত্র মন্যে
লক্ষ্মীহস্তাবলম্ব প্রণয় বরবধূমপ্যধূতাত্মতত্ত্বাম্ ॥২১॥
যত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে স্মিতরুচিরুচিরে চক্ষুরাধায় রাধা
বক্ত্রেন্দৌ মন্দ মন্দং রণয়তি মুরলীমুল্লসদ্ রোমহর্ষে।
বৈকুণ্ঠে ধ্যানলীনাখিল করণগণ স্তৎপ্রভুঃ কামমূর্চ্ছাং
সংপ্রাপ শ্রী বিষাদী ন মুদমণুমপি প্রাপ তত্রত্য লোকঃ ॥২২॥
রাধা চেন্মুখমুন্নময্য কুরুতে মন্দস্মিতং কিং তদা
পূর্ণেন্দোরুদয়েন কৈরববনৈঃ কিং বা প্রফুল্লৈ রিহ।

হে আশে! শ্রীবৃন্দাবন বাসের জন্য তুমি যদি দৃঢ়তরা হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি শয়ন করিতে পারি। ইহাতে দুঃখ বা সুখ কিছুই গণনা করি না; চিত্ত কোনও প্রকারে সন্তাপ পাইবে না, কোনও সৎকর্ম্মের লেশ ও অণুষ্ঠিত হইবে না, পাপ হইতে নিবৃত্তি ও নাই, অথবা হরি পাদপদ্মে ভক্তির ছটা (লেশ) নাই ॥২০॥

হে শ্রীবৃন্দারণ্য! মনে হয় যে তোমার রজে লুণ্ঠন করিতে করিতে যে দেহ (রজে) আচ্ছাদিত হয়, তাহাই ধন্য; কিন্তু অন্যত্র বেদ পাঠে মুখর চতুর্মুখ বা মনোরম বহু বাহু সমন্বিত হইলেও আমি তাহাকে তৃণবৎ আঢ্য (ধন্য) মনে করি না। যে ক্ষুদ্র হেয় কুকুরী তোমাতে বাস করে, তাহাকেও ধন্যাই মনে করি, কিন্তু অন্যত্রস্থ আত্মতত্ত্ব ময় (স্ব-স্বভাবে বর্ত্তমানা) লক্ষ্মীর হস্তে আলম্বমানা (অবলম্বন শীলা) প্রণয়বতী শ্রেষ্ঠবধূকে ও গণনাই করি না॥

যে স্থানে মৃদু মধুর হাস্য কান্তিতে মনোজ্ঞ রোমাঞ্চিত-কলেবর শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র শ্রীরাধার মুখচন্দ্রে নয়ন অর্পণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ ভাবে মুরলীবাদন করিতে থাকিলে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরের সকল ইন্দ্রিয়ই ধ্যান মগ্ন হইলেও তাঁহার ধ্যান ছাড়াইয়া কাম (প্রেম) মূর্চ্ছা আনয়ন করে, শ্রী (লক্ষ্মী) বিষণ্ণা হন এবং তত্রত্য লোক অণুমাত্র ও আমোদ পায় না ॥২২॥

যদি মুখ উত্তোলন করিয়া শ্রীরাধা মৃদু মধুর হাস্য করেন, তবে আর

সা চেদাত্তসখীকরং ঘনতরং কুঞ্জং দিদৃক্ষাচ্ছলাদ্
যায়াত্তর্হ্যহরেব মে রসময়ী বৃন্দাবনে শর্ব্বরী ॥২৩॥
কালিন্দীয় প্রচুরলহরী দোলিত স্বর্ণপদ্মি-
ন্যুৎফুল্লাঙ্ঘ্রে ধয়তি বিধুতেঽপ্যেষ ভৃঙ্গো মধূনি।
কিং ত্বং রাধে হসসি মধুপঃ কিং নু বৃন্দাবনেঽস্মিন্
মধ্বাদাতুং কিমপি রচয়েন্নৈব ধার্ষ্ট্যং পরোঽপি ॥২৪॥
শ্রীকালিন্দ্যা বিপুল পুলিনে খঞ্জরীটং নিরীক্ষ্য
শ্রীরাধে ত্বজ্জঘন পুলিনং বষ্টি দৃক্খঞ্জনো মে।
শ্রীমৎকৃষ্ণ ভ্রমরনিকরে সীধুপে পদ্মিনীনাং
বৃন্দারণ্যে তব সুবদনাব্জাসবে লালসোঽহম্ ॥২৫॥

নব নব বৃন্দাবন বরকুঞ্জে-
মদকল গুঞ্জন্মধুকর পুঞ্জে।
বিহরতি রাধা কুসুমবিচিত্রা-
মধুপতিনাঽত্যুন্মদন চরিত্রা ॥২৬॥

পূর্ণচন্দ্র উদয়েরই বা কি প্রয়োজন? অথবা বিকসিত কুমুদ বনেরই বা কি আবশ্যক? যদি তিনি সখী হস্ত গ্রহণ করিয়া নিবিড়তর কুঞ্জ দর্শনাকাঙ্খায় যাইতে থাকেন, তখন দিনের বেলায় ও আবার এই বৃন্দাবনে রসময়ী রাত্রি উপস্থিত হয় ॥২৩॥

কালিন্দীর তরঙ্গমালায় আন্দোলিত স্বর্ণপদ্মিনীর (পদ্মাকীর্ণ স্থানের, নায়িকা বিশেষের) প্রস্ফুটিত পদ্মযুগল কম্পিত হইতে থাকিলেও এই ভ্রমর (কামুক) তথায় মধুরাশি দোহন করিতেছেন! হে রাধে! তুমি হাসিতেছ কি? এই বৃন্দাবনে মধুপ (ভ্রমর, নায়ক) পর (পুরুষ) হইলেও মধুগ্রহণ করিতে কি কোনও ধৃষ্টতা প্রকাশ করে না? ২৪॥

হে রাধে! শ্রীকালিন্দীর বিস্তৃত পুলিনে খঞ্জরীট পক্ষী দেখিয়া তোমার জঘন-পুলিন দেখিতে আমার নয়ন-খঞ্জন বাঞ্ছা করে। বৃন্দাবনে সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর সমূহ পদ্মিনী সমূহের মধুপান করিতে দেখিয়া আমিও তোমার সুন্দর বদন পদ্মসুধার আস্বাদন করিতে লালসান্বিত হইয়াছি ॥২৫॥

নব নব বৃন্দাবনীয় কুঞ্জশ্রেষ্ঠ সমূহে মধুকর সমূহ মদমত্ত হইয়া কলধ্বধুনি

কথমিহ বৃন্দাবন ভুবি মন্দা
ন বসত বৃন্দারক গণবন্দ্যাঃ।
ইহ হি পুলিন্দা অপি মুনিবৃন্দা-
র্চ্চিত মহিবৃন্দা হরিরস বৃন্দাঃ ॥২৭॥
বৃন্দাবন ভুবমত্রা বতি রতি চিত্রা—............ ।২৮॥
যদধি হরে রতি মধুর চরিত্রং পরমবিচিত্রং পরমপবিত্রম্।
তদপি ন বৃন্দাবনমপি মান্যাঃ প্রকটমবন্যাং বিবিদু রধন্যাঃ ॥২৯॥
পরম হরিরসেন সংপ্রলোভ্য ত্বম পজহর্থ মমেহ লোকধর্ম্মম্।
অহহ রসলবং ন দেহিবৃন্দাবন তনুযে কিমহো মৃষৈব মোহম্ ॥৩০॥
দ্রুতনব কনকেন্দ্রনীল রোচি র্দ্বয়মবিযুক্ কথম প্যহো কিশোরম্।
মিথুনমতি রসান্ধমস্তি বৃন্দাবন ভুবি তৎ পদসেবনে স্পৃহা মে ॥৩১
প্রকৃতিপর বিকুণ্ঠধাম দূরতর মিদমাস্থ রসাদ্ভুতং রহস্যম্।
ইহ নিজকৃপয়া বিরস্তি বৃন্দাবন মিদমাবসতঃ সতঃ প্রপদ্যে ॥৩২॥

করিতেছে, আর অতিশয় উন্মদ-স্বভাবা রাধাও কুসুমসাজে বিচিত্রিতা হইয়া মধুপতির সহিত বিহার করিতেছেন ॥২৬॥

হে মন্দভাগ্যগণ! দেবগণ বন্দনীয় হইয়া তোমারা কেন এই বৃন্দাবন ভূমিতে বাস কর না? যেহেতু এস্থানে হরিরসরাশি-পূর্ণ উৎসবাদির অনুষ্ঠান-কারী পুলিন্দগণ ও মুনিবৃন্দ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত (প্রশংসিত) হইয়া থাকেন ॥২৭॥

যে স্থানে শ্রীহরির পরম বিচিত্র পরম পবিত্র অতি মধুর চরিত্র পৃথিবীতে প্রকট হইয়াছে, সেই (ভূলোকে প্রকট) বৃন্দাবনকে যে সকল মানী ব্যক্তি জানে না, তাহারাই অধন্য ॥২৯॥

হে বৃন্দাবন! তুমি পরম হরিরসে সম্যক্ প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া আমার ঐহিক লোকধর্ম্ম অপহরণ করিয়াছ! হায়! এখন রসলেশও দান করিতেছ না—অহো!! তবে কেন মিথ্যাই মোহ বিস্তার করিতেছ? ৩০॥

অহো! গলিত নব স্বর্ণ ও ইন্দ্রনীলকান্তি বিশিষ্ট নিত্য—মিলিত অতি রসান্ধ কিশোরযুগল বৃন্দাবনভূমিতে বিরাজ করিতেছেন—কোনও প্রকারে তাঁহাদের পাদসেবা করাই আমার স্পৃহা ॥৩১॥

প্রকৃতির পর যে বৈকুণ্ঠধাম, তাহা হইতেও অতিদূরে এই আশ্চ

হতহৃদয় নিমজ্য হন্ত বৃন্দা-
বনভুবি নির্ম্মল চিদ্রসামৃতাব্ধৌ।
বিষয় বিষদুরাশয়াহনয়া ত্বং
কিমিতি মুধৈব তনোষি দুঃখসিন্ধুম্ ॥৩৩॥

শ্রীরাধা চরণারবিন্দ মধুর প্রেমাত্মক প্রস্ফুর-
চ্চিজ্জ্যোতি র্ঘন গৌর দিব্য নবকৈশোরাকৃতি র্মোহিনী।
তন্বঙ্গী সুকৃশোদরী রুচির বক্ষোজদ্বয়া ল্যোদ্গমা
নব্যামুজ্জ্বল শাটিকাং কটিতটে নব্যে পৃথৌ বিভ্রন্তী ॥৩৪॥
শ্রীমন্নাভিগ-নীবি-ডোরকমণী-সঙ্গোল্লসৎকুঞ্চনা
হারালীং পদকঞ্চ নূতন কুচদ্বন্দ্বে বলৎকঞ্চুকে।
বিভ্রাণা মণিনূপুরৌ চরণয়োঃ শ্রোণীতটে মেখলাং
নূত্ন দ্বিস্তবকেব হেমলতিকা দিগ্‌ব্যাপি দিব্যচ্ছবিঃ ॥৩৫॥
গ্রৈবেয়ং গলশোভি রত্নখচিতং সৌবর্ণতাটঙ্কমা-
বীতং মৌক্তিকপংক্তিভিঃ শ্রুতিযুগে চিত্রাং মণিচিত্রিকাম্।

(শৃঙ্গার) রসের অদ্ভুতরহস্য এই বৃন্দাবন নিজকৃপায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন—এস্থানে যেসকল সৎলোক বাসকরেন, তাঁহাদের শরণলইতেছি॥

হে হতভাগ্য! হায়!! নির্ম্মল চিদ্রসামৃত সমুদ্র বৃন্দাবন ভূমিতে নিমজ্জন করিয়া ও কেন এই বিষয়-বিষ-দুরাশা দ্বারা নিজ দুঃখসিন্ধুকে মিথ্যাই বৃদ্ধি করিতেছ? ৩৩॥

যিনি শ্রীরাধা চরণারবৃন্দের মধুর প্রেগাত্মক চিজ্জোতির ঘন দিব্য নব কৈশোরাকৃতি বিশিষ্টা, মোহিনী, কৃশাঙ্গী অতি কৃশোদরা, মনোজ্ঞ স্তন-যুগলরূপ সখীর সহিত নিত্য আশ্লিষ্টা, নব্য পৃথুল কটিতটে নব উজ্জ্বল শাটী পরিহিতা-॥

যাঁহার সুন্দর নাভিস্থিত নীবি-বন্ধন ডোরে মণির সহিত কুঞ্চন (গুঞ্জ) সংলগ্ন রহিয়াছে, যাঁহার কাঁচলিতে আচ্ছাদিত নূতন স্তন যুগলে হারশ্রেণী ও পদক প্রভৃতি শোভা পাইতেছে যিনি চরণ যুগলে মণিনূপুর, কটিতটে মেখলা ধারণ করিয়াছেন এবং দিগ্‌ব্যাপি দিব্যকান্তি বিশিষ্টা নূতন দ্বিস্তবক-শোভিতা হেমলতাবৎ প্রতীয়মানা— ৩৫॥

যাঁহার গলদেশে রত্নখচিত গ্রৈবেয়ক (কণ্ঠভুষা) শোভা পাইতেছে,

শ্রীনাসা পুট উজ্জ্বলং কনকমণ্যাবদ্ধ মুক্তাফলং
শোভাধাম দধাত্যথো কুসুমযুগ্বেণ্যগ্রলম্বাম্বুজম্ ॥৩৬॥
মন্বীদৃগ্ বৃষভানুজা দয়িত দাস্যাত্ম স্ফুরন্ন ন্তরে
রাধাকৃষ্ণ মহানুরাগবিভবানন্দেন মাদ্যন্মুহুঃ।
হাসং হাসমশেষতো ব্যবহৃতীরুচ্চাবচা বর্ত্তয়ন্
নাসন্ন্যা হি রতোঽখিলাঙ্গপুলকঃ শশ্বৎ স্বনাথস্মিতে ॥৩৭॥
স্বে সাধৌ মিলিতে শৃণোতি কথয়ত্যাত্মেশয়োর্মাধুরীং
শ্রীবৃন্দাবনমাবসেন্মম সদারাধ্যঃ স সর্ব্বাত্মনা।
সদ্বন্ধুঃ পরমঃ স মে পরগুরুঃ সর্ব্বস্বভূতঃ স মে
তৎপাদে নিপতামি দণ্ডবদহং সর্ব্বাভিমানোজ্‌ঝিতঃ ॥৩৮॥
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজে দৃঢ়রতি স্তৎকেলি কুঞ্জোজ্জ্বলং
যো বৃন্দাবন মাবসেচ্চ পরমাঽভেত্তঃ স্বসংকল্পতঃ।

কর্ণযুগলে মুক্তাপংক্তি গ্রথিত স্বর্ণতাটঙ্ক বিরাজিত, যিনি অতিবিচিত্র মণিময় ভূষণে শোভিতা, যাঁহার সুন্দর নাসাপুটে উজ্জ্বল কনকমণি জটিত মুক্তাফল দুলিতেছে,-কুসুম যুক্ত বেণীর অগ্রভাগে পদ্ম লম্বিত হইয়াছে; অহো! যিনি অতীব শোভাময়ীই হইয়াছেন— ৩৬॥

এই প্রকারে বৃষভানুজার দয়িত (শ্যামসুন্দরের) দাস্যভাব অন্তরে স্ফূর্ত্তি হইলে রাধাকৃষ্ণের মহানুরাগ সম্পত্তির আনন্দে যিনি মুহুর্মুহু উন্মত্ত হইতেছেন—হাস্য সহকারে ছোট বড় নিখিল ব্যবহারিক বিষয় নিষ্পন্ন করিতেছেন—অথচ যুগলের অতি নিকটে অনুরত থাকিয়া তাঁহাদের মৃদুহাস্যে নিরন্তরই নিজ সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলি ভূষিত হইতেছেন— ৩৭॥

এবং নিজ (স্বজাতীয়) সাধুর সহিত মিলিত হইলে নিজ প্রাণেশ যুগলের মাধুরী শ্রবণ করেন ও বর্ণনা করেন; এইভাবে যিনি সর্ব্বাত্মবিনিয়োগ দ্বারা বৃন্দাবনে বাস করেন, তিনিই আমার সম্যক্ আরাধ্য, পরম সদ্বন্ধু, পরম গুরু, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহার পদযুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি ॥৩৮॥

যিনি রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে দৃঢ়রতিবান্, যিনি স্ব সংকল্প হইতে কিছুমাত্রও বিচলিত না হইয়া রাধাকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জে উজ্জ্বলীকৃত বৃন্দাবনে বাস করেন,

তস্যাহং যদি যস্যকস্যচিদপি ত্যক্তাভিমানাবলি
র্ধাস্যে পাদরজাংসি মূর্দ্ধ্নি ভবিতা স্যাত্মেষ্ট যোগ্য স্তদা ॥৩৯॥
[ষড়্ভিঃ কুলকম্]

শ্রীমদ্‌রাধাং সুরতসমর শ্রান্তিভাজং প্রিয়স্য
সুপ্তাং বক্ষস্থল সবপুষং সেবতে প্রেমমগ্না।
যা কাচিত্তাং য ইহ মনুতে স্বাত্মভাবেন ধন্যঃ
পারোক্ষেণাপ্যয়মতি হতো পীন্দ্রিয়ৈঃ স্যাৎ কৃতার্থঃ। ৪০॥

ত্বয়ি রচয়তি রাধিকাহবনাশা
মতিভয় মেত্য পলায়িতৈব মায়া।
হতহৃদয় কুতো ন্বিদং তবাগাদ্
বিকৃতিশতং গগন প্রসূন কল্পম্ ॥৪১।

কান্তে মন্মতিহৃৎ সুমঞ্জুল কুচাদ্যুচ্চশ্রীরিয়ং সেব্যতাং
সৈব ত্বং যদি সুপ্রসীদসি মমপ্রীতিঃ পরা গম্যতাম্।
তৎ কুঞ্জং নিমিষং ত্বয়া তু ন বিনা জীবাম্যহো ব্যাহৃতী
বৃন্দাটব্যনুগা ইতি স্মর কথাঃ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ ॥৪২॥

তিনি যে কেহই হউন না কেন (জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে) যদি তাঁহার পদরজঃ কণা আমি অভিমান রাশি ত্যাগ করিয়া মস্তকে ধারণ করিতে পারি; তবে নিজাভীষ্ট যুগলের সেবাযোগ্য হইতে পারিব ॥৩৯॥

সুরত-সমর শ্রান্তি যুক্তা শ্রীরাধা প্রিয়তমের বক্ষ ও বপুর উপরিভাগে সুপ্ত হইয়াছেন—তাঁহাকে কোনও সখী প্রেমমগ্ন হইয়া সেবা করিতেছেন। যদি কেহ এই সখীকেও পরোক্ষভাবেই নিজচিত্তে ভাবিতে পারেন, তবে তিনি ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক অতিহত (নির্জ্জিত) হইলেও কৃতার্থ হইতে পারিবেন—সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

তোমাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া শ্রীরাধা আশ্বাস দিলেই মায়া ভয় পাইয়া পলাইয়া গিয়াছে। হে দুষ্ট হৃদয়! আকাশ কুসুমবৎ তোমার শত শত বিকার আর এখন কোথায় রহিল? ৪১ ॥

"হে কান্তে! আমার মতি হরণকারী তোমার সুমনোহর কুচাদির এই উচ্চতা সেবিত হউক; তুমি যদি সুপ্রসন্না হও তবে আমি এই সেবা লাভে

অহো বৃন্দারণ্যে মদন মদ সিন্ধুর্মম সুহু-
র্ধরোদ্বেলো হাসাদপি রতিষু বাম্যং ন সহতে।
গৃহীত্বাতঃ পাদৌ মৃগয়তি হরিঃ সন্তু পরতঃ
সুখংসখ্যস্ত্বং মাং রহসি রময়াভঙ্গ রতিভিঃ ॥৪৩॥
কদাচিচ্ছ্রীবৃন্দাবন উদিততীব্রোন্মাদরসা-
কৃতৌ কামাপূর্ত্ত্যা বহুলরতি খেলাভি রপি তৌ।
নিজেচ্ছাতোঽনন্তোদিত বরতনূ তন্নবলতা-
গৃহেঽনন্তেঽনন্ত স্মর রসবিলাসৌ ব্যহরতাম্ ॥৪৪॥
যদা রাধাকৃষ্ণৌ প্রবল রসতৃষ্ণৌ দ্বয়তয়া
ন পূর্ণাবানন্ত্যং নিজমবৃণুতা মন্য গমপি।
তদৈব শ্রীবৃন্দাবন উরুমদোচ্ছৃঙ্খল মনো-
ভবাখেলে খেলারস মতনুতাং রাস বলয়ে ॥৪৫॥

পরমপ্রীতি লাভ করিতে পারি"। "(হে কান্তে!) এইত কুঞ্জ, তোমাকে ছাড়িয়া ত আমি নিমিষ কালও বাঁচিতে পারি না"। অহো! শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বৃন্দাবন (কুঞ্জ) সম্বন্ধীয় আলাপাদির কথা স্মরণ কর ॥৪২॥

অহো! বৃন্দাবনে আমার মদন মদসিন্ধু অতিশয় উদ্বেলিত হইয়াছে, রতিবিষয়ে হাস্যচ্ছলেও আর বাম্যভাব সহ্য হইতেছে না; এই হরি পাদ গ্রহণ করিয়া ও রতিভিক্ষা করিতেছে; সখীগণ অন্যত্র সুখে থাকুক, তুমি এখন আমাকে নির্জ্জনে অভঙ্গ-রতি দান করিয়া রমণ কর ॥৪৩॥

কোনও দিন—বহু বহু রতি খেলাতেও সেই দুইজনের কামের অপূর্ত্তি বশতঃ নিজের ইচ্ছাতেই তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে উদিত-তীব্র-উন্মদ-রসাকৃতি হইয়াও অনন্ত নবীন লতাগৃহে অনন্ত ভাবে শোভিত-বিগ্রহ প্রকট করিয়া অনন্ত-কাম রস বিলাসী যুগল কিশোর (অনন্ত) বিহার করিয়া ছিলেন ॥৪৪॥

যখন প্রবল রস-তৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ যুগল হইয়াও পূর্ণ (পূর্ণকাম) হইলেন না, স্বীয় ও অন্যদীয় আনন্ত্যকে বরণ করিলেন—অর্থাৎ স্বয়ং বহু প্রকাশ মূর্ত্তি বিস্তার করিলেন এবং স্বকীয় গণেরও বহু মূর্তি প্রকট করাইলেন; তখনই শ্রীবৃন্দাবনে মদাতিশয্য বশতঃ অত্যুন্মর্য্যাদ কামরঙ্গস্থলী রাসমণ্ডলে খেলা রস বিস্তার করিয়াছেন ॥৪৫॥

অহো বৃন্দারণ্যং মতিমতি জহারাখিল মনো-
হরস্যাপ্যানন্দাম্বুধি মপি রসোত্তৃষ্ণয়তি তম্।
কিমিত্যেতদ্বংশী স্বপর সকলোন্মাদক রবা-
প্যাভূন্মুগ্ধা তূষ্ণীং যদধি পিক কীরাদি বিরুতৈঃ ॥৪৬॥
ভজন্নুচ্চৈ রুচ্চৈঃ প্রতিমূহু রহো বৃদ্ধি মতুলাং
স্মরোন্মাদো রাধা মুরলিধরয়োঃ কোঽপি সহজঃ।
মহাসৌখ্যাম্ভোধিঃ প্রসরতি সখীনাঞ্চ পরমো
যদেষ শ্রীবৃন্দাবন তব মহানেষ মহিমা ॥৪৭॥
অয়ে রাধা পদাম্বুজ মহহ নারাধয়তি চে-
দতুষ্টায়াং তস্যাং ন খলু সুলভ স্তদ্বশ হরিঃ।
বিনা বৃন্দারণ্যশ্রয়ণমপি তস্যাঃ পদযুগং-
সমারাদ্ধুং শক্যং কথমপি চ নান্যত্র প্রকটম্ ॥৪৮॥
অত্যানন্দাদ্ ব্রজজন বধূবৃন্দ আবিষ্ট উচ্চৈ
গীতং বাদ্যং রচয়তি চিরং লাস্যলীলাং বিচিত্রাম্।

অহো! বৃন্দারণ্য নিখিল বিশ্বের মনোহারীর ও মতি অতিশয় হরণ করিয়াছেন; সেই আনন্দ-সমুদ্রকে ও অতিশয় রসতৃষ্ণ করিয়াছেন; ইঁহার কোকিল শুকাদির কাকলি শুনিয়াই কি স্ব-পর-সকলের উন্মত্ততা-কারী রব বিশিষ্ট মুরলীও মুগ্ধ হইয়া নীরব রহিয়াছে? ৪৬ ॥

অহো! শ্রীরাধা মুরলিধরের প্রতি মুহূর্ত্তে অত্যুচ্চ অতুলনীয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোনও অনির্ব্বচনীয় সহজ কামোন্মাদ হইতেছে; আর সখীদেরও যে এই পরম মহাসুখসাগর বিস্তারিত হইতেছে; হে শ্রীবৃন্দাবন! ইহা তোমারই মহিমা ॥ ৪৭ ॥

ওহে! যদি কেহ রাধা পাদপদ্ম আরাধনা না করে, তবে তিনি অসন্তুষ্টা হইলে তদ্বশবর্ত্তী হরিও সুলভ হইবেই না। বৃন্দাবনাশ্রয় ব্যতীত ও রাধা পাদপদ্ম যুগল সম্যক্ আরাধনা করা দুঃসাধ্য; যেহেতু ঐ পাদপদ্ম অন্যত্র প্রকট হন না ॥ ৪৮ ॥

আনন্দাতিশয্যে ব্রজনারীবৃন্দ অতীব আবিষ্ট হইয়া গীত বাদ্যাদি করিতেছেন; বহুক্ষণব্যাপী বিচিত্র বিধানে লাস্যলীলা রচনা করিয়াছেন;

বৃন্দারণ্যে ধ্বনতি গগনে দুন্দুভৌ পুষ্পবর্ষে
রাধাকৃষ্ণাবপি রসভরা ন্নৃত্যতো গায়তশ্চ ॥৪৯॥
বিপঞ্চী কিঞ্চিন্ন ধ্বনতি মুরলী রৌতি ন মনা-
গগম্যং চ প্রোদঞ্চয়তি ন পিকঃ পঞ্চমরবম্ ।
সখীবৃন্দং মৌন্যুজ্ঝতি প্রণয়গোষ্ঠীমপি হরি-
র্যদা রাধা বৃন্দাবন গুণগণান্ গায়তি মুদা ॥৫০॥

বৃন্দারণ্যে রাধিকা মাধবশ্চ
　　সম্বর্দ্ধেতে স্বৈ গু´ণৈঃ স্পর্দ্ধয়েব ।
আলীনাঞ্চাপার সৌখ্যোন্মদাব্ধে
　　রুচ্চৈ নিত্যবৃদ্ধিং স্মরামি ॥৫১॥
সর্ব্বাশ্চর্য্যৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ
　　বিশ্বস্যৈ বা জহ্রতু র্লীলয়াঽন্তঃ ।
শ্রীমদ্ বৃন্দাকাননে নৈতয়োর-
　　প্যাত্মা জহ্রে যেন কেনাপি চিত্রম্ ॥৫২॥
কোটি প্রাণৈরেষ নীরাজনীয়ঃ
　　কান্তে কান্তেত্যাকুলান্যোঽন্য বাগ্ভিঃ ।

বৃন্দাবনে আকাশে দুন্দুভি নিনাদ শ্রুত হইতেছে, পুষ্পবর্ষণ হইতেছে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও তখন রসভরে নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥৪৯॥

যখন শ্রীরাধা আনন্দের সহিত বৃন্দাবনের গুণগণ গানকরিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন শ্রীরাধার বীণা নিস্তব্ধ হয়, মুরলিও একেবারেই নীরব হয়, কোকিল ও অগম্য (অবোধ্য) পঞ্চমস্বরে আলাপ করে না ; সখীবৃন্দ মৌনী হয় আর শ্রীহরিও প্রণয়গোষ্ঠী (প্রেমালাপ) ত্যাগ করেন ॥৫০॥

বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও মাধব স্বীয় স্বীয় গুণে স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন সম্যক প্রকারে বৃদ্ধি পাইতেছেন-এবং সখীদের যে অপার সৌখ্যরসের উন্মাদনাকর সমুদ্র তাহার ও যে প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি হইতেছে—তাহাকে স্মরণ করি ॥৫১॥

সর্ব্বাশ্চর্য্য রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্র লীলায় সকল বিশ্বেরই অন্তঃকরণ আহরণ করিয়াছেন—কিন্তু শ্রীমদ্ বৃন্দাকানন যে এই দুইজনের ও আত্মা যে কোনও (সামান্য) বস্তু দ্বারাই হরণ করিয়াছেন—ইহাই বিচিত্র !! ৫২ ॥

রাধাকৃষ্ণৌ মানয়েতে যদীয়ং
কঞ্চিদ্‌ভাবং নৌমি বৃন্দাটবীং তাম্ ॥৫৩॥
ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং চার্থকামৌ বিমুক্তি
মৈশীংভক্তিং বাহথ তৎসাধনানি।
রাধাকৃষ্ণৌ সেবিতুং কেহপিধন্যা
বৃন্দারণ্যাবাসমা মৃত্যু কুর্য্যুঃ ॥৫৪॥
রাধাকৃষ্ণা বিহা ভগবতো রূপ সারৈকতত্ত্বে
তদ্ধাম স্বদ্ভুত রহ ইদং শ্রীলবৃন্দাবনাখ্যম্।
আস্তাং বার্ত্তা ত্বিহ ধৃতবতী তারতম্যং মমান্যা
স্বাদ্য প্রেমোৎসব রস চমৎকারিনী স্যাৎ পরং ধীঃ ॥৫৫॥
কামং বাসো ভবতু নরকে চেন্মহানন্দকন্দৈঃ
শ্রীমদ্ বৃন্দাবন গুণগণৈঃ পূর্য্যতে কর্ণরন্ধ্রঃ।
গীয়ন্তে বা স্মৃতিপথ মথো যান্তি বা নান্যথা মে
শ্রীবৈকুণ্ঠেহপ্যহহ রুচিদং শ্রীশিতুঃ প্রেয়দাস্যম্ ॥৫৬॥

"হে প্রিয়ে! বৃন্দাবনের এইভাব (পদার্থ, লীলা, বিভূতি বা রতি) কোটি প্রাণ দ্বারাও নির্ম্মঞ্ছনীয়", "হে প্রিয়! এইভাবও কোটি প্রাণ দ্বারাই নীরাজনীয়!"—এই প্রকারে পরস্পরের আকুলিত বাক্যে যাহার যে কোনও ভাবকেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্মান করেন, সেই বৃন্দাটবীকেই নমস্কার করি ॥৫৩॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, ঈশ্বরে ভক্তি বা তজ্জন্য যাবতীয় সাধন সকল ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে কোনও অতিধন্য মহাপুরুষ গণই মৃত্যু—পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে বাস করিবেন ॥৫৪॥

অত্রত্য রাধাকৃষ্ণ ভগবানের রূপসারের মুখ্য তত্ত্ব এবং শ্রীলবৃন্দাবন নামক তদীয় ধামও অতি অদ্ভুত রহস্য বস্তু। এই তারতম্য বিশিষ্ট বার্ত্তা ও থাকুক, আমার কিন্তু অন্য প্রকারের বুদ্ধিও আস্বাদ্য প্রেমোৎসব রসদ্বারাই চমৎকারিনী হউক ॥৫৫॥

যদি মহানন্দ কন্দ শ্রীলবৃন্দাবন গুণ সমূহে কর্ণরন্ধ্র পূর্ণ হয়, তবে নরকে বাস করিতেও স্বীকার করিতেছি; ঐ সকল গুণ ও আবার গীতই হউক বা স্মৃতিপথে উদিতই হউক। হায়! অন্যথা শ্রীবৈকুণ্ঠে ও শ্রীনারায়ণের

প্রেম্না যত্র শনৈঃ শনৈঃ সুকুসুমান্যাচিন্বতী রাধিকা
দাসীঃ শিক্ষয়তে জহাত্যলিকুলৈ রাক্রান্তশীধূন্যপি ।
নোপেক্ষামতি রূপ গন্ধ বিভবাভাবেঽপ্যহো তন্বতী
তদ্বৃন্দাবন মেকমাস্থ প্রণয়ানন্দায় বন্দামহে ॥৫৭॥
শ্রীবৃন্দাবন পারিজাত বিটপিচ্ছায়া মণিমণ্ডপে
রত্ন প্রোজ্জ্বলকুট্টিমে কুসুম সদ্গুচ্ছৈচ্ছতদুল্লোচিনি ।
আসীনং সহ রাধয়া সুমিলিতং তত্তূল পট্টাসনে
পুষ্পাঢ্যে মহিতাঃ সখী র্বনকথাঃ পৃচ্ছন্তমীক্ষে হরিম্ ॥৫৮॥
স্বাস্থ প্রেম মহারসাত্মন বহি র্নো বান্তরা ভাতি চে-
চ্ছ্রীবৃন্দাবিপিনং তদা স্ফুরতি নো রাধাঽথ তন্নাগরঃ ।
অস্ফূর্ত্তৌ চ তয়ো বিশুদ্ধ রস চিন্মূর্ত্ত্যোঃ কথং কোটিভি
র্যত্নৈ রপ্যনুরাগ সৌখ্যজলধেঃ সারাতিকাষ্ঠোদয়ঃ ॥৫৯॥
দিব্য স্রগ্ গন্ধ ভূষাদিভি রতি লসিতৌ দিব্য তাম্বুলবল্লী
মালীভি র্ভোজ্যমানৌ কিমপি নববনং প্রেক্ষিতুং গাতবাদ্যৈঃ ।

প্রিয়তরদাস্যও আমার রুচিকর নহে ॥৫৬॥

যে স্থানে শ্রীরাধা প্রণয়ভরে ধীরে ধীরে উত্তম উত্তম কুসুম রাজি চয়ন করেন, দাসীগণকে শিক্ষা দেন, ভ্রমরগণ কর্তৃক আক্রান্ত মধুরাশি ও ত্যাগ করিয়া থাকেন, হায়! অতিশয় রূপ বা গন্ধ প্রভৃতি সম্পত্তির অভাবেও তিনি কোনও তরুলতাকেই উপেক্ষা করেন না, সেই বৃন্দাবনকেই কেবল আস্থ প্রেমানন্দের জন্য আমরা বন্দনা করি ॥৫৭॥

শ্রীবৃন্দাবনে পারিজাত তরুচ্ছায়ায় মণি মণ্ডপে রত্নবদ্ধ অত্যুজ্জ্বল ভিত্তিতে এবং কুসুমের সুন্দর স্তবক সমূহ নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ তলে পুষ্পময় সেই তূলার পট্টাসনে শ্রীরাধার সহিত সুমিলিত ও আসীন হইয়া সখীদের নিকটে সম্মাননীয় বনকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে শ্রীহরি, তাঁহাকে দর্শন করি ॥৫৮॥

আস্বাদ্য প্রেম মহারসাত্মক শ্রীবৃন্দাবন যদি অন্তরেও বাহিরে স্ফূর্ত্তি না হয়, তবে রাধা অথবা তাঁহার নাগর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারেন না; বিশুদ্ধরস চিন্মূর্ত্তি যুগলকিশোরের অস্ফূর্ত্তিতে কি প্রকারে কোটি চেষ্টায়ও অনুরাগ সৌখ্য সাগরের সারাৎসার (প্রেমের) উদয় হইবে ? ৫৯ ॥

রাধাকৃষ্ণৌ-যদা স্তঃ পরমকুতুকিনৌ তর্হি তদ্বক্ত্রচন্দ্র-
সংক্রান্তে স্বচ্ছদীপ্তে স্থলজলসকলেহধ্যেমি বৃন্দাবন শ্রীঃ ॥৬০॥
রে কামক্রোধ লোভাদয় ইহ সুহৃদো যে ভবন্তো ভবন্তু
ত্যজ্যানাদেহপাতং সততমতি সমালিঙ্গ্য মানন্দয়ন্তু।
চেষ্টাভি শ্চেন্নিজাভিঃ কথমপি পরমং বন্ধমাপাদ্য বৃন্দা-
রণ্যে ধন্যেন কেনাপ্যতিবিরলতমেনাশ্রিতে মামবন্তু ॥৬১॥
নবৈঃ কুসুমপল্লবৈ র্নব বিচিত্রবেশং দধন
নবং বসনভূষণং নবসমাগম প্রক্রিয়ম্।
অহো নব মহোদ্বয়ং নব হরিণ্মণীহেমরুঙ্
নব স্মর রসাকুলং স্মর সর্ব্বর্ত্তু-বৃন্দাবনে ॥৬২॥
বিচিত্র মৃগপক্ষিসংকুল বিচিত্রতামোহিতং
বিচিত্র রস রঞ্জিতো ভজ বিচিত্র কামোৎসবম্।

দিব্য মাল্য গন্ধ ভূষাদিতে অতিশয় সজ্জিত হইয়া সখীপ্রদত্ত তাম্বুল-বীটিকা চর্ব্বণ করিতে করিতে গীতবাদ্য সহকারে কোনও নববন দর্শন করিতে যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন, তখন ঐ যুগলের মুখচন্দ্র সংক্রামিত স্বচ্ছদীপ্ত জল স্থলের সর্ব্বত্র যে বৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছিল, আমি তাহাই স্মরণ করিতেছি ॥৬০॥

রে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি! আপনারা সকলে এইস্থানে আমার বন্ধু হউন, আমার দেহপাত পর্য্যন্ত আপনাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিব না, সর্ব্বদা অতিশয় আলিঙ্গন করিয়া আমাকে আনন্দদান করুন। নিজ চেষ্টা সমূহ দ্বারা কোনও প্রকারে আমাকে পরম বন্ধনে বদ্ধ করিয়া অতি বিরলতম ধন্য পুরুষ কর্ত্তৃক আশ্রিত এই বৃন্দাবনে আপনারা পালন করুন ॥৬১॥

নব কুসুম ও নব পল্লব দ্বারা নব বিচিত্র বেশধারণ করিয়াছেন, নব সমাগম প্রক্রিয়ানুসারে নব বসন ভূষণ পরিধান করিয়াছেন। অহো! (যুগপৎ) সর্ব্ব ঋতুর শোভাপূর্ণ বৃন্দাবনে নবনীলকান্তমণি ও নব হেমকান্তিযুক্ত ও নব স্মররসে আকুল নব বিগ্রহ যুগলকে স্মরণ কর ॥৬২॥

বিচিত্র মৃগপক্ষি সংব্যাপ্ত বিচিত্রতায় মোহিত যে বিচিত্র কামোৎসবপূর্ণ (হরি) তাঁহাকে বিচিত্র রসে রঞ্জিত (অনুরাগ যুক্ত) হইয়া ভজন কর।

বিচিত্র মতি রাধিকা রতি বিচিত্রতা মোহিতং
বিচিত্ররসরঞ্জিতো ভজবিচিত্রবেষং হরিম্ ॥৬৩॥
বিচিত্রশ্রীবৃন্দাবন মিহ বিচিত্রং বনলতা-
নিকুঞ্জং তত্রাস্তে সুকুসুমবিচিত্রঞ্চ শয়নম্ ।
বিচিত্রৌ শ্রীরাধা মুরলিধরণৌ তত্র রসিকৌ
বিচিত্রা স্তৎক্রীড়া স্তদবধি বিচিত্রো মধুরিমা ॥৬৪॥
নবাম্ভোদ শ্যামো নব ললিত বিদ্যুদ্ বিলসিতা
নবানঙ্গক্রীড়া নবরতিকলা কৌশল নিধিঃ ।
নবানন্দস্যন্দো নবরস ভরে নালস তনুঃ
স কৃষ্ণঃ সা রাধা নবতি নব বৃন্দাবনরুচিঃ ॥৬৫॥
বৃন্দাটব্যাং কলিন্দাচল দুহিতৃতটে দিব্যপাটীর বাটী
ভ্রাজন্মল্লীকুটীরে বিরচিত রুচিরানঙ্গ রঙ্গ প্রসঙ্গম্ ।
সত্তল্পে পারিজাতা দ্যুরুবিধ কুসুমৈঃ কল্পিতে পুষ্পমালাহ
লঙ্কারোত্তংসকাদী মনসি বিহরতাং রাধিকা মাধবৌ নঃ ॥৬৬॥
স্থানে স্থানে নরীনর্ত্ত্যতুল হরিরসাদুন্মদং কেকীবৃন্দং
মল্লীবল্লীঞ্চ ফুল্লামনু মিলতি মদান্ধালি ঝঙ্কার ধারা ।

বিচিত্র মতি যে শ্রীরাধিকা তাঁহার রতির বিচিত্রতাতে মোহিত যে বিচিত্রবেষ বিশিষ্ট হরি তাঁহাকে বিচিত্ররসানুরক্ত হইয়া ভজন কর ॥৬৩॥

এই শ্রীবৃন্দাবন বিচিত্র—বনলতা নির্ম্মিত এই নিকুঞ্জ ও বিচিত্র, তথায় সুন্দর কুসুমময় বিচিত্র শয্যা আছে, তথায় রসিক শ্রীরাধা মুরলীধর ও বিচিত্রই, তাঁহাদের ক্রীড়া ও বিচিত্র, আবার তদুপরি বিচিত্র হইল—মাধুর্য্য (সুরত মাধুর্য্য) ॥৬৪॥

নব মেঘ শ্যাম ও নব ললিত বিদ্যুৎ-বিলাসবতী, নব অনঙ্গ-ক্রীড়া ও নব রতিকলা কৌশল সমুদ্র, নবানন্দ ক্ষরণ শীলও নবরসে অলসতনু, সেই কৃষ্ণ ও সেই রাধাই নববৃন্দাবন কান্তি নূতনরূপে প্রতিভাত করাইতেছেন ॥৬

বৃন্দাবনে কালিন্দীতটে দিব্য চন্দন বাটীকায় বিরাজিত মল্লীকুটীরে পারিজাতাদি বহুবিধ পুষ্পদ্বারা কল্পিত উত্তম শয্যায় পুষ্পমালার অলঙ্কার, শিরোভূষণ ইত্যাদি পরিধান পূর্ব্বক মনোজ্ঞ অনঙ্গ-রঙ্গ-প্রসঙ্গ বিস্তার করিয়া

চূতে চূতে প্রগায়ন্ত্যহহ মদকলং কোকিলা যত্র তত্র
শ্রীরাধা মাধবাবুন্মদ কলৌ কিশোরৌ শ্রীলবৃন্দাবনেঽস্মিন্ ॥৬৭
রাধা মাধবয়ো র্বনে বিজয়িনোঃ সুস্বচ্ছদীপ্তস্থলী
.........স্বঙ্গেষু মুকুরোদার দ্রুবল্লীষুচ। ....
সর্ব্বস্মিন্নপি সর্ব্বতঃ পতিফল স্বাত্মাত্মগাত্মাত্ম্যগে
শোভা কাঽপ্যুদিতাতিবিস্ময়করী লোভায় নো ভাসতাম্ ॥৬৮॥
ইত ইত ইতি রাধামাধবৌ স্ব স্ব মান-
গ্রহিলবর সখীভিঃ প্রেষ্যমানৌ সমন্তাৎ।
পথি পথি বনশোভা বীক্ষণায়ৈব যান্তৌ
জহসতু রতিলুব্ধোল্লাসি চেতোঽনবস্থাম্ ॥৬৯॥
ইত উরুতররম্যং স্বামিন্যৌ পূর্ব্বমেতৎ
তদনু দয়িতসখ্যা খ্যাতদেশং ভজেথাঃ।

রাধা মাধব আমাদের মনে বিহার করুন ॥৬৬॥

এই শ্রীল বৃন্দাবনে স্থানে স্থানে ময়ূরসমূহ অসীম হরিরসে উন্মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করে, মদান্ধ অলিসমূহ ঝঙ্কার করিতে করিতে প্রস্ফুটিত মল্লিকালতার সহিত মিলিত হইতেছে, এবং যে খানে সেখানে কোকিল সমূহ প্রতি আম্রমুকুলে মৃদু কল ধ্বনিতে সুসঙ্গীত করিতেছে, এবং এই স্থানেই শ্রীরাধা মাধব যুগল কিশোর ও উন্মদ কল হইয়া বিরাজিত আছেন॥

মনিবৎ দীপ্তি ময়ী বনস্থলীতে বিজয়েচ্ছু রাধা মাধবের যে অঙ্গকান্তি তাহা, শুদ্ধ স্ফটিকোপম দর্পনের গর্ভস্থ কান্তির ন্যায় বৃক্ষ লতাদিতে ...... এবং পরস্পরের অঙ্গে বিচ্ছুরিত হইয়া তাহা আবার সর্ব্বত্র প্রতি ফলিত হইয়া অতিশয় আশ্চর্য্য ময়ী শোভা উদিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের লোভনীয় হউক ॥৬৮॥

বন শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য নিজ নিজ মান বৃদ্ধির জন্য প্রিয়সখী গণ "এই দিকে, এই দিকে"— বলিয়া পথে পথে রাধা মাধবকে চতুর্দ্দিক হইতেই প্রেরণাদিতে থাকিলে, তাঁহারা অতি লুব্ধ ও উল্লসিতচিত্তে কোন্ দিকে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া (কেবল) হাসিতেছিলেন ॥ ৬৯ ॥

"হে মদীশ্বর যুগল! এই দিকেই বহুতর রমণীয় বস্তু রহিয়াছে,

ইতি ধৃতপদদাসী কাকুভি স্তত্রগত্বা
স্মর প্রমুদিত রাধা মাধবৌ তৎপ্রশংসৌ ॥৭০॥
বিন্যাসৈঃ পদ পঙ্কজস্য বিপিন শ্রেণীরলং কুর্ব্বতী
সব্রীড় স্মিত কন্দলেন বিলসৎকুন্দং নভঃ কুর্ব্বতী।
ভ্রূবল্লীনটনেন মন্মথধনুঃ খণ্ডং বৃথা কুর্ব্বতী
রাধা মাধব সঙ্গতাঽটতি সখীবৃন্দেন বৃন্দাটবীম্ ॥৭১॥
ব্যত্যস্তাভরণাম্বরা মতিজবাদ্ গণ্ডোচ্ছলৎ কুণ্ডলা
মালোলায়ত নেত্র মুক্ত কবর চ্চ্যোতৎপ্রসূনাবলিম্।
কান্তাঽলী তদশংকয়াঽপ্যতিনুতে বৃন্দাবনৈকস্থলে
তদ্বীক্ষা রস সম্ভ্রমাদ্ দ্রুতগতিংরাধামহং রাধয়ে ॥৭২॥
কাপ্যাগতা যদৈব শংসতি বনং বৃন্দাবনে কিঞ্চন
ব্যক্তং তর্হ্যতিকৌতুকেন বিবশা রাধাগ্রতো ধাবতি।
কেশান্ সংবৃণতী ন নাঽপি রসনং নামন্ত্রিতালি প্রিয়া
ত্যক্তোৎসঙ্গ বিপঞ্চিকাঽথ সহসোল্লাসৈঃ পরেঽপ্যন্বযুঃ ॥৭৩॥

পূর্ব্বে ইহাই দ্রষ্টব্য, তৎপরে প্রিয় সখীর নির্দ্দিষ্ট দেশে গমন করিবেন—" এই বলিয়া সেই দাসী পদ যুগল ধরিয়া মিনতি করিলে রাধামাধব সেই স্থলে গিয়া অতি আনন্দিত হইয়া তাহার প্রশংসা করিলেন—ইহাই স্মরণ কর। (অথবা কাম-রস-প্রমত্ত রাধামাধব তাহার প্রশংসা করিলেন) ॥৭০॥

পাদপদ্ম বিন্যাসে বন প্রদেশ অলঙ্কৃত করিতেছেন,—সলজ্জ মৃদু মধুর হাস্যের ছটায় আকাশে কুন্দরাজির শোভা বিস্তার করিতেছেন,—ভ্রূলতার নৃত্যে কামধনুকে'ও ব্যর্থ করিতেছেন—এবম্বিধ অবস্থায় মাধব-সহ রাধা সখীবৃন্দ সমভিব্যাহারে বৃন্দাটবীতে বিচরণ করিতেছেন ॥৭১॥

বসন ভূষণের বিপর্য্যয় করিয়াছেন—অতিবেগ বশতঃ গণ্ডদেশেই কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে, চক্ষু ঘূর্ণন হইতেছে, এবং কবরীবন্ধন শিথিল হওয়ায় পুষ্পসমূহ খসিয়া প'ড়িতেছে; কান্ত'ও আলিগণ মুখে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া অতিস্তুত বৃন্দাবনস্থ এক স্থলে তদ্দর্শন জনিত রস গৌরবে অতিদ্রুত গমন কারিনী শ্রীরাধাকে আরাধনা করি ॥৭২॥

যদি কোনও সখী আসিয়া বলেন যে বৃন্দাবনে কোনও এক বন ব্যক্ত

ইদং ভগবদর্পণাচরিত সর্ব্বসৎ কর্ম্মণাং
ফলঞ্চ ভগবৎপদাম্বুজ সুভক্তিমৎ সঙ্গতেঃ।
ফলাত্ম ভগবৎ কথামৃতরুচি শ্রুতীনাং পরং
ফলং মদনমোহনো যদয়মৈক্ষি বৃন্দাবনে ॥৭৪॥

বিদগ্ধললিতাদিকালিভি রনূৎকণ্ঠং শিক্ষিতং
বিমুগ্ধ মৃগপক্ষিভিঃ কলকলোজ্ঝিতৈ বীক্ষিতম।
সুহেম হরিনীলরুগ্ দ্বয়মহো মহাদীক্ষিতং
স্মর স্মরমহোৎসবে নিজবনে পরালক্ষিতম্ ॥৭৫॥

অনঙ্গ রসমাদতঃ ক্ষুভিতদৃষ্টি বাগঙ্গয়ো
রভঙ্গ রতি রঙ্গয়োঃ সুরস পুঞ্জ কুঞ্জালিষু।
অলংগলিতধৈর্য্যয়োঃ স্মরত রাধিকা কৃষ্ণয়ো
রসঙ্গত গিরো গিণো বিলসিতানি বৃন্দাবনে ॥৭৬॥

হইয়াছে, তখনই অতি কৌতুকে অবশা হইয়া রাধা কেশ সম্বরণ করেন না গলিত রসনা (মেখলা) ও ধরেন না বা সখীগণকে ও জিজ্ঞাসা করেন না; এবং নিজের ক্রোড়স্থিত বীণা ও ত্যাগ করিয়া অগ্রে অগ্রে ধাবিতা হয়েন; কিন্তু পরে উল্লাস সহকারে সখীজন আসিয়া যোগদান করেন ॥৭৩॥

বৃন্দাবনে এই মদনমোহনকে দর্শন করিলেই ইহা ভগবদর্পিত সকল সৎকর্ম্মের ফল, ভগবৎ পাদপদ্মে উত্তমা ভক্তিশীল (সাধু) সঙ্গের ও ফল —এবং ফলাত্মক (সাধ্য স্বরূপ) ভগবৎ কথামৃতে রুচিজনক শ্রুতি সমূহের অধ্যয়নের ও পরম ফলই বটে ॥৭৪॥

বিদগ্ধা ললিতাদি সখীগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরস্পরের প্রেমোৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইতেছে—তাঁহারা যুগল কিশোরকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন— ত্যক্ত-কলরব বিমুগ্ধ পশুপক্ষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট, কিন্তু অন্যের অলক্ষিত সেই হেম-ইন্দ্রনীল-বর্ণ বিগ্রহদ্বয় নিজবনে স্মরমহোৎসবে মহাদীক্ষিত হইয়াছেন- ইহা স্মরণ কর ॥৭৫॥

অনঙ্গ রস মত্ততায় যাঁহাদের দৃষ্টি বাক্যে ও অঙ্গে চাঞ্চল্য দৃষ্ট, হইতেছে বৃন্দাবনের উৎকৃষ্ট রসবহুল কুঞ্জ সমূহে যাঁহারা নিত্যই রতিরঙ্গ করিতেছেন— যাঁহাদের ধৈর্য্য একেবারেই নষ্ট হইয়াছে, এবং পরস্পর অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন সেই রাধাকৃষ্ণের বিলাসাবলি স্মরণ কর ॥৭৬॥

অনন্ত সতৃষোল্লসচ্ছ্রুতি রনন্ততৃষ্ণার্ত্তদৃক্
তবামৃত কথা রস সদন ইন্দুবক্ত্রেক্ষণে।
নবেদ মহদল্পতাং বিধিনিষেধ বার্ত্তালবং
সদা লসতি রাধয়া ত্রুটিতসেতু বৃন্দাবনম্॥৭৭॥
স্বহস্তরচিতাং প্রিয়সুখচমৎকৃতপ্রীতয়ে
বিচিত্রপরিপাটিকাং কুসুমবাটিকা মাস্থিতাম্।
বিচিত্রনব কুঞ্জকাবলি পরিস্ক্রিয়াদৌ রতাং
ভজম্যনুগা কিঙ্করীমভিস্হতাং মুদা রাধিকাম্॥৭৮॥
সানন্দং নবকুঞ্জ বাসভবনং শিক্ষা সুদক্ষালিভি
র্নীতৌ নব্যবধূবরৌ নবরতি ক্রীড়া প্রসঙ্গাকুলৌ।
প্রোন্মীলন্নবরঙ্গ চিত্রসুপটৌ নব্যাঙ্গরাগস্রগা-
কল্পৌ জালগতেক্ষণালিসুখদৌ শ্রীগৌরনীলৌ নুমঃ॥৭৯॥
বৃন্দারণ্য গুণান্ প্রগায়দনিশং রাগৈর্বিচিত্রৈ র্মিথো
বৃন্দারণ্যরসাঙ্কিতাঃ প্রিয়সখীঃ সন্নাটয়ন্নাটিকাম্।

অনন্ত তৃষ্ণায় উল্লাসিতা শ্রুতি (কর্ণ)—তোমার অমৃতময় কথা-রস-সদনে রহিয়াছে আর অনন্ত পিপাসাকুলিত দৃষ্টি তোমার চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণই করিতেছে। তাহারা মহত্ত্ব অল্পত্বাদি বা বিধি নিষেধাদির বার্ত্তা লেশও জানে না-এইভাবে সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক (শ্যাম) রাধা সহিত সদাকাল বিলাস করিতেছেন॥৭৭॥

প্রিয়তমের সুখ, চমৎকার ও প্রীতির জন্য স্বহস্ত-রচিত বিচিত্র পরিপাটীযুক্ত কুসুমবাটিকাতে গমন করিয়া বিচিত্র নব কুঞ্জ সমূহ পরিস্কার করিতে নিযুক্তা হইয়াছেন এবং আনন্দের সহিত অনুগতা দাসীর পশ্চাদ্ গামিনী যে শ্রীরাধিকা—তাঁহাকে ভজন করিতেছি॥৭৮॥

শিক্ষা বিষয়ে সুনিপুণা সখীগণ কর্ত্তৃক আনন্দমনে নব কুঞ্জ বাসগৃহে নবরতিক্রীড়া—প্রসঙ্গাকুলিত নব বধূবরদ্বয় নীত হইয়াছেন—অতিসুন্দর নব রঙ্গ বিচিত্র সুবসন পরিধান করিয়াছেন—নব্য অঙ্গরাগ, মাল্য ও শিরোভূষণাদিতে ভূষিত হইয়াছেন--রন্ধ্র পথে দর্শন করিয়া সখীরাও সুখী হইতেছেন—এবম্বিধ গৌরনীল যুগলের স্তুতি করিতেছি॥৭৯॥

উন্মাদোন্নতি বীক্ষ্য বীক্ষ্য মধুরাং বৃন্দাবনশ্রীততিং
শ্রীবৃন্দাবিপিনেঽদ্ভুতং দ্বয়মহ স্তৌমি গৌরনীলং মুদঃ ॥৮০॥
প্রত্যঙ্গোচ্ছলদনন্তপাররহিত শ্রীগৌরনীলচ্ছটা-
পীযূষাম্বুধি কোটি মন্মথ দুরুন্নেয়াতি লীলানিধিঃ।
রাধাকৃষ্ণ সুনাম ধামযুগলং তদ্দিব্য কৈশোরকং
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জবীথিষু সদা খেলন্মনো গাহতাম্ ॥৮১॥
জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তি নিত্য মিলনৌ নিত্যানুরাগোন্নতৌ
নিত্যাশ্চর্য্য নবীন দিব্যবয়সৌ নিত্যস্মরো ন্মাদিনৌ।
নিত্যান্যোন্য বিচিত্রকেলিকলনৌ নিত্যালিবৃন্দান্বিতৌ
শ্রীবৃন্দাবননাগরৌ ভজমন স্তাবেব নিত্যোজ্জ্বলৌ ॥৮২॥
অন্যোন্যাংসবলম্মিথোঽতি পুলক শ্রীবৃন্দদোঃ কন্দলৌ
হাসংহাসমনেকদিব্য গতিভি র্লীলা লসাভি র্মুদা।

পরস্পর বিচিত্র রাগ রাগিণীতে বৃন্দাবন গুণাবলী গান করিতেছেন— বৃন্দাবনরসযুক্তা প্রিয়সখীদিগকে নাটকাবধানে নৃত্য করাইতেছেন—মধুর বৃন্দাবনশোভা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের উন্মাদনার ক্রমোন্নতিই হইতেছেন- এবম্বিধ শ্রীবৃন্দাবনের গৌরনীলাত্মক অদ্ভুত বিগ্রহযুগলকে স্তব করিতেছি ॥৮০

যাঁহাদের প্রতি অঙ্গে অনন্ত অপার সুন্দর গৌরনীল চ্ছটামৃত সমুদ্র উচ্ছলিত হইতেছে, —যাঁহাদের নিজলীলা সমুদ্র কোটি কোটি মন্মথের ও সুদুর্গম—সেই দিব্য কিশোর—'রাধাকৃষ্ণ' এই সুন্দর নামধারী যুগলবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জ পথে পথে সর্ব্বদা খেলা করিতেছেন—তাঁহারা আমার মনে প্রবিষ্ট হউন ॥ ৮১ ॥

হে মন! জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতেও যাঁহাদের নিত্য মিলন, নিত্যই যাঁহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে নিত্য আশ্চর্য্য নবীন দিব্যবয়স বিশিষ্ট, নিত্য কামোন্মাদী, নিত্য পরস্পর বিচিত্র কেলি বিনোদী, নিত্য সখীমণ্ডলী মণ্ডিত, সেই নিত্যোজ্জ্বল রসান্বিত শ্রীবৃন্দাবন-নাগর যুগলকে ভজন কর ॥৮২

অন্যোন্য স্কন্ধ ধারণ করাতে পরস্পরের অতিশয় পুলক-সৌন্দর্য্য যুক্ত বাহু-যুগল শোভা পাইতেছে। তাঁহারা আনন্দে হাস্য করিতে করিতে লীলা-লস চিত্তে বহুবিধ দিব্যগতি-ভঙ্গীদ্বারা এবং "হে প্রিয়তমে" "হে প্রিয়" "দেখ দেখ, শুন শুন"—ইত্যাদি বাক্য বিন্যাস দ্বারা রাধা এবং তাঁহার

প্রাণেশে প্রিয় পশ্য পশ্য শৃণুশৃন্বিত্যাদি বাক্‌সম্ভ্রমৌ
রাধাতদ্রমণৌ স্মরাম্যতি রসাদ্বৃন্দাটবী চারিণৌ ॥৮৩॥

সমুদ্বেলিতাশেষ সৎপ্রেমসিন্ধৌ-
সদানন্দ বৃন্দাটবী শ্যামলেন্দৌ।
ন রাধাদৃগিন্দীবরানন্য বন্ধৌ
গতৌ দৃক্‌চকোরৌ তদাস্তাং মহান্ধৌ ॥৮৪॥

সদা রাধয়াঽগাধয়া প্রেমসারৈঃ
সদা রাধ্যয়া সাধ্যয়া তদ্বনাদ্যৈঃ।
অবিচ্ছিন্ন বৃন্দাটবী কেলি বৃন্দা-
মমানন্দিনী শ্যামলা সৈব শোভা ॥৮৫॥

মহানন্দ নিস্যন্দিনীং বিশ্বচেতো-
মৃগাবন্ধিনীং রন্ধিনীং বন্ধসন্ধেঃ।
রসোন্মত্ত বৃন্দাটবী বল্গিনীং তাং
হরে র্দিব্য বংশীমহং শীলয়ামি ॥৮৬॥

কদা বা মদাঘূর্ণদা কর্ণনেত্রা-কুলীভূয় বৃন্দাবন শ্রী রসেন।
নিজাঙ্গং মুদা গুণ্ঠয়েত্তদ্রজোভিঃ প্রিয়ালী সুবিস্মাপিনী ভাতি রাধা ॥

রগণ অতিরসভরে বৃন্দাবনে বিচরণ করিতেছেন—তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি ॥৮৩॥

অশেষ উৎকৃষ্ট প্রেমসিন্ধুর সম্যক্ বৃদ্ধি কারক, নিত্যানন্দময় বৃন্দাবনের শ্যামল—চন্দ্রমা—যিনি রাধা নয়ন পদ্মের একমাত্র বন্ধু—তাঁহাতে যদি নয়ন চকোর না যায়-তবে মহা অন্ধ হইয়াই থাকুক ॥৮৪॥

সেই সেই বনানী কর্তৃক নিত্য আরাধ্যা ও সাধ্যা, প্রেমসারে অগাধা রাধা কর্তৃক অনুষ্ঠিতা—বৃন্দাবনস্থ নিরবচ্ছিন্ন কেলিবৃন্দ ঘটিতা—সেই শ্যামল-শোভাই আমার আনন্দ দান করিতেছে ॥৮৫॥

মহানন্দ ক্ষরণশীলা, সকলের চিত্ত-মৃগের বন্ধন কারী, সকলের বন্ধনাদির হিংসা কারী (বিনাশকারী), রসোন্মত্ত বৃন্দাবনের বহু প্রশংসা-কারী, হরির সেই দিব্য বংশীকে আমি অনুধ্যান করিতেছি ॥৮৬॥

শ্রীরাধা কখনও বা বৃন্দাবন সৌন্দর্য্য রসে আকুলীভূতা হইয়া মদভরে আকর্ণ বিশ্রান্তি নয়ন ঘূর্ণন করিতে করিতে তদীয় রজ দ্বারা নিজাঙ্গ আচ্ছাদন

সদা রাধিকা কৃষ্ণ কেলীস্থলীনাং
বিলীনান্তরো দিব্যশোভাং বিভাব্য ।
ইহানন্দ কন্দে মহাশ্চর্য্যবৃন্দে
নিবৎস্যামি বৃন্দাবনে বিশ্ববন্দ্যঃ ॥৮৮॥
মহামোহিনী কোটি দুর্মোহ দৃষ্টি
র্মহা সিদ্ধি কোটিষু দুর্গন্ধ বুদ্ধিঃ ।
হৃদি ব্যক্ত রাধা পদাম্ভোজ শোভঃ
কদা লোভয়িষ্যামি বৃন্দাবনেঽন্যান্ ॥৮৯॥
ন রাধা ন রাধা প্রিয়ো নাপি বৃন্দা-
বনং নৈব বৃন্দানি তৎ প্রেমভাজাম্ ।
সদা যস্য হৃদ্‌গোচরে বাঽথ বাচাং
প্রচারে কথং তস্য তত্তদ্ রসশ্রীঃ ॥৯০॥
যত্রানন্দচ্ছবিতরু লতা পক্ষি সারঙ্গভৃঙ্গা
যত্র স্থল্যো বিবিধ মধুর জ্যোতিরুদ্ভূতিভাজঃ ।
যত্র প্রেমোন্মাদ রসময় জ্যোতি রেকাঙ্কি মূর্ত্তী
রাধাকৃষ্ণা বচলবিহৃতী নৌমি বৃন্দাবনন্তৎ ॥৯১॥

করিয়া প্রিয় সখীবর্গকে ও বিস্ময়ান্বিত করিয়া শোভা বিস্তার করিয়া থাকেন॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস স্থলী সমূহের দিব্য শোভা চিন্তা করিয়া করিয়া তাহাতেই অন্তরের বিলীন (মগ্ন) হইলে এই আনন্দ-কন্দ মহাশ্চর্য্য-বৃন্দ বৃন্দাবনে বিশ্ববন্দ্য হইয়া নিত্যই বাস করিব ॥৮৮॥

মহা মোহিনী কোটিতেও দুর্মোহ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, মহাসিদ্ধি কোটি-তেও দুর্গন্ধ বুদ্ধি করিয়া এবং হৃদয়ে রাধা পাদপদ্মের শোভা ব্যক্ত করিয়া কবে অন্যান্য সকলকে বৃন্দাবনের প্রতি লোভ জন্মাইব ? ৮৯ ॥

শ্রীরাধা , রাধাপ্রিয় (শ্যাম) , বৃন্দাবন বা তৎ প্রেমশালি ব্যক্তি বর্গ নিত্য যাহার হৃদয়-গোচর না হয় বা বাক্য প্রকাশে ও প্রকটিত না হয় , তাহার পক্ষে কি প্রকারে সেই সেই রস সৌন্দর্য্য আস্বাদন সম্ভব হয় ? ৯০॥

যে স্থানে তরুলতা , পক্ষী , সারঙ্গ (হরিণ , রাজহংস , ময়ূর) ও ভ্রমরাদি সকলেই আনন্দময়মূর্ত্তি ধারী , যে স্থানের স্থলী (ভূমি) সমূহ

অনন্তানন্দেন্দুদ্যুতি বিততয়োঽনন্তবৈদূর্য্যবর্য্য-
প্রভাভাভিঃ পূর্ণাঃ শশিমণিহরিদ্রত্না সদ্ধীরকাভাঃ
অনন্তাতি স্বচ্ছ চ্ছবি সুকনকাদর্শ দীপ্যত্তলাভা
দ্রুমা স্তে তে বৃন্দাবনভুবি মহাশ্চর্য্যরূপাঃ স্ফুরন্তু ॥৯২

একৈকাঙ্গোচ্ছলিত মধুর শ্যাম গৌর চ্ছটৌঘৈ
বৃন্দারণ্যং সুখচিতমথ প্রেমমাধ্বীমদান্ধম্।
কুর্ব্বন্তাদ্ভুত রতিকলা বারিধী কৃষ্ণরাধে-
শুদ্ধ প্রেমোজ্জ্বল রসতনূ নিত্যমন্তশ্চকাস্তাম্ ॥৯৩॥

বৃন্দারণ্য কদম্বচ্ছায়ায়াং রাধিকাকৃষ্ণৌ।
গায়ন্তাবতি মধুরং মম সেবাং মনসি বাঞ্ছিতাং দিশতাম্ ॥৯৪॥

শ্রীবৃন্দাবন কনকস্থলীষু শিঞ্জানং মঞ্জু মঞ্জীরম্।
সঞ্চরদরুণসরোজচ্ছবি চরণং তৎ স্মরামি রাধায়াঃ ॥৯৫॥

হৃন্মম রাধা নাগরচরণে মরণেঽপি নৈব বিস্মরতু।

বিবিধ মধুর জ্যোতির উৎপত্তি কারক—যে স্থানে প্রেমোন্মাদ রসময় জ্যোতির মুখ্য সমুদ্র রূপ মূর্ত্তি বিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণ অবিচল ভাবে বিহার করিতেছেন—সেই বৃন্দাবনকে স্তব করিতেছি ॥৯১॥

অনন্ত আনন্দময় চন্দ্র জ্যোৎস্না রাশি বিশিষ্ট, অনন্ত শ্রেষ্ঠ বৈদূর্য্য মণি প্রভৃতির প্রভায় উদ্ভাস্বর ; চন্দ্রকান্ত, মকরত ও উৎকৃষ্ট হীরকাভা সম্বলিত, অনন্ত অতি-স্বচ্ছকান্তি সুন্দর সুবর্ণ মুকুরবৎ দীপ্তি যুক্ত নীচস্থলের কান্তিযুক্ত সেই সেই বৃন্দাবন ভূমিস্থ মহাশ্চর্য্য বৃক্ষরাশি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥৯২॥

প্রত্যেক অঙ্গে উচ্ছলিত মধুর শ্যাম গৌর কান্তিরাশি দ্বারা বৃন্দাবনকে সুন্দররূপে খচিত ও প্রেম মধুতে মদান্ধ করিয়া অদ্ভুত রতিকলা সমুদ্র রাধা-কৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমোজ্জ্বল রসময় তনু বিশিষ্ট হইয়া নিত্যই অন্তরে বিরাজ করুন ॥

বৃন্দারণ্য কদম্বচ্ছায়ায় অতি মধুর সঙ্গীতকারী রাধাকৃষ্ণ আমার মনো-বাঞ্ছিত সেবা দান করুন এই প্রার্থনা ॥৯৪॥

শ্রীবৃন্দাবনীয় কনকস্থলী সমূহে মনোজ্ঞ-মঞ্জীর-শব্দযুক্ত সঞ্চরণশীল রক্তপদ্ম কান্তিযুক্ত সেই রাধাচরণকেই স্মরণ করিতেছি ॥৯৫॥

তনুরপি ন বিপৎ কোটিষু জীবনবৃন্দাবনং ক্ষণংত্যজতু ॥৯৬॥
দৃষ্টাদৃষ্টান্ বিষয়ান্ বিস্মর হৃন্ন স্মর স্বভামপি ব্রহ্ম।
ন বিমুহ্য পর বিভূত্যা বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুতং রসং মৃগয় ॥৯৭॥
বৃন্দাবনভুবি দোষাঃ কথমপি দোষা নবেহ সা বিস্তা।
দুঃখক্ষয়াদি দৃষ্টি ভ্র্যান্তি রপীয়ং মহাভ্রান্তিঃ ॥৯৮॥
নন্দয়তি হৃদয়,কুমুদং,মন্দয়তি মহাতমঃ স্তোমম্।
উচ্ছলয়তি রসসিন্ধুং বৃন্দাবন কীর্ত্তিচন্দ্রিকা স্ফুরতি ॥৯৯॥
রাধানন্তাপরাধাৎ পততাং বাধা ম্বুধাবনুদ্ধারঃ ।
বৃন্দাবনমপি মন্দায়ত ইহ করুণার্দ্র দৃক্ প্রসারে ॥১০০॥
অহো ব্যামোহোঽয়ং ক ইব দুরপোহোঽপি মহতাং
যদেতৎ সর্ব্বোচ্চৈ র্জ্বলদপি চ বৃন্দাবন বনে।
পরং জ্যোতিঃ সাক্ষাদপি মদনগোপাল বপুষা
রসানাং সারৌঘং কিরদপি নিরীক্ষ্যান্যরুচয়ঃ ॥১০১॥

আমার হৃদয় মরণকালেও যেন শ্রীরাধানাগরের চরণযুগল বিস্মৃত না হয়; মদীয় দেহও যেন বিপৎ কোটি পাতে জীবনবৃন্দাবনকে এক ক্ষণের জন্য ও ত্যাগ না করে ॥৯৬॥

দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকল বিষয় বিস্মৃত হও, হে হৃদয়! স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বিষয়েও স্মরণ করিও না। পরম বিভূতিতে ও বিমুগ্ধ না হইয়া বৃন্দাবনে অদ্ভুত রসের অনুসন্ধান কর ॥৯৭॥

বৃন্দাবন ভুমির দোষ সমূহ কোনও প্রকারে দোষ নয় কি না—ইহাই (অনুসন্ধান করা) অবিদ্যা। দুঃখ এবং ক্ষয়াদির প্রতি দৃষ্টিই ভ্রান্তি আর অন্যত্র গমনই মহাভ্রান্তি ॥৯৮॥

বৃন্দাবন কীর্ত্তি জ্যোৎস্না হৃদয়-কুমুদের আনন্দদান কারী, মহান্ধকার-রাশি নাশকারী ও রস-সমুদ্র উচ্ছলন কারী রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ॥৯৯॥

রাধাতে অনন্ত অপরাধ হেতু বাধা (বিঘ্ন) সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিদের উদ্ধার নাই। বৃন্দাবনও ইহাতে করুণার্দ্র নয়ন প্রসারিত করেন না ॥১০০॥

অহো! মহৎ দিগের এই কি দুরপনেয় ব্যামোহই যে বৃন্দাবনে এই পরমজ্যোতি মদনগোপাল বিগ্রহ হইয়া সাক্ষাৎভাবে রসসার-বিকীরণ পূর্ব্বক

অহো বৃন্দারণ্যোজ্জ্বল মদনগোপাল বিলস-
মুখেন্দোঃ সৌন্দর্য্যং হরতি প্রতিসারং ধৃতিমতাম্।
তদেতস্যৈবৈকান্তিক মধুরদাস্যেন পদয়োঃ
শরীরং ন্যস্যেদং বিরতকৃতি নেষ্যে জন্ম রিদং ॥১০২॥
সংবীত সৎ কনক পীতপটং নিবীত-
মালো লসৎ কনকচম্পকচারু দাম্না।
শ্রীরাধায়াঃ কনকচারুরুচা মুকুন্দং
বৃন্দাবনে কনকভূষণবেণুমীক্ষে ॥১০৩॥
বৃন্দাবনে মদনমোহন বক্ত্রচন্দ্র-
শোভামৃতায় মম দৃগ্ বহুজাতলোভা।
রাধা বিলোচন বিলোল চকোরচারু-
চঞ্চুৎপুটৈ শ্চুলুকিতাহথ কুতোহপি নৈতি ॥১০৪

ইতি শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে চতুর্দ্দশং শতকম্ ॥১৪॥

সর্ব্বোচ্চভাবে জাজ্জ্বল্যমান হইতেছেন, দেখিয়াও ইঁহারা অন্য বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন !! ১০১॥

অহো ! বৃন্দাবনীয় উজ্জ্বল মদন গোপালের মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্য সকল ধৈর্য্য-শীলেরই প্রত্যেক সার বস্তু হরণ করিয়াছেন। তবে ইঁহারই পদ যুগলের ঐকান্তিক দাস্যভাবে এই শরীর ন্যাস করিয়া অন্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া এই জন্ম পাতই করিব ॥১০২॥

সুন্দর স্বর্ণ পীত পট্টে আবৃত হইয়াছেন—স্বর্ণচম্পকের সুন্দর মালার সহিত আচ্ছাদন বস্ত্র (উড়নী) পরিধান করিয়াছেন—শ্রীরাধিকার স্বর্ণচারু কান্তিতে সমাচ্ছাদিত হইয়াছেন এবং স্বর্ণ ভুষণে খচিত মুরলী ধারী মুকুন্দকে বৃন্দাবনে দেখিতে ইচ্ছা করি ॥১০৩॥

বৃন্দাবনে মদনমোহনের মুখচন্দ্র শোভামৃত পান করিবার জন্য আমারর দৃষ্টি (চকোরী) বহু লোভ করিতেছে। কিন্তু রাধার নয়ন রূপ চঞ্চল চকোরে সুন্দর চঞ্চুপুটে তাহা নিঃশেষে পীত হইয়াছে, অতএব আর কোথায়ও পাওয়া যাইতেছে না !! ১০৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত চতুর্দ্দশ শতকের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীপ্রিয়াবল্লভো জয়তি ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্ ।

পঞ্চদশ শতকম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জপুষ্প শয়নে বৃন্দাবনাধীশ্বরী-
সঙ্গা ভঙ্গুর কামরঙ্গ মধুরো বৃন্দাবনৈকোদয়ঃ ।
বৃন্দারণ্যবিচিত্রপুষ্পবিলস ন্মালাদিবেশোজ্জ্বলঃ
শ্রীবৃন্দাবননাগরো দিশতু মে বৃন্দাবনে সদ্রতিম্ ॥১॥
বৃন্দারণ্যে স্বকররচিতাশ্চর্য্য সৎ পুষ্পবাট্যাং
নানা পুষ্পাদ্ভুত রচিত সন্মণ্ডপে সৎপথেন ।
স্বাস্তীর্ণাম্ভোরুহ মৃদু দলেনাভিসার্য্যাশু রাধাং
ক্রীড়ন্ কৃষ্ণোঽবতু স ভবতো জুষ্টবর্ত্মোপহারাম্ ॥২॥

শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে পুষ্প শয্যায় বৃন্দাবনাধীশ্বরীর সহিত নিরন্তর কামরঙ্গ বিলাসে মধুর, বৃন্দাবনেই একমাত্র উদয়শীল, বৃন্দারণ্যের পুষ্প রচিত মাল্যাদি বেশদ্বারা উজ্জ্বল, শ্রীবৃন্দাবন-নাগর আমাকে বৃন্দাবনের প্রতি বিশুদ্ধা রতি দান করুন ॥১॥

বৃন্দারণ্যে নিজ হস্তে রচিত আশ্চর্য্য সুন্দর পুষ্প বাটিকাতে নানা পুষ্পে অদ্ভুত ভাবে নির্ম্মিত সুন্দর মণ্ডপে পদ্মের মৃদুদলে অতি সুন্দর ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া নিজেই যে সুন্দর পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই পথেই শ্রীরাধাকে শীঘ্র অভিসার করাইয়া ক্রীড়া পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

দ্রষ্টব্য—বিশুদ্ধ আদর্শ গ্রন্থের অভাবে এই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্রুটী বিচ্যুতি সহ "যদৃষ্টং তন্মুদ্রিতং" করিতে বাধ্য হইতে হইল। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ এই নব প্রকাশিত মহারত্নের বিশুদ্ধতার জন্য সর্ব্বথা দায়িত্ব গ্রহণ করিলে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইব। —প্রকাশক

নির্মর্য্যাদাঃ স্বপদমভিতঃ সেবমানা বিভূতীঃ
পশ্যদ্ ব্রহ্মাভিধমপি পদং নাপি নাম্নায় বর্ত্ম ।
বৃন্দাটব্যামতি রতি রসৈকাব্ধিমগ্নং শ্রিতানাং
গৌরশ্যামং তদুভয়মহঃ কোঽপি পন্থা দুরুহঃ ॥৩॥
……অত্যানন্দাদ্বিবশ বিবসন স্রগ্ বিভূষাদি সেবাং
নারীবৃন্দে রবসর কৃতাং ন স্মরন্তৌ স্মরামি ॥৪॥
মানে গাঢ়তরেঽপি কর্কশ সখীশিক্ষাশতৈঃ প্রেয়সা
শশ্বৎ প্রেষিতমাননাস্পদজনাত্যন্তা র্থনেনাদৃতে ।
ভূয়ঃ প্রেষ্ঠগিরা তদীয়বসতৌ বৃন্দাটবীকুঞ্জকে
সম্যক্ শ্লাঘিত একয়া স্বয়মহো রাধাং দ্রবন্তীং ভজ ॥৫॥
অস্ত্রাণা মধিদেবতা রতিপতে রীশার্দ্দনেঽপীশিতুঃ
স্বাদ্যানা মধিদেবতাঽতি পরম প্রোদ্দাম ভাবশ্রিয়াম্ ।
কেলীনামধিদেবতা রসভৃতাং সা কাঽপি রাধাভিধা
প্রাণানামধিদেবতা ব্রজপতে র্জাগর্ত্তি বৃন্দাবনে ॥৬॥

নিজ পাদপদ্ম সবিধে সেবা পরায়ণ হইয়া অসীম বৈভব সমূহ আসিলেও তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ব্রহ্মাখ্য পদ বা শ্রৌতমার্গের প্রতিও দৃষ্টি পাত না করিয়া এই বৃন্দাবনে অতিশয় রতিরসেই মগ্নচিত্ত যে গৌর শ্যাম যুগল কিশোর—তাঁহাদিগের আশ্রিত গণের কোনও (অনির্ব্বাচ্য) পন্থা-অতি দুরূহ (দুর্ব্বোধ্য) ॥ ৩ ॥

....

সখীদিগের শত শত কর্কশ শিক্ষা দ্বারা মান গাঢ়তর হইলেও কিন্তু প্রিয়তম কর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রেরিত কোনও মাননীয় জনের অত্যন্ত সাধ্যাতে আদৃতা হইয়া এবং প্রিয়তমের বাক্যে উদ্‌বুদ্ধ কোনও এক সখীকর্তৃক তদীয় বসতি বৃন্দাটবী কুঞ্জের প্রশংসা শুনিয়া স্বয়ং দ্রুতগামিনী যে রাধা তাঁহাকে ভজন কর ॥ ৫ ॥

জগদীশ্বরের মর্দ্দনেও সমর্থ কামদেবের অস্ত্র সমূহের অধিদেবতা, অতি পরম প্রোদ্দাম অথচ আস্বাদনীয় ভাব-সৌন্দর্য্যেরও অধিদেবতা, রস-পূর্ণ বিলাস সমূহের অধিদেবতা—সেই অনির্ব্বাচ্য 'রাধা' নামক ব্রজপতির প্রাণ সমূহের ও অধিদেবতা এই বৃন্দাবনে জাগ্রত আছেন ॥৬॥

ভ্রূভঙ্গ্যা কোটি কোটিঃ'স্হজতি রতিপতে র্বাগ্বিলাসৈঃ সুধানাং
কোটি র্বা বিষ্করোতি স্মিতবদনরুচা চন্দ্রকোটী র্ব্যণক্তি।
একৈকাঙ্গ চ্ছটাভিঃ প্রণয় রস মহাম্ভোধি কোটীঃ প্রসূতে
সা বৃন্দারণ্য এব প্রিয়সহ বিহৃতিঃ স্বামিনী রাধিকা মে ॥৭॥
শ্যামানন্দ রসৈক সাগর! হরে! বৃন্দাটবীনাগর!
শ্রীরাধামুখপদ্মভৃঙ্গ! পরমাভঙ্গে রনঙ্গোৎসব!
বংশীপ্রাণসখী! সদা মুখরিত শ্রীরাধিকা সদ্গুণ!
প্রেমোদ্দাম বিলাস মোহন! মনাক্ প্রোন্মীল মন্মানসে ॥৮॥
চূড়াং পুষ্পৈ র্বিচিত্রৈ র্মণিভুবি বিরচয্যাত্র নব্যং শিখণ্ডং
ন্যস্য স্রগ্ভি র্বতংসাদিভি রপি চ লসন্ মেঘ আয়াতি কৃষ্ণে।
দূরাদেবালি শিক্ষা ক্বচন বিচলিতা ক্বাপি মৌনাদি দীক্ষা॥
ধাবন্ত্যাশ্লিষ্য রাধা হৃদি মম রুদতী ভাতি বৃন্দাবনেন্দুম্ ॥৯॥
চন্দ্রাবল্যাঃ কুঞ্জবাটী প্রসূনৈঃ
ক্লৃপ্তাকল্পেঽপ্যাগতে প্রাণনাথে।

বৃন্দাবনে প্রিয়তম সহ বিলাসিনী আমার স্বামিনী রাধিকা প্রতিভ্রূ-ভঙ্গীতে কোটি কোটি কামদেবের সৃষ্টি করিতেছেন—বাক্য বিন্যাস চাতুর্য্যে কোটি কোটি অমৃতের আবিষ্কার করিতেছেন—মৃদু মধুর হাস্যযুক্ত বদন-কান্তিতে কোটি কোটি চন্দ্র ব্যক্ত করিতেছেন এবং প্রত্যেক অঙ্গের লাবণ্য-চ্ছটায় প্রণয়রস মহাসিন্ধু কোটি প্রসব করিতেছেন ॥৭॥

হে শ্যাম! হে আনন্দরসৈক সাগর! হে হরি! হে বৃন্দাবন-নাগর! হে শ্রীরাধামুখ-পদ্ম-ভ্রমর! হে পরম অভঙ্গ (নিত্যস্থায়ী) অনঙ্গোৎসব কারিন্! হে বংশী প্রাণ-সখী! হে নিত্য-রাধা-সদগুণাবলি গায়ক! হে প্রেমোদ্দাম! হে বিলাস মোহন! মম মানসে কিঞ্চিত ক্ষণের জন্য ও উদিত হও ॥৮॥

এই মণিভূমিতে বিচিত্র পুষ্পের চূড়া রচনা করিয়া তাহাতে নবীন ময়ূর পুচ্ছ ন্যাস ক্রমে নির্ম্মিত মালা ও শিরোভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত মেঘ বর্ণ কৃষ্ণ আসিতে থাকিলে সখীগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত শ্রীরাধা কোথাও বিচলিতা হইতেছেন, কোথাও বা মৌনাদিতে দীক্ষিতা হইয়াছেন এবং অন্য সময়ে আবার ধাবিত হইয়া বৃন্দাবনচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতেছেন

নাঙ্গামর্দ্দে র্নাঙ্গুলী নেত্রভঙ্গে
শ্চাল্যালীনাং পাতু রাধাঽতিমুগ্ধা ॥১০॥
বৃন্দারণ্যং তব তদখিলং ত্বৎপদস্যানুকম্প্যং
চন্দ্রাবল্যাঃ সকৃদপি গৃহং যামি চেৎ স্যাত্তবাজ্ঞা ।
ইত্থং কৃষ্ণে বদতি রুদতীং সংপরিষ্বজ্য গাঢ়ং
রাধা মত্যাকুলগিরা নহি নহীত্যুক্তিধারাং স্মরামি ॥১১॥
দ্বারপ্রাপ্তে সকল সুসখীবৃন্দ আভাতিভানৌ
বিষ্বক্ কোলাহলিনি পততাং বৃন্দ ইন্দৌ সুমন্দে ।
বৃন্দারণ্য ব্রততিভবনে রাধিকা সংচুকোচ-
হ্রীণা কিঞ্চিন্ন হরি রহহাশ্লেষণে স্পন্দিতাঽপি ॥১২॥
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জভূষণ সদা বৃন্দাবনাবিষ্টধীঃ
শ্রীবৃন্দাবন নাগরোন্মাদ মহাপ্রেমান্ধ রাধাঙ্কগ !
শ্রীবৃন্দাবনমোহন স্মর সদা বৃন্দাটবীজীবন
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র খেল মম হৃদ্‌ব্যঞ্জ নিকুঞ্জেঽনিশম্ ॥১৩॥

—এবম্বিধা রাধা আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হউন ॥৯॥

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবাটিকার পুষ্প সমূহ দ্বারা রচিত ভুবনে শোভিত হইয়াও প্রাণনাথ আগত হইলে সখীগণের অঙ্গমোটন, বা অঙ্গুলী নেত্রাদির ভঙ্গিতেও অবিচলিতা অতি মুগ্ধা রাধা আমাদিগকে পালন করুন ॥১০॥

"এই বৃন্দাবন তোমারই এবং অত্রত্য সকল বস্তুই তোমার চরণ যুগলের দয়াপাত্র, যদি তোমার আজ্ঞা হয়, তবে একবার ও চন্দ্রাবলীর গৃহে যাইতে পারি।" —এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলিলে ক্রন্দন করিতে করিতে কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক যিনি অতিশয় আকুলা হইয়া "না না"—এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন—সেই শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতেছি ॥১১॥

সুসখী মণ্ডলী দ্বারদেশে উপস্থিত—সূর্য্য উদিত—পক্ষি সমূহ ইতস্ততঃ কোলাহল পরায়ণ—চন্দ্র ও অতি ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে—তখন বৃন্দাবনে লতা গৃহে প্রাণেশ্বরের আলিঙ্গনে স্পন্দিতা হইলেও লজ্জিতা রাধা সঙ্কোচ করিতেছিলেন ; অহহ ! হরি কিন্তু কিছুই বুঝিতেছেন না !! ১২॥

হে শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ ভূষণ ! হে নিত্য বৃন্দাবনাবিষ্ট চিত্ত ! হে শ্রীবৃন্দাবন

ক্বনৎ কনক কিঙ্কিনীগণ ঝনজ্ঝনৎকারিণী
রণদ্‌বলয় নূপুরা বিবিধ হস্তকৈ র্মোহনী।
বিচিত্র পটভূষণা কৃতবিচিত্র লাস্যাদ্ভুতা
বিচিত্রয়তি রাধিকা সহরি সালি বৃন্দাবনম্ ॥১৪॥
বিচিত্র রত্ন চিত্রকাং বিচিত্রহার মুদ্রিকাং
বিচিত্র পুষ্পগুম্ফিতোচ্ছলাম্বুজাগ্রবেণিকাম্।
স্মরামি রাসমণ্ডলে বিচিত্রবেশ রাধিকাং
বিচিত্র পিঞ্ছ মৌলিনা বিচিত্রনৃত্য মোহনীম্ ॥১৫॥
কলিন্দশৈল নন্দিনীতটে নটেন্দ্র মণ্ডলী-
দুরূহ সদ্রসোল্লসৎ সুতাণ্ডবৈক পণ্ডিতম্।
সরোমহর্ষ মণ্ডিতং স্বয়ং রসান্ধরাধয়া
স্বরূপ খণ্ডিত স্মরংস্বয়ং স্মরামি মাধবম্ ॥১৬॥

-নাগর! হে উন্মদ প্রেমান্ধ! হে রাধা-ক্রোড়গ! হে শ্রীবৃন্দাবন-মোহন-কামদেব! হে নিত্যবৃন্দাবন-জীবন! হে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র! মম হৃদয়ে ব্যক্ত নিকুঞ্জে দিবানিশি খেলা কর ॥১৩॥

যাঁহার স্বুবর্ণ কিঙ্কিনী সমূহ ঝন্ ঝন্ শব্দে মুখরিত, এবং তৎসঙ্গে বলয় নূপুরের ধ্বনি ও শুনা যাইতেছে, যিনি বিবিধ হস্তভঙ্গী করিয়া মনো-মোহন করিতেছেন, —যিনি বিবিধ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন--সেই বিচিত্র লাস্য (নৃত্য) কারিণী অদ্ভুত রাধা শ্রীহরিও সখীগণসহ শ্রীবৃন্দাবনকে বিচিত্রিত করিতেছেন ॥১৪॥

যিনি বিচিত্র রত্নে সুসজ্জিতা ও বিচিত্র হার মুদ্রাদি পরিহিতা, বিচিত্র পুষ্পে গ্রথিত ও অগ্রভাগে পদ্ম ভূষিত বেণী ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে, সেই বিচিত্রনৃত্য মোহিনী বিচিত্রবেশা রাধিকাকে বিচিত্র শিখিপিঞ্ছ ধারীর সহিত রাসমণ্ডলে স্মরণ করিতেছি ॥১৫॥

কালিন্দী তটে নটেন্দ্র মণ্ডলীরও দুরূহ উত্তমোত্তম রসোল্লাসী, উৎকৃষ্ট তাণ্ডবৈক পণ্ডিত, উন্নত রোমাঞ্চব্যাপ্ত, এবং নিজরূপ মাধুর্যে কামের ও গর্ব্বনাশন স্বয়ং মাধবকে স্বয়ং রসান্ধ রাধার সহিত স্মরণ করিতেছি ॥১৬॥

অনন্ত যোজনোচ্ছ্রিত প্রসারি শাখনীপদ্রুমস্য স্মর।
শীতলে তলে বিচিত্র রাধয়া বিচিত্রবেশং মাধবম্ ॥১৭॥
স্বর্ণাব্জোদ্ভাসি কৃষ্ণাতট ললিত নবস্বর্ণবল্লী গৃহাগ্রে
সংতপ্তস্বর্ণবর্ণাম্বর মুরুমণিসংনদ্ধ সুস্বর্ণভূষাম্।
মালাং সুস্বর্ণপুষ্পৈ র্দধদতিরুচিরাং স্বর্ণসচ্চম্পকাভাং
শ্রীরাধাং বীক্ষ্যবীক্ষ্য ক্বণয়ন মুদিতো মাধবঃ স্বর্ণবংশীম্ ॥১৮॥
রাকা হিমকর কোটিচ্ছবি বৃন্দারণ্য শাখিবৃন্দায়।
মম মন আনন্দাম্বুধি কন্দায় প্রীত কৃষ্ণচন্দ্রায় ॥১৯॥
গৌরশ্যাম কিশোরৌ কৌচন কুতুকান্মিথো মনশ্চোরৌ।
প্রেমগুণৈঃ পরিবদ্ধৌ বৃন্দারণ্যে স্মর স্মরক্ষুব্ধৌ ॥২০॥
হা কামক্রোধলোভাদ্যতি বল বহুল ব্যাল সংকীর্ণমেতৎ
সংসারারণ্য মেতদ্দশ দিশি বিসরদ্দুঃখ দাবানলৌঘম্।
কিংকুর্ম্মঃ কুত্র যামো হরি হরি শরণং স্বস্থ পশ্যামি নান্যৎ
শ্রীবৃন্দারণ্য ধন্য স্তুত নিজকৃপয়া রক্ষ মাং ত্বামুপেতম্ ॥২১॥

অনন্ত যোজন ব্যাপী সমুচ্চ ও বিস্তৃত শাখাযুক্ত কদম্ব বৃক্ষের সুশীতল তলে বিচিত্র রাধা সহ বিচিত্র বেশধারী মাধবকে স্মরণ কর ॥১৭॥

স্বর্ণপদ্মে উদ্ভাসিত কালিন্দীর তটে উৎকৃষ্ট নূতন স্বর্ণলতা গৃহের সম্মুখে, গলিত কাঞ্চন বর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং বহুল মণি গ্রথিত উত্তম স্বর্ণভূষা ও স্বর্ণপুষ্প নির্ম্মিত মালা ধারণ পূর্ব্বক মাধব অতি মনোজ্ঞ স্বর্ণ-চম্পকাভ শ্রীরাধাকে দেখিয়া দেখিয়া স্বর্ণবংশী বাজাইয়া আনন্দিত হইতেছেন॥

(রাকা) পূর্ণিমার কোটি কোটি চন্দ্রের কান্তি বিশিষ্ট বৃন্দাবনীয় বৃক্ষ-সমূহ—আনন্দ সাগরের কন্দ (মূল) স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরও নিরতিশয় প্রীতি দায়ক—অতএব আমার মন ইঁহাদিগেতেই থাকুক ॥১৯॥

গৌর শ্যামাত্মক কোনও যুগল পরস্পর কৌতুকেই পরস্পরের মন চুরি করিয়াছেন, তাঁহারা বৃন্দাবনে প্রেমগুণে পরিবদ্ধ হইয়া স্মরক্ষুব্ধ হইতে-ছেন—তাঁহাদিগকে স্মরণ কর ॥২০॥

অহো! কাম ক্রোধ লোভাদি অতি বলবান্ বহু হিংস্র (শ্বাপদ) সংকুল এই সংসারারণ্য—ইহার দশদিকেই বিস্তৃত দুঃখ--দাবানলে পরিপূর্ণ!

কর্ণালম্বিলসৎ কদম্বমুকুলঃ কাদম্বিনীশ্যামলো
দিব্যঃ কোঽপি কিশোর উজ্জ্বলতড়িৎ কোটিচ্ছটাং কামপি।
দিব্যামেককিশোরিকাং রসময়ীমঙ্কে স্বপঙ্কেরুহো
নীলৎপত্র বিলোচনাং দধদহো বৃন্দাবনে নন্দতি ॥২২॥
একং যত্র চকাস্তি ধাম বিলসৎ কাদম্বিনী শ্যামলং
বিদ্যুৎ কোটি বিড়ম্বকদ্যুতি পরং নিত্যাবিযুক্তং দ্বয়ম্।
অত্যন্তং রসদুর্দ্দিনং নিরবধি ব্যালুপ্য দেবাধ্বনঃ
সর্ব্বান্ ভক্তিনদীপ্লবেন পরিত স্তাং নৌমি বৃন্দাটবীম্ ॥২৩॥
অপরতঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ং ভগবতো ভজনঞ্চ ভবেদ্বহু।
ধ্রুবমিদ স্তু বিনা বৃষভানুজাবনমহো ন মহোজ্জ্বল ভক্তয়ঃ ॥২৪॥
অহহ জন্ম সহস্র সমেধিতৈ র্বহু তপোজপ যোগ সমাধিভিঃ।
অসুলভং লভতেঽপ্যধি রাধিকাবনময়ে নময়েদপি যঃ শির ॥২৫॥

আমি কি-ই বা করিতে পারিব ? কোথায়ই বা যাইব ? হরি ! হরি !! আমার অন্য শরণ (রক্ষক) 'ও দেখিতেছি না ! হে শ্রীবৃন্দাবন ! তোমার ধন্য ও স্তুত (প্রশংসনীয়) নিজ কৃপা দ্বারা শরণাগত আমাকে রক্ষা কর ॥২১॥

ওহে ! কর্ণযুগে অতি সুন্দর কদম্ব মুকুল ধারণ করিয়া মেঘ-শ্যামল দিব্য কোনও এক কিশোর উজ্জ্বল বিদ্যুৎ কোটির দীপ্তিবিশিষ্টা সুন্দর পদ্ম-পলাশনয়না কোনও এক রসময়ী দিব্যা কিশোরীকে ক্রোড়ে লইয়া বৃন্দাবনে আনন্দ করিতেছেন ॥২২॥

যে স্থানে মেঘ-শ্যামল এক বিলাসী বিগ্রহ এবং কোটি বিদ্যুতের ও তিরস্কারী অপর এক মূর্ত্তি বিরাজ করেন-দুই-ই কিন্তু নিত্য মিলিত , যে স্থলে সমস্ত দেব পথ (আকাশ বৈদিক মার্গ) লুপ্ত করিয়া নিরন্তর রস (জল, প্রেম) বর্ষণ হইতেছে—যথায় ভক্তি-নদী চতুর্দ্দিকে তরণী (নৌকা) দ্বারা পূর্ণ— সেই বৃন্দাবনকে নমস্কার করি ॥২৩॥

অন্যত্র পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভ এবং ভগবানের বহুবিধ ভজন ও হইতে পারে ; ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে এই রাধা কানন ব্যতীত অন্যত্র মহা উজ্জ্বল (শৃঙ্গার-রসগর্ভ) ভক্তিরাশি পাওয়া যায় না ॥২৪॥

অহহ ! সহস্র সহস্র জন্ম-সম্বর্দ্ধিত বহু তপ জপ যোগ বা সমাধি প্রভৃতি

কনকনীলমনীয়রুঙ্ নব কিশোর সুনাগরয়ো দ্ব য়ম্।
উপরিদীপ্তবনে চিদচিদ্বনাদ্রসময়ে সময়ে ভজ ॥২৬॥
অতি সুখাকর মদ্ভুত মাধুরীভর ধুরীণ মুরীকুরুতে যদি।
রস ভরাধিক বৃন্দা কাননং সুরসমাঽপি সমাপি চ তৎ কৃতিঃ ॥২৭
রহস্যানামেতৎ পরমসুরহস্যং হরি রসোৎ-
সবানামাশ্চর্য্যোন্মদ রস বিলাসোৎসব মিদম্।
স্ব রোচি নিত্যানামতি পরমনিত্যোজ্জ্বলমিদং
যদেতচ্ছ্রীবৃন্দাবনমিহ দৃশৌ নন্দয়তি নঃ ॥২৮॥
অয়ে দৃষ্টিং দূরাদতি বিসৃজ দুষ্টাং গুণময়ীং
তথা ব্রহ্মজ্যোতির্ময় বরদৃশং নাঽপি বিমৃশ।
ন দৃষ্টি নিষ্ঠাং তে ভজতু ভগবজ্জ্যোতি রুদিতাং
পরং বৃন্দারণ্যোজ্জ্বল রস দৃগেবাস্তু ভবতঃ ॥২৯॥
শ্রীবৃন্দারণ্যবীথ্যামপি সখি কলয়াশ্চর্য্য পুন্নাগশোভাং
লোভাদত্রৈব নেত্রে মম রস বিবশে খেলতোঽন্যত্র নৈতঃ।

দ্বারা যাহা দুর্লভ, তাহাও কিন্তু এই রাধিকা বনে একবার মাত্র মস্তক অবনত করিলেই সুলভ হয় ॥২৫॥

স্বর্ণ-নীলকান্ত বর্ণ বিশিষ্ট নব কিশোর নাগর যুগলকে চিদচিদাত্মক বন (নিবাস স্থান অর্থাৎ লোক) সমূহের ও উপরিভাগে জাজ্বল্যমান রসময় বৃন্দাবনে যথা সময়ে ভজন কর ॥২৬॥

অতি সুখকর, অদ্ভুত শ্রেষ্ঠ মাধুর্য্যযুক্ত রসভরাধিক বৃন্দাকানন যদি কাহাকেও অঙ্গীকারই করেন, তবে তাঁহার কার্য্য সুর-সম (দেব সাধ্য বা বিশ্বকর্ম্মার সমান) হইলেও তাহা কৃতই (সমাপ্তই) হইয়াছে জানিতে হইবে॥

রহস্য সমূহেরও পরম সুরহস্য, হরি রসোৎসব সমূহের ও আশ্চর্য্য উন্মাদ রস বিশিষ্ট বিলাসোৎবদায়ী এবং স্ব-প্রকাশ নিত্য বস্তু সমূহ হইতে ও অতি পরম নিত্য উজ্জ্বল—এই বৃন্দাবন অমাদের নয়ন যুগলের অনন্দ দান করিতেছেন ॥২৮॥

ওহে ! দূর হইতেই দুষ্টা গুণময়ীদৃষ্টি পরিত্যাগ কর—এবং ব্রহ্মজ্যোতিঃ পূর্ণ শ্রেষ্ঠ দর্শনবিষয়ে ও আর চিন্তা করিও না—কিম্বা ভগবজ্জ্যোতি

এতন্নিত্যং মম স্থাপয় কর নিকটেঽনেক সম্যগ্ গুণং চ
প্রেম্না সংগ্রথ্য কণ্ঠাদিষু বিনিদধতী স্বেন সংমোদিনী স্যাম্ ॥৩০॥
রাধে তারল্যমেবং ন কুরু হৃদি সমাধেহি গম্ভিরভাবং
লজ্জাং কাঞ্চিৎ সখীভ্যঃ কুরু পুরুষবর স্বৎ পাদাব্জং দধাতু।
ক্রূরে পুন্নাগ নাম দ্রুম কুসুমমিয়ং বক্তি তত্রান্যথা তে
শঙ্কা স্তা নেতি রাধা গিরমনু তদিমামুক্তি মাল্যাং স্মরামি ॥৩১॥
শ্রীবৃন্দাবন বীথিকাসু কুসুমেষূচ্চৈ গৃহাবেশতো
রাধে ত্বং তরলাস্যতীব যদহো শশ্বৎ সখীনাং পুরঃ।
সংগৃহ্য প্রিয়কং মনোজ্ঞ তিলকং সদ্বন্ধুজীবং রহ-
স্যুৎসঙ্গে স্বয়মুন্মদা চ পরতো ভৃঙ্গান্বিতা ভ্রাম্যসি ॥৩২॥

হইতে উদিত বিষয়ে দৃষ্টি করিয়াও তন্নিষ্ঠ হইও না—কিন্তু এই বৃন্দাবনের উজ্জ্বল রস দর্শনেই তোমার লোচন পূর্ণ হউক ॥২৯॥

হে সখি! শ্রীবৃন্দাবন পথেও আশ্চর্য্য পুন্নাগ (পুষ্প, পুরুষ শ্রেষ্ঠ) শোভা নিরীক্ষণ কর—আমার নেত্রদ্বয় লোভ বশতঃ রসবিবশ হইয়া এই স্থানেই খেলিতেছে, অন্যত্র যাইতেছে না—ইহাকে সর্ব্বদাই আমার হস্ত নিকটে রাখ ও অনেকগুলি উত্তম গুণ (রজ্জু, উৎকর্ষ বিশেষ) রাখ, যাহাতে প্রেমের সহিত (মালা) গাঁথিয়া নিজেই কণ্ঠাদিতে পরিধান করিয়া আনন্দ পাইতে পারি ॥৩০॥

(এক সখীর উক্তি) "হে রাধে! এই ভাবে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না, হৃদয়ে গম্ভীর ভাব ধারণ কর; সখীদিগের সমক্ষে কিছু লজ্জা ত কর, পুরুষবর তোমার পাদ পদ্ম ধারণ করুন।" (অন্য সখী বলিতেছেন)— "আরে কুটিল হৃদয়ে! 'পুন্নাগ' নামক পুষ্পবৃক্ষের কথাই ইনি (রাধা) বলিয়াছেন; অন্যথা হইলেও তোমার সেইসব শঙ্কা নাই-"। শ্রীরাধার (পূর্ব্ব শ্লোকস্থিত) উক্তির পরে সখীদিগের এই উক্তি মাল্যকে আমি স্মরণ করিতেছি ॥ ৩১ ॥

হে রাধে! শ্রীবৃন্দাবনের পথ সমূহে সুন্দর কুসুমরাজি সুশোভিত মনোজ্ঞ গৃহে আবিষ্ট হইয়া তুমি অতিশয় চঞ্চলা হইয়াছ, যে হেতু হায়! সখীদের সমক্ষেই প্রিয়ক (কুসুম, প্রিয়তম), মনোমোহন তিলক (তিলপুষ্প,

মিথ্যাবাদিনি ! কিং মুধা প্রলপসি ? প্রত্যক্ষমেতৎ কথং
সখ্যঃ পশ্যতকিং তদাহ যদিয়ং কিংবাহহহ সা পৃচ্ছ্যতাম্ ॥
এবং সত্যমিদং কথং প্রকুপিতাস্থেবং সখীনাং গিরা
নাসাগ্রার্পিত তর্জ্জনীকম হসদ্রাধা শিরঃ কম্পিনী ॥৩৩॥
উপর্য্যুপরি সম্ভবন্নব নব বিচিত্র বল্লী দ্রুমা
মুপর্য্যুপরি সংপ্রফুল্লিত বিচিত্র পুষ্পোৎকরাম্ ।
উপর্য্যুপরি রাধিকা হরি বিচিত্র কামোৎসবা
মুপর্য্যোপরি সচ্চমৎকৃতি মুপাস্ব বৃন্দাটবীম্ ॥৩৪॥
রসান্ধ হরি রাধিকং রসপ্রফুল্ল বল্লীদ্রুমং
রস প্রসর খেলিতোৎকলকলৈঃ খগৈরাকুলম্ ।
রসোল্লসিত বল্লবীগণ মহারসোত্থৎ-স্মরং
স্মরামি রসবিহ্বলং সকলমেব বৃন্দাবনম্ ॥৩৫॥

, মনোজ্ঞ তিলক ধারী) এবং উৎকৃষ্ট বন্ধুজীব (বান্ধুলীপুষ্প , প্রাণবন্ধু) সংগ্রহ করিয়া নির্জ্জনে ক্রোড়ে লইয়া স্বয়ং উন্মত্তা হইয়াছ—আর এক কথা এই যে ভৃঙ্গ (ভ্রমর ,নায়ক) সমন্বিতা হইয়া ভ্রমণ করিতেছ ।৩২॥

"মিথ্যাবাদিনি ! কেন মিথ্যা প্রলাপ বকিতেছিস্ ? ইহা কি প্রকারে প্রত্যক্ষ হইয়েছে ? সখীগণ ! তোমরা দেখত-সে যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কিনা ? অথবা ইহাকেই জিজ্ঞাসা করত ! "—হাঁ , ইহাই সত্য , "তুমি কোপ করিতেছ কেন ?" সখীদের এই বাক্যে শ্রীরাধা শিরঃ কম্পন পুর্ব্বক নাসাগ্রে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া হাস্য করিতেছিলেন ॥৩৩॥

উপর্য্যুপরি নব বিচিত্র লতা বৃক্ষাদিসমাযুক্ত , উপর্য্যুপরি সংপ্রস্ফুটিত বিচিত্র পুষ্পরাশি মণ্ডিত , উপর্য্যুপরি রাধাশ্যামের বিচিত্র কামোৎসব মণ্ডিত, উপর্য্যুপরি সুন্দর চমৎকার কারী বৃন্দাবনকেই উপাসনা কর ॥৩৪॥

যে স্থানে শ্রীহরি ও রাধা রসান্ধ , বৃক্ষলতা রস প্রফুল্ল , যে স্থান রস বহুল খেলন মত্ত কলনাদী বিহঙ্গম ব্যাপ্ত এবং রসোল্লসিত গোপীগণের মহারসের কামক্রীড়া ব্যঞ্জক—আমি সেই রস বিহ্বল সকল বস্তু-সমবেত বৃন্দাবনকেই স্মরণ করিতেছি ॥৩৫॥

নিরন্তর দিগন্তর প্রসৃমরৈঃ পরাগোৎকরৈ
নিরঙ্কুশ বিদূরগৈ রতিমহাদ্ভূতৈঃ সৌরভৈঃ।
মহাতরুবরোজ্জ্বলচ্ছবিভরৈ র্বিচিত্রৈ রপি
স্মরাম্যতি চমৎকৃতাং চিদমৃতৌঘবৃন্দাটবীম্ ॥৩৬॥

মহোন্মদ রসাবশে মহসি কৃষ্ণরাধাভিধে
দ্বয়ে সহজ সংযুজি প্রণয় পূরভাজি স্বতঃ।
অসম্বৃত কচাম্বরে গুরুতর স্মরাড়ম্বরে
স্বকৃত্য পরিমোহিতাং স্মর সখীষু বৃন্দাবনে ॥৩৭॥

গত্বা দ্বিত্রিপদানি তিষ্ঠতিপদে দর্ভাঙ্কুরেণ ক্ষতে
ইত্যুক্ত্বাথ ভবেদ্বিবৃত্তবদনা চামোচয়ন্ত্যঞ্চলম্।
শাখায়ামবিষক্তমপ্যভিমুখং চেক্ষেত কিঞ্চিন্মৃষা
সন্দর্শ্যেতি হরৌ স্বভাবৌতাং.................॥৩৮॥

.............বৈদগ্ধীনাং রতিষু বিততী রদ্ভুতা ভাবয়ন্তৌ।
আবিভ্রানৌ প্রতিপদ চমৎকারিণী রূপশোভা
লোভান্নো ভাবয়তু হৃদতি প্রেম বৃন্দাবনেশৌ ॥৩৯॥

নিরন্তর দিগ্‌বিদিগ্‌ বিস্তারী পরাগ রাশি বিশিষ্ট, অবাধ ভাবে বহু দূর পর্য্যন্ত গমনশীল অতি মহাদ্ভুত সৌরভময় এবং বিচিত্র মহাতরু শ্রেষ্ঠ গণের উজ্জ্বল কান্তিভরে অতি চমৎকৃত চিদমৃত প্রবাহযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনকে আমি স্মরণ করি ॥৩৬॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণ নামক বিগ্রহ যুগল মহোন্মদ রসে অবশ হইয়াছেন, উভয়েই স্বাভাবিক সহজ মিলনোন্মুখ প্রণয় প্রবাহে ভাবিত হইয়াছেন; তাঁহাদের কেশ বা বস্ত্রাদির অসম্বরণ হইয়াছে, গুরুতর স্মর পীড়ায় উভয়েই জর্জরিত—এই ব্যাপার দর্শনে বৃন্দাবনে সখীমণ্ডলী মধ্যে এক সখী নিজ কার্য্য পরিমোহিত হইয়া আছেন—তাঁহাকে স্মরণ কর ॥৩৭॥

পদযুগল দর্ভাঙ্কুরে ক্ষত হইয়াছে বলিয়া দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়াই দাঁড়াইতেছেন—মুখ ফিরাইয়া বস্ত্রাঞ্চল শাখাতে না লাগিলেও পুনরায় মোচন করিতেছেন—এই ভাবে মিথ্যা বলিয়া কোনও কিছু দেখাইবার ছলে পুনরায় (শ্যামকে) দেখিতেছেন—এই প্রকারে.........॥৩৮॥

এক প্রাণং তদতিমধুরং দ্বন্দ্ব মেকাত্মভাব
মেকাক্রীড়ং নিরবধি সমুন্মীলদেক স্মরার্ত্তি।
একানন্দ প্রণয়সুষমাধ্যেক সর্ব্বেন্দ্রিয়েহং
বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুত রসময়ং গৌরনীলং স্মরামি ॥৪০॥
······শ্রীমদ্ বৃন্দাবন পরিবৃঢ়ৌ প্রেমমূর্ত্ত্যঞ্জলীভি
র্বৃন্দোক্ত্যৈবং স্মরমৃদুহসিতস্ফারনেত্রৌ কিশোরৌ ॥৪১॥
তত্তদ্ভাবৈর্বিহিত পরমো পাসনাৎ প্রেমবৃন্দা
রণ্যেঽত্যাতি ক্ষত তনুদৃশৌ দিব্যতত্তৎস্বরূপৈঃ।
আবির্ভূতৌ নিজরতিবনে দ্রষ্টু মুৎকণ্ঠমানৌ
বৃন্দাবিজ্ঞাপনমনু চলৌ নৌমি বৃন্দাবনেশৌ ॥৪২॥
নব্যোদ্ভূত ব্রততি নিলয়ে নূতন ব্যক্ত বল্লী
বৃক্ষোদার প্রসব নিবহৈর্নব্যদাস্যালি ক্লপ্তাম্।
ভূষাং বিভ্রত্তদুভয় মহো দর্শয়ত্যার্ব্বলীলাং
বৃন্দারণ্যে চলদনুসরেদ্ গৌরনীলং মমাত্মা ॥৪৩॥

······················রতি বিলাসাদির অদ্ভুত বৈদগ্ধী চেষ্টা সমূহ পরস্পর ভাবনাকারী, প্রতি পদে চমৎকারকারী রূপ শোভা ধারণকারী, অতি প্রেমময় বৃন্দাবনেশ্বর যুগলকে আমাদের হৃদয় লোভ বশতঃ ভাবনা করুক ॥৩৯

অতিশয় মধুর সেই যুগল একপ্রাণ, একাত্মভাব, এক খেলা পরায়ণ ও নিরন্তর একই কামার্ত্তি প্রকাশশীল। তাঁহারা একই আনন্দের প্রণয় সুষমাত্মক এবং উভয়েরই সর্ব্বেন্দ্রিয় চেষ্টা একই প্রকার। শ্রীবৃন্দাবনে এবম্বিধ অদ্ভুত রসময় গৌরনীলাত্মক যুগলকে স্মরণ করিতেছি ॥৪০॥

অহো সেই সেইভাবে প্রেমময় বৃন্দাবনে (বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক) পরম উপাসনা বিহিত হইলে নিজ রতিবনে সেই সেই দিব্য স্বরূপে আবির্ভূত (নখদন্তাদিতে) ক্ষত তনু এবং ক্ষত (বহু বহু চুম্বনহেতু গলিতাঞ্জন) নয়ন দর্শনে পরস্পর উৎকণ্ঠিত এবং বৃন্দাদেবীর বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন বা উপদেশ) অনুসারে চলিত (চলনশীল) শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে স্তব করি ॥৪২॥

নবীন উৎপন্ন লতাগৃহে নূতন ব্যক্ত লতা বৃক্ষ প্রভৃতির উৎকৃষ্ট পল্লব-পুষ্পাদি বস্তু নিচয়ে নব্যদাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অলঙ্কার পরিধান করিয়া সেই

নব প্রকটবল্লবীঃ সমুপশিক্ষ্য মুখ্যালিভি
নিজং নিজমনন্যগাদ্ভুততমং কলা কৌশলম্।
বিচিত্র ধৃত নামিকং সমুপহৃত্য তৎসেবয়া
স্মরামি মুদমাপিতং দ্বিবর ধাম বৃন্দাবনে ॥৪৪॥
অব্যাদ্দিব্য বিচিত্র রত্নখচিত প্রদ্যোতি পীতাম্বরঃ
কাঞ্চীনূপুর হার কুণ্ডল বর গ্রৈবাঙ্গুলীয়োজ্জ্বলঃ।
দিব্যান্যঙ্গদ কঙ্কণানি তিলকং রত্নৈ র্বিচিত্রং দধৎ
পুষ্পস্রগ্ যুত বর্হচূড় উরুধা প্রোৎসর্পদঙ্গচ্ছবিঃ ॥৪৫॥
কালিন্দী পুলিনে সুরদ্রুমতলে শ্রীভাজি দিব্যোপরি
ভ্রাজচ্চিত্র বিতানকে মণিময় ভ্রাজৎপ্রদীপে হরিঃ।
গোপীভিঃ কৃতগীতবাদনভরে প্রোৎসারিতান্তঃ পটঃ
পুষ্পাঞ্জল্যুপহার আত্তমুরলী রঙ্গপ্রবিষ্টো রসঃ ॥৪৬॥

গৌরনীলবর্ণ যুগল কিশোর বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে যথেষ্টলীলা দেখা-ইতেছেন—আমার আত্মা তাঁহাদিগকে অনুসরণ করুক ॥৪৩॥

মুখ্যসখী (যুথেশ্বরী) গণ নূতন নূতন গোপী প্রকট করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অনন্য অদ্ভুততম কলাকৌশল সম্যক্ শিক্ষা করাইয়াছেন—তাঁহাদিগকে বিচিত্র নামে আহ্বান করিয়া নিকটে আনিয়া সেই সেই সেবা গ্রহণ জনিত অতি আনন্দে মগ্ন যে যুগল বিগ্রহবর—বৃন্দাবনে তাঁহাদিগেরই স্মরণ করি ॥ ৪৪ ॥

দিব্য বিচিত্র রত্ন খচিত প্রোজ্জ্বল পীতবসন ধারী,—কাঞ্চী, নূপুর, হার সুন্দর কুণ্ডল, কণ্ঠহার প্রভৃতিতে উজ্জ্বল,—দিব্য অঙ্গদ কঙ্কণ ও রত্নময় বিচিত্র তিলকধারী, পুষ্পমাল্যমণ্ডিত ময়ূরপুচ্ছ চূড়াবিশিষ্ট, বহু প্রকারে অঙ্গ-কান্তি প্রসরণশীল শ্রীশ্যামসুন্দর আমাদিগকে পালন করুন ॥৪৫॥

কালিন্দী পুলিনে অতি সুন্দর কল্পবৃক্ষ তলে দিব্য বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা উপরিভাগ শোভিত হইলে, মণিময় প্রদীপ সমূহ দীপ্তি বিকাশ করিতে থাকিলে এবং গোপীগণ সঙ্গীত বাদ্যাদি সহকারে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া অন্তঃপট হইতে পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিলে মুরলী গ্রহণ পূর্ব্বক রস (মূর্ত্তিমান্ হইয়া যেন রসরাজরূপে) রঙ্গমঞ্চে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৪৬॥

বৃন্দয়াঽভি পালিতাঽতি দিব্য কেলিকানন-
স্বর্ণরত্ন দিব্যগন্ধ মেদুরাবনীতলে।
দিব্য সৎ প্রসূনরত্ন শাখিমণ্ডলাবৃতে
ছায়য়াঽতিশোভনে মুনীন্দ্রবৃন্দ লোভনে ॥৪৭॥
মন্দ মন্দ সৎ কলিন্দ নন্দিনীয় সুন্দরোৎ-
ফুল্লিতারবিন্দ বৃন্দ গন্ধ বন্ধু বায়ুনা।
বার্ষভাণবী নবীন-কেলি-রঙ্গ-সঙ্গত
স্বেদবিন্দু-কন্দ-লেশ-বন্দ্য পুণ্যরাশিনা ॥৩৮॥
সর্ব্ববেদ-মৌলি বর্গ দুর্গমাতি বৈভবে
নামমাত্র সৎ পুমর্থরাশি রাশি বর্ষণে।
সর্ব্বতীর্থ দুবিভাব্য দিব্য পুষ্পপল্লবে
দিব্য জালকেন দিব্য গুচ্ছকৈশ্চ ভূষিতে ॥৪৯॥
দিব্য বল্লিশাখিভিঃ সমুন্মদালি ঝঙ্কৃতৈ
র্মত্ত দিব্য কীর কোকিলাদি দিব্য কূজিতৈঃ।
দিব্য চিত্র সঞ্চরন্মৃগী স সম্ভ্রমেক্ষিতৈঃ
স্ফীত বহ্ব নর্ঘ্য রত্ন দিব্যভূমি মণ্ডলে ॥৫০॥

বৃন্দাদ্বারা সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত দিব্য কেলিবনে স্বর্ণরত্ন খচিত দিব্য গন্ধযুক্ত ভূমিতলে দিব্য সুকুসুম যুক্ত বৃক্ষমণ্ডলাবৃত ছায়ায় অতি মনোজ্ঞ ও মুনীন্দ্র বৃন্দ-লোভনীয়— ॥৪৭॥

কালিন্দীতে প্রস্ফুটিত সুন্দর পদ্মসমূহের গন্ধবাহী মৃদুমন্দ বায়ু দ্বারা এবং শ্রীরাধার নূতন কেলি বিলাস সঙ্গবশতঃ উদ্‌গত স্বেদবিন্দুর বীজলেশ প্রাপ্তি হেতু বন্দনীয় হইতেছে যাহার পুণ্যরাশি-(সেই বায়ুদ্বারা সেবিত)-॥৪৮॥

সর্ব্ববেদ শিরোমণি সমূহের ও দুর্বোধ্য বৈভবাতিশয় যুক্ত, একমাত্র নামোচ্চারণেই সমস্ত পুরুষার্থ রাশিরই বর্ষণকারী, সর্ব্বতীর্থেরও ভাবনার অতীত দিব্য পুষ্প পল্লব, দিব্য কলিকা ও দিব্য গুচ্ছ সমূহ ভূষিত—— ৪৯॥

দিব্য লতা বৃক্ষাদির শোভায়, সমুন্মত্ত ভ্রমর ঝঙ্কারে, মত্ত দিব্য শুক-কোকিলাদির দিব্য কাকলিতে ও দিব্য বিচিত্র সঞ্চরমাণ মৃগী সমূহের

সৎ কবীন্দ্র কোটিকাব্য বর্ণনা তিদূরগৈ
দিব্য হেম নির্ম্মিতাঽতি দিব্য বৈভবৈ র্নগৈঃ।
দিব্য রত্ন খানি দিব্য গৈরিকাদি ধাতুভি
র্দিব্য কন্দরেঽতিসৌভগে চ বিশ্ব গঞ্চিতৈঃ ॥৫১॥
তৈলবর্ত্তিশূন্য দিব্য কেলি দীপকৌষধৈ-
র্দিব্য সৎসুধা তিমিষ্ট বারি পূর পূরিতৈঃ।
দিব্য সৎ সরোবরৈঃ প্রফুল্ল দিব্য পঙ্কজৈ-
র্দিব্য কৈরবাদি পুষ্প নিত্যমুগ্ধষট্পদৈঃ ॥৫২॥
দিব্য হংস সারসাদি দিব্যনাদ শোভিতৈ
র্নিত্য শোভিতৈ রতীব শোভিতে সমন্ততঃ।
দিব্য হেম রত্ন বল্লি কুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জুলে
দিব্য রত্ন বেদিকাভি রদ্ভুতাভি রুজ্জ্বলে ॥৫৩॥
মন্তু কোটি পাত্র জন্তু মাত্র মুক্তিদায়কে
নায়কেন গোপসুভ্রুবাং সদৈব সেবিতে।

স-সম্ভ্রম দৃষ্টিপাতে, মনোজ্ঞ বহুমূল্য বহু প্রকাণ্ড মণি রত্ন খচিত দিব্য ভূমি সমূহে———॥৫০॥

উত্তম উত্তম কবীন্দ্র কোটির বর্ণনার ও অতিদূরে স্থিত—দিব্য স্বর্ণ-নির্ম্মিত অতিদিব্য সম্পত্তিশালী পর্ব্বত রাজি-শোভিত-দিব্য রত্ন খনির দিব্য গৈরিকাদি ধাতু সমূহ দ্বারা সর্ব্বত্র পূজনীয় অতি সুন্দর দিব্য কন্দরে—॥৫১॥

দিব্য কেলির প্রদীপোপযোগী তৈল ও বর্ত্তিকা শূন্য ঔষধি যুক্ত—দিব্য উৎকৃষ্ট সুধা হইতে ও মিষ্টতর জলরাশি পূর্ণ এবং দিব্য উৎকৃষ্ট সরোবর সমূহ শোভিত—তাহাতেও আবার প্রস্ফুটিত দিব্য দিব্য পদ্ম সমূহ বিরাজ করিতেছে এবং দিব্য কৈরব প্রভৃতি পুষ্পে নিত্যই ভ্রমরগণ মুগ্ধ হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিতেছে———৫২॥

দিব্য হংস সারসাদির দিব্যনাদ শোভিত, নিত্য শোভাময় বস্তুনিচয় দ্বারা সর্ব্বত্র অতীব শোভিত, দিব্য স্বর্ণ রত্নময় লতাকুঞ্জ সমূহে মনোহর, অদ্ভুত দিব্য রত্ন বেদিসমূহ দ্বারা সমুজ্জ্বল———৫৩॥

অপরাধ কোটি যুক্ত জন্তুমাত্রেরও মুক্তি দায়ক—গোপনারীদের নায়ক

দিব্যভাস দিব্যবাস কুট্টিমৈঃ সুশোভিতে
দিব্য নব্য গোপসুন্দরী বিলাস মন্দিরে ॥৫৪॥
দিব্যভাব ভেদ ভাসি দিব্য সল্লতাবৃতে
দিব্য মাধুরী ধুরীণ দিব্যকাম কৌতুকে।
দিব্য সর্ব্ব চিদ্ বিলাস বৈভবাতি বৈভবে
শ্রীবনে বিহারিণং হরিং স্মরামি নিত্যশঃ ॥৫৫॥
[৪৭—৫৫ কুলকম্]

দিব্যলীলয়াতিবেলমুল্লসন্তম দ্ভুতং
দিব্যবেশরাধয়া রসান্ধয়াহ নিশং যুতম্।
দিব্যবেদিকা চতুষ্ক মণ্ডলেহনু খেলিনং
কন্দুকাদি খেলয়া তয়ৈব সার্দ্ধমুদ্ধতম্ ॥৫৬॥
তং কিশোর চন্দ্র মেক দিব্য রূপসৌভগং
দিব্যহাস্য দির্ব্যলাস্য দিব্যনর্ম্ম কৌশলম্।
দিব্যলোচন ত্রিভাগ দিব্যভঙ্গি বীক্ষকং
দিব্য মণ্ডনাদি ভূষিতাঙ্গভঙ্গিলোভনম্ ॥৫৭॥
ভ্রূবিলাস মুগ্ধ দিব্য কাম রাজ কার্ম্মুকং
দিব্য দৃষ্টি দিগ্ধমাত্র বিদ্ধমুগ্ধ যৌবতম্।

কর্ত্তৃক নিত্যই সেবিত—দিব্য দীপ্তিযুক্ত দিব্য বাস ভবন (ভিত্তি)সমূহে সুশোভিত—দিব্য নবীনা গোপসুন্দরীদিগের বিলাস মন্দিরে——৫৪॥

দিব্য ভাব ভেদে উদ্ভাসিত, দিব্য সুন্দর লতা বেষ্টিত, দিব্য মাধুর্য্যময় দিব্য কাম কৌতুক যুক্ত—দিব্য চিন্ময় বিলাস-সমন্বিত সর্ব্ব বৈভব-পূর্ণ সুন্দর বনে বিহারী হরিকে নিত্যই স্মরণ করি ॥৫৫॥

দিব্য লীলা দ্বারা মর্য্যাদাতিরিক্ত উল্লাস পরায়ণ,-অদ্ভুত,-দিব্যবেশ রসান্ধ শ্রীরাধা কর্ত্তৃক নিত্য সংযুক্ত—দিব্য বেদিকার চতুষ্ক মণ্ডলে খেলনশীল —শ্রীরাধারই সহিত কন্দুকাদি খেলায় উদ্ধত——৫৬॥

অতি দিব্য রূপ সৌভাগ্য বিশিষ্ট, দিব্য হাস্য-দিব্য লাস্য-দিব্য নর্ম্ম-কুশল, দিব্য লোচনের ভাগত্রয়ে দিব্য ভঙ্গীক্রমে দর্শনকারী—এবং দিব্য অলঙ্কারাদিতে ভূষিত অঙ্গভঙ্গিতে ও লোভনীয় সেই কিশোর চন্দ্রকে (স্মরণ করিতেছি) ॥৫৭॥

উল্লসৎ কুরঙ্গভৃঙ্গ মীন হীনতাকরং
রাধিকা মুখেন্দু দৃষ্টিবর্দ্ধি লোভসাগরম্ ॥৫৮॥
রাধিকা কটাক্ষ বাণবিদ্ধ মর্ম্ম বিহ্বলং
রাধিকাধরামৃতা শনৈ কতান মানসম্।
খঞ্জনাতি গর্ববভঞ্জনাতি চারুলোচনং
বিভ্রতং সুজাতপদ্ম সদ্মকান্তি নোচনম্ ॥৫৯॥
পূর্ণচন্দ্র বিম্বকোটি চারুবক্ত্র মণ্ডলং
মন্দ মন্দ চারুহাস নিন্দ্য কুন্দ কুট্মলম্।
দিব্য কুঙ্কুমাগুরু প্রলেপলিপ্ত দোর্লতং
দিব্য রত্ন কঙ্কণাদি ভূষণৌঘ ভূষিতম্ ॥৬০॥
ক্ষিপ্ত দিব্য হার নিষ্ক কৌস্তুভাদি চন্দ্রিকং
গন্ধ লিপ্ত বক্ষ আত্ত রাধিকাঙ্ঘ্রি পল্লবম্।

যাঁহার ভ্রূবিলাসে দিব্য কামরাজ ও মুগ্ধ হন তাঁহার বাণ স্বরূপ ; যিনি দিব্য দষ্টিরূপ বিষাক্ত বাণপ্রয়োগ মাত্রই মুগ্ধা (সুন্দরী) দিগের যৌবন বিদ্ধ করেন ; যিনি উল্লসিত হরিণকে (চকিত দৃষ্টিতে) , ভ্রমরকে (কেশ কলাপে) ও মৎস্যকে (অনিমিষ দৃষ্টিতে) পরাজিত করিয়াছেন; এবং, যাঁহার লোভ-সাগর শ্রীরাধার মুখচন্দ্রমা দর্শনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—— ৫৮॥

রাধিকার কটাক্ষবাণ দ্বারা যাঁহার মর্ম্ম বিদ্ধ হইতেছে ও যিনি তাহাতে বিহ্বল হইয়াছেন , রাধিকার অধরামৃত পানের জন্য যাঁহার মন একতান হইয়াছে , যাঁহার চারু লোচন খঞ্জনপক্ষির গর্ব্ব নাশ করিতেছে , সুজাত পদ্মই যাঁহার আবাস স্থলী—এমন যে লক্ষ্মী তাঁহারও কান্তি-গর্ব্ব নাশ করিতেছেন——৫৯॥

যাঁহার সুচারু বদন মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রবিম্ব কোটি হইতে ও মনোহর — যিনি মন্দ মধুর হাস্যশোভায় কুন্দকলিকাকে নিন্দা করিতেছেন— দিব্য কুঙ্কুম , অগুরু প্রভৃতি প্রলেপ দ্বারা যাঁহার বাহুলতা সুশোভিত হইয়াছে— যিনি সর্ব্বাঙ্গে দিব্য রত্নময় কঙ্কনাদি বিবিধ ভুবণে ভূষিত হইয়াছেন—৬০॥

স্বীয় অঙ্গে অর্পিত দিব্য হার নিষ্ক (কণ্ঠভূষা) ও কৌস্তুভাদির চন্দ্রিকায় (কিরণে) উজ্জ্বলীকৃত , যিনি গন্ধলিপ্ত বক্ষে রাধিকা পদপল্লব গ্রহণ করি-

রাধিকা বিচিত্র বেশভূষণাদি তৎপরং
রাধয়া ভিলিঙ্গনোদ্ গতাঞ্চি রোম বিগ্রহম্ ॥৬১॥
রাধয়াঽতিরত্যগাধয়া স্মরোন্মদান্ধয়া
নব্যকামকেলি কল্পয়া কলাবিগ্ধয়া।
তংবিদগ্ধশেখরং মহাস্মরোৎসবে রতং
প্রেমবিহ্বলালিবৃন্দ সন্ততাশিষা ভৃতম্ ॥৬২॥
স্বর্ণবর্ণকুঙ্কুমাক্ত চন্দনেন চর্চ্চিতং
স্বর্ণযূথিকাদি দিব্যপুষ্পমাল্য মণ্ডিতম্।
স্বর্ণহার নূপুরাদি দিব্যরত্ন ভূষণং
স্বর্ণ দিব্য নব্যসূক্ষ্ম চিত্রভঙ্গিবাসসম্ ॥৬৩॥
রত্ন রাজি রাজিতাদ্ভুতাঙ্গুলীয়কং লসৎ
স্বর্ণসূত্র নদ্ধ দিব্যনাদি কিঙ্কিণীসিতম্।
স্বর্ণবেণু রন্ধ্রদত্ত চারু পল্লবাধরং
স্বর্ণপুষ্প মঞ্জরীষু মঞ্জু কর্ণপূরকম্ ॥৬৪॥
কোটি চঞ্চলাভ দিব্য সুন্দরীভি রুণ্মদা-
নঙ্গকেলি সঙ্গ খেলি রূপরাশি রাধিকম্।

য়াছেন—রাধিকার বিচিত্র বেশভূষাদি সম্পাদনে তৎপর এবং রাধার আলিঙ্গনে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলি শোভা পাইতেছে—৬১॥

অতি প্রণয়শীলা স্মরোন্মদান্ধ নবীন কাম বিলাসের চেষ্টাপরায়ণা কলাবিদগ্ধা শ্রীরাধার সহিত মহাকামোৎসবে রত সেই বিদগ্ধশেখরকে স্মরণ করিতেছি—তিনি প্রেম বিহ্বল সখীবৃন্দের নিত্য অভিলাষের পাত্র ॥

স্বর্ণবর্ণ কুঙ্কুমযুক্ত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত দেহ স্বর্ণযূথিকা প্রভৃতি দিব্য পুষ্পমাল্যে শোভিত—স্বর্ণহার নূপুরাদি ও দিব্য রত্নভূষিত—স্বর্ণবর্ণ দিব্য নূতন সূক্ষ্ম চিত্রতরঙ্গযুক্ত বস্ত্র পরিধান কারী— ॥৬৩॥

রত্ন সমূহ দ্বারা বিরাজিত অদ্ভুত অঙ্গুরী শোভিত—স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত দিব্যনাদ যুক্ত কিঙ্কিণী বদ্ধ— স্বর্ণবেণুছিদ্রে মনোহর পল্লবাধর সংযুক্ত ও স্বর্ণ পুষ্প মঞ্জরী সমূহ নির্ম্মিত মনোজ্ঞ কর্ণপূরক-শোভিত—— ॥৬৪॥

নাগরীগরিষ্ঠ রত্যবাপ্তি মন্দহাসিনং
রাধিকা রসাল কুঞ্জ পুঞ্জ নিত্যবাসিনম্ ॥৬৫॥
সাম্বুনীল নীরদচ্ছবিং তড়িৎ প্রিয়াতি রুচিং
সক্ষণাপ্ত রাধিকা রতাংতরাভিলাষিণম্।
প্রেমমাদকতাতিমত্ত মন্দবর্ণ ভাষিণং-
বার্ষভাণবী রতং সদা স্মরাম্যহর্নিশম্ ॥৬৬॥
[৫৬—৬৬ কুলকম্]
প্রেষ্ঠ চিত্ত নন্দনেন কল্পিতং বিচিত্রকং
হারিণা স্বচারু ভালচন্দ্রসীম্নি বিভ্রতা।
প্রেয়সী প্রসাদ দত্তকুন্দদাম হারিণা
রাধিকা চকাস্তি কুঞ্জ বীথিকা বিহারিণা ॥৬৭॥
রচিত রুচির বেশঃ কান্তয়া স্নিগ্ধকেশঃ
স্বয়মপি মণিপুষ্পৈঃ কল্পিত স্তত্র বেশঃ।
ক্বচিদপি নববৃন্দা কাননে মঞ্জু বীথ্যাং
সমুদিত রসতন্ত্রঃ কৃষ্ণচন্দ্রোঽবতাদ্বঃ ॥৬৮॥

কোটি কোটি বিদ্যুদ্বর্ণা সুন্দরীগণ বেষ্টিত উন্মদ কামকেলি বিষয়ে খেলন পরায়ণ রূপরাশি বিশিষ্ট—নাগরী শিরোমণির রতি (প্রণয়) প্রাপ্তি হেতু মন্দহাস্য-শোভিত রাধিকার রসালকুঞ্জ সমূহে নিত্যবাস কারী—৬৫॥

সজল-নীল জলদ-কান্তি যুক্ত, বিদ্যুদ্বর্ণা প্রেয়সীর রুচিপ্রদ, ক্ষণে ক্ষণে (অবসর ক্রমে) রাধিকার সহিত বিবিধ সুরত সম্ভোগ অভিলাষকারী, প্রেম মদিরায় অতি বিকল হইয়া মন্দ মন্দ বর্ণভাষী এবং বৃষভানু নন্দিনীতে অনুরক্ত শ্যামসুন্দরকে অহর্নিশি স্মরণ করিতেছি ॥৬৬॥ (কুলক শেষ)

নিজ সুন্দর ললাট প্রান্তে অঙ্কিত বিচিত্রক (তিলকাদি) ধারণ কারী প্রেয়সীর প্রসাদ স্বরূপে প্রাপ্ত কুন্দমালা ধারণকারী এবং কুঞ্জবীথিকা বিহারী প্রিয়তম চিত্ত-বিনোদন মনোমোহন সহ শ্রীরাধিকা শোভা পাইতেছেন ॥৬৭॥

সুচিক্কণ কেশ-দাম-বিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র কান্তা কর্তৃক মনোজ্ঞ বেশ বিন্যাসে শোভিত হইয়াছেন এবং স্বয়ং (নিজেই) মণিময় পুষ্পে তাঁহাকে বেশ বিন্যাস করাইয়া বৃন্দাবনের কোনও নব বনের মনোহর পথে সমুজ্জ্বল রস-পরবশ হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৬৮॥

স্বয়মুপহৃত পুষ্পৈঃ ক্লপ্তবেশ বিচিত্রৈ
মিথ উদিত সুহাসং প্রৌঢ়ি গূঢ়প্রহর্ষম্।
তদুদিত মুভয়ত্রা নর্ঘ্য বৈদগ্ধসারং
হি পরমহ উপাসেঽন্যোন্য চুম্ব প্রসাদম্ ॥৬৯॥
সংযোগাবেশতোঽন্ত নিজদয়িততমাং সন্নিবেশ্যাতিহর্ষোৎ
কর্ষোৎফুল্লাখিলাঙ্গো বিবিধ রব শুভৈ গুম্ফিতা মন্দকেশঃ।
কাশ্মীরালেপ পত্রাবলি বর তিলকাদিন্যপূর্ব্বাণি কৃত্বা
দেশে দেশে বিমৃগান্ হরি রবতু বনস্থালিপুঞ্জে নিকুঞ্জে ॥৭০॥
আস্তে বৃন্দাবন বন ইহৈকত্র গূঢ়ং নিকুঞ্জে–
কাচিদ্দেবী মধুরপ্রকৃতি র্দুর্বিতর্ক্যানুভাবা।
কৃত্বাঞ্জল্যা নতি সুবিনয়ং দিব্যগন্ধ প্রসূনৈঃ
শ্যামাভৈর্ব্বৈ পরিচর পরিক্রম্য ভূয়ো নম ত্বম্ ॥৭১॥
লব্ধানন্দং ভজন বিভবং চৈকচারো নিশীথে
নিত্যং চেদাচরসি পরমং তৎপদে কান্তভাবঃ।

স্বয়ং পুষ্পাহরণ করিয়া বিচিত্রভাবে বেশ রচনা পূর্ব্বক পরস্পর অতি রহস্যময় আনন্দ জনক সুহাস্য করিতেছেন। উভয়েই উদিত সেই মহার্ঘ্য-বৈদগ্ধীসারভূত পরস্পর চুম্বনদানে প্রসন্ন পরমবিগ্রহযুগলকেই উপাসনা করি॥

সংযোগাবেশে নিজ দয়িততমা শ্রীরাধাকে অন্তরে সন্নিবেশ করাইয়া বিবিধ শ্রেষ্ঠ শুভ জনক চিহ্নে নিখিল অঙ্গ পুলক মণ্ডিত করিয়া সুন্দর কেশ বিন্যাস করতঃ কুঙ্কুমলেপন, পত্রাবলি, সুন্দর তিলকাদি অপূর্ব্বভাবে রচনা করিয়া বনের সর্ব্বদেশে সখীগণ শোভিত নিকুঞ্জে তাঁহার অনুসন্ধানকারী শ্রীহরি আমাদিগকে রক্ষা করুন॥৭০॥

এই বৃন্দাবনের এক নিকুঞ্জে নিগূঢ়ভাবে কোনও এক মধুর-স্বভাবা দুর্বিতর্ক্যানুভাব যুক্তা দেবী বিরাজমানা আছেন—তুমি তাঁহাকে অঞ্জলি করিয়া প্রণতি ও বিনয়াচার করিয়া শ্যামবর্ণ দিব্যগন্ধ কুসুম দ্বারা সেবা কর এবং পরিক্রমা করিয়া পুনরায় নমস্কার কর॥৭১॥

যদি তাঁহার চরণে একান্ত ভাবাশ্রয় করিয়া নিশীথে একাকী এই আনন্দজনক পরম ভজন-সম্পত্তির নিত্যই অনুষ্ঠান করিতে থাক, তবে

তচ্ছ্রীরাধা স্বয়মতি রসাৎ প্রাপ্য দো র্বল্লিবন্ধং
কণ্ঠে কৃত্বা নহি নহি জিহীতেতি সত্যং ব্রবীমি ॥৭২॥
মন্ত্রং হ্যস্যা অখিল নিগমাগম্যমেব ব্রবীমি
যৎ প্রাকট্যং ক্বচিদপি কৃতং নো রহস্যাগমেষু।
পাদপ্রান্তে বিলুঠতি মহাসিদ্ধিসঙ্ঘোঽহর্নজপ্তুঃ
শ্রীমদ্ভাবা অপি ভগবতো যৎপ্রভাবাৎ করস্থাঃ ॥৭৩॥
নিত্যং বজ্জাপিনি ননু জনে নো বিধি র্নো নিষেধ
স্তৎপাদাম্ভোরুহ যুগরজো বেদ তজ্জ্ঞান্ পুনাতি।
যৎ পীযূষাত্যতি সুমধুরং মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সর্ব্বাশ্চর্য্যামিত মহিম যৎ সাধকং সাধকানাম্ ॥৭৪॥
সাধ্যানাং যৎপরম পরমং সাধ্যমত্যুন্মদানা
মানন্দানামপি চ পরম প্রোন্মদানন্দমাহুঃ।
সর্ব্বাসাং যৎ পরম সুরহস্যাবলীনাং রহস্যং
(ধারেত্যেবং) রাধেত্যেবংজপ তদনিশং সার্থসংস্মৃত্যনন্যঃ ॥৭৫॥

আমি সত্যই বলিতেছি যে শ্রীরাধা স্বয়ং অতি আগ্রহে আসিয়া বাহুলতা-পাশে বদ্ধ করিয়া তোমাকে কণ্ঠে রাখিবেন এবং কখনই ছাড়িবেন না ॥৭২॥

ইঁহার মন্ত্রও সমস্ত আগমের অগম্য হইলেও তোমাকে বলিতেছি; যাঁহার প্রাকট্য বিষয়ে রহস্য (নিগূঢ়) আগম সমূহে ও কুত্রাপি উক্ত হয় নাই,—যিনি এই অক্ষর জপ করেন, তাঁহার পদতলে মহাসিদ্ধি সমূহ বিলুণ্ঠন করিতে থাকে এবং শ্রীভগবানের সুন্দর সুন্দর ভাবরাজি ইঁহারই প্রভাবে করতল গত হয় ॥৭৩॥

ইহা নিত্যই যিনি জপ করেন, তাঁহার পক্ষে কোনও বিধি নিষেধ শঙ্কা নাই; যেহেতু তাঁহার পদপদ্ম যুগলের রজঃকণা বেদ ও বেদজ্ঞদিগকে পবিত্র করেন। যাহা অমৃতাদি হইতেও অতি সুমধুর, মঙ্গল সমূহেরও মঙ্গল বিধায়ী এবং সাধকদিগের পক্ষে সর্ব্বাশ্চর্য্য অসীম মহিমাযুক্ত সাধন ॥৭৪॥

সাধ্য বস্তু সমুদয়ের ও ইহা অতি পরমসাধ্য, অত্যুন্মদ আনন্দ রাশির ও পরম মত্তভাজনক আনন্দ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে—পরম অতি রহস্য সমূহের ও যাহা অতি রহস্য তাহাই হইতেছে "**রাধা**" এই নাম। ইহার অর্থ

সা পীযূষাদিক মথিত সন্মাধুরী সার ধারা
প্রেমানন্দোন্মদ রস চমৎকার সর্ব্বস্বধারা।
অস্মাকং বা সুভগ তব বা বেদ কোঽন্যস্য বা স্যাৎ
কস্যাপ্যেষা পরমহৃদয়োল্লাসি ধারেত্যদোঽর্থঃ ॥৭৬॥
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ দেব্যনুনিশং গোপাধিরাজাত্মজে
নাভ্যর্চ্চ্যাতদিমং রহস্যুপগতং প্রেক্ষ্য ত্বমা ত্মাবৃতেঃ।
তিষ্ঠেঃ স্থাবর বন্নিকুঞ্জ নিলয়স্যাভ্যন্তরে প্রেয়সঃ
সখ্য স্থৎসবিধে বয়ং স্ম উরু চেৎ কার্য্যং তদাঽয়ংবিধিঃ ॥৭৭॥
... ...
... ...
তেনাঽঽসং তব দেবতামতিরসৌ স্বৎ কামবাধাকুলোঽ
প্যেকান্তেঽপি করিষ্যতে ন কিমপীত্যাবেদিতং তে প্রিয়ম্ ॥৭৮॥
ইত্যন্যোন্য সুশিক্ষণং সুনিপুণং কৃত্বা সখীমণ্ডলে
তত্রৈবচ্ছলতো নিলীয় হসতি প্রেষ্ঠে নিশীথে হরেঃ।

স্মরণ করিয়া দিবা নিশি অনন্তভাবে জপ কর ॥৭৫॥

("**ধারা**" এই পাঠান্তরে অতি রহস্য "**রাধানামের**" বিপর্য্যয় পাঠের ইঙ্গিত-এবং পর শ্লোকে ধারা শব্দের তিন অর্থ প্রকাশ হইয়াছে)

ইঁহা অমৃতাদির মন্থনোদ্ভূত উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যসারের ধারা—প্রেমানন্দ উন্মদ রস-চমৎকারের সর্ব্বস্ব-ধারা--। কে জানে যে ইঁহা আমাদের, কিম্বা সৌভাগ্যশালী তোমার অথবা অন্য কাহারও হৃদয়ের পরমোল্লাসময়ী ধারাই বটে; এই হইল ঐ মন্ত্রের অর্থ ॥৭৬॥

হে শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জদেবী! তুমি যদি প্রতি রজনীতে শ্রীগোপাধিরাজ নন্দন কর্তৃক আদৃতা হইতে ইচ্ছাকর তবে নির্জ্জনে আগত তাঁহাকে দেখিয়া আত্মগোপন করিবার জন্য নিকুঞ্জ নিলয়ে স্থাবরের মত অবস্থান করিবে। বিশেষ কার্য্য আসিলে তখন আমরা সখীগণও নিকটে থাকিব ইহাই বিধি (কর্ত্তব্য) ॥ ৭৭ ॥

... ...॥৭৮॥

এইভাবে প্রিয়তম সখীমণ্ডল অন্যোন্যকে সুশিক্ষাদান ও সুনিপুণ করিয়া সেই স্থলেই নিশীথকালে ছলক্রমে লুকাইত থাকিয়া হাস্য করিতে

আগত্যা চরত স্তথাতি মদন ক্ষুব্ধস্য হাসোদ্গমে
রাধায়াশ্চ ধৃতি ক্ষয়াদ্রতি কলা জীয়াৎ সুরত্যদ্ভুতা ॥৭৯॥

শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ মণ্ডলমিদং যাবৎ সমানীয়থা
স্তাবদ্দুর্গ্রহ দেবতার্দ্দিততনোঃ সন্দৃক্ষণং তে মনাক্ ।
স্বপ্নে নাগর শেখরেণ রমিতা কেনাপি সংলক্ষ্যসেহ
পশ্যন্ত্যাঃ পরপুরুষং স্থিতিমতঃ পৃচ্ছে তব স্বাগ্রতঃ ॥৮০॥

ধৃষ্টাঃ সখ্য ইমা নিকুঞ্জ নিলয় ছিদ্রার্দ্ধি দত্তেক্ষণাঃ
পশ্যন্তি প্রিয় সর্ব্বনাগরগুরো নাতি ত্বরা মাচর ।
সর্ব্বা আবৃণু রত্নদীপবিততী স্ত্বন্মন্নিচোলৈ বৃতিং
কুর্য্যা শ্চে ন্ন ধৃতিংহর শ্রুতিতলে তাঃ পান্তু রাধাগিরঃ ॥৮১॥

অয়ি ময়ি রতিদানং বর্ষ রাধেহত্যুদারে
বয়ম গমনিকুঞ্জে যাম সখ্যোহত্র সন্তু ।
ইতি নিরবধি বৃন্দারণ্য কুঞ্জেষু রাধাং
প্রতি মুরভিদু রস্যাভ্যর্থনানি স্মরামি ॥৮২॥

থাকিলে—তৎপরে শ্রীহরিও আগমন করিয়া ইতস্তত পাদচারণ করিয়া কাম-বিহ্বল চিত্তে হাস্য করিতে থাকিলে এবং শ্রীরাধারও ধৈর্য্যচ্যুতি বশতঃ সুরতোদ্ভূত অদ্ভুত রতিকলাদি সঙ্ঘটিত হইয়াছিল—তাহার জয় হউক ॥৭৯॥

মনেহয় যখন তুমি এই শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জমণ্ডলে সমানীত হইয়াছ তখনই কোন দুষ্টগ্রহ দেবতা কর্ত্তৃক তোমার দেহ আক্রান্ত হইয়াছে। এবং তোমার ভাবান্তরের ঈষৎ উদ্দীপনও দেখাযায়। তৎপরে স্বপ্নে কোনও নাগর শেখর কর্ত্তৃক রমিত হইয়াছ বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে। কিন্তু কখনও তুমি পরপুরুষ দর্শন কর না তথাপি তোমার এই অবস্থা কেন হইল ইহাই তোমার অগ্রে জিজ্ঞাসা করি ॥৮০॥

"হে প্রিয়! হে সর্ব্বনাগর গুরো! এই সখীগণ ধৃষ্ট এবং নিকুঞ্জ মন্দিরের ছিদ্রপথে নয়ন দিয়া সকল দর্শন করিতেছে। অতিত্বরা করিও না, সমস্ত রত্নদীপ সমূহ তোমার ও আমার বস্ত্রদ্বারা আবরণ কর; যদি আবরণ নাই কর, তবে তাহাদের ধৈর্য্য হরণ কর" শ্রীরাধার এই বাক্যাবলী তোমাদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সকলকে পালন করুন ॥৮১॥

মদন কদন নিত্য ক্লান্ত পারে স কান্তো
বিদধতি ললিতাত্মাঃ শিক্ষণং চান্যনার্য্যঃ।
অনুচরি শুভশীলে ব্রূহি মে কিং নু কৃত্যং
তদিহ জয়তি রাধা মন্ত্রিতং কুঞ্জবীথ্যাম্ ॥৮৩॥
কথিত বিতথমানা প্রেষ্ঠমাশ্বাস্য বল্লী—
গৃহমদ উপনীয় স্থাপয়িষ্যাম্য লক্ষ্যম্।
ত্বমপশরিতু মত্রৈবাতিরোষাদবেয়া
ইতি সমশুচমাস্যা শ্লেষিণীং পশ্য রাধাম্ ॥৮৪॥
বনমিদ মতি কামোদ্বর্দ্ধকৈক স্বভাবং
বপু রপি চ বয়ঃ শ্রীরূপলাবণ্যসীমা।
স ইহ মদনকোটি মোহনো নিত্যখেলো
ভবতু ঘনবনে মে সং স্থিতে যান্তু সখ্যঃ ॥৮৫॥

"অয়ি অত্যুদার চরিত্রে রাধে ! আমার প্রতি রতিদান রূপ বর্ষা কর, চল আমরা সখীগণের অগম্য নিকুঞ্জে যাই, সখীগণ এইখানেই থাকুক।" এই ভাবে নিরন্তর বৃন্দারণ্য কুঞ্জ সমূহে রাধার প্রতি মুরভিদুর (মুরারি শ্রীকৃষ্ণের) অভ্যর্থনা সমূহ স্মরণ করিতেছি ॥৮২॥

"সেই কান্ত মদন যুদ্ধে নিত্য ক্লান্তি পারে (অর্থাৎ মদনযুদ্ধে অতি সুনিপুণ), আবার ললিতাদি ও অন্য নারীগণও শিক্ষাদান করিতেছে— হে শুভশীলে দাসী ! বলত এখন আমার কর্ত্তব্য কি-?" এই ভাবে কুঞ্জপথে রাধিকার পরামর্শ জয় যুক্ত হইতেছে ॥৮৩॥

মিথ্যা মানের কথা জানাইয়া প্রিয়তমকে আশ্বাস দান পূর্ব্বক অলক্ষ্যে লতাগৃহে আনিয়া স্থাপন করিব। তুমি এখানে অতিরোষ বশতঃ অপসরণ (পলায়ন, স্থনান্তর গমন) করিবার চেষ্টা করিবে। এই প্রকারে তুল্য ব্যথা শালিনী প্রিয়সখীর-মুখে মুখ লাগাইয়া অবস্থান কারিনী রাধাকে দর্শন কর ॥

এই বন অতিশয় কাম বৃদ্ধি কর স্বভাব বিশিষ্ট—দেহ ও বয়স সৌন্দর্য্য রূপ লাবণ্যাদির সীমা ; অতএব এই স্থানে সেই মদনকোটিমোহন নিত্য ক্রীড়া পরায়ণ হউন এবং সখীগণ ঘনবনে নিকুঞ্জগৃহে প্রয়ান করুক ॥৮৫॥

ইহ কুসুমিত বৃন্দা কাননে কোকিলানাং
কলরব ইহ মন্দং বাত্যসৌ গন্ধবাহঃ।
প্রিয়মপি পরমর্ম্মা বিজ্ঞ সখ্যাঃ কুশিক্ষা-
কৃদহ মহহ ছিন্না কেন তার্য্যাহস্ত দুঃখম্ ॥৮৬॥
অয়ি মধুকর যূথাঃ সন্তি বৃন্দাবনেঽস্মিন্
বহব ইহ ন সংখ্যাবন্তি পুষ্পানি সন্তি।
ধনু রিষু গুণকোটী নির্ম্মিমানোঽত্র ভীমঃ
প্রভবতি ননু কাম স্তত্র কা মানবার্ত্তা ? ৮৭ ॥
ন পুনরিতি কুশিক্ষা স্তাদৃশী শৃণোমি
প্রণয়িনি গুণধাম্ন্য প্যহ মানাপরাধম্।
মম পরুষ গিরা গত্যাত্রবৃন্দাবনোদ্যৎ-
পিক কলবিকলীভূতোঽহ গমজ্জীবয়ন্মাম্ ॥৮৮॥

এই কুসুমিত বৃন্দাবনে কোকিল সমূহের কলরব হইতেছে—এই স্থানে মৃদু মন্দ সুগন্ধবায়ু প্রবাহিত হইতেছে। হায়! এই সকল মঙ্গল কারণ সত্ত্বেও আমি পরমর্ম্মানভিজ্ঞ সখীর কুশিক্ষানুসারে এখন বিরহিনী হইয়াছি! হায়! কে অদ্য আমাকে এই দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবে ? ৮৬ ॥

ওহে মধুকর! এই বৃন্দাবনে বহু যূথিকা বৃক্ষ (নায়িকা দল) আছে, এবং তাহাতে অসংখ্য পুষ্পও আছে ; এখানে ধনুর্ব্বাণ রজ্জু কোটি নির্ম্মাণ-দক্ষ প্রচণ্ড কামদেবেরও আবির্ভাব হইয়াছে ; এখানে আবার মানের কথা কি হইতে হারে ? ৮৭ ॥

(আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে) আর ঐরূপ কুশিক্ষা প্রণয়িজন সম্বন্ধে শ্রবণও করিব না ; যেহেতু প্রিয়তমে নিখিল গুণরাজি বর্ত্তমান থাকি-লেও তাহাতে অপরাধের আশঙ্কা করা হইয়াছে। আমার নিষ্ঠুর বাক্যেও তিনি এখানে আসিয়া আমাকে জীবিত করিয়া বৃন্দাবনে প্রকাশমান পিক-স্বরে বিকলীভূত হইয়াই পুনরায় চলিয়া গিয়াছেন ॥৮৮॥

অয়ি জগতি সুধন্যা সৈব যা মানিনী স্যাৎ
প্রণয়িনি সখি তাদৃশ্যোমদাঢ্যা স্ত্বধন্যাঃ।
অপি দয়িত সখীভ্যো মানবর্ণেঽপি কর্ণে
বিশতি হৃদি বিহন্ত্যো বেপথুং প্রোদ্বহন্তি ॥৮৯॥
সখ্যো মানং রসালং নিয়ত মহম বৈম্যত্র বৃন্দাবনে তু
প্রোদেত্যত্যদ্ভুতো যেন কৃতনিজপতি স্ত্রীকৃতান্তো বসন্তঃ
ভৃঙ্গী সঙ্গীত কাল্যন্নব মদনধনুঃ শিঞ্জিনীনামিবোচ্চৈ
ষ্টঙ্কারা বজ্রশঙ্কামিহ চ বিদধতে কোকিলা কূজিতানি ॥৯০॥
স্ত্রীরূপা মেধ্যপিণ্ডে মুহু রমৃত ধিয়া নিত্যলোলুভ্যমানং
চক্ষু র্ন ক্ষুদ্রজীবৈ রপি বিহিত মৃষা মাননাঽত্যন্ত মগ্নঃ।
জিহ্বা মিষ্টান্ন নিষ্ঠা বিরমতি ন মনাগ্ বিত্তসংগৃধ্নু চিত্তং—
হা বৃন্দারণ্য কাগ্যাভবতি মম গতি শ্চেদহং ত্বংস্থিতোঽপি ॥৯১॥
শ্রীরাধা পরদেবতা নব লতাগেহেষু নিত্য স্থিতা
শ্যামাঙ্কৈক বিভূষণা ললিতয়া স্বীয়ৈঃ সদা সেবিতা।

হে সখী! প্রণয়ীর উপর যে মান করিতে পারে, সেই নারীই জগতে অতি ধন্যা; কিন্তু সেই প্রকার অগর্ব্বিতা নারীরাই অধন্যা যাহারা প্রিয়তমের সখীগণের মুখ হইতে মানের অক্ষরটীও কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে বুকে আঘাত করেন ও বেপথু (কম্প) ধারণ করেন ॥৮৯॥

হে সখীগণ! এই বৃন্দাবনে নিয়তই আমি রসময় মান প্রাপ্ত হই; যেহেতু এখানে অত্যদ্ভুত নিজ নিজ পতি পত্নীর যমস্বরূপ বসন্ত বিরাজ করে, ভৃঙ্গী সঙ্গীতসমূহ নব মদনের ধনুর্গুণ সমূহের উচ্চ টঙ্কার সমূহবৎ এবং কোকিলা কূজন সমূহ বজ্র-নির্ঘোষবৎ শঙ্কা জন্মাইয়া থাকে ॥৯০॥

চক্ষু স্ত্রীরূপ অপবিত্র দেহপিণ্ডে অমৃত বুদ্ধিতে মুহুর্মুহু লোলুপ, ক্ষুদ্রজীবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মিথ্যা সম্মানেও অত্যন্ত মগ্ন, জিহ্বা মিষ্ট অন্নেতেই একান্ত আসক্ত ও চিত্ত ধন সম্পত্তিতে সমাসক্ত— ইহারা কিছুতেই বিরত হইতেছে না; অতএব হা বৃন্দাবন! আমি তোমাতে অবস্থান করিয়া ও যদি অন্যগতি প্রাপ্ত হই, তবে কি করিব? ৯১ ॥

বৃন্দাটব্যতি দুর্গ মোহন পুরং তৎস্থাঽখিলং সৈনিকং
যস্যাসৌ বরদঃ শ্রিয়াপ্যকলিতঃ শ্রীভাবরাজোঽস্তু নঃ ॥৯২॥
গুঞ্জা মঞ্জুল হারিণং মুরলিকানাদৈ র্মনোহারিণং
গোপী হ্রীধন হারিণং ব্রজ বিষাগ্ন্যাদি ব্যতীহারিণম্।
নিত্য ঞ্চানুরক্তং স্বয়া দয়িতয়া শোভা সমাহারিণং
বৃন্দারণ্য বিহারিণং ভজ সখে ভক্তাঘসংহারিণম্ ॥৯৩॥
বৃন্দানি দ্যুতিমল্লতা বিটপিনাং বৃন্দারকে বিন্দয়ন্
বৃন্দারণ্য লতাগৃহে ব্রজবধূ বৃন্দারিকাঽঽনন্দয়ন্।
কন্দর্পোৎসবকং বেণুবিবরাৎ সান্দ্রামৃতং স্যন্দয়
ন্নানন্দং হরি রদ্য কন্দলয়তা মুক্তিং চ নো নন্দয়ৎ ॥৯৪॥
শ্রীবৃন্দাবন ফুল্ল মল্লি বিলসদ্ বল্লীকুটীরে রবৎ
কীরে ধীর সমীর সূরতনয়াতীরে তমালচ্ছবিঃ।

পরদেবতা শ্রীরাধা নবলতা গৃহসমূহে নিত্যই অবস্থান করেন—শ্যামের ক্রোড়ই তাঁহার বিশেষ ভূষণ এবং ললিতা প্রেরিত স্বীয়দাসীগণ দ্বারা নিত্য সেবিত হইতেছেন, বৃন্দাবনই হইতেছে যাঁহার দুর্গ হইতেও অতি সুরক্ষিত মোহন পুরী, এবং তত্রত্য নিখিল বস্তুই হইতেছে যাঁহার সৈনিক লক্ষ্মীরও অদৃশ্য শ্রীভাবরাজ (মহাভাব) আমাদিগের বরদ হউন (বরদান করুন)॥ ৯২ ॥

গুঞ্জার মনোহর মালাধারী, মুরলী নিনাদে মনোহারী, গোপীদিগের লজ্জারূপ ধন হরণকারী, ব্রজের (তত্রত্য অধিবাসীগণের) বিষ বা অগ্নি প্রভৃতির বিনিময়কারী, নিজ দয়িতার প্রতি নিত্য অনুরক্ত এবং অতুলনীয় শোভাধারী বৃন্দারণ্যবিহারী ও ভক্তপাপ সংহারী শ্রীহরিকে ভজন কর হে সখে! ॥৯৩॥

জ্যোতির্ম্ময় বৃক্ষলতাসমূহকে মনোজ্ঞত্ব প্রাপ্ত করাইয়া, বৃন্দাবনীয় লতাগৃহে ব্রজবধূ সমূহকে আনন্দ দান করিয়া, বেণুছিদ্র হইতে সান্দ্রামৃত কন্দর্পোৎসব ক্ষরণ করাইয়া অদ্য শ্রীহরি মুক্তির আনন্দও পরিহার করাইয়া আনন্দ-নিনাদ বিস্তার করুন॥ ৯৪ ॥

শব্দায়মান-শুকপক্ষি-শোভিত ধীর-সমীর (মৃদুবায়ু যুক্ত) যমুনাতীরে

কোঽপি ক্রীড়তি মঞ্জু গুঞ্জদলিনী পুঞ্জে স্বয়ং গুঞ্জয়া
নির্ম্মায়োজ্জ্বল হার মাদধদতি প্রেম্ণা চ রাধোরসি ॥৯৫॥

শ্রীবৃন্দাবন নব কুঞ্জ মন্দিরেষু—
স্বানন্দামৃত রস সিন্ধু বন্ধুরেষু।
শ্রীরাধা মুরলিধরৌ মিথো হসন্তৌ
গায়ন্তৌ স্মর সততং স্মরোন্মদান্ধৌ ॥৯৬॥

শ্রীবৃন্দা বিপিন বিচিত্রপুষ্পা বাট্যাং
শ্রীকৃষ্ণোরসি নিহিতাঢ্য নূপুরাদিঃ।
শ্রীরাধাদ্ভুত রতি কেলি নাট্য লীলা
দৃষ্ট্যো র্মে কিরতু মহারসাব্ধি বর্ষম্ ॥৯৭॥

কালিন্দী–পুলিন উরু প্রসূন বৃন্দা–
রণ্যোচ্চৈঃ প্রবর কদম্ব–শাখিমূলে।
গায়ন্তৌ মদকলমত্যুদার গৌর–
শ্যামং তন্মধুর–মহোদ্বয়ং স্মরামি ॥৯৮॥

মনোমোহকর গুঞ্জনকারী ভ্রমরীপুঞ্জ ভূষিত শ্রীবৃন্দাবনের প্রস্ফুটিত মল্লিকা-বাসিত লতাকুটীরে তমালবর্ণ কোনও একজন স্বয়ং গুঞ্জাদ্বারা উজ্জ্বল হার নির্ম্মাণ করিয়া পরিধান করিয়াছেন ও অতি প্রেমভরে রাধিকাবক্ষে ক্রীড়া করিতেছেন ॥৯৫॥

স্বানন্দামৃত রস সাগরবৎ মনোহর (বা উন্নতাবনত) শ্রীবৃন্দাবনের নব কুঞ্জ মন্দির সমূহে শ্রীরাধা মুরলিধর পরস্পর স্মর-মদান্ধ হইয়া হাস্য করিতে-ছেন ও গান করিতেছেন-তাঁহাদিগকে নিত্য স্মরণ কর ॥৯৬॥

শ্রীবৃন্দারণ্যের বিচিত্র পুষ্প বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে বহুমূল্য নূপুরাদি ভূষিত (চরণে) শ্রীরাধার অদ্ভুত রতিকেলি নাট্য-লীলা আমার নয়ন যুগলে মহারস সমুদ্র বর্ষণ করুক ॥৯৭॥

কালিন্দী পুলিনে বহু পুষ্পমণ্ডিত বৃন্দাবনের উচ্চ সুমহান্ কদম্ববৃক্ষ-মূলে সঙ্গীত-পরায়ণ মদকল অত্যুদার গৌর শ্যাম মধুর বিগ্রহ যুগলকে স্মরণ করিতেছি ॥৯৮॥

বৃন্দাটব্যাভিনব কুঞ্জ খেলনোৎকা
বালীভিঃ কৃত নব পুষ্পাচিত্র বেশৌ।
শ্রীরাধা মুরলিধরৌ মুদা চরন্তৌ
সদ্বীথ্যাং ভজত কয়াঽপি নীয়মানৌ ॥৯৯॥
কিমিন্দূনাং কোট্যা যদি বদনমানন্দ মদনং
সুধাসারৈঃ কিং বা যদি সুমুখি বিম্বাধর মিদম্।
কটাক্ষা জীয়াসু স্তব কিমিহ কন্দর্প বিশিখৈঃ
প্রসন্না ত্বং রাধে যদি ক ইহ ধন্যো মদঽপরঃ ॥১০০॥
অলিন্দে কালিন্দী পুলিন নব মন্দার লতিকা
নিকুঞ্জাস্থানন্দামৃত মধুর মন্দানিলযুতে।
মিথোঽতি প্রেমোচ্ছৃঙ্খল মদন খেলৌ সুমধুরং
হসন্তৌ গায়ন্তৌ ভজত হৃদি রাধা-মধুপতী ॥১০১॥
অকস্মাৎ সিন্দূরং তব সুমুখি কিং দূরমগম
দ্বিশেষঃ কিং বাগ্যাদৃশ ইব দৃশোস্তেঽঞ্জনরুচঃ।

বৃন্দাবনের অভিনব কুঞ্জে খেলনোৎসুক, সখীগণ কর্তৃক নবপুষ্পে বিচিত্র বেশ বিন্যাসে সুসজ্জিত, কোনও (অন্তরঙ্গা) সখী কর্তৃক উত্তম পথে নীয়মান এবং আনন্দের সহিত ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল শ্রীরাধা মুরলিধরকে তোমরা ভজন কর হে !! ৯৯॥

চন্দ্র কোটির উদয়ে কি প্রয়োজন, যদি আনন্দ-মদন-জনক তোমার বদন উদিত হয়? সুধা সারেই বা কি প্রয়োজন, যদি তোমার এই বিম্বাধর -রস প্রাপ্ত হই? তোমার কটাক্ষপাত (জয়যুক্ত) হইলে আর কন্দর্পবাণেরই বা কি প্রয়োজন? হে রাধে! যদি তুমি প্রসন্না হও, তবে এই জগতে আমা হইতে ধন্যতর আর কে আছে? ॥১০০॥

যমুনা পুলিনে নব মন্দার লতানিকুঞ্জের আনন্দামৃতযুক্ত মধুর মন্দ বায়ু সেবিত অলিন্দে (বারান্দায়) অতি প্রেমভরে অনন্ত মদন-খেলা পরায়ণ হইয়া রাধা ও মধু পতি দুইজন সুমধুর হাস্য গান ইত্যাদি করিতেছেন; তাঁহাদিগকে হৃদয়ে ভজনা কর ॥১০১॥

হে সুমুখি! অকস্মাৎ কি তোমার সিন্দূর দূরীভূত হইয়াছে? অথবা

অহো সং বৃত্যাঙ্গং মুখমপি সমায়াতি বনতো
নতগ্রীবং নৈব ধ্রুবমিহ তদুক্তার্থয়সি নঃ ॥১০২॥
কালিন্দা ফুল্লাদিন্দীবর বন পবনেনাঞ্চিতে মন্দমন্দং
শ্রীবৃন্দারণ্য বৃন্দারক বিটপি লতা মন্দিরালিন্দ ইন্দুঃ।
জীয়াৎ কোঽপীন্দ্রনীলদ্যুতি মতি মধুরৈঃ কন্দলৈ রঙ্গভাসা
বিন্দন্ বন্দারু বৃন্দারকগণ কুসুমাসারবর্ষৈঃ প্রমোদম্ ॥১০৩॥
শ্রীমদ্ বৃন্দাবনেন্দুঃ স পরম মধুরঃ প্রেমপীযূষসার
স্যন্দী সন্দীপ্ত কামানল বিকল হৃদা গাঢ়রাধা সুধাব্ধিঃ ॥১০৩ক॥
সিন্দূরেণ প্রণয় তিলকং বিন্দুভিঃ শ্চন্দনানাং
বীতং ভালে রচয় কুচয়োঃ পত্রকং কুঙ্কুমেন।
রম্যং সম্যগ্ বিদধ্যা মধর মধুরে তচ্চ সর্ব্বং পুরাবৎ
তাত্রালিভ্যঃ সদা মে চ ভয়মথ হ্রিয়ং ভিন্ধি বৃন্দাবনেন্দো ॥১০৪॥ †

তোমার তিলক ও কি অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছে, তোমার নয়নের অঞ্জন (কজ্জল) শোভাও আর কি নাই? অহো! যিনিই অঙ্গ ও মুখ সম্বরণ করিয়া (ঢাকিয়া) বন হইতে অবনত গ্রীবায় আগমন করিতেছেন, সেই তুমিই আমাদের এই উক্তি সমূহের সঠিক সাথকতা সম্পাদন করিতেছ ॥১০২॥

কলিন্দীর প্রস্ফুটিত কমল বন সংস্পৃষ্ট বায়ুদ্বারা মন্দ মন্দ সেবিত শ্রীবৃন্দাবনের মনোজ্ঞ বৃক্ষলতা মন্দিরের অলিন্দে (বারান্দায়) কোনও ইন্দ্র-নীলমণির ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট চন্দ্র জয়যুক্ত হইতেছেন, তিনি অতি মধুর স্ফুরিত অঙ্গ জ্যোতি দ্বারা ও বন্দনশীল দেবগণ কর্তৃক কুসুম ধারা বর্ণ দ্বারা প্রমোদ প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥১০৩॥

এই শ্রীমদ্ বৃন্দাবন চন্দ্রমা অতীব মধুর ও প্রেমামৃতসার ক্ষরণশীল; কিন্তু তিনি যখন সম্যক্ উদ্দীপ্ত কামানলে বিকল হৃদয় হইয়া থাকেন, তখন রাধাই তাঁহার অগাধ সুধা সিন্ধু রূপে শান্তিদিয়া থাকেন ॥ ১০৩ ক ॥

---

† অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে মন্দাক্রান্তা পরার্দ্ধে চ স্রগ্ধরা বৃত্তি রিতি জ্ঞেয়ম্।

সং চার্য্যেত ইতস্ততঃ প্রিয়সখৈঃ শ্রীদামমুখ্যৈঃ সমং
শ্রীবৃন্দাবন বীথিকাসু সততং রাধৈক বার্ত্তাপরঃ।
ধৈর্য্যে ধাবতি মন্ত্রয়ন্ত মন ঘোপায়ঞ্চ তৎ সঙ্গতৌ
কঞ্চিৎ কামরসৈক সার সুভগং শ্যামং কিশোরং ভজে ॥১০৫॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতে
পঞ্চদশং শতকম্ ॥১৫॥

জলবিন্দু সমূহ দ্বারা নষ্ট তিলক পুনরায় চন্দনবিন্দু ও সিন্দুর দ্বারা আমার কপালে রচনা কর, কুঙ্কুম দ্বারা কুচযুগলে পত্রক রচনা করিয়া দাও, আমার মধুর অধরে পূর্ব্ববৎ সুন্দর ভাবে সেই সকল (চিত্রকাদি) সম্যক্‌রূপে বিন্যাস কর; আমার নিষ্ঠুর সখীগণের সদা ভয় রহিয়াছে, অতএব হে বৃন্দাবনচন্দ্র! আমার লজ্জা দূর কর ॥১০৪॥

শ্রীদাম প্রমুখ প্রিয় সখাগণ সহ যিনি একমাত্র শ্রীরাধার বার্ত্তা পরায়ণ হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে বৃন্দারণ্য বীথিকা সমূহে উপস্থিত হইলেন; তৎপরে ধৈর্য্যচ্যুতি বশতঃ শ্রীরাধার সহিত মিলনের উত্তম উপায় বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন, এমন যে কামরসের একমাত্র সার সুন্দর কোনও শ্যামকিশোর—তাঁহাকে ভজন করি ॥১০৫॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত পঞ্চদশ শতকের শ্রীহরিদাস দাস
কৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্

ষোড়শং-সপ্তদশঞ্চ-শতকম্

শ্রীপাদপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্।

মাননীয়

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক অনূদিত

প্রথমসংস্করণ।

শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীযামিনী মোহন সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

মূল্য—৵০ দুইআনা।

সুলভ ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে
শ্রীনিতাইপদদাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রচারিত।

Printed by N. L. Koushik
Sri BraJandra Printing press,
Brindaban.

প্রকাশকের নিবেদন

বর্ত্তমান কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত ৺কাশীধামবাসী ষষ্টিসহস্র যতীন্দ্রবৃন্দের গুরু শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত এই "শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত" এতকাল অমুদ্রিত ছিলেন। ১৩১৬ সালে শ্রীশ্রীমদভীষ্ট দেবের শ্রীমুখে "ভ্রাতস্তিষ্ঠ তলে তলে বিটপিনাং" "ন কুরু ন বদ কিঞ্চিৎ বিস্মরাশেষ দৃশ্যং" ইত্যাদি শ্লোক শ্রবণ করিয়া এই গ্রন্থ দর্শনের লালসা হয়; তদীয় পিতৃদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুবংশ্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর রাধিকানাথগোস্বামী মহোদয় স্বকৃত টীকা ও রসাস্বাদনী ব্যাখ্যাসহ 'শ্রীরাধারসসুধানিধি' 'শ্রীসঙ্গীতমাধব' ও "শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত" (শতকাবলী) মুদ্রাঙ্কন জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ১৪শ খানি শতক সংশোধন পূর্ব্বক কেশীঘাটস্থ নিজ মন্দিরে পাঠ করিয়াছিলেন। এবং (বর্ত্তমান ১৭শ শতকের) টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৩টী শ্লোকের টীকা সম্পন্ন হওয়ার পর অসুস্থ হন ও ১৩১৮ সালে বৈশাখ মাসে অপ্রকট হন। ১৩২১ সালে শ্রাবণ মাসে শ্রীকৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহারাজ ১খানি (টীকাসহ) শতক ও নাগরাক্ষরে ১ম হইতে ১৩ শতক পর্য্যন্ত প্রাচীন হস্তলিপি অনুবাদ করিবার জন্য আমার হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহার আদেশে ১ম হইতে ৩য় শতকের অনুবাদসহ ৪ মাস পরে তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাই। ১৩৩৬ সালে শ্রীধামে আসিয়া তাঁহার নিকট ১৬ শতক পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। তাঁর অপ্রকট হেতু এতদিন অগ্রসর হই নাই। ২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধামনবদ্বীপনিবাসী শ্রীহরিদাস দাস (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ বেদান্ততীর্থ) বাবাজী মহারাজ প্রেরিত সানুবাদ ১ম শতক শ্রদ্ধাস্পদ দাদা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি-এল, মহাশয়ের নিকট দেখিতে পাইয়া পরমানন্দিত হই এবং উভয়ে অতি উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হই। শ্রীধামে বহু চেষ্টায় ১২ খানি হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ ৪ বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া (তাঁহার জীবন স্বরূপ) এই ১৭ খানি শতকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

২য় শতক হইতে ৪র্থ শতক পর্য্যন্ত ঠাকুর শ্রীনরহরিবংশ্য শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ গোস্বামী শাস্ত্রী মহোদয় সংশোধন করিয়া অনুবাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ৫ম হইতে ১০ম শতক পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুবংশ্য শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহোদয়, ১১শ শতক হইতে ১৬শ শতক পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাধিকারী শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহোদয়, ভক্তি -

বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী বেদান্তরত্ন মহোদয় ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহোদয় সংশোধন করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ১২খানি হস্তলিপি মিলাইয়া (সকল গ্রন্থই প্রায় এক পাঠ এবং বহু ভ্রান্তিপূর্ণ। কোন কোন শ্লোকের ১।২ বা ৩ চরণ নাই, যাহা পাইয়াছি তাহাই) মুদ্রণ ও প্রকাশ করিলাম কোন অক্ষর পরিবর্ত্তন বা সংযোজন করিতে সাহসী হই নাই। এই গ্রন্থের পাঠ মিলানকালে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুবংশ্য শ্রীপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্রগোস্বামী, শ্রীরাধাবাগস্থ শ্রীনৃসিংহবল্লভগোস্বামী শ্রীযুক্ত দাদা নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী মহাশয়কে রাত্রি দ্বিপ্রহরাতীতকাল পর্য্যন্ত যে কষ্ট দিয়াছি তাহা স্মরণ হইলেও লজ্জা বোধ হয়। প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনবাসী মাননীয় শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস বাবাজী ও শ্রীযুক্ত রজনীদাস বাবাজী মহারাজদ্বয় বহুকষ্টে ১৬ শতক পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাবাজী মহারাজ ব্রজভূষণ ভাগবত পরমহংস পূজ্যপাদ শ্রীরামকৃষ্ণদাস পণ্ডিতজী মহারাজের ভজনাশ্রম প্রাঙ্গণে ২ মাস কাল পাঠ করিয়াছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত নিতাইপদদাস বাবাজী শ্রীযুক্ত বিহারীদাস বাবাজী ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাল এম-এ, বি-এল, ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, এই গ্রন্থ প্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পরিশেষে দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীধাম নীলাচল গম্ভীরামঠের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী নিত্যধামগত ৺ভগবানদাস বাবাজী মহারাজ অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন ১ম শতক প্রায় ২০০ এবং ২য় হইতে ১০ম শতক পর্য্যন্ত প্রতি শতক ন্যূনাধিক ৪০০ করিয়া ভজন পরায়ণ বৈষ্ণবদিগকে পরমানন্দে স্বহস্তে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ কৃপা ও উৎসাহ না পাইলে গ্রন্থ প্রকাশে হয়ত আরও বিলম্ব ঘটিত। ১১শ শতক মুদ্রিত হইবার পরই তিনি অপ্রকট হইয়াছেন। অতঃপর আর শতক পাইলে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল! বহু সহৃদয় বৈষ্ণব মহাত্মা এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য অর্থানুকূল্য করিয়া সুধীমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের নাম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত ও হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীধামনবদ্বীপ রাধাবাজার নিবাসিনী শ্রীমতী কৈলাশ বাসিনী ঘোষ মহাশয়া "ষোড়শ-শতকের" মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করিয়া বৈষ্ণব সমাজের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা। বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দা। **শ্রীযামিনীমোহন সেন।**

শ্রীশ্রীপ্রিয়াবল্লভো জয়তি ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্ ।

ষোড়শ শতকম্ ॥১৬॥

রাধা বক্ত্র সরোজ দিব্যমধুপং রাধা দৃশো রঞ্জনং
রাধা বক্ষসি দিব্য নীলবসনং রাধামনঃ শৃঙ্খলম্ ।
রাধা নাভি সুধাসরঃ কুবলয়ং রাধাপদশ্রীনখে-
ন্দূনাং লাঞ্ছনমেব বাঞ্ছত বনে রাধৈক খেলামৃগম্ ॥১॥

একান্ত কুঞ্জভবনেঽনুনয়েন রাধা-
মঙ্কে নিধায় করজৈ রলকান্ বিবিচ্য ।
চুম্বন্মুহুঃ কনক পঙ্কজ কান্তি বক্ত্রং
সোঽয়ং হরিঃ পুলক পূর্ণবপুঃ প্রিয়ো মে ॥২॥

কস্যাপি গোপরমণী রমণীয় মূর্ত্তেঃ
কাদম্বিনীরুচি কদম্ব করম্বিতস্য ।
বিদ্যুৎ পিশঙ্গ বসনস্য নিশম্য রাধা-
নামাদি মক্ষরমপি ক্ষরদাস্যমীক্ষে ॥৩॥

শ্রীরাধা বদনকমলের দিব্য মধুকর, রাধানয়নযুগলের অঞ্জন, রাধা-বক্ষের দিব্যনীলবসন রাধার মনশৃঙ্খল, রাধা নাভীরূপ অমৃত সরোবরের নীল পদ্ম, রাধা পদযুগলের সুন্দর নখচন্দ্র সমূহের লাঞ্ছন (চিহ্নযুক্ত) ও রাধারই একমাত্র খেলামৃগকে এই বনে তোমরা (পাইতে) বাঞ্ছা কর ॥১॥

নির্জ্জন কুঞ্জগৃহে অনুনয় পূর্ব্বক রাধাকে ক্রোড়ে করিয়া নিজ অঙ্গুলি দ্বারাই তাঁহার অলক (চূর্ণকুন্তল) রাজি আলুলায়িত করিয়া মুহুর্মুহু তাঁহার কনক পদ্ম শোভিত বদন চুম্বন করিতেছেন—সেই পুলক মণ্ডিত দেহ বিশিষ্ট হরিই আমার প্রিয় ॥২॥

যিনি গোপরমণীগণের রমণীয় মূর্ত্তি মেঘমালার ন্যায় কান্তি যুক্ত এবং বিদ্যুতের ন্যায় পীতাম্বরধারী তাঁহার অক্ষরত্ব সত্ত্বেও রাধানাম প্রভৃতি শ্রবণে

পরস্পর সুসম্মুখং মুখমুদার নর্ম্মস্মিতং
পরস্পর বপুস্পৃশংপুরু মিষেণ পাণিদ্বয়ম্।
পরস্পর রসোল্লসৎ পুলক গৌর নীলাকৃতী
দধদ্দ্বয়মহঃ পরস্পর ধৃতাত্মভাবং ভজে ॥৪॥

/ কদাপি চিদচিন্ময়াদুপরি চেৎ স্পৃহা রোহণে
রতিং মদনমোহনে বিদধতাং তদৈকান্তিকীম্।
ন সন্তুজনতাপনে প্রতিবসন্তু বৃন্দাবনে
নমন্তু ননু জন্তুকানিহ ন মন্তু রস্তু ক্বচিৎ ॥৫॥

মহাদ্ভুত চমৎকৃতি প্রকট সর্ব্ব সদ্বৈভবম্
ভবন্নব নবং সদা মধুর পূর্ণশোভার্ণবম্
অতীব সুচমৎকৃতী জন কৃপা ক্ষমাদ্যৈ গু্ণৈ
র্মহো মদন মোহনাকৃতি ভজন্তু বৃন্দাবনে ॥৬॥

অনন্য রস ভাবতো মধুরভাব সারোৎকরে
করে নিপতিতং স্বতোঽখিল পুমর্থমাতন্বতি।

অশ্রু আদি ক্ষরণ যুক্ত মুখচন্দ্র দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥৩॥

পরস্পর বেশ সম্মুখে ২ আছেন—উদার নর্ম্মহাস্যযুক্ত তাঁহাদের মুখ—পরস্পর বহুছলে হস্তদ্বারা পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন-পরস্পর রসোল্লসিত ও পুলকাঞ্চিত গৌর নীলাকৃতি ধারণ করিয়াছেন এবং পরস্পরের স্বভাব পরস্পরে গ্রহণ করিয়াছেন—এবম্বিধ বিগ্রহ যুগলকে ভজনা করি ॥৪॥

/ যদি কখনও চিন্ময় অচিন্ময় জগতের উপরিভাগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে মদনমোহনে ঐকান্তিকী রতির বিধান কর—জনতাপূর্ণ স্থানে থাকিবে না, বৃন্দাবনে বাস করিবে এবং অত্রত্য সকল প্রাণীকেই নমস্কার করিবে, যেন কোথায়ও কোনও অপরাধ না হয় ॥৫॥

যিনি মহা অদ্ভুত চমৎকার বিশিষ্ট, যাঁহাতে সর্ব্ব উত্তম বৈভব সমূহ প্রকটিত আছেন, যিনি সর্ব্বদা নব নব মাধুর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যসিন্ধু এবং জনগণের প্রতি অতি কৃপা ক্ষমা প্রভৃতি গুণ দ্বারা মহাশ্চর্য্য জনক হইয়াছেন সেই জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তিকে শ্রীবৃন্দাবনে ভজন করুন ॥৬॥

বিরজ্য ভগবৎ পদাদপি মুদাত্র বৃন্দাবনে
মহোজ্জ্বল মহামহো মদনগোপবেষং ভজ ॥৭॥
অনন্ত রস কন্দলী পরমকন্দ বৃন্দাটবীং
ক রুদ্র- কৃত বর্ণনাতিগ বিচিত্র শোভানিধিম্।
নবীন তড়িদম্বুদ দ্যুতি মহোদয়ৈকস্থিতিং
প্রবীণমতয়ো হরে ভজন বর্ত্মসু ধ্যায়ত ॥৮॥
/ কর্ণাভার্ণাহস্পর্শিনঃ স্ত্রীতি বর্ণা-
দপ্যুত্রস্তাঃ সঙ্গমাত্রাদ্বিহস্তাঃ।
ন্যস্তাত্মানঃ শ্রীলবৃন্দাবনে নে
ক স্তান্ রাধা পাদগান্ন স্তুবীত ৯॥
অত্যামৃষ্ট প্রেমমাধ্বীক মাদ্য-
দ্রাধা কৃষ্ণোচ্ছৃঙ্খলানঙ্গখেলা।
অত্যাশ্চর্য্যানন্দ সন্দোহ সান্দ্রা-
বৃন্দাটব্যাং সেব্যতাং রে সুভব্যাঃ॥১০

স্বকীয় অনন্ত রস স্বভাব বশতঃ কেবল মধুরভাব সার রাশি পূর্ণ, হস্তে স্বয়ং নিপতিত নিখিল পুরুষার্থ দানকারী, এই বৃন্দাবনে ভগবৎ পদ (অর্থাৎ সারূপ্যাদি মুক্তি) প্রাপ্তি হইতে বিরক্ত হইয়া আনন্দের সহিত মহোজ্জ্বল মদনগোপাল বেশ ধারী মহাজ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহকে ভজন কর ॥৭॥

হে মনীসিগণ! আপনারা হরিভজন পথ সমূহে অত্যুন্নত রস সমূদয়ের পরম মূল স্বরূপ এই বৃন্দাটবীর ধ্যান করুন—ইঁহা ব্রহ্মা শিবাদি কৃত বর্ণনার অতীত বিচিত্র শোভানিধি স্বরূপা এবং নবীন তড়িৎ (বিদ্যুৎ) ও মেঘবর্ণ-যুগলের মহা উদয়েই (স্বরূপেই) স্থিতা হইয়াছেন ॥৮॥

/ 'স্ত্রী' এই বর্ণ যাঁহাদের কর্ণগোচর হয় নাই, এই অক্ষর শ্রবণেই যাঁহারা অতিশয় ত্রাসান্বিত হয়েন, সঙ্গমাত্রেই যাঁহারা অতি ব্যাকুল হয়েন, যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে আত্ম সমর্পন করিয়াছেন এবং রাধা পাদগত সেই ভাগ্যবান্ দিগকে কে না স্তব করিয়া থাকে? ৯ ॥

অহে ভদ্রমহোদয়গণ! এই বৃন্দাবনে অতি বিশুদ্ধ প্রেমমধু-মত্ত রাধা কৃষ্ণের অসীম কামক্রীড়া হইতেছে; তাহা অত্যাশ্চর্য্য আনন্দ-রাশি ঘন-তাঁহারই সেবা কর ॥১০॥

কালিন্দী পুলিনং বিচিত্র ষড়্ঋতু শ্রীসেব্য বৃন্দাবনং
নিত্যাশ্চর্য্যগুণো মরুৎপুরু কলশ্চন্দ্রো নিশা শারদী।
ইত্যত্যদ্ভুত দীপনো গুণনিধি শ্রীরাধিকা মাধবা
লম্বী কোঽপি মহাদ্ভুতো হৃদিরস শ্চিত্তানুভাবোঽস্তু নঃ ॥১১॥
কালিন্দী পুলিনে রবচ্ছুকপিকে মত্তালিঝঙ্কারিণি
নৃত্যৎ কেকিনি পুষ্পিতদ্রুমলতা বৃন্দৌঘ বৃন্দাবনে।
গৌরশ্যাম কিশোরয়ো রতি-রতিপত্যো নিজৈকান্তয়োঃ
কশ্চিদ্ দিব্য মহারসং রসয়িতুং মচ্চিত্ত মুৎকণ্ঠতে ॥১২॥
কলিন্দতনয়াতটে মধুর মাধবী মণ্ডপে
মিলন্মলয় মারুতে মধুপ ঝঙ্কৃতালঙ্কৃতে।
পিকালিকুল কূজিতে ব্রজকলাবতী পূজিতে
কিশোর মহসী সদা স্মর গৌরনীলাকৃতী ॥১৩॥
অতিস্বচ্ছে রঙ্গচ্ছবি নব সুধাম্ভোধি লহরী-
পরীবাহৈ বৃন্দাবন বলয় মাপ্লাবয়দিদম্।

কালিন্দী পুলিন, বিচিত্র ছয় ঋতুর শোভা সেবিত বৃন্দাবন, নিত্যাশ্চর্য্য গুণ সম্বলিত বায়ু, পূর্ণকলা বিশিষ্ট চন্দ্র, এবং শারদীয়া রজনী ইত্যাদি অত্যদ্ভুত উদ্দীপনময় কোনও এক মহাদ্ভুত রস ও চিত্তানুভাব আমাদের হৃদয়ে গুণনিধি শ্রীরাধামাধবকে আলম্বন করিয়াই উদিত হউক ॥১১॥

যমুনা পুলিন শোভিত, শুক-কোকিলাদি মুখরিত, মত্ত-মধুকর নিনাদিত, ময়ূর-তাণ্ডবনৃত্য মণ্ডিত, ও পুষ্পিত বৃক্ষ লতা রাজি-বেষ্টিত বৃন্দাবনে কাম-রতি স্বরূপ নিজ একান্ত প্রিয়তম গৌরশ্যাম যুগল কিশোরের কোনও দিব্য মহারস আস্বাদন করিবার জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥১২॥

কালিন্দীতটে মলয়বায়ু প্রবাহিত, মধুকর-ঝঙ্কৃত ও কোকিল ভ্রমর-রাজি কূজিত মধুর মাধবী মণ্ডপে ব্রজের চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা চতুরা (ব্রজ-দেবীগণ) কর্ত্তৃক পূজিত গৌরনীলাকৃতী কিশোর বিগ্রহ যুগলকে সর্ব্বদা স্মরণ কর ॥১৩॥

অতি স্বচ্ছ অঙ্গকান্তির নবীন সুধা সমুদ্রের তরঙ্গ প্রবাহে সমগ্র

অহো গৌরশ্যামং মধুর মধুরং ধামযুগলং
সদা-কৈশোরং মে হৃদি মদনমুগ্ধং বিহরতু ॥১৪॥
মিথঃ সাম্মুখ্যেন ব্রততিভবনদ্বারি রুচিরাঽন্
স্তরা সীনা বক্ষে রতি সরস খেলা বিদধতৌ।
সখীভি স্তৌ বালব্যজন কৃতসেবা বতি মুদা
ভজে রাধাকৃষ্ণৌ রতিকলহ কুণ্ঠস্বহৃদয়ৌ ॥১৫॥
নব হেম হরিণ্মণি প্রভং মধুরাণাং মধুরং মহোদ্বয়ম্।
তদহং রসসার বিগ্রহং নব বৃন্দাবিপিনে ভজেঽন্বহম্ ॥১৬॥
বিলসন্নবহেম চম্পকদ্যুতি কৈশোর মনোহরং মহঃ।
তদহং মৃগয়ে মুহুঃ শ্রিতং হৃদি বৃন্দাবন পুষ্পকেতুনা ॥১৭॥
হরিণায়ত লোচনেন হি ক্ষণমাত্রং ন নিধাতুমিষ্যতে।
অপি তল্পবরেঽপি যাঽনিশং হৃদি রাধা মমাস্ত্বধীশ্বরী ॥১৮॥
অতি দোলিত মূর্ম্মি মালয়া সততোদ্বেল মহারসাম্বুধেঃ।
তদহং নব গৌরনীলরুঙ্ মিথুনং কুঞ্জ কুটীষু লালয়ে ॥১৯॥

বৃন্দাবনভূমি আপ্লাবনকারী নিত্য-কিশোর এই গৌরশ্যাম মধুর মধুর মদন-মোহনকারী বিগ্রহযুগল আমার হৃদয়ে বিহার করুন ॥১৪॥

লতাগৃহের দ্বারদেশে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া মনোরম আস্তরে (শয্যায়) সমাসীন হইয়াছেন—অতি সরস অক্ষ (পাশক) ক্রীড়া করিতেছেন—সখী-গণ চামর ব্যজন পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিতেছেন—এবম্বিধ রতিকলহ-কুণ্ঠ হৃদয় রাধাকৃষ্ণকে আমি আনন্দের সহিত ভজনা করি ॥ ১৫ ॥

নব হেম ও ইন্দ্রকান্ত মণির তুল্য প্রভাযুক্ত, মধুর হইতেও অতি সুমধুর রসসার বিগ্রহ যুগলকে আমি নব বৃন্দাবনে নিত্য ভজন করি ॥১৬॥

নব স্বর্ণ চম্পকের কান্তি বিশিষ্ট এক কৈশোর মনোহর বিগ্রহ বৃন্দাবনীয় কামদেবের হৃদয়ে আশ্রয় লইয়াছেন—তাঁহাকেই আমি মুহুর্মুহু অনুসন্ধান করিতেছি ॥ ১৭ ॥

আয়ত-লোচন শ্রীহরি এক ক্ষণের জন্যও সুন্দর শয্যাতেও যাঁহাকে রাখিতে ইচ্ছা করেন না, সেই আমার অধিশ্বরী রাধা দিবানিশি আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন ॥১৮॥

স্পৃহয়ে রসপুঞ্জ রাধিকা রতি কুঞ্জে লতিকৌঘবদ্ধধীঃ।
ভবিতুং কবি তুণ্ড মণ্ডলী কুমুদানন্দক কীর্ত্তি চন্দ্রিকা ॥২০॥
মদকেকি শিখণ্ড মণ্ডণং নবগুঞ্জাফল মঞ্জু হারিণম্।
মুরলি ধ্বনি মোহিতাখিলং ভজ বৃন্দাবন নাগরীবিটম্ ॥২১॥
মধুরং মধুরং বনে বনে কল কূজন্নব কোকিলাকুলম্।
অখিলর্ত্তু লসল্লতাদ্রুমং শ্রয় বৃন্দাবন নাম তদ্বনম্ ॥২২॥
মদনোন্মাদ ঘূর্ণিতারুণেক্ষণ মুচ্ছৎপুলকং ক্ষণে ক্ষণে।
পরিচুম্বিত রাধিকামুখং ভজ বৃন্দাবন কুঞ্জ নাগরম্ ॥২৩॥
মুরলি কলগীত তোষিত প্রিয় রাধা পিত কণ্ঠমাল্যভৃৎ।
পুলকোজ্জ্বল ফুল্ল বিগ্রহো হসিতাস্যঃ স হরি র্নমস্যতাম্ ॥২৪॥
রতি মন্মথ কোটি মোহনং বিহরৎ পূর্ণ রসৈকসাগরম্।

নিরন্তর উদ্বেলিত মহারস সমুদ্রের তরঙ্গ সমূহে অত্যন্ত আন্দোলিত সেই গৌরনীলকান্তি যুগলকে আমি কুঞ্জ কুটীরে লালন করিতেছি, (পাইতে ইচ্ছা করি) ॥১৯॥

মহারসবতী শ্রীরাধিকার রতিকুঞ্জে লতিকা সমূহে আমি (জীবাধম) বদ্ধমতি হইয়া কবিমুখ-সমূহরূপ কুমুদানন্দ (চন্দ্র) কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্না হইতে ইচ্ছা করি ॥২০॥

মত্ত ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত চূড়াধারী, নবগুঞ্জা ফলের মনোহর মাল্যধারী; মুরলীধ্বনিতে জগৎ মোহনকারী বৃন্দাবন-নাগরী-লম্পটকে ভজন কর ॥২১॥

প্রতি বনে মধুর হইতেও অতি সুমধুর, অব্যক্ত মধুর ধ্বনিদ্বারা নব কোকিলকুল-মুখরিত, সর্ব্ব ঋতুর উপযোগী বৃক্ষ লতাদিযুক্ত বৃন্দাবন নামক এই বনের আশ্রয় লাভ কর ॥২২॥

ক্ষণে ক্ষণে মদনোন্মাদ বশতঃ যাঁহার অরুণ চক্ষু ঘূর্ণিত হইতেছে, যিনি সর্ব্বাঙ্গে পুলকরাজি ধারণ করিয়াছেন ও রাধিকা মুখচুম্বন করিতেছেন-সেই বৃন্দাবন-কুঞ্জ-নাগরকেই ভজনা কর ॥২৩॥

যিনি মুরলীনাদে তোষিতা প্রেয়সী রাধার অর্পিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন—যিনি পুলকে উজ্জ্বলায়মান প্রফুল্ল দেহশ্রী ধারণ করিয়াছেন—যাঁহার বদনে হাস্য শোভা পাইতেছে—সেই হরিই নমস্য ॥২৪॥

নব কাঞ্চন নীলরত্নরুগ্ দ্বিমহস্তদ্ভজ কুঞ্জ বীথিষু ॥২৫॥
হসৎ পরিহসন্মুহু র্বহুমিষান্মিথোঽঙ্গ স্পৃশৎ
প্রগায়দথ বাদয়ৎ কিমপি নৃত্যদত্যদ্ভুতম্ ।
সুহেম হরিনীলরুক্ তদুভয়ং কিশোরং মহঃ
স্মরাম্যতি বিচিত্র সদ্রস কথালি বৃন্দাবনে ॥২৬॥
অনঙ্গ রস বারিধৌ মহতি কূলশূন্যে মহা-
মদান্ধ নব নাগরৌ প্রণয় কেলি কল্লোলিনী ।
স্মরানবধি খেলিনৌ ললিত গৌর নীলদ্যুতি
ন ভঙ্গুর সুসঙ্গতী মধুর ধাম্নি বৃন্দাবনে ॥২৭॥
ক্বচিন্নব নিকুঞ্জকে কপট সুপ্তকৃষ্ণোরসি
স্ফুরন্মুরলিকা হৃতিং নিজসখীগিরা কুর্ব্বতী ।
বিধৃত্য রমিতা রুদত্যধিবলাৎ কলাশালিনা
মনেত্যহসদালি-নির্ধৃতশুগস্তু রাধাহৃদি ॥২৮॥

রতি-কাম-কোটি মোহন কারী, নিরন্তর বিহারশীল, পূর্ণ রসেরই সাগর সদৃশ, নব হেম ও নীলমণিকান্তিধারী বিগ্রহ যুগলকেই কুঞ্জ-পথ সমূহে ভজন কর ॥২৫॥

মুহুর্মুহু হাস্য পরিহাস করিতেছেন—বহুছলে পরস্পর অঙ্গস্পর্শ করিতেছেন—গান, বাদ্য ও অতি অনির্ব্বাচ্য মধুর নৃত্য করিতেছেন—এবম্বিধ সুহেম-ইন্দ্রনীলকান্তিধারী সেই যুগলকিশোর অতি বিচিত্র সদ্রস বিশিষ্ট সখীমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন—আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি ॥২৬॥

পারাবার বিহীন মহা অনঙ্গ রস সমুদ্রে মহা মদান্ধ নাগরযুগল প্রণয় কেলি-মহা তরঙ্গে ভাসমান হইয়া নিরন্তর খেলা করিতেছেন—তাঁহাদের কান্তি সুন্দর গৌর ও নীলবর্ণ—মধুরধাম বৃন্দাবনে তাঁহাদের সঙ্গ অবাধভাবেই নিত্য সজ্ঘটিত হইতেছে—তাঁহাদিগকে স্মরণ কর ॥২৭॥

কোনও নব নিকুঞ্জে কপট সুপ্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল হইতে নিজ সখী বাক্যে মুরলিকা চুরি করিলে কলাশালী (হরি) সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক রমণ করায় তিনি ক্রন্দন করিতেছেন আর হাস্য পরায়ণা সখী

উরঃ পুরট সম্পুট দ্বিতয়যুক্ স্ফুটং লক্ষ্যতে
ব্যনক্তি মুখমধ্যতঃ শিখরপংক্তিমীষৎ স্মিতম্।
স্ফুরত্যধর-বিদ্রুমঃ করপদো র্মণিশ্রেণয়ো
র্বপুঃ সকলমেব তে কনকসারসারৈঃ কৃতম্ ॥২৯॥
সহোদ্বর্ত্তাস্নাতৌ সহরচিতভূষৌ সহভুজৌ
সহাচাম্যাসীনৌ সহ বিরচিতাঽঽরাত্রিকবিধী।
সহৈব শ্রীরাধা মুরলি ধরনৌ কুঞ্জশয়নে
সুখং সুপ্তৌ বিশ্রাময় মৃদু মৃদূন্মদ্দিত পদৈঃ ॥৩০॥
কদাচিৎ কালিন্দীতট ভুবি কদাচিত্তরুতলে
কদাচিৎ কুঞ্জান্ত র্গহন বিপিনে কর্হিচিদহো।
অভঙ্গৈঃ সঙ্গীতোত্তর মধুর কন্দর্প ললিতৈঃ
সদা বৃন্দারণ্যে মম হৃদয় বন্ধূ বিহরতঃ ॥৩১॥

পুনরায় শোক দূর করিতেছেন—এবম্বিধা রাধা আমার হৃদয়ে উদিতা হউন ॥

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তোমার বক্ষঃস্থলে দুইটী স্বর্ণ পেটীকা রহিয়াছে, তোমার মৃদু মধুর হাস্য তোমার মুখ বিবর হইতে পক্ক দাড়িম্ব বীজাভ মানিক্যপংক্তি প্রকাশ করিতেছে-অধরে প্রবাল স্ফুর্ত্তি পাইতেছে; আর করপদে মণিরাশি দীপ্তি বিস্তার করিতেছে; (অধিক কি ?) তোমার সমগ্র দেহই স্বর্ণাদি মহাসারবান্ বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত ॥২৯॥

একসঙ্গে উভয়ের উদ্বর্ত্তন ও স্নান হয়, এক সঙ্গে ভূষণবিন্যাস হয়, একসঙ্গে আহার একসঙ্গে আচমণ ও উপবেশন, একসঙ্গেই তাঁহাদের আরাত্রিক হয়. এবং শ্রীরাধা মুরলি ধরণ একসঙ্গে কুঞ্জ শয্যায় সুখনিদ্রায় অভিভূত আছেন—মৃদু মধুর পাদ সম্বাহন দ্বারা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করাও ॥ ৩০ ॥

কখনও কালিন্দী তটদেশে, কখনও বা তরুতলে কখনও কুঞ্জমধ্যে, আবার কখনও গহন বিপিন দেশে, কখনও উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধিত সঙ্গীতাদি সমাপনান্তে মধুর কামবিলাসাদির দ্বারা আমার প্রাণবন্ধু যুগলনিত্যই বৃন্দারণ্যে বিহার করিতেছেন ॥৩১॥

অহো মায়াবিদ্যাময় মখিল ভেদং নহি মনাগ্
বিদন্তৌ কন্দর্পোৎসব সহজবৃত্তী কথমপি।
মহাবিদ্যানন্দাত্মক বিমল মূর্ত্তি বিহরতো
মম প্রাণৌ বৃন্দাবন ভুবি সুগৌরাসিত রুচি ॥৩২॥
অয়ে গৌর শ্যামদ্বয় মধুরধাম শ্রুতি শিরো-
রহস্যানাং সারং সমুদয়তি বৃন্দাবন বনে।
সদা ভঙ্গোত্তুঙ্গ স্মর-সমররঙ্গং নবনবো
ল্লসৎকৈশোরং তৎকিমিতি ন রসেনানুসরতি ॥৩৩॥
শৃণু ভ্রাত স্ত্বং মে ননু শপথপূর্ব্বং বচ ইদং
হরেঃ পাদৌ জানন্নহি কিমপ্যাতি মধুরম্।
চমৎকার স্তত্রাপ্যতি মধুরতায়াঃ পরতরঃ
পরাগে শ্রীবৃন্দাবিপিন-বর-কন্দর্প পদয়োঃ ॥৩৪॥
অদ্য ত্বদ্‌বহুশিক্ষয়া সখি! ময়া মানঃ সমালম্বিতঃ
তত্রাভূদ্ যদসহ্যদুঃখমপি তৎকথ্যেত কস্যাগ্রতঃ।

অহো! মায়াময় বা বিদ্যাময় বস্তুর সমস্ত ভেদ কিছুই জানেন না, কোনও প্রকারে কামোৎসবেই স্বাভাবিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া মহাবিদ্যাত্মক ও আনন্দস্বভাব বিমল মূর্ত্তি যুগল সুন্দর গৌরশ্যাম কান্তি ধারণ করিয়া আমার প্রাণ (প্রিয়তম) দ্বয় বৃন্দাবন ভূমিতে নিত্য বিহার করিতেছেন ॥৩২॥

অহো! গৌরশ্যামবর্ণ মধুর বিগ্রহ যুগল বেদ শ্রেষ্ঠগণের রহস্য সমুদয়ের সার হইয়াও বৃন্দাবন বনে সমুদিত হইয়াছেন—তাঁহারা নিত্য বৃদ্ধিশীল উন্নত স্মর-সমররঙ্গে নব নবায়মান কিশোর ধর্ম্মাবলম্বী—তবে কেন আপনি রসভরে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছেন না? ৩৩॥

হে ভ্রাতঃ! আমি শপথ পূর্ব্বক এই বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর; শ্রীহরি পাদ-পদ্মযুগল বিষয়ে জ্ঞাত হইলেই কিছু অতি মধুর হইল না! কেন না, শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রেষ্ঠ কামদেবের পাদ যুগলের পরাগেই (রেণুতেই) তদপেক্ষা অতি মাধুর্য্যের পরতর চমৎকারিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৩৪॥

ওরে সখী! অদ্য তোমার বহু শিক্ষায় ত মান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে যে দুঃসহ দুঃখ হইতেছে, তাহা আর কাহার সম্মুখে ব্যক্ত করিব?

শ্রীবৃন্দাবন পুষ্পমণ্ডিত বপু র্বংশীধরঃ সেন্দ্রিয়ং
দেহং কর্ষত একত স্তব গিরা যদ্ গৌরবাচ্চৈকতঃ ॥৩৫॥
বৃন্দারণ্যং মনসিজময়ং তত্র নিত্যং বসন্ত
স্তত্রোৎফুল্লা নবতরু লতা স্তত্র গুঞ্জন্তি ভৃঙ্গাঃ।
মত্তা শ্চূতাঙ্কুরকবলনৈঃ কোকিলাঃ সং রুবন্তি
শ্যামঃ সাক্ষাদ্ বর মনসিজ স্তত্র কা মানবার্ত্তা ? ৩৬ ॥
সখ্যাদ্য প্রতিবাধিতাহস্মি ন ভবান্ ভূয়োহভিভাষ্যঃ শঠো
নেক্ষ্য শ্চত্বমতো ন সংশয়মতো মা কিঞ্চ নো বাচয়া।
কিঞ্চালীক কৃতানুরাগক মুধা স্পর্শব্রত ত্বদ্ধৃতা
মৎকণ্ঠে স্বয়মর্পিতা পরমিয়ং গুঞ্জাবলী নীয়তাম্ ॥৩৭॥
রাধায়া ইতি ভাষিতেন পরমানন্দ প্রবাহানহং
যানদ্য প্রতিলব্ধবান্ন খলু তে বাক্‌চেতসো গোচরাঃ।
সখ্যঃ প্রেক্ষ্য মিথঃ স্মিতং কুরুত কিং যুষ্মৎ কুচেষ্টাস্তু মে
জীবাতু র্বনরাজ বৈভব মথো দাক্ষিণ্য মেনীদৃশঃ ॥৩৮॥

যেহেতু একদিকে শ্রীবৃন্দাবন-পুষ্পে শোভিত-দেহ বংশীধর ইন্দ্রিয়সহ দেহ আকর্ষণ করিতেছিলেন, আবার অন্যদিকে তোমার বাক্য ও তাহার গৌরব আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল॥৩৫॥

বৃন্দারণ্য কামময় হইয়াছে, তাহাতে ও আবার এখানে নিত্য বসন্ত, তাহাতেও পুনঃ নব তরু লতা উৎফুল্লিত, তাহাতেও আবার ভৃঙ্গগণ গুঞ্জন করিতেছে—আম্রমুকুল আস্বাদনে মত্ত কোকিলগণ নিনাদ করিতেছে, আবার সর্ব্বোপরি শ্যাম ও সাক্ষাৎ শ্রেষ্ঠ কামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাহাতে কি আর মান বার্ত্তা ও হইতে পারে ? ৩৬ ॥

হে শঠ ! আপনার সহিত অভিভাষণ আপনাকে দর্শন করিতে পর্য্যন্ত অদ্য সখীগণ নিষেধ করিয়াছেন, আমাকে আর কোন বাক্যের দ্বারা সংশয়ে ফেলিও না, পরন্তু মিথ্যা অনুরাগছলে বৃথা স্পর্শকরাই-তোমার ব্রত বা স্বভাব সুতরাং স্বয়ং তোমার অর্পিত ও আমার কণ্ঠে ধৃত এই শ্রেষ্ঠ গুঞ্জামালা ফিরাইয়া লও॥৩৭॥

রাধার এই বাক্য দ্বারা অদ্য আমি যে পরমানন্দ প্রবাহ লাভ করিয়াছি

....

....

চূড়াং দিব্য বিচিত্র পুষ্পরচিতাং বিধায় স্বয়ং।
খেলতি কোঽপি গোপকুসুমেষ্বাসোঽত্র বৃন্দাবনে ॥৩৯॥
শ্রীবৃন্দাবন ভূরিয়ং মধুপতিঃ সর্ব্বত্র ধত্তে রসান্
সর্ব্বস্থাবর জঙ্গমস্য হৃদয়ং চাক্রম্য সোঽত্রস্থিতিঃ।
অন্যৎ কিং সখী! সোঽঙ্গমঙ্গমপি মেঽবষ্টভ্য কামোন্মদং
চেষ্টাবানলমক্ষরোধ মপি তন্মানস্য কঃ সম্ভবঃ ॥৪০॥
সংস্যূতাত্ম মিথো নবৈ রতিদৃঢ়ৈঃ সৎপ্রেমসূত্রৈঃ সদা
হৃদ্‌বাগিন্দ্রিয়দেহ তুল্যবিষয়াঽশেষেণ নৎ সুন্দরম্।
শ্রীবৃন্দাবন নিত্যকেলি বিলসৎ কৈশোর নিত্যোদয়ং
গৌরশ্যাম মহোদ্বয়ং মদকলং তৎস্বাত্মভাবেঽস্তু নঃ ॥৪১॥

তাহা নিশ্চয়ই বাক্য ও চিত্তের অগোচর। হে সখীগণ! তোমরা পরস্পর অবলোকন করিয়া হাস্য করিতেছ কেন? তোমাদের কুচেষ্টার (প্রতিকূলতার) মধ্যেও বনরাজের (শ্রীবৃন্দাবনের) বৈভব এবং হরিণনয়না শ্রীরাধার দক্ষিণ্যই আমার জীবন রক্ষার ঔষধ ॥৩৮॥

......স্বয়ং দিব্য বিচিত্র পুষ্পদ্বারা চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া কোনও গোপ (জাতীয়) কুসুমধনু (কামদেব) এই বৃন্দাবনে খেলা করিতেছেন ॥৩৯॥

একেত ইহা বৃন্দাবন ভূমি, তাহাতেও আবার মধুপতি সর্ব্বত্র রস বিস্তার করিতেছেন—আবার এখানকার স্থাবর জঙ্গম সকলেরই হৃদয় জুড়িয়া শ্রীশ্যামসুন্দর অবস্থান করিতেছেন—অপর আর কি সখী! তিনি আমার প্রত্যঙ্গে জড়াইয়া কামোন্মাদ চেষ্টা প্রকাশ করিতেছেন—ইন্দ্রিয়রোধ করাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, তখন আর মান করিব কি প্রকারে? ৪০॥

নবীন অতিদৃঢ় সুন্দর প্রেমসূত্রদ্বারা সর্ব্বদা পরস্পর হৃদয়, বাক্য, ইন্দ্রিয়, দেহ এবং এতৎ সম্পর্কে অশেষ বিষয়েই মিলিতাত্ম হইয়াছেন এবং সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যকেলি বিলাসবান্, নিত্য কৈশোরে স্থিত, সেই গৌরশ্যামাত্মক মদকল বিগ্রহযুগল আমাদের স্ব-স্বভাবে (স্ব-স্বরূপে) উদিত হউন ॥৪১॥

বিন্দানঃ সততং কিমেতদখিলং কোঽহং কঈশো ন্বিতি
ছিন্দানঃ সদুপাসনচ্ছুরিকয়া দুঃস্নেহ পাশং দৃঢ়ম্।
রুন্ধানঃ সততং কদিন্দ্রিয়গণং বিন্দাঽনবাপ্যং পরং
বৃন্দারণ্য নিষেবয়ৈব সুসখে ! কিং দান যজ্ঞাদিকৈঃ ॥৪২॥
অন্যোন্যাংসার্পিতোদ্যৎ পুলক মৃদুভুজং সর্ব্বত শ্চারুহাসো-
দারালোকং সুমঞ্জু ক্বণিত নবতুলা কোটিকাঞ্চি কলাপম্।
আলীভিঃ স্বোত্তরীয়ৈঃ কৃতশির উপরিচ্ছায় মাভোজ্যমান-
তাম্বূলং ধ্যায় বৃন্দাবন নটদ্বয়ং শ্যাম তদ্ গৌরনীলম্ ॥৪৩॥
কৃষ্ণপ্রেমময়ৈক নির্ম্মল চিদানন্দাত্ম বৃন্দাবনে
তদ্রূপাদ্ভুত বৈভবৈঃ সুমধুরে তদ্বর্দ্ধি তৌর্য্যত্রিকে।
শ্রীকৃষ্ণৈক রসাভিমগ্ন পুরু রুগ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সুন্দরে—
....॥৪৪॥
....
....
গোপীমণ্ডল উন্মদ স্মরকলা রঙ্গেন নৃত্যন্মুদা।
নিঃসীম স্মর-বাধয়া বিহরতি শ্রীরাধয়া মাধবঃ ॥৪৫॥ যুগ্মকম্

হে প্রিয়োত্তম! নিখিল দৃশ্যমান বস্তু কি, কে আমি, ঈশ্বরই বা কে?—ইত্যাদি তত্ত্ব সর্ব্বদা বিচার করিয়া করিয়া, সদুপাসনা রূপ ছুরিকা দ্বারা দৃঢ় স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া করিয়া, সর্ব্বদা দুষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহ নিরোধ করিয়া করিয়া, এবং বৃন্দাবনের সেবা করিয়া করিয়াই অপ্রাপ্য পরম বস্তু (প্রেম) লাভ কর, দান বা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নাই ॥৪২॥

অন্যোন্যের স্কন্ধদেশে মৃদু বাহু অর্পিত হওয়ায় পুলক-মণ্ডিত হইতেছেন—সর্ব্বত্র মনোমদ হাস্যের উদার আলোক বিস্তার করিতেছেন—সুমনোহর শব্দায়মান নব নূপুর কাঞ্চী প্রভৃতি আভরণ ধারণ করিয়াছেন—সখীগণ নিজ নিজ উত্তরীয় (উড়ণী) দ্বারা তাঁহাদের মস্তকোপরি ছায়া করিয়া তাম্বুল ভোজন করিতেছেন—এবম্বিধ বৃন্দাবিপিন বিহারী গৌরনীল যুগল বিগ্রহকে ধ্যান কর ॥৪৩॥

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণরসে মগ্ন, প্রচুর কান্তিময় দেহেন্দ্রিয় সুন্দর জনাকীর্ণ শ্রীকৃষ্ণরূপের আশ্চর্য্য বৈভবে সুমধুর তদ্ভাব বর্দ্ধক, নৃত্যগীতবাদ্য বিশিষ্ট

শ্রীবৃন্দাবন মঞ্জুকুঞ্জ ভবনেষ্বদ্রীন্দ্র সৎ কন্দরে
কালিন্দী পুলিনে কদম্ব বিটপিচ্ছায়া স্বতি স্নেহতঃ।
নিত্যং শ্রীবৃষভানুজাচরণয়ো দাস্যৈক লাস্যোদ্বহে
স্বান্তস্যান্ত রুদেতু মে মধুপতাবাস্যরতিঃ পাবনী ॥৪৬॥
যা গোবর্দ্ধন ঘট্টদান বিষয়া যা শ্রীকলিন্দাত্মজা-
মধ্যস্নানকলা বিকল্পিত তুরু তারাতরচ্ছদ্মতঃ।
যা বৃন্দাবন বাটিকাসু কুসুমস্তেয়স্য লীলা পরা
রাধা মাধবয়ো বিনোদলহরী সা মে হৃদি স্ফুর্জ্জতু ॥৪৭॥
মা যাহি বৃন্দাবিপিনং বিহায় মাযাহি বৃন্দাদ্ধি ভয়ং সমন্তাৎ।
সা রাধিকা তাং নব কুঞ্জবাটীং সারাধিকাং পূর্ণ রসোৎসবেন ॥৪৮॥
নিত্যং মন্দ সুগন্ধ শীতল মরুৎ সং সেবিতে সর্ব্বতো
দিব্যামোদ মিলজ্জল স্থলভবাহনেক প্রসূনোদ্‌গমে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় নির্মল চিদানন্দাত্মক শ্রীবৃন্দাবনে..........গোপীগণলে উন্মদ স্মর কলা রঙ্গে নৃত্য পরায়ণ মাধব অসীম স্মর রাধা (মধুর রস ব্যাকুলা) শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন ॥৪৪-৪৫॥

শ্রীবৃন্দাবনের মনোজ্ঞ কুঞ্জগৃহ সমূহে, গিরিরাজের সুন্দর কন্দরে, কালিন্দী পুলিনে, কদম্ববৃক্ষের ছায়া সমূহে অতি স্নেহভরে নিত্যই যিনি শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর চরণযুগলের দাস্য মূলক লাস্য (নৃত্য) পরায়ণ হইতেছেন, সেই মধুপতিতেই অতি পবিত্রা আস্য (শৃঙ্গারাখ্য) রতি আমার নিজ অন্তরের অন্তঃস্থলে উদিত হউক—এই প্রার্থনা ॥৪৬॥

সেই গোবর্দ্ধনের ঘট্টদান বিষয়ক লীলা, সেই যমুনার মধ্যে স্নান কেলি বিলাসাদি, যমুনা পারের কর আদায় ছলে যে-যে লীলা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা এবং অপর বৃন্দাবনের বৃক্ষবাটিকাদিতে কুসুম চুরি ইত্যাদি লীলা—এই সব রাধামাধবের বিনোদ লহরী আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক ॥৪৭॥

বৃন্দাবিপিন ত্যাগ করিয়া যাইও না, মায়া জন সঙ্গ হইতেই ভয় (অথবা—জন সঙ্গাভিমুখেও যাইওনা) যেহেতু সর্ব্বত্রই ভয় রহিয়াছে। সেই রাধিকা সেই সারাধিকা (সারে অধিকা অর্থাৎ সারবস্তু দ্বারা পূর্ণতমা)

কালিন্দীতট-নীপরাজি সুতলে খেলৎ কিশোরদ্বয়ং
নানা কামকলা রসেন সততং তদ্ গৌরনীলং ভজে ॥৪৯॥
কালিন্দী পুলিনে কদম্ব বিটপিচ্ছায়াসু রত্নোল্লসদ্
বল্লীমণ্ডপ উজ্জ্বলে মরকতোন্মীলৎ প্রদীপালিনি।
মুক্তাকুট্মল গুচ্ছহীর কুসুমে বৈদূর্য্য সৎ পল্লবে
ধ্যায়ামি স্মরকেলি-নর্ম্ম নিরতং শ্রীরাধিকামাধবম্ ॥৫০॥
কদাচিদ চিরপ্রভা ঘন ইব ক্ষণোদ্ঘাটিতা-
খিলস্মর বশাকৃতিঃ প্রিয়তমো রসা খেলতি।
কদাচ নব কাঞ্চন ব্রততি সত্তমালায়িতং
হরিং বলয়তে লসৎস্ববপুষা সুগৌর-ত্বিষা ॥৫১॥
কদাপি মদনোন্মাদা পুলকপূর্ণ দোঃ কন্দলী-
দ্বয়েন দয়িতো ল্লসৎ পুলক কণ্ঠমাশ্লিষ্যতি।

নব কুঞ্জ বাটিকাকে পূর্ণ রসোৎসবে শোভিত করিয়াছেন ॥৪৮॥

নিত্য মন্দ সুগন্ধশীতল বায়ুদ্বারা সেবিত, সর্ব্বত্র জলজ ও স্থলজ অনেক প্রকার কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে দিব্যগন্ধ পূর্ণ যে কালিন্দী তটের নীপবৃক্ষ সমূহের সুন্দর তলদেশ তাহাতে নানাবিধ কামকলারসে সতত খেলা পরায়ণ সেই গৌরনীলাত্মক যুগলকিশোরের ভজন করি ॥৪৯॥

মরকত মণিময় প্রদীপাবলি-শোভিত, মুক্তাকুট্মল স্তবকে হীরক-কুসুম ভূষিত, বৈদূর্য্য মণিময় সুন্দর পল্লবযুক্ত বৃক্ষ মণ্ডিত কালিন্দী পুলিনে কদম্ব বৃক্ষের ছায়া সমূহে রত্ন নির্ম্মিত উজ্জ্বল লতা মণ্ডপে কামকেলি নর্ম্ম—নিরত শ্রীরাধা মাধবকে ধ্যান করিতেছি ॥৫০॥

কখনও বা মেঘের ক্রোড়ে বিদ্যুৎবৎ ক্ষণকাল মধ্যেই কামবশা-কৃতি সর্ব্বভাব প্রকট করিয়া প্রিয়তমের বক্ষে খেলা করিতেছেন। আবার কখনও বা নব স্বর্ণলতাও সুন্দর (শ্যামল) তমালবৎ নিজ সুন্দর গৌরবর্ণ উজ্জ্বলদেহ দ্বারা হরিকে বেষ্টন করিতেছেন ॥৫১॥

কখনও বা মদনোন্মত্তা হইয়া পুলকপূর্ণ বাহুলতা যুগলে দয়িতের উল্লসিত পুলকিত কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতেছেন। আবার কখনও বা প্রিয়তমের অগুরুর সৌরভযুক্ত বাহুদ্বারা নিজকণ্ঠদেশ বেষ্টন করিতেছেন এবং তাঁহার

কদাপ্যগুরু সৌরভপ্রিয়ভুজেন কণ্ঠং নিজং
প্রবেষ্টয়তি তৎ করাম্বুজ-তলং নিধত্তে হৃদি ॥৫২॥
কদাপি কলিতাঞ্চলা রতিকলোর্ম্মিভি শ্চঞ্চলা
বিকর্ষতি নিজপ্রিয়ং নবনিকুঞ্জবীক্ষাচ্ছলাৎ।
কদাপ্যতিতৃষা মৃষা বদনপদ্ম জিঘ্রাসয়া
মুহু র্মুরলি মোহন স্মিতমুখাম্বুজং চুম্বতি ॥৫৩॥
অদক্ষিণ করাম্বুজানমিত বর্হচূড়ং হরেঃ
প্রগৃহ্য চিবুকং মনোহর নবামহস্তেন তু।
কদাপি পুলকাবলি বলিত চারুগণ্ডস্থলং
মহা রভস চুম্বনৈ রধর শীধু নিকর্ষতি ॥৫৪॥
কদাপি নিজভূষণৈ র্মদন মোহনং ভূষয়েৎ
স্বমেব পরিমণ্ডয়েৎ ক চ মুদাপি তন্মণ্ডনৈঃ।
কদাপি কুরুতে নিজ প্রিয়তমাঙ্গ রাগাঙ্কিতং
স্বকং স্বকুচ কুঙ্কুমাদিভি রথ প্রিয়ং লিম্পতি ॥৫৫॥
কদাপি হরিকণ্ঠগা স্রজমসৌ স্বকণ্ঠেঽর্পয়-
ত্যমুষ্য চ স্বকণ্ঠগাং রচয়তি স্বকণ্ঠস্রজম্।

করপদ্মতল নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিতেছেন ॥৫২॥

কখনও বা অঞ্চল ধরিয়া ওরতিবিলাসের তরঙ্গে চঞ্চলা হইয়া নব-নিকুঞ্জ দর্শনচ্ছলে নিজ প্রিয়তমকে আকর্ষণ করিতেছেন ; আবার কখনও বা অতিতৃষ্ণায় বদনপদ্মের আঘ্রান করিবার মিথ্যা লালসা প্রকাশে মুহুর্মুহু মুরলিমোহনের মৃদু মধুর হাস্যশোভিত মুখপদ্ম চুম্বন করিতেছেন ॥৫৩॥

বাম হস্তপদ্মে শ্রীহরির ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত চূড়া নামাইয়া এবং দক্ষিণ হস্তে তাঁহার মনোহর চিবুক ধরিয়া কখনও বা তিনি পুলকাবলি মণ্ডিত গণ্ডস্থল-মহাপ্রেমভরে চুম্বন করিতে করিতে অধরসুধা নিষ্কাসিত করেন ॥৫৪॥

কখনও নিজ অলঙ্কার রাশি দ্বারা মদনমোহনকে সাজাইতেছেন, কখনও বা তাঁহার ভূষণ লইয়া আনন্দের সহিত স্বয়ংই সাজিতেছেন; কোনও সময়ে নিজ প্রিয়তমের অঙ্গরাগ লইয়া নিজ দেহে মার্জ্জন করেন, আবার কখনও বা নিজের কুচ কুঙ্কুমাদি দ্বারা প্রিয়তমের দেহ লিপ্ত করেন ॥৫৫॥

কদাপি বহু নিন্দয়তি প্রণয়তে কদাচিৎ স্তুতিং
কদাপি রুষিতা কদাপ্যতি গভীরধী স্তুষ্যতি ॥৫৬॥
কদাচিদতিদূরতঃ স্মরভরার্দ্দিতা রোদিতি
ক্ষিপন্ত্যপি সখীজনং চলতি কুঞ্জ মেকাসিতুম্ ।
অলক্ষ্য নয়নেঙ্গিতৈ র্বপুর্ষি চাঙ্গুলীঘট্টনৈ
র্লতাগৃহ মনুপ্রিয়ং দিশতি পক্ষকেনাগমম্ ॥৫৭॥
রমাদি বরবর্ণিনী নিকররূপ বিপ্রুড্ মহা-
স্বরূপ সুষমার্ণবে নবকিশোর গোপীগণে ।
বিচিত্রতর তারকাস্বিব সুচন্দ্রলেখামহং
স্মরামি বৃষভানুজাং মধুরভানুজা কাননে ॥৫৮॥
অনঙ্গরস মাধুরীভর ধুরীণ লীলানিধিঃ
স্ফুরৎ কনকচম্পক প্রকর গৌর গাত্রচ্ছটা ।
অহো মদনমোহন স্ফুরদুরঃ স্থলালঙ্কৃতি-
র্নবাঙ্কুরিত যৌবনা জয়তি মে নিজ স্বামিনী ॥৫৯॥

কখনও শ্রীহরির কণ্ঠমালা নিজকণ্ঠে অর্পন করেন, আর তাঁহার সুন্দর কণ্ঠের মালা নিজকণ্ঠে ধারণ করেন; কখনও বহু নিন্দা করেন, কখনও বা বহু স্তুতি করেন; কখনও ক্রুদ্ধা হইতেছেন আবার কখনও বা অতি গম্ভীর চিন্তা হইয়া সন্তোষ বিধান করিতেছেন ॥৫৬॥

কখনও অতিদূর হইতেই কামভরে পীড়িতা হইয়া রোদন করেন, সখীগণকেও বর্জ্জন করিয়া একাকী তাঁহাকে ধরিতে কুঞ্জমধ্যে যাইতেছেন। অঙ্গের অলক্ষিত ভাবে নয়নের ইঙ্গিত ক্রমে ও দেহে অঙ্গুলি চালন দ্বারা প্রিয়তমকে লতাগৃহের খিড়কি দ্বার দিয়া আগমনের সঙ্কেত জানাইতেছেন ॥

লক্ষ্মী প্রভৃতি রূপসীগণের রূপ বিন্দু সমূহের মহা স্বরূপ লাবণ্য সমুদ্র স্বরূপ নবকিশোর গোপীগণ সমাজে বিচিত্রতর তারকারাজি মধ্যে সুন্দর চন্দ্রলেখাবৎ বৃষভানুনন্দিনীকে মধুর কালিন্দী তটবর্ত্তী কাননে স্মরণ করি ॥৫৮॥

অহো! কামরস মাধুর্য্যভর শ্রেষ্ঠ লীলাসমুদ্র, স্বর্ণচম্পক সমূহবৎ গৌরগাত্র ছটায় দীপ্তিমতী, মদনমোহনের সুমনোহর বক্ষঃস্থলের অলঙ্কার স্বরূপা নবাঙ্কুরিতযৌবনা আমার স্বামিনী সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজমানা আছেন ॥

কমপ্যখিল সুন্দরং দরদলন্নবেন্দীবর-
স্ফুরন্মুদির মেদুর দ্যুতিমুদার লীলা নিধিম্।
কিশোর মতি মোহনং স্মররসৈকমূর্ত্তিং বশং
বিধায় পদয়ো র্বনক্ষিতিষু রাধিকা খেলতি ॥৬০॥
প্রতিক্ষণ মহাদ্ভুত স্মরকলাময়ং বিভ্রতী
বপুঃ প্রতিপদাদ্ভুত প্রকট কান্তি বন্যাপ্লুতম্।
নিরন্তর নিরঙ্কুশোচ্ছলিত কৃষ্ণভাবাম্বুধি
র্গুণৈ রসদৃশাধিকা বিজয়তে মম স্বামিনী ॥৬১॥
রসোজ্জ্বল নিজেশ্বরীঙ্গিত তরঙ্গ রঙ্গ রিঙ্গদ্ধিয়ঃ
পরিস্ফুরদুপর্য্যুপর্য্যধিক সৎকলা কৌশলাঃ।
মহা প্রণয় দোলিতোৎপুলক চারুগাত্র শ্রিয়ো
নব ব্রজকিশোরিকাঃ স্মরত রাধিকা কিঙ্করীঃ ॥৬২॥
নিরন্তর রসামিত প্রণয়বীচি হিন্দোলনৈ
শ্চলন্মনসিজাম্বুধৌ বিবিধকার্য্য পর্য্যাকুলম্।

কোনও অনির্ব্বচনীয় নিখিল সুন্দর, ঈষদ্ বিকসিত নব নীলপদ্ম তুল্য মেঘঘনকান্তি, উদার লীলাসমুদ্র, অতিমোহন ও স্মররসৈকমূর্ত্তি কিশোরকে নিজ বশবর্ত্তী করিয়া শ্রীরাধিকা বনভূমিতে পাদযুগলের খেলা করিতেছেন অর্থাৎ অপূর্ব্ব পাদচারণ লীলা প্রকাশ করিতেছেন ॥৬০॥

প্রতি ক্ষণেই মহাদ্ভুত কামকলাপ্রাচুর্য্য ও প্রতিপদেই অদ্ভুতভাবে প্রকাশমান কান্তিবন্যাময় দেহধারিণী, নিরন্তর অবাধ গতিতে উচ্ছলিত কৃষ্ণভাবসমুদ্ররূপিনী, এবং গুণ গরিমায় 'অসমোর্দ্ধা' আমার স্বামিনী বিজয় করিতেছেন ॥৬১॥

রসোজ্জ্বলা নিজেশ্বরীর ইঙ্গিত-তরঙ্গ রঙ্গে খেলিত-বুদ্ধি বিশিষ্টা, উপরি উপরি সুন্দর কলা কৌশলাদির স্ফূর্ত্তি বিশিষ্টা, মহাপ্রণয়ে আন্দোলিত-পুলকিত-মনোরমগাত্র সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা নব ব্রজকিশোরী রাধিকা-দাসীগণকে স্মরণ কর ॥৬২॥

নিরন্তর রস ও অসীম প্রণয় তরঙ্গের আন্দোলনে চাঞ্চল্যমান কাম সমুদ্রে বিবিধ কার্য্যে পরিব্যাকুল, ললিতাদি প্রধানা প্রিয়সখীগণের নির্দ্দেশেই

প্রধান ললিতাদিক প্রিয়সখী নিদেশোৎসবম্
স্মরামি বৃষভাণুজাচরণ-কিঙ্করী মণ্ডলম্ ॥৬৩॥
অমন্দ রস তুন্দিলে মধুর-গুঞ্জদিন্দীবরে *
বিরজ্য নিজমন্দিরে লসতি সানুরাগেন্দিরে।
সদা মদনমোহন প্রণয় সম্পদাসুন্দরে
রতিং বিতনু রাধিকা মধুর মাধবী মন্দিরে ॥৬৪॥
অসংখ্যাবর কিঙ্করী কলিত মঞ্জু কুঞ্জাবলী-
নিষেবন রসোৎসবে শুকপিকালি কোলাহলে।
সুপুষ্পিতলতাদ্রুমে সুরভিশীত মন্দানিলে
মম দ্বিতয়জীবনং বিহরতীহ বৃন্দাবনে ॥৬৫॥
অহো মদনমোহনোরসি রসেন দোলায়িতং
মহঃ কনকচম্পক প্রকর গৌরদিব্যাকৃতি।
বিচিত্র রুচিবীচিভিঃ খচিত চারু বৃন্দাটবী
নিকুঞ্জবর-মন্দিরে কিমপি সুন্দরং খেলতি ॥৬৬॥

উৎসব-বিধায়িনী, বৃষভানুনন্দিনীর দাসী সমূহকে স্মরণ করিতেছি ॥৬৩॥

রসাতিশয্যে বিশাল, মধুরগুঞ্জনধ্বনিযুক্ত পদ্মশোভিত, নিজ মন্দির ত্যাগ পূর্ব্বক অনুরাগবতী লক্ষ্মী কর্ত্তৃক বিলসিত, এবং মদনমোহনের প্রণয়সম্পদে নিত্যসুন্দর রাধিকার মধুর মাধবীমন্দিরে অনুরাগ বৃদ্ধি কর ॥

অসংখ্য শ্রেষ্ঠা দাসীবর্গ মনোহর কুঞ্জাবলির সেবারসোৎসবে মগ্ন হইয়াছেন-শুক পিক ভ্রমরাদি বিহঙ্গমগণ কোলাহল করিতেছে-লতা বৃক্ষাদি সুন্দর ভাবে পুষ্পিত হইয়াছে-সুগন্ধি শীতল মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এই বৃন্দাবনেই আমার জীবন যুগলকিশোর বিহার করিতেছেন ॥৬৫॥

অহো! মদনমোহনের বক্ষোদেশে রসভরে দোলায়িত স্বর্ণচম্পকরাজি-বৎ গৌরবর্ণ দিব্যাকৃতি বিশিষ্ট এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ বিচিত্র কান্তি-তরঙ্গমালা দ্বারা বৃন্দাবনকে সুচারু ভাবে খচিত (শোভিত) করিয়া নিকুঞ্জ-বর মন্দিরে সুন্দর খেলা করিতেছেন ॥৬৬॥

---

* "মধুর গুঞ্জদিন্দিন্দিরে"—এইপাঠে ব্যাখ্যা হইবে— "মধুর মধুর গুঞ্জনকারী ভ্রমরগণ শোভিত—"।

মহাপ্রীতি জ্যোতিরস জলনিধৌ পূর্ণবিমলে
স্ফুরদ্বৃন্দাটব্যাং নবতরুলতা মন্দিরবরে।
কিশোরদ্বন্দ্বং তৎসহজনবকন্দর্প ললিতং
মমান্তঃ সদ্ভাবে কনকহরিনীলার্চ্চি রুদিয়াৎ ॥৬৭॥
বিশুদ্ধাদ্য প্রেমাত্মক পরমচিজ্জ্যোতিরমৃতা-
ম্বুধিদ্বীপস্যান্তঃ স্ফুরতু হৃদি বৃন্দাবন বনম্।
কদম্বচ্ছায়ায়া মথ মধুর রাধা- মধুপতী
রহো দৃষ্ট্যাবেশে স্ফুরতু মম সাক্ষাদিব ততঃ ॥৬৮॥
মহাস্নেহঃ প্রেমা ভরতু মম হেমাম্বুজবরো-
দরোদ্ভাসে জ্যোতিস্ত্বয়সি কিল তে শ্যামলবিধো!
মহানন্দে বৃন্দাবন নবনিকুঞ্জ স্মরপুরে
স্ফুরত্বাম্মর্য্যাদাং বহতি রস সাম্রাজ্যলহরীম্ ॥৬৯॥
অনন্তশ্রীরাকাবর কনক চন্দ্রচ্ছবিরসো-
ত্তরঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রসরদতি সৌন্দর্য্যজলধিঃ।

পূর্ণ বিমল রসসমুদ্রে মহাপ্রীতিমান্ জ্যোতির্ম্ময় বৃন্দাবনে নবতরুলতা মন্দিরবরে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন— সেই সহজ নবকন্দর্প ললিত স্বর্ণ-ইন্দ্রনীলমণি কান্তিধারী যুগলকিশোর আমার অন্তরের সদ্ভাবে উদিয়মান হউন ॥৬৭॥

বিশুদ্ধ আদ্য (শৃঙ্গার রস) প্রেমাত্মক পরম চিজ্জ্যোতির অমৃতময় সমুদ্রদ্বীপের অন্তরস্থিত বৃন্দাবন নামক বন আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন। তৎপরে কদম্বতরুর ছায়াতলে নিভৃতস্থানে পরস্পর দর্শনাবেশে অবস্থিত শ্রীরাধামাধব সাক্ষাৎ দৃষ্টের ন্যায় আমার মনে স্ফুরিত হউন ॥৬৮॥

হে শ্যামচাঁদ! আমাদের হেমকমলিনী তোমার হৃদয়ে জ্যোতিরূপে ঈষৎ উদ্ভাসিত হইয়া নিশ্চল মহাপ্রেমে পূর্ণ করুন। এবং মহানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনের নবনিকুঞ্জ রূপ মদনমন্দিরে অসীম রসসাম্রাজ্য লহরী বিস্তার করিয়া স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন ॥৬৯॥

অহো! অনন্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ রাকাপূর্ণিমার শ্রেষ্ঠ স্বর্ণচন্দ্রকান্তি সমূহের রসে উচ্ছলিত প্রতিঅঙ্গ হইতে যিনি অতি সৌন্দর্য্য-সমুদ্র প্রসারিত করি-তেছেন এবং প্রতি ভ্রূকুটিতেই অনবরত উন্মত্ত মদনকোটির প্রকাশ করি-

অহো ভ্রূকুট্যৈ রুন্মদ মদনকোটীঃ প্রকটয়-
ন্ত্যজস্রং শ্যামাঙ্কে মম বিহরতে জীবনকলা ॥৭০॥
অহো বৃন্দারণ্যে প্রতিনবনিকুঞ্জং প্রতিনব-
দ্রুমোদ্যানং প্রত্যুজ্জ্বল নববিলাস স্থলবরম্।
মম প্রাণদ্বন্দ্বং সহজ নবকন্দর্প ললিতং
সদা খেলাবৃন্দৈ র্মধুর মধুরাং বিন্দতিরতিম্ ॥৭১॥
কদাচিৎ কালিন্দী কনকনলিনী, ভৃঙ্গরচনৌ
কদাচিৎ কালিন্দী কমলবন হংস দ্বয়গতী
কদাচিৎ কালিন্দীতট কনকবল্লীবলিত সং
তমাল প্রোন্মীলন্নব মিলন লীলৌ বিলসতঃ ॥৭২॥
কদাচিদ্ গায়ন্তৌ মধুর মধুরং শারিশুকবৎ
কদাচিৎ কূজন্তৌ মদকল কুহূকণ্ঠযুগবৎ।
কদাচিন্ নৃত্যন্তৌ সপদি শিখিনী-মত্ত-শিখীবৎ
কদাচিৎ পশ্যন্তৌ সচকিত কুরঙ্গীহরিণবৎ ॥৭৩॥
সদা রাধাকৃষ্ণ প্রণয় পুলকাশ্রূদ্গমভৃতঃ
কিশোরীঃ কন্দর্পাকুল কনকগৌরাঙ্গ লতিকাঃ।

তেছেন—সেই আমার জীবনকলা রাধা শ্যামক্রোড়ে বিহার করিতেছেন॥

অহো! বৃন্দাবনের প্রতি নবনিকুঞ্জে, প্রতি নব বৃক্ষোদ্যানে, প্রতি উজ্জ্বল নববিলাস স্থলীতে সহজ নব কামচেষ্টা পরায়ণ আমার প্রাণদ্বয় নিত্য বহুবিধ খেলাদ্বারা মধুর হইতে ও অতিমধুর রতিসুখলাভ করিতেছেন ॥৭১॥

কখনও তাঁহারা কালিন্দীর স্বর্ণনলিনীও ভৃঙ্গের দৃশ্য রচনা করিতেছেন—কোনও সময়ে বা কালিন্দীর কমলবনের হংসদ্বয়ের গতি অনুকরণ করিতেছেন,—আবার অন্য সময়ে বা কালিন্দীতটস্থ স্বর্ণলতায় জড়িত তমাল তরুবৎ নবমিলন লীলা প্রকাশ করিয়া উভয়ে বিলাস করিতেছেন ॥৭২॥

কখনও শুক শারির ন্যায় মধুর মধুর গান করেন—কখনও মদকল কোকিলের কণ্ঠস্বরে যুগলে 'কুহু' 'কুহু' ধ্বনি করেন—কখনও বা ময়ূরীও মত্ত ময়ূরবৎ অতিদ্রুত নৃত্য করেন আর কখনও বা সচকিত হরিণীও হরিণের মত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন ॥৭৩॥

প্রসাদ স্রগ্‌বস্ত্রাভরণ কৃতভূষাঃ প্রণয়িনোঃ
প্রপদ্যে শ্রীবৃন্দাবনভুবি বিচিত্রাখিলকলাঃ ৭৪॥
মহাপ্রেমানন্দাত্মক পরমবিস্তীর্ণ জলধৌ
মহাজ্যোতি র্দ্বীপে মধুরতর বৃন্দাবন বনম্।
বিচিত্রাং তত্রাপি স্মর কুসুমবাটীং নবনবৈ
র্নিকুঞ্জৈঃ শ্রীরাধা সুঘন রসপুঞ্জৈ রিব বৃতাম্ ॥৭৫॥
মহানিঃসঙ্গানাং সহজমধুরাত্মপ্রিয় কথা-
প্রসঙ্গানাং প্রেমোৎপুলক গলদস্রা কুলগিরাম্।
অপারে শ্রীবৃন্দাবন রস মহাব্ধৌ বিহরতাং
শিরো মে সোল্লাসং বহতু মহতাং শ্রীপদরজঃ ॥৭৬॥
সুধা সধ্রীচীনৈঃ শিশির মৃদুহাসাতি মধুরৈ
র্বচোভিঃ শ্রীবৃন্দাবন রস সুবাসৈ স্তনুভৃতাম্।
তদেবাস্তু র্যেষাং চকিত চকিতাঙ্গী প্রতিমুহু
র্দৃশোভঙ্গী মঙ্গীকৃত রসতরঙ্গাং বিদধতী ॥৭৭॥

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে নিত্য পুলকাশ্রু শোভিত-দেহা, কন্দর্পরসাকুলিত স্বর্ণগৌর দেহলতিকাধারিণী, প্রিয়তম যুগলের প্রসাদী মাল্যবস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা নিজ নিজ অঙ্গে ভূষণকারিণী, বিচিত্র নিখিলকলা-বিৎ কিশোরীগণকে এই শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে আশ্রয় করিতেছি ॥৭৪॥

মহাপ্রেমানন্দাত্মক পরম বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মহাজ্যোতির্ম্ময় এক দ্বীপে মধুরতর বৃন্দাবনাখ্য এই বন বিরাজমান। আহাতেও আবার বন নব নিকুঞ্জ পরিশোভিত শ্রীরাধার সুঘন রস পুঞ্জে আবৃত হইয়াই যেন প্রকাশিত যে বিচিত্র কুসুম বাটিকা আছে তাহাই স্মরণ কর ॥৭৫॥

যাঁহারা মহানিঃসঙ্গ হইয়াছেন—যাঁহারা সহজ মধুর স্বভাব প্রিয়তমের কথা প্রসঙ্গে নিরত হইয়াছেন—যাঁহাদের বাক্য প্রেম, উচ্চ পুলক ও গলদশ্রু প্রভৃতিতে গদ্‌গদ হইয়াছে এবং যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের অপার রস মহাসমুদ্রে বিহার করিতেছেন—সেই মহাপুরুষগণের শ্রীপাদরজঃ আমার মস্তক আনন্দের সহিত ধারণ করুক ॥৭৬॥

সুধা হইতেও শ্রেষ্ঠ সুশীতল ও মৃদুহাস্য যুক্ত অতিমধুর শ্রীবৃন্দাবন

প্রণয় রস পূরোত্তরলিতা কিশোরী ।
কাশ্মীর দ্রব কনকগৌরী মম গতিঃ ॥৭৮॥ যুগ্মকং

অনন্তাভি হৈঁমামৃত সুরুচি বীচিভি রখিলং
নয়ন্তী শ্রীবৃন্দাবনমখিল বৃন্দারক সুভম্ ।
সদা নির্ম্মর্য্যাদোচ্ছলদতুল মাধুর্য্য জলধিঃ
পরো মে সা কাঽপি স্ফুরতি বৃষভাণোঃ কুলমণি ॥৭৯॥

বিদূরে ত্রৈগুণ্যাদথ বিমলবিদ্যাময় পরে
মহানন্দে বৃন্দাবন ভুবি সুকন্দে রসতরোঃ ।
অমর্য্যাদা রাধাচরণপরিচর্য্যা-রস-মহা-
মহোদন্বদ্বন্যা হৃদি পরমধন্যা স্ফুরতু বঃ ॥৮০॥

পুমর্থা শ্চত্বারো দিশি দিশি বিধায়াঞ্জলিপুটং
স্থিতাঃ সেবৌৎসুক্যাদ্ ভজতি চ বিভূতি র্ভগবতঃ ।
অগন্দানন্দাব্ধি প্লুত মধুর বৃন্দাবন বনে
সদা রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতি রতিসারেন সুকৃতী ॥৮১॥

রস সুবাসিত বাক্য দ্বারা যাহারা প্রাণ ধারণ করেন । তাহাদের হৃদয়ে চকিত (প্রীত,তৃপ্ত চমৎকৃত) চকিতাঙ্গী (হৃষ্টাঙ্গী) মুহুর্মুহু রস তরঙ্গময়ী নয়নভঙ্গী বিস্তার করিতেছেন—এবম্বিধা প্রণয়রস প্রবাহে চাঞ্চল্যমানা কুঙ্কুম-দ্রববৎ হেম-গোরী কিশোরীই আমার একমাত্র গতি ॥৭৭-৭৮॥

যিনি সমগ্র বৃন্দাবনকেই অনন্ত হেমামৃত সুন্দর কান্তিতরঙ্গ রাশিতে অখিল দেবগণেরও বন্দনীয় করিয়াছেন, যিনি নিত্য উচ্ছলিত অসীম অতুলনীয় মাধুর্য্য-সমুদ্র বিশেষ এবং শ্রীবৃষভানু মহারাজের পরম কুলমণি—সেই কোনও এক (অনির্ব্বাচ্য) মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হইতেছেন ॥৭৯॥

(সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাত্মক) ত্রিগুণের অতিদূরে এবং বিমল বিদ্যাময় জগতের ও পরে পরমমহানন্দ জনক রসবৃক্ষের সুকন্দ স্বরূপ এই বৃন্দাবন ভূমিতে পরমধন্য, অমর্য্যাদ রাধাচরণ-পরিচর্য্যা রসের মহাসাগর বন্যা তোমা-দের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হউক ॥৮০॥

নিরতিশয় আনন্দসমূদ্রে নিমগ্ন মধুর বৃন্দাবন বনে সুকৃতী যখন রতিভরে রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তখন পুরুষার্থচতুষ্টয় কৃতাঞ্জলি পুটে

....

....

স্মরন্ কাঞ্চিৎ সেবামখিল জনসঙ্গং পরিহরন্ ।
সদা রাধারাধেত্যমল সুকৃতী কোঽপি জয়তি ॥৮২॥

মহাশ্চর্য্য জ্যোতি র্বপুষি নবকৈশোর ললিতে
মহোবৃন্দং নিন্দদ্রুচির কনকেন্দো রুদয়তঃ ।
স্মরামি শ্রীরাধে কিমপি মুরলীমোহনমনো-
হরং বৃন্দারণ্যে তব সুরস সিন্ধূচ্ছলনকৃৎ ॥৮৩॥

মহাবেশা দ্রাধা মুরলিধরয়োঃ পুষ্পনিকরং
প্রদত্তং ভূবল্লীবর বিটপিনোঽধো রভসকৃৎ ।
নিদেশাৎ সংপ্রাপ্তং বরযুবতিযুগ্মং প্রিয়বহু
প্রসূনান্যারোপ্য প্রণতমনু হাসৈঃ কুরুমতিম্ ॥৮৪

সমুৎফুল্লদ্ বল্লীতরুষু উপগায়চ্ছুক পিকং
সমুদ্যোতদ্ ভূমিপ্রমদ সুনটদ্বর্হি নটনম্ ।
সরিচ্ছেলাস্ত্বেত্তুাল্লসিত মণিঝঙ্কার-ললিতং
ধ্রুবং বৃন্দারণ্যং হরিরস মহাবিহ্বলমিদম্ ॥৮৫॥

চারিদিকে সেবা করিতে উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং ভগবানের বিভূতি ও তাঁহাকে ভজন (আশ্রয়) করেন ॥৮১॥

..........কোনও সেবা বিশেষ স্মরণ করিয়া জনসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া বলিয়া কোনও বিশুদ্ধ সুকৃতিশালী এইস্থলে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত যুক্ত হইতেছেন ॥৮২॥

হে রাধে! বৃন্দাবনে সুরস সাগরের উচ্ছলনকারী, মুরলীমোহনের মনোমোহনকারী, রুচির স্বর্ণচন্দ্রের (মুখের) উদয় দ্বারা অপরাপর তেজস্ক (সূর্য্য, চন্দ্রাদির) পদার্থের নিন্দাকারী, তোমার নবকিশোর সুললিত দেহে যে অনির্ব্বাচনীয় মহাশ্চর্য্য-জ্যোতিঃ—তাহাই স্মরণ করিতেছি ॥৮৩॥

শ্রীবৃন্দাবন ভূমির শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ লতার নিম্নে মহা আবেশে অবস্থিত শ্রীরাধামুরলিবরের উপরে কৌতুককর পুষ্পসমূহ (ঐ তরুলতা কর্ত্তৃক) প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎপর বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতে শ্রেষ্ঠা সখীদ্বয় হাস্যপূর্ব্বক প্রিয় বহু পুষ্প অর্পন করিয়া প্রণতা হইলেন। এই লীলায় মন অর্পণ কর ॥৮৪॥

ত্বদঙ্গচ্ছায়ায়াঃ প্রসরমপি বীক্ষ্যোদিত মহা-
স্মরাবেশ ভ্রাম্যন্মুরলিধর মৌলৌ বিহরতঃ।
পরাগান্ শ্রীরাধে তব নিভৃত দাসীচরণয়ো-
শ্চিরং বন্দে বৃন্দাবন নবনিকুঞ্জেশ্বরি মুদা ॥৮৬॥

প্রিয়ে ত্বং মামঙ্গীকুরু চ পুরুচন্দ্রাভবদনে
দ্রঢীয়ো নির্ম্মাণা ভবতু রসনাঢ্যা তব গুণৈঃ।
সদা স্থাতুংকাঙ্ক্ষে বিপিনবর কুঞ্জে চ নবয়োঃ
সুখং পশ্যেৎক্রীড়াং প্রণয়রসযুক্তাং হি যুবয়োঃ ॥৮৭

অহো গৌরশ্যামং কিমপি নববৃন্দাবন লতা-
নিকুঞ্জে ক্রীড়ন্তং মধুরং মধুভারেণ সুভগে।
ভজ শ্রীকালিন্দীস্ফুটিত তরুতীরে নব বয়ো-
র্নবানঙ্গাসক্তং পরম রস ভাবৈক নিরতম্ ॥৮৮॥

সম্যক্ প্রস্ফুটিত তরুলতা সমূহে শুক কোকিলাদি সুসঙ্গীত করিতেছে—সমুজ্জ্বল ভূমি সমূহে প্রমোদ পরায়ণ সুনাট্যকারী ময়ূরগণের নৃত্য হইতেছে—নদী পর্ব্বতাদিতে অতিশয় শোভাবিশিষ্ট মণি সমূহের ললিতঝঙ্কার উঠিতেছে-[অথবা নদী পর্ব্বতাদিতে অতি উল্লসিত প্রিয়তম যুগলের সুরতকালীন ললিত শীৎকার ধ্বনি-শ্রুতি গোচর হইতেছে] এই বৃন্দাবন নিশ্চয়ই হরিরসে বিহ্বল হইয়াছে ॥৮৫॥

হে রাধে! হে বৃন্দাবন-নবনিকুঞ্জেশ্বরি! তোমার অঙ্গকান্তির প্রসর (বিস্তার) দেখিয়া মুরলিধরের মহাকামাবেশ বশতঃ মস্তক ঘূর্ণ্যমান হইতে থাকিলে, তাহাতে (মস্তকে) তোমার নিভৃত দাসীচরণের যে পরাগ (রজঃ কণা) সমূহ বিহার করিতে থাকে, আমি সুচিরকাল আনন্দের সহিত তাহারই বন্দনা করিতেছি ॥৮৬॥

হে প্রিয়ে! হে বহুচন্দ্রকান্তিবদনে! তুমি আমাকে অঙ্গীকার কর; তোমার গুণে আমার জিহ্বা অতিদৃঢ়তর ভাবে নির্ম্মিত ও আঢ্য (সম্পত্তিশালী) হউক; আমি সর্ব্বদা বনশ্রেষ্ঠ (বৃন্দাবন) কুঞ্জে থাকিতে আকাঙ্খা করি, যেন তোমাদের নবযুগলের প্রণয়রসযুক্ত লীলা দেখিতে পাই ॥৮৭॥

অহো! শ্রীকালিন্দীর পুষ্পিতবৃক্ষমণ্ডিত তীরে মধুভারের সৌভাগ্যযুক্ত

প্রবীণা সঙ্গীতে কর কলিত-বীণা সপুলকং
প্রগায়ন্তী শ্যামং পরম সুকবীনাং বর রতিঃ।
নবীনা সর্ব্বাঙ্গে দ্রুতকনকবৎ স্নিগ্ধসুরুচি-
শ্ছবীনাং স্বচ্ছন্দপ্রভবখনি রাস্তাং মম হৃদি ॥৮৯॥

নমো বৃন্দারণ্যে রসিকবররঙ্গী ভগবতে
নমো বৃন্দারণ্যেশ্বরি ! তব পাদাম্ভোজরজসে।
নমস্তে তদ্দ্বন্দ্ব প্রণয় ললিতে শ্রীললিতে !
নমঃ শ্রীমদ্বৃন্দাটবি ! সুবহুকৃত্ব স্ত্বয়ি মম ॥৯০॥

অনন্তব্রহ্মাণ্ডাবলি-বলিত মূল প্রকৃতিতঃ
পরে ব্রহ্মজ্যোতিস্ততি রুচির-বৈকুণ্ঠভবনম্।
তদন্ত বিভ্রাজন্মধুর মথুরা মণ্ডলমহো
রহস্যং তত্রাপি স্ফুরতি মম বৃন্দাবন বনম্ ॥৯১॥

ন বৈকুণ্ঠেঽপ্যুৎকণ্ঠিত মতিরহং মুক্তিপরমাং
হরেঃ সর্ব্বৈ দেবাদিভি রসুলভাং প্রত্যাপি সদা।

যুক্ত নব বৃন্দাবন-লতানিকুঞ্জে নব্যবয়স্ক, নবানঙ্গাসক্ত, পরমরস ভাবেই একমাত্র নিরত, মধুর ক্রীড়াপরায়ণ কোনও গৌরশ্যামযুগলকে ভজন কর॥

সঙ্গীত-নিপুণা, হস্তেবীণাধারিণী, পুলকমণ্ডিত বিগ্রহে শ্যামগুবিধে সঙ্গীতকারিণী, পরম সুকবিদিগের শ্রেষ্ঠ রতির (অনুরাগের) আস্পদ, বয়সে নবীনা, সর্ব্বাঙ্গে গলিত স্বর্ণবৎ স্নিগ্ধ-সুকান্তি বিশিষ্টা, এবং সর্ব্ববিধ কান্তিরাশিরই একমাত্র প্রভবস্থলী (শ্রীরাধা) আমার হৃদয়ে আসন করুন॥

বৃন্দারণ্যের রসিকবর রঙ্গী ভগবান্‌কে নমস্কার। হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তোমার পাদপদ্ম রজঃকণাকে নমস্কার। যুগলকিশোরের প্রণয়ে অতি সুন্দরী শ্রীললিতাদেবি! তোমাকে নমস্কার। হে বৃন্দাটবি! তোমাকে আমার বহু বহু নমস্কার ~~করিতেছি~~॥ ৯০ ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাবলি বেষ্টিতা মূল প্রকৃতি, তৎপরে ব্রহ্মজ্যোতিতে অতি মনোরম বৈকুণ্ঠধাম। অহো! তাহারই অন্তরে মধুর মথুরামণ্ডল বিরাজিত—তাহারও রহস্য (অতিগুপ্ত) এই বৃন্দাবন বন আমার স্ফূর্তি হইতেছে ॥ ৯১ ॥

পরং শ্রীগান্ধর্ব্বা মুরলিধরয়ো শ্চারুচরণা-
প্ণস্থল্যাং বৃন্দাবনভুবি ভবেয়ং তৃণতনুঃ ॥৯২॥
দদানা তাম্বুলং প্রিয়তম মুখেন্দৌ সপুলকং-
মুদা প্রেয়োদত্তং মধুর মদতী চর্ব্বিতমপি ।
ততঃ কিঞ্চিদ্দত্ত্বাপ্যতি দয়িত দাসী বিবশয়
ন্ত্যসৌ বৃন্দারণ্যে লসতি মম জীবস্থ বসতিঃ ॥৯৩।
অনন্য শ্রীরাধা পদকমল দাস্যৈক রসধী
র্হরেঃ সঙ্গে রঙ্গং স্বপন সময়েনাঽপি দধতী ।
বলাৎ কৃষ্ণে কূর্পাসকভিদি কিমপ্যাচরতি কা-
প্যুদশ্রু র্মে বেতি প্রলপতি মমাত্মা চ হসতি ॥৯৪॥
অজস্রং স্রগ্ গন্ধৈ র্ব্যজনবর তাম্বুলমৃদুপৎ-
সুসম্বাহৈ দিব্যাভরণ বসনাদ্যৈঃ প্রণয়িনোঃ ।
মহা প্রেমাবেশোৎপুলক রস ঘূর্ণায়িত তনূঃ
সদা রাধাদাসীঃ স্মর হৃদয় সেবাং বিদধতীঃ॥৯৫॥

বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির জন্য ও উৎকণ্ঠিত নহি, সর্ব্বদেব দুর্লভ শ্রীহরির পরম মোক্ষ ও বাঞ্ছা করি না; কিন্তু শ্রীগন্ধর্ব্বা ও মুরলীধরের চারুচরণার্পন স্থলী এই বৃন্দাবনে তৃণজন্মলাভ ও যেন আমার ভাগ্যে হয়—ইহাই প্রার্থনা ॥

পুলকাঞ্চিত দেহে প্রিয়তমের মুখচন্দ্রে তাম্বূল অর্পন করিতেছেন—প্রিয়তম কর্ত্তৃক প্রদত্ত মধুর তাম্বুল-চর্ব্বিত আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিতেছেন—এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অতিপ্রিয় দাসীগণকে দান করিয়া তাহাদিগকে বিবশ করিতেছেন—এইভাবে আমার জীবন রক্ষার বসতীস্থলী (শ্রীরাধা) বৃন্দারণ্যে বিলাস করিতেছেন ॥৯৩॥

একমাত্র শ্রীরাধার পদকমলদাস্যেই অনন্যচিত্তা, নিদ্রা সময়েও শ্রীহরির সহিত রঙ্গকারিণী কোনও সখীর প্রতি বল প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কঞ্চুক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কিছু আচরণ করিলে তিনি অশ্রুপূর্ণ হইয়া সেবা করিতেছেন ও প্রলাপ করিতেছেন—তাহাতে আমার আত্মা (প্রাণ-রাধা) হাসিতেছেন ॥৯৪॥

হে মন ! প্রণয়ি-যুগলের নিত্য মাল্য, গন্ধ, চামর-ব্যজন, তাম্বূলদান

স্মর শ্রীমদ্ বৃন্দাবন মতি মহানন্দ রসদং
সদাতি প্রেমার্দ্রে হৃদি নব কিশোরৌ পরিচর।
কৃপাদৃষ্টি র্দাসে হরি হরি কদা স্যান্ময়ি তয়ো
রিহ প্রাপৈ্যকান্তং প্রতিদিনমুদশ্রু র্বিলপ ভোঃ ॥৯৬॥
কদা যামো দামোদর পরমকামোৎসববনং
ভবামো বামোরুপ্রমুখ বিষয়াঽমোহমনসঃ।
ন যামোঽসচ্ছায়াঃপথমপি নয়ামো বনফলা-
দিভিঃ কালং নামোজ্জ্বলহৃদি ভজামো রসনিধী ॥৯৭॥
কা তব কান্তা ক স্তব তনয়ঃ স্থিরমতি রেতন্মৃতিমনু গণয়।
অহহ কিমন্ধ ন পশ্যসি মরণং তব পর বৃন্দাবনমিহশরণম্ ॥৯৮

ইতি শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
বিরচিতে যোড়শং শতকম্ ॥১৬॥

মৃদুমধুর পাদ সম্বাহন, দিব্য বসন ভূষণাদির পরিধান ইত্যাদি কার্যে মহা-প্রেমাবেশ হেতু পুলক রসে যাঁহাদের দেহ আন্দোলিত হইতেছে' সেই সেই সেবা পরায়ণা রাধাদাসীগণের স্মরণ কর ॥৯৫॥

ওহে! অতি মহানন্দ রস দানকারী শ্রীবৃন্দাবনের নিত্য স্মরণ কর। অতিপ্রেমার্দ্র হৃদয়ে নবকিশোরযুগলের পরিচর্য্যা কর। "আহো! কবে এই দাসের প্রতি যুগলের কৃপাদৃষ্টিপাত হইবে?"—এই বলিয়া বৃন্দাবনের নির্জ্জন প্রদেশে প্রতিদিন অশ্রুপাত সহকারে বিলাপ করিতে থাক ॥৯৬॥

আমরা কবে দামোদরের পরম কামোৎসব বনে যাইব? কবে বা সুন্দরী কামিনী প্রভৃতি বিষয়ে অমোহিত-চিত্ত হইব? অসৎকল্প পথে কখনও যাইব না আর বন্যফলাদি দ্বারা কাল যাপন করিব এবং নাম গ্রহণ হেতু উজ্জ্বল হৃদয়ে সেই রস সমুদ্র-যুগলের ভজন করিব? ৯৭॥

তোমার স্ত্রীই বা কে আর পুত্রই বা কে? বুদ্ধিস্থির করিয়া মৃত্যুর (বাকী) দিন গুলি গণনা কর ত? অহো! অন্ধই কি মৃত্যুকে (সম্মুখে) দেখিতে পাইতেছ না? তবে তোমার একমাত্র বৃন্দাবনই পরম আশ্রয় স্থল ॥৯৮॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত ষোড়শ শতকের শ্রীহরিদাস দাস
কৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্ ।

সপ্তদশ শতকম্ । ১৭

নম স্তস্মৈ কস্মৈচিদপি পুরুষায়াদ্ভুত মহা-
মহিম্নে বিভ্রাজৎ কনকরুচি-ধাম্নে স্ব-কৃপয়া ।
অসঙ্কোচেনৈবা শ্বপচ মখিলেভ্যঃ স্বয়মহো
দদৌ যঃ সদ্ভক্তিং বিমলতর নানা রসময়ীম্ ॥১॥
যস্মিন প্রবিশে ন্মনোঽপি মহতাং কা তত্র বার্ত্তা পুনঃ
শাস্ত্রানাং জ্ঞপিতঞ্চ যদ্ ভগবতা ভঙ্গ্যৈব ভক্তোদ্ধবে ।
তদ্ বৃন্দাবন মুন্মদেন রসিক-দ্বন্দ্বেন কেনাপ্যহো
নিত্যক্রীড়তয়া গৃহীতমিহ কে বিদ্যু র্ন গৌরাশ্রয়াঃ ॥২॥
গুণৈঃ সর্ব্বৈ হীনোঽপ্যহমখিল জীবাধমতমোঽ
প্যশেষৈ র্দোষৈঃ স্বৈরপি চ বলিতো-দুর্ম্মতি রপি ।

অহো ! যিনি নিজকৃপায় আচণ্ডালে অসঙ্কোচে বিমলতর বিশুদ্ধা ভক্তি স্বয়ং দান করিয়াছেন—সেই অত্যুজ্জ্বল কনককান্তিধারী অদ্ভুত মহা মহিমান্বিত কোনও (অনির্ব্বচনীয়) পুরুষ প্রবরকে (মহাপ্রভুকে) দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেছি ॥১॥

(জ্ঞান যোগাদি সাধনলব্ধ-সূক্ষ্মধী) মহৎগণের মনও যখন শ্রীবৃন্দাবনের মহা মহিমার্ণবে প্রবেশ করিতে পারে না , তখন শাস্ত্রগণ কিরূপে তৎসমাচার জ্ঞাপন করিবে ? ভগবান্ (বাসুদেব) ভঙ্গীক্রমে ভক্তউদ্ধবকে এই বৃন্দাবন বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন—অহো ! কোনও (অনির্ব্বাচ্য) রসোন্মদ যুগল-কিশোর এই বৃন্দাবনকে নিত্য ক্রীড়াভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—এই সব নিগূঢ়তত্ত্ব শ্রীগৌরাশ্রয় ব্যতিরেকে কে জানিতে সক্ষম ? ২ ॥

---

* ১৩১৯সালে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্তকৃষ্ণপদ দাস বাবাজি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীবৃন্দাবন শতক' গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্তনিতাইপদ দাস বাবাজি মহাশয়ের অনুগতানুসারে 'সপ্তদশ শতক' নামে পুন মুদ্রিত ।

প্রসাদাদ্ যস্যৈবাবিদ মহোহ রাধাং ব্রজপতেঃ
কুমারং শ্রীবৃন্দাবনমপি স গৌরো মমগতিঃ ॥৩॥
শ্রীবৃন্দাবন কেলিরঙ্গসহজং সৌন্দর্য্য-শোভা-বয়ো
বৈদগ্ধ্যাদি চমৎকৃতেঃ পরতরং বিশ্রান্তি ধামাহদ্ভুতম্ ।
তন্মে মোহন দিব্য নাগরবর দ্বন্দ্বং মিথো জীবনং
গৌরশ্যামল মুজ্জ্বলোন্মাদ-রসাবিষ্টং হৃদি স্ফূর্জ্জতু ॥৪॥
ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি নহি গন্ধোঽপি কলিতো
যদীয় স্তত্রৈবাখিল- নিগম-দুর্লক্ষ্য-সরণৌ ।
অপারে শ্রীবৃন্দাবন-মহিম-পীযূষ-জলধৌ
মহাশ্চর্য্যোন্মীলন্মধুরিমণি চিত্তং লগতু মে ॥৫॥
জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্য মানন্দ সিন্ধো
রনুপম মিব সারং সারদা-কোট্য কথ্যোঃ ।
খগ-মৃগ-তরু-বল্লী- কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনা মদ্ভুতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ ॥৬॥

অহো ! আমি সর্ব্বগুণহীন হইলেও—নিখিল জীবাধম হইলেও—নিজে অশেষ দোষের খনি হইলেও—মহাদুর্ম্মতি হইলেও—যাঁহার প্রসাদে শ্রীরাধা, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ও শ্রীবৃন্দাবনাদি লাভ করিয়াছি——সেই শ্রীগৌরাঙ্গই আমার একমাত্র গতি ॥৩॥

শ্রীবৃন্দাবনে সহজ কেলিরঙ্গ (কৌতুক) পরায়ণ, সৌন্দর্য্য-শোভা-বয়স বৈদগ্ধ্যাদি চমৎকারের পরতর (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) বিশ্রামালয় স্বরূপ, পরস্পর পরস্পরের জীবাতু স্বরূপ, উজ্জ্বল উন্মাদ রসে আবিষ্ট চিত্ত, সেই গৌর-শ্যামল অদ্ভুত মোহন দিব্য-নাগরবর-যুগল আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥৪॥

এই জগতে ভ্রমণ করিয়া যাহার গন্ধমাত্র ও কোথায় দৃষ্ট হয় না—সেই নিখিল—নিগম দুর্লক্ষ্যমার্গস্থিত, মহাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য প্রকাশনশীল শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের অপার সমুদ্রে আমার চিত্ত মগ্ন হউক ॥৫॥

খগ-মৃগ-তরুলতা-কুঞ্জ বাপী-তড়াগ-স্থল-গিরি হ্রদিনী ইত্যাদির সৌভাগ্য সমৃদ্ধিদ্বারা মণ্ডিত—সরস্বতী কোটির ও অকথ্য (বর্ণনাতীত) অদ্ভুত ও আনন্দ সমুদ্রের অনুপম সার স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন জয়যুক্ত হউন—

বৃন্দারণ্যে চর চরণ ! দৃক্ ! পশ্য বৃন্দাবনশ্রী
জিহ্বে ! বৃন্দাবনগুণগণান্ কীর্ত্তয় শ্রোত্র ! গৃহাণ্ ।
বৃন্দাটব্যা ভজ পরিমলং ঘ্রাণ ! গাত্র ! ত্বমস্মিন্
বৃন্দারণ্যে লুঠ পুলকিতং কৃষ্ণ-কেলি-স্থলীষু ॥৭॥
মহোজ্জ্বল রসোন্মাদ প্রণয়-সিন্ধু-নিঃস্যন্দিনী
মহামধুর রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী ।
রসেন সমধিষ্ঠিতা ভুবন বন্দ্যয়া বৃন্দয়া
চকাস্তু হৃদি মে হরেঃ পরমধাম বৃন্দাটবী ॥৮॥
জন্মানি জন্মানি বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াং ।
অপি তৃণগুল্মকভাবে ভবতু মমাশা-সমুল্লাসঃ ॥৯॥
হরিপদ পঙ্কজ সম্বাহন রস মনুভূয় পূর্ণোঽপি ।
যত্রোদ্ধব আশাস্তে তৃণতাং তন্নৌমি রাধিকা-বিপিনম্ ॥১০॥
রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি-রজসাং বৈরাগ্যসীমা-স্পৃশাং ।

জয়যুক্ত হউন (সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাকুন) ॥৬॥

হে চরণ ! তুমি বৃন্দাবন ভূমিতে বিচরণ কর—হে নয়ন ! তুমি বৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য দর্শন কর—হে জিহ্বা ! তুমি বৃন্দাবনের গুণগণ গান কর—হে কর্ণ ! তুমি বৃন্দাবন-গুণরাজি শ্রবন কর—হে নাসিকে ! তুমি বৃন্দাটবীর পরিমল ভজন (গ্রহণ) কর—হে গাত্র ! তুমি এই বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণকেলিস্থলী সমূহে পুলকিত হইয়া লুণ্ঠন কর ॥৭॥

উন্মদ-শৃঙ্গার রসের মহাপ্রেম-সমুদ্র-স্রাবিনী—শ্রীরাধা সহ শ্রীরাধা-রমণের মহামধুর খেলা সমূহে আনন্দদায়িনী— ভুবনবন্দ্য বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক পরমানন্দে সমধিষ্ঠিতা-পরমধাম বৃন্দাটবী আমার হৃদয়ে প্রকাশিতা হউন ॥৮॥

দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক বন্দনীয় এই বৃন্দাবন ভূমিতেই জন্মে জন্মে যেন আমার তৃণ গুল্ম প্রভৃতি ভাবে (জন্মে) আশার সমুল্লাস হয় ॥ ৯ ॥

শ্রীহরির পাদপদ্ম সম্বাহন রস অনুভব করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেও উদ্ধব যে স্থানের তৃণজন্ম প্রার্থনা করেন—সেই রাধিকা-কাননকেই নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

হন্তৈকান্ত রসপ্রবিষ্ট মনসাম প্যাস্তি যদ্ দূরত
স্তদ্রাধা-করুণাবলোকমচিরাদ্ বিন্দন্তু বৃন্দাবনে ॥১১॥
রাধা-নন্দকিশোরৌ নিরবধি রসসাগর-নিমগ্নৌ !
নিজকেলিধামবৃন্দাবিপিনং মুদ্বীক্ষ্যেব সৌখ্যমাপ্নুতঃ ॥১২॥
উদ্দামপ্রমোদোজ্জ্বলৈকরসয়া ভক্ত্যা বিধূতাবৃতে
ব্যক্তং কস্যচিদেব চিত্ত-মুকুরে তত্তদ্দিগাভোগবৎ।
যস্মিন্ দিব্য বিচিত্রকেলি-মিথুনং তৎশ্যামগৌরং বিধু-
জ্যোৎস্নাবৎ পরিচারয়েত্তদিহ কিং বিন্দেঽথ বৃন্দাবনম্ ॥১৩॥
বিশুদ্ধাদ্বৈতৈক-প্রণয়-রস-পীযূষজলধৌ
ঘনীভূতদ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো !
মিথঃ প্রেমোদ্ঘূর্ণদ্রসিক মিথুনাক্রীড় মনিশং
তদেবাধ্যাসীনঃ প্রবিশতি পদে ক্বাঽপি মধুরে ॥১৪॥

(অন্যত্র স্থিত) রাধাবল্লভ-পাদপদ্ম সেবীগণের সদ্ধর্ম্মে (বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে) সমগ্র আয়ুঃ যাপনকারীগণের—নিত্যবৈষ্ণব পদরজঃ সেবীগণের -বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত (ত্যাগী) গণের এবং অধিক আর কি বলিব— একান্তরসে (পরমানন্দ বিশেষে) প্রবিষ্টমনাঃ মহামনস্বীগণের ও যাহা দূরে বর্ত্তমান আছে-- সেই শ্রীরাধা কৃপাদৃষ্টি অচিরকালমধ্যেই বৃন্দাবনে লাভ করা যায় ॥১১॥

অসীম রসসাগরে নিমগ্ন শ্রীরাধানন্দকিশোর নিজকেলিধাম বৃন্দাবন দূর হইতে দর্শন করিয়াই (অতুলনীয়) সুখপ্রাপ্ত হয়েন ॥১২॥

উদ্দাম (অনর্গল) পরমানন্দপ্রদ অদ্বিতীয় উজ্জ্বল রসপূর্ণ ভক্তিদ্বারা যে মহাভাগ্যবাণের মালিন্যাবরণ দূরীকৃত হইয়াছে-তাঁহারই চিত্ত-দর্পনে দিগ্-বলয়ের সীমার মত (দিগ্বলয়ের অসমাপ্তিজ্ঞান সত্ত্বেও যেমন নয়নে তৎসীমা প্রতীতি হয়, তদ্রূপ) ব্যক্ত (প্রকাশিত) সেই শ্যামগৌর দিব্য বিচিত্র কেলি মিথুনকে যে বৃন্দাবন নিজদেহে রাখিয়া চন্দ্রজ্যোস্নাবৎ সেবা করিয়া প্রকাশিত করেন— সেই বৃন্দাবন কি আমি লাভ করিব ? ॥১৩॥

অহো ! বিশুদ্ধ , অদ্বিতীয় , সর্ব্বোত্তম প্রণয়রস সমুদ্রের কোনও এক ঘনীভূত দ্বীপে বৃন্দাবন সমুদিত হইতেছেন—তাহাতে পরস্পরের

নাহংবেদ্মি কথং নু মাধব-পদাম্ভোজদ্বয়ীং ধ্যায়তি—
কা বা শ্রীশুকনারদাদ্যকলিতে মার্গেঽস্তি মে যোগ্যতা।
তস্মাদ্ ভদ্রমভদ্র মেব যদি নামাস্তাং মমৈকং পরং
রাধাকেলি-নিকুঞ্জ মঞ্জুলতরং বৃন্দাবনং জীবনম্ ॥১৫॥
যৎসীমানমপি স্পৃশেন্ন নিগমো দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধি।
যন্মাধুর্য্যকণো ন্যবেদি ন শিব-স্বায়ম্ভুবাদ্যৈ রহং
তদ্ বৃন্দাবন নাম ধাম রসদং বন্দামি রাধা-পতেঃ ॥১৬॥
কদা নু বৃন্দবন-কুঞ্জ মণ্ডলে ভ্রমন্ ভ্রমন্ হেম-হরিন্মণি প্রভম্।
সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য তদদ্ভুতপ্রিয় দ্বয়ং দ্বয়ং বিস্মৃতি মেতু মেঽখিলং ॥
ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপদ্ বিততয়ো যদি বা পতন্তি।

প্রেমে উদ্ঘূর্ণা বিশিষ্ট রসিক যুগলের নিত্যকেলি বিলাসাদি সম্পাদিত হইতেছে! অতএব বৃন্দাবনাশ্রয়ী জনগণের কোনও (অনির্ব্বচনীয়) মধুর পদে প্রবেশ লাভ হয় (শ্রীরাধাদাস্য লাভ হয়) ॥১৪॥

ওহে! লক্ষীপতির পদকমল ধ্যান-পদ্ধতি ও আমি জানিনা—শুক-নারদাদি পরিগৃহীত ধর্ম্মমার্গেই (ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্র ভজনে) বা আমার কি যোগ্যতা? অতএব, ভাল মন্দ যাহাই হউক না কেন, কেবল পর (শ্রেষ্ঠ) রাধা কেলিনিকুঞ্জ পুঞ্জ দ্বারা সুমনোহর বৃন্দাবনই আমার জীবন ॥১৫॥

বেদ সমূহ যাহার সীমাও স্পর্শ করিতে পারে না, কেবল দূর হইতেই লক্ষ্য (নির্দ্দেশ) করিয়া থাকে--যে ধামই কেবল অতি রহস্য মূলক পরমানন্দোৎসবাদির চরম সীমা--যাহার মাধুর্য্য কণাও শিব সনকাদির অগোচর সেই বৃন্দাবন নামক রাধাপতি শ্রীকৃষ্ণের রসদানকারী ধামকেই আমি বন্দনা করি ॥ ১৬ ॥

এতাদৃশ ভাগ্য আমার কবে হইবে, যখন বৃন্দাবন কুঞ্জ সমূহে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই অদ্ভুত হেমমণিপ্রভ শ্রীরাধাকে ও ইন্দ্রনীলমণি প্রভ শ্রীগোবিন্দকে নিরন্তর স্মরণ করিয়া করিয়া আমার নিখিল (ব্যাবহারিক) কার্য্যকলাপ বিস্মৃত হইব! ১৭ ॥

হা হন্ত হন্ত !! ন তথাপি কদাপি ভূয়াদ্
বৃন্দাবনাদিতর তুচ্ছপদে পিপাসা ॥১৮॥
স্বয়ং পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্
তৃষ্ণা মিহির-নন্দিনী শুচি পয়োঽঞ্জলিভিঃ পিবন্
কদা মধুর-রাধিকারমণ-রাসকেলিস্থলী
বিলোক্য রসমগ্নধী রধিবসামি বৃন্দাবনম্ ॥১৯॥
ভূমি র্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতি-রত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরা খগমৃগাদ্যাশ্চর্য্যরাবাদিমৎ ।
বল্লী ভূরুহ জাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি
স্তন্মে নন্দকিশোর-কেলি-ভবনংবৃন্দাবনং জীবনম্ ॥২০॥
সাক্ষাৎ পুরৌ শ্রীপুরুষোত্তমাঙ্ঘ্রি-সেবা রসাদপ্যধিকো রসৌঘঃ ।
স্যন্দেত বৃন্দাবিপিনেঽপ্যদৃষ্টে রাধাপ্রিয়েঽত্রোদ্ধব এব সাক্ষী ॥

আমার এই শরীর যদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াই যায়--ঘোর বিপদ সমূহও যদি আমার উপরে নিপতিত হয়--হায় ! হায় !! তথাপি যেন কদাপি বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র (ক্ষুদ্রধামাদি রূপ) তুচ্ছস্থানে যাইতে ইচ্ছা না হয় !! ১৮ ॥

ক্ষুধায় স্বয়ং গলিত পত্র সমূহ অমৃতবৎ ভক্ষণ করিয়া—তৃষ্ণায় কালিন্দীর পবিত্র জল অঞ্জুলি অঞ্জুলি পান করিয়া করিয়া কবে শ্রীরাধিকা-রমণের মধুর রাসকেলিস্থলী সমূহ দর্শন করিতে করিতে রসমগ্নচিত্ত হইয়া বৃন্দাবনে (আমরণ) বাস করিব ? ১৯ ॥

যে ধামের ভূমি সুকোমল , নানাবিধ মণিরছটায় পরম উজ্জ্বল এবং নানা বিচিত্রভাবে মনোহারী—যে ধামের পশুপক্ষী প্রভৃতি আশ্চর্য্য কল কল ধ্বনি পরায়ণ--যে ধামের লতা বৃক্ষরাজি পুষ্প (পল্লব ফল মুকুলাদি) দ্বারা অদ্ভুততম—নন্দকিশোরের কেলি ভবন সেই বৃন্দাবনই আমার জীবন ॥২০॥

—মথুরাদি পুরীসমূহে শ্রীপুরুষোত্তম বাসুদেবের সাক্ষাৎ পাদপদ্মসেবা রস হইতেও অধিকতর (প্রেমানন্দ) রস প্রবাহ—শ্রীরাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন না পাইলেও এই বৃন্দাবনে ক্ষরণ হইতে থাকে—এবিষয়ে উদ্ধবই সাক্ষী আছেন ॥২১॥

জাগর্ত্তি দুন্দভিরবপরমোঽত্র ' রাধা
বৃন্দাবনে বন'' ইতি প্রকটঃ পুরাণে।
তস্যা বিধেয় মসমোর্দ্ধ–মহানুরাগ–
মূর্ত্তে স্তদঙ্গনমপোহ্য হরিং ক পশ্যেঃ ? ২২॥
মিলন্তি চিন্তামণি কোটি–কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দৃষ্টি মুপৈতি বা হরিঃ।
তথাপি বৃন্দাবন ধূলি ধূসরং
ন দেহ মন্যত্র কদাপি যাতু মে ॥২৩॥
কৃপয়তু ময়ি বৃন্দারণ্য–রাজ্ঞী মনাগ–
প্যতি বহুল কৃপোরু স্নেহ ভারাদুদশ্রুঃ।
ফলতু তদনুকম্পা–কল্পবল্লী–ফলং ত্ব-
দ্ভুতমধিবসতি র্মে তৎপ্রিয়ারাম–সীম্নি ॥২৪॥
তেনাঽকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মোঽপি তেনাঽদ্ভুতঃ
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোঽপি পরমঃ কশ্চিৎ করস্থীকৃতঃ।

"রাধা বৃন্দাবনে"—এই পরম প্রকট 'বাক্যরূপ' দুন্দভি-ধ্বনি পুরাণে উদ্ঘোষিত হইতেছে—অসমোর্দ্ধ-মহানুরাগমূর্ত্তি শ্রীরাধার সেই প্রসিদ্ধ অঙ্গন (বৃন্দাবন) ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার বাক্য-বশ হরিকে কোথায় দেখিবে হে !! ২২ ॥

যদি কোটি কোটি চিন্তামণি স্বয়ং উপস্থিত হয়, যদি বা শ্রীহরিও স্বয়ং চক্ষুগোচর হয়েন—তথাপি বৃন্দাবন-ধূলি-ধূসর এই মদীয় দেহ অন্যত্র (বৃন্দাবনের বাহিরে যেন না যায় এই প্রার্থনা ॥২৩॥

অতিশয় কৃপাধিক্যেও মহাস্নেহাতিশয্যে সজল-লোচনা শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী একবারও আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন—(তাহাতে) তাঁহার প্রিয় কানন (বৃন্দাবন) সীমায় চির বাস রূপ তদীয় করুণা কল্পলতার অদ্ভুত ফলও ফলবতী হউক ॥২৪॥

যিনি আমরণ বৃন্দাবনে বাস অবধারণ করিয়াছেন—তিনিই সমস্ত ভগবদ্ধর্ম্ম (না করিয়াও) করিয়াছেন-তিনিই সকল পুরুষার্থ হইতেও কোনও (অনির্ব্বচনীয়) অদ্ভুত পরম (পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম) করতলগত

তেনাধায়ি সমস্তমূর্দ্ধনি পদং ব্রহ্মাদয় স্তং নম
ন্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতৌ বৃন্দাবনে নিশ্চয়ং ॥২৫॥
পুলিনে পুলিনে কলিন্দজায়া বিচরংশ্চাপি তলে তলে তরূণাম্ ।
প্রণয়াদ্ভুত সৌখ্যকন্দ বৃন্দাবিপিনে হন্ত কদা দিনানি নেষ্যে ?
গৌর শ্যামল মিথুনং খেলতি কন্দর্প–লীলয়া যত্র ।
রাধামাধব নাম্না প্রথিতং তন্নৌমি কাননং কিমপি ॥২৭॥
খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবল্লীবৃন্দমুন্মাদ প্রেম্না ।
প্রীণয়দমৃত রসেন শান্তং বৃন্দাবনং নমত ॥২৮॥
উষরমপি হরিভক্তের্নানা দুর্ম্মার্গনিষ্ঠ মপ্যধমং ।
বৃন্দাবিপিন মচিন্ত্য প্রভাবমুন্মাদয়েৎ প্রেম্না ॥২৯॥
ভক্ত্যৈকয়াঽন্যত্র কৃতার্থ–মানিনো
ধীরা স্তদেত স্ম বয়ং বিদামঃ ।
শ্রীরাধিকামাধব বল্লভং নঃ
পরন্তু বৃন্দাবনমেব সংশ্রয়ঃ ॥৩০॥

করিয়াছেন--তিনিই সকলের (সুখাদির) মস্তকে পদার্পন করিয়াছেন--এবং সেই (ভাগ্যবান্) জনকে ব্রহ্মাদি দেবগণ নমস্কার করেন ॥২৫॥

অহো ! কালিন্দীর পুলিনে পুলিনে এবং বৃক্ষ সমূহের তলে তলে বিচরণ করিতে করিতে কবে অদ্ভুত-প্রণয়-সুখকন্দ বৃন্দাবনে আমার দিনাতিপাত হইবে ? ২৬ ॥

যে ধামে গৌরশ্যামল রাধা-মাধব নামক যুগল-কিশোর কন্দর্পলীলায় খেলা করিতেছেন-সেই কোনও (অনির্ব্বচনীয়) কাননকে নমস্কার করি ॥২৭

উন্মদ প্রেমভরে ও অমৃতরসদানে যিনি (তত্রত্য) খগ, পশু এবং বৃক্ষ লতাবৃন্দকে প্রীতি প্রদান করেন--সেই শান্ত (রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ) বৃন্দাবনকে তোমরা নমস্কার কর ॥২৮॥

হরিভক্তি উদয় বিষয়ে অনুর্ব্বর ভূমিবৎ অযোগ্য হৃদয়কেও--নানাবিধ দুষ্টমার্গবর্ত্তীজনকে ও , অতি অধমকেও—অচিন্ত প্রভাব বৃন্দাবন প্রেমদানে উন্মাদিত করিয়া থাকেন ॥২৯॥

অন্যত্র (ধামান্তরে , তীর্থাদিতে) একান্ত ভক্তিযোগে যাঁহারা কৃতার্থম্মন্য

দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ সর্ব্বাধমো দুর্ল্লভ-বস্তুকাঙ্ক্ষী।
বৃন্দাটবী মুজ্জ্বল ভক্তি-সার-বীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ ॥৩১॥
শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেম রসামৃতাব্ধে রনন্তপারস্য কিমপ্যুদারং।
রাধাভিধং যত্র চকাস্তিঃ সারং তদেব বৃন্দাবিপিনং গতি র্মে ॥৩২॥

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি বৃন্দারণ্যৈক সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোঽপিপ্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয়রসোৎসবম্ ॥৩৩॥
ত্যজন্তু স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিশ্চ মাঽস্তু বা।
ন বৃন্দাবন-সীমাতঃ পদং মে চলতু ক্বচিৎ ॥৩৪॥
✓সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরু র্ন
যো মে ন বৃন্দাবন বাস মাদিশেৎ ॥৩৫॥

হইয়াছেন-তাঁহাদিগকে আমরা 'ধীর' বলিয়া বিবেচনা করিনা,--পরন্তু শ্রীরাধিকা-মাধবের প্রিয়তম বৃন্দাবনই আমাদের একমাত্র সংশ্রয় (গতি) ॥৩০

আমি নিখিল দোষের আকর—গুণলেশহীন—সর্ব্বাধম হইলেও কিন্তু দুর্ল্লভ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছি! কবে আমি উজ্জ্বল ভক্তি-সারবীজ বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া পূর্ণ (পূর্ণাভিলাষ) হইব?? ৩১ ॥

অনন্তপার (অসীম) শুদ্ধ উজ্জ্বলপ্রেমরস সমুদ্রের সার বস্তুরূপ কোনও (অনির্ব্বাচ্য) উদার (পরমদানশীল) রাধানাম যে স্থানে প্রকাশ পাইতেছেন--সেই বৃন্দাবিপিনই আমার গতি ॥৩২॥

সর্ব্ব-সাধন-হীন হইলেও যদি একান্তভাবে বৃন্দারণ্যেরই সম্যক্ আশ্রয় করিতে পারেন-তবে তিনি যাহাই হউন না কেন, অবশ্যই তিনি রাধাপ্রিয়-রসোৎসব প্রাপ্ত হইবেন। [রাধার প্রিয় রসানন্দ কিম্বা রাধা-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের রাসকেলি ইত্যাদি আনন্দোৎসব--অথবা শ্রীরাধা যাঁহাদিগের প্রিয় সেই দাসীদিগের প্রিয়তাময় দাস্য রসানন্দ লাভ করেন] ॥৩৩॥

আত্মীয় স্বজন যথেচ্ছ ত্যাগ করুক্-- কিম্বা জীবিকার কোনও বৃত্তি ও নাই থাকুক--আমার যেন বৃন্দাবন সীমা হইতে অন্যত্র পাদমাত্র যাইতে না হয় ॥৩৪॥

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূল মপি ন স্বপ্নেহপি যায়াদহো
শ্রীবৃন্দাবিপিনস্থ যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টি-পথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতা মাপ্নুয়ুঃ
যে বৃন্দাবন বৈভবে শ্রুতি-গতে নোল্লাসিন স্তে খলাঃ ॥৩৬॥

অলমলমিহ যোষিদ্ গর্দ্দভীসঙ্গরঙ্গৈ
রলমলমিহ বিত্তাপত্য-বিদ্যাযশোভিঃ।
অলমলমিহ নানা সাধনায়াস দুঃখৈ
র্ভবত ভবত বৃন্দারণ্য মাশ্রিত্য ধন্যাঃ ॥৩৭॥

বৈকুণ্ঠং কোটি কোটি প্রগুণিত মপি নো যদ্রজোলেশ মাত্রং
প্রোন্মীলৎ সৌভগর্দ্ধৈর্ল মপি লভতে শুদ্ধভাবোজ্জ্বলায়াঃ।
কুর্ব্বীরন্ ভক্তিকোটি র্ভগবতি ন তথাপ্যদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়া অভক্তেঃ কিমপি ন কলিতাং নৌমি বৃন্দাটবীং তাম্ ॥

ইদমপি ভবিতা কিং যত্র কুত্রাপি বৃন্দা-
পদমপি মম যাতং শ্রোত্র-বীথীমকস্মাৎ।

যিনি আমাকে বৃন্দাবন বাসের আদেশ না দেন--তিনি আমার মাতা নহেন, পিতা নহেন, বন্ধু নহেন, সখা নহেন-মিত্র নহেন, এমন কি তিনি আমার (সদ্ধর্ম্মোপদেষ্টা) গুরুও নহেন ॥৩৫॥

অহো! যে শাস্ত্রে শ্রীবৃন্দাবিপিনের অতি অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই-সেই শাস্ত্র স্বপ্নেও আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট না হউক--এবং যে সকল খল লোক বৃন্দাবন-বৈভব শ্রুতিগোচর হইলেও প্রেমভরে উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কদাপি আমার দৃষ্টিপথে না আসে এবং তাহাদের সহিত যেন আমাকে বাক্যালাপও না করিতে হয় ॥৩৬॥

এই সংসারে যোষিতরূপ গর্দ্দভী-সঙ্গের আনন্দে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ধন-পুত্র-বিদ্যা-কীর্ত্তি প্রভৃতিরও আবশ্যকতা নাই--নানাবিধ সাধন (সিদ্ধির উপায়ীভূত) প্রয়াস জনিত দুঃখ করিয়াও কি হইবে? ওহে! তোমরা বৃন্দারণ্য আশ্রয় করিয়া ধন্য হও। ৩৭॥

অহো! কোটি কোটি প্রগুণিত (সংবর্দ্ধিত) বৈকুণ্ঠও যে ধামের রজঃকণার লবলেশ মাত্রও নহে-অতএব (তাদৃশ বৈকুণ্ঠ) শুদ্ধভাবভরে উজ্জ্বল

মধুর-মধুর-রাধা মাধবানঙ্গখেলা-
বন মুপনয়দন্ত র্দাস্যতি প্রেমমূর্চ্ছাম্ ? ৩৯ ॥
কদা নু বৃন্দাবন- বীথিকাস্বহং
পরিভ্রমন্ শ্যামলগৌরমদ্ভুতম্।
কিশোরমূর্ত্তিদ্বয়মেক-জীবনং
পুরঃ স্ফুরদ্ বীক্ষ্য পতানি মূর্চ্ছিতঃ ॥৪০॥
কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তে রপি ভবে-
ন্নিবাসো দেহান্তাবধি যদিহ বৃন্দাবনভুবি।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যো র্নবনব বিলাসৈ র্বিহরতোঃ
পদজ্যোতিঃ পূরৈরপিতু মম সঙ্গোঽনুভবিতা ? ৪১ ॥
ভূতং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টং কিম-
প্যানন্দৈকঘনাকৃতি স্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে।
মায়ান্ধীকৃত দৃষ্টিভি স্তু কলিতং নানা বিকল্পাত্মনা
তদ্ বৃন্দাবিপিনং কদাঽধিবসতঃ স্যান্মে তনু শ্চিন্ময়ী ॥৪২॥

(পরম প্রেমাতিশয্যে উদ্ভাসিত) বৃন্দাটবীর নিরন্তর বর্দ্ধিষ্ণু শোভা সম্পত্তির লবমাত্রও ধারণ করে না ;-অদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধিকাকে ভক্তি না করিয়া যদি ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথে কোটি ভক্তি ও আচরণ করে-তথাপি তাদৃশ ব্যক্তিগণেরঅপ্রাপ্য বৃন্দাটবীকেই নমস্কার করি ॥৩৮॥

অকস্মাৎ যে সে স্থানে থাকিয়াও "বৃন্দা-এই শব্দ আমার কর্ণ গোচর হওয়া মাত্রই রাধামাধবের অনঙ্গখেলাবন (কন্দর্পক্রীড়াবন--বৃন্দাবন) এই ভাবে মনে উপস্থাপিত হইয়া প্রেমমূর্চ্ছা দানকরিবে——এই প্রকারের সৌভাগ্য কি আমার কথনও হইবে ? ৩৯ ॥

হায়! কবে আমি বৃন্দাবন-বীথিকা সমূহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে অদ্ভুত শ্যামগৌর একজীবন (অভিন্ন-প্রাণ) কিশোরমূর্ত্তি-যুগলকে অগ্রে স্ফূর্ত্তিশীল দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইব ? ৪০ ॥

এই (পরিদৃশ্যমান) বৃন্দাবন ভূমিতে আমরণ বাসরূপ এতাদৃশ মহাভাগ্য লাভ কি আমার মত্ত কলুষমূর্ত্তি জনেরও কখন ঘটিবে? নিত্য নবনবায়মান কেলি রঙ্গে বিহার পরায়ণ সেই রাধাশ্যাম যুগলকিশোরের চরণকান্তি পুঞ্জের

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ সর্ব্বঃ পদার্থোঽপ্য বুধৈ রদৃশ্যঃ।
স্বানন্দ সচ্চিদ্ ঘনতা মুপৈতি তদেব বৃন্দাবনমা শ্রয়ন্তু ॥৪৩॥
বৃন্দাবনস্থেষ্বপি যেঽত্র দোষা–নারোপয়ন্তি স্থির–জঙ্গমেষু।
আনন্দ মূর্ত্তিষ্বপরাধীন স্তে শ্রীরাধিকা মাধবয়োঃ কথং স্যুঃ ॥৪৪॥

যে বৃন্দাবনবাসীনিন্দনরতা যে বা ন বৃন্দাবনং
শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে কুধিয়ো কেনাপি বৃন্দাবনম্।
যে বৃন্দাবন মত্র নিত্য–সুখচিদ্রূপং সহন্তে ন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈ র্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ ॥৪৫॥
অসহ্যবহুদুর্ব্বচো যদি বদন্তি সাক্ষাৎ স্ত্রিয়ং
বলাদ পহরন্তি চেৎ প্রিয়–সুতাদিকং ঘ্নন্তি বা।

সঙ্গলাভ ও কি আমার ভাগ্যে হইবে ? ৪১ ॥

যে ধামে প্রবিষ্ট স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণি-মাত্রই কোনও অনির্ব্বচনীয় আনন্দৈকঘনাকৃতি নিজ তেজে নিত্যোৎসবযুক্ত (নিত্যানন্দময়) হইয়া বিরাজ করে--কিন্তু মায়াময় অন্ধ (দিব্য দৃষ্টিহীন) ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ বিকৃত স্বরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে—সেই বৃন্দাবনে বাস করিতে করিতে কবে আমার দেহ চিন্ময় হইবে ? ৪২ ॥

যে ধামে লব্ধ প্রবেশ (উত্তমাধম নির্ব্বিশেষে) সমস্ত জীবই (শুদ্ধ অশুদ্ধ নির্ব্বিশেষে) সকল পদার্থই অজ্ঞজনের অদৃশ্য স্বানন্দ-সচ্চিদ্ঘনতা প্রাপ্ত হয়—সেই বৃন্দাবনেরই সমাশ্রয় করুন ॥ ৪৩ ॥

যে সকল ব্যক্তি এই বৃন্দাবনস্থিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিসমূহে মিথ্যা দোষারোপ করে—তাহারা ঐ সকল আনন্দঘন বিগ্রহধারী (প্রাণি সমূহের) নিকট অপরাধী হওয়ায় কি প্রকারে শ্রীরাধিকা-মাধবের (নিজ জন) হইতে পারে ? ৪৪ ॥

যে সকল লোক বৃন্দাবন বাসীর নিন্দায় রত—যাহারা বৃন্দাবনের প্রশংসা করে না—যে সকল মন্দবুদ্ধি অন্য স্থানের সহিত বৃন্দাবনের তুলনা করে-এবং এই ভৌমবৃন্দাবনের নিত্য সুখচিদ্রূপত্ব- (সচ্চিদানন্দময়ত্ব) বর্ণনা সহ্য (স্বীকার) করে না—সেই সকল পাপিষ্ঠ নরাধমের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গতি (মিলন) না হয় !! ৪৫ ॥

ধনাদ্যপি চ জীবনং যদি হরন্তি বৃন্দাবন-
স্থিতা স্তদপি তে প্রিয়া মম ভবন্তি বন্দ্যাঃ সদা ॥৪৬॥
পরস্ব-স্তেয়ৈক ব্যসন মপি নিত্যং পরবধূ-
প্রসক্তং বিশ্বেষামহহ বহুধা হিংসকমপি।
দুরাচারং লোভাদ্যুপহতমপি ভ্রাত ররুণং
দিবান্ধ স্তং বৃন্দাবনগত-জনং নাবগণয়েঃ ॥৪৭॥
পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-লোভা-
নৃত পরুষ পরাভিদ্রোহ- মিথ্যাভিলাপান্।
ত্যজতি য ইহ ভক্তো রাধিকা-প্রাণনাথে
ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবননাশা ॥৪৮॥
কুরু সকল মধর্ম্মং মুঞ্চ সর্ব্ব-স্বধর্ম্মং
ত্যজগুরুমপি বৃন্দারণ্য-বাসানুরোধাৎ।

যদি বৃন্দাবন বাসীগণ আমাকে বহু অসহ্য দুর্ব্বাচ্য ও বলেন—আমার সাক্ষাতে বলাৎকার করিয়া স্ত্রী হরণ করেন কিম্বা প্রিয় পুত্রাদিকে হত্যাও করেন—অথবা ধনাদি (ধন যশঃ, প্রতিপত্তি) অপহরণ করেন কিম্বা জীবন নাশেরও চেষ্টাদি করেন—তথাপি তাঁহারা আমার প্রিয় ও নিত্য বন্দনীয় হয়েন ॥৪৬॥

হে ভ্রাতঃ! বৃন্দাবন বাসী জন পরস্বহরণে একমাত্র আসক্ত হইলেওর নিত্য পরবধূতে প্রসক্ত হইলেও—অহো! নিখিল জগতের বহু প্রকারে হিংসক হইলেও—কিম্বা লোভাদিতে উপহত (বিনষ্ট-জ্ঞান) হইলেও কিন্তু তুমি দুরাচার বুদ্ধিতে তাঁহার অবমাননা করিও না—পরন্তু, বৃন্দাবন বাসী-জন বাল সূর্য্য সদৃশ এবং তুমি দিনান্ধ ইহাই অবধারণ করিও (অর্থাৎ আলোকাসহিষ্ণু পেচকবৎ তুমি তাঁহার গুণাবলি দেখিতে পাইতেছ না ইহাই ভাবিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইও।) ॥৪৭॥

যে জন বৃন্দাবনে বাস-নিষ্ঠা করিয়া রাধিকা-প্রাণনাথের (ব্রজেন্দ্র-নন্দনের) ভক্ত হইয়া পরধন, পরদার প্রভৃতিতে প্রসক্তি ত্যাগকরে এবং দ্বেষ মাৎসর্য্য, লোভ, অসত্য, নিষ্ঠুরতা, পর-দ্রোহাচরণ, ও মিথ্যা বাক্য ত্যাগ করে-তাহার বৃন্দাবনের (চিরবাসানন্তর রসময় দাস্য সৌভাগ্য লাভরূপ)

স তব পরমধর্ম্মঃ সা চ ভক্তি র্গুরুণাং
স কিল কলুষরাশি র্য দ্ধি বাসান্তরায় ॥৪৯॥
নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণৌ রাধাকৃষ্ণৌ পশ্যত শ্চেৎ কদাচিৎ।
যঃ কোঽপ্যস্মিন্ যাদৃশ স্তাদৃশো বা দেহস্যান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিম্॥
রাধা মধুপতি পাদাম্বুজ-ভক্তি-রস পূর দূর মুক্তস্য।
অজিতেন্দ্রিয়স্য কৃপয়া মম বৃন্দারণ্যমাশ্রয়ো ভবতু ॥৫১॥
রাধামাধব পাদপঙ্কজ-রজঃ প্রেমোন্মাদে তৎ-প্রিয়-
ক্রীড়া-কানন বাসিষু স্থিরচর প্রাণিষ্বপি দ্রোহিষু॥
প্রদ্বেষং পরমাপরাধ মহতো ত্যক্ত্বেতরৈ রপ্যঘৈ
যুক্তোঽপ্যামরণান্ত-লব্ধবসতি র্বৃন্দাবনে স্যাৎ কৃতী ॥৫২॥
ন লোক বেদোদ্ধৃত মার্গভেদৈরাবিশ্য সংক্লিশ্যত রে বিমূঢ়াঃ।

আশা কখনই বন্ধ্যা হয় না ॥৪৮॥

/ বৃন্দাবনে বাসানুরোধে সকল অধর্ম্ম (নিষিদ্ধাচার) কর, সর্ব্ব স্বধর্ম্ম (বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্যাদি) ত্যাগকর,—এমন কি গুরুজন (পিত্রাদিকেও) ত্যাগ কর; সেই (অধর্ম্মাচরণও স্বধর্ম্মত্যাগ) তোমার পরম ধর্ম্ম এবং (গুরুত্যাগই) তোমার পরম গুরুভক্তি—আর বৃন্দাবন বাসের বিঘ্নোৎ-পাদক যাহা কিছু তাহাই তোমার পাপরাশি বলিয়া জানিবে ॥৪৯॥

নির্ম্মর্য্যাদ আশ্চর্য্য করুণা-পূর্ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যদি কোনও দিন যে কোনও ব্যক্তির প্রতি এক বারও নিরীক্ষণ করেন-তবে তিনি যাহাই কেন হউন না এই বৃন্দাবনে দেহান্ত হইলে সিদ্ধিলাভ করিবেনই ॥৫০॥

রাধামাধবের পাদপদ্মের প্রেমিকভক্তজনকর্ত্তৃক দূর হইতে পরিত্যক্ত ও অজিতেন্দ্রিয় আমার পক্ষে বৃন্দাবনই নিজ কৃপায় আশ্রয় দাতা হউন !!

অহহ ! রাধামাধবের পাদপদ্ম পরাগ-প্রেমোন্মত্ত হইয়া এই প্রিয় ক্রীড়া কানন বৃন্দাবনে নিত্য বাস্তব্যপরায়ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণি সমূহ (নিজপ্রতি) দ্রোহাচরণ করিলেও তাঁহাদিগের বিষয়ে বিদ্বেষ বুদ্ধিরূপ মহাপরাধ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় অঘ (পাপ) যুক্ত হইয়াও যদি আমরণ বৃন্দাবনে বাস হয়—তবে ও তাহাকে কৃতীই বলিতে হইবে ॥৫২॥

হে বিমূঢ় মানবগণ ! লোক-বেদ-সম্মত মার্গভেদে আবিষ্ট হইয়া

হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য বৃন্দা-বনান্তরে পর্ণকুটীং কুরুধ্বং ॥৫৩॥
যদ্বদ্ বল্‌গন্তু শাস্ত্রাণ্যহহো জনতয়া গৃহ্যতাং যদ্বদেব
স্বং স্বং মত্তন্মতং স্থাপয়তু লঘুমতি স্তর্কমাত্র-প্রবীণঃ।
অস্মাকন্তূজ্জ্বলৈকোন্মদ-বিমল রস-প্রেম-পীযূষ মূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়া বিহারাটবি মিহ ন বিনাঽন্যত্র নির্যাতি চেতঃ ॥৫৪॥
স্নিগ্ধশ্যামাভি রামচ্ছবি মৃদু মসৃণোত্তপ্ত-হেমাবদাতং
জ্যোতির্দ্বন্দ্বং কিশোরাকৃতি মধুর-মহোদ্ ঘূর্ণমানং রসেন।
নিত্যং যত্রৈব খেলায়তি মদনকলা কৌতুকেনাত্যুদারং
সারং সারাদশেষাদপি তদিহ ধনং শ্রীলবৃন্দাবনং নঃ ॥৫৫॥
অপার-করুণাকরং ব্রজ-বিলাসিনী-নাগরং
মুহুঃ সুবহুকাকুভি র্নতিভি রেতদভ্যর্থয়ে।
অনর্গল-বহন্ মহাপ্রণয়-সীধু-সিন্ধৌ মম
ক্বচিজ্জনুষি জায়তাং রতিরিহৈব বৃন্দাবনে ॥৫৬॥

আর ক্লেশ পাইও না—ঐ সকল (বৈদিক—লৌকিক আচার পরম্পরা) হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ কর ॥৫৩॥

শাস্ত্রসমূহ (ধর্ম্মসংহিতাদি) যাহাই ব্যবস্থা দিন, জনগণগুলি যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন,—অল্পবুদ্ধি ও তর্কমাত্রে প্রবীণ (বিতণ্ডা পরায়ণ) ব্যক্তিগণ নিজ নিজ মতে সিদ্ধান্ত সংস্থাপনই করুন—আমাদের কিন্তু উন্মদ-বিমল রসময় প্রেম-পীযূষমূর্ত্তি শ্রীরাধারবিহারবন ব্যতীতঅন্য কোথায়ওচিত্ত চলিবেনা

অহো ! (একজন—) স্নিগ্ধ (প্রেমার্দ্র) শ্যামল মনোহর কান্তিধারী এবং (অপরজন—) কোমল-মসৃণ-সুতপ্ত-স্বর্ণবৎ গৌরবর্ণ বিগ্রহ বিশিষ্ট ; কিশোরাকৃতি, মধুর এবং রসভরে বিঘূর্ণিতকায় জ্যোতির্যুগল (অত্যুজ্জ্বল নিজ কান্তিতে উদ্ভাস্বর কিশোর যুগল) মদনকলা কৌতুকে অতি মনোহর ভাবে যে ধামে নিত্য ক্রীড়া করেন—সেই অশেষ (নিখিল) ভগবদ্ধাম হইতেও সারাৎসার (পরমসিদ্ধি দায়ক) এই শ্রীলবৃন্দাবনই আমাদের সর্ব্বস্ব ॥

অপার-করুনাকর ব্রজবিলাসিনী-শ্রীরাধানাগর শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার অতিশয় কাকুর্ব্বাদ ও প্রণতি পুরঃসর এই অভ্যর্থনা (যাচ্ঞা) করিতেছি যে—অবাধিত-মহা প্রণয়ামৃত-সমুদ্র বাহী এই (ভৌম) বৃন্দাবনে যেন

নানামার্গরতোঽপি দুর্ম্মতি রপি ত্যক্ত-স্বধর্ম্মোঽপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূরভগবৎসম্বন্ধ-গন্ধোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং
রাধাদেব রসাত্মকং পদমহং তন্নৌমি বৃন্দাবনম্ ॥৫৭॥
ইহ সকল সুখেভ্যঃ সূত্তমং ভক্তিসৌখ্যং
তদপি পরমকাষ্ঠাং সম্যগাপ্নোতি যত্র।
তদিহ পরমপুংসো ধাম বৃন্দাবনাখ্যং
নিখিলনিগমগূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধি র্ন বেদ ॥৫৮॥
ভজন্তমপি দেবতান্তরং যথাক্ষরে ব্রহ্মণি
স্থিতং পশুবদেব বা বিষয় ভোগমাত্রে রতম্।
অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা মাধব-
প্রগাঢ় রসদুর্গমং কুরুত এব বৃন্দাবনম্ ॥৫৯॥

কোনও জন্মে আমার (প্রেম লক্ষণা) রতিই জন্মে !! ৫৬ ॥

নানা মার্গরত হইলেও—দুর্ম্মতি হইলেও—স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগী হইলেও-স্বেচ্ছাচারী হইলেও—শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ লবলেশ বর্জ্জিত হইলেও-কামলোভের বশীভূত হইয়া ও যে ধামে বাস করিতে করিতে সর্ব্বোত্তম পদলাভ হয় (রাধাদাস্যরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়) —সেই রসাত্মক (প্রেমময়) ধাম বৃন্দাবনকে নমস্কার (স্তব) করি ॥৫৭॥

এই সংসারে ভক্তি সুখই সকল সুখ হইতে অতিশয় উৎকৃষ্ট—যে ধামে ঐ ভক্তি সুখের আবার পরমকাষ্ঠাই (পূর্ণতমত্ব) সম্যক প্রকারে লাভ হয়—সেই বৃন্দাবনাখ্য সর্ব্ববেদ নিগূঢ় পুরুষোত্তমের ধাম মূঢ়বুদ্ধি মানব বুদ্ধির অগোচর !! ৫৮ ॥

অন্য দেবদেবীর ভজনাকারীকেও নির্ব্বিশেষ (অক্ষর) ব্রহ্ম-স্থিত জনকেও কিম্বা পশুবৎ (বিচার বুদ্ধিহীন) বিষয় ভোগমাত্রেই রত মানবকে ও--বৃন্দাবন নিজ অচিন্ত্য শক্তিবলে স্বগত (বৃন্দাবনে নিত্যলীলা পরায়ণ) রাধামাধব যুগলের প্রগাঢ় রসদানে অন্য লোকের সুদুর্ব্বোধ্য অবস্থাশীল করিয়া থাকেন ॥৫৯॥

নিগম (বেদ) যে বৃন্দাবনীয় রূপের কোটিভাগের একভাগও স্পর্শ

যং কোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্নো বিদুর্যোগিনঃ
শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জ্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন কচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন যদ্ দৃশ্যং, কদা লোকয়ে
শ্রীবৃন্দাবনরূপমদ্ভুতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ ॥৬০॥
বিস্মৃত্য দ্বৈতমাত্রং প্রণয়ময়-মহাজ্যোতিরেকার্ণবান্তঃ
শ্রীবৃন্দারণ্যমত্যুজ্জ্বলদতুলরসাম্ভোধি তস্মিন্ সখে ত্বম্।
বেশো কিঞ্চিদ্ গৃহীত্বোজ্জ্বলমখিলকলা কোমলাভীর বালা-
প্রাণ-শ্রীরাধিকায়াঃ কিমপি রসনিধেশ্চাটুকারং ভজেথাঃ ॥৬১॥
দুর্ব্বাসনাসুদৃঢ়রজ্জুশতৈর্নিবদ্ধমাকৃষ্য সর্ব্বত ইদং স্ববলেন কৃষ্ণ!
বৃন্দাবনেবিহরতঃ সহরাধয়া তে পাদারবিন্দসবিধং নয় মানসং মে

বশী কর্ত্তুং শক্যো নহি নহি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোঽভূন্নৈকোঽপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ।
ক যামঃ কিং কুর্ম্মো হরি হরি! মমীশোঽপ্যকরুণঃ
স্ববাসং শ্রীবৃন্দাবন বিতর মাঽনন্যগতিকম্ ॥৬৩॥

করিতে (বলিতে) সক্ষম নহেন—যোগীগণ যাহার সন্ধান জানেন না—লক্ষ্মী, মহাদেব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন ও উদ্ধব প্রভৃতি মহাজনগণ পর্য্যন্ত যাহা কখনও দেখেন না—অধিক কি কোনও কোনও ব্রজবাসীগণেরও যাহা দৃষ্টি-পথে আসে না—সেই অদ্ভুত বৃন্দাবনরূপ কবে আমি শ্রীরাধা পদৈকাশ্রয় হইয়া সম্যক্ অবলোকন করিব? ৬০॥

হে সখে! দ্বৈত (বস্তু) মাত্রই বিস্মৃত হইয়া (কিম্বা সর্ব্ব দ্বিধা সংশয়াদি ত্যাগ করিয়া) প্রণয়ময় মহাজ্যোতিরূপ মহাসমুদ্রের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল অতুলনীয় রসসমুদ্র (প্রেমসাগর) বৃন্দাবনে কোনও (দাসীভাবোপযুক্ত) উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া নিখিল কলাবিত্তায় সুকুশলা গোপবালাদের প্রাণ স্বরূপা রসনিধি শ্রীরাধার চাটুকার (তোষামোদকারী) শ্রীকৃষ্ণকে ভজন কর॥

হে কৃষ্ণ! দুর্ব্বাসনারূপ সুদৃঢ় শত শত রজ্জু দ্বারা নিবদ্ধ আমার এই মনকে স্ববলে (নিজকৃপাবলে) সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে রাধাসহ বিহার পরায়ণ তোমার চরণ কমলের সামীপ্য দান কর॥৬২॥

ইন্দ্রিয়গণকে বাধ্য করিতে কিছুতেই পারা যায় না—আমার একটিও

/ জাতি প্রাণ ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রযান্তু সততং সর্বৈবশ্চ নির্ভৎর্স্যতাম্ ।
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপু র্লুপ্ত-প্রতীকারতঃ
শ্রীবৃন্দাবিপিনং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ ॥৬৪॥
রক্ষতি সংসারভয়াৎসদোষমপ্যশেষ দেহভৃদ্ বৃন্দম্ ।
বৃন্দাবনমিতি তেন প্রথিতং তন্নৌমি কাননং কিমপি ॥৬৫॥
বৃন্দারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতে রন্তর্বহির্ব্বাপি ।
নৈবাস্তি মধুর বস্তিত্যবকলিতং যৈ র্নম স্তেভ্যঃ ॥৬৬॥
বিভ্রাজত্তিলকা কলিন্দ-তনয়া-নীরৌঘনীলাম্বরো-
দঞ্চৎকাঞ্চনচম্পকচ্ছবিরহো নানারসোল্লাসিনী ।

গুণ নাই—দোষরাশি নিয়তই আমাতে প্রবেশ করিতেছে—হরি ! হরি !! কোথায় যাই ? কি করি ? —বিধাতা ও আমার সম্বন্ধে অকরুণ হইয়াছেন ! অতএব হে বৃন্দাবন ! অনন্যগতি এই আমাকে তোমাতে বাসাধিকাররূপ অনুগ্রহ বিস্তার কর (দানকর) ॥৬৩॥

জাতি , প্রাণ , ধনাদি সকলই নাশ হউক—সুযশঃ রাশিও ক্ষয় হউক—সদ্ধর্ম্মরাজি ও বিশেষ ভাবে ক্ষয় হউক—সকল লোকই নিরন্তর তিরস্কার করুন—এই দেহ ও শত শত আধি (মনস্তাপ) ও ব্যাধিতে প্রতি বিধানাভাবে জীর্ণ হইয়া যাউক—তথাপি আমার মতি যেন বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্রও না চাহে ॥৬৪॥

দোষাকর হইলেও সর্ব্ব প্রাণিকে সংসারভয় হইতে রক্ষণ করেন বলিয়া বৃন্দাবন (বৃন্দ অর্থাৎ প্রাণিবৃন্দের অবন রক্ষক) নামে প্রসিদ্ধ সেই কোনও (অনির্ব্বচনীয়) কাননকে নমস্কার (স্তব) করিতেছি ॥৬৫॥

প্রকৃতির মধ্যে বা বাহিরে (অপ্রাকৃত জগৎ সমূহে) বৃন্দারণ্য ব্যতীত মধুর বস্তু আর কিছুই নাই--ইহা যাঁহারা নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন-তাঁহা-দিগকে নমস্কার করি ॥৬৬॥

শ্রীরাধা যেরূপ ললাটস্থ "কামযন্ত্রাখ্য" তিলক-শোভিতা—বৃন্দাটবীও তদ্রূপ তিলক (বৃক্ষ) ভূষিতা ; শ্রীরাধা যেরূপ কালিন্দী সলিলবৎ নীল বসন ধারিণী--বৃন্দাটবীও তদ্রূপ যমুনা জলরাশি রূপে নীলবসন পরিহিতা ;

কৃষ্ণপ্রেমপয়োধরেণ রসদেনাত্যন্তসংমোহিনী
গোপেন্দ্রাত্মজ বল্লভা বিজয়তে রাধেব বৃন্দাটবী ॥৬৭॥
যস্মিন্ কোটিসুরদ্রু-বৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ
ভক্তিঃ সদ্বনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি ।
যত্র শ্রীহরিদাসবর্য্যগণিতাঃ খট্টায়মানাঃ শিলা
স্তদ্ বৃন্দাবন মদ্ভুতং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে ॥৬৮॥
বিন্দন্তি যাবৎ প্রণয়ং ন মন্দা বৃন্দাবনে প্রেম-বিলাস-কন্দে ।
তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দ-স্বচ্ছন্দ সদ্ভক্তি রহস্যলাভঃ ॥৬৯॥
স্মারং স্মারং নবজলধরশ্যামলং ধাম বিদ্যুৎ-
কোটিজ্যোতি স্তনুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমাণম্ ।

শ্রীরাধাও কনকচম্পকবৎ অঙ্গকান্তি বিশিষ্টা—বৃন্দাটবীও তদ্রূপ স্বর্ণচম্পকের কান্তিতে উদ্ভাসিতা ; শ্রীরাধাও যেমন বিবিধ বিলাস রসে উল্লাসিনী—বৃন্দাটবীও তেমনই ফুল ফল মুকুলাদির রসে বিরাজিতা ; শ্রীরাধাও কৃষ্ণের প্রেম রস দায়ক বক্ষোজ যুগলে অত্যন্ত সংমোহিনী--বৃন্দাটবীও কৃষ্ণপ্রেমবর্দ্ধক শ্রীরাধাকুণ্ডাদি সরোবর সমূহে অতিশয় আনন্দ মোহ বিস্তার করিতেছেন-- এই প্রকারে শ্রীরাধাবৎ বৃন্দাটবীও গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্যামসুন্দরের কান্তাবৎ প্রীতিদায়িনী ॥ ৬৭ ॥

যে বৃন্দাবনে--কোটি কল্পবৃক্ষের বৈভবযুক্ত বৃক্ষ (অভীষ্টবস্তুদানে) সকলের পালক হইয়াছেন—যাঁহাতে মহারসময়ী সাধ্বীনারীরূপা ভক্তি স্বয়ং আলিঙ্গন দান করেন (স্বয়ং উদিত হয়েন) —যাঁহাতে শ্রীহরিদাস বর্য্য (হরিদাস প্রবর বলিয়া খ্যাত মহাজন কিম্বা স্বয়ং গিরিরাজ) গণ সহ বিরাজ করিতেছেন--যাঁহার শিলাতলই পর্য্যঙ্ক (পালঙ্ক) বৎ শয্যার কাজ করেন-- অদ্ভুত সুখময় সেই বৃন্দাবনকে কে না আশ্রয় করে ? ৬৮ ॥

মন্দ (মূঢ়) ব্যক্তিগণ প্রেমবিলাস কন্দ বৃন্দাবনে যাবৎ পর্য্যন্ত প্রণয় লাভ না করে--তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহারা গোবিন্দ পদারবিন্দে নিঃসঙ্কোচে বিশুদ্ধ ভক্তি রহস্য (প্রেমভক্তির আস্বাদ বা মর্ম্ম) লাভ করিতে পারিবেই না ॥

কোনও (বিরল-প্রচার) সুকৃতি জন কোটি বিদ্যুৎলতা বিনিন্দি তনুলতাধারী শ্রীরাধার সহিত আলিঙ্গ্যমান নবজলধর-শ্যামল শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ

উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং প্রোজ্জ্বলী জৃম্ভমাণ-
প্রেম্নাবিষ্টো ভ্রমতি সুকৃতী কোঽপি বৃন্দাবনান্তঃ ॥৭০॥
রাধা-পদাঙ্কভূষিত-বৃন্দারণ্যস্থলীষু নির্ভর-প্রেম্না।
হরি হরি! কদা লুঠামি প্রতিপদগলদশ্রু রুল্লসৎপুলকঃ ॥৭১
পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমরসৈকমূর্ত্তি র্যত্রৈব রাধা বিজয়ী হরীতি।
তদেব বৃন্দাবনমাশ্রিতানাং ভবেৎ পরং ভক্তি-রসস্থলাভঃ ॥৭২॥
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা সরসবিশদপ্রেমপীযূষসান্দ্রে
বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুত-তরুলতাগুল্মকান্তে র্মনোজ্ঞে।
রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলগুণগণোদ্গানমত্তালি-কীরৈ
র্নীরেণাপি স্থিতিমিহ তনো রধ্যবস্থা বসন্তু ॥৭৩॥
শ্রীরাধায়াঃ কনক-রুচিরজ্যোতিরঙ্গচ্ছটৌঘৈঃ
শুদ্ধপ্রেমোজ্জ্বলরসময়ৈঃ সেব্যমানং সমন্তাৎ।

করিতে করিতে সুরসাল হইতেও অতি সুরসাল অত্যুন্নত অত্যুৎকৃষ্ট উজ্জ্বলী রস-পূর্ণ সুপ্রকাশমান প্রেমভরে আবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনেই ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে থাকেন ॥৭০॥

হরি হরি!! (অতি খেদে) শ্রীরাধার পাদপদ্মভূষিত বৃন্দারণ্যস্থল সমূহে প্রগাঢ় প্রেমরসে প্রতিপদে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-কলেবরে কবে ধূলিতে লুণ্ঠন করিব? ৭১॥

পরিপূর্ণ উজ্জ্বল প্রেমরসেরই অদ্বিতীয়ামূর্ত্তি শ্রীরাধা এবং বিজয়ী শ্রীহরি যে ধামে নিরন্তরই বর্ত্তমান আছেন--সেই বৃন্দাবন--আশ্রিত মানবদিগের পরমা (প্রেম লক্ষণা) ভক্তির রহস্য (নিগূঢ়ভাব) লাভ অবশ্যই হইবে ॥৭২॥

রসাল-বিশদ (নির্ম্মল) প্রণয়ামৃতঘন-রাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বল গুণগণের উচ্চগানে মত্ত ভ্রমর-শুক-বিরাজিত——অদ্ভুত তরু লতা গুল্মাদি-মণ্ডিত এই মনোহর বৃন্দাবনে সর্ব্বত্যাগ করিয়া জলদ্বারাও দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বাস করুন। অথবা সরোবরাদি শোভায় মনোহর বৃন্দাবনে উৎসাহ ভরে বাস করুন॥ ৭৩ ॥

যে বৃন্দাবন--শ্রীরাধার বিশুদ্ধ (স্বসুখ বাসনাদি বর্জ্জিত) উজ্জ্বলাখ্য প্রেমরসময় গলিত সুবর্ণবৎ মনোহর কান্তি বিশিষ্ট অঙ্গচ্ছটা সমূহের দ্বারা

গোবিন্দস্তাম্বুদরুচিতনো জ্যোতিরম্ভোধি-পূরৈঃ
সান্দ্রানন্দাত্মভিরপি চিতং নৌমি বৃন্দাবনং তৎ ॥৭৪॥
নিন্দা বা স্তুতিরেব বা বহুবিপৎ সম্পত্তিরেবাস্তু বা
পাণ্ডিত্যং বত মূর্খতাঽপি যদি বা রাগো বিরাগোঽথবা।
যৎ কিঞ্চিদ্ভবতু শ্রুতেরপি মনাগ্ লক্ষ্যং ন যদ্ বৈভবং
তদ্ বৃন্দাবিপিনং ন জীবনমিদং স্বপ্নেঽপি হাতুং ক্ষমঃ ॥৭৫॥
চণ্ডাল-শ্বখরাদিবদ্ যদি জনাঃ কুর্বন্তি সর্বে তির-
স্কারং দুর্বিষহঞ্চ তেন নহি মে খেদস্তনীয়ানপি।
দেবা দেব্য ইমে চ ভূতনিবহাঃ প্রাণাশ্চ দত্ত্যু র্মহা-
স্নেহাত্তুষ্টিমতো ন মে গুরুতৃষো বৃন্দাবনীয়ে রসে ॥৭৬॥
ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি বিহায় বৃন্দাবনমাশ্রয়স্ব।
যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাবশাচ্ছরীরবাণীহৃদয়ং বিচেষ্টতাম্ ॥

নিরন্তর সেব্যমান হইতেছে এবং শ্রীগোবিন্দের সান্দ্রানন্দাত্মক নবনীরদবৎ নীলবর্ণ জ্যোতিঃ সমুদ্রের প্রবাহরাশি দ্বারা ও পরিব্যাপ্ত-সেই বৃন্দাবনকেই নমস্কার করি॥ ৭৪ ॥

নিন্দা বা স্তুতি, বহু বিপদ্ কিম্বা সম্পত্তিই আসুক্--পাণ্ডিত্য কি মূর্খতাই হউক—রাগ (লোকপ্রীতি) বা বিরাগ (লোকবিমুখতা) যদি হয়-হউক,—অথবা অন্য যাহাই কেন উপস্থিত হউক না—যাঁহার মহিমা নিগমের ও বিন্দুমাত্র গম্য (বোধ্য) নহে, সেই জীবনীভূত বৃন্দাবিপিন স্বপ্নেও ত্যাগ করিতে আমি পারিব না ॥৭৫॥

যদি সকল লোক আমাকে চণ্ডাল, কুকুর, গর্দ্দভাদিবৎ দুর্বিষহ তিরস্কার ও করে, তাহাতে আমার অত্যল্প দুঃখ ও হইবে না—অত্রত্য দেবগণ (গোপেশ্বরাদি) দেবীগণ (বৃন্দাদি) এবং দৃশ্যমান পশুপক্ষ্যাদি বৃন্দাবনবাসিগণ মহাস্নেহভরে বৃন্দাবন রস লাভে সাতিশয় তৃষ্ণাশীল আমার কি সন্তোষ বিধান করিবেন না ? ৭৬ ॥

হে ভ্রাতঃ ! সকল সাধনই পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। প্রারব্ধ বাসনা বশতঃ শরীর বাক্য ও হৃদয় যাহা ইচ্ছা (ভালমন্দ) করুক্—(তুমি তাহাদের অপেক্ষা করিও না।) ॥৭৭॥

তাদৃক্ কামো ভবতু ভগবন্ যেন কস্যাঞ্চিদেণী-
দৃশ্যাসক্তোঽপ্যহহ ন বহির্যামি বৃন্দাটবীতঃ।
তাদৃগ্ দম্ভোঽপ্যুদয়তু তথাঽহঙ্কৃতিশ্চাপি মে স্যাৎ
যেনাপ্যস্মিন্ রসময়বনে রোচয়ে নিত্যবাসম্ ॥৭৮॥

বরং বৃন্দারণ্যে হরি হরি করে খর্পর-ভৃতো
ভ্রমামো ভৈক্ষ্যার্থং শ্বপচগৃহবীথীষু দিনশঃ।
তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমসুকৃতৈ রত্র মিলিতং
ন নেষ্যামোঽন্যত্র ক্বচিদপি কথঞ্চিদ্ বপুরিদম্ ॥৭৯॥

জরৎকন্থামেকাং দধদপি চ কৌপীনমনিশং
প্রগায়ন্ শ্রীরাধা-মধুপতিরহঃকেলি-লহরীম্।
ফলং বা মূলং বা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্
কদা নেষ্যে বৃন্দাবনভুবি দশাং জীবনময়ীম্ ॥৮০॥

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতিপ্রথিতবৈভবং পরপদং বিকুণ্ঠাভিধম্।

হে ভগবান্! আমাকে এতাদৃশ কাম দাও যাহাতে কোনও (বর্ণনাতীত) মৃগনয়না (শ্রীরাধাপদে) আসক্ত হইয়া বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র না যাই—আমার এতাদৃশ দম্ভেরও উদয় হউক—এবং (এতাদৃশ) অহঙ্কারও আসুক যাহাতে এই রসময় বনে নিত্যবাসই রুচিকর হয় ॥৭৮॥

হরি! হরি!! (পরমোচ্ছ্বাসে) বরং বৃন্দারণ্যে হস্তে খর্পর (খাপরা) লইয়া প্রতিদিন চণ্ডাল গৃহেও ভিক্ষাটন করিব—তথাপি প্রাক্তন মহা সুকৃতির ফলে এই বৃন্দারণ্যে আগত এই শরীরকে কোন প্রকারেই অন্যত্র চালিত করিব না ॥৭৯॥

কবে একমাত্র জীর্ণকন্থা এবং কৌপীন ধারণ করিয়াও সতত শ্রীরাধামাধবের রহঃকেলিরস-তরঙ্গ প্রকৃষ্টভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে দিবসান্তে যৎকিঞ্চিৎ ফল বা মূল ভক্ষণ করিয়া এই বৃন্দাবন-ভূমিতে জীবনময়ী দশায় কালাতিপাত করিব? ৮০ ॥

প্রকৃতির (জড়জগতের) উপরি ভাগে অবিমিশ্র পরব্রহ্মানুভূতিময় সুখ-সমুদ্রে বেদ প্রসিদ্ধ—মাহাত্ম্যযুক্ত বৈকুণ্ঠনামক পরমপদ বিরাজিত——

তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি মাথুরং মণ্ডলং।
মহারসময়ং সখে! কলয় তত্র বৃন্দাবনম্ ॥৮১॥
কদা বৃন্দারণ্যং শ্রবণ-রসন-স্পর্শন-নিরী
ক্ষণঘ্রাণাদ্যৈর্মে ভবতি রসসিন্ধু-স্রবদিব।
কদা বা তল্লোকোত্তর-রস মদান্ধো মধুপতে
র্গুণান্মুচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসমিহ গাস্যামি পরিতঃ ॥৮২॥
স্বানন্দ-সচ্চিদ্ঘন-রূপতা-মতি
র্যাবন্ন বৃন্দাবন-বাসিজন্তুষু।
তাবৎ প্রবিষ্টোঽপি ন তত্র বিন্দতে
ততোঽপরাধাৎ পদবীং পরাৎপরাম্ ॥৮৩॥
যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধি, র্বৃন্দাবনস্থ-স্থিরজঙ্গমেষু।
স্যান্নির্ব্যলীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধা-প্রিয়সেবিরূপঃ ॥৮৪॥
সকল-বিভব-সারং সর্ব্ব-ধর্ম্মৈক-সারং
সকল-ভজনসারং সর্ব্ব-সিদ্ধৈক-সারম্।
সকল-মহিম-সারং বস্তু বৃন্দাবনান্তঃ
সকল-মধুরিমাম্ভোরাশিসারং বিহারম্ ॥৮৫॥

তদূর্দ্ধে সর্ব্বোজ্জ্বল মথুরামণ্ডল জয়যুক্ত হইতেছেন--হে সখে! তথায় অবস্থিত মহারসময় বৃন্দাবনকে অবধারণ কর ॥৮১॥

কবে বৃন্দাবন--শ্রবণ, রসন, স্পর্শন দর্শন ও ঘ্রানাদি দ্বারা আমার পক্ষে রস-সমুদ্র স্রবণ (বর্ষণ) করিবেন? কবে বা তাঁহার লোকোত্তর রসে মদান্ধ হইয়া মধুপতির গুণরাশি উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদিকে গান করিব? ৮২ ॥

বৃন্দাবন বাসি প্রাণি সমূহে যাবৎকাল স্বানন্দ সচ্চিদ্ঘনরূপতা (প্রেমানন্দও সচ্চিদ্রসময়) বুদ্ধি না হয়—তাবৎ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে লব্ধ-প্রবেশ হইলেও কিন্তু এই অপরাধে পরাৎপরা পদবী (শ্রীরাধাদাস্যপদ) লাভ হয় না ॥

যখনই বৃন্দাবনস্থ স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণি সমূহে সত্য সত্যই (নিষ্কপট) সচ্চিদানন্দঘনবুদ্ধি হয়—তখনই পুরুষ শ্রীরাধারপ্রিয় সেবাযোগ্য (গোপী) রূপ প্রাপ্ত হইয়া দীপ্ত প্রকাশিত হইতে থাকেন ॥৮৪॥

বৃন্দাবনে বিহারই (ভ্রমণই)--সকল সম্পদের সার, সর্ব্ব ধর্ম্মেরসার

দৈবী বাক্ প্রতিষেধিনী ভবতু মে স্যাদ্ বা গুরুণাং গিরাং
শ্রেণী, শাস্ত্রবিদামিহাস্তু বহুধা যঃ কোঽপি কোলাহলঃ।
ত্যক্ত্বা সাধ্য সাধন জাতমখিলং লগ্নন্তু মে রাধিকা–
ক্রীড়াকানন বাস সম্পদি মনাগ্ ব্যাবর্ত্ততে নো মনঃ ॥৮৬॥

প্রগায়ন্ নটন্নুদ্ধসন্ বা লুঠন্ বা
প্রধাবন্ রুদন্ সম্পতন্ মূচ্ছিতো বা।
কদা বা মহা প্রেমমাধ্বী–মদান্ধ
শ্চরিষ্যামি বৃন্দাবনে লোকবাহ্যঃ ॥৮৭॥

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ন দেহং
ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্।
বিজানন্ কিমপ্যুন্মদঃ প্রেমমাধ্ব্যা
গ্রহগ্রস্তবৎ কর্হি বৃন্দাবনে স্যাম্ ॥৮৮॥

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্য নামাবলী–সিদ্ধমন্ত্রান্।

সকল ভজনের সার--সকল সিদ্ধির সার--সকল মহিমার সার এবং সকল মাধুর্য্য সমুদ্রের সার বস্তু ॥৮৫॥

বৃন্দাবন বাস নিষেধ মূলক দৈববাণীই হউক--কিম্বা গুরুজনগণের বাক্য শ্রেণীই আসুক অথবা শাস্ত্রজ্ঞগণের এই বৃন্দাবন বাস বিষয়ে বহু প্রকারে (বাদবিতণ্ডারূপ) কোলাহলই শ্রবণ করি—তথাপি নিখিল সাধ্য সাধন সমূহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার ক্রীড়াকানন সম্পদে লগ্ন (মদীয়) মন বিন্দুমাত্রও ব্যাবৃত্ত (নিবৃত্ত) হইতেছে না ॥৮৬॥

কবে লোকবাহ্য হইয়া মহাপ্রেমরূপ মধুপানে মদান্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান, নৃত্য, উচ্চহাস্যাদি করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠন করিব এবং (কবে বা) দৌড়িতে দৌড়িতে , কাঁদিতে কাঁদিতে ভূপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত থাকিব-- হায় ! কবে এতাদৃশ ভাবে বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিব ? ৮৭ ॥

কবে বৃন্দাবনে লোক (লোকাচার বা লোকাপেক্ষা) , গৃহ দেহ , নিন্দা স্তুতি , সৌখ্য বা দুঃখ প্রভৃতি সকলেরই অপেক্ষা-নির্ম্মুক্ত হইয়া কোন ও অনির্ব্বচনীয় প্রেমমধুপানে উন্মত্ত ও গ্রহ গ্রস্তবৎ হইব ? ॥৮৮॥

কৃপামূর্ত্তি-চৈতন্যদোবোপগীতান্
কদাঽভ্যস্য বৃন্দাবনে স্যাং কৃতার্থঃ ॥৮৯॥
হৈম স্ফাটিক পদ্মরাগ—রচিতৈ র্মাহেন্দ্রনীল দ্রুমৈ
র্নানা রত্নময়স্থলীভি রলিঝঙ্কারৈঃ স্ফুটদ্‌বল্লিভিঃ।
চিত্রৈঃ কীর-ময়ূর-কোকিল মুখৈ র্নানাবিহঙ্গৈ র্লসৎ
পদ্মাদ্যৈশ্চ সরোভি রদ্ভুতমহং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥৯০॥
তাম্বুল-পানক-মনোহর—মোদকাদি—
রম্যে লসন্মৃদুল-পল্লব—চারুতল্পে।
দ্বারস্থিতালিভি রহো সুহৃদাববেক্ষ্য
বৃন্দাবনং স্মর নিকুঞ্জগৃহৈ র্মনোজ্ঞম্ ॥৯১॥
ক্বচিদ্ রতি—বিমর্দ্দিত-প্রসব-তল্পকৈঃ কুত্রচিদ্
রতোপকরণান্বিত—প্রিয়-মৃদু—প্রসূনাস্তরৈঃ।

করুণাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের কর্ত্তৃক উপগীত "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি মহাশ্চর্য্য নামাবলিরূপ সিদ্ধমন্ত্র সমূহকে (ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর) অভ্যাস (আবৃত্তি) করিতে করিতে কবে বৃন্দাবনে কৃতার্থ (উক্তনাম উচ্চারণের নিশ্চিতফল সর্ব্ববিঘ্ননাশ পূর্ব্বক মহাপ্রেম লাভ এবং রাধানন্দন কিশোর যুগলের রূপ গুণ লীলাস্বাদে পূর্ণ মনোরথ) হইব ? ৮৯॥

হেম, ফটিক ও পদ্মরাগ প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত এবং মহেন্দ্রনীলমণি-জটিত বৃক্ষশোভিত—নানারত্নময় স্থলী বিরাজিত, অলিগণ ঝঙ্কৃত, কুসুমিত লতা-রাজি বিভূষিত—এবং বিচিত্র শুক-ময়ূর-কোকিল প্রমুখ নানাবিধ বিহঙ্গম ধ্বনিত ও বিকশিত পদ্মাদি জল কুসুমে সুবাসিত সরোবরাদি মণ্ডিত অদ্ভুত বৃন্দাবনেরই আমি ধ্যানকরি ॥৯০॥

যে ধাম তাম্বুল, পানক (সরবৎ) ও মনোহর মোদকাদি খাদ্যদ্রব্য সুসজ্জিত,—অত্যুত্তম কোমল পল্লব দ্বারা রচিত শয্যায় (লীলা পরায়ণ) সুহৃদ (প্রণয়ি রাধাকৃষ্ণ) যুগলকে দ্বারস্থিত (লতারাতায়নে দত্তনয়না) সখীগণ দর্শন করিতেছেন সেই নিকুঞ্জ গৃহ-রাজি দ্বারা মনোহর বৃন্দাবনের স্মরণ কর ॥৯১॥

কোথায়ও বা সুরত-বিমর্দ্দিত পুষ্পশয্যা রহিয়াছে, কোথায়ও বা রতি-

ক্বচিৎ প্রমদ-রাধিকামধুপতি-প্রবৃত্তোৎসবৈঃ
সদানব নিকুঞ্জকৈঃ স্মর সুমঞ্জু বৃন্দাবনম্ ॥৯২॥
রাধাকৃষ্ণরহঃ-সুহৃৎ-ক্ষিতিধরস্যোপত্যকাসু স্ফুরন্
নানাকেলি-নিকুঞ্জ-বীথিষু নবোন্মীলৎকদম্বালিষু।
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং ননু পরংশ্রীরাসকেলি-স্থলী-
রম্যাস্বেব কদা প্রকাশিত-রহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী ॥৯৩॥
অলং ক্ষয়ি-সুখপ্রদৈ র্যুবতি-পুত্র-বিত্তাদিকৈ
র্বিমুক্তিকথয়াঽপ্যলং মম নমো বিকুণ্ঠ-শ্রিয়ে।
পরং ত্বিহ ভবে ভবে ভবতু বার্ষভাণব্যথ-
ব্রজেন্দ্রতনয়ো বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ ॥৯৪॥
নমামি বৃন্দাবনমেব মূর্দ্ধ্না বদামি বৃন্দাবনমেব বাচা।
স্মরামি বৃন্দাবনমেব বুদ্ধ্যা বৃন্দাবনাদন্যদহং ন জানে ॥৯৫॥

বিলাসোপযোগী উপকরণযুক্ত প্রীতিদায়ক মৃদুল কুসুমাস্তরণ বিদ্যমান—আবার কোথাও বা প্রমোদিত রাধাকৃষ্ণযুগলের ক্রীড়োৎসব আরব্ধ হইয়াছে—এবম্বিধ নিত্য নবনবায়মান কুঞ্জসমূহদ্বারা অতিমঞ্জুল বৃন্দাবনকেই নিত্য স্মরণকর ॥ ৯২ ॥

হায়! শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহোলীলা সাধনের সুহৃৎ গিরিরাজের উপত্যকা সমূহে বিরাজমান নব বিকশিত কদম্বকুসুমাদি দ্বারা সুবাসিত নানা কেলি-নিকুঞ্জ সমূহে দিবারাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে পরম (সকল লীলাস্থলী হইতে অধিকতর) রম্য রাসকেলিস্থলী সমূহে কবে যুগলের রহোলীলা প্রেমের প্রকাশে (স্ফূর্ত্তিতে) কৃতী হইব? ৯৩ ॥

ক্ষয়িষ্ণু (বিনশ্বর) সুখপ্রদ যুবতি-পুত্র-ধনাদির কি প্রয়োজন? বিমুক্তির চর্চ্চায় ও বা আর কি ফল? শ্রীবৈকুণ্ঠধামের মহৈশ্বর্য্যাদি সম্পদে ও আমার নমস্কার (আবশ্যক নাই)—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা ও শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন যথায় নিত্যক্রীড়া করিতেছেন—কেবল সেই বৃন্দাবনেই জন্মে জন্মে আমার রতি হউক ॥৯৪॥

মস্তক দ্বারা বৃন্দাবনকেই প্রণাম করি—বাক্যের দ্বারা বৃন্দাবনেরই (গুণ গৌরবাদি) কীর্ত্তন করি—বুদ্ধিদ্বারা বৃন্দাবনেরই স্মরণ করি এবং

রাধাপতি রতিকন্দং বৃন্দাবনমেব জীবনং যেষাম্।
তচ্চরণাম্বুজ-রেণো রাশামেবাহমাশাসে ॥৯৬॥
গৃণন্তি শুকশারিকাঃ সুচরিতানি রাধাপতে
স্তদেক পরিতুষ্টয়ে তরুলতাঃ সদোৎফুল্লিতাঃ।
সরাংসি কমলোৎপলাদিভি রধুশ্চ যত্রশ্রিয়ং
তদুৎসবকৃতে মনঃ স্মর তদেব বৃন্দাবনম্ ॥৯৭॥
নানাকেলিনিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানাসরো-বাপিকা-
রম্যে গুল্মলতাদ্রুমৈশ্চ পরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।
নানাজাতি সমুল্লসৎখগমৃগৈ র্নানা-বিলাস স্থলী-
প্রোন্মীলন্মণি-রোচিষি প্রিয় কদা ধ্যেয়োঽসি বৃন্দাবনে ॥৯৮॥
যত্রৈবাতিরসোন্মদং বিহরতে মৎপ্রেষ্ঠ বস্তুদ্বয়ং
ভক্তিঃ ক্বাপি মহারসোৎসবময়ী যত্রৈব নিঃস্যন্দতে।

বৃন্দাবন ব্যতীত কিছুই আমি জানি না ॥৯৫॥

শ্রীরাধার 'প্রাণ'পতি শ্রীকৃষ্ণের রতিকন্দ রূপ বৃন্দাবনই যাঁহাদের জীবাতু--আমি তাঁহাদের পাদপদ্ম পরাগের (প্রাপ্তিমূলক) আশাই প্রার্থনা করি ॥৯৬॥

যে স্থানে শুক শারিকাগণ শ্রীরাধাকান্তের সুচরিত (প্রেমাখ্যান) সমূহ উচ্চারণ করে—যে স্থানে তরুলতা নিচয় তাঁহারই মাত্র পরিতুষ্টির জন্য (নবনব পুষ্প পল্লব মুকুল সম্ভারে) উৎফুল্লিত হয়—যে স্থানে সরোবর সমূহ শ্রীরাধাকান্তের আনন্দোৎসব দানের জন্য কমলোৎপলাদির মহাসৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে—রে মন ! সেই বৃন্দাবনেরই স্মরণ কর ॥৯৭॥

হে প্রিয় (শ্রীকৃষ্ণ) ! বিবিধ ক্রীড়ানিকুঞ্জ মণ্ডপ মণ্ডিত বিবিধ সরোবর দীর্ঘিকাদি দ্বারা রমনীয় , ইতস্ততঃ নানাবিধ গুল্ম-লতাবৃক্ষাদি দ্বারা শোভিত নানাবিধ আনন্দময় খগ মৃগকুল পরিব্যাপ্ত ও নানাবিধ বিলাসস্থলী সমূহের প্রকৃষ্টভাবে মনিময় জ্যোতিঃ প্রসরণশীল বৃন্দাবনে কবে তোমাকে ধ্যান করিতে পারিব ? ৯৮ ॥

যে স্থানে অতিরসে উন্মদ আমার প্রিয়তমবস্তু যুগল নিত্য বিহার করিতেছেন——যে স্থানে কোনও মহারস ময় (উজ্জ্বল রসোৎকর্ষ প্রচুর)

যত্রৈব প্রবিশন্তি নৈব নিগমশ্রেণীগিরাং ভঙ্গয়
স্তস্মিন্নেব মমাস্তু ধীঃ প্রণয়িনী বৃন্দাবনে পাবনে ॥৯৯॥
বাণ্যা গদ্গদয়া কদা মধুপতে র্নামানি সংকীর্ত্তয়ে
ধারাভি র্নয়নাম্ভসাং তরুতলক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে।
দৃষ্ট্বা ভাবনয়া পুরো মিলদিব স্বন্তৈকভোগ্যং মহো-
দ্বন্দ্বং হেমহরিণ্মণিচ্ছবি কদা নংস্যে মুহু র্বিহ্বলঃ ॥১০০॥
বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জ-সীমনি বসন্ প্রেমাতুরশ্চিন্তয়ন্
স্বপ্রাণৈকধনং কিশোর-মিথুনং দ্রক্ষ্যাম্যকস্মাৎ কদা।
শ্যামাঃ কাশ্চন চন্দ্রিকা রসময়ী গৌরীশ্চ কাশ্চিচ্ছটাঃ
পশ্যামি শৃণুয়াঞ্চ শীতমধুরাঃ কাশ্চিন্মিথো বাক্সুধাঃ ॥১০১॥
বৃন্দারণ্যে কিমপি জনতা-দুষ্প্রবেশং প্রদেশং
গত্বা প্রোচ্চৈ নিজদয়িতয়ো র্নাম জল্পন্নুদশ্রুঃ।

উৎসবময়ী ভক্তি নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে——যে স্থানে বেদ উপনিষৎ প্রভৃতির বাক্যতরঙ্গাবলি প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না—সেই পাবন (পবিত্রকারী) বৃন্দাবনে আমার বুদ্ধি প্রণয়িনী (প্রীতিরসে নিমগ্ন) হউক॥

হায়! কবে গদ্গদ বাক্যে মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের নামাবলি সংকীর্ত্তন করিব? কবে নয়ন ধারায় বৃক্ষতল ভূমি পঙ্কিল করিব? কবে তীব্র ভাবনা-বশে অগ্রভাগে বিদ্যমানবৎ সদন্তঃকরণ (অনুরাগি জনৈক) ভোগ্য স্বর্ণনীল মণি প্রভা-বিশিষ্ট জ্যোতির্যুগলকে দর্শন করিয়া প্রেমবিবশ আমি মুহুর্মুহু বন্দনা করিব? ১০০॥

বৃন্দাবন নিকুঞ্জসীমায় বাস করিয়া প্রেমাতুর হইয়া (প্রেমসেবার বিষয়) চিন্তা করিতে করিতে কবে অকস্মাৎ নিজ জীবাতু যুগলকিশোরকে দর্শন করিব—কবে বা কোনও ঘনশ্যামবর্ণ জ্যোৎস্নাবৎ (শীতল মধুর উজ্জ্বল কান্তিচ্ছটা) এবং কোনও রসময়ী গৌরবর্ণ ছটা দেখিব—কবে বা তাঁহাদের শীতল মধুর পরস্পর বাক্যসুধা (সংলাপ) শ্রবণ করিব? ১০১॥

বৃন্দাবনে লোক সমূহের দুর্গম কোনও প্রদেশে গিয়া, উদশ্রু (আনন্দ-বাষ্প মোচন করিতে করিতে) নিজ প্রিয়তমযুগলের নাম প্রকৃষ্টভাবে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া ২ অত্যন্ত আর্ত্তিভরে অতিশয় বিহ্বল হইলে আমি

অত্যন্তার্ত্ত্যা বিকলবিকলো দিব্যমূর্ত্ত্যা কয়াঽপি
শ্রীশর্য্যাজ্ঞাকরমৃগদৃশা বাকৃসুধাশ্বাসিতঃ স্যাম্ ॥১০২॥
এতৎ কারুণ্যপুঞ্জং কতি-দিনকলিত-স্বাশ্রয়প্রৌঢ়রাধা-
কৃষ্ণাঙ্‌ঘ্রি দ্বন্দ্বগূঢ়প্রণয়ভব-রসাভ্যঞ্জিতোদারদৃষ্টম্।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং মে নিজ-পরম-চমৎকারিরূপেণ সান্দ্রা-
নন্দৌঘ-স্যন্দি-বপ্রোচ্ছলিত-মধুরিমৈকার্ণবেনাবিরাস্তাম্ ॥১০৩
কদা সুদৃঢ়-ভাবনোদিত নিজেষ্টরূপং মনা-
গপিস্মৃত-শরীরকেণ হি রসে প্রবিষ্টোঽদ্ভুতে।
ক্ষণং কিমু মুহূর্ত্তকং কিমথ যামমেবাস্থিতো
বহির্দৃগপি মুগ্ধবৎ ব্যবহরামি বৃন্দাবনে ॥১০৪॥
নান্যদ্ বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্ ব্রজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকা-রতি-বিনোদ-বনং বিনাহম্ ॥১০৫॥

শ্রীঈশ্বরীর কোনও দিব্যমূর্ত্তি হরিণ-নয়না দাসীর বাক্যসুধায় আশ্বাসিতহইব ॥

এতাদৃশ কারুণ্যরাশি-শীল শ্রীমদ্ বৃন্দাবন কিছুকাল অবস্থান দান করিয়া পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদযুগলে নিগূঢ়-প্রেম সঞ্জাত স্নেহে অভ্যঞ্জিত (অভিষিক্ত) উদারমতি জনেরই একমাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন--হায়! সেই বৃন্দাবন সান্দ্রানন্দ প্রবাহ-স্যন্দনকারী অতুল অমর্য্যাদ মহামধুরিমা-সমুদ্র নিজ পরম চমৎকার-কারী রূপটীকে আমার হৃদয়ে আবির্ভাব করুন ॥১০৩॥

কবে—সুদৃঢ় ভাবনাবলে উদিত নিজ ইষ্ট (স্বাভিলষিত মঞ্জরী) রূপের অল্পমাত্র স্মরণ হইলেও সেইক্ষুদ্র (গোপবালা) শরীর দ্বারা অদ্ভুত (রাধাদাস্য) রসে প্রবিষ্ট হইয়া এক ক্ষণ, এক মুহূর্ত্ত কিম্বা এক প্রহরকালই বাহ্যদৃষ্টি বিমূঢ়বৎ (বাহ্যদৃষ্টি রহিত) একাবস্থায় বৃন্দাবনে অবস্থান করিব ? ॥

শ্রীরাধা রতি বিলাসের বিনোদবন ব্যতীত অন্য কথা বলিব না, অন্য কথা শুনিব না , অন্য বিষয় চিন্তা করিব না , অন্যত্র যাইব না , অন্য বস্তু ভজন করিব না , অন্য দেবদেবীর আশ্রয় করিব না ; জাগ্রতকালে বা স্বপ্নাবস্থায় ও অন্য কিছুই দর্শন করিব না ॥১০৫॥

কিং মাং খেদয়সে বিমুঞ্চ বসনং , তল্পোত্তমেঽস্মিন্ সুখে —
নাগত্য স্বপিহি, ত্যজ ত্যজ ভুজং. শ্লিষ্যামি কান্তে ! সকৃৎ ।
আঃ কিং নির্দ্দয় ! মুঞ্চ মুঞ্চ , ন কিমপ্যাপীড়য়ে রাধিকা-
কৃষ্ণালাপমিমং কদা নু শৃণুয়াং বৃন্দাটবী-কীরতঃ ॥১০৬॥

কদা বা স্বচ্ছন্দং দিনরজনি বৃন্দাবন-বনে
চরন্নেকঃ স্বস্ত্যদ্ভুত নব নিকুঞ্জালিষু বিশন্ ।
অকস্মাদেবালৌকিক মধুর কৈশোর-সুবয়াঃ
'ইতো ন ত্বং যায়া' ইতি মৃদুগিরা বারয়তি মাম্ ॥১০৭॥

কদা বা তূষ্ণীকঃ শিথিলিত-সমস্ত-ব্যবহৃতি-
স্ত্যজন্ দীর্ঘশ্বাসং কথমপি গৃহীতৈক-কবলঃ ।
সদা জাগ্রৎপ্রায়ঃ ক্ষণমুদিততন্দ্রোঽহতি মধুরং
তদালোকে বৃন্দাবনভুবি নিজপ্রাণ-মিথুনম্ ॥১০৮॥

দয়িতা বলিলেন,—"আমাকে কেন জ্বালাতন করিতেছ ? বসন ছাড়" । নাগর বলিলেন— "এই উত্তম শয্যায় সুখে আগমন কর ও কিঞ্চিৎকাল শয়ন কর—" ; নাগরীমণি বলিলেন-"হাত ছাড় , হাত ছাড় ;" তখন প্রিয়তম বলিলেন—"হে কান্তে! একবার আলিঙ্গন করি" !—রাধিকা বলিলেন "আঃ ! কি নির্দ্দয় ! ছাড় , ছাড় ;"--তখন নাগরেন্দ্র বলিলেন-- "কিছুইত পীড়া দিই নাই" ---রাধাকৃষ্ণের এবম্বিধ পরস্পর প্রেমালাপ কবে বৃন্দাবনীয় শুকমুখে শ্রবণ করিবার ভাগ্যোদয় হইবে ? ১০৬ ॥

কবে বা দিবারাত্র বৃন্দাবনের (দ্বাদশ) বনে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব নিকুঞ্জ শ্রেণীতে একাকী প্রবিষ্ট হইতে থাকিলে এক মঙ্গল সৌভাগ্যের উদয় হইবে—অকস্মাৎই কোনও অলৌকিক মধুর কৈশোর বয়স্কা কিশোরী মৃদুবাক্যে-"এই কুঞ্জে তুমি যাইও না" বলিয়া আমাকে বারণ করিবে ? ১০৭ ॥

কবে বৃন্দাবন ভূমিতে মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত বাহ্যব্যাপার শিথিল করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অতিকষ্টে একগ্রাসমাত্র ভোজন করিয়া সর্ব্বদা জাগ্রত প্রায় থাকিয়া , ক্ষণকালের জন্য বা জাততন্দ্রা হইলেও অতি মধুর সেই প্রাণনাথ যুগলকে অবলোকন করিব ? ১০৮ ॥

অকস্মাদেকস্মান্নবললিত কুঞ্জাদ্ বত বহি
র্ভবৎ স্মিত্বা নব্যং তরুণমিথুনং লৌকিকমিব।
গতো দূরং দৃষ্টা পুনরথ নিবৃত্য স্বদয়িতৌ
বিলোক্য স্যাং বৃন্দাবনভুবি মহাপ্রেম-বিকলঃ॥১০৯॥
কদা পূর্ণজ্যোৎস্নাধবলে রাসবলয়ে
চরন্নেকো বৃন্দাবনপতি-বিলাস-স্মৃতিপরঃ।
অকস্মাদানন্দাম্বুধি-লহরি-কোলাহলমিব
ধ্বনিং দিব্যং বেণো র্বলয়রসনাদেশ্চ শৃণুয়াম্॥১১০॥
কদা বা কস্যাপি স্ফুট-নব কদম্বস্য বিটপে
স্ফুরদ্ গোপীভর্ত্তুঃ কিমপি কলয়ে স্মেরবদনম্।
কদা শ্রীরাধায়াঃ কুসুমচয়-লোলঞ্চ ললিতং
করং বীক্ষে বৃন্দাবনভুবি লতৌঘে ক্বচিদপি॥১১১॥
ইদং মে কিং ভাবি? দ্রুতকনকগৌরচ্ছবি-হরি-
ন্মণিশ্যামং ধামদ্বয়মিহ মিথোঽংসার্পিতভুজম্।

এই বৃন্দাবন ভূমিতে সহসা এক নব ললিত নিকুঞ্জ হইতে হাস্য-সহকারে বহিরাগত লৌকিকবৎ প্রতীয়মান নবীন যুব যুগলকে দেখিয়া (সঙ্কোচ হেতু) দূরে গিয়া পুনরায় পরাবর্ত্তন করিয়া স্বদয়িত (প্রিয়তম) যুগলকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে বিকল হইব কি? ১০৯॥

কবে পূর্ণ চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনীতে শ্রীরাসমণ্ডলে বৃন্দাবনপতি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদির স্মরণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া একাকী পর্য্যটন করিতে করিতে অকস্মাৎ আনন্দ সাগরের তরঙ্গরাশির কোলাহলবৎ বেণু-বলয়-রসণা (কিঙ্কিণি) প্রভৃতির অপার্থিব ধ্বনি শ্রবণ করিব? ১১০॥

কবে বা এই ভৌমবৃন্দাবনে কোনও বিকশিত নবকদম্বের শাখাতে বিরাজমান গোপীজন বল্লভের কোনও (বর্ণনাতীত) মৃদুমধুর হাস্যময় মুখ অবলোকন করিব? কবেই বা কোনও স্থানে লতা সমূহে কুসুমাহরণে শ্রীরাধার চঞ্চল ললিত করকমল বীক্ষণ করিব? ১১১॥

হায়! আমার কি এমন সৌভাগ্যলাভ হইবে? গলিত-কাঞ্চনবৎ গৌরকান্তি ও ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামলকান্তি বিগ্রহ-যুগলকে এই বৃন্দাবনে

নিরীক্ষে তৎ স্মেরং মম বহুবিধপ্রেম-বিস্তৃতং
মুখং পশ্চাচ্ছায়াদ্বয়মথ পুরো মূর্চ্ছয়তি মাম্ ॥১১২॥
অতি প্রেমোৎকট্যাৎ ক্ষিতিষু বিলুঠৎ মে বপুরিদং
করেণ স্পৃষ্টা মাং বিলুঠয়তি রাধা প্রিয়-যুতা।
অহো বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুতমহিমসীমন্যপি সুদু-
র্ঘটাশা কাঽপ্যেকা সমুদয়তি হা কিং ন ভবিতা ॥১১৩॥
/কদা বা কালিন্দী-তট-নিকট-বৃন্দাবন-লতা-
নিকুঞ্জান্তঃ সুপ্তং তদতিসরসং প্রেষ্ঠ-মিথুনম্।
মিথোগাঢ়াশ্লিষ্টং মৃদু মৃদু ময়া লালিত-পদং
মুদা বীক্ষ্যে স্বপ্নেঽপ্যহহ সুখনিদ্রাং গতমহম্ ॥১১৪॥
মহাশ্চর্য্যানন্ত-স্বমহিমবলাদেব সকলা-
ধমস্যাপ্যাশানাং ব্যতিক্রম সম্ভাব্যমপি মে।
কদা বৃন্দারণ্যং স্ববসতি-কথামাত্র-প্রবহৎ
কৃপাপূরং সংপূরয়তু পরতোঽপ্যর্ব্বুদজনৈঃ ॥১১৫॥

পরস্পরের স্কন্ধদেশে পরস্পর হস্তার্পন পূর্ব্বক মৃদুহাস্য সহকারে বিশাল প্রেমভরে সুন্দর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া পরস্পর অগ্রপশ্চাৎ ভাবে বিরাজিত অবস্থায় আমার দৃষ্টিপথে আসিয়া কি আমাকে মোহিত করিবেন? ১১২॥

অহো! অদ্ভুত মহিমার একশেষ প্রাপ্ত বৃন্দাবনে কোনও (অনির্ব্বচনীয়) অতি অসম্ভব এক আশা আমার মনে সমুদিত হইতেছে! প্রিয়তম সহিত মিলিতা শ্রীরাধা অতিশয় প্রেমোৎকণ্ঠাভরে পৃথিবীতলে লুণ্ঠনশীল আমার এই শরীরকে শ্রীকরকমলে স্পর্শকরিয়া কি তাঁহাদের চরণকমলেই বিলুণ্ঠন করাইবেন? হায়! আমার এই আশা কি সুফলা হইবে না? ১১৩॥

/ কবে বা কালিন্দী তট নিকটে বৃন্দাবন নিকুঞ্জ মধ্যে সুপ্ত সেই সরসতম প্রিয়তম যুগল পরস্পর গাঢ়াশ্লেষবদ্ধ হইলে আমি মৃদু মৃদু ভাবে পদসম্বাহন করিতে থাকিলে তাঁহারা অতিসুখে নিদ্রাগত হইবেন—হায়রে! স্বপ্নেও কি কখন আমার এই সৌভাগ্যলাভ হইবে! ১১৪॥

যে ধাম নিবাস বিষয়ক প্রার্থনা সঙ্কল্প মাত্রেই প্রচুরতর কৃপারাশি বর্ষণ করেন—সেই বৃন্দাবন সকলাধম আমারও অসম্ভাবনীয় আশা সমূহ ও

স্বকর্ম্ম-স্রোতোভিঃ সততমভিতশ্চালিতমমুং
প্রভো ! জীবং যত্র ক্বচিদপি নয়াত্যন্তবিবশম্।
পরন্ত্বেতাবন্মে ভবতু ভবদুঃখার্দ্দিতহৃদোঽ
প্যবিশ্রান্তং বৃন্দাবনপদপরৈবাস্তু রসনা ॥১১৬॥
ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মৃগয়তে পার্ষদতনুম্।
পরং শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-সরস-ভাবোৎসব-বতাং
নিবাসে ধন্যানাং সুবহু কৃমিজন্মাপি মৃগয়তে ॥১১৭॥
শ্রীমদ্-বৃন্দাবিপিন কুসুমামোদবাহী সমীরো
যস্মিন্ দেশে সরতি তদবচ্ছিন্নকৃষ্ণাপ্লুতো বা।
যেষাং বৃন্দাবনমনু সকৃদ্ গ্রীবয়া সন্নতং বা
তত্রৈবাস্তাং মম খলু জনি র্হন্ত ! তেষাং গৃহেঽপি ॥ ১৮॥
মমাপি স্যাদেতাদৃশমিহ দিনং কিন্নু পরমং
যদা বৃন্দাটব্যাঃ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি।

মহা অনন্ত নিজ মাহাত্ম্যবলেই অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ জন্মপরেও সম্যক্ পূরণ করুন ॥

হে প্রভো! স্বকর্ম্মস্রোতে নিরন্তর ইতস্ততঃ চালিত মাদৃশ জীব অত্যন্ত অবশ হইয়াছে—অতএব তোমার ইচ্ছামত যে স্থানেই হউক নিয়া যাও—পরন্তু ভবদুঃখে পীড়িত হইলেও আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর যেন অবিশ্রান্ত ভাবে এই জিহ্বা "বৃন্দাবন" শব্দই কিম্বা বৃন্দাবন-গুণাদিই কীর্ত্তন-পরায়ণা হয় ॥১১৬॥

আমার মন সত্যলোকে ব্রহ্ম-পদবী ও স্পৃহা করে না—বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদদেহ ও অভিলাষ করে না—কেবল বৃন্দাবনে প্রেমরসময় ভাবের উৎসব পরায়ণ ধন্য ব্যক্তিদিগের গৃহে পুনঃ পুনঃ কৃমি জন্ম ও আকাঙ্ক্ষা করে ॥১১৭॥

যে দেশে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনের পুষ্প-সৌরভ বাহী অথবা তদবচ্ছিন্ন যমুনা জলকণান্বিত বায়ু প্রবাহিত হয়—এবং বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে একবারও যাঁহাদের শির অবনত হইয়াছে—সেইদেশে তাঁহাদের গৃহে ও যেন আমার জন্ম হয় ॥

অহো! এই জন্মে আমার মত অভাগার ভাগ্যে এমন (শুভ) দিন

অহো ! দেহং দূরাদপি সমবলোক্যান্তজনুষাং
মুহুর্ধন্যং মন্যে ধরণিপতিতঃ স্বাং কৃতনতিঃ ॥১১৯॥
যদপি চ মম নাস্তি শ্রীলবৃন্দাবনীয়ে
মহিমনি ন-সমোর্দ্ধে হন্ত বিশ্বাসগন্ধঃ।
যদপি চ মম তস্মিন্নাস্তি বাসৈষণাঽপি
প্রসরতু মম তাদৃশ্যেব বাণী তথাপি ॥১২০॥
অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো সর্ব্ববিদপি
প্রথীয়ঃ শ্রীবৃন্দাবন মহিমাবীথি-জড়মতিঃ।
অহো ভ্রাম্যদ্দৃষ্ট্যা বিবিধসদসদ্ বর্ত্মসু তথা
ন পূর্ণং তস্যৈব ধ্রুবমিহ নিষেবে পদরজঃ ॥১২১॥
হা বৃন্দাবন ! হা মহারসময়-প্রেমৈক সম্পন্নিধে !
হা রাধা-রতিনাগর-স্মরকলা-সাক্ষিন্ ! মদেকপ্রিয় !!

কি আসিবে ? যে দিনে শ্রীবৃন্দাবনের অতি সামান্য স্পর্শমাত্রেই আমার (কু) দেহকে ধন্য মনে করিব—এবং দূর হইতে ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আমার জন্ম ধারণকেও মুহুর্মুহু ধন্যবাদ করিব—তৎপরে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিব—এমন কি হইবে ? ১১৯ ॥

যদিও অসমোর্দ্ধ বৃন্দাবন-মহিমায় আমার বিশ্বাস গন্ধও নাই—যদ্যপি বৃন্দাবনে বাসকামনাও আমার নাই—তথাপি আমার বাক্যে যেন সতত এই প্রকার (বাসেচ্ছাময়ী প্রার্থনা) স্ফুরিত হয়—এই যাচ্ঞা করি ॥১২০॥

অহো ! এই জগজ্জন অচৈতন্য-প্রায় (অথবা—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরণাশ্রয় রূপ সৌভাগ্যহীন) বলিলেই হয় সুতরাং সর্ব্ব-শাস্ত্রবিদ্ হইয়াও সুবিপুল শ্রীবৃন্দাবন মহিমারাজিতে জড়বুদ্ধি (মূর্খ) হইয়া আছে ; অহো ! তাদৃশ আচরণে বিবিধ সদসৎপথ সমূহে (নানামতবাদে) দৃষ্টিপাত করিলে বিভ্রান্ত হইতে হয় এবং এই জন্মে পূর্ণমনোরথ হওয়া নিশ্চয়ই দুষ্কর হয়—অতএব এই বৃন্দাবনের রজঃ কণাই সেবা করিতে থাকি ॥১২১॥

হা বৃন্দাবন হা মহারসময় প্রেমেরই একমাত্র পরমনিধি ! হা রাধার রতি-কলা নাগরের স্মর-কলার সাক্ষিন্ ! হা মদীয় একমাত্র প্রীতিস্থল ! হা রাসলীলা সমাধান কারিন্ ! হা বিশ্বমোহন ! হা তরুলতাপক্ষী প্রভৃতির শোভায় অদ্ভুত ! হা শোভাসম্পত্তি—নিকেতন ! হা প্রকৃতির পরাৎপর

হা রাসেশ্বর ! বিশ্বমূর্চ্ছন ! লতা বল্লীখগাগুদ্ভুত !
শ্রীমন্ ! হা প্রকৃতেঃ পরাদপি পর ! ত্বং মে গতি স্ত্বং গতিঃ ॥১২২
নমোঽস্তু বৃন্দাবন-সুন্দরাভ্যাং নমোঽস্তু বৃন্দাবন-বিভ্রমাভ্যাম্ ।
নমোস্তু বৃন্দাবন-জীবনাভ্যাং নমোঽস্তু বৃন্দাবননাগরাভ্যাম্ ॥২৩॥
নমোঽস্তু বৃন্দাবন-সংকৃপাভ্যাং নমোস্তু বৃন্দাবন-সদ্রসাভ্যাম্ ।
নমোঽস্তু বৃন্দাবন-পূর্ণতাভ্যাং নমোঽস্তু বৃন্দাবন-গোচরাভ্যাম্ ॥

বৃন্দারণ্যোত্তমং নাস্তি, নাস্তি মত্তোঽধমঃ ক্বচিৎ ।
রাধানাম্নঃ প্রভাবেণ যদি স্যান্মেলনং তয়োঃ ॥১২৫॥
শ্রীমদ্-বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সকৃন্নামৈক মঙ্গলম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যানন্তশক্তি মুখে বিজয়তাং মম ॥১২৬॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী বিরচিতে
সপ্তদশং শতকম্ ।

তুমিই আমার একমাত্র গতি ; তুমিহ আমার পরমা গতি !! ১২২ ॥

বৃন্দাবনের সুন্দর-যুগলকে নমস্কার ! বৃন্দাবন বিলাসে বিভ্রমশীল যুগলকে নমস্কার ! বৃন্দাবন বাসিগণের জীবাতু দ্বয়কে নমস্কার ! বৃন্দাবনের নাগর যুগলকে নমস্কার !! ১২৩ ॥

বৃন্দাবনে নিরন্তর কৃপাবর্ষণ-কারি যুগলকে নমস্কার ! বৃন্দাবনে নিত্য বর্ত্তমান অনুরাগশীল যুগলকে নমস্কার ! বৃন্দাবনে পূর্ণতা (রূপ, গুণ, লীলা, লাবণ্য বৈদগ্ধ্য ও কারুণ্য প্রভৃতির একশেষ) প্রাপ্ত যুগলকে নমস্কার! বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ দর্শন গোচরীভূত যুগলকে নমস্কার ॥১২৪॥

বৃন্দারণ্য হইতে উত্তম (আশ্রয়-স্থল) আর কোথায়ও নাই—পক্ষান্তরে আমা হইতে অধম ও কুত্রাপি হয় না—যদি "রাধা" নামের প্রভাবে এই উভয়ের (সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাধমের) মিলন হয়, (তবেই মঙ্গল !) ॥১২৫॥

শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরীর সর্ব্বাশ্চর্য্য অনন্তশক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় মঙ্গলালয় (রাধা) নামটী একবার আমার মুখে বিজয়লাভ করুন, (সর্ব্বোৎ কর্ষের সহিত বিরাজমান হউন) এই প্রার্থনা ॥১২৬॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের সপ্তদশ শতকের শ্রীহরিদাস দাস কৃত
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

শ্রীশ্রীমদ্‌গুরবে সমর্পণমস্তু ।